
কাজী
নজরুলের
গান
সম্পাদনা

কাজী নজরুলের গান

কাজী নজরুলের গান

সম্পাদনা

কল্যাণী কাজী

সাহিত্য ভারতী পাবলিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ

২১১/১, বিধান সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

৫১/১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সি. ২১/৩০ এ-বি, পিশাচমোচন, বারাণসী-২২১ ০১০

প্রাক্‌কথন

কাজী নজরুলের গান
(বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য)

যুগে যুগে কালে কালে শিল্প, সাহিত্য, কাব্য এবং ভাবনার জগতে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশে। বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ বিভিন্ন সময় বাংলা সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে তাঁদের সৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন।

বৈচিত্র্য এবং গভীরতা কবি ও শিল্পীর জনপ্রিয়তার মূল উৎস। বাংলাদেশের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, একসময় সব সেরা কবিই গান লিখতেন। তাতে গানের বৈচিত্র্য ও গভীরতা দুই-ই ফুটত।

গীতিকার গান লিখবেন আর সুরকার সেই গানের বাণীতে সুরারোপ করবেন—এটাই সাধারণ নিয়ম। আমাদের বাংলাদেশে একই ব্যক্তি একই সঙ্গে গীতিকার এবং সুরকার এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—সকলেই নিজেদের বেশীর ভাগ গানের সুর নিজেরাই দিয়ে গেছেন। ফলে গানের ভাবের দিকটা—যা কথা দিয়ে ফোটানো চলে, তা যেমন তাঁরা নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী দিয়ে গেছেন— তেমনি সেই ভাবনার সুরগত প্রকাশের দিকটাকেও নিজেরাই সম্পন্ন করে গেছেন। ফলে গানগুলো মানুষের চিরকালের আনন্দের উৎস এবং সম্পদ হতে পেরেছে।

বৈচিত্র্য কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতকর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ কথা নজরুলের গানের বাণীর ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। অন্য কোনও বাঙালী সঙ্গীত রচয়িতার কাজে বাণী ও সুরের এমন বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত স্রষ্টা হিসেবে যখন তাঁর সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে সমাসীন, তখন কাজী নজরুলের মত অতি সাধারণ ঘরের এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের পক্ষে কাব্য ও সঙ্গীতের জগতে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা যে কত দুরূহ কাজ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সঙ্গীত রচনা এবং সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক পথে না গিয়ে সঙ্গীতের চলমান ধারাবাহিক একঘেয়েমিকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে সঙ্গীতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন একের পর এক পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে। অচিরেই তিনি বাংলা গানের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন এক স্বতন্ত্র ধারা—যা একান্তভাবে ছিল তাঁর নিজস্ব। বিপুলতায় ও বৈচিত্র্যে তিনিই তাঁর একমাত্র তুলনা। ১৯৩৮ সালে 'জনসাহিত্য' সংসদের উদ্বোধনী সভায় সভাপতির ভাষণে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন—

"সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই। তবে এটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে— তখন সবাই আমার কথা মনে করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে"। কাজী নজরুল তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীত সম্বন্ধে এতটা আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন—কারণ তাঁর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য সৃষ্টির তাগিদের সঙ্গে এক অলৌকিক প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি যেন বয়ে যাওয়া একটা নদী—সৃষ্টির জোয়ারে যা সব সময় পরিপূর্ণ। তাতে ভেসে চলেছে নানা ধরনের গানের তরী। এ বিষয়ে শ্রী নারায়ণ চৌধুরীর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

'নজরুল সত্তায় যেন এক অফুরন্ত সৃষ্টির সঞ্চয় লুকানো ছিল। রূপকথার কল্পবৃক্ষে ঝাড়া দিলেই যেমন তার থেকে সোনারূপা ঝরে পড়ত, তেমনি তাঁর গানের গাছে নাড়া দিলেই চাইতে না চাইতে রকমারী গানের ফল টুপ্ করে খসে পড়ে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল এক অতি অদ্ভুত সৃষ্টিশীল প্রতিভা'।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নজরুলের গানের যে বিপুলতা, বৈচিত্র্য এবং গভীরতা বা বাঙালীর জীবনে তার যে প্রাসঙ্গিকতা—এ সব নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা বা গবেষণা হয়নি। অবশ্য সেই সময় নজরুল সম্পর্কে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ছিল না—ছিল না তাঁর গানের পূর্ণ সংকলন বা

স্বরলিপি এবং উল্লেখযোগ্য প্রচার। তাছাড়া স্বয়ং নজরুলও ছিলেন এ ব্যাপারে উদাসীন। 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মেতে প্রবল আবেগে তিনি যেমন নানা ধরনের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি তেমনি ছিল তাঁর অনীহা।

যখন যেখানে গেছেন সেখানে দু-একটা গান লিখেছেন, শিক্ষার্থীকে গান শেখাতে গিয়ে গান লিখেছেন, রেকর্ড শিল্পীদের তালিম দেবার সময় তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ভাণ্ডার বাড়িয়ে দিয়েছেন, রেডিওতে বসেও গান লিখেছেন, গ্রামোফোনে যুক্ত থাকার সময় সর্বাধিক গান রচনা করেছেন—পরে অনেক গানের খোঁজ খবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেননি। মেগাফোন কোম্পানী সহ আরও অন্যান্য কোম্পানী থেকে তাঁর গান শিল্পীরা রেকর্ড করেছেন। সে সব গানের মধ্যে অনেক গানের পূর্ণাবয়ব পাওয়া যায়নি। এছাড়া যাঁরাই তাঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন—তাঁদের খাতায় গান লিখে দিয়েছেন। এভাবে কতজনের কাছে যে তাঁর কত গান ছড়িয়ে আছে যা আজও অপ্রকাশিত — তার ইয়ত্তা নেই। আদৌ সেগুলোর হদিশ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এইভাবেই কবির অনেক গান কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে।

নজরুলের গানের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশী—যা রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যার চেয়ে বেশী। তাঁর সৃজনশীল জীবনের সময়সীমা মাত্র ২১-২২ বছর। তার মধ্যে মাত্র ১০-১১ বছর সঙ্গীত সৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিলেন। এত অল্প সময়ে—এত বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ সঙ্গীত সৃষ্টি নজিরবিহীন।

নজরুলের গবেষকদের মতে ১৯২২ সালের অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং স্বরলিপির বইয়ে প্রকাশিত নজরুলগীতির সংখ্যা ২৭৭১। অবশিষ্ট গানগুলো আজও অগ্রন্থিত এবং এর মধ্যে অনেক গানের তথ্য পাওয়া গেলেও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নজরুল-গীতির সঠিক পরিসংখ্যা এখনই দেওয়া যায় না। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় সব গ্রন্থে যেমন নজরুলের সব গান অন্তর্ভূক্ত হয়নি, তেমনি অন্য গীতিকারের গানও নজরুলের গান হিসেবে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যদিও সেগুলির সংখ্যা নজরুল-সৃষ্ট বিপুল সঙ্গীতকর্মের তুলনায় খুবই কম। এগুলো বাদ দিয়ে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নজরুল গবেষকদের মতে নজরুলের গানের সংখ্যা ৩১৩৯। এর মধ্যে তথ্যভিত্তিক গানের সংখ্যা ২৮৪৮ এবং সূত্র সম্বলিত (গানের প্রথম কলি) গানের সংখ্যা ২৯১।

কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে গীতিকার ও সুরকার। বাণী ও সুরের বিচিত্র মিলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য গানে। গানগুলো বিভিন্ন পর্যায়ের, আর এই বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিটি গানের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে বৈচিত্র্যপূর্ণ মনোমুগ্ধকর সুরারোপ করেছেন নজরুল।

পারস্যের প্রেম সঙ্গীত 'গজল'। বাংলা গানের ধারায় নজরুলই প্রথম গজল রচয়িতা এবং প্রবর্তক। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত গজলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি তাঁর সৃষ্ট বাংলা গজল গানে আরবি ফারসী শব্দের ব্যবহার করেছেন সার্থকভাবে। নজরুল কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন প্রথম তাঁর বিখ্যাত বাংলা গজল গান 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল' রচনা করেন। গজল গানের স্থায়ী অংশ সুর ও তাল সহযোগে গাওয়া হয়, আর বাকি অন্তরাগুলো তাল ছাড়া শুধুমাত্র সুর সহযোগে আবৃত্তি করে গাওয়া হয়। এই অংশকে 'শেয়র' বলা হয়। গজলের মূল কাঠামো বজায় রেখে নজরুল ঠুম্‌রি ও গজল আঙ্গিকেও বেশ কিছু গজল গান রচনা করেছেন। যেমন উচাটন মন ঘরে রয়না, তরুণ প্রেমিক প্রণয়বেদন, ইত্যাদি। এই গানগুলোতে গজলের 'শেয়র' অংশ না থাকলেও এগুলো গজল পর্যায়ভুক্ত। আবার কয়েকটি রাগের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নজরুল তাঁর বেশকিছু গজল গানে সুরারোপ করেছেন। যেমন তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত গজল গান—'চেখোনা সুনয়না' গানটির সুরারোপের ক্ষেত্রে তিনি বাগেশ্রী ও পিলু রাগের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

রাগ সঙ্গীত অবলম্বনেই নজরুল প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে বললে অত্যুক্তি হবেনা। রাগ সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের গানকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় হল হিন্দীভাঙা

গান ও রাগপ্রধান গান রচনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে নবরাগ সৃষ্টি এবং বিস্মৃতপ্রায় রাগের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা।

প্রথম পর্যায়ের হিন্দীভাঙা গান মূলত খেয়াল অঙ্গে রচিত। এই সব গানের উৎপত্তির পেছনে রয়েছে একটি করে হিন্দী গান যাকে অনুসরণ করে নজরুল রচনা করেছেন বাংলা গান। এই শ্রেণীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান হল—পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া, মেঘ মেদুর বরষায়, আজো কাঁদে কাননে, প্রথম প্রদীপ জ্বালো, রুমঝুম্ রুমঝুম্ নূপুর বোলে, শূন্য এ বুকে ইত্যাদি ক্লাসিকাল এবং রোমান্টিক রস মিলে যে গান—তাকেই রাগপ্রধান গান বলা যেতে পারে। নজরুল রাগপ্রধান গান রচনার ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। রাগসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ এবং কবিত্ব শক্তিই তাঁকে এই সাফল্য এনে দিয়েছে। তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাগপ্রধান গান হল— অঞ্জলি লহ মোর, চৈতালী চাঁদিনী রাতে, নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে, বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ, ও নিশীথ সমাধি ভাঙিয়ো না—ইত্যাদি।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী এবং অসামান্য সাঙ্গীতিক প্রতিভার অধিকারী নজরুল নিজে কুড়িটি রাগ রাগিণী সৃষ্টি করেছেন। গানগুলির বৈশিষ্ট্য হল রাগটির নাম গানের বাণীর মধ্যে নিহিত। যেমন 'অরুণ ভৈরব' রাগটি নজরুলের সৃষ্টি গানের প্রথম কলিতে রাগের নাম রয়েছে। প্রথম কলি হল 'জাগো অরুণ ভৈরব জাগো হে শিব ধ্যানী'।

নজরুল বিস্মৃতপ্রায় কিছু রাগ এবং লুপ্তপ্রায় কিছু রাগকে গানের মাধ্যমে সবার কাছে তুলে ধরার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কলকাতা বেতারে 'হারামণি' নামে একটা অনুষ্ঠান করার সময় তিনি এই ব্যাপারে উৎসাহিত হন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গান হল—ফুলের জলসায়, গভীর রাতে জাগি, দক্ষিণ সমীরণ সাথে, বসন্ত মুখর আজি ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় লক্ষণগীত রচনার কাজ নজরুলই প্রথম শুরু করেন। এছাড়া টপ্পা অংগে সৃষ্টি করেছেন 'যাহা কিছু মম, আছে প্রিয়তম' গানটি। ধ্রুপদাঙ্গে সৃষ্টি করেছেন 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু'।

কর্ণাটকী রাগ বাংলায় অপ্রচলিত। নজরুল কর্ণাটকী রাগ অবলম্বনে যে সব গান রচনা করেছেন, শ্রোতাদের কাছে তা নতুনত্বের স্বাদ এনেছে। এমনই কয়েকটি গান হল—কাবেরী নদী জলে, পরদেশী মেঘ, নীলাম্বরী শাড়ি পরি, এস চিরজনমের সাথী ইত্যাদি। মিশ্র বেহাগ—তিলক কামোদ—খাম্বাজ রাগের সংমিশ্রণে তিনি রচনা করেছেন 'কেন কাঁদে পরাণ—কি বেদনায় কারে কহি'।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নজরুল লোকগীতির ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। ঝুমুর, ভাটিয়ালী, বাউল, ঝাপান, ভাওয়াইয়া, কাজরী ইত্যাদি বাংলা লোকগীতির সকল শাখায় তিনি গান রচনা এবং সুর-সৃষ্টি করেছেন অতি সহজ এবং সাবলীল ভঙ্গিমায়। উত্তর ভারতীয় গীত, কাওয়ালী, কাজরী লাওনী, বিহারী প্রভৃতি লোকগীতির সুরও তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন নিজের গানে। এর ফলে বাংলার লোকগীতির ধারার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় লোকগীতির ধারার সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর গানে।

নজরুলের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করে তৎকালীন মুসলিম সমাজ নজরুলে বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে কসুর করেনি। ইসলামী গান রচনার মাধ্যমে নজরুল সাধারণ মুসলিম জনগণের মনে প্রবেশ করে তাঁর আসন পাকা করে নেন। নজরুল তাঁর ইস্‌লামী গানে মানব হৃদয়ের সুকোমল আবেগকেই প্রকাশ করেছেন। তাই আজও তাঁর সৃষ্টি ইসলামী গান অন্যান্য ইসলামী গানের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। হাম্‌দ, নাত্‌, মর্সিয়া, মোনাজাত, মুর্শিদী ইত্যাদি ইস্‌লামী সঙ্গীতের সকল শাখায় এত ব্যাপকভাবে, সুন্দর করে নজরুলের আগে আর কেউ গান রচনা করেননি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইসলামী নজরুলগীতি হল—ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে, আমি আল্লানামের বীজ বুনেছি, কাবার জিয়ারতে, তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার, তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে—ইত্যাদি।

বিদেশী সুর অবলম্বনে নজরুল বেশ কিছু গান সৃষ্টি করেছেন। বিদেশী সুর—বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক বিখ্যাত গানের সুর সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায় গান রচনা করে বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সংযোজন করেন। বাঙালীর কাছে এর সুর নতুন—আর স্বাদ নতুনতর। বিদেশী সুর অবলম্বনে নজরুল-সৃষ্ট কিছু কালজয়ী গান হল—রুমঝুম্ ঝুমঝুম, মোমের পুতুল, দূরদ্বীপবাসিনী, শুক্‌নো পাতার নূপুর পায়ে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নজরুলকে সংগ্রামী কবি বলা হয়। তিনি পরাধীনতার বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। নজরুল দেশপ্রেমের কবি ও সঙ্গীতকার—এই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বক্তব্যের দিক থেকে নজরুলের দেশপ্রেমের গানগুলোকে কয়েকটিতে ভাগ করা যেতে পারে—

দেশবন্দনামূলক গান—আমার দেশের মাটি, নম নম বাংলাদেশ মম, একী অপরূপ রূপে মা তোমায় ইত্যাদি।

পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান—কারার ঐ লৌহ কপাট, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, এই শিকল পরা ছল ইত্যাদি। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানের আর একটি অধ্যায় হচ্ছে যুবশক্তির ভয়-বিঘ্ন তুচ্ছ করা যে সংগ্রামী চেতনা, সে সম্পর্কে কিছু গান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—চল্ চল্ চল্, আমরা শক্তি আমরা বল, মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম ইত্যাদি।

শোষণের বিরুদ্ধে সংগামমূলক গান—জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যত, ওঠরে চাষী জগৎবাসী, ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল ইত্যাদি।

নারীজাগরণমূলক গান—জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা, চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা—ইত্যাদি।

মুসলিম জাগরণমূলক গান—হাতে হাত দিয়ে আগে চল, দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে— ইত্যাদি।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গান—মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, ভারতের দুই নয়ন তারা, ভাই হয়ে ভাই চিনবি—ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে লিখেছিলেন। এছাড়াও তিনি বেশকিছু স্বদেশী ব্যঙ্গগীতি লিখেছেন। যেমন—ডোমিনিয়ন স্টেটাস রাউন্ড টেবিল, কনফারেন্স ইত্যাদি। বক্তব্যের দিক থেকে এগুলোকে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামমূলক গান হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

নজরুল বেশকিছু হাসির গান লিখেছেন। নানান দুঃখ কষ্ট থাকা সত্ত্বেও নজরুল ছিলেন এক প্রাণবন্ত পুরুষ। নজরুলের হাসির গানের একদিকে নির্মল হাস্যরস অন্যদিকে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অবিচার, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। নজরুলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাসির গান হল—আমার খোকার মাসী, ওরে খুলোরে তুই রাতবিরেতে, আজকে হইবো মোর বিয়া, তুই উল্টা বুঝলি রাম ইত্যাদি।

কাজী নজরুলের ভক্তিমূলক গানের সংখ্যা অনেক। এর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। সংখ্যা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে গানগুলি যে নজরুলের বিস্ময়কর শিল্পসৃষ্টি, একথা বলতে দ্বিধা নেই। তাঁর রচিত কালজয়ী শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—বল রে জবা বল, মহাকালের কোলে এসে, শ্যামা নামের লাগল আগুন, আর লুকাবি কোথায় মা কালী, কালো মেয়ের পায়ের তলায়, মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি, শ্মশানে জাগিছে শ্যামা—ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর সৃষ্ট ভক্তিগীতির ভাণ্ডারে আছে দুর্গাবিষয়ক কিছু গান। এগুলি মুখ্যত 'আগমনী গানে'র পর্যায়ে পড়ে। যেমন—দশহাতে ঐ দশদিকে মা, মাগো চিন্ময়ীরূপ ধরে আয়, এল রে এল ঐ রণরঙ্গিনী, এবার নবীন মন্ত্রে হবে, জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী ইত্যাদি। এছাড়াও কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বেশ কিছু গান লিখেছেন—যার মধ্যে ঝুলন, রাস, হোরির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাঁর ভক্তিগীতিতে পদাবলী কীর্তন, দেহতত্ত্বও স্থান

পেয়েছে নিরাকার ব্রহ্মার কিছু গানও তাঁর রচিত ভক্তিগীতির অংশ। অতীন্দ্রিয়লোকের গভীরতম অনুভূতিতে নজরুল যেভাবে তাঁর ভক্তিগীতিগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার কোনও তুলনা নেই।

আধুনিক পর্যায়ের গান মূলত প্রেমের গান। নজরুলসৃষ্ট আধুনিক গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এগুলো মানবীয় প্রেম-বিরহের গরিমাদীপ্ত প্রকাশ এবং এই আনন্দ-বেদনা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব। কোন অতীন্দ্রিয়লোকের চিন্তা ভাবনা এসে এই মিলন বিরহে বড় একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মানবিক প্রেম বেদনায় উত্তপ্ত এই ধরণের কাব্যগীতি আগে কখনও লেখা হয়নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। নজরুলের অজস্র কাব্যগীতির মধ্যে জনপ্রিয় কিছু গান হল—মোর প্রিয়া হবে এস রানী, নয়নভরা জল গো তোমার, আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো, যারে হাত দিয়ে মালা, তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, জানি জানি প্রিয়, গভীর নিশীতে ঘুম ভেঙে যায়, তুমি হাতখানি যবে, মনে পড়ে আজ, ইত্যাদি।

এগুলো ছাড়াও নজরুল কিছু শিশুসংগীত লিখেছেন। 'প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই এমন রঙীন পাখা'—শিশু সংগীতটিতে নজরুল সব শিশুর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছাগুলোকেই প্রকাশ করেছেন শিশুমনের খুব কাছাকাছি গিয়ে।

তিনি হিন্দীগানও রচনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান হল—'অ্যাগর তুম রাধা হোতে শ্যাম'।

প্রকৃতিবিষয়ক কিছু গানও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—মেঘবিহীন খর বৈশাখে (গ্রীষ্ম) এস হে সজল শ্যামঘন দেখা (বর্ষা) এল ঐ শারদ রাতি (শরৎ) হৈমন্তিকা এস এস (হেমন্ত) পউষ এল গো (শীত) বসন্ত মুখর আজি (বসন্ত)।

গানের দুটি অঙ্গ — বাণী ও সুর। বাণী ও সুরের সুষ্ঠু সমন্বয়ে গান, গান হয়ে ওঠে। আবার গান যেহেতু শ্রাব্য এবং গাওয়া হয় — সেই কারণে সুরের যাদুতে মানুষ আকৃষ্ট হয় বেশী। তাই সঙ্গীতে বাণীর চেয়ে সুরের অবদানই সম্ভবত বেশী। সুরের ওপর অসামান্য দখল ছিল বলেই নজরুলের গান রচনার পদ্ধতিও ছিল অন্যরকমের। সাধারণত সঙ্গীত যাঁরা রচনা করেন, তাঁরা প্রথমে একটা ভাবকে অবলম্বন করে গানটি লিখে ফেলেন—পরে সেই কথার ওপর সুরারোপ করেন। কিন্তু নজরুল কি সুরে গানটি রচনা করবেন সেটি প্রথমে ঠিক করে সুরের কাঠামো ঠিক হলে সেই অনুযায়ী বাণী সৃষ্টি করতেন। তাঁর সুর তাই বাণীনিরপেক্ষ ভাবেও শ্রোতার মনকে আচ্ছন্ন করে। সুতরাং নজরুল-গীতির সুর-সৌন্দর্যই নজরুলগীতির জনপ্রিয়তার কারণ বললে অত্যুক্তি হবে না। এখানেই সুরসৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুল মৌলিকত্বের দাবীদার।

নজরুল-সৃষ্ট সম্পূর্ণ গানের সংকলন বার করার সমস্যা অনেক সে কথা আগেই বলেছি। তাই কিছু বিভ্রান্তি থেকেই যাবে। তাছাড়া অনেক গানের বাণী রেকর্ডে যেভাবে গাওয়া হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে তার কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি কিছুটা পরিষ্কার হবে। কবির বিখ্যাত গান 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর' গানটি সঞ্চারী অংশে গাওয়া হয়—'গগনে মেলিয়া শতশত কর' — কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে 'আকাশে মেলিয়া' আছে এবং গানটির পাদদেশে 'আকাশে' শব্দটির উল্লেখ আছে।

এতবড় কর্মকাণ্ড একার পক্ষে সম্পন্ন করা বেশ কঠিন। তবুও অগণিত নজরুল-গীতি প্রেমিক এবং নজরুল-গীতির ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার কথা ভেবে এইরকম একটা সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে বইটি প্রকাশ করা হল। ভুলত্রুটি অবশ্যই থাকবে। সেগুলি পরবর্ত্তীকালে শুধরে নেওয়া হবে। নজরুলগীতি নিয়ে বিতর্ক থাকবেই—তবুও বইটি নজরুল-গীতি প্রেমী মানুষের কাজে লাগলে পরিশ্রম সার্থক হবে।

কল্যাণী কাজী

নজরুলের জীবন ও সাহিত্যের কাল-নির্দেশিকা

১৮৯৯	২৪শে মে (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬) বুধবার কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম।
১৯০৮	২০শে মার্চ নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমেদের মৃত্যু।
১৯১০	আর্থিক অভাবে শিক্ষা বিঘ্নিত - মসজিদের ইমারতি - মাজারের খাদেমগিরি ইত্যাদি কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ।
১৯১১-১৯১২	শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে প্রথমবার ভর্তি ও ঐ স্কুল ত্যাগ। মাথরুন নবীন চন্দ্র ইন্স্টিটিউশনে ভর্তি, দুই বৎসর অধ্যায়ন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে শিক্ষকরূপে লাভ।
১৯১৩	আসানসোলে রুটির দোকানে চাকরী।
১৯১৪	ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যায়ন। বার্ষিক পরীক্ষার পর দরিরামপুর ত্যাগ। (মতান্তরে ১৯১৫ সালের মধ্যভাগে দরিরামপুর ত্যাগ)।
১৯১৭	৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান।
১৯১৯	লেখক রূপে নজরুলের আত্মপ্রকাশ। এই বছরে প্রথম রচনা প্রকাশ 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' ১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'সওগাতে'। এই বছরে নজরুলের কবিতা প্রথম প্রকাশ। কবিতার নাম 'মুক্তি'। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ (১৩২৬) সংখ্যা। নজরুল তখনো করাচি সেনা বিভাগে কর্মরত।
১৯২০	করাচি থেকে কলকাতার আগমন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে বসবাস শুরু। এপ্রিল (বৈশাখ ১৩২৭) থেকে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'বাঁধনহারা' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু। জুলাই থেকে মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে নজরুল 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের দেওঘরে গমন।
১৯২১	আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের কুমিল্লা গমন। সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে প্রণয় বিবাহ ১৮ই জুন। (৩রা আষাঢ়, ১৩২৮) সৈয়দা খাতুনের নজরুলের দেওয়া নাম নার্গিস। নার্গিস পরিবারের সঙ্গে কোন বিষয়ে নজরুলের বিরোধ এবং ৪ঠা আষাঢ় ভোরে নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ। অক্টোবর মাসে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে নজরুলের শান্তিনিকেতনে গমন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে 'বিদ্রোহী' রচনা।
১৯২২	৬ই জানুয়ারী সংখ্যা সাপ্তাহিক 'বিজলী' তে 'বিদ্রোহী' প্রকাশ। ১৩২৮ এর কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' এ একই সঙ্গে 'বিদ্রোহী' প্রকাশ, মার্চ মাসে নজরুলের প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ।

১১ই আগষ্ট অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' নজরুলের সারথ্যে প্রকাশ।
২৬শে সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'তে কবির 'আনন্দময়ীর আগমনে' এবং ১৩ই অক্টোবর ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রকাশ।
২৫শে অক্টোবর 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ।
৮ই নভেম্বর রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী
২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুল গ্রেফতার।

১৯২৩ ৭ই জানুয়ারী 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' রচনা।
১৬ই জানুয়ারী নজরুল এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।
২২শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ কর্তক গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলের নামে উৎসর্গিত
এপ্রিলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর জেলকর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে নজরুলের অনশন।
৩৯ দিন পর অনশন ভঙ্গ।
ডিসেম্বরে নজরুলের মুক্তি লাভ।

১৯২৪ ২৫শে এপ্রিল শুক্রবার আশালতা সেনগুপ্তের কলকাতায় হাজী লেনে নজরুলের বিবাহ এবং হুগলীতে ঘর-সংসার শুরু।
প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও আকিকা উৎসব। কিছুদিন পরই এই সন্তানের মৃত্যু।
'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙ্গার গান' প্রকাশিত ও বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৯২৫ ফরিদপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ।
১৬ই জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে 'অর্ঘ্য', 'ইন্দ্রপতন' প্রভৃতি কবিতা রচনা
'চিত্তনামা' প্রকাশ।
১০ই নভেম্বর The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress - গঠিত হয়। ঐ পার্টির ইস্তেহার কর্তৃক ঘোষিত ও প্রকাশিত।
১৬ই ডিসেম্বর 'লাঙল' প্রকাশিত। প্রথম সংখ্যায় সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ। (ঐ বছর এপ্রিল পর্যন্ত 'লাঙল' চলে)।

১৯২৬ কৃষ্ণনগর-এ বসবাস শুরু।
১৯২৬ এর কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে নজরুলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয়।
সেপ্টেম্বরে কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল (অরিন্দম খালেদ) এর জন্ম। এই বছরে প্রথম গজল রচনা করেন।

'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে
দিস্‌নে আজি দোল্'

১৯২৭ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অধিবেশনে নজরুলের যোগদান ও ভাষণ প্রদান।
এই বছরে আবুল কালাম শামসুদ্দীন কর্তৃক নজরুলকে 'যুগ প্রবর্তক কবি' বলে অভিহিত করণ ডিসেম্বরে 'আত্মশক্তিতে', 'বড়র পীরিত বালির বাঁধ প্রবন্ধ প্রকাশ।

১৯২৮ 'সওগাত' পত্রিকায় ইব্রাহীম খাঁর পত্রের উত্তরে নজরুলের বক্তব্য প্রকাশ।
মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান।
ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচয় ও অনুরাগ সঞ্চার।
শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনা উপলক্ষে নজরুলের গান রচনা।
সাপ্তাহিক 'সওগাত' এ 'নজরুলিস্তান' কলম প্রবর্তিত।

১৯২৯ ৯ই অক্টোবর তৃতীয় পুত্র সব্যসাচীর জন্ম।
১৫ই ডিসেম্বর (২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৬) রবিবার জাতির পক্ষ থেকে নজরুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

১৯৩০ ৭ অথবা ৮ই মে (বৈশাখ ১৩৩৭) নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু
'প্রলয়শিখা' ও 'চন্দ্রবিন্দু' প্রকাশ বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা

১৯৩১ নজরুল 'ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড'-এর সুর-ভাণ্ডারী নিযুক্ত।
জুন মাসে নজরুলের দার্জিলিং ভ্রমণ। সঙ্গে 'বর্ষবাণী'-র সম্পাদিক জাহানআরা চৌধুরী ছিলেন। সেখান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৯শে ডিসেম্বর কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নজরুলের 'আলেয়া' প্রদর্শিত।
২৪শে ডিসেম্বর কণিষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধর জন্ম।

১৯৩২ আগস্টে স্বদেশী 'মেগাফোন' কোম্পানীতে নজরুলের যোগদান।

১৯৩৩ ৩রা ডিসেম্বর 'ধ্রুব' ছায়াচিত্রের জন্য গান রচনা। ঐ চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়।

১৯৩৪ ১লা জানুয়ারী 'ধ্রুব' ছায়াছবির মুক্তি।

১৯৩৬ ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে নজরুলের সভাপতিত্ব ও অভিভাষণ দান।

১৯৩৭ (১০ই জানুয়ারী) কলকাতার ওয়াছেল মোল্লা ম্যানসনের ঈদ প্রীতি সম্মেলনে নজরুলের ভাষণ 'সাহিত্য, জীবন ও যৌবন'।

১৯৩৮ কলকাতা বেতারে 'হারামনি', 'নবরাগ', 'মালিকা', এই অনুষ্ঠানসমূহ নজরুল কর্তৃক পরিচালিত।
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে কাব্যশাখায় সভাপতিত্ব।
কবির সহধর্মিনী প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত।
২১শে জুন 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। গান নজরুলের
'বিদ্যাপতি' ছায়াচিত্রের কাহিনী ও গান রচনা।
'দৈনিক কৃষক' পত্রিকায় কার্যালয়ে নজরুল কর্তৃক জন সাহিত্য সংসদের উদ্বোধন।

১৯৩৯ 'সাপুড়ে' ছায়াচিত্রের কাহিনী ও গান রচনা।

১৯৪০ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির (৫ই ও ৬ই এপ্রিল) রজত জয়ন্তীর সভাপতিরূপে ভাষণ দান।
২৫শে মে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সভাপতিত্বে কলকাতায় মহাসমারোহে নজরুল জন্মদিবস উদ্‌যাপিত।

৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরপরই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'রবিহারা' নামে কবিতা আবৃত্তি।
অক্টোবরে .দৈনিক নবযুগ (নব পর্যায়) এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৪২ ১০ই জুলাই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন।
১৯শে জুলাই মধুপুরে গমন।
৭ই অক্টোবর কলকাতার লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যর্থ।

১৯৪৩ নজরুল নিরাময় সমিতি গঠিত। সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক প্রদান।

১৯৫২ (জুলাই) নজরুল নিরাময় সমিতি কর্তৃক কবিকে সস্ত্রীক রাঁচির মানসিক হাসপাতালে প্রেরিত।
চারমাস চিকিৎসার পর অপরিবর্তিত অবস্থায় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৫৩ ১০ই মে নিরময় সমিতি কর্তৃক চিকিৎসার জন্য কবিকে লণ্ডনে ও ভিয়েনায় প্রেরিত
১৫ই ডিসেম্বর নিরাময় না হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' প্রদান।

১৯৬২ ৩০শে জুন কবি-পত্নী প্রমীলার মৃত্যু। চুরুলিয়ায় সমাধি দেওয়া হয়।

১৯৭২ ২৪শে মে কবিকে পুত্রবধূ উমা কাজী সহ বাংলাদেশে আনীত।

১৯৭৫ ২৫শে জানুয়ারী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কর্তৃক নজরুলকে 'ডি-লিট' উপাধি প্রদান।

১৯৭৬ জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান।
২১শে ফেব্রুয়ারী '২১শে পদক' প্রদান।
২৯শে আগষ্ট, (১২ই ভাদ্র ১৩৮৩) রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি লোকান্তরিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবি সমাধিস্থ।
১২ই সেপ্টেম্বর জাতীয় শোকসভা।

কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সময়ের এবং অবস্থার বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি, প্রকাশিত তথ্যের অপ্রকাশিত দলিল, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত জিনিষপত্রের আলোকচিত্র এই বই-এ অন্তর্ভুক্ত করা হল।

ছবির নীচের উদ্ধৃতিগুলির রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।

অসাধারন সৃজনশীল কবি নজরুল। তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয়। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু বহুমাত্রিক। তাতে যেমন স্নেহ-ভালোবাসার কথা পাওয়া যায়— তেমনি ব্যক্ত হয়েছে বিদ্রোহ, অসন্তোষ, দুঃখ-যন্ত্রনার কথাও। তাঁর কবিতা ভারতীয় ঐতিহ্যের চিরকালের প্রেরনার উৎস হয়ে থাকবে। আমার মনে হয় সঙ্গীত স্রষ্টা হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী গান লিখে তাতে সুর সংযোজন করেছেন।

নজরুল আজও প্রাসঙ্গিক— কারন তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন ধর্মের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, জাত-পাতের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে। নজরুল তাঁর বিভিন্ন রচনায় এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই রচনার ভিতর দিয়ে যেভাবে তিনি নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন— অন্য কেউ তা করতে পেরেছিলেন বলে আমার মনে হয়না।

মানুষের মনে তাঁর কবিতা কিভাবে সহজেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে— এ বিষয়ে নজরুল ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। তাই শব্দ চয়ন ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

নানা দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে নজরুলের মতো প্রতিভা শুধুমাত্র ভারতের ইতিহাসেই নয়— বিশ্বের ইতিহসে বিরল।

অমর্ত্য সেন



বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম
জন্ম : ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ / ২৪ মে ১৮৯৯
মৃত্যু : ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ / ২৯ আগস্ট ১৯৭৬



১৩০৬-এর ১১ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৯৯'র ২৪শে মে বুধবার) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার তৎকালীন রানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত কাজী পরিবারের এই পর্ণকুটিরে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন



কিশোর নজরুল



পাগড়ী পরিহিত নজরুল





[illegible] নজরুল



সৈনিক নজরুল [illegible]



'আমি চির বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির'



চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে নজরুল



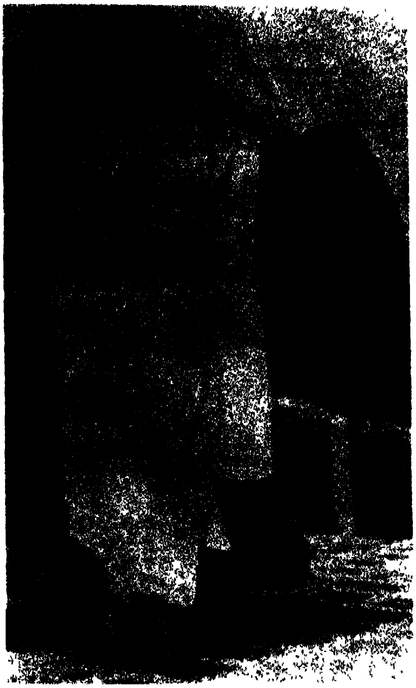
কর্ণফুলী নদীতে নৌকায় নজরুল



সবান্ধব নজরুল



'তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন'



বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামানে হেলান দিয়ে যুবক নজরুল



কৃষ্ণনগরে নজরুল গজল রচনার আগে চিন্তামগ্ন



১৯২৯ সালে রাজশাহী মুসলিম ক্লাবে সভাপরিষদ নজরুল



কৃষ্ণনগরের 'গ্রেস কটেজে' শিশু পুত্র বুলবুলকে কোলে নিয়ে নজরুল। ছবির বাঁদিক (থেকে) সেবিকা, শাশুড়ি গিরিবালা দেবী এবং প্রমীলা



সুর বাহারে সুর সৃষ্টিতে মগ্ন সুরস্রষ্টা নজরুল



সব্যসাচী



অনিরুদ্ধ

'কোন নাওটা তোমার নিনি
বোমার ভয়ে আধখানা
তোমার সাথি যুদ্ধে যাবে
মুখটি করে চাঁদপানা'



তৃতীয় পুত্র

অরিন্দম খালেদ (বুলবুল)

জন্ম ৯ই অক্টোবর ১৯২৬, কৃষ্ণনগর

মৃত্যু - ৭ই মে ১৯৩০, বুধবার,

বুলবুলের উদ্দেশ্যে লেখা নজরুলের কাব্য অনুবাদ গ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ'-এ পিতা পুত্র বুলবুলকে উদ্দেশ্য করে পত্রাকারে একটি উৎসর্গ পত্র লিখেছিলেন

"বাবা বুলবুল,

তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-সিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ। জানিনা তুমি কোথায়। যে লোকেই থাক, তোমার শোকসন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন বলে গ্রহণ করো। তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত করে তুলবে। শিরাজী বুলবুল কবি হাফিজের কথাতেই তোমায় স্মরণ করি

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট

মানাত না বুকেতে যার,

পাথর চাপা দিল বিধি

হায়! কবরের শিয়রে তার



গান নিয়ে আলাপচারিতায় রত নজরুল. বাঁ দিকে ইলা ঘোষ এবং ডানদিকে শৈলদেবী



প্রমীলা দেবী এবং বাবা নজরুলের কোলে দুই পুত্র সানি (সব্যসাচী) ও নিনি (অনিরুদ্ধ)। কবি তাঁর দুই প্রিয় নেতা সান ইয়াৎ সেন এবং লেনিনের অনুসরণে দুই পুত্রের নামকরণ করেন যথাক্রমে সানি ও নিনি

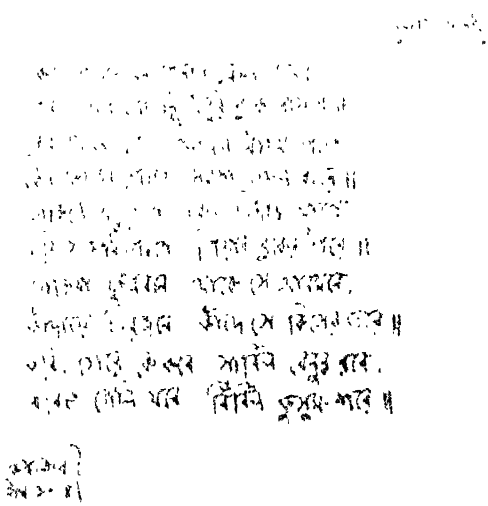
[আয়াশ]

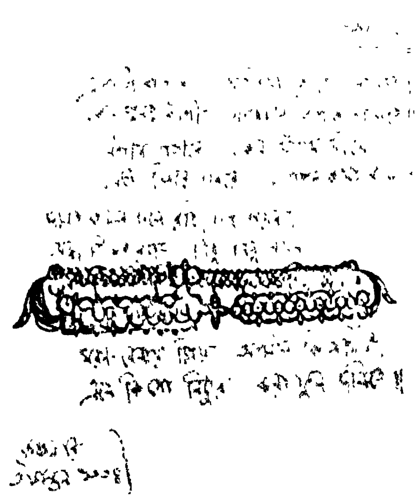


১৯২৮ সালে রাজশাহীর মুসলিম ছাত্রাবাসে
(চৌধুরীর বাগান) নজরুল



কৃষ্ণনগরের জন-জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস
'মৃত্যুক্ষুধা' এবং 'সর্বহারা' সহ বেশ কিছু কবিতা এই
ডালিমগাছের নীচে বসেই কবি লিখেছিলেন







কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পরে



কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানীতে (বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে) ধীরেন দাস, কাজী নজরুল, আঙুরবালা দেবী, তুলসী লাহিড়ী, রাসবিহারী শীল এবং (বাঁদিক থেকে বসে) মি কুপার ও ভগবতী ভট্টাচার্য



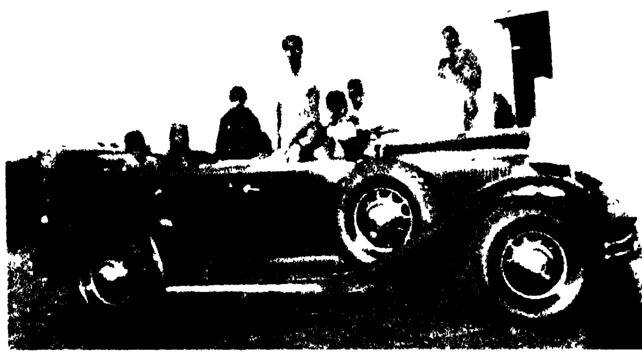
'আমি চিরতরে দূরে চলে যাব
তবু আমারে দেবোনা ভুলিতে'





গ্রামোফোন কোম্পানীতে পুজোর গান
রিলিজ 'মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে।'
নজরুল, কমল দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যরা

[illegible]





যোগ সাধনায় রত নজরুল



'চাইনা তোমায় স্বর্গে নিতে, চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে!'



প্রমীলা

'বিজয়িনী নঃ তুমি নহ ভিখারিনী
তুমি দেবী চিরশুদ্ধা তাপস কুমারী, তুমি মম চির পূজারিনী'



'সুভাষের সাথে তুলিয়া ধরিয়া পরম আবেদন
রেখেছে নিজের আশিসিক্ত সাথে
রবি রেখে যাওয়ান'



কৃষ্ণনগর থেকে ফেরার পর



'আমি পথ ভোলা ভিনদেশী গানের পাখী'



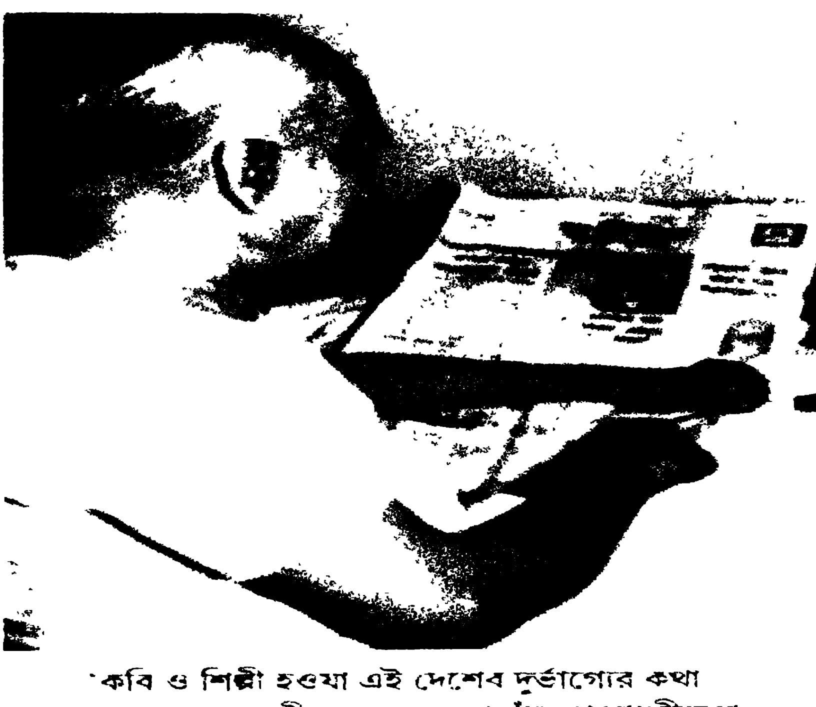
টি এস এস জল আজাদ জাহাজের কেবিনে কাজী নজরুল



ঐ কেবিনেই প্রমীলা দেবী



'আমি রেখে গেছি অমর নমস্কারের স্মৃতি
আমার বীণার গাহিত নতুন দিনের গীতি'



'কবি ও শিল্পী হওয়া এই দেশেব দুর্ভাগ্যের কথা
জেনে মাড়োয়ারী ভুক্ত এ দেশে বাঁচেনা মাধবীলতা
জানি সংবাদ পত্রেব যাঁবা মালিক. তাঁহারা বেনে.
অর্থের লোভে তাঁবাই এ বিদ্বেষ আনিয়াছে টেনে'



'বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে
ঝরা বন গোলাপের বিলাপ শোনে'
নিজের গানের বই 'বুলবুল' হাতে উদাস কবি



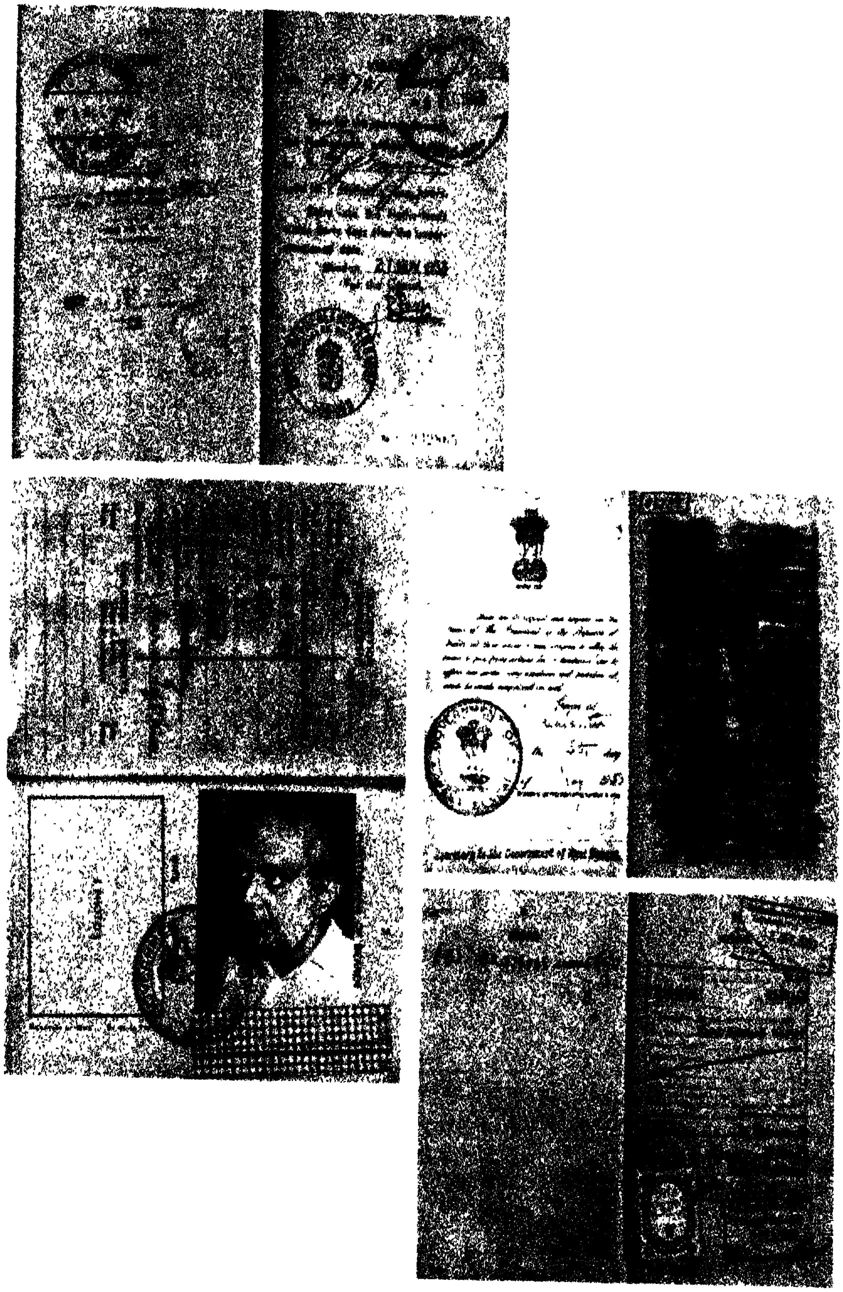
অনিরুদ্ধ-সব্যসাচী



এইচ এম ভি. থেকে প্রকাশিত স্বকণ্ঠে 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড, পুত্র সব্যসাচী পিতার দৃষ্টিগোচর করছেন



লণ্ডনের 'সারে' অঞ্চলে নজরুল



কাজী নজরুলের পাসপোর্টের প্রতিলিপি





কেষ্টপুরে যুক্ত ফ্রন্টের আমলে কবিকে সরকার যে জমি প্রদান করেছিলেন সেই জমির ভূমি পূজো অনুষ্ঠানে নজরুল



'বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাই বা পেলাম দান
মনে আমায় করো [illegible] থাকে সেই তো মানে স্থান'



[illegible] প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী [illegible]
[illegible] কল্যাণী কাজী, ইন্দিরা গান্ধী, [illegible]
[illegible]



নজরুলের পায়ের কাছে কনিষ্ঠ পুত্র অনিরুদ্ধ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বধূ কল্যাণী কাজী



চুরুলিয়ায় প্রমীলার সমাধির পাশে নজরুল

'পরজনমে দেখা হবে প্রিয়,
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও'



বজবজে পালিত কন্যা শান্তিলতা দাশগুপ্তের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নজরুল ও প্রমীলা



জন্মদিনে কবিকে পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী কবিকে টিপ পরাচ্ছেন



[illegible]

[অগ্নিবীণা]



[illegible]



কলকাতার রাজভবনে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সঙ্গে (বাঁদিক থেকে) কাজী অনিরুদ্ধ, মুজিবুর রহমান, কল্যাণী কাজী ও কাজী সব্যসাচী। বাংলাদেশের রণসঙ্গীত 'চল চল চল'-এর স্বরলিপি উপহার দিচ্ছেন।



'আমি যেদিন রহিব না গো লইব চির বিদায়,
চিরতরে স্মৃতি আমার জানি মুছে যাবে হায়'

[একান্ন]



[illegible]



এক আনন্দঘন মুহূর্তে (বাঁদিক থেকে) সব্যসাচীর স্ত্রী উমা কাজী, অনিরুদ্ধের স্ত্রী কল্যাণী কাজী এবং নজরুল গীতি গায়িকা ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়



নজরুলের আশীর্বাদ প্রার্থী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী
'ওগো পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল
হে দেবতা রাখো সেথা তোমার পদতল'

[ত্রিপ্লান]





[illegible]

[illegible]



শেষবারের মত কলকাতা ত্যাগ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে বিমানে উঠছেন কাজী নজরুল ইসলাম





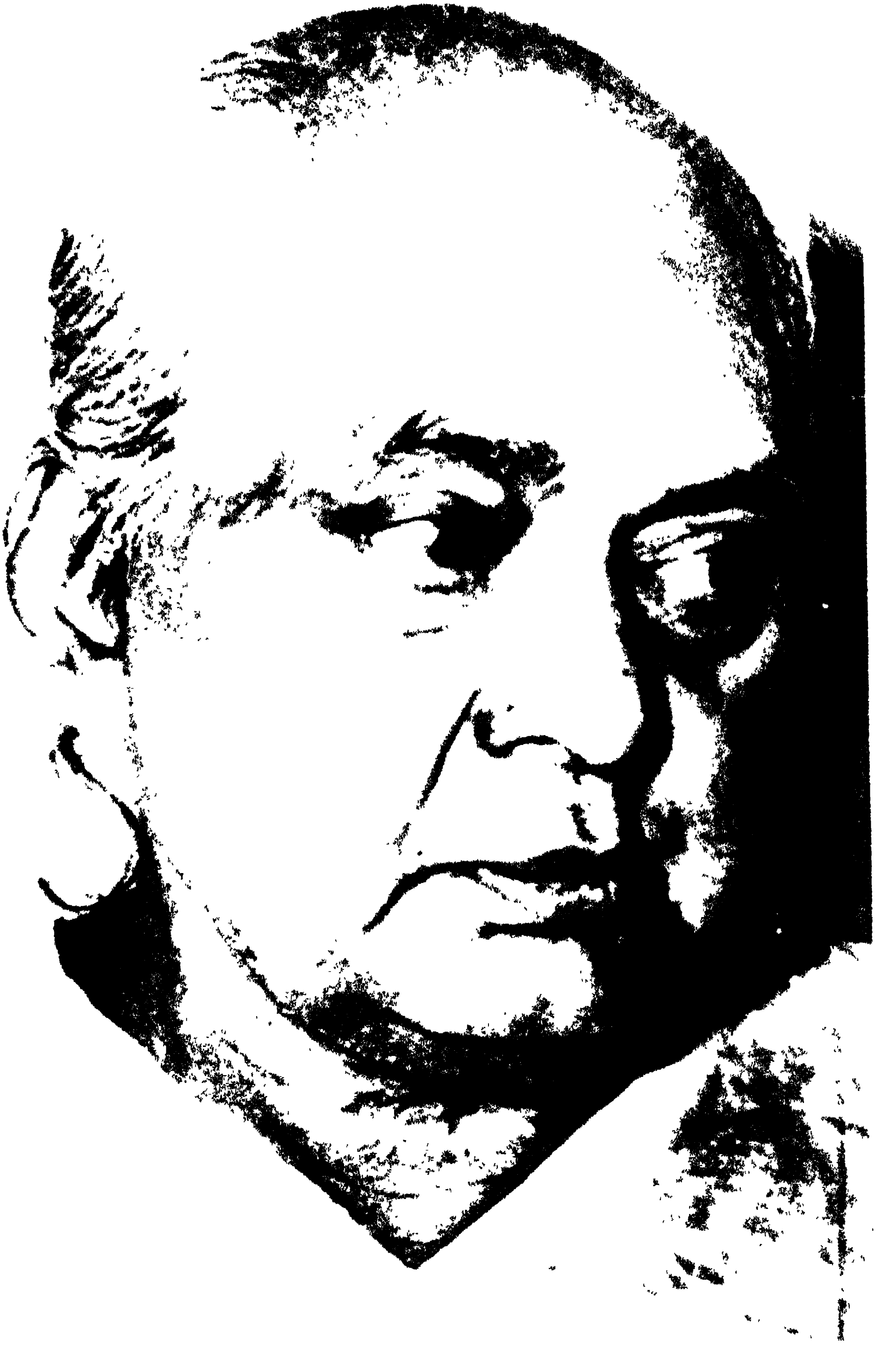




নজরুলকে গান শোনাচ্ছেন ফিরোজা বেগম



কবিকে খাইয়ে দিচ্ছেন উমা কান্তা



'আর জিজ্ঞাসা করিবনা কোন কথা
[illegible] আমি আপন মনের কথা'

[আত্মা]





ঢাকায় কবিকে দেখতে এসেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। (ডান দিক থেকে) শেখ মুজিবুর রহঃ
পত্নী বেগম মুজিব, ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় এবং কল্যাণী কাজী



[illegible]



ঢাকায় কমলা ঝরিয়া ও নজরুল



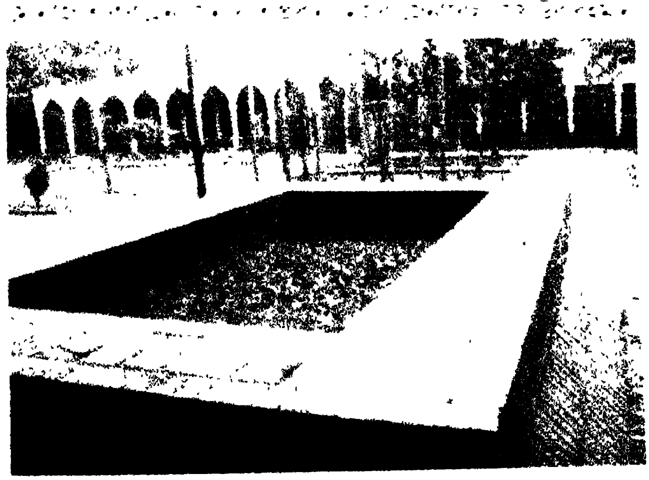


[illegible]



[illegible]







কবির লেখা বিভিন্ন বই এর প্রচ্ছদ


ফণি মনসা

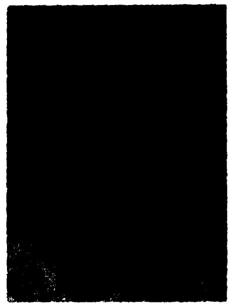
[illegible]

[[illegible]]

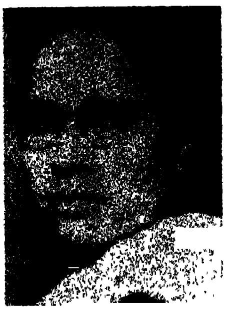
কাজী নজরুলের প্রশিক্ষণে যাঁরা রেকর্ডে গান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম


যূথিকা রায়


গিরীন চক্রবর্তী


বীণাপাণি দেবী


ধীরেন দাস


সুপ্রভা সরকার


হরিমতি


কে. মল্লিক

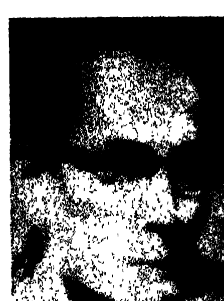

নিতাই ঘটক


আব্বাসউদ্দিন আহমদ

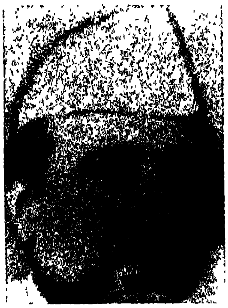

আঙুরবালা


কাননবালা

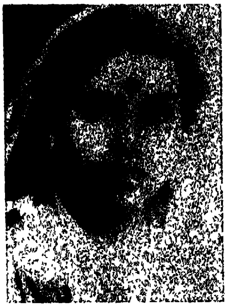

দিপালী নাগ


শচীন দেব বর্মন

কাজী নজরুলের প্রশিক্ষণে যাঁরা রেকর্ডে গান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম



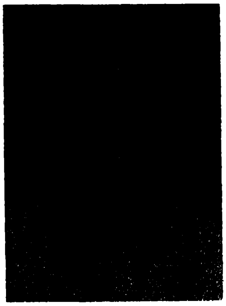
মৃনালকান্তি ঘোষ



গীতা বসু



কমল দাশগুপ্ত



ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র



জগন্ময় মিত্র



সত্য চৌধুরী



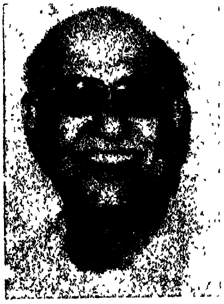
জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী



কমলা ঝরিয়া



সন্তোষ সেনগুপ্ত



সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়



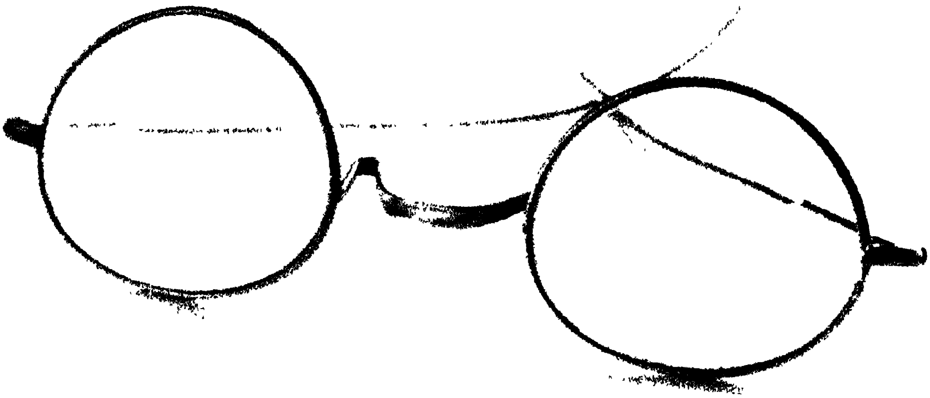
ইন্দুবালা



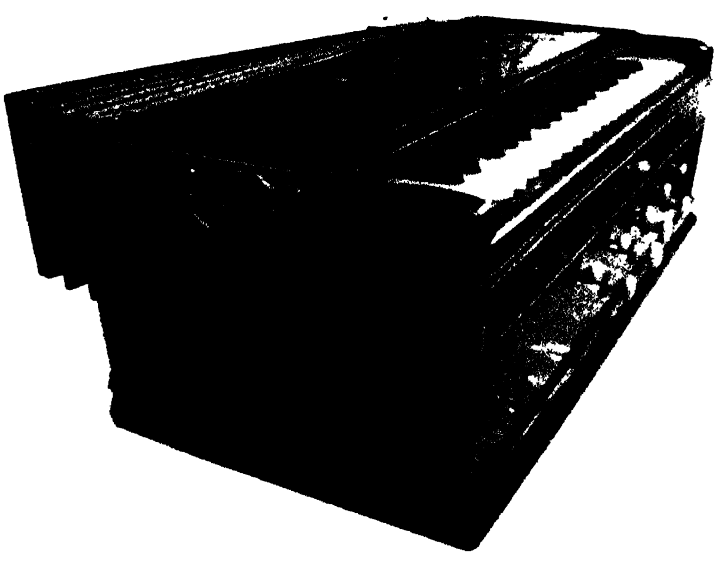
চিত্তরঞ্জন রায়



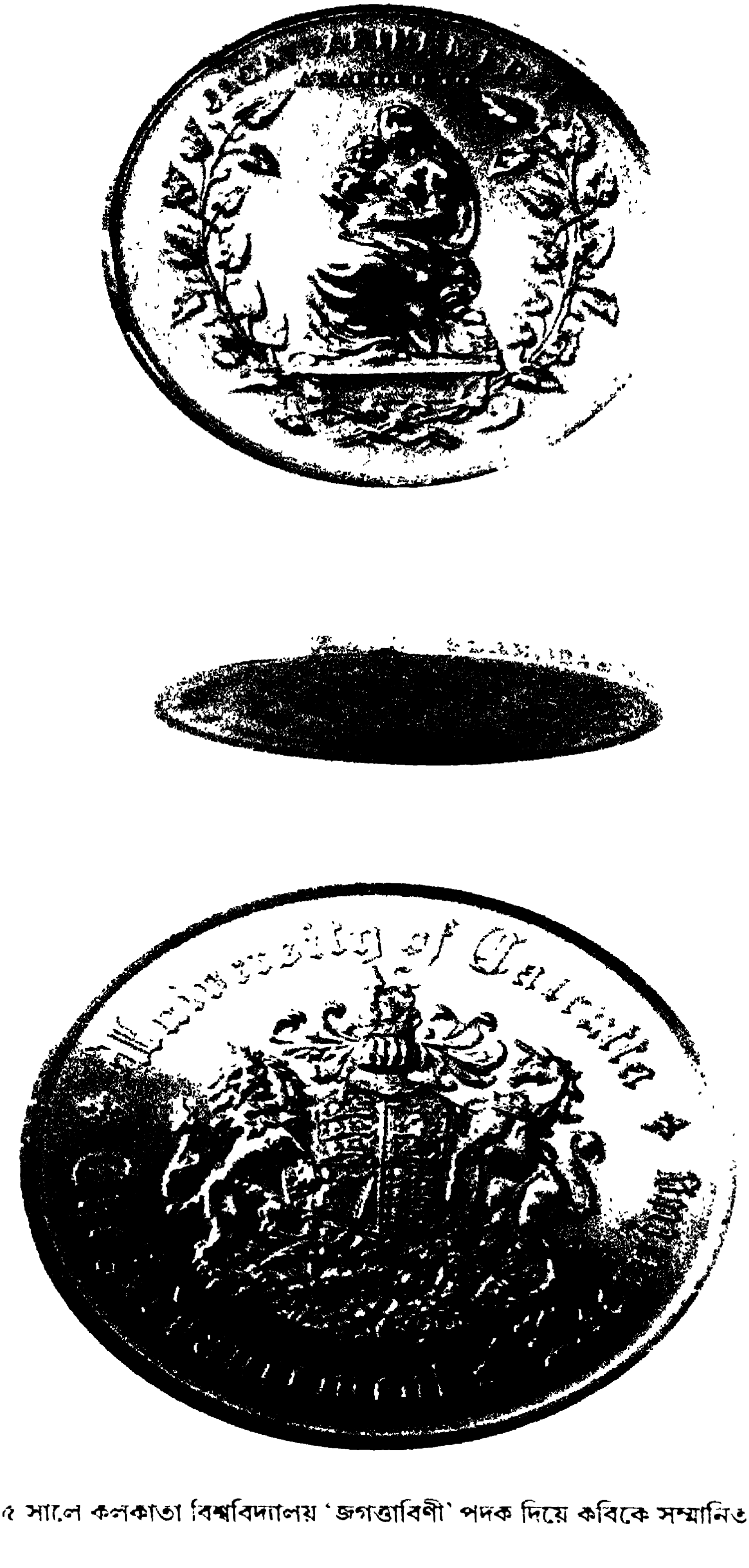
শৈল দেবী



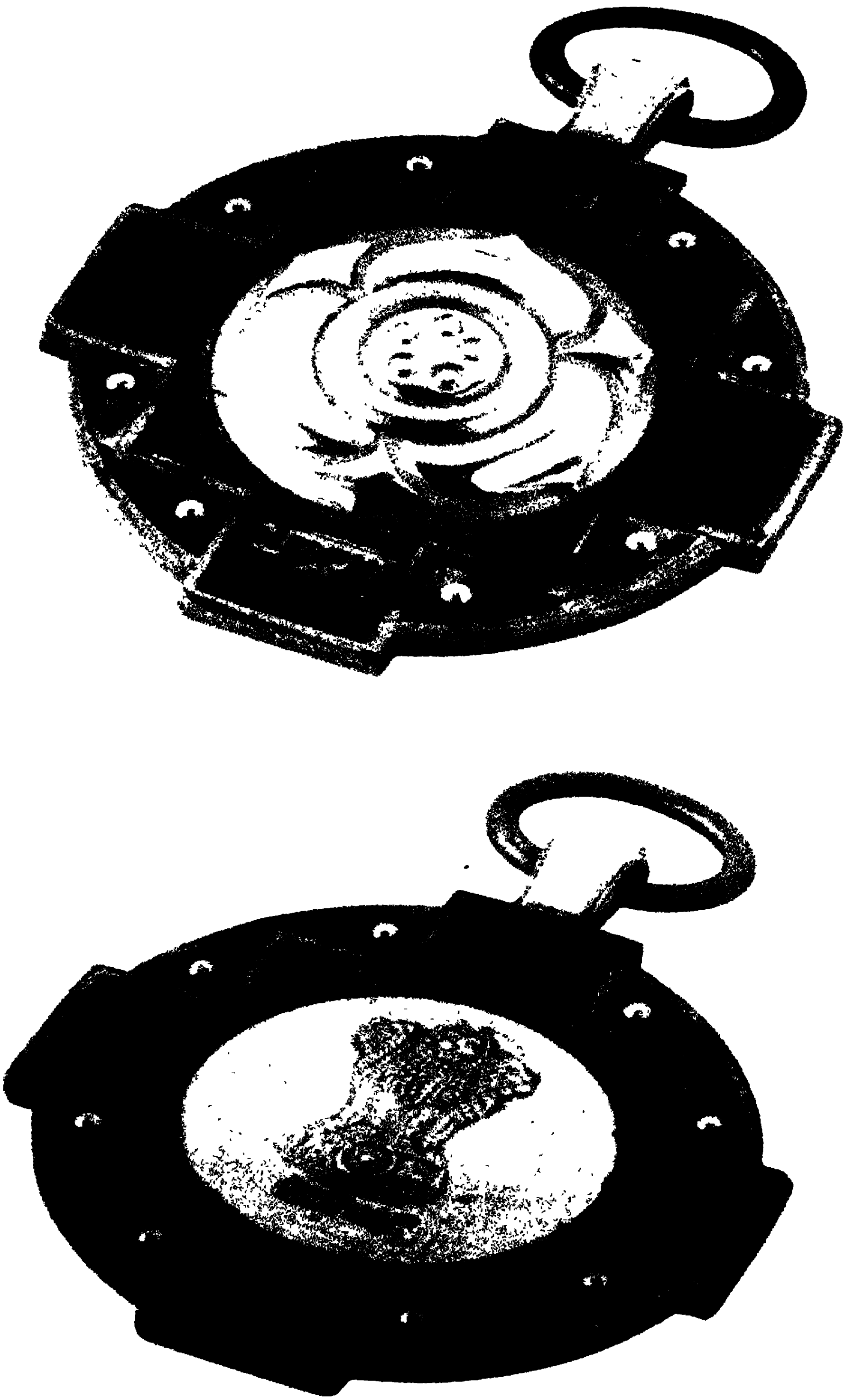
নজরুলের চশমা



নজরুলের ব্যবহৃত হারমোনিয়াম



১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী' পদক দিয়ে কবিকে সম্মানিত করেন



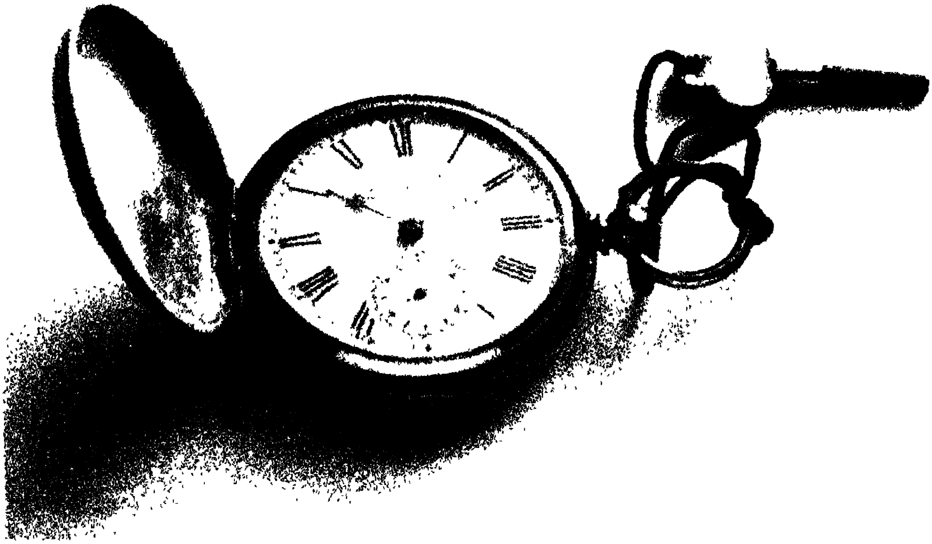
১৯৬৩ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' পদক

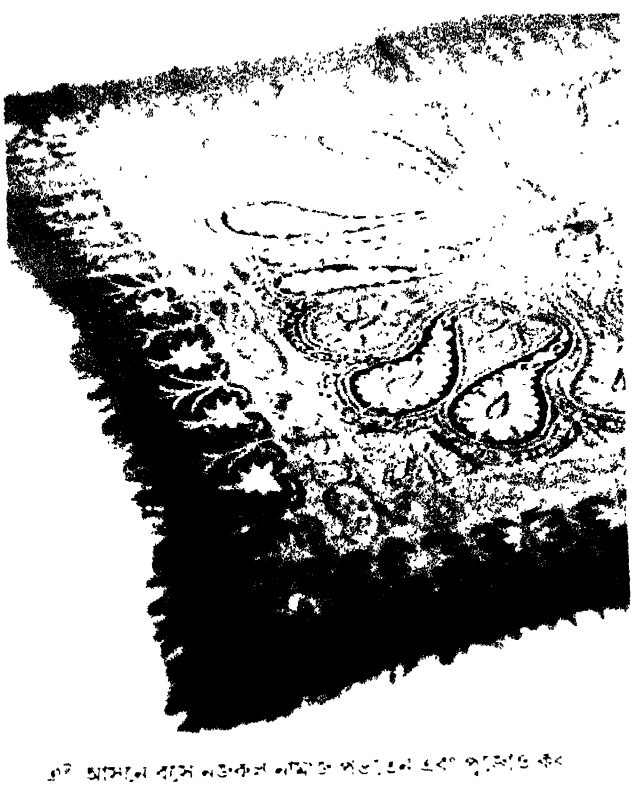


নজরুলের গ্রামোফোন

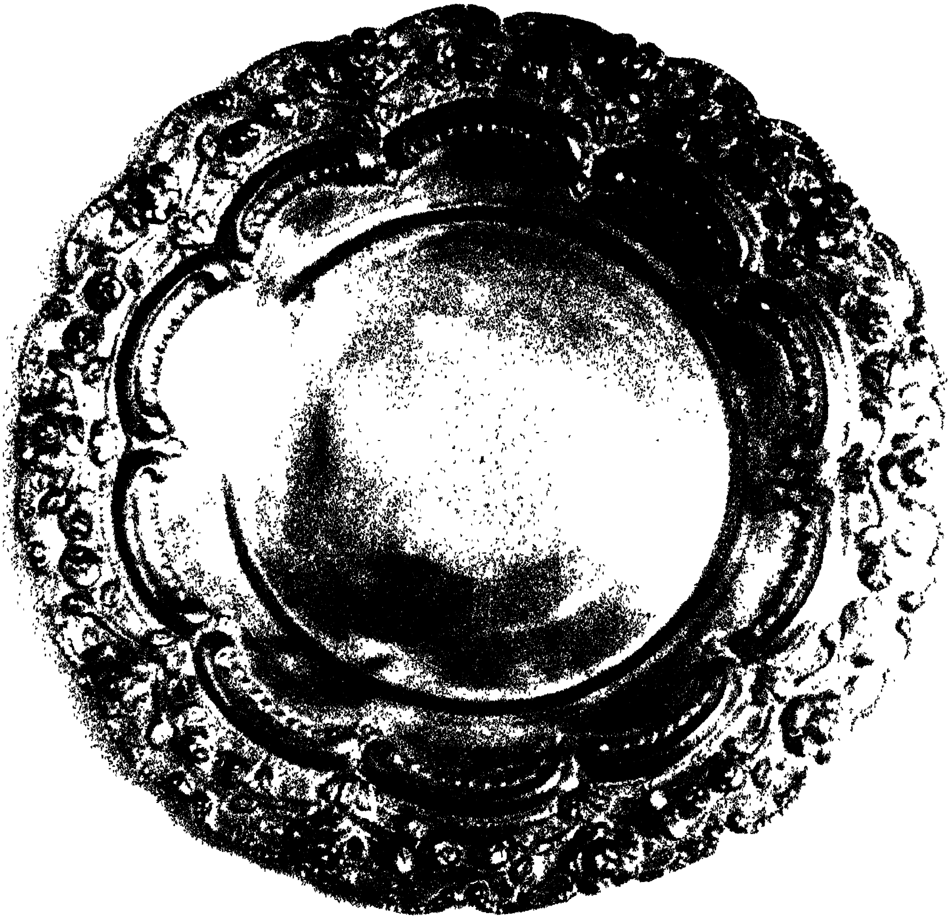


নজরুলের ব্যবহৃত অর্গান





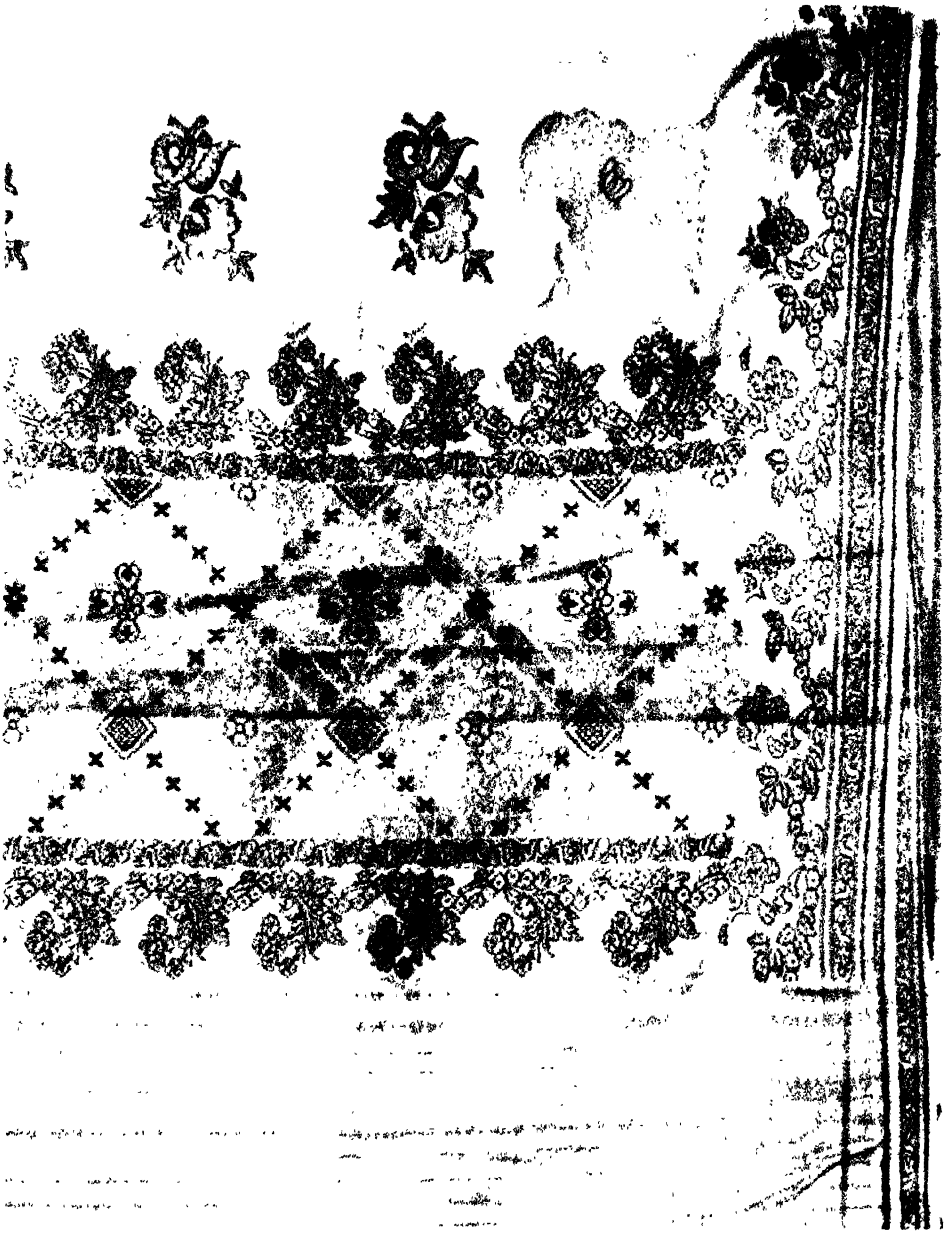
ঐ আসনে বসে [illegible] এবং পকেট ঘড়ি



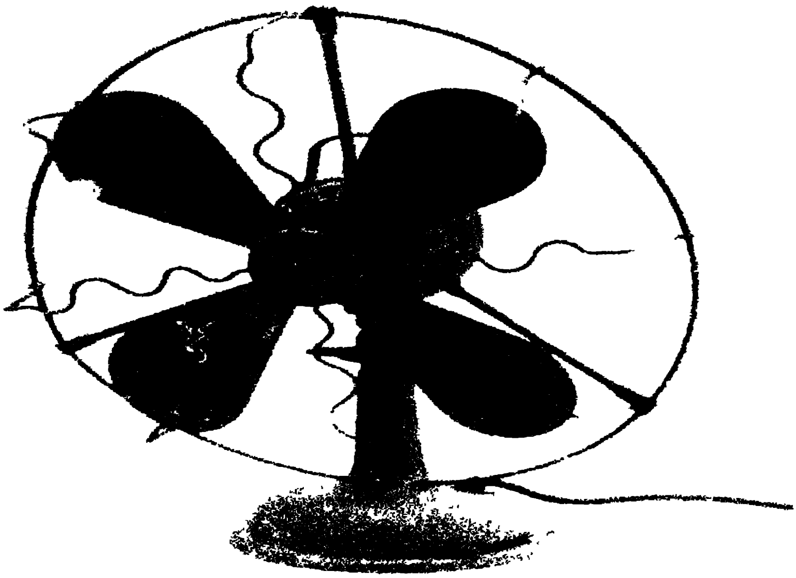
সেকালের ব্যবহৃত একটি থালা



নজরুলের কলম



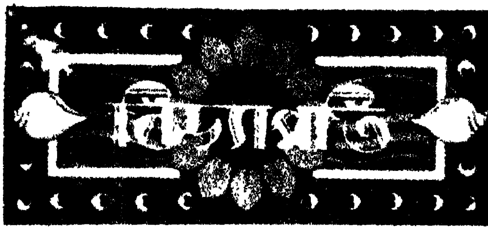
প্রমীলাকে উপহার দিয়েছিলেন এই বেনারসী বিয়ের সময়



[illegible]



[illegible]



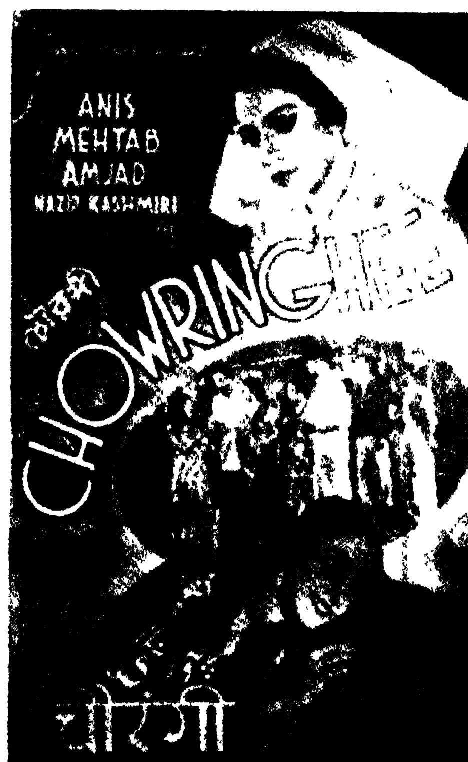
'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির পুস্তিকা



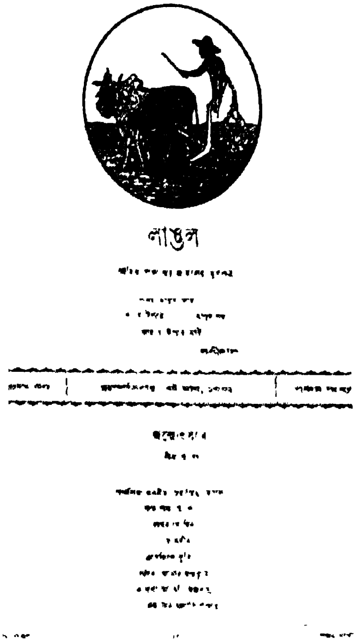
বাংলা 'চৌরঙ্গী' ছায়াছবির পোস্টার

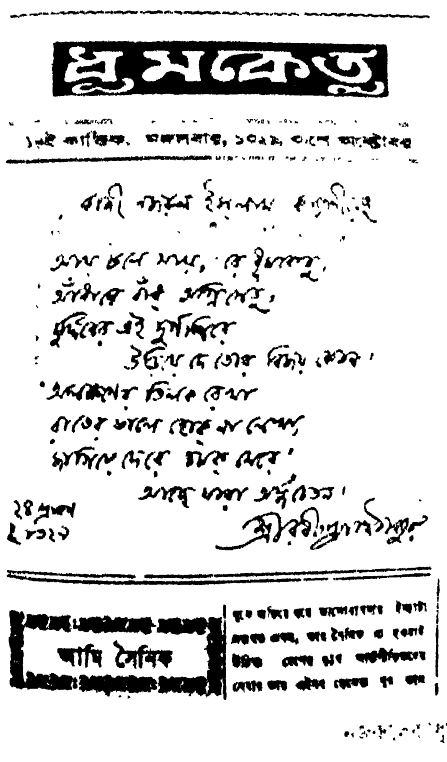


'বিদ্যাপতি' গানের রেকর্ডের পোস্টার



হিন্দী 'চৌরঙ্গী' ছায়াছবির পোস্টার





ধূমকেতু

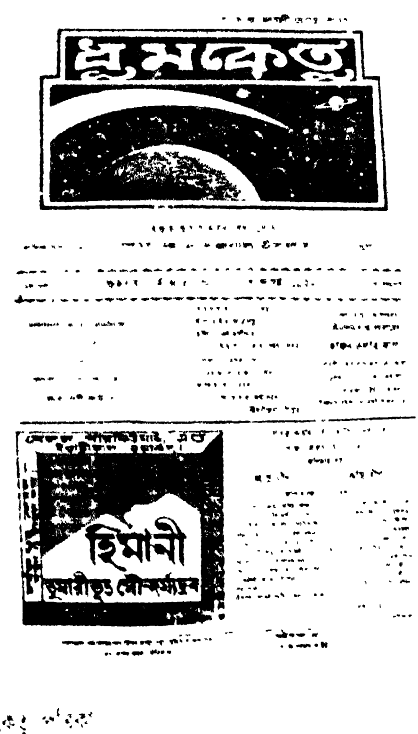
কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু

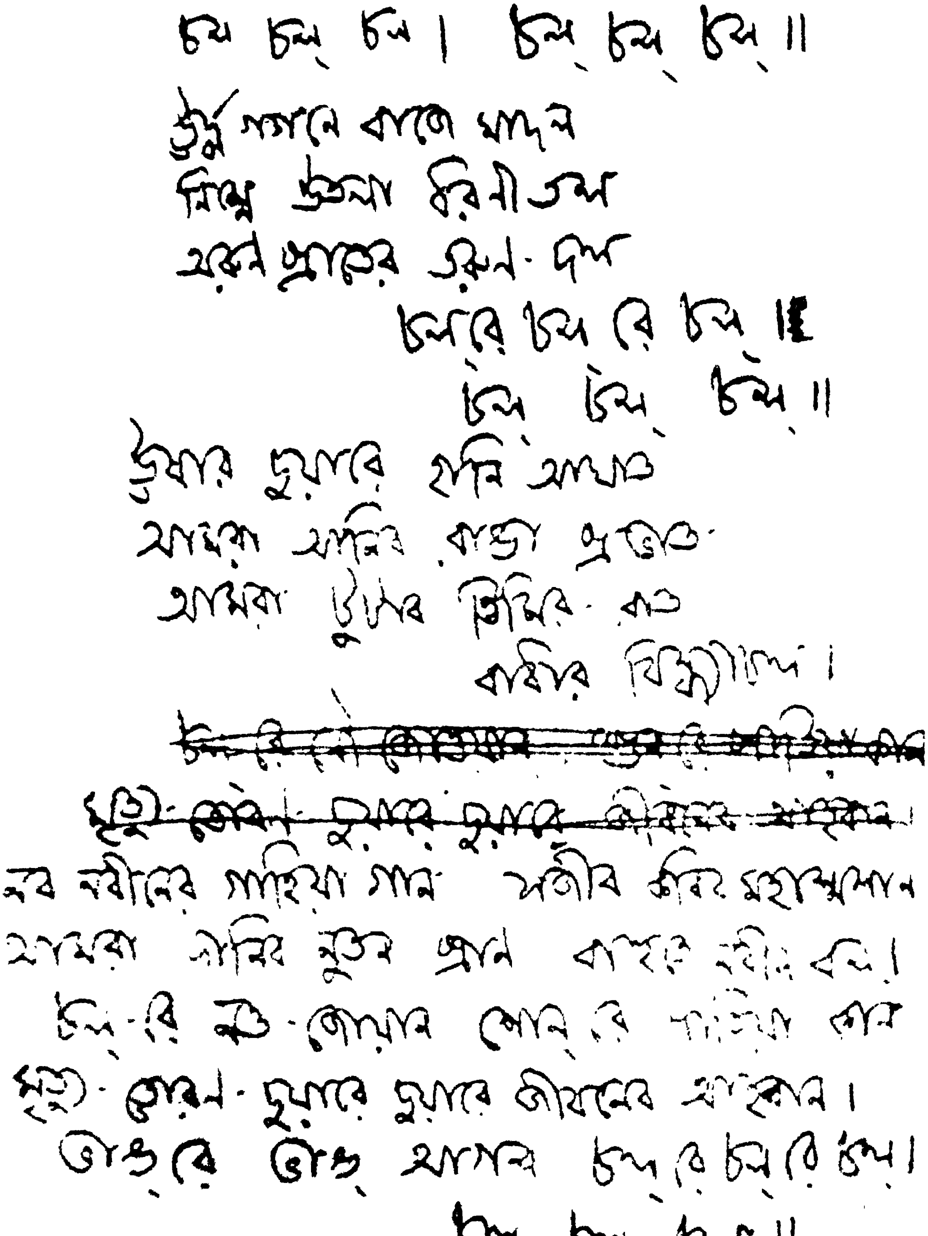
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্দ্ধচেতন।

২৪ শ্রাবণ
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি সৈনিক



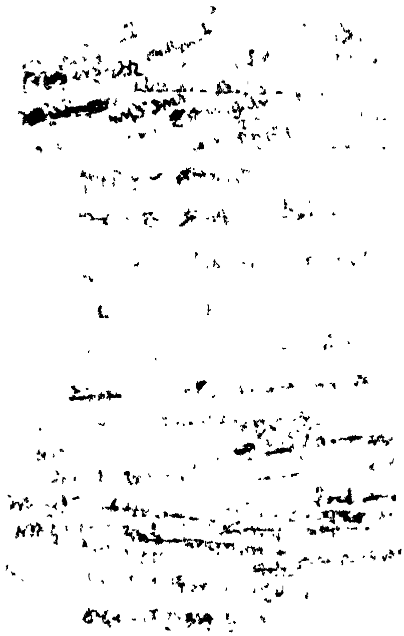

চল চল্ চল। চল্ চল্ চল্॥
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ-দল
চল্ রে চল্ রে চল্॥
চল্ চল্ চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির-রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
~~চল্ রে নও-জোয়ান শোন্ রে পাতিয়া কান~~
~~মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান~~
নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ বাহুতে নবীন বল।
চল্-রে নও-জোয়ান শোন্ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥

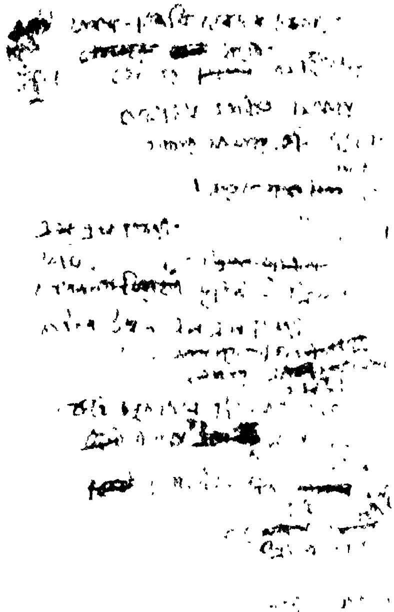
নজরুলের একটি বিখ্যাত গানের পাণ্ডুলিপি

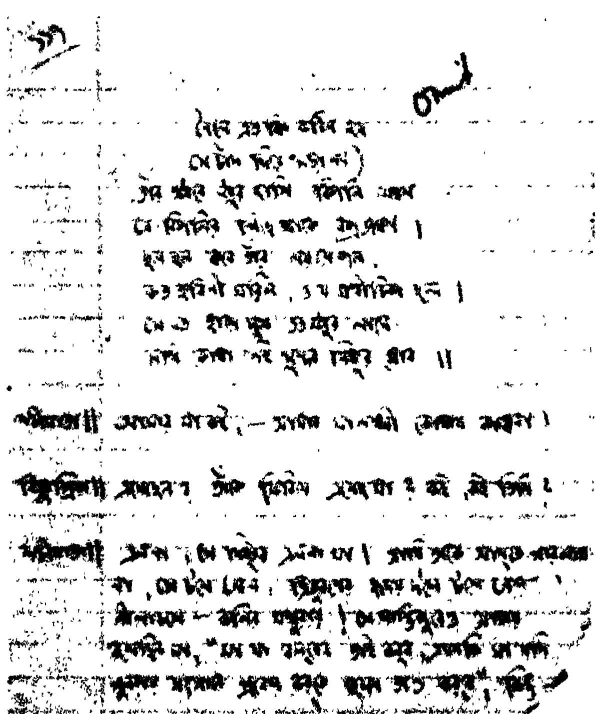
বাবা নিনিমণি !

তোমার চিঠি পেয়েছি — অনেক লিখেছ তোমরা। তোমাদের এইবার মায়ের বাড়ীতে চাকরি করে দেবো। তোমার ফুল পেয়েছি। অনেক রকম ফুল — অনেক সুন্দর ছবি। আম্মাকে দিয়েছি তোমার ফুল। তিনি তোমার ফুল পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। তোমাকে চুমু দিয়েছেন তিনি। কালি ফুরিয়ে গেল. এই পেন্সিলে লিখছি। তোমরা বীর হলে কে উঠবে, খুকুমা গেলো. কেঁদোনা, আর খেলোনা। আমি রোজ তোমাদের দেখে আসি চুমু খাই — তোমরা যখন ঘুমোও। চাঁদের সঙ্গে খেলা করতে, ঘুমের মধ্যে দেখতে পাবে। এবার আমি তোমায় দেব। আবার ফুল পাঠিও — তুমি তোমাদের ভাবাকে দেবে দিদিমা আর। ইতি।

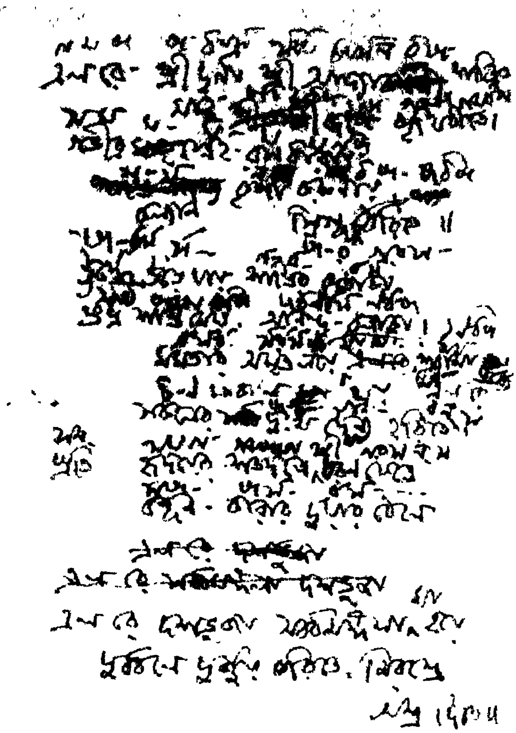
তোমার বাবা

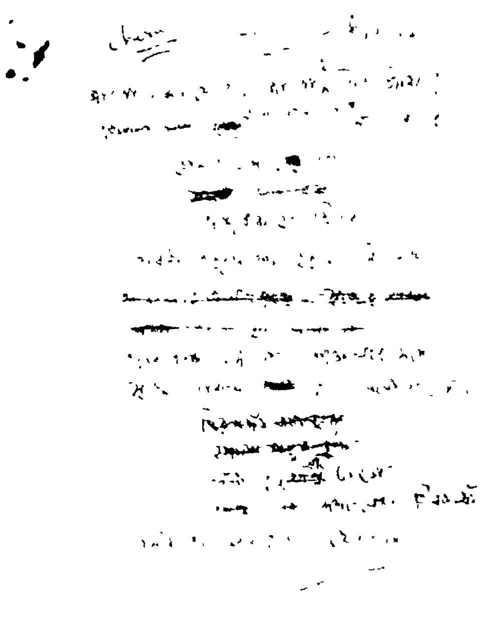




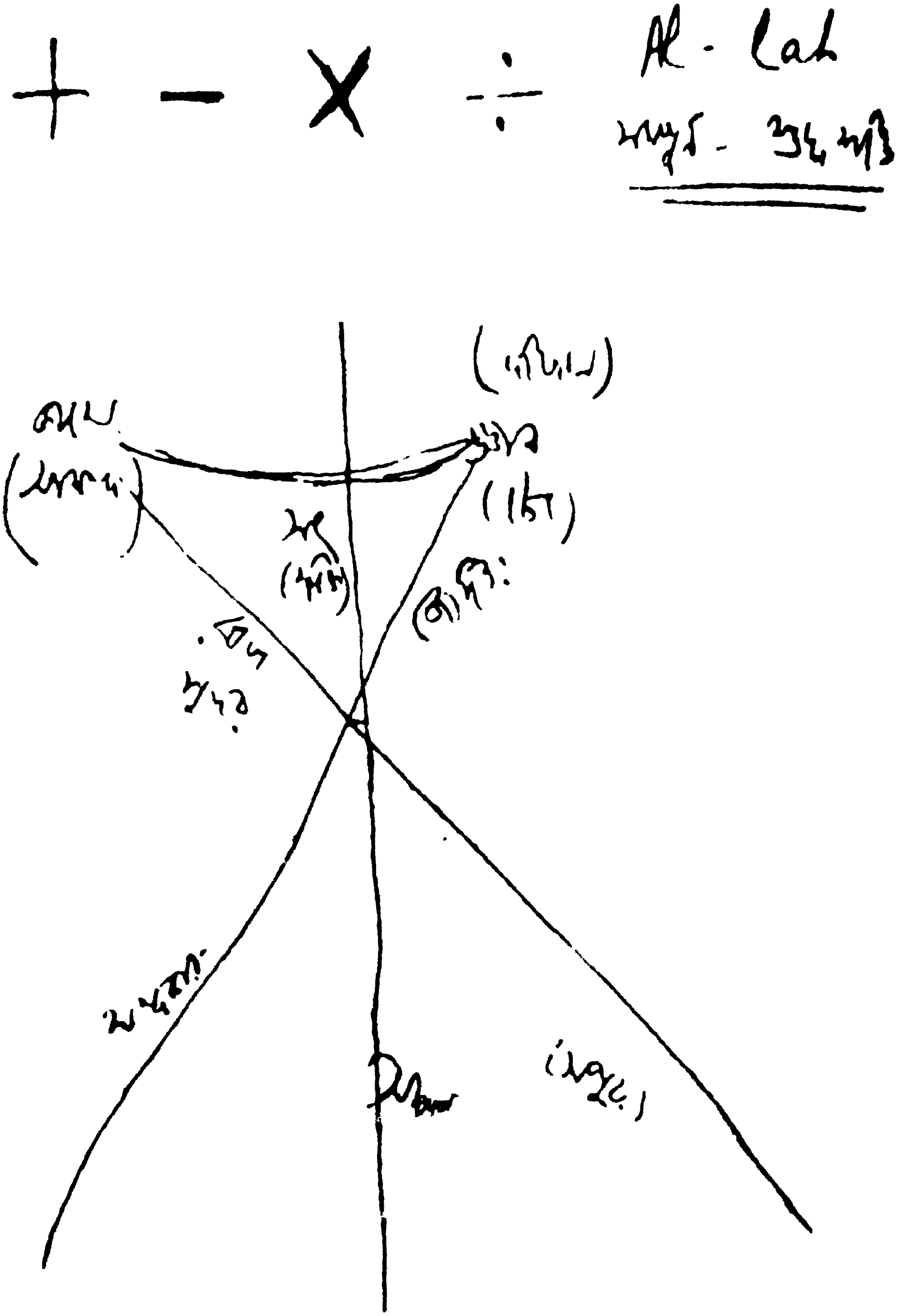


নজরুলের বিভিন্ন অঙ্গের গানের প্রতিলিপি

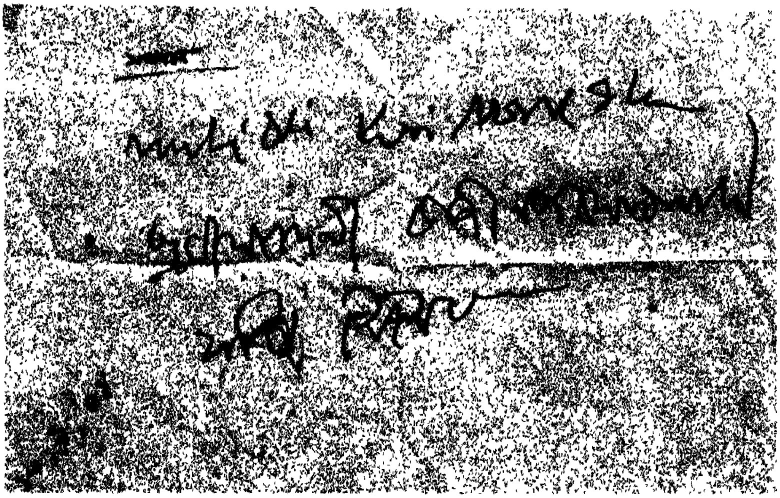




নজরুলের বিভিন্ন অঙ্গের গানের প্রতিলিপি

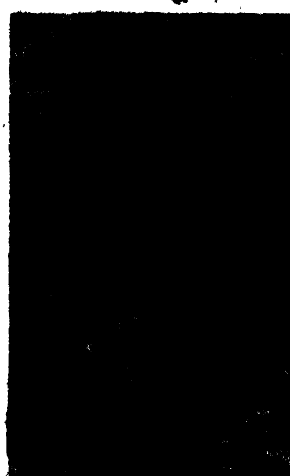


প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর কবি উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন যোগীবাজ বরদাচরণ মজুমদারের কাছে। যোগের দ্বারা তিনি মৃত পুত্রকে দেখতে চেয়েছিলেন। শোনা যায় তার সেই ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। সেই সময় তিনি জ্যোতিষ চর্চা শুরু করেন। অঙ্কের ছকটি তারই একটি নিদর্শন



১৯৫২ সালে শেষবারের মতো কল্যাণী কাজীকে দেওয়া নজরুলের স্বাক্ষর

অগ্নিবীণার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার

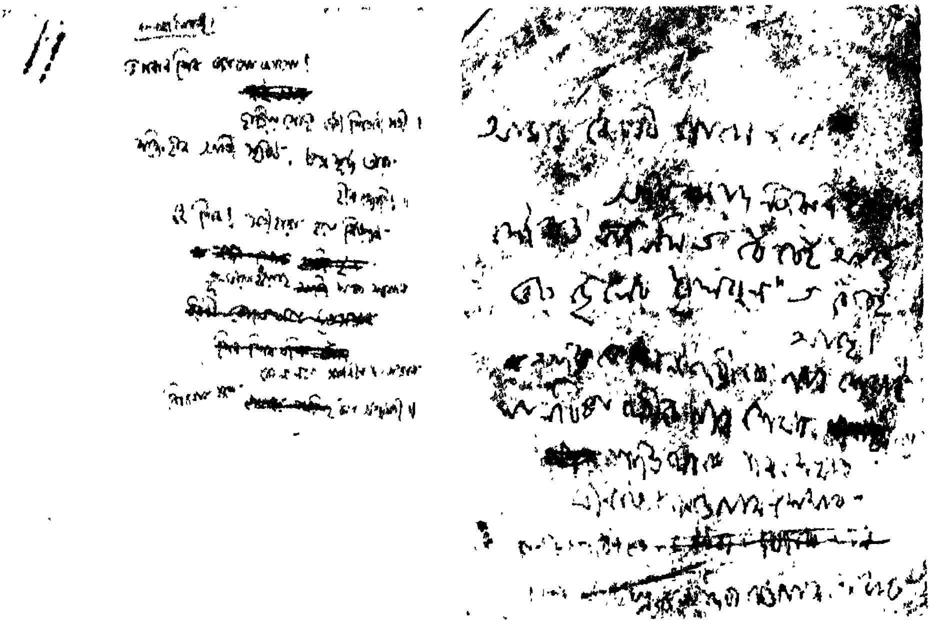


নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যখানি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় ভারতীয় জ্ঞান-পীঠ কবিকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য এই যে, এই পুরস্কার-এর পরিমাণ ভারতীয় সাহিত্য পুরস্কারগুলির মধ্যে সর্বাধিক।

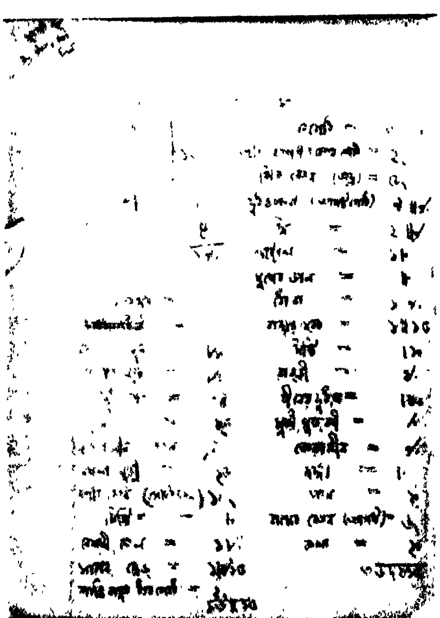
পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে 'জ্ঞানপীঠ' নজরুলকে দেওয়া হয়নি



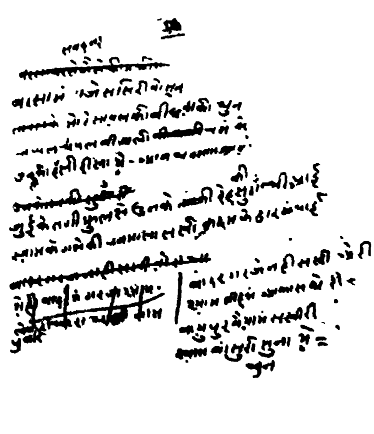
স্বকণ্ঠে নজরুলের আবৃত্তির প্রথম রেকর্ড 'নারী'
'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা
জাগো স্বাহা সীমান্তে রক্তটিকা'



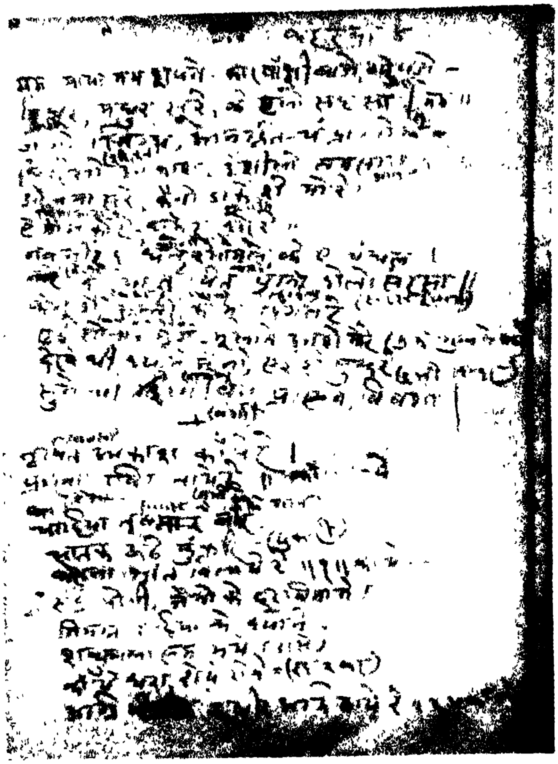
নজরুলের বিভিন্ন অঙ্গের গানের প্রতিলিপি



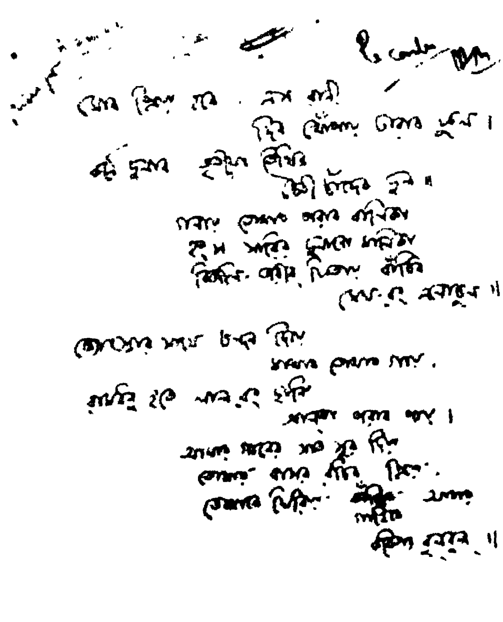
১৯৩৪ সালে লেখা বে-হিসেবী নজরুলের হিসাবের খাতা



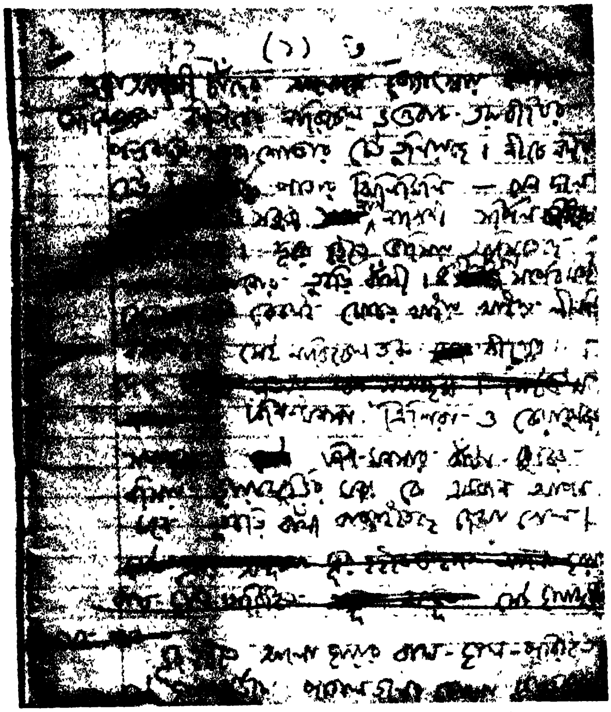
নজরুলের লেখা হিন্দী গান



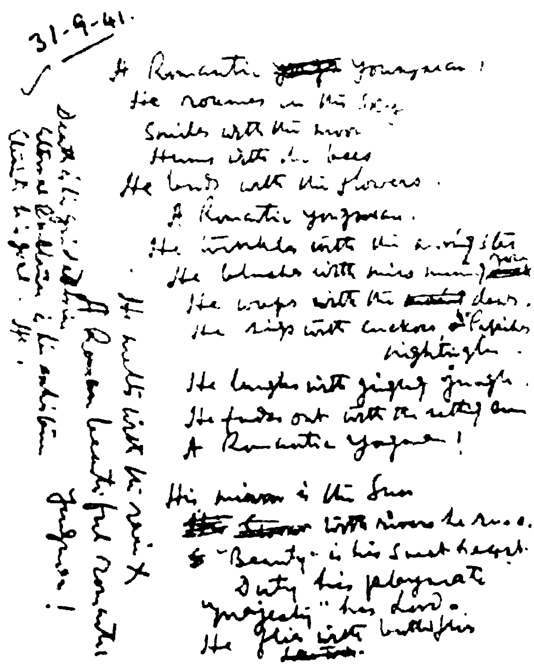
নজরুলের লেখা হিন্দী গান



নজরুলের লেখা বাংলা গান



নজরুলের লেখা 'সাপুড়িয়া' নাটকের প্রতিলিপি



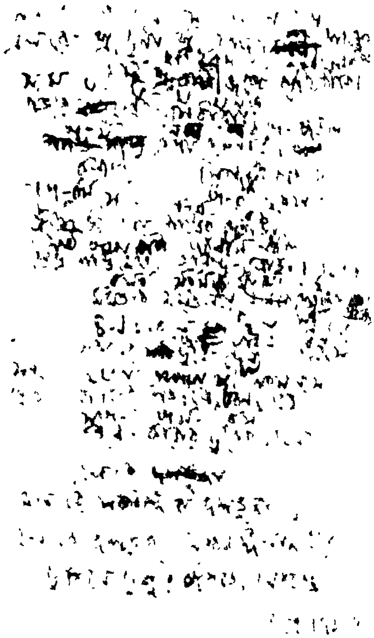
31-9-41.

A Romantic Youngman!
He roames in the sky
Smiles with the moon
Hums with the bees
He buds with the flowers.
A Romantic youngman.
He twinkles with the evening star
He blushes with [illegible]
He weeps with the dew.
He sings with cuckoos & papiyas nightingale.
He laughs with jingling [illegible]
He fades out with the setting sun
A Romantic Youngman!

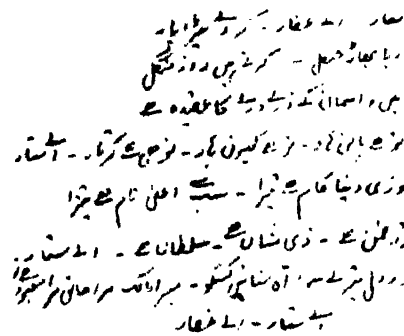
His mirror is the Sun
with rivers he runs.
"Beauty" is his sweet heart.
Duty his playmate
"Majesty" has [illegible]
He flies with butterflies

He walks with the rain [illegible]
A Romantic beautiful romantic Youngman!
[illegible]

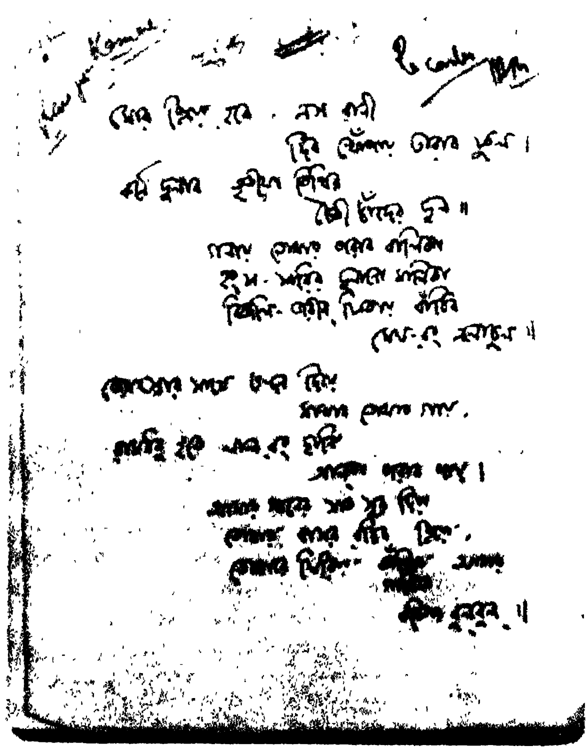
নজরুলের লেখা ইংরাজী গান



নজরুলের লেখা বাংলা গানের প্রতিলিপি



নজরুলের লেখা উর্দু কবিতার প্রতিলিপি



নজরুলের লেখা বাংলা গান

6 Rs.

... Twenty-fourth ... May ...
... Late Kazi Fakir Ahmed ...

IN WITNESS whereof the Assignor and the Assignees have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

Kazi Nazrul Islam

Witness ...

Witness ...

Witness ...

Witness ...

BR 148

1558 A

No.

THE GRAMOPHONE COMPANY, LTD.
33, JESSORE ROAD,
DUM DUM.

31. 7. 1942.

Received from THE GRAMOPHONE COMPANY, LTD.
the sum of Rupees Two Hundred only (Rs. 200/ only)
for the copyright and all other rights (including all rights of publication and performance whatsoever and wheresoever) of and in the 64 Work(s) mentioned in the Schedule to a deed of assignment dated the Thirty-first day of July, 1942 and made between myself of the one part and THE GRAMOPHONE CO., LTD. of the other part

Signed Kazi Nazrul Islam.

গ্রামোফোন কোম্পানীর সাথে নজরুল ইসলামের চুক্তিপত্রের কয়েকটি প্রতিলিপি

সূচিপত্র

[প্রথমে গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি, পরে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি'-গ্রন্থের 'খণ্ড সংখ্যা' এবং কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত স্বরলিপি-গ্রন্থ 'নজরুল-স্বরলিপি' (১৯৩১), 'সুর লিপি' (১৯৩৪) ও 'সুর-মুকুর' (১৯৩৪) এবং কবির ঘনিষ্ঠ সহচর ও স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক কৃত 'বেণুকা' (১৯৭০) ও 'নবরাগ' (১৯৭০) স্বরলিপি-গ্রন্থের উল্লেখ করা হয়েছে।]

* ১. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

কেন আসিলে ভালোবাসিলে দিলে না ধরা জীবনে যদি।
বিশাল চোখে মিশায়ে মরু চাহিলে কেন গো বে-দরদি॥
ছিনু অচেতন আপনা নিয়ে
কেন জাগালে আঘাত দিয়ে
তব আঁখি জল সে কি শুধু ছল একি মরু হায় নহে জলধি॥
ওগো কত জনমের কত সে কাঁদন করে হাহাকার বুকেরি তলায়
ওগো কত নিরাশায় কত অভিমান ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায়।
মিলন হবে কোথায় সে কবে কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী॥

* ২. তাল : কাহার্‌বা

কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও (প্রিয়) মালা গাঁথ অকারণে
আমি চেয়েছিনু একটি কুসুম সেই কথা পড়ে মনে॥
তব ফুলবনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিনু তারি তলে
চাহিলে না ফিরে চলে গেলে ধীরে ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে॥
অঞ্জলি পাতি চেয়েছিনু, তব ভরা ঘটে ছিল বারি
শুষ্ক-কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু পিপাসিত পথচারী।
বহুদিন পরে দাঁড়াইনু এসে
তোমারি দুয়ারে উদাসীন বেশে
শুকানো মালিকা কেন দিলে তব ভিক্ষার সনে॥

* ৩. তাল : দাদ্‌রা

নতুন পাতার নূপুর বাজে দখিনা বায়ে
কে এলে গো, কে এলে গো চপল পায়ে॥
ছায়া-ঢাকা আমের ডালে চপল আঁখি
উঠ্‌ল ডাকি বনের পাখি — উঠ্‌ল ডাকি।
নতুন চাঁদের জোছনা মাখি সোনাল শাখায় দোল দুলায়ে
কে এলে গো, কে এলে গো চপল পায়ে॥
সুনীল তোমার ডাগর চোখের দৃষ্টি পিয়ে
সাগর দোলে, আকাশ ওঠে ঝিলমিলিয়ে।
পিয়াল বনে উঠল বাজি তোমার বেণু
ছড়ায় পথে কৃষ্ণচূড়া পরাগ-রেণু।
ময়ূর-পাখা বুলিয়ে চোখে কে দিলে গো ঘুম ভাঙ্গায়ে।
কে এলে গো চপল পায়ে॥

* ৪. তাল : কাহার্‌বা

কেন মনোবনে মালতী-বল্লরী দোলে — জানি না।
কেন মুকুলিকা ফুটে ওঠে পল্লব-তলে, জানি না॥
কেন উর্মিলা-ঝরনার পাশে
সে আপন মঞ্জরি-ছায়া দেখে' হাসে;
কেন পাপিয়া কুহু মুহু মুহু বোলে, জানি না॥
চৈতালী-চাঁপা কয় "মালতী শোন্
শুনেছিস বুঝি মধুকর গুঞ্জন,
তাই বুঝি এত মধু সুরভি-উথলে —
মধু-মালতী বনে"? জানি না, জানি না॥

* ৫. তাল : দাদ্‌রা

ঘুমাও, ঘুমাও, দেখিতে এসেছি ভাঙাতে আসিনি ঘুম
কেউ জেগে কাঁদে, কারো চোখে নামে নিদালির মরসুম ।।
দেখিতে এলাম হ'য়ে কুতূহলী
চাঁপা-ফুল দিয়ে তৈরি পুতলী
দেখি, শয্যায় স্তূপ হ'য়ে আছে জোছনার কুম্‌কুম্‌
আমি নই, ঐ কলঙ্কী চাঁদ নয়নে হেনেছে চুম্‌ ।।
রাগ করিও না, অনুরাগ হ'তে রাগ আরো ভালো লাগে,
তৃষ্ণাতুরের কেউ জল চায় কেউ বা শিরাজি মাগে।
মনে কর, আমি লোলুপ বাতাস
চোর-জোছনা, ফুলের সুবাস
ভয় নাই, আমি চলে যাই ডাকি' নিশীথিনী নিঃঝুম ।।

* ৬. তাল : দাদ্‌রা

(সখি) ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে
দেখা হ'লে রাতে ফুল-বনে ।।
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালী
কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে ফুলমালী গোপনে ।।
কাঁটার আড়ালে গোলাপের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম' কপট সোহাগে
সে কুসুমে ঘেরা মেহেদীর বেড়া
প্রহরী ভ্রমরা সে কাননে।
ও-পথে চোর-কাঁটা, সখি, তায় বলে দিও
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়।
এ বনফুল লাগি না আসে কাঁটা' দলি'
আপনি যাব চলি' বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি
বিনি মূলে বিকাইব ও-চরণে ।।

* ৭. রাগ : মান্দ, তাল : কাহার্‌বা

বাজলো কি রে ভোরের সানাই নিদ্‌-মহলার আঁধার-পুরে
শুনছি আজান গগন-তলে আঁধার-রাতের মিনার-চূড়ে ।।
সরাই-খানার্‌ যাত্রীরা কি
'বন্ধু জাগো' উঠল হাঁকি' ?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে' ।।
তীর্থ-পথিক্‌ দেশ-বিদেশের
আরাফাতে আজ জুট্‌ল কি ফের,
'লা শরীক আল্লাহ্‌' মন্ত্রের
নাম্‌ল কি বান পাহাড় 'তূরে' ।।
আজকে আবার কা'বার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে,
নামল কি বান ফের্‌ হাজার স্রোতে
'হেরার' জ্যোতি জগৎ জুড়ে ।।

আবার 'খালেদ 'তারেক' 'মুসা'
আনল কি খুন-রঙীন ভূষা,
আস্‌ল ছুটে' হাসীন উষা
নও-বেলালের শিঁরিন সুরে।।

* ৮. তাল : কাহার্‌বা

কুঁচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ।
ওরে আমায় নিয়ে যাও[১] রে নদী সেই সে কন্যার দেশ রে।।
পরনে তার মেঘ-ডম্বুর উদয়-তারার শাড়ি
ওরে রূপ নিয়ে তার চাঁদ-সুরুজে করে কাড়াকাড়ি রে
আমি তারি লাগি রে
আমি তারি লাগি বিবাগী ভাই আমার চির-পথিক বেশ।।
পিছ্‌লে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে
ওরে সন্ধ্যা-সকাল আসে তারি' আল্‌তা হতে পায়ে রে।
ওসে রয় না ঘরে রে
ও সে রয় না ঘরে ঘুরে' বেড়ায় ময়নামতীর চরে
তা'রে দেখলে মরা বেঁচে ওঠে জ্যান্ত মানুষ মরে রে
তোর জল-তরঙ্গে বাজে রে তার সোনার চুড়ির রেশ।।

১ লয়ে

* ৯. রাগ : জিলফ্‌, তাল : ত্রিতাল

ভোরে ঝিলের জলে শালুক-পদ্ম তোলে কে
ভ্রমর-কুন্তলা কিশোরী
ফুল দেখে বেভুল সিনান বিসরি'।।
একি নূতন লীলা আঁখিতে দেখি ভুল
কমল ফুল যেন তোলে কমল ফুল
ভাসায়ে আকাশ-গাঙে অরুণ-গাগরি ।
ঝিলের নিথর জলে আবেশে ঢল ঢল
গ'লে পড়ে শত সে তরঙ্গে,
শারদ-আকাশে দলে দলে আসে
মেঘ, বলাকার খেলিতে সঙ্গে।
আলোক-মঞ্জরি প্রভাত বেলা
বিকশি' জলে কি গো করিছে খেলা
বুকের আঁচলে ফুল উঠিছে শিহরি।।

* ১০. তাল : কাহার্‌বা

শাওন-রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।।
ভুলিও স্মৃতি মম, নিশীথ-স্বপন সম
আঁচলের গাঁথা মালা ফেলিও পথ' পরে।।
ঝুরিবে পুবালি বায় গহন দূর-বনে,
রহিবে চাহি' তুমি একেলা বাতায়নে।
বিরহী কুহু-কেকা গাহিবে নীপ-শাখে
যমুনা-নদীপারে শুনিবে কে যেন ডাকে।
বিজলি দীপ-শিখা খুঁজিবে তোমায় প্রিয়া
দু' হাতে ঢেকো আঁখি যদি গো জলে ভরে।।

* ১১. তাল : কাহার্‌বা

ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির সুরভি হায় সন্ধ্যায়
রহি' রহি' কাঁদি' ওঠে সকরুণ পূরবী, আমারে কাঁদায় ।।
কা'রা যেন এসেছিল, এসে ভালোবেসেছিল।
ম্লান হ'য়ে আসে মনে তাহাদের সে-ছবি, পথের ধূলায় ।।
কেহ গেল দ'লে — কেহ ছ'লে, কেহ গলিয়া নয়ন নীরে
যে গেল সে জনমের মত গেল চলিয়া এলো না, এলো না ফিরে।
কেহ দুখ দিয়া গেল কেহ ব্যথা নিয়া গেল
কেহ সুধা পিয়া গেল কেহ বিষ করবী তাহারা কোথায় আজ।
তাহারা কোথায় ।।

* ১২. তাল : দাদ্‌রা

কাণ্ডারি গো, কর কর পার এই অকূল ভব-পারাবার।
তোমার চরণ-তরী বিনা, প্রভু পারের আশা নাহি আর ।।
পাপের তাপের ঝড় তুফানে
শান্তি নাহি আমার প্রাণে।
আমি যেদিকে চাই দেখি কেবল নিরাশারি অন্ধকার ।।
দিন থাকতে আমার মত
কেউ নাহি সম্ভাষে, হে প্রভু তোমায়
কেউ নাহি সম্ভাষে
দিন ফুরালে ঘাটে শুয়ে
এই ঘাটে সবাই আসে
এই ঘাটে সবাই আসে।
'লয়ে তোমারি নামের কড়ি
সাধু পেল চরণ-তরী
সে কড়ি নাই যে কাঙ্গালের হও হে দীনবন্ধু তার ।।

* ১৩. তাল : কাহার্‌বা

মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম নদীর চরে
যুগলরূপে এসেছি গো আবার মাটির ঘরে ।।
তমাল তরু চাঁপা-লতার মত
জড়িয়ে কত জনম হ'ল গত,
সেই বাঁধনের চিহ্ন আজো জাগে হিয়ার থরে থরে ।।
বাহুর ডোরে বেঁধে আজো ঘুমের ঘোরে যেন
ঝ'ড়ের বন-লতার মত লুটিয়ে কাঁদ কেন।
বনের কপোত কপোতাক্ষীর তীরে
পাখায় পাখায় বাঁধা ছিলাম নীড়ে
চিরতরে হ'ল ছাড়াছাড়ি নিঠুর ব্যাধের শরে ।।

* ১৪. তাল : কাহার্‌বা

তব গানের ভাষার সুরে বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি
এত দিনে পেয়েছি তারে আমি যারে খুঁজেছি ।।
ছিল পাষাণ হয়ে গভীর অভিমান
সহসা, এলো সহসা আনন্দ-অশ্রুর বান।

বিরহ-সুন্দর হ'য়ে সেই এলো
দেবতা বলে যাঁরে পুজেছি
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি ॥
তোমার দেওয়া বিদায়ের মালা পুনঃ প্রাণ পেল প্রিয়
হ'য়ে শুভদৃষ্টি মিলন-মালিকা বুকে ফিরে এলো — এলো প্রিয়।
যাহারে নিষ্ঠুর বলেছি
নিশীথে গোপনে কেঁদেছি
নয়নের বারি হাসি দিয়ে মুছেছি
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি ॥

* ১৫. তাল : দাদ্‌রা

বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে
আকাশের তারা পৃথিবীর ফুল গণি
বন্ধু ফুল পড়ে ঝরে, তারা যায় মরে
(ফিরে) এলে না হৃদয়-মণি ॥
কত নদী পেল খুঁজিয়া সাগর
আমিই পাই না তোমার খবর
বন্ধু সকলেরি চাঁদ ওঠে রে আমারি চির-আঁধার রজনী ॥
যমুনার জলও শুকায় রে বন্ধু
আমার শুকায় না আঁখি-বারি
এত কান্দন কাঁদিলে গোকুলে হতাম ব্রজ-কুমারী
বন্ধু হতাম রাধা প্যারী।
মহা পারাবার তারও আছে পার
আমার দুখের পার নাহি আর
বন্ধু মণি না পাইনু বৃথায় পুষিনু কাল-বিরহের ফণি
পুষিনু কাল-বিরহের ফণি ॥

* ১৬. তাল : কাহার্‌বা

এসো প্রিয়, মন রাঙায়ে ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙায়ে
মন মাধবী বন দুলায়ে, দুলায়ে, দুলায়ে ॥
শোন 'পিউ পিউ' ডাকে পাপিয়া
মোরে সেই সুরে ডাক 'পিয়া, পিয়া'
তব আদর-পরশ বুলায়ে, বুলায়ে, বুলায়ে ॥
যদি আন্ কাজে ভুলে রহি
চলে যেও না হে মোর বিরহী
দিও প্রিয়, কাজ ভুলায়ে, ভুলায়ে, ভুলায়ে ॥

* ১৭. তাল : কাহার্‌বা

উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে
বাজে ঘুম্‌তি নদীর জলে।
বুনো হাঁসের পাখার মত মন যে ভেসে চলে
সেই ঘুম্‌তি নদীর জলে ॥
মেঘ এসেছে আকাশ ভ'রে —
যেন শ্যামল ধেনু চরে

নাগিনীর সম বিজলি- ফণা তুলে
নাচে, নাচে নাচে রে।
মেঘ-ঘন গগন তলে।।
পাহাড়িয়া অজগর ছুটে আসে ঝর্ ঝর্ বেনো-জল্
দিয়ে করতালি প'রে পিয়াল পাতার মাথালি
ছিটায় জল্, গেঁয়ো কিশোরীর দল।
রিণিক্ ঝিণিক্ বাজে চাবি আঁচলে
কালনাগিনীর মত পিঠে বেণী দোলে
তীর-ধনুক হাতে বন-শিকারীর সাথে
মন ছুটে যায় বনতলে।।

*** ১৮. তাল : দাদ্রা**

আমি গগন গহনে সন্ধ্যা-তারা
কনক চাঁপার ফুল গো।
গোধূলির শেষে হেসে[১] উঠি আমি
এক নিমেষের ভুল গো।।
আমি ক্ষণিকা,
আমি সাঁঝের অধরে ম্লান আনন্দ-কণিকা
আমি অভিমানিনীর খুলে ফেলে দেওয়া মণিকা
আমি দেব-কুমারীর দুল্ গো।।
আলতা রাখার পাত্র আমার আধখানা চাঁদ ভাঙা
তাহারি রং গড়িয়ে পড়ে ঐ অস্ত-আকাশ রাঙা।
আমি একমুঠো আলো কৃষ্ণা-সাঁঝের হাতে
আমি নিবেদিত ফুল আকাশ-নদীতে রাতে
ভাসিয়া বেড়াই যাঁর উদ্দেশে গো
তার পাই না চরণ-ধূল ।।

১ ফুটে

*** ১৯. তাল : দাদ্রা**

কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে
ওমা বরাভয়া ভয়ংকরী সাজ পেলি তুই কোথা থেকে।।
তোর এলোকেশে প্রলয় দোলে
আমি চিন্‌তে নারি গৌরী বলে।
ওমা চাঁদ লুকাল মেঘের কোলে তোর মুখে না হাসি দেখে।।
ওমা শংকর কি গঙ্গা নিয়ে, কাঁদায় তোরে দুঃখ দিয়ে
ওমা শিবানী তোর চরণ তলে এনেছি তাই শিবকে ডেকে।।

*** ২০. তাল : কাহার্‌বা**

তুই জগৎ-জননী শ্যামা আমি কি মা জগত ছাড়া,
কোন্ দোষে মা তুই থাকিতে আমি চির মাতৃহারা।।
পুত্র অপরাধী হলে মা কি তারে নেয় না কোলে,
মা শাসন করে মারে-ধরে তবু কাছ ছাড়া করে না তারা।
কোন দোষে মা তুই থাকিতে আমি চির মাতৃহারা।।
ছেলের চোখে ঠুলি দিয়ে কি মা নিজেরে লুকিয়ে রাখে
ছেলের দুঃখে মা উদাসীন দেখিনি তো এমন মাকে।

মাতৃস্নেহ পেলে শ্যামা এমন মন্দমতি হতেম না মা
তুই যাহারে হানিস হেলা তার কে মোছাবে নয়ন-ধারা
কোন দোষে মা তুই থাকিতে আমি চির মাতৃহারা।।

*** ২১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে
যেন ঊষার কোলে রাঙা-রবি দোলে।।
কূল মখ্‌লুকে আজি ধ্বনি ওঠে, কে এলো ঐ
কলেমা শাহাদতের্‌ বাণী ঠোঁটে, কে এলো ঐ
খোদার জ্যোতি পেশানীতে ফোটে, কে এলো ঐ
আকাশ-গ্রহ-তারা পড়ে লুটে, কে এলো ঐ
পড়ে দরুদ ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খোলে।।
মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন
'এক আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে-জন,
মানুষের লাগি' চির-দীন্‌ বেশ ধরিল যে-জন
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে-জন
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত-মানবের ধ্যানের ছবি
আজি মাতিল বিশ্ব-নিখিল্‌ মুক্তি-কলোরোলে।।

*** ২২. তাল : কাহার্‌বা**

আমি যার নূপুরের ছন্দ বেণুকার সুর —
কে সেই সুন্দর কে!
আমি যার বিলাস-যমুনা বিরহ-বিধুর
কে সেই সুন্দর কে।।
যাহার গানের আমি বনমালা
আমি যার কথার কুসুম-ডালা,
না-দেখা সুদুর –
কে সেই সুন্দর কে ।।
যার শিখী-পাখা লেখনী হয়ে
গোপনে মোরে কবিতা লেখায়
সে রহে কোথায় হায়!
আমি যার বরষার আনন্দ-কেকা
নৃত্যের সঙ্গিনী দামিনী-রেখা,
যে মম অঙ্গে কাঁকন-কেয়ূর
কে সেই সুন্দর কে ।।

*** ২৩. তাল : কাহার্‌বা**

কত নিদ্রা যাও রে কন্যা জাগো একটুখানি
যাবার বেলায় শুনিয়া যাই তোমার মুখের বাণী।।
নিশীথিনীর ঘুম ভেঙে যায় চন্দ্র যখন হেসে তাকায় গো
চাতকিনী ঘুমায় কি গো দেখলে মেঘের পানি।।
ফুলের কুঁড়ি চোখ মেলে চায় যেই না ভ্রমর বোলে (রে কন্যা)

বসন্ত আসিলে রে কন্যা বনের লতা দোলে (রে কন্যা)।
যারা আছে প্রাণে প্রাণে জাগে তারা ঘুম না জানে
আমি যখন রইব না গো (তখন) জাগবে তুমি জানি ॥

*** ২৪. রাগ : সাবন্ত সারং, তাল : ত্রিতাল**

মেঘ-বিহীন খর-বৈশাখে
তৃষায় কাতর চাতকী ডাকে ॥
সমাধি-মগ্না উমা তপতী —
রৌদ্র যেন তার তেজঃ জ্যোতি,
ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্ত কপোতী —
কপোত-পাখায় শুষ্ক শাখে ॥
শীর্ণা তটিনী বালুচর জড়ায়ে
তীর্থে চলে যেন শ্রান্ত পায়ে।
দগ্ধ-ধরণী যুক্ত-পাণি
চাহে আষাঢ়ের আশিস বাণী
যাপিয়া নির্জলা একদশীর তিথি
পিপাসিত আকাশ যাচে কাহাকে ॥

*** ২৫. রাগ : বাহার, তাল : ত্রিতাল**

পিউ পিউ বোলে
পাপিয়া, পিউ পিউ বোলে
ফাগুন উন্মন বন ব্যাপিয়া ॥
বিরহিনী মন বিহগী —
ওরি সাথে কাঁদে, একা
ঘরে নিশি জাগিয়া ॥

*** ২৬. তাল : দাদ্‌রা**

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে জাগায়ো না জাগায়ো না,
সারা জীবন যে আলো দিল ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না ॥
যে সহস্র করে রূপরস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাঁহারে শান্তি-চন্দন দাও ক্রন্দনে রাঙায়ো না ॥
যে তেজ শৌর্য-শক্তি দিলেন, আপনারে করি ক্ষয়
তাই হাত পেতে নাও।
বিদেহ রবি ও ইন্দ্র মোদের নিত্য দেবেন জয়
কবিরে ঘুমাতে দাও।
অন্তরে হের হারানো রবির জ্যোতি
সেইখানে তারে নিত্য কর প্রণতি
আর কেঁদে তাঁরে কাঁদায়ো না ॥

*** ২৭. তাল : কাহারবা**

সাধ জাগে মনে পর-জীবনে
(আমি) তব কপোলে যেন তিল হই।
ভালোবাসিয়া মোরে দিল্ দিবে তুমি
(যেন) আমি তোমার মত বে-দিল্ হই ॥

মোর দেওয়া যে হার নিলে না অকরুণা
(যেন) হয়ে সে হার তব বক্ষে রই ॥
যাহারে ভালবেসে তুমি চাহ না মোরে
মরিয়া আসি যেন তাহারি রূপ ধ'রে
(তুমি) হার মানিবে আমি হ'ব জয়ী ॥
হৃদি নিঙাড়ি মম আল্‌তা হব পায়ে
অধরে হব হাসি রূপ-লাবনি গায়ে
আমার যাহা কিছু তোমাতে হবে হারা
(প্রিয়) তুমি জানিবে না আমা বৈ ॥

*** ২৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর
তুমি আমি দু' জন প্রিয় তুমি আমি দু' জন।
বাহিরে বকুল-বনে কুহু পাপিয়া করে কূজন ॥
আবেশে ঢুলে' ফুল-শয্যায় শুই
মুখ টিপে হাসে মল্লিকা যূঁই
কানে কানে গানে গানে কহে 'চিনেছি উতল সমীরণ'।
পূর্ণিমা চাঁদ কয়, গান আর সুর, চঞ্চল ওরা দু'জন
প্রেম-জ্যোতি আনন্দ-আঁখিজল, ছল ছল ওরা দু'জন।
মৌমাছি কয়, গুন্ গুন্ গান গাই
মুখোমুখি দু'জনে সেইখানে যাই
শারদীয়া শেফালি গায়ে পড়ে কয় —
'ব্রজের মধুবন — এই তো ব্রজের মধুবন' ॥

*** ২৯. রাগ : দেশী, তাল : ত্রিতাল**

এসো প্রিয় আরো কাছে
পাইতে হৃদয়ে এ বিরহী মন যাচে
দেখাও প্রিয় ঘন
ও রূপ মোহন
যে রূপে প্রেমাবেশে পরান নাচে ॥

*** ৩০. তাল : আদ্ধা**

আজি মনে মনে লাগে হোরি
আজি বনে বনে জাগে হোরি ॥
ঝাঁঝর করতাল খরতালে বাজে
বাজে কঙ্কণ চুড়ি মৃদুল আওয়াজে[১]
লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
প্রেম-উল্লাসে শ্যামল গোরী ॥
কদম্ব তমাল রঙে লালে লাল
লাল হলো কৃষ্ণ ভ্রমর ভ্রমরী
রঙের উজান চলে কালো-যমুনার জলে
আবির রাঙা হলো ময়ূর-ময়ূরী ॥
মোর হৃদি-বৃন্দাবন যেন রাঙে
রাধা শ্যাম-যুগল চরণ-রাগে

১. মৃদুলয়া বাজে

ও চরণ-ধূলি যেন ফাগ হ'য়ে নিশিদিন
অন্তরে পড়ে মোর ঝরি'।।

*** ৩১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

ও কে মুঠি মুঠি আবির কাননে ছড়ায়
রাঙা-হাসির পরাগ-ফুল আননে ছড়ায়।।
তার রঙের আবেশ লাগে চাঁদের চোখে
তার লালসার রঙ জাগে রাঙা অশোকে
তার রঙীন নিশান দোলে কৃষ্ণচূড়ায়।।
তার পুষ্পধনু দোলে শিমুল শাখায়
তার কামনা কাঁপে গো ভোমরা পাখায়,
সে খোঁপাতে বেল-ফুলের মালা জড়ায়।।
সে কুসমী শাড়ি পরায় নীল বসনায়
সে আঁধার মনে জ্বালে লাল রোশনাই
সে শুক্‌নো বনে ফাগুন আগুন ধরায়।।

*** ৩২. তাল : কাহার্‌বা**

মনের রঙ লেগেছে বনের পলাশ জবা অশোকে
রঙের ঘোর জেগেছে পারুল কনক-চাঁপার চোখে।।
মুহু মুহু বোলে কুহু কুহু কোয়েলা, মুকুলিত আমের ডালে
গাল রেখে ফুলের গালে।
দোয়েলা দোল দিয়ে যায়, ডালিম ফুলের নব-কোরকে।।
ফুলের পরাগ ফাগের রেণু ঝুরু ঝুরু ঝরিছে গায়ে
ঝিরি ঝিরি চৈতী বায়ে
বকুল বনে ঝিমায় মধুপ মদির নেশার ঝোঁকে।।
হরিত বনে হরষিত মনে হোরির হর্‌রা জাগে
রঙিলা অনুরাগে
নূতন প্রণয়-সাধ জাগে চাঁদের রাঙা আলোকে।।

*** ৩৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

বাঁশি বাজায় কে কদমতলায় ওলো ললিতে
শুনে সরে না পা পথ চলিতে।।
তার বাঁশির ধ্বনি যেন ঝুরে ঝুরে
আমারে খোঁজে লো ভুবন ঘুরে
তার মনের বেদন শত সুরে সুরে
(ও সে) কি যেন চাহে মোরে বলিতে।।
আছে গোকুল নগরে আরো কত নারী
কত রূপবতী বৃন্দাবন-কুমারী
আছে গোকুল নগরে।
কেন আমারি নাম লয়ে বংশীধারী
আসে নিতি নিতি মোরে ছলিতে।
সখি নির্মল কুলে মোর কৃষ্ণ-কালি
কেন লাগালে কালিয়া বনমালী
আমার বুকে দিল তুষের আগুন জ্বালি
আরো কত জনম যাবে জ্বলিতে।।

* ৩৪.

ও কে চলিছে বন-পথে একা নূপুর পায়ে রন ঝন ঝন্।
তারি চপল চরণ-আঘাতে দুলিছে নদী-দোলে ফুলবন।।
ঝরে ঝর্ ঝর্ গিরি-নির্ঝর তার ছন্দ চুরি করে,
'এলো সুন্দর — এলো সুন্দর' বাজে বনের মর্মরে।
গায় পাখি মেলি আঁখি
বলে, বন-দেবী এলো নাকি?
মধুর রঙ্গে অঙ্গে-ভঙ্গে জাগে শিহরণ।।
সন্ধ্যায় ঝিল্লির মঞ্জির তার
ঝির্ ঝির্ শির্ শির্ তোলে ঝংকার।
মধুভাষিণী সুচারু-হাসিনী সে মায়াহরিণী' —
ফোটালো আঁধারে মরি মরি
অরুণ আলোর মঞ্জরি
দুলিছে অলকে আঁখির পলকে দোলন-চাঁপার নাচের মতন।।

* ৩৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।।
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত বক্ষ নিঙাড়ি শীতল শান্তি-ধারা
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি দিল সবারে বক্ষ পাতি।।
কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনি'ক ইসলাম
সত্যে যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম
আমির ফকিরে ভেদ নাই — সবে ভাই, সব এক সাথী।।
নারীরে প্রথম দিয়াছি মুক্তি, নর সম অধিকার
মানুষের গড়া প্রাচীর ভাঙিয়া করিয়াছি একাকার।
আঁধার রাতির বোরখা উতারি এনেছি আশার-ভাতি।।

* ৩৬. তাল : দাদ্‌রা

মেষ চারণে যায় নবী কিশোর রাখাল বেশে
নীল রেশমি রুমাল বেঁধে তাঁর চারু-চাঁচর কেশে।।
তাঁর রাঙা পদতলে পুলকে ধরা টলে
তাঁর রূপ-লাবনির ঢলে মরুভূমি গেল ভেসে।।
তাঁর মুখে রহে চাহি মেষ-শিশু তৃণ ভুলি,
বিশ্বের শাহানশাহ্ আজ মাখে গোঠের ধূলি,
তাঁর চরণ-নখরে কোটি চাঁদ কেঁদে মরে
তাঁর ছায়া ক'রে চলে আকাশে মেঘ এসে।।
কিশোর নবী গোঠে চলে
তাঁর চরণ-ছোঁয়ায় পথের পাথর মোম্ হয়ে যায় গ'লে।
তসলিম জানায় পাহাড় চরণে ঝুঁকে তাঁহার।
নারাঙ্গি, আঙুর, খর্জুর, পায়ে নজরানা দেয় হেসে।।

* ৩৭. রাগ : মালকোষ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী-পরী লাজ পায়।।

নর নহে, নারী ইসলাম, পরে প্রথম আনে ঈমান
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।
। সব গৌরব ম্লান এক এই মহিমায়।।
।-নন্দিনা ফাতেমা মোদের সতী-নারীদের রানী
যাঁর ত্যাগ সেবা স্নেহ ছিল মরুভূমে কওসর পানি
যাঁর গুণ-গাথা ঘরে ঘরে প্রতি নর-নারী আজো গায়।।
রহিমার মত মহিমা কাহার তাঁর সম সতী কেবা
নারী নয় যেন মূর্তি ধরিয়া এসেছিল পতি-সেবা
মোদের খাওয়ালা জগতের আলা বীরত্বে গরিমায়।।
রাজ্য শাসনে রিজিয়ার নাম ইতিহাসে অক্ষয়
শৌর্যে সাহসে চাঁদ-সুলতানা বিশ্বের বিস্ময়
জেবুন্নেসার তুলনা কোথায়, জ্ঞানের তপস্যায়।।
আঁধার হেরেমে বন্দিনী হল সহসা আলোর মেয়ে
সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে।
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।।

* ৩৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

'চোখ গেল' 'চোখ গেল' কেন ডাকিস রে
চোখ গেল পাখি (রে)।
তোর চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে
চোখ গেল পাখি (রে)।।
তোর, চোখের বালির জ্বালা জানে সবাই রে
তোর, চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাই রে
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় তাহার আঁখি রে।।
তোর চোখের জ্বালা বুঝি নিশি রাতে বুকে লাগে
চোখ গেল ভুলে রে 'পিউ কাঁহা' 'পিউ কাঁহা' বলে
তাই ডাকিস অনুরাগে রে।
ওরে বন পাপিয়া কাহার গোপন্-প্রিয়া
ছিলি আর জনমে
আজো ভুলতে নারিস[১] আজো ঝুরে হিয়া
ওরে পাপিয়া বল্ যে হারায় তাহারে কি
পাওয়া যায় ডাকি রে।।

১. নারি

* ৩৯. রাগ : বনকুন্তলা (নজরুল-সৃষ্ট রাগ), তাল : কাহার্‌বা

মোর প্রথম মনের মুকুল
ঝরে গেল হায় মনে মিলনের ক্ষণে।
কপোতীর মিনতি কপোত শুনিল না,
উড়ে গেল গহন-বনে।।
দক্ষিণ সমীরণ কুসুম ফোটায় গো
আমারি কাননে ফুল কেন ঝরে যায় গো
জ্বলিল প্রদীপ সকলেরি ঘরে হায়
নিভে গেল মোর দীপ গোধূলি লগনে।।
বিফল অভিমানে কাঁদে ফুলমালা[১] কণ্ঠ জড়ায়ে
কাঁদে ধুলি-পথে একা ছিন্ন-লতার প্রায় লুটায়ে লুটায়ে।

দারুণ তিয়াসে এসে সাগর-মুখে
ঢলিয়া পড়িনু হায় বালুকারি বুকে
ধোঁয়ারে মেঘ ভাবি ভুলিনু[২] চাতকী
জ্বলিয়া মরি গো বিরহ-দহনে।।

১. বনমালা ২. ভুলিল

* ৪০. রাগ : ভৈরবী-আশাবরী, তাল : কাহার্‌বা

কে বিদেশী বন-উদাসি'
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে
কুসুম-বাগের গুল-বদনে।।
ঝিমিয়ে আসে ভোমরা-পাখা
যূথীর চোখে আবেশ মাখা
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
ভোর গগনের দর্‌-দালানে
দর্‌-দালানে ভোর গগনে।।
লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পূলক-ব্যথায়
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বঁধু সুখ-স্বপনে।।
বৃথাই গাঁথি, কথার মালা
লুকাস্‌ কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শীওয়ালা
তোরি উতালা বিরহী মনে।।

* ৪১. রাগ : কর্ণাটী-সামন্ত, তাল : ত্রিতাল

কাবেরী নদী-জলে কে গো বালিকা
আনমনে ভাসাও চম্পা-শেফালিকা।।
প্রভাত-সিনানে আসি অলসে
কঙ্কণ-তাল হানো কলসে
খেলে সমীরণ ল'য়ে কবরীর মালিকা।।
দিগন্তে অনুরাগে নবারুণ জাগে
তব জল ঢল ঢল করুণা মাগে।
ঝিলাম, রেবা নদী তীরে,
মেঘদূত বুঝি খুঁজে ফিরে
তোমারেই তন্বী শ্যামা কর্ণাটিকা।।

* ৪২. রাগ : ভৈরবী, তাল : ত্রিতাল

স্বপনে এসেছিল মৃদু-ভাষিণী
মৃদু-ভাষিণী মধু-হাসিনী।
রূপের তৃষা মোর রূপ ধ'রে এসেছিল
কল্পনা মনোবন-বাসিনী।।
যে পরম সুন্দর আছে মোর অন্তরে
তারি অভিসারে আসে উদাসিনী।।

* ৪৩. তাল : ত্রিতাল

তোমার বিনা-তারের গীতি বাজে আমার বীণা-তারে
রইল তোমার ছন্দ-গাথা গাঁথা আমার কণ্ঠ-হারে।।
কি কহিতে চাও হে গুণী, আমি জানি আমি শুনি
কান পেতে রই তারার সাথে তাই তো দূর গগন-পারে।।
পালিয়ে বেড়াও উদাস হাওয়া গোপন কথার ফুল ফুটিয়ে গো
আমি তারে মালা গেঁথে লুকিয়ে রাখি বক্ষে নিয়ে গো।
হয়তো তোমার কথার মালা, কাঁটার মত করবে জ্বালা
সেই জ্বালাতেই জ্বলবে আমার প্রেমের শিখা অন্ধকারে।।

* ৪৪. তাল : কাহারবা

ব্রজ-গোপী খেলে হোরি
খেলে আনন্দ নবঘন শ্যাম সাথে।
রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুমকুম্
অনুরাগ-আবির নয়ন-পাতে।।
পিরিতি-ফাগ মাখা গোরীর সঙ্গে
হোরি খেলে হরি উন্মাদ রঙ্গে।
বসন্তে এ কোন কিশোর দুরন্ত
রাধারে জিনিতে এলো পিচ্‌কারি হাতে।।
গোপিনীরা হানে অপাঙ্গ খর শর ভ্রুকুটি ভঙ্গ
অনঙ্গ আবেশে জ্বর জ্বর থর থর শ্যামের অঙ্গ।
শ্যামল তণুতে হরিত কুঞ্জে
অশোক ফুটেছে যেন পুঞ্জে পুঞ্জে
রঙ-পিয়াসি মন ভ্রমর গুঞ্জে
ঢালো আরো ঢালো রঙ প্রেম-যমুনাতে।।

* ৪৫. তাল : কাহারবা

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়
জল তরঙ্গে ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্
ঢেউ তুলে সে যায়।।
দীঘির বুকে শতদল দলি'
ঝরায়ে বকুল-চাঁপার কলি
চঞ্চল ঝরনার জল ছল ছলি
মাঠের পথে সে ধায়।।
বন-ফুল আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায়।।
ইরানি বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লীর-প্রান্তর-বনমনোহারিণী
[১]আসে ধেয়ে সহসা গৈরিক বরণী
বালুকার উড়নি গায়।।

১. ছুটে আসে সহসা গৈরিক বরণী

* ৪৬. তাল : কাহার্‌বা

প্রজাপতি! প্রজাপতি!
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙীন পাখা,
টুকটুকে লাল্‌-নীল্‌ ঝিলি-মিলি আঁকা-বাঁকা ॥
তুমি টুলটুলে বন-ফুলে মধু খাও
মোর বন্ধু হয়ে সেই মধু দাও
ওই পাখা দাও সোনালি-রুপালি পরাগ মাখা ॥
মোর মন যেতে চায় না পাঠশালাতে
প্রজাপতি! তুমি নিয়ে যাও সাথী ক'রে তোমার সাথে।
তুমি হাওয়ায় নেচে নেচে যাও
আর তোমার মত মোরে আনন্দ দাও
এই জামা ভাল লাগে না, দাও জামা ছবি-আঁকা ॥

* ৪৭. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

পদ্মার ঢেউ রে —
মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, যা রে।
এই পদ্মে ছিল রে যার রাঙা পা
আমি হারায়েছি তারে ॥
মোর পরান-বঁধু নাই, পদ্মে তাই মধু নাই (নাই রে)
বাতাস কাঁদে বাইরে, সে-সগন্ধ নাই রে
মোর রূপের সরসীতে আনন্দ-মৌমাছি নাহি ঝঙ্কারে রে ॥
ও পদ্মারে –
ঢেউয়ে তোর ঢেউ উঠায় যেমন চাঁদের আলো
মোর বঁধুয়ার রূপ তেমনি ঝিল্‌মিল্‌ করে কৃষ্ণ-কালো।
সে প্রেমের ঘাটে ঘাটে বাঁশি বাজায়
যদি দেখিস তারে, দিস এই পদ্ম তার পায়
বলিস, কেন বুকে আশার দেয়ালি জ্বালিয়ে
ফেলে গেল চির-অন্ধকারে ॥

* ৪৮. তাল : কাহার্‌বা

মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে
তারি তরে গো মেঘ-বরণ যার কেশ।
বুঝি তাহারি লাগি' হয়েছে বৈরাগী
গেরুয়া রাঙা গিরিমাটির দেশ ॥
মৌরি ফুলের ক্ষেতে, মৌমাছি ওঠে মেতে
এলিয়ে ছিল কেশ কি গো, তার এই পথে সে যেতে।
তার ডাগর চোখের ঝিলিক লেগে রাত হয়েছে শেষ গো ॥
[১]শিরিষ পাতায় ঝিরি ঝিরি, বাজে নূপুর তারি
[২]সোনাল ডালে দোলে তাহার কামরাঙা রঙ্‌ শাড়ি।
হয়েছে মন ভিখারি [৩]মন-শিকারি আমি
উঠি পাহাড় চূড়ায়, ঝর্না জলে নামি
কালো পাথর দেখে জাগে কার চোখের আবেশ গো ॥

১. শিরিষ পাতার ঝিরি ঝিরি ২. সোনার ডালে ৩. বন শিকারি

* ৪৯. তাল : কাহার্‌বা

নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল
ফুল নেব না, অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল॥
ফুল যদি নিই তোমার হাতে
জল রবে না[১] নয়ন পাতে
অশ্রু নিলে ফুটবে না আর প্রেমের মুকুল॥
মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভাল লাগে।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই
ফুল ফুটিয়ে যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল॥

১ গো

* ৫০. তাল : দাদ্‌রা

অন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অন্তর্যামী
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তা-ই পাই না তোমারে আমি॥
প্রাণের মতন, আত্মার সম
আমাতে আছ হে অন্তরতম
মন্দির রচি' বিগ্রহ পূজি দেখে হাস তুমি স্বামী॥
সমীরণ সম, আলোর মতন বিশ্বে রয়েছ ছড়ায়ে
গন্ধ-কুসুমে সৌরভ সম প্রাণে-প্রাণে আছ জড়ায়ে।
তুমি বহুরূপী তুমি রূপহীন —
তব লীলা হেরি অন্তবিহীন।
তব লুকোচুরি খেলা সহচরী আমি যে দিবসযামী॥

* ৫১. রাগ : যোগিয়া মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়, কে আজি সমাধিতে মোর?
এতিদিনে কি আমারে পড়িল মনে মনো-চোর॥
জীবনে যারে চাহনি তাহারে ঘুমাইতে দাও।
মরণ-পারে ভেঙো না, ভেঙো না তাহার ঘুম-ঘোর॥
দিতে এসে ফুল কেঁদো না প্রিয় মোর সমাধি-পাশে
ঝরিল যে ফুল অনাদরে হায়, নয়ন-জলে বাঁচিবে না সে।
সমাধি-পাষাণ নহে গো তোমার সমান কঠোর॥
কত আশা, সাধ মিশে যায় মাটির সনে
মুকুলে ঝরে কত ফুল কীটেরি দহনে।
কেন অসময়ে আসিলে, ফিরে যাও, মোছ আঁখি-লোর॥

* ৫২. তাল : দাদ্‌রা

আকাশে ভোরের তারা মুখ পানে চেয়ে আছে
ঝরা-ফুল অঞ্জলি পড়ে আছে, পা'র কাছে।
দেবতা গো, জাগো জাগো জাগো॥
আঁধার-ঘোমটা খুলি শতদল আঁখি তুলি'
পৃথিবী প্রসাদ যাচে দেবতা গো, জাগো॥
কপোত-কণ্ঠে শোন তব বন্দনা বাজে
তোমারে হেরিতে উষা দাঁড়ায় বধূর সাজে।

দেবতা, তোমার লাগি[১] আজি আছি নিশি জাগি'
ভীরু এ মনের কলি হের, দল মেলিয়াছে।
দেবতা গো, জাগো জাগো জাগো।।

১. আমি

*** ৫৩. তাল : কাহার্‌বা**

মম মায়াময় স্বপনে কার বাঁশি বাজে গোপনে
বিধুর মধুর স্বরে কে এলো, কে এলো সহসা।।
যেন স্নিগ্ধ আনন্দিত চন্দ্রালোকে ভরিল আকাশ
হাসিল তমসা কে এলো, কে এলো সহসা।।
অচেনা সুরে কেন ডাকে সে মোরে
এমন ক'রে ঘুমের ঘোরে —
নব-নীরদ-ঘন-শ্যামল কে এ চঞ্চল
হেরিয়া তৃষিত-প্রাণ হলো সরসা
কে এলো, কে এলো সহসা।।
কভু সে অন্তরে কভু দিগন্তরে
এই সোনার মৃগ ভুলাতে আসে মোরে,
দেখেছি ধ্যানে যেন এই সে সুন্দরে
শুনেছি ইহারি বেণু প্রাণ-বিবশা
কে এলো, কে এলো সহসা।।

*** ৫৪.**

যায় ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌ ঢেউ তুলে দেহের কূলে
কে চঞ্চলা দিগঞ্চলা মেঘ-ঘন-কুন্তলা।
দেয় দোলা পুব-সমীরণে বনে বনে দেয় দোলা।।
চলে নাগরি দোলে ঘাগরি
কাঁখে বরষা-জলের গাগরি
বাজে নূপুর-সুর-লহরি
রিমি ঝিম্‌, রিম্‌ ঝিম্‌, রিম্‌ ঝিম্‌ চল-চপলা।।
দেয়ারি তালে কেয়া কদম নাচে
ময়ূর-ময়ূরী নাচে তমাল-গাছে।
এলায়ে মেঘ-বেণী কাল-ফণি
আসিল কি দেব-কুমারী নন্দন-পথ-ভোলা।।

*** ৫৫. তাল : দাদ্‌রা**

আহার দেবেন তিনি রে মন জীব দিয়াছেন যিনি।
তোরে সৃষ্টি ক'রে তোর কাছে যে আছেন তিনি ঋণী।।
সারা জীবন চেষ্টা ক'রে, ভিক্ষা-মুষ্টি আনলি ঘরে
(ও মন) তাঁর কাছে তুই হাত পেতে দেখ্‌ কি দান দেন তিনি।।
না চাইতে ক্ষেতের ফসল পায় বৃষ্টির জল
তুই যে পেলি পুত্র-কন্যা তোরে কে দিল তা বল।
যাঁর করুণায় এত পেলি, তাঁরেই কেবল ভুলে গেলি
(তোর) ভাবনার ভার দিয়ে তাঁকে ডাক্‌ রে নিশিদিন-ই।।

* ৫৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ওরে কে বলে আরবে নদী নাই
যথা রহ্‌মতের ঢল বহে অবিরল
দেখি প্রেম-দরিয়ার পানি, যেদিকে চাই।।
যাঁর কাবার ঘরের পাশে আব্‌-এ-জম্‌জম্‌
যথা আল্লা-নামের বাদল ঝরে হরদম,
যার জোয়ার এসে দুনিয়ার দেশে দেশে
পুণ্যের গুলিস্তান রচিল দেখিতে পাই।।
যার কোরাতের পানি আজো ধরার 'পরে
নিখিল নর-নারীর চোখে ঝরে
শুকায় না যে নদী দুনিয়ায়,
যার শক্তির বন্যার তরঙ্গ-বেগে
যত বিষণ্ণ-প্রাণ ওরে আনন্দে উঠল জেগে
যাঁর প্রেম-নদীতে, যাঁর পুণ্য-তরীতে
মোরা ত'রে যাই।।

* ৫৭. রাগ : জৌনপুরী, তাল : দাদ্‌রা

বৃথা তুই কাহার, পরে করিস অভিমান
পাষাণ-প্রতিমা সে যে হৃদয় পাষাণ।।
রূপসীর নয়নে জল নয়ন-শোভার তরে
ও শুধু মেঘের লীলা নভে যে বাদল ঝরে।
চাতকেরই তরে তাহার কাঁদে না পরাণ।।
প্রণয়ের স্বপন-মায়া, ধরিতে মিলায় কায়া
গো-ধূলির রঙের খেলা ক্ষণে অবসান।।

* ৫৮. তাল : ত্রিতাল

আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি
নয়নের অনুরাগ-দৃষ্টির সাথে চাহি নয়ন-বারি।।
তব পুষ্পিত তনুতে, হৃদয়-কমলে
গোপনে যে প্রেম-মধু উথলে
তোমার কাছে সেই অমৃত যাচে তৃষিত এ পথচারী।।
জনম জনম আমি রূপ ধ'রে আসি গো,
তোমারি বিরহে কাঁদিতে,
রাহুর মত আমি আসি না
বাহু-পাশে বাঁধিতে।
আমি ফুলের মধু চাহি, ছিঁড়ি না ফুল গো,
দূরে রহি, গাহি গান বন-বুলবুল গো,
মনোবনে আছে তব নন্দন-পারিজাত, আমি তা'রি পূজারী।।

* ৫৯. তাল : কাহার্‌বা

সাহারাতে ফুটলো রে রঙীন গুলে লালা
সেই ফুলেরি খোশবু আজ দুনিয়া মাতোয়ালা।।
সে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি চাঁদ-সুরুজ গ্রহ-তারায়
ঝুঁকে প'ড়ে চুমে সে ফুল নীল গগন নিরালা।।
সেই ফুলেরি রওশনীতে আরশ কুর্সী রওশন্‌
সেই ফুলের রঙ লেগে আজ ত্রিভুবন উজালা।।

চাহে সে ফুল জ্বীন ও ইন্‌সান্ হুরপরী ফেরেশ্‌তায়
ফকির দরবেশ বাদশা চাহে করিতে গলার মালা (তারে)।
চেনে রসিক ভ্রমর, বুলবুল সেই ফুলের ঠিকানা
কেউ বলে হযরত মোহাম্মদ কেউ বা কমলিওয়ালা।।

*** ৬০. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

নিশি-পবন! নিশি-পবন! ফুলের দেশে যাও
ফুলের বনে ঘুমায় কন্যা তাহারে জাগাও — যাও যাও যাও।।
মৌ-টুস্‌টুস্ মুখখানি তার ঢেউ-খেলানো চুল
(ওরে) ভোমরার ঝাঁক-ঘেরা যেন ভোরের পদ্ম-ফুল
হাসিতে তারে মাঠের সরল বাঁশির আভাস পাও
যাও যাও যাও।।
চাঁপা ফুলের পুত্‌লি-ঘেরা চাঁপা রঙের শাড়ি
তারেই দেখতে আকাশ-গাঙে (ওরে) চাঁদ দেয় রে পাড়ি।
তার একটুখানি চোখের আদল বাদল-মেঘে পাও।
যাও যাও যাও।।
ধীরে ধীরে জাগাইয়ো তায়
ঝরা-কুসুম ফেলিয়া গায়
জাগলে কন্যা যেন রে মোর পত্রখানি দাও —
যাও যাও যাও।।

*** ৬১. তাল : কাহারবা**

খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে
ছেড়ে' মস্‌জিদ আমার মুর্শিদ এলো যে এই পথে ধ'রে।।
দুনিয়াদারির শেষে আমার নামাজ রোজার বদ্‌লাতে
চাইনে বেহেশ্‌ত্ খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত ক'রে।।
কায়েস যেমন লাইলী লাগি' লভিল মজ্‌নু খেতাব
যেমন ফরহাদ শিঁরির প্রেমে হ'ল দিওয়ানা বেতাব।
বে-খুদীতে মশ্‌গুল্ আমি তেমনি মোর খোদার তরে।।

*** ৬২. তাল : তাল-ফেরতা**

ওকে ট'লে ট'লে চলে এক্‌লা গোরী
নব-যৌবনা নীল-বসনা কাঁখে গাগরি।।
মদির মন্দ রায় অঞ্চল দোলে
খোঁপা খুলে দোলে আকুল কবরী।
তারে ছল ছল-দূরে ডাকে নদী
তারি' নাম যপে পাপিয়া নিরবধি
ডাকে বনের কিশোর বাজায়ে বাঁশরি।।

*** ৬৩. তাল : শুধ্ সারং, তাল : ত্রিতাল**

ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বর ব্যাপিয়া
এসো এসো মেঘমালা প্রিয়া প্রিয়া।।
দূরে থেকো না এই শ্রাবণ নিশীথে
কাঁদে তব তরে পিয়াসী হিয়া।।
বিজলি খুঁজে ফেরে সুদূর আকাশে
হৃদয়ে কাঁদে প্রেম পাপিয়া পিয়া।।

* ৬৪. তাল : দাদ্‌রা

এখনো ওঠেনি চাঁদ এখনো ফোটেনি তারা
এখনো দিনের কাজ হয় নি যে মোর সারা —
হে পথিক যাও ফিরে ॥
এখনো বাঁধিনি বেণী, তুলিনি এখনো ফুল
জ্বালি নাই মণিদীপ মম মন-মন্দিরে —
হে পথিক যাও ফিরে ॥
পল্লব-গুণ্ঠনে নিশি-গন্ধার কলি
চাহিতে পারে না লাজে দিবস যায়নি বলি'।
এখনো ওঠেনি ঢেউ থির সরসীর নীরে —
হে পথিক যাও ফিরে ॥
যবে ঝিমাইবে চাঁদ ঘুমে তখন তোমার লাগি'
র'ব একা পথ চেয়ে বাতায়ন-পাশে জাগি'
কবরীর মালা খুলে ফেলে দেব ধীরে ধীরে —
হে পথিক যাও ফিরে ॥

* ৬৫. তাল : কাহারবা

বেদিয়া বেদিনী ছুটে আয়, আয়, আয়
ধাতিনা ধাতিনা তিনা ঢোলক মাদল বাজে
বাঁশিতে পরাণ মাতায় ॥
দলে দলে নেচে নেচে আয় চলে
আকাশের শামিয়ানা তলে
বর্শা তীর ধনুক ফেলে আয় আয় রে
হাড়ের নূপুর প'রে পায় ॥
বাঘ-ছাল প'রে আয় হৃদয়-বনের শিকারি
ঘাগরা প'রে, প'রে পলার মালা আয় বেদের নারী
মহুয়ার মধু পিয়ে[১] ধুতুরা ফুলের পিয়ালায় ॥

১ মউ নিয়ে

* ৬৬. তাল : কাহারবা

তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম,
আমারি মতন দিবস-নিশি জপিতে শ্যাম-নাম ॥
কৃষ্ণ-কলঙ্কেরি জ্বালা, মনে হ'ত মালতীর মালা
চাহিয়া কৃষ্ণ-প্রেম জনমে জনমে আসিতে ব্রজধাম ॥
কত অকরুণ তব বাঁশরির সুর
তুমি হইলে শ্রীমতী ব্রজ-কুলবতী বুঝিতে নিঠুর।
তুমি যে-কাঁদনে কাঁদায়েছ মোরে
আমি কাঁদাতাম তেমনি ক'রে
বুঝিতে, কেমন লাগে এই গুরু-গঞ্জনা
এ প্রাণ-পোড়ানি অবিরাম ॥

* ৬৭. চলচ্চিত্র : 'সাপুড়ে', তাল : দাদ্‌রা

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই।
ওই পাহাড়ের ঝর্না আমি, ঘরে নাহি রই গো
উধাও হ'য়ে বই ॥

চিতা বাঘ মিতা আমার গোখ্‌রো খেলার সাথী
সাপের ঝাঁপি বুকে ধ'রে সুখে কাটাই রাতি
ঘূর্ণি হাওয়ার উড়্‌নি ধ'রে নাচি তাথৈ থৈ গো 'আমি'
নাচি তাথৈ থৈ।।

* ৬৮. তাল : তাল-ফের্‌তা

বাজে মঞ্জুল মঞ্জির রিনিকি ঝিনি
নীর ভরনে চলে রাধা বিনোদিনী
তার চঞ্চল নয়ন টলে টলমল
যেন দু'টি ঝিনুকে ভরা সাগর জল।।
ও সে আঁখি না পাখি গো
কার আশে উড়িতে চায় থাকি, থাকি গো।
রাই ইতি-উতি চায়
কভু তমাল-বনে কভু কদম-তলায়।
রাই শত ছলে ধীরে পথ চলে কভু কন্টক বেঁধে চরণে
তবু যে কাঁটা-লতায় আঁচল জড়ায় বেণী খুলে যায় অকারণে।
গিয়ে যমুনার তীরে চায় ফিরে ফিরে আনমনে ব'সে গণে ঢেউ
চকিতে কলসি ভরি লয় তার যেই মনে হয় আসে কেউ।
হায় হায় কেউ আসে না
'ভোলো অভিমান রাধারানী' বলি' শ্যাম এসে সম্ভাষে না।
রাই চলিতে পারে না পথ আর,
বিরস বদন অলস চরণ শূন্য-কলসি লাগে ভার।
বলি, কালা নাহি এলো যমুনা তো ছিল লইয়া শীতল কালো জল।
কেন ডুবিয়া সে-জলে উঠিলি আবার কাঁদায়ে ভাসাতে ধরাতল।।

* ৬৯. তাল : কাহার্‌বা

গানের শুরুতে নীচের কথাগুলি সাপুড়েদের মন্ত্র-পড়ার ঢংে আবৃত্তি করা হয়েছে :
"খা খা খা
তোর বক্ষিলারে খা
তারি দিব্যি ফণাতে তোর যে ঠাকুরের পা'।
বিষহরি শিবেব আজ্ঞে দোহাই মনসা,
আমায় যদি কামড়াস খাস-জরু-কারুর হাড়
নাচে নাগিনী ফণা তুলে, নাচ রে হেলেদুলে
মারলে ছোবল বিষ-দাঁত তোর অমনি নেব তুলে
বাজ তুবরী বাজ ডমরু বাজ, নাচ রে নাগ-রাজ"।।

সাপুড়িয়া রে —
বাজাও বাজাও সাপ-খেলানোর বাঁশি।
কালিদহে ঘোর উঠিল তরঙ্গ রে
কালনাগিনী নাচে বাহিরে আসি'।।
ফণি-মনসার কাঁটা-কুঞ্জতলে
গোখ্‌রা কেউটে এলো দলে দলে রে
সুর শুনে ছুটে এলো পাতাল-তলের
বিষধর বিষধরী রাশি রাশি।।
শন্‌-শন্‌-শন্‌ শন্‌ পুব হাওয়াতে
তোমার বাঁশি বাজে বাদলা-রাতে
মেঘের ডমরু বাজাও গুরু গুরু বাঁশির সাথে।
অঙ্গ জর জর বিষে

বাঁচাও বিষহরি এসে রে
এ কি বাঁশি বাজালো কালা, সর্বনাশী।।

* ৭০.

নব কিশলয়-রাঙা শয্যা পাতিয়া
বালিকা-কুঁড়ির মালিকা গাঁথিয়া
আমি একেলা জাগি রজনী
বঁধু, এলো না তো কই সজনী,
আমি বিজনে বসিয়া রচিলাম বৃথা
বনফুল দিয়ে ব্যজনী।
কৃষ্ণচূড়ার কলিকা অফুট
আমি তুলি আনি' বৃথা রচিনু মুকুট,
মোর হৃদয়ের রাজা এলো না,
আমার হৃদি-সিংহাসন শূন্য রহিল
আমি যাহার লাগিয়া বাসর সাজাই
সে ভাবে মিছে এ খেলনা (সখি)।
সে-যে জীবন লইয়া খেলা করে সখি,
আমি মরণের তীরে ব'সে তা'রে ডাকি
হেসে যায় বঁধু আনঘরে
সে-যে জীবন লইয়া খেলা করে (সখি)।
সে-যে পাষাণের মূরতি বৃথা পূজা-আরতি
নিবেদন করি তার পায় :
সাধে কি গো বলে সবে পাষাণ গলেছে কবে?
তবু মন পাষাণেই ধায় (সখি রে)।
আমি এবার মরিয়া পুরুষ হইব, বঁধু হবে কুলবালা
দিয়ে তারে ব্যথা যাব যথাতথা বুঝিবে সেদিন কালা,
বিরহিনীর কী যে জ্বালা তখনি বুঝিবে কালা।
দিয়ে তারে ব্যথা যাব যথাতথা বুঝিবে সেদিন কালা।।

* ৭১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা, আয় রে আয়
গিরি-দরি, বনে-মাঠে, প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায়।।
ধানের ক্ষেতে, বনের ফাঁকে, দেখে যা মোর কালো মা-কে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিনী বীণ বাজায়।।
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে একলাটি
বিজনমাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা, খড়, মাটি
কালো মেঘের বারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায়।।
কাজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে লয়ে বাঘ-ভালুক
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে বেদের সাথে সাপ নাচায়।।
নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার
সাঁঝের বারান্দাতে দাঁড়ায় দীপ প'রে সন্ধ্যা-তারার।
উষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়।
হরিত শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে

ভাটিয়ালি গায় ভাটির স্রোতে গায় বাউল মাঠের মাঝে (মা)।
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায়।।

* ৭২. তাল : দাদ্‌রা

বিকাল বেলার ভুঁইচাঁপা গো সকাল বেলার যুঁই
কারে কোথায় দেব আঁচল তাই ভাবি নিতুই।।
ফুলদানিতে রাখব কারে, কারেই বা দিই কণ্ঠ-হারে
কারে দেব দেবতারে কারে বুকে থুই।।
সমান অভিমানী ওরা সমান সুকোমল
চাঁপা আমার চোখের আলো, যুঁই চোখের জল।
বরষা-মুখর শ্রাবণ-রাতি, কাঁদি আমি যুথির সাথে[১]
চাঁপায় চাহি চৈতী-রাতে প্রিয় আমার দুই-ই।।

১. তারি আমি রুধির সাথী

* ৭৩. তাল : কাহার্‌বা

তৌহিদেরি বান ডেকেছে সাহারা মরুর দেশে
দুনিয়া জাহান ডুবু-ডুবু সেই স্রোতে যায় ভেসে।।
সেই জোয়ারে আমার নবী পারের তরী নিয়ে
'আয় কে যাবি পারে' — ডাকে দ্বারে দ্বারে গিয়ে
যে চায় না তারেও নেয় সে নায়ে আপন ভালবেসে।।
পথ দেখায় সে ঈদের চাঁদের পিদিম নিয়ে হাতে
হেসে, হেসে, দাঁড় টানে চা'র আস্‌হাব তাঁরি সাথে।
নামাজ-রোজার ফুল-ফসলে শ্যামল হ'ল মরু
প্রেমের রসে উঠ্‌ল পুরে নীরস মনের তরু
খোদার রহম এলো রে আখেরি নবীর বেশে।।

* ৭৪. তাল : কাহার্‌বা

সই, পলাশ-বনে রঙ ছড়ালো কে?
সেই রঙে রঙীন মানুষটিরে কাছে ডেকে দে, লো।
সে ফাগুন জাগায় আগুন লাগায়, স্বপন ভাঙায় হৃদয় রাঙায় রে,
তা'রে ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায় রঙ্‌ ছুঁড়ে চোখে।।
সে ভোরের বেলায় ভ্রমর হয়ে পদ্মবনে কাঁদে
তার বাঁকা ধনুক যায় দেখা ঐ সাঁঝ-আকাশের চাঁদে।
সেই গভীর রাতে আবির হাতে
রঙ খেলে ফুল-পরীর সাথে লো
তার রঙীন সিঁথি দেখি প্রজাপতির পালকে।।

* ৭৫. তাল : কাহার্‌বা

বন-বিহঙ্গ যাও রে উড়ে মেঘনা নদীর পারে
দেখা হলে আমার কথা কইয়ো গিয়া তারে।
কোকিল ডাকে বকুল-ডালে, যে-মালঞ্চে সাঁঝ-সকাল রে,
আমার বন্ধু কাঁদে সেথায় গাঙেরি কিনারে।।
গিয়া তারে দিয়ে আইস আমার শাপ্‌লা-মালা
আমার তরে লইয়া আইস তাহার বুকের জ্বালা।
সে যেন রে বিয়া করে, সোনার কন্যা আনে ঘরে রে,
আমার পাঢে। জোড় পাঠাইয়া দিব সে-কন্যারে।।

*** ৭৬. তাল : তেওড়া**

অম্বরে মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে জলদ-তালে
লাগিল মাতন ঝড়ের নাচন ডালে ডালে ।।
দিগন্তের ঐ দুর্গ-মূলে
ধূলি-গৈরিক কেতন দুলে
কে দুরন্ত আগল খুলে ঘুম ভাঙালে ।।
থির সাগরের নীল তরঙ্গে আনন্দেরি
সেই নাচনের তালে তালে বাজিল ভেরি।
মাভৈঃ মাভৈঃ ডাক শুনি যার
পথ ছেড়ে দে রথ এলো তাঁর।
দুর্দিনে সে বজ্র-শিখার আগুন জ্বালে ।।

*** ৭৭. তাল : কাহার্‌বা**

যখন আমার গান ফুরাবে তখন এসো ফিরে
ভাঙবে সভা বসবো একা রেবা নদীর তীরে ।।
গীত শেষে গগন তলে, শ্রান্ত-তনু পড়বে ঢলে
ভালো যখন লাগবে না আর সুরের সারেঙ্গীরে ।।
মোর কণ্ঠের জয়ের মালা তোমার গলায় নিও
ক্লান্তি আমার ভুলিয়ে দিও প্রিয় হে মোর প্রিয়।
ঘুমাই যদি কাছে থেকো, হাতখানি মোর হাতে রেখো
জেগে যখন খুঁজবো তোমায় আকুল অশ্রু-নীরে
তখন এসো ফিরে ।।

*** ৭৮. তাল : কাহার্‌বা**

আসিয়া কাছে গেলে ফিরে
কেন আসিয়া কাছে গেলে ফিরে ।।
মুখের হাসি সহসা কেন
নিভে গেল আঁখি নীরে
ফুটিতে গিয়ে কোন্ কথার মুকুল
ঝরে গেল অধরের তীরে ।।
ঝড় উঠিয়াছে বাহির ভুবনে আঁধার নামে বন ঘিরে
যে কথা বলিলে না-ব'লে যাও বিদায়-সন্ধ্যা তিমিরে ।।

*** ৭৯. তাল : ত্রিতাল**

বসন্ত এলো এলো এলো রে
পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহরে
মুহু মুহু কুহু কুহু তানে।
মাধবী নিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
ভ্রমর গুঞ্জে গুন্‌গুন্ গানে ।।
পিয়া পিয়া ডেকে ওঠে পাপিয়া
মহুল, পলাশ বন-ব্যাপিয়া
সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন
আনে নব-যৌবন প্রাণে ।।
বেণুকার বনে বাঁশি বাজে
বনমালী এলো বন-মাঝে

নাচে তরু-লতিকা যেন গোপ-গোপিকা
রাঙা হয়ে রঙের বানে।।

পাঠান্তর

বসন্ত এল এল এল রে (ঐ)
পঞ্চম স্বরে কোকিল কুহরে,
মুহু মুহু কুহু কুহু তানে।
বেনুকার বনে বাঁশী বাজে
বনমালী এল বন মাঝে
নাচে তরু লতিকা যেন গোপ-গোপিকা
রাঙা হয়ে রঙের বানে।
পিউ পিউ ডেকে ওঠে পাপিয়া
মঞ্জুল পলাশ বন ব্যাপিয়া
সুরভিত সমীরণ চঞ্চল উন্মন
আনে নব যৌবন প্রানে।।

* ৮০. তাল : কাহার্‌বা

বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান, বসন্ত হয় অবসান।
নহ্‌বতে বাজে সকরুণ মূলতান।।
নীরব আনমনা পিক্ চেয়ে আছে দূরে অনিমিখ্
ধূলি-ধূসর হলো যে আসে বৈশাখ অভিযান।।
চম্পা-মালা বিমলিন লুটায় ফুল-ঝরা বন-বীথিকায়,
ঢেলে দাও সঞ্চিত প্রাণের মধু-যৌবন দেবতার পায়।
অনন্ত বিরহ-ব্যথায় ক্ষণিকের মিলন হেথায়
ফিরে নাহি আসে যাহা যায়-নিমেষের মধুতর গান।।

* ৮১. তাল : দাদ্‌রা

আরো কতদিন বাকি
তোমারে পাওয়ার আগে বুঝি হায়! নিভে যায় মোর আঁখি।
কত আঁখি-তারা নিভিয়া গিয়াছে কাঁদিয়া তোমারি লাগি'
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি
যেন নীড়-হারা পাখি।।
যত লোকে আমি তোমারি বিরহে ফেলেছি অশ্রু-জল
ফুল হয়ে সেই অশ্রু ছুঁইতে চাহে, চাহে তব পদতল
সে-সাধ মিটিবে নাকি।।

* ৮২. তাল : কাহার্‌বা

দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর
চাঁদে দুঁহু-দোঁহার মুখপানে চন্দ্র ও চকোর,
যেন চন্দ্র ও চকোর প্রেম-আবেশে বিভোর।।
মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে ঐ ঝুলনের ছন্দে
রিম্ ঝিম্ বারিধারা ঝরে আনন্দে
হেরিতে যুগল শ্রীমুখ চন্দে
গগনে ঘেরিয়া এলো ঘন-ঘটা ঘোর।।
নব নীরদ দরশনে চাতকিনী প্রায়
ব্রজ-গোপিনী শ্যামরূপে তৃষ্ণা মিটায়
গাহে বন্দনা-গান দেব-দেবী অলকায়
ঝরে বৃষ্টিতে সৃষ্টির প্রেমাশ্রু-লোর।।

*৮৩. তাল : দাদ্‌রা

পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়,
গলিয়া সুরের তুষার গীত-নির্ঝর ব'য়ে যায়।।
উদাসী বিবাগী মন যাচে আজ বাহুর বাঁধন,
কত জনমের কাঁদন ও-পায়ে লুটাতে চায়
ওগো তোমার চরণ-ছন্দে মোর মুঞ্জরিল গানের মুকুল
তোমার বেণীর বন্ধে গো মরিতে চায় সুরের বকুল
চম্‌কে ওঠে মোর গগন ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায়।।

*৮৪. তাল : কাহার্‌বা

বসিয়া নদী-কূলে, এলোচুলে কে উদাসিনী
কে এলে, পথ ভুলে, এ অকূলে বন-হরিণী।।
কলসে জল ভরিয়া চায় করুণায় কূল-বধূরা,
কেঁদে যায় ফুলে, ফুলে, পদমূলে, সাঁঝ-তটিনী।।
দলিয়া কত ভাঙা-মন, ও চরণ, করেছ রাঙা
কাঁদায়ে কত না দিল্‌, এলে নিখিল মন-মোহিনী।।
হারালি গোধূলি-লগন কবি, কোন্ নদী কিনারে,
একি সেই স্বপন-চাঁদ, পেতেছে ফাঁদ প্রিয়ার সতিনী।।

*৮৫. তাল : কাহার্‌বা

আমি পূরব দেশের পুরনারী
গাগরি ভরিয়া এনেছি গো অমৃত-বারি।।
পদ্মাকূলের আমি পদ্মিনী-বধূ
এনেছি শাপলা-পদ্মের-মধু
ঘন বন ছায়ায় শ্যামলী মায়ায়
শান্তি আনিয়াছি ভরি' হেমঝারি।।
আমি শঙ্খ-নগর হতে আনিয়াছি শাখা, অভয়শঙ্খ,
ঝিল্ ছেনে এনেছি সুনীল কাজল গো —
বিল্ ছেনে অনাবিল চন্দন-পঙ্ক (এনেছি)।
এনেছি, শত ব্রত-পার্বণ-উৎসব
এনেছি, সারস হংসের কলরব
এনেছি, নব আশা-উষার সিন্দুর
মেঘ-ডম্বরু সাথে মেঘ-ডুমুর শাড়ি।।

*৮৬. নাটিকা : 'মীরাবাঈ', রাগ : কানাড়া মিশ্র, তাল : যৎ

কও কথা কও কথা, কথা কও হে দেবতা।
তুমি তো জানো স্বামী আমার প্রাণে কত ব্যথা।।
মোর তরে আজি সকল দুয়ার
হইল বন্ধ হে প্রভু আমার
তুমি খোলো দ্বার! সহে না যে আর সহে না এ নীরবতা।।
শুনি অসহায় মোর ক্রন্দন
গলিবে না পাষাণের নারায়ণ
ভোলো অভিমান চরণে লুটায় পূজারিণী আশাহতা।।

*৮৭. তাল : কাহার্‌বা

বন-ফুলের তুমি মঞ্জরি গো
তোমার নেশায় পথিক-ভ্রমর ব্যাকুল হ'ল গুঞ্জরি' গো।।

তুমি মায়ালোকের নন্দিনী নন্দনের আনন্দিনী
তুমি ধূলির ধরার বন্দিনী, যাও গহন কাননে সঞ্চরি গো।।
মৃদু পরশ-কুণ্ঠিতা তুমি বালিকা
বল্লভ-ভীতা পল্লব অবগুণ্ঠিতা মুকুলিকা।
তুমি প্রভাত বেলায় মঞ্জরি লাজে সন্ধ্যায় যাও ঝরি'
তুমি অরণ্যা-বল্লরী শোভা, পুণ্য পল্লী-সুন্দরী।।

* ৮৮. তাল : দাদ্‌রা

আসে বসন্ত ফুল বনে সাজে বনভূমি সুন্দরী,
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি (আহা)।।
দুলে আলোছায়া বন-দুকূল
ওড়ে প্রজাপতি কল্‌কা ফুল
কর্ণে অতসী স্বর্ণ-দুল্‌
আলোক-লতার সাত-নরী।।
সোনার গোধূলি নামিয়া আয়
আমার রূপালি ফুল-শোভায়
আমার সজল আঁখি-পাতায়
আয় রামধনু রঙ ধরি'।
কবি, তোর ফুলমালী কেমন
ফাগুনে শুষ্ক পুষ্প-বন
বরিবি বঁধুরে এলে চমন
রিক্ত হাতে কি ফুল ভরি'।।

* ৮৯. তাল : কাহার্‌বা

পুরুষ : এলে তুমি কে, কে ওগো
তরুণা অরুণা করুণা সজল চোখে।
স্ত্রী : আমি তব মনের বনের পথে
ঝিরি ঝিরি গিরি-নির্ঝরিণী
আমি যৌবন-উন্মনা হরিণী মানসলোকে।।
পুরুষ : ভেসে যাওয়া মেঘের সজল ছায়া
ক্ষণিক মায়া তুমি প্রিয়া
স্বপনে আসি' বাজায়ে বাঁশি স্বপনে যাও মিশাইয়া।
স্ত্রী : বাহুর বাঁধনে দিই না ধরা —
আমি স্বপন-স্বয়ম্বরা
সঙ্গীতে জাগাই ইঙ্গিতে ফোটাই
তোমার প্রেমের যুঁই-কোরকে।
উভয়ে : আধেক প্রকাশ আধেক গোপন
আধো জাগরণ আধেক স্বপন
খেলিব খেলা ছায়া-আলোকে।।

* ৯০. তাল : কাহার্‌বা

ম্লান আলোকে ফুট্‌লি কেন গোলক-চাঁপার ফুল।
ভূষণহীনা বনদেবী কার হ'বি তুই দুল (ওরে)।।
হার হ'বি কার কবরীতে
সন্ধ্যারানী দূর নিভৃতে,
ব'সে আছে অভিমানে ছড়িয়ে এলোচুল।।

মাটির ধরার ফুলদানিতে তোর[২] হবে কি ঠাঁই,
আদর কে আর করবে তোরে, বসন্ত যে নাই (হায়)।
গোলক-চাঁপা খুঁজিস কারে —
কোন্ গোলকের[৩] দেবতারে?
সে দেবতা নাই রে হেথা শূন্য যে গোকুল॥

১ অভিমানে বসে আছে ছড়িয়ে এলো চুল। ২. হবে না তোর ঠাঁই ৩. গোকুলের

* ৯১. তাল : কাহার্‌বা

ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা
চলে গিরি-কন্যা চঞ্চল ঝর্না
নন্দন-পথ-ভোলা চন্দন-বর্ণা॥
গাহে গান ছায়ানটে, পর্বতে শিলাতটে
লুটায়ে পড়ে তীরে শ্যামল ওড়্না॥
ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় ধীরি ধীরি বাজে
তরঙ্গ-নূপুর বন-পথ মাঝে।
এঁকেবেঁকে নেচে যায় সর্পিল ভঙ্গে
কুরঙ্গ সঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
গুরুগুরু বাজে তাল মেঘ-মৃদঙ্গে
তরলিত জোছনা-বালিকা অপর্ণা॥

* ৯২. তাল : কাহার্‌বা

কেন ফোটে কেন কুসুম ঝ'রে যায়!
মুখের হাসি চোখের জলে ম'রে যায়, হায়॥
নিশীথে যে কাঁদিল প্রিয়[১] ব'লে
হায় নিশি-ভোরে সে কেন হায় স'রে যায়॥
হায় আজ যাহার প্রেম করে গো রাজাধিরাজ
কাল্ কেন সে চির-কাঙাল ক'রে যায়॥
মান-অভিমান[২] খেলার ছলে
ফেরে না আর যে যায় চ'লে
মিলন-মালা মলিন ধূলায় ভ'রে যায়॥

১ পলক ২. হায় অভিমান

* ৯৩. তাল : ত্রিতাল

জাগো মালবিকা! জাগো মালবিকা!
ডাকে তোমায় গগন-সীমায় মেঘ-বালিকা॥
বরষার মিনতি মানো, মেঘপানে ভুরু হানো,
বন-ডালি ভরি' আনো নীপ-যূথিকা॥
তব অবগুণ্ঠন খোলো, তমাল ঝুলনায় দোলো,
তরঙ্গ-লহরি তোলো সাগরিকা॥

* ৯৪. তাল : কাহার্‌বা

তুমি যখন এসেছিলে তখন আমার ঘুম ভাঙেনি
মালা যখন চেয়েছিলে বনে তখন ফুলে জাগেনি॥
আমারি আকাশ আঁধার কালো
তোমার তখন রাত পোহালো
তুমি এলে তরুণ-আলো তখন আমার মন রাঙেনি॥

ওগো রুদ্ধ ছিল মোর বাতায়ন-পূর্ণ শশী এলে যবে,
আঁধার-ঘরে একেলা জাগি হে চাঁদ আবার আসবে কবে।
আজকে আমার ঘুম টুটেছে
বনে আমার[১] ফুল ফুটেছে
ফেলে যাওয়া তোমারি মালায় বেঁধেছি মোর বিনোদ-বেণী।

১. আবার

।। ৯৫. তাল : কাহার্‌বা
কাছে আমার নাইবা এলে হে বিরহী দূর ভালো।
নাই কহিলে কথা তুমি ব'লো গানে সুর ভালো।।
নাই দাঁড়ালে কাছে আসি'
দূরে থেকেই বাজিয়ো বাঁশি।
চরণ তোমার নাই বা পেলাম চরনের নূপুর ভালো।।
ওগো পথে পাওয়ার চেয়ে আমায় চাওয়ায় যেন পথ-বঁধু
দুই কূলেতে রইব দুজন বইবে মাঝে স্রোত-বঁধু।
পরশ তোমার চাই না প্রিয়
তোমার হাতের আঘাত দিও
মিলন তোমার সইতে নারি বেদনা-বিধুর ভালো।।

* ৯৬. তাল : কাহার্‌বা
ওগো প্রিয়, তব গান! আকাশ-গাঙের জোয়ারে
উজান বহিয়া যায়
মোর কথাগুলি কাঁদিছে বুকের দুয়ারে[১]
পথ খুঁজে নাহি পায়।।
ওগো দখিনা বাতাস[২], ফুলের সুরভি বহ
ওরি সাথে মোর না-বলা বাণী লহ
ওগো মেঘ, তুমি মোর হয়ে গিয়ে কহ
বন্দিনী গিরি ঝরনা পাষাণ-তলে
যে কথা কহিতে চায়।।
ওরে ও সুরমা, পদ্মা, কর্ণফুলি তোদের ভাটির স্রোতে
নিয়ে যা আমার না-বলা কথাগুলি[৩] ধুয়ে মোর বুক হ'তে।
ওরে' 'চোখ গেল' 'বউ কথা কও' পাখি
তোদের কণ্ঠে মোর সুর, যাই রাখি' কি?
(ওরে) মাঠে মুরলী কহিও তাহারে ডাকি,
আমার গানের কলি না-ফোটা বুলি ঝ'রে গেল নিরাশায়।।

১. মাঝারে ২. পবন ৩. বানীগুলি

* ৯৭. তাল : কাহার্‌বা
এত জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলে বল কে।
টলমল জল-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে।।
দিল কি পুব হাওয়াতে দোল, বুকে কি বিঁধিল কেয়া?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন এলায়ে ঝামর-অলকে।।
চলিতে পৈঁচি কি হাতের বাঁধিল বৈচি-কাঁটাতে?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে।।
যেদিন মোর দেওয়া মালা ছিঁড়িলে আনমনে সখী
জড়ালো যুঁই কুসুমী হার বেনীতে সেদিন ওলো কে।

যে পথে নীর ভরণে যাও বসে রই সেই পথ পাশে
দেখিনিত্ কার পানে চাহি কলসীর সলিল ছলকে।
মুকুলী-মন সেধে সেধে কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ গলায় ছুটি' না ছুঁতেই নলিন-নোলকে।।
বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিটিল না কবি
ফটিক জল! জল খুঁজিস্ যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে।।

* ৯৮. তাল : কাহার্‌বা

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি।।
গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল্-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাক্‌ছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েলা ননদী।।
পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী।।
তোমারি অশ্রু ঝলে শিউলি তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি।।
পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুখে হায় চাই বিষাদে, মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি।।
ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর কবি
উষসীর শিশ্-মহলে আস্‌তে যদি চাস্ নিরবধি।।

* ৯৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
আস্‌ল এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে, মহাকালের চণ্ড-রূপে ধূম্র ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর!
ওরে ঐ হাসছে ভয়ংকর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগম্বরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়!
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে!
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর —
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ংকর!"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!!
মাভৈঃ, ওর মাভৈঃ, মাভৈঃ, মাভৈঃ জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে।
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর।

আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!! *

* গানটির অন্য পঙক্তিগুলো গাওয়া হয় না।

*** ১০০.**

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্নার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত স্বচ্ছল।।
মোরা আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুঈন,
মোরা বন্ধনহীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল-কল্
মোরা পাগলা-ঝোরার ঝরা জল্
কল-কল-কল্ ছল-ছল্-ছল্ কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্
মোরা দিল্-খোলা খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর
মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল
মোরা মুক্ত পক্ষ নভোচর
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল।।

*** ১০১. তাল : দাদ্‌রা**

আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের সাথে মন চলে মোর ভেসে',
রেবা নদীর বিজন তীরে মালবিকার দেশে।।
মন ভেসে যায় অলস হাওয়ায়
হালকা-পাখা মরালী-প্রায়
বিরহিণী কাঁদে যথা এক্‌লা এলোকেশে।।
কভু মেঘের পানে কভু নদীর পানে চেয়ে',
লুকিয়ে যথা নয়ন মোছে গাঁয়ের কালো মেয়ে,
একলা বধূ বসে থাকে যথায় বাতায়নে
বাদল দিনের শেষে।।

*** ১০২. তাল : দাদ্‌রা**

আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল হলো মম
ঘরে এলে ফিরে পরবাসী প্রিয়তম।।
আজ প্রভাতের কুসুমগুলি
সফল হলো ডালায় তুলি'
সাজির ফুলে আজের মালা হবে অনুপম।।
এতদিনে সুখের হলো প্রভাতী শুক্‌তারা
ললাটে মোর সিঁদুর দিলো ঊষার রঙের ধারা।
আজকে সকল কাজের মাঝে
আনন্দের বীণা বাজে
দেব্‌তার্ বর পেয়েছি আজ তপস্বিনীর সম।।

*** ১০৩. তাল : দাদ্‌রা**

আধখানা চাঁদ হাসিছে আকাশে
আধখানা চাঁদ নীচে
প্রিয়া তব মুখে ঝলকিছে
গগনে জ্বলিছে অগণন তারা

দু'টি তারা ধরণীতে
প্রিয়া তব চোখে চমকিছে।।
তড়িৎ-লতার ছিঁড়িয়া আধেকখানি
জড়িত তোমার জরীণ ফিতায় রানী!
অঝোরে ঝরিছে নীল নভে বারি
বিন্দু তারি
তব আঁখি বরষিছে।।
মধুর কণ্ঠে বিহগ বিলাপ গাহে,
গান ভুলি' তা'রা তব অঙ্গনে চাহে,
তাহারও অধিক সুমধুর সুর তব
চুড়ি কঙ্কণে ঝনকিছে।।

* ১০৪. তাল : দাদ্‌রা

আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় কে দেবে তায় ধ'রে
তারে যেই ধরেছি মনে করি অমনি সে যায় স'রে।।
বনের ফাঁকে দেখা দিয়ে
চঞ্চলা মোর যায় পালিয়ে,
দেখি ফুল হয়ে মা'র নূপুরগুলি পথে আছে ঝ'রে।।
তার কণ্ঠহারের মুক্তাগুলি আকাশ-আঙিনাতে
তারা হয়ে ছড়িয়ে আছে দেখি আধেক রাতে।
কোন মায়াতে মহামায়ায়
রাখবো বেঁধে আমার হিয়ায়
কাঁদলে যদি হয় দয়া তার তাই কাঁদি প্রাণ ভ'রে।।

* ১০৫. তাল : দাদ্‌রা

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়
তরী উজান যেতে চায়
কোন কূলে মোর ভিড়লো তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়।।
আমার দুঃখেরে কাণ্ডারি করি'
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন ইশারায়।।[1]
আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী গানের কিনারায়।
তুমি কে এলে? ওগো কে এলে মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায়?
ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চলো বেয়ে রাঙা অলকায়।।

১. 'অন্তরা' অংশ গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া হয়নি।

* ১০৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ওরে আমার চটি
আমার ঠন্‌ঠনিয়ার চটি
যাত্রা শুনতে কাহার সাথে গেলি তুই পাল্‌টি ।।
মোর শ্রীচরণ ভরসা গেলি কাহার পায়ে গ'লে
তুই দু'বছর পায়ে ছিলি তোরে জানতাম সতী ব'লে
তুই কাহার গোদা চরণ দেখে গেলি শেষে পটি'।
তোরে নিয়ে গেছেন যিনি তার চটিখানি ফেলে
এ চটি তো নয় রামচটিতং আছেন বদন মেলে'
সদা আছেন বদন মেলে',
যেন অষ্টাবক্র বেঁকে হয়ে গিয়েছেন ঠিক আঁশবঁটি
বেঁকে হয়েছেন আঁশবঁটি ।।
চটি কেন তোরে রাখিনিকো বগল-দাবা ক'রে
বুঝি এতক্ষণ সে ফাটিয়ে তোরে ফেলেছে পা'ভ'রে
শেষে আস্তাকুঁড়ে দেছে ফেলে সে যে হয়তো চটিমটি'।।
আমি ভাবি, এ তার পায়ের জুতো না তার গায়ের নিমা
আমার চটির পাশে ইনি ঠিক যেন দিদি মা
ওরে চটি রে তোর দিদি হলেও চলতো মোটামুটি
তুই চট্‌পটিয়ে আয় চ'লে নয় সত্যি যা'ব চটি'।।

* ১০৭. তাল : দাদ্‌রা

আমার ভুবন কান পেতে রয় প্রিয়তম তব লাগিয়া
দীপ নিভে যায়, সকলে ঘুমায় মোর আঁখি রহে জাগিয়া ।।
তারারে শুধাই, 'কত দেরি আর
কখন আসিবে বিরহী আমার?'
ওরা বলে, 'হের পথ চেয়ে তার নয়ন উঠেছে রাঙিয়া'।।
আসিতেছে সে কি মোর অভিস[illegible]রে কাঁদিয়া শুধা[illegible]দে
মোর মুখপানে চেয়ে চেয়ে চাঁদ নীরবেই শুধু কাঁদে।
ফাগুন বাতাস করে হায় হায়
বলে, বিরহিণী তোর নিশি যে পোহায়
ফুল বলে, 'আর জাগিতে নারি গো[1] ঘুমে আঁখি আসে ভাঙিয়া ।।'

১ পারি না

* ১০৮. তাল : কাহার্‌বা

আমার মালায় লাগুক তোমার মধুর হাতের ছোঁওয়া
ঘিরুক তোমায় মোর আরতি পূজা-ধূপের ধোঁওয়া ।।
পূজায় ব'সে দেব—দেউলে
তোম[illegible] দেখি মনের ভুলে
প্রিয় তুমি নিলে আমার পূজা হবে তাঁরই লওয়া
হবে দেবতারই লওয়া ।।
তুমি যেদিন প্রসন্ন হও ঠাকুর চাহেন হেসে
কাঁদলে তুমি, বুকে আমার দেবতা কাঁদেন এসে।
আমি অন্ধকারে ঠাকুর পূজে
ঘরের মাঝে পেলাম খুঁজে
সে যে তুমি, আমার চির অবহেলা-সওয়া ।।

* ১০৯. তাল : খং

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলেন মোর মন্ত্র-গুরু ঠাকুর হলেন রাধা-শ্যাম ॥
ডুবে শ্যামা, যমুনাতে
মা খেলবো খেলা শ্যামের সাথে
শ্যাম যবে মোর হানবে হেলা মা পুরাবেন মনস্কাম ॥
আমার মনের দোতারাতে শ্যাম ও শ্যামা দুটি তার,
সেই দোতারায় ঝঙ্কার দেয় ওঙ্কার রব অনিবার।
মহামায়া মায়ার ডোরে
আনবে বেঁধে শ্যাম-কিশোরে
আমি কৈলাসে তাই মাকে ডাকি দেখবো সেথায় ব্রজধাম ॥

* ১১০.

আমার সকল আকাশ ভ'রলো তোমার তনুর কমল-গন্ধে
আমার বন-ভবন ঘিরল মধুর কৃষ্ণ-মকরন্দে ॥
এলামেলো মলয় বহে
বন্ধু এলো, এলো কহে
উজ্জ্বল হ'ল আমার ভুবন তোমার মুখ-চন্দে ॥
আমার দেহ-বীণায় বাজে তোমার চরণ-নূপুর-ছন্দ
সকল কাজে জাগে শুধু অধীর আনন্দ।
আমার বুকের সুখের মাঝে
তোমার উদাস বেণু বাজে
তোমার ছোঁওয়ার আবেশ জাগে ব্যাকুল বেণীর বন্ধে ॥

* ১১১. তাল : কাহার্‌বা

গগনে খেলায় সাপ বরষা-বেদিনী।
দূরে দাঁড়ায়ে দেখে ভয়-ভীতা মেদিনী ॥
দেখায় মেঘের ঝাপি তুলিয়া
ফণা তুলি' বিদ্যুৎ-ফণি ওঠে দুলিয়া,
ঝড়ের তুবড়ীতে বাজে তার অশান্ত রাগিণী ॥
মহাসাগরে লুটায় তার সর্পিল অঞ্চল
দিগন্তে দুলে তার এলোকেশ পিঙ্গল
ছিটায় মন্ত্রপূত ধারাজল অবিরল তন্বী-মোহিনী ॥
'অশনি-ডমরু ওঠে দমকি'
পাতালে বাসুকি ওঠে চমকি'
তার ডাক শুনে ছুটে আসে নদীজল যেন পাহাড়িয়া নাগিনী ॥

* ১১২. তাল : দাদ্‌রা

আমি আছি ব'লে দুখ পাও তুমি তাই আমি যাব চ'লে
এবার ঘুমাও প্রদীপের কাজ শেষ হয়ে গেছে জ্ব'লে ॥
আর আসিবে না কোন অশান্তি
আর আসিবে না ভয়ের ভ্রান্তি
আর ভাঙিবনা ঘুম নিশীথে গো 'জাগো প্রিয়া জাগো' ব'লে ॥
হয়তো আবার সুদূর-শূন্য আকাশে বাজিবে বাঁশি,

গোপী-চন্দন গন্ধ আসিবে বাতায়ন পথে ভাসি'।
চম্পার ডালে বিরহী পাপিয়া
'পিয়া পিয়া' ব'লে উঠিবে ডাকিয়া
বৃন্দাবন কি ভাসিবে (আবার) সেদিন রোদন-যমুনা জলে।।

* ১১৩. তাল : দাদ্‌রা

আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি অভিশাপ
শূন্য হৃদয়ে[১] আজো নিরাশায় আকাশে করি বিলাপ।।
শত জনমের অপূর্ণ সাধ ল'য়ে
আমি গগনে কাঁদি গো ভুবনের চাঁদ হয়ে
জোছনা হইয়া ঝরে গো আমার অশ্রু বিরহ-তাপ।।
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে মোর তোমার স্মৃতির ছায়া
এত জোছনায় ঢাকিতে[২] পারিনি তোমার মধুর মায়া।
কোন্ সে সাগর মন্থন শেষে মোরে
জড়াইয়া যেন উঠেছিলে প্রেমভরে
হায় তুমি গেছ চ'লে বুকে তবু দোলে তব অঙ্গের ছাপ।।

১ হৃদয় ২ ভুলিতে

* ১১৪. তাল : দাদ্‌রা

আমি চিরতরে দূরে চলে যাব তবু আমারে দেব না ভুলিতে
আমি বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ বেণী যাবে যবে খুলিতে।।
তোমার সুরের নেশায় যখন
ঝিমাবে আকাশ কাঁদিবে পবন
রোদন হইয়া আসিব তখন তোমার বক্ষে দুলিতে[১]।।
আসিবে তোমার পরোমৎসবে — কত প্রিয়জন কে জানে,
মনে প'ড়ে যাবে কোন্ সে ভিখারি পায়নি ভিক্ষা এখানে।
তোমার কুঞ্জ-পথে যেতে হায়
চমকি' থামিয়া যাবে বেদনায়
দেখিবে কে যেন ম'রে মিশে আছে তোমার পথের ধূলিতে।

১ ঝুরিতে

* ১১৫. তাল : কাহার্‌বা

আমি জানি তব মন বুঝি তব ভাষা
তব কঠিন হিয়ার তলে জাগে কি গভীর ভালোবাসা।।
ওগো উদাসীন! আমি জানি তব ব্যথা
আহত পাখির বুকে বাণ বিঁধে কোথা
কোন্ অভিমান ভুলিয়াছ তুমি ভালোবাসিবার আশা।।
তুমি কেন হানো অবহেলা অকারণ আপনাকে,
প্রিয় যে হৃদয়ে বিষ থাকে সে হৃদয়ে অমৃত থাকে!
তব যে-বুকে জাগে প্রলয় ঝড়ের জ্বালা
আমি দেখেছি যে সেথা সজল মেঘের মালা
ওগো ক্ষুধাতুর আমারে আহুতি দিলে
মিটিবে কি তব পরাণের পিপাসা।।

* ১১৬. তাল : দাদ্‌রা

আমি নামের নেশায় শিশুর মতো ডাকি গো মা ব'লে
নাই দিলি তুই সাড়া মা গো নাই নিলি তুই কোলে।।

শুনলে 'মা' নাম জেগে উঠি
ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটি
মাগো ঐ নামে মোর নয়ন দু'টি ভ'রে ওঠে জলে।।
ও নাম আমার মুখের বুলি ও নাম খেলার সাথী
ও নাম বুকে জড়িয়ে ধ'রে পোহাই দুখের রাতি।
মা-হারানো শিশুর মতো
জপি ও-নাম অবিরত
মা ঐ নামের-মন্ত্র আমার বুকে কবচ হয়ে দোলে।।

* ১১৭. তাল : কাহার্‌বা

আমি মূলতানী গাই
শ্রোতারা বাছুর সম মুখপানে চেয়ে মম
ঘন ঘন তোলে হাই।।
জাপটে সুরের দাড়ি
শ্বশুরের দাড়ি, ভাসুরের দাড়ি
সাপটে তান মারি - আ - আ - আ
জাপ্‌টে সুরের দাড়ি
সাপটে তান মারি
গমকে ধমক দেই, মীড়ের মাড় চটকাই।।
হায় হায় রে হায় —
বোলতানে আবোল-তাবোল তানে খেলি হা-ডু-ডু
কিত্‌ — কিত্‌ — হা-ডু-ডু হা-ডু-ডু—কিত্‌-কিত্‌ কিত্‌-কিত্‌
মোড়-মোড়-মোড় —
আমি বাটের চাটি মেরে সুরে করি চিত
আমি তালের সিঙ্‌ দিয়ে বেদম গুতাই।।
মোর মুখের হা দেখে হিপোপটেমাস
আফ্রিকার জঙ্গলে ভয়ে করে বাস
আমি যত নাহি গাই তার অধিক রাগাই।।

* ১১৮. তাল : কাহার্‌বা

আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি
সেথা করিবে লীলা এসো গোলক-বিহারী।।
মোর কামনার কালীদহ করি মন্থন
কালীয় নাগে হরি করিও দমন
আছে গিরি-গোবর্ধন মোর অপরাধ
যদি সাধ যায় সেই গিরি ধ'রো গিরিধারী।।
আছে ষড় রিপু কংসের অনুচর দল
আছে অবিদ্যা পুতনা শোক দাবানল
আছে শত জনমের সাধ আশা-ধেনুগণ
আছে অসহায় রোদনের যমুনা-বারি।
আছে জটিলতা কুটিলতা প্রেমের বাধা
হরি সব আছে, নাই শুধু আনন্দ-রাধা
তুমি আসিলে হরি ব্রজে রাসেশ্বরী
আসিবেন হ্লাদিনী রূপে রাধা প্যারী।।

*** ১১৯. তাল : দাদ্‌রা**

আমি সুন্দর নহি জানি হে বন্ধু জানি
তুমি সুন্দর, তব গান গেয়ে নিজেরে ধন্য মানি।।
আসিয়াছি সুন্দর ধরণীতে
সুন্দর যারা তাদেরে দেখিতে
রূপ-সুন্দর দেবতার পায় অঞ্জলি দিই বাণী।।
রূপের তীর্থে তীর্থ-পথিক যুগে যুগে আমি আসি'
ওগো সুন্দর বাজাইয়া যাই তোমার নামের বাঁশি।
পরিয়া তোমার রূপ-অঞ্জন
ভুলেছে নয়ন রাঙিয়াছে মন
উছলি' উঠুক মোর সঙ্গীতে সেই আনন্দখানি।।

*** ১২০. তাল : কাহার্‌বা**

আয় বনফুল ডাকিছে মলয়
এলোমেলো হাওয়ায় নূপুর বাজায়, কচি কিশলয়[১]।।
তোমরা এলে না ব'লে — ভোমরা কাঁদে
অভিমানে মেঘ ঢাকিল চাঁদে
'ভুল বঁধু ভুল' টুলটুলে মৌটুসী বুলবুলে কয়।।
হুহুঁ যামিনীর তিমির টুটে
মুহু মুহু কুহু কুহরি' ওঠে।
হে বন-কলি, গুণ্ঠন খোলো
হে মৃদু-লজ্জিতা, লজ্জা ভোলো,
কোথা তার দুল্ দোলে[২] নটিনী তটিনী খুঁজে বনময়।।

১ ক্ষতি কিছু নয় ২. কোথা পাবে কুল বল

*** ১২১.**

আর অনুনয় করিবে না কেউ কথা কহিবার তরে
আর দেখিবে না স্বপন রাতে গো কেহ কাঁদে হাত ধ'রে।
তব মুখ ঘিরে আর মোর দু'নয়ন
ভ্রমরের মত করিবে না জ্বালাতন
তব পথ আর পিছল হবে না আমার অশ্রু ঝরে'।
তোমার ভুবনে পড়িবে না আর কোনদিন ছায়া মম
তোমার পূর্ণ-চাঁদের তিথিতে আসিব না রাহু-সম।
আর শুনিবে না করুণ কাতর
এই ক্ষুধাতুর ভিখারির স্বর
শুনিবে না আর কাহারও রোদন রাতের আকাশ ভ'রে।।

*** ১২২.**

আর্শিতে তোর নিজের রূপই দেখিস চেয়ে' চেয়ে'
আমায় চেয়ে দেখিস না তাই রূপ-গরবী মেয়ে।
ওলো রূপ-গরবী মেয়ে।।
নাইতে গিয়ে নদীর জলে
দেরি করিস নানান্ ছলে
(তো)র ভাবিস তোরে দেখতে কখন আস্‌বে জোয়ার ধেয়ে।
চাঁদের সাথে মিলিয়ে দেখিস্ চাঁদপানা মুখ তোর

ভাবিস্ তুই-ই আসল শশী চাঁদ যেন চকোর
ওলো চাঁদ যেন চকোর।
বনের পথে আনমনে
দাঁড়িয়ে থাকিস্ অকারণে
ওরে ভাবিস্ তোরে দেখেই বুঝি বিহগ ওঠে গেয়ে'।

* ১২৩. তাল : কাহারবা

আসে রজনী, সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে
ছায়া-আঁচল-ঢাকা কানন-তলে॥
তিমির দু' কূলে গগনে, গোধূলি-ধূসর সাঁঝ-পবনে
তারার মানিক অলকে ঝলে॥
পূজা আরতি লয়ে চাঁদের থালায়
আসিল সে অস্ত-তোরণ নিরালায়।
ললাটের টিপ্ জ্বলে সন্ধ্যা-তারা
গিরি-দরি বনে ফেরে আপন-হারা
থামে ধীরে ধীরে বিরহীর নয়ন-জলে॥

* ১২৪. তাল : কাহারবা

উচ্ছে নহে, ঝিঙে নহে, নহে সে পটল ব্রজের আলু
পিয়া হতে জনম তাই পিঁয়াজ সুডোল ব্রজের আলু॥
রসঘন রসুনের সে গন্ধভূত দাদা, ও দাদা
রস কিছু কম হলে হতো আম আদা, ও দাদা
সে আরো খানিক ডাগর হলে ঐ হতো ওল, ব্রজের আলু॥
পরম বৈষ্ণব সে যে ফল-দল মাঝে — ও দাদা
হের তার শিরে চৈতন-চুট্‌কী বিরাজে — ও দাদা
আবার মাথাটি বাবাজীর মতো চাঁচাছোলা গোল
তার মাথাটি বাবাজীর মতো চাঁচা ছোলা গোল, ব্রজের আলু॥
কাঁদে ছল ক'রে সব বিরহিণী ইহাকে থ্যাত্‌লাতে — ও দাদা
চক্ষু বুজে পণ্ডিতে খান, বলেন 'আলুভাতে — ও দাদা
ওরে পাতে তুলেছি তুলব জাতে ব'দলে এবার ভোল, ব্রজের আলু।

* ১২৫. তাল : কাহারবা

উতল হ'ল শান্ত আকাশ তোমার কলগীতে
বাদল ধারা ঝরে বুঝি তাই আজ নিশীথে॥
সুর যে তোমার নেশার মত, মনকে দোলায় অবিরত,
ফুলকে শেখায় ফুটিতে গো, পাখিকে শিস দিতে॥
কেন তুমি গানের ছলে বঁধু, বেড়াও কেঁদে?
তীরের চেয়েও সুর যে তোমার প্রাণে অধিক বেঁধে।
তোমার সুরে কোন্ সে ব্যথা, দিলো এতো বিহ্বলতা
আমি জানি (ওগো) সেই বারতা তাই কাঁদি নিভৃতে॥

* ১২৬. তাল : দাদ্‌রা

এ কি এ মধু শ্যাম-বিরহে।
হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি রসধারা বহে॥

গভীর বেদনা মাঝে
শ্যাম-নাম-বীণা বাজে
প্রেমে মন মোহে যত ব্যথায় প্রাণ দহে।।

*** ১২৭. রাগ : সারঙ্গ, তাল : ত্রিতাল**

এ কোন্ মায়ায় ফেলিলে আমায়
চির জনমের স্বামী —
তোমার কারণে এ তিন ভুবনে
শান্তি না পাই আমি।।
অন্তরে যদি লুকাইতে চাই
অন্তর জ্ব'লে পুড়ে হয় ছাই;
এ আগুন আমি কেমনে লুকাই, ওগো অন্তর্যামী।।
মুখ থাকিতেও বলিতে পারে না বোবা স্বপনের কথা;
বলিতেও নারি লুকাতেও নারি; তেমনি আমার ব্যথা.
যে দেখেছে প্রিয় বারেক তোমায়
বর্ণিতে রূপ — ভাষা নাহি পায়
পাগলিনী-প্রায় কাঁদিয়া বেড়ায় অসহায়, দিবাযামী[১]।।

১ দিনযামী

*** ১২৮. তাল : দাদ্‌রা**

একাদশীর চাঁদ রে ওই রাঙা মেঘের পাশে
যেন কাহার ভাঙা কলস আকাশ-গাঙে ভাসে।।
সেই কল্‌সি হতে ধরার 'পরে
অঝোর ধারায় মধু ঝরে রে
দলে দলে তাই কি তারার মৌমাছিরা আসে।।
সেই মধু পিয়ে ঘুমের নেশায় ঝিমায় নিশীথ রাতি
বন-বধূ সেই মধু ধরে ফুলের পাত্র পাতি'।
সেই মধু এক বিন্দু পিয়ে
সিন্ধু ওঠে ঝিল্‌মিলিয়ে রে
সেই চাঁদেরই আধখানা কি তোমার মুখে হাসে।।

*** ১২৯.**

এবার নবীন-মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন।।
সকল জাতির পুরুষ-নারীর প্রাণ
সেই হবে তোর পূজা-বেদী মা তোর পীঠস্থান;
সেথা শক্তি দিয়ে ভক্তি দিয়ে পাতবো মা তোর সিংহাসন।।
সেথা রইবে নাকো ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চ-নীচের ভেদ,
সবাই মিলে উচ্চারিব মাতৃ-নামের বেদ।
মোরা এক জননীর সন্তান সব জানি,
ভাঙব দেয়াল, ভুল্‌ব হানাহানি
দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ সমান হবে সর্বজন,
বিশ্ব হবে মহাভারত, নিত্য-প্রেমের বৃন্দাবন।।

*** ১৩০. তাল : কাহার্‌বা**

ও তুই উল্‌টা বুঝ্‌লি রাম
আমি আম চাহিতে জাম দিলে, আর জাম চাহিতে কি-না আম।।

আমি চড়্‌বার ঘোড়া চাইতে শেষে, ওগো ঘোড়াই ঘাড়ে
চড়্‌লো এসে, ও বাব্বা —
আমি প্রিয়ার চিঠি চাইতে এলো কিনা ইনকামট্যাক্স-এর খাম ।।
আমি চেয়েছিলাম কোঠা বাড়ি, তাই পড়লো পিঠে লাঠির বাড়ি
ভুলে আমি বলেছিলাম তোমার পায়ে শরণ নিলাম।
তুমি ভুল বুঝিলে, ভিটেবাড়ি সব হ'লো নিলাম ।।
আমি চেয়েছিলাম সুবোধ ভাইটি
তা না হয়ে, বাবা, গোঁয়ার সে ভাই উঁচায় লাঠি
আমি শ্রী ব্রজধাম চাইতে ঠেলে দিলে শ্রীঘর হাজত ধাম ।।

* ১৩১. তাল : কাহার্‌বা

বন্ধু, বন্ধু রে — পরান বন্ধু
(আমার) দূরের বন্ধু আছে আমার ঐ গাঙের পারের গাঁয়ে।
ঝরা-পাতার পত্র আমার যায় ভেসে' তার পায়ে ।।
জানি জানি আমার দেশে
আমার নেয়ে আসবে ভেসে',
ওরে চির ঋণী আছে সে যে আমার প্রেমের দায়ে ।।
নতুন আশার পাল তুলে' সে আসবে ফিরে' ঘরে
ফুটেছে তাই কাশ-কুসুমের হাসি শুক্‌নো চরে।
পিদিম জ্বেলে' তারি আশায়
গহীন গাঙের স্রোতে ভাসায়
ওরে ঐ পিদিমের পথ ধ'রে সে আস্‌বে সোনার নায়ে ।।

* ১৩২. তাল : কাহার্‌বা

ঐ ঝলকে-চলে লো কার ঝিয়ারি।
রূপ চাপে না তার নীল শাড়ি ।।
এমন মিঠি বিজলি দিঠি শেখালে তায় কে গো?
রূপে ডুবু ডুবু রবির রঙ-ভরা ছবির, ছোঁয়াচ লেগেছে গো।
মন মানে না, আর কি করি!
চলে পিছনে ছুটি' তারি ।।
নাচে বুলবুলি ফিঙে ঢেউয়ে নাচে ডিঙে
মাঠে নাচে খঞ্জন;
তার দু'টি আঁখি-তারা নেচে হতো সারা —
দেখেছে বলো কোন জন?
আঁখি নিল যে মোর মন্ কাড়ি' —
ধরে থাকিতে আর নারি লো ।।
গোলাপ বেলী যুঁই-চামেলি — কোন্ ফুল তারি তুল্ গো
তার যৌবন-নদী বহে নিরবধি ভাসায়ে দু' কূল গো
নিল ভাসায়ে প্রাণ আমারি
রূপে দু'কূল-ছাপা গাঙ্ তারি ।।

* ১৩৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কন্যার পায়ের নূপুর বাজে রে বাজে রে।
রুমুঝুমু রুমুঝুমু বাজে রে বাজে রে।
যেন ভোমরারি ঝাঁক উড়ে গেল ফুল-বনের মাঝে রে ।।
কালো জলে নামলো যেন বুনো হাঁসের দল,

যেন পাহাড় বেয়ে' ছুটে এলো ঝর্না ছলছল
থির সায়রে টাপুর-টুপুর ঝরে মেঘের জল
যেন বাদল সাঁঝে রে।।

যেন আচমকা নিঝুম রাতে গাঙে জোয়ার এলো
ঝরা পাতায় চৈতী বাতাস বইলো এলোমেলো।
সে সুর ওঠে রিম্‌ঝিমিয়ে
আমার বুকে চমক্ দিয়ে
মহুয়া ডালে গানের পাখি নীরব হলো লাজে রে।।

*** ১৩৪. তাল : কাহার্‌বা**

করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকি দাও শারাব
হায় সাকি এ আঙ্গুরী খুন নয় ও হিয়ার খুন-খারাব।।
দুর্দিনের এই দারুন দিনে শরণ নিলাম পানশালার
হায় সাহারার প্রখর তাপে পরাণ কাঁপে দিল কাবাব।।
আর সহে না দিল্ নিয়ে এই দিল্-দরদীর দিল্লাগী,
তাইত চালাই নীল পিয়ালায় লাল শিরাজি বে-হিসাব।।
এই শরাবের নেশার রঙে নয়ন জলের রঙ লুকাই
দেখ্‌ছি আঁধার জীবন ভরি ভর-পিয়ালার লাল খোয়াব।।
হারাম কি এই রঙীন পানি আর হালাল এই জল চোখের?
নরক আমার হউক মঞ্জুর বিদায় বন্ধু! লও আদাব।।
দেখ্ রে কবি, প্রিয়ার ছবি এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাঁচ্-মহলার পার হ'তে তার শোন্ জবাব্।।

*** ১৩৫. তাল : দাদ্‌রা**

কোথায় গেলি মাগো আমার খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে
ক্লান্ত আমি খেলে খেলে এ সংসারের ও-মা ধুলা[১] মেখে।।
বলেছিলি, সন্ধ্যা হ'লে
ধুলা মুছে নিবি কোলে
ও-মা ছেলেরে তুই গেলি ছ'লে এখন পাইনে সাড়া ডেকে' ডেকে'।।
এ কী খেলার পুতুল মা গো দিয়েছিলি মন ভুলাতে
আধেক তাহার হারিয়ে গেছে আধেক ভেঙে আছে হাতে।
এ পুতুলও লাগছে মা ভার
তোর পুতুল তুই নে গো[২] এবার
এখন সন্ধ্যা হলো ও-মা সন্ধ্যা হলো নাম্‌লো আঁধার
ঘুম পাড়া মা আঁচল ঢেকে।।

১. ধুলি ২. মা
পাঠান্তর-
এখন দিন ফুরালো নামল আঁধার
ঘুম পাড়া তুই আঁচল ঢেকে।

*** ১৩৬. তাল : কাহার্‌বা**

খেলে চঞ্চলা বরষা-বালিকা
মেঘের এলোকেশ ওড়ে পুবালি বায়
দোলে গলায় বলাকার মালিকা।।
চপল বিদ্যুতে হেরি' সে চপলার
ঝিলিক হানে কণ্ঠের মণিহার,

নীল আঁচল হতে তৃষিত ধরার পথে
ছুঁড়ে ফেলে মুঠি মুঠি বৃষ্টি শেফালিকা ॥
কেয়া পাতার তরী ভাসায় কমল-ঝিলে
তরু-লতার শাখা সাজায় হরিৎ নীলে।
ছিটিয়ে মেঠো জল খেলে সে অবিরল
কাজ্‌লা দীঘির জলে ঢেউ তোলে
আন্‌মনে ভাসায় পদ্ম-পাতার থালিকা ॥

* ১৩৭. তাল : কাহার্‌বা

ব্যথিত প্রাণে দানো শান্তি, চিরন্তন, ধ্রুব-জ্যোতি।
দুখ-তাপ-পীড়িত-শোকার্ত এই চিত যাচে তব সান্ত্বনা ত্রিভুবন-পতি ॥
বেদনা যাতনা ক্লেশ মুক্ত কর, বিপদ নিবার, সব বিঘ্ন হর,
আঁধার পথে তুমি হাত ধরো, প্রভু অগতির গতি ॥
সকল গ্লানি হতে হে নাথ বাঁচাও, চিত্ত অটল প্রসন্নতা দাও
যেন সুখে ও দুখে সদানন্দে থাকি, অবিচল থাকে যেন তব পদে মতি ॥

* ১৩৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে কে যায়।
সুরের নেশায় নুয়ে প'ড়ে ভুঁই-কদম তার পায়ে জড়ায়।
আহা ভুঁই-কদম তার পায়ে জড়ায় ॥
সুর শুনে তার সাঁঝের ঠোঁটে,
বাঁকা শশীর হাসি ফোটে,
গো-পথ বেয়ে ধেনু ছোটে রাঙা-মাটির আবির ছড়ায়।
তারা রাঙা-মাটির আবির ছড়ায় ॥
গগন-গোঠে গ্রহ-তারা
সে সুর শুনে দিশেহারা
হাটের পথিক ভেবে সারা ঘরে ফেরার পথ ভুলে যায় ॥
জল নিতে নদী কূলে
কুলবালা কূল ভুলে
সন্ধ্যা-তারা প্রদীপ তুলে' বাঁশুরিয়ার নয়নে চায়।
তারা বাঁশুরিয়ার নয়নে চায় ॥

* ১৩৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

চম্পা পারুল যূথী টগর চামেলা।
তার সই, সইতে নারি ফুল-ঝামেলা ॥
সাজায়ে বন-ডালি,
বসে রই বন-মালি
যা'রে দিই এই ফুল সেই হানে হেলাফেলা ॥
কে তুমি মায়া-মৃগ
রতির সতিনী গো
ফুল নিতে আসিলে এ বনে অবেলা ॥
ফুলের সাথে প্রিয়
ফুল-মালীরে নিও
তুমিও একা সই, আমিও একেলা ॥

* ১৪০. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

চিকন কালো বেদের কুমার কোন্ পাহাড়ে যাও?
কোন্ বন-হরিণীর পরান নিতে বাঁশরি বাজাও?
তুমি শিস্ দিয়ে গান গাও
তুমি কুটিল চোখে চাও॥
তীর-ধনুক নিয়ে সারাবেলা
ও শিকারি, এ কি খেলা?
শাল গাছেরই ডাল ভাঙিয়া একটু বাতাস খাও।
কাঁকর-ভরা কাঁটার পথে (আজ) নাই শিকারে গেলে,
অশথ্-তলে বাজও বাঁশি (তোমার) হাতের ধনুক ফেলে'।
তোমার কালো চোখের কাজল নিয়ে
ঝিল উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে, ঝিল্‌মিলিয়ে।
ঐ কমল ঝিলের শাপলা নিয়ে বাঁশিখানি দাও॥

* ১৪১. তাল : কাহার্‌বা

চিকন কালো ভুরুর তলে কাজল-আঁখি দোলে রে
যেন বন-লতার কোলে কোয়েল পাখি দোলে রে॥
যেন ফুল-ধনুর উজল তীর গো হায়
বাদশাজাদীর রঙ-মহলে
যেন নীলার প্রদীপ জ্বলে দোলে রে দোলে রে দোলে রে॥
সজল শিশির-মাখা দু'টি কুসুম গো
সুনীল দু'টি কমল-কুঁড়ি
যেন রূপের সাঁতার-জলে দোলে রে দোলে রে দোলে রে।

* ১৪২. তাল : কাহার্‌বা

নন্দন-বন হতে কে[1] গো ডাকো মোরে আজো নিশীথে
ক্ষণে ক্ষণে ঘুম-হারা পাখি কেঁদে ওঠে করুণ-গীতে॥
ভেঙে যায় ঘুম চেয়ে থাকি
চাহে চাঁদ ছলছল আঁখি
ঝরা-চম্পার ফুল যেন কে ফেলে' চলে যায় চকিতে॥
সহিতে না তিলেক বিরহ ছিলে যবে জীবনের সাথী,
ব'লে যাও আজ কোন্[2] অমরায় কেমনে কাটাও দিবারাতি।
জীবনে ভুলিলে তুমি যারে
তারে ভুলে যাও মরণের পারে
আঁধার ভুবনে মোরে একাকী দাও মোরে দাও ঝুরিতে॥

১ কে ২. দূর

* ১৪৩. তাল : দাদ্‌রা

দোপাটি লো, লো করবী, নাই সুরভি রূপ আছে
রঙের পাগল রূপ-পিয়াসি সেই ভালো আমার কাছে॥
গন্ধ ফুলের জল্‌সাতে তোর
গুণীর সভায় নেইকো আদর
গুল্ম-বনে দুল্ হয়ে তুই, দুলিস্ একা ফুল গাছে॥
লাজুক মেয়ে পল্লী-বধূ জল নিতে যায় এক্‌লাটি
করবী নেয় কবরীতে বেণীর শেষে দোপাটি

গন্ধ ল'য়ে স্নিগ্ধ মিঠে
আলো ক'রে থাকিস্ ভিটে,
নাই সুবাস সাথে, গায়ে কাঁটা, সেই গরবে মন নাচে।।

* ১৪৪. তাল : কাহার্‌বা

তুমি হাতখানি যবে রাখ মোর হাতের পরে
মোর কণ্ঠ হ'তে সুরের গঙ্গা ঝরে।।
তব কাজল-আঁখির ঘন পল্লব তলে
বিরহ মলিন ছায়া মোর যবে দোলে
তব নীলাম্বরীর ছোঁয়া লাগে যেন সেদিন নীলাম্বরে।।
যেদিন তোমারে পাই না কাছে গো পরশন নাহি পাই,
মনে হয় যেন বিশ্ব ভুবনে কেহ নাই, কিছু নাই।
অভিমানে কাঁদে বক্ষে সেদিন বীণ
আকাশ সেদিন হয়ে যায় বাণী হীন
যেন রাধা নাই, আর বৃন্দাবনে গো সব সাধ গেছে ম'রে।।

* ১৪৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল যায় ভেসে' যায় কালের স্রোতে
ওগো সুদূর ওগো বিধুর তোমার সাগর-তীর্থ পথে।।
বিফল দিনের কমলগুলি
পড়লো ঝ'রে পাপড়ি খুলি'
নিও প্রিয় তাদের তুলি' দিন শেষের ম্লান আলোতে।।
সঞ্চিত মোর দিনগুলি হায় ছড়িয়ে গেল অযতনে;
তোমার বরণ-মালা গাঁথা হলো না আর এ জীবনে।
অন্য মনে কখন বেভুল
ভাসিয়ে দিলাম দলি' সে ফুল
বঞ্চিত তাই হবে কি হায় তোমার চরণ-ছোঁওয়া হ'তে।।

* ১৪৬. তাল : কাহার্‌বা

নিশি-ভোরে অশান্ত ধারায় ঝরঝর বারি ঝরে।
আকাশ-পারের বিরহীর বীণায় যেন সুর ঝুরে আকুল স্বরে।।
কাহার মদির নিঃশ্বাস আসে
বকুলের বনে ঝরা ফুল বাসে
কর হানি' দ্বারে যেন বারে বারে
'খোল দুয়ার' বলি' ডাকে ঘুমঘোরে।।
ডাকে কেয়া বনে ডাহুক কেকা
বিরহের ভার বহি কত আর একা
ম্লান হয়ে এলো চোখে কাজলের লেখা অশ্রু-লোরে।।

* ১৪৭. তাল : দাদ্‌রা

ঝিলের জলে কে ভাসালো নীল শালুকের ভেলা
মেঘ্‌লা সকাল বেলা।
বেণু-বনে কে খেলে রে পাতা-ঝরার খেলা।
মেঘ্‌লা সকাল বেলা।।

কাজল-বরণ পল্লী মেয়ে
বৃষ্টি ধারায় বেড়ায় নেয়ে',
ব'সে দীঘির ধারে মেঘের পানে রয় চেয়ে একেলা।।
দুলিয়ে কেয়া ফুলের বেণী শাপ্‌লা মালা প'রে
খেল্‌তে এলো মেঘ পরীরা ঘুম্‌তী নদীর চরে।
বিজলিতে কে দূর বিমানে, সোনার চুড়ির ঝিলিক হানে,
বনে বনে কে বসালো যুঁই-চামেলির মেলা।।

*** ১৪৮. তাল : দাদ্‌রা**

ছেড়ে দাও মোরে আর হাত ধরিও না
প্রেম যারে দিতে পারিলে না, তারে আর কৃপা করিও না।।
আমি করুণা চাহিনি কভু কারো কাছে
বহু লোক পাবে, তব কৃপা যারা যাচে
যারে হৃদয়ে দিলে না ঠাঁই তার তরে কাঁদিও না।।
ভুল করেছিনু যেথা শুধু অসুন্দরের ভিড়,
সেই পৃথিবীতে কেঁদেছি খুঁজিয়া প্রেম-যমুনার তীর।
যার তরণী ভাসিল বিরহের পারাবারে
পিছু ডেকে আর ফিরায়ো না তুমি তারে
আমারে পাষাণ-বিগ্রহ ক'রে আর মালা পরিও না।।

*** ১৪৯. তাল : কাহার্‌বা**

টলমল্ টলমল্ টলে সরসী
জল নিতে এলে কি গো ষোড়শী।।
হেরিয়া তোমার রাঙা পদতল
ফুটিল প্রেমের কুমুদ কমল
খেলিছে চঞ্চল তরঙ্গ-দল ল'য়ে তব কলসি।।
হেরি' তোমার নীলাম্বরী কাজল-আঁখি'
হলো কাজ্‌লা দীঘির জল সুনীল না-কি।
হাতে শাপলা মৃণাল দিয়ে বাঁধে রাখী
নাচে লীলায়িত ঢেউ তব তনু পরশি'।।

*** ১৫০. তাল : দাদ্‌রা**

টারালা টারালা টারালা টা টারালা টারালোল্লা
নাচে শুট্‌কী শুক্‌নো সাহেবকে ধ'রে মুট্‌কী মিস্ আরসোল্লা।
হা-হা-হা-হা-হা।।
খুরওয়ালা জুতা পরে খটখট ঠেংরী নাড়ে
চাবুক খেয়ে ক্ষেপা ঘোড়ায় যেন পেছ্‌লি নাড়ে!
দেখে পাদ্রি, পুরুত, মোল্লা বাবাজী কাছা খোল্লা।
আর বাবাজী কাছা খোল্লা।।
দেখে আণ্ডাওয়ালা ভাবে বুঝি খেল্ ডাণ্ডাগুলি
হা গণ্ডার মার্কা ষণ্ডা বিবি খেল্ ডাণ্ডাগুলি
হা ভাব-আবেশে নয়ন তাহার হলো নয়ান ঝুলি;
নেকু বাবুর ঢেকুর ওঠে পেটে মেকুর আচ্‌ড়ায়।
কাল্লু ভাবে মেম পালোয়ান সাহাবেকে বুঝি পাছড়ায়।

যতো কাব্‌লিওয়ালা মাউড়া সব হো গিয়া ভাই বাউড়া।
মোষের গাড়োয়ান প্রেম-রসে হলো রসগোল্লা।।

* ১৫১. তাল : দাদ্‌রা

তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী তোমার উদার সঙ্গীতে
মোর হাত দু'টি হয় লীলায়িত নমস্কারের ভঙ্গিতে।।
সিন্ধু জলের জোয়ার সম, ছন্দ নামে অঙ্গে মম
রূপ হলো মোর নিরুপম তোমার প্রেমের অমৃতে।।
আমার আঁখির পল্লবদল উদাস অশ্রুভারে,
ভোরের করুণ তারার মতো কাঁপে বারেবারে।
আনন্দে ধীর বসুন্ধরা, হলো চপল নৃত্যপরা
ঝরে রঙের পাগল ঝোরা তোমার চরণ রঙ্গিতে।।

* ১৫২. তাল : কাহার্‌বা

ওগো তারি তরে মন কাঁদে হায়, যায় না যারে পাওয়া
ফুল ফোটে না যে কাননে, কাঁদে দখিন হাওয়া।।
যে মায়া-মৃগ পালিয়ে বেড়ায়
কেন এ মন তার পিছে ধায়
যে দ'লে গেল পায়ে আমায় কেন তাহারি পথ চাওয়া।।
যে আমারে ভুলে হলো সুখি যায় না তারে ভোলা,
যে ফিরিবে না আর, তারি তরে রাখি দুয়ার খোলা।
মৌন পাষাণ যে দেবতা
হেলার ছলে কয় না কথা
তারি দেউল দ্বারে কেন বন্দনা-গান গাওয়া।।

* ১৫৩. তাল : দাদ্‌রা

তুমি কেন এলে পথে
ঝরা মল্লিকা ভাসাইতেছিনু
একাকিনী-নদী-স্রোতে।।
কলসি আমার অলস খেলায়
ধীর তরঙ্গে যদি ভেসে' যায়
তীরে সে কলসি তুলে' আনো তুমি
কেন নদী' জল হ'তে।।
আমার নিরালা বনে
আমি গাঁথি হার, তুমি গান গাহি'
ধ্যান ভঙ্গো অকারণে
আমি মুখ হেরি' আরশিতে একা
তুমি সে মুকুরে কেন দাও দেখা
বাতায়নে চাহি' তুমি কেন হাসো
আসিয়া চাঁদের রথে।।

* ১৫৪. তাল : কাহার্‌বা

তুমি কি দখিনা পবন
দুলে ওঠে দেহলতা
ফুলে ফুলে ফুল্ল হয়ে ওঠে মন।।

অন্তর সৌরভে শিহরে
কথার কোয়েলিয়া কুহরে
তনু অনুরঞ্জিত করে গো প্রীতির পলাশ রঙ্গন।।
কী যেন মধু জাগে হিয়াতে
চাহি' যেন সেই মধু কোন্ চাঁদে পিয়াতে।
ফুটাইয়া ফুল কোথা চলে যাও
হুতাস নিশাসে কী ব'লে যাও
মধু পান করি না কো র'চে যাই শুধু মধু-বন।।

*** ১৫৫. রাগ : মাঢ়, তাল : কাহার্‌বা**

পরদেশী বঁধু! ঘুম ভাঙায়ো চুমি' আঁখি
যদি গো নিশীথ জেগে ঘুমাইয়া থাকি।
আমি ঘুমাইয়া থাকি
ঘুম ভাঙায়ো চুমি' আঁখি।।
যদি দীপ নেভে গো কুটিরে
বাতায়ন-পানে চাহি' যেয়ো না গো ফিরে',
নিভেছে আঁখি শিখা প্রাণ আছে বাকি
আজো প্রাণ আছে বাকি
ঘুম ভাঙোয়ো চুমি' আঁখি।।

*** ১৫৬ তাল : দাদ্‌রা**

ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম
তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি।
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজো বন-বুলবুলি।।
ঘুমায়ে পড়েছে সবে, মোর ঘুম নাহি আসে
তুমি যে ঘুমায়েছিলে সেদিন আমার পাশে
সাজানো সে গৃহ তব, ঢেকেছে পথের ধূলি।।
আমার চোখের জলে মুছে যায় পথ-রেখা
রোহিণী গিয়াছে চলি' চাঁদ কাঁদে একা-একা
কোন দূর-তারালোকে কেমনে রয়েছ ভুলি'।।

*** ১৫৭. তাল : কাহার্‌বা**

বরষা ঋতু এলো এলো বিজয়ীর সাজে
বাজে গুরু গুরু আনন্দ ডম্বরু অম্বর মাঝে।।
বাঁকা বিদ্যুৎ তরবারি ঘন-ঘন চমকায়
হানে তীর বৃষ্টি অবিরল ধারায়
শুনি' রথ-চাক্কের ধ্বনি অশনির রোলে
সিন্ধু তরঙ্গে মঞ্জির বাজে।।
ভীত বন-উপবন লুটায়ে লুটায়ে
প্রণতি জানায় সেই বিজয়ীর পায়ে।
তার অশান্ত গতিবেগ শুনি' পূব হাওয়াতে
চলে মেঘ-কুঞ্জর-সেনা তারি সাথে
তূণীর কেতকীর জল-ধনু হাতে
চঞ্চল দূরন্ত গগনে বিরাজে।।

কি ভয় শ্মশানে শান্তিতে যেখানে
ঘুমাবি জননীর চরণ-তলে।।
জ্বলিয়া মরিলি কে সংসার জ্বালায়
তাহারে ডাকিছে মা 'কোলে আয়, কোলে আয়'
জীবনে শ্রান্ত ওরে ঘুম পাড়াইতে তোরে
কোলে তুলে নেয় মা মরণেরি ছলে।।

* ১৬৪. রাগ : তাল : দাদ্‌রা

কথা কও, কও কথা থাকিও না চুপ ক'রে।
মৌন গগনে হের কথার বৃষ্টি ঝরে।।
ধীর সমীরণ নাহি যদি কহে কথা
ফোটে না কুসুম, নাহি দোলে বনলতা।
কমল মেলে না দল, যদি ভ্রমর না গুঞ্জরে।।
শোন কপোতীর কাছে কপোত কি কথা কহে,
পাহাড়ের ধ্যান ভাঙি' মুখর ঝর্না হবে।
আমার কথার লঘু মেঘগুলি হায়।
জ'মে হিম্ হয়ে যায় তোমার নীরবতায়;
এসো আরো কাছে এসো কথার নূপুর প'রে।।

* ১৬৫. তাল : দাদ্‌রা

তুমি শুনিতে চেয়ো না আমার মনের কথা
দখিনা বাতাস ইঙ্গিতে বোঝে
কহে যাহা বনলতা।।
চুপ ক'রে চাঁদ সুদূর গগনে
মহা-সাগরের ক্রন্দন শোনে,
ভ্রমর কাঁদিয়া ভাঙিতে পারে না
কুসুমের নীরবতা।।
মনের কথা কি মুখে সব বলা যায়?
রাতের আঁধারে যত তারা ফোটে
আঁখি কি দেখিতে পায়?
পাখায় পাখায় বাঁধা যবে রয়
বিহগ-মিথুন কথা নাহি কয়,
মধুকর যবে ফুলে মধু পায়
রহে না চঞ্চলতা।।

* ১৬৬. তাল : কাহার্‌বা

যুগ যুগ ধরি' লোকে-লোকে মোর
প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই;
সংসারে গেহে, প্রীতি ও স্নেহে
আমার স্বামী বিনে সুখ' নাই।।
তাঁর চরণ পাবার আশা ল'য়ে মনে
ফুটিলাম ফুল হয়ে কত বার বনে,
পাখি হয়ে তাঁর নাম
শত বার গাহিলাম

তবু হায় কভু তাঁর দেখা নাহি পাই।।
গ্রহ-তারা হয়ে খুঁজেছি আকাশে,
দিকে দিকে ছুটেছি মিশিয়া বাতাসে,
পর্বত হয়ে নাম
কোটি যুগ ধিয়ালাম,
নদী হয়ে কাঁদিলাম খুঁজিয়া বৃথাই।।

১. নাই সুখ নাই

* ১৬৭. রাগ : ভূপালি মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা।
সকাল সাঁঝে সকল কাজে জপি সে নাম নিরালা।।
সেই নাম বসন-ভূষণ আমারি
সেই নামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারি,
সেই নাম লয়ে বেড়াই কেঁদে'
সেই নামে আবার জুড়াই জ্বালা।।
সেই নামেরই নামাবলী গ্রহ-তারা রবি-শশী দোলে গগন-কোলে।
মধুর সেই নাম প্রাণে সদা বাজে,
মন লাগে না সংসার-কাজে
সে নামে সদা মন মাতোয়ালা।।
আদার-সোহাগ, মান-অভিমান আপন মনে তার সাথে;
কাঁদায়ে কাঁদি, পায়ে ধ'রে সাধি,
কভু করি পূজা, কভু বুকে বাঁধি,
আমার স্বামী সে ভুবন-উজালা।।

* ১৬৮. তাল : কাহার্‌বা

ফুটলো যেদিন ফাগুনে, হায়, প্রথম গোলাপ-কুঁড়ি
বিলাপ গেয়ে বুলবুলি মোর গেল কোথায় উড়ি।।
কিসের আশায় গোলাপ বনে
গাইতো সে গান আপন মনে,
লতার সনে পাতার সনে খেল্‌তো লুকোচুরি (হায়)।।
সেই লতাতে প্রথম প্রেমের ফুট্‌লো মুকুল যবে
পালিয়ে গেল ভীরু পাখি অম্‌নি নীরবে।
বাস্‌লে ভালো যে-জন কাঁদে
বাঁধবো তা'রে কোন্ সে ফাঁদে,
ফুল নিয়ে তাই অবসাদে বনের পথে ঘুরি (হায়)।।

* ১৬৯. তাল : কাহার্‌বা

স্বপন যখন ভাঙবে তোমার দেখবে আমি নাই
মোরে শূন্য তোমার বুকেরি কাছে খুঁজ্‌বে গো বৃথাই।।
দেখ্‌বে জেগে' বাহুর 'পরে
আছে নীরব অশ্রু ঝ'রে
কাছ থেকেও ছিলাম দূরে যাই গো চ'লে যাই।।
কাঁটার মতো ছিলাম বিঁধে আমি তোমার বুকে,
বিদায় নিলাম চিরতরে ঘুমাও তুমি সুখে (ওগো)।
একলা ঘরে জেগে' ভোরে

হয়তো মনে পড়বে মোরে,
দূরে স'রে হয়তো পাব অন্তরেতে ঠাঁই ॥

* ১৭০. তাল : কাহার্‌বা

যত ফুল তত ভুল কণ্টক জাগে
মাটির পৃথিবী তাই এত ভালো লাগে ॥
হেথা চাঁদে আছে কলঙ্ক, সাধে অবসাদ
হেথা প্রেমে আছে গুরুগঞ্জনা অপবাদ;
আছে মান-অভিমান পিরিতি-সোহাগে ॥
হেথা হারাই হারাই ভয়, প্রিয়তমে তাই
ব'ক্ষে জড়ায়ে কাঁদি ছাড়িতে না চাই।
স্বর্গের প্রেমে নাই বিরহ-অনল
সুন্দর আঁখি আছে, নাই আঁখি-জল;
রাধার অশ্রু নাই কুমকুম-ফাগে ॥

* ১৭১. তাল :

যবে ভোরের কুন্দ-কলি মেলিবে আঁখি
ঘুম ভাঙায়ে হাতে বাঁধিও রাখী ॥
রাতের বিরহ যবে
প্রভাতে নিবিড় হবে
অকরুণ কলরবে গাহিবে পাখি ॥
যেন অরুণ দেখিতে গিয়া তরুণ কিশোর
তোমারে প্রথম হেরি' ঘুম ভাঙে মোর।
কবরীর মঞ্জরি
আঙিনায় রবে ঝরি,'
সেই ফুল পায়ে দলি' এসো একাকী ॥

* ১৭২. তাল : দাদ্‌রা

যত নাহি পাই দেবতা তোমায় তত কাঁদি আর পূজি।
যতই লুকাও ধরা নাহি দাও, ততই তোমারে খুঁজি
কত সে রূপের রঙের মায়ায়, আড়াল করিয়া রাখ আপনায়
তবু তব পানে অশান্ত মন কেন ধায় নাহি বুঝি ॥
কাঁদালে যদি গো এমন করিয়া কেন প্রেম দিলে তবে
অন্তবিহীন এ লুকোচুরির শেষ হবে নাথ কবে?
সহে না হে নাথ বৃথা আসা-যাওয়া —
জনমে জনমে এই পথ চাওয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুরাইয়া গেল চোখের জলের পুঁজি ॥

* ১৭৩. তাল : দাদ্‌রা

হয়তো আমার বৃথা আশা তুমি ফিরে আসবে না।
আশার তরী ডুবেবে কূলে দুখের স্রোতে ভাসবে না ॥
হয়তো তুমি এমনি ক'রে
পথ চাওয়াবে জনম ভ'রে
রইবে দূরে চিরতরে সামনে এসে হাসবে না ॥
কামনা মোর রইলো মনে রূপ ধ'রে তা উঠ্‌লো না;

বারে বারে ঝর্‌লো মুকুল ফুল হয়ে তা ফুট্‌লো না।
অবুঝ এ প্রাণ তবু কেন
তোমার ধ্যানে বিভোর হেন
তুমি চির-চপল নিঠুর — জানি, ভালোবাস্‌বে না।।

*** ১৭৪. তাল : কাহার্‌বা**

আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে
আশা-প্রদীপ আমি নিশির শীশ-মহলে।।
রাতের কপোলে আমি ছলছল অশ্রুর জল,
আমি ধরণীতে হিম-কণা টলমল, নব দূর্বাদলে।।
নব অরুণোদয়ের আমি ইঙ্গিত
বিহগ-কণ্ঠে আমি জাগাই শুভ-সঙ্গীত?
আমি কনক-কদম তিমির নীপ শাখায়
আমি মধ্যমণি মালিকায়, শ্যাম গগন গলে।।

*** ১৭৫.**

মুখে তোমার মধুর হাসি হাতে কুটিল ফাঁসি।
সুন্দর চোর, চিনি তোমায় তবু ভালোবাসি।।
শত ব্রজে কেঁদে মরে
শত রাধা তোমার তরে,
কত গোকুল ডুব্‌লো অকূল আঁখির নীরে ভাসি'।।
কত নারীর মন গেঁথে, নাথ, পর্‌লে বন-মালা,
যমুনাতে ডুবালে শ্যাম কত কুলের বালা।
দেখাও আসল হাত দু'খানি —
করাল গদা-চক্রপাণি,
তবু ঐ দু'টি হাত ছলনা, নাথ, বাজাও যে হাতে বাঁশি।।

*** ১৭৬. তাল : দাদ্‌রা**

তুমি আরেকটি দিন থাকো।
হে চঞ্চল, যাবার আগে মোর মিনতি রাখো।।
আমি ভালো ছিলাম ভুলে' একা
কেন নিঠুর দিলে দেখা,
তুমি ঝরা-ফুলে গাঁথ্‌লে মালা গলায় দিলে না কো।।
তোমার কাজের মাঝে আমায় ভোলা সহজ হবে, স্বামী!
কেমন ক'রে এক্‌লা ঘরে থাক্‌বো ভুলে আমি।
নিবু নিবু প্রদীপ আশার
তুমি জ্বালিয়ে দিলে যদি আবার —
প্রিয় নিভৃতে তারে দিও না আর আদর দিয়ে রাখো।।

*** ১৭৭. তাল : ফের্‌তা**

নন্দকুমার বিনে সই আজি বৃন্দাবন অন্ধকার
নাহি ব্রজে আনন্দ আর।
যমুনার জল দ্বিগুণ বেড়েছে ঝরি' গোকুলে অশ্রুধার।।
শীতল জানিয়া মেঘ-বরণ শ্যামের শরণ লইয়া সই
তৃষিতা চাতকী জ্বলে মরি হায় বিরহ-দাহনে ভস্ম হই।

শীতল মেঘে অশনি থাকে
কে জানিত সখি সজল কাজল শীতল মেঘে অশনি থাকে।
ব্রজে বাজে না বেণু আর চরে না ধেনু
(আর) পড়ে না গোকুলে শ্যাম চরণ রেণু
তার ফেলে যাওয়া বাঁশি নিয়ে শ্রীদাম সুদাম
ধায় মথুরার পথে আর কাঁদে অবিরাম।
কৃষ্ণে না হেরি দূর বন পার উড়ে গেছে শুক সারি
কৃষ্ণ যেথায় সেই মথুরায় চলো যাই ব্রজনারী॥

* ১৭৮. তাল : কাহারবা

ঐ হের রসুলে-খোদা এলো ঐ।
গেলেন মদিনা যবে হিজরতে হজরত
মদিনা হলো যেন খুশিতে জিন্নত,
ছুটিয়া আসিল পথে মর্দ ও আওরত
লুটায়ে পায়ে নবীর, গাহে সব
ঐ হের রসুলে-খোদা এলো ঐ॥
হাজার সে কাফের সেনা বদরে,
তিন শত তের মমিন এধারে;
হজরতে দেখিল যেই, কাঁপিয়া ডরে
কহিল কাফের সব তাজিমের স্বরে
ঐ হের রসুলে-খোদা এলো ঐ॥
কাঁদিয়া কেয়ামতে গুনাহ্‌গার সব,
নবীর কাছে শাফায়তী করিবেন তলব,
আসিবেন কাঁদন শুনি' সেই শাহে-আরব
অমনি উঠিবে সেথা খুশির কলরব
ঐ হের রসুলে-খোদা এলো ঐ॥

* ১৭৯. তাল : দাদ্‌রা

তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি গো সকল ফুলের মুখে
ফুল ঝ'রে যায় তব স্মৃতি জাগে কাঁটার মতন বুকে॥
তব প্রিয় নাম ধ'রে ডাকি
ফুল সাড়া দেয় মেলি' আঁখি
তোমার নয়ন ফুটিল না হায় ফুলের মতন সুখে॥
তোমার বিরহে আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
কানাকানি করে চাঁদ ও তারায় জানি গো তোমারে জানি।
খুঁজি বিজলি প্রদীপ জ্বেলে'
কাঁদি ঝঞ্ঝার পাখা মেলে'
অন্ধ-গগনে আঁধার মেঘের ঢেউ ওঠে মোর দুখে॥

* ১৮০. তাল : কাহারবা

কে এলে মোর ব্যথার গানে গোপন-লোকের বন্ধু গোপন
নাইতে আমার গানের ধারায় এলে সুরের মানসী কোন্॥
গান গেয়ে যাই আপন মনে
সুরের পাখি গহন-বনে

সে সুর বেঁধে কার্ নয়নে জানে শুধু তারি নয়ন।।
সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল ক'রে
সকল আঁখির অগোচরে না দেখাতেই মোদের মিলন।।

*** ১৮১. তাল : কাহার্‌বা**

বাঁশিতে সুর শুনিয়ে নূপুর রুনঝুনিয়ে
হায় গো এলে আজি বাদল প্রাতে।
কদম কেশর ঝুরে পুলকে তোমার পায়ে,
তমাল বিছায় ছায়া শ্যামলে[১] আদুল গায়ে।
অলকা পথ বাহি' আসিলে মেঘের নায়ে,
নাচের তালে বাজিয়া ওঠে চুড়ি কাঁকন হাতে।।
ধানী রঙের শাড়ি ফিরোজা রং উত্তরীয়
প'রেছি এ শ্রাবণ দোলাতে দুলিতে প্রিয়।
কেশের কমল-কলি, বনমালী, তুলিয়া আদরে
চাঁচর চিকুরে আপনি পরিও
তোমার রূপের কাজল পরায়ো আমার আঁখি-পাতে।।

১. শ্যামল

*** ১৮২. রাগ : ভৈরব, তাল : কাহার্‌বা**

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল
আজো তার ফুল কলিদের ঘুম টুটেনি তন্দ্রাতে বিলোল।।
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুরছে নিশি-দিন
আসেনি' দখ্‌নে হাওয়া গজল-গাওয়া মোমাছি বিভোল।।
কবে সে ফুল কুমারী ঘোমটা চিরি', আস্‌বে বাহিরে (রে)
শিশিরের স্পর্শ-সুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম রাঙ্‌বে রে কপোল।
ফাগুনের মুকুল-জাগা দু'-কূল-ভাঙা আনন্দে ফুলেল্ বান্
কুঁড়িদের ওষ্ঠ-পুটে লুঠ্‌বে হাসি ফুট্‌বে গালে টোল।।
কবি তুই গন্ধে ভুলে' ডুব্‌লি জলে কূল্ পেলিনে আর
ফুলে তোর বুক ভ'রেছিস্ আজকে জলে ভর্‌রে আঁখির কোল্।

*** ১৮৩. তাল : দাদ্‌রা**

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী বলে না তো কিছু চাঁদ।।
চেয়ে' চেয়ে' দেখি ফোটে যবে ফুল
ফুল বলে না তো সে আমার ভুল
মেঘ হেরি' ঝুরে' চাতকিনী, মেঘ করে না তো প্রতিবাদ।।
জানে সূর্যেরে পাবে না তবু অবুঝ সূর্যমুখী
চেয়ে' চেয়ে' দেখে তার দেবতারে দেখিয়াই সে যে সুখী।।
হেরিতে তোমার রূপ-মনোহর
পেয়েছি এ আঁখি, ওগো সুন্দর।
মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ।।

*** ১৮৪. তাল : ত্রিতাল : লাচ্ছাশাখ**

শুভ্র সমুজ্জ্বল, হে চির-নির্মল
শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি

অশান্ত এ চিত্ত কর হে সমাহিত
সদা আনন্দিত রাখো মতি ॥
দুঃখ-শোক সহি অসীম সাহসে
অটল রহি যেন সম্মানে যশে
তোমার ধ্যানের আনন্দ-রসে
নিমগ্ন রহি হে বিশ্বপতি ॥
মন যেন না টলে খল কোলাহলে হে রাজ রাজ
অন্তরে তুমি নাথ সতত বিরাজ হে রাজ রাজ।
বহে তব ত্রিলোক ব্যাপিয়া, হে গুণী,
ওঙ্কার-সঙ্গীত-সুর-সুরধুনী,
হে মহামৌনী, যেন সদা শুনি
সে সুরে তোমার নীরব আরতি ॥

*** ১৮৫. তাল : কাহার্‌বা**

মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়।
বিহ্বল-চঞ্চল-পায় ॥
খর্জুর-বীথির ধারে
সাহারা মরুর পারে
বাজায় ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে।
উড়িয়ে ওড়না 'লু' হাওয়ায়
পরী-নটিনী নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর ॥
সুর্মা-পরা আঁখি হানে আস্‌মানে,
জোছনা আসে নীল আকাশে তার টানে।
ঢেউ তুলে নীল দরিয়ায়
দিল-দরদী নেচে যায়
দুলে দুলে দূরে সুদূর ॥

*** ১৮৬. তাল : কাহার্‌বা**

মুসাফির ! মোছ্ রে আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপনারে নিয়া
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপনি ঝরিয়া ॥
রে পাগল ! একি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধবি বাসা !
মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা-দরিয়া ॥
বরষায় ফুটলো না বকুল
পউষে ফুটবে কি সে ফুল
এ দেশে ঝরে সদা ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া ॥
রে কবি ! কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি'
এলো না তোর বনমালী
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া ॥

* ১৮৭. তাল : ত্রিতাল

বেদনার সিন্ধু-মন্থন শেষ, হে ইন্দ্রানী,
জাগো, জাগো করে সুধা-পাত্রখানি ।।
রোদন-সায়রে ধুয়ে পুষ্পতনু
এসো অশ্রুর বরষার ইন্দ্র-ধনু,
হের কূলে অনুরাগে জীবন-দেবতা জাগে
ধরিবে বলিয়া তব পদ্মপাণি ।।
তব দুখ-রাত্রির তপস্যা শেষ — এলো শুভ দিন,
অতল তমসা-পারে প্রভাতের প্রায় জাগো অমলিন।
সুরলোক-লক্ষী গো তুমি অমরার
এসো এসো পার হ'য়ে ব্যথার পাথার।
অশ্রুত অশ্রুর নীরবতা কর দূর
কূলে কূলে হাসির তরঙ্গ হানি' ।।

* ১৮৮. তাল : কাহার্বা

মধুকর মঞ্জির বাজে বাজে
গুন্ গুন্ মঞ্জুল গুঞ্জরণে।
মৃদুল দোদুল নৃত্যে
বন-বালিকা মাতে কুঞ্জবনে ।।
বাজাইছে সমীর দখিনা
পল্লবে মর্মর বীণা,
বনভূমি ধ্যান-আসীনা
সাজিল রাঙা কিশলয়-বসনে ।।
ধূলি ধূসর প্রান্তর পরেছিল গৈরিক সন্ন্যাস-সাজ
নব-দূর্বাদল শ্যাম হ'লো আনন্দে আজ।
লতিকা-বিতানে ওঠে ডাকি'
মুহু মুহু ঘুম হারা পাখি
নব নীল অঞ্জন মাখি'
উদাসী আকাশ হাসে চাঁদের সনে ।।

* ১৮৯. তাল : দাদ্‌রা

তোমার[১] আঁখির মত আকাশের দু'টি তারা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রাহারা
সে কি তুমি? সে কি তুমি??
ক্ষীণ আঁখি-দীপ জ্বালি' বাতায়নে জাগি একা,
অসীম অন্ধকারে খুঁজি তব পথ রেখা;
সহসা দখিনা বায়ে চাঁপা-বনে জাগে সাড়া।
সে কি তুমি? সে কি তুমি??
বৈশাখী-ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে'
বুঝি অশান্ত মম আসিলে ঝড়ের বেগে,
ঝড় চ'লে যায় কেঁদে ঢালিয়া শ্রাবণ ধারা
সে কি তুমি? সে কি তুমি??

১. তোমারি

* ১৯০. তাল : কাহার্‌বা

সখি সাপের মণি বুকে ক'রে কেঁদে নিশি যায়
কাল-নাগিনী ননদিনী দেখ্‌তে পাছে পায় (লো সখি)।।
সই প্রাণের গোপন কথা মম
পিঞ্জরেরি পাখির সম
পাখা ঝাপটিয়া কাঁদে বাহির হতে চায়।।
পাড়ার বৌ-ঝি যদি জলের ঘাটে কানে কথা কয়
আমার কথাই কইলো বুঝি মনে জাগে ভয় (সখি);
আমি চাইতে নারি চোখে চোখে
পাছে মনের কথা জানে লোকে।
আমার একি হলো দায়
সখি লুকানো না যায়
সখি কাঙাল যেমন পেয়ে রতন থুইতে ঠাঁই না পায়।।

* ১৯১. তাল : দাদ্‌রা

ধীরে বহ ভোরের হাওয়া ধীরে বহ ধীরে
ঘুমায়ে রয়েছে প্রিয়া এই পিয়াল নদীর তীরে।।
যে ফুল ঝরিল ভোর রাতে
সে ঘুমায় তাহার সাথে
ঝরাপাতার মন্দিরে।।
শান্ত উদাস আকাশ নীরবে আছে চেয়ে'
ধীরে বহ নদী সকরুণ গান গেয়ে।
ছলছল চোখে শুক্‌তারা
হেরিছে পলক-হারা
তার বিদায় বেলার সঙ্গীরে।।

* ১৯২. রাগ : আনন্দী, তাল : ত্রিতাল

দূর বেণুকুঞ্জে বাজে মুরলী মুহু মুহু
যেন বারে বারে
ডাকে আমারে
বাঁশুরিয়ার মধুর সুরের কুহু।।

* ১৯৩. তাল : কাহার্‌বা

দূর দ্বীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি।
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো, সুমন্দভাষিণী।।
প্রশান্ত সাগরে
তুফানে ও ঝড়ে
শুনেছি তোমারি অশান্ত রাগিণী।।
বাজাও কি বুনো সুর পাহাড়ি বাঁশিতে?
বনান্ত ছেয়ে যায় বাসন্তী-হাসিতে।
তব কবরী-মূলে
নব এলাচীর ফুল দুলে
কুসুম-বিলাসিনী।।

* ১৯৪. তাল : দাদ্‌রা

মুখে কেন নাহি বলো আঁখিতে যে কথা কহো
অন্তরে যদি চাহো মোরে তবে কেন দূরে দূরে রহো।।
প্রেম-দীপ শিখা অন্তরে যদি জ্বলে
কেন চাহো তারে লুকাইতে অঞ্চলে
পূজিবে না যদি সুন্দরে রূপ-অঞ্জলি কেন বহো।।
ফুটিলে কুসুম-কলি রহে না পাতার তলে,
কুণ্ঠা ভুলিয়া দখিনা-বায়ের কানে কানে কথা বলে।
যে অমৃত-ধারা উথলে হৃদয় মাঝে
রুধিয়া তাহারে রেখো না হৃদয় লাজে
প্রাণ কাঁদে যার লাগি' তারে কেন বিরহ দহনে দহো।।

* ১৯৫. তাল : দাদ্‌রা

হৃদয় কেন চাহে হৃদয়, আমি জানি মন জানে
জানে নদী কেন যে সে, যায় ছুটে সাগর পানে।।
মেঘ বারি কেন চাহে, জানে চাতক, জানে মেঘ,
জানে চকোর সুদূর নভে, চাঁদ কেন তারে টানে।।
কুসুম কেন চাহে শিশির, জানে শিশির, জানে ফুল,
জানে বুল্‌বুল্‌ আছে কাঁটা, তবু যায় গুল্‌-বাগানে।
আঁখি চাহে আঁখি-বারি, মন চাহে মনোব্যথা
প্রাণ আছে যার সেই জানে, কেন চাহে প্রাণে প্রাণে।।

* ১৯৬. তাল : কাহার্‌বা

শূন্য আজি গুল-বাগিচা যায় কেঁদে দখিন্‌ হাওয়া।
রাঙা-গুলের বাজার আজি স্মৃতির কাঁটায় ছাওয়া।।
ধূলি ঢাকা ফুল-সমাধি আজি সে গুলিস্তানে
ছিল যথায় খুশির জল্‌সা[১] বুল্‌বুলির্‌ গজল্‌ গাওয়া।।
শুক্‌নো পাতায় ছেয়েছে আজ সাকির চরণ-রেখা
নাহি সেথায় বঁধুর লাগি' বধূর আসা-যাওয়া।
নাহি মিঠা পানির নহর আছে প'ড়ে[২] বালুচর
এ যেন গো হৃদয়ের ভরা-ডুবির পথ বাওয়া।।

১. পাঠান্তর- ছিল সেথায় জল্‌সা খুশীর ২. পড়ে আছে

* ১৯৭. তাল : দাদ্‌রা

বর্ণচোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায়
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা কেউ বলে সে শ্যামরায়।।
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে;
ওগো কেউ বলে তায় গৌর-হরি কেউ অবতার বলে তায়।।
তার ভক্ত তারে ষড়ভুজ শ্রী নারায়ণ বলে,
কেউ দেখেছে শ্রীবাসের ঘরে কেউ বা নীলাচলে।
দুই হাতে তার ধনুর্বাণ ঠিক যেন শ্রীরাম,
দুই হাতে তার মোহন বাঁশি যেন রাধা-শ্যাম,
আর দু'হাতে দণ্ড ঝুলি নবীন সন্ন্যাসীরই প্রায়।।

* ১৯৮. তাল : কাহারবা

রুমঝুম্ রুমঝুম্ রুমঝুম্ ঝুমঝুম্
নূপুর বাজে আসিল রে প্রিয় আসিল রে।।
কদম্ব-কলি শিহরে আবেশে
বেণীর তৃষ্ণা জাগে এলোকেশে
হৃদি ব্রজধাম রস-তরঙ্গে প্রেম-আনন্দে ভাসিল রে।।
ধরিল রূপ অরূপ শ্রী হরি
ধরণী হলো নবীনা কিশোরী
চন্দ্রার কুঞ্জ ছেড়ে যেন কৃষ্ণ চন্দ্রমা-গগনে হাসিল রে।।
আবার মল্লিকা-মালতী ফোটে
বিরহ-যমুনা উথলি' ওঠে
রোদন ভুলে রাধা গাহিয়া ওঠে সুন্দর মোর ভালোবাসিল রে।।

* ১৯৯. তাল : কাহারবা

পরি' জাফরানী ঘাগরি চলে শিরাজের পরী
ইরানী কিশোরী হেসে' হেসে'।।
চপল চটুল রঙ্গে রঙ্গিলা নৃত্য বিভঙ্গে
চলিছে সহেলি এলাকেশে।।
পাপিয়া পিয়া পিয়া ডাকে শাখে — পিয়া পিয়া পিয়া পিয়া
কাহারে ভালোবেসে।।
মনে সে শিরাজির নেশা লাগায়
আঁখির ইঙ্গিতে গোলাপ ফোটায়।
তারি সুরে রহি' রহি' বিরহীর রবাব ঝুরে
বুলবুলি পথ ভুলি' ইহারি লাগি' এলো এ দেশে।।

* ২০০. তাল : দাদ্‌রা

নিরুদ্দেশের পথে আমি হারিয়ে যদি যাই
নিত্য নূতন রূপে আবার আস্‌বো এই হেথাই।।
চাঁদ্‌নী রাতের বাতায়নে, রইবে চেয়ে' উদাস মনে
বলবো আমি — হারাইনি গো, নাই ভাবনা নাই
তুমি আকুল হয়ে ফিরবে কেঁদে' যে বনপথ বেয়ে'
ঝরা-মুকুল হয়ে আমি সে-পথ দেব ছেয়ে'।
তোমায় ভালোবেসে সাধ মেটেনি স্বামী
মরেও মরতে পারবো না তাই আমি
দূরে গিয়ে দেখ্‌বো তোমায় কাছে যদি পাই।।

* ২০১. রাগ : তিলং, তাল : ত্রিতাল

অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ-শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম
তোমারে সুন্দর, বন্দিতে!
সঙ্গীতে সঙ্গীতে।।
তোমার দেবালয়ে কি সুখে কি জানি
দু'লে দু'লে ওঠে আমার দেহখানি
আরতি — নৃত্যের ভঙ্গীতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে।।

পুলকে বিকশিল প্রেমের শতদল
গন্ধে রূপে রসে টলিছে টলমল।
তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত
লুটাইয়া পড়ে ঝরা ফুলের মত
তোমার পদতল রঞ্জিতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে॥

* ২০২. তাল : কাহার্‌বা

অনেক ছিল বলার, যদি সেদিন ভালোবাস্‌তে গো।
পথ ছিল গো চলার, যদি দু'দিন আগে আস্‌তে গো॥
আজিকে[১] মহসাগর-স্রোতে, চলেছি দূর পারের পথে
ঝরা-পাতা হারায় যথা, সেই আঁধারে ভাস্‌তে গো॥
গহন রাতি ডাকে আমায় এলে তুমি আজ্‌কে
কাঁদিয়ে গেলে হায় গো আমার বিদায়-বেলায় সাঁঝ্‌কে।
আস্‌তে যদি হে অতিথি
ছিল যখন শুক্লা তিথি
ফুটত চাঁপা, সেদিন যদি চৈতালী-চাঁদ হাস্‌তে॥

১ আজকে

* ২০৩. তাল : দাদ্‌রা

আজিকে তনু মনে লেগেছে রঙ লেগেছে রঙ
বধূর বেশে ধরা সেজেছে অভিনব ঢঙ্‌॥
কাননে আলো-ছায়া
নয়নে রঙের মায়া
দোলে দোদুল কায়া পরাণে বাজিছে সারঙ্‌॥
সে-রঙে সাগর-কোলে
কত চাঁদ. রবি দোলে
বাজে গগন তলে জলদ তালে মেঘ-মৃদঙ্‌॥

* ২০৪. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম কুসুম ভোম্‌রাকে যেতে বল।
সখি গুঞ্জরি ফেরে কেন কুঞ্জে বৃথাই এত ছল॥
কত কি শুনিয়ে যায়, গুন্‌গুনিয়ে হায় —
পাতার ঝরকায়, ঘোরে সে অবিরল॥
আমার প্রাণের ভেতর কেন উঠায় সে ঝড়
তারে ফেরালে ফেরে না হাসে কেবল,
সে ফিরিয়া গেলে চোখে আসে জল।
একি হল দায়, আঁখি নাহি চায়
না দেখিলে তবু প্রাণ পাগল॥

* ২০৫. তাল : কাহার্‌বা

আমি সূর্যমুখী ফুলের মত দেখি তোমায় দূরে থেকে
দলগুলি মোর রেঙে ওঠে তোমার হাসির কিরণ মেখে'॥
নিত্য জানাই প্রেম-আরতি
যে পথে, নাথ, তোমার গতি
ওগো আমার ধ্রুব-জ্যোতি সাধ মেটে না তোমায় দেখে'॥
জানি[১], তুমি আমার পাওয়ার বহু দূরে, হে দেবতা!

আমি মাটির পূজারিণী, কেমন ক'রে জানাই ব্যথা।
সারা জীবন তবু, স্বামী
তোমার ধ্যানেই কাঁদি আমি
সন্ধ্যাবেলায় ঝরি যেন তোমার পানে নয়ন রেখে'।।

১. জানি জানি

* ২০৬. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

আনো শাকি শিরাজি আনো আঁখি-পিয়ালায়
অধীর করো মোরে নয়ন-মদিরায়।।
পান্‌সে জোছনাতে ঝিম্‌ হয়ে আসে মন
শরাব বিনে, হের গুল্‌বন উচাটন,
মদালসা আঁখি কেন ঘোম্‌টা ঢাকা এমন
বিষাদিত নিরালায়।।
তরুণ চোখে আনো অরুণ রাগ-ছোঁওয়া
আঁখির করুণ তব যাচে ভোরের হাওয়া।
জীবন ভরা কাঁটা-রি জ্বালা
ভুলিতে চাহি শরাব পিয়ালা
তোমার হাতে ঢালা —
দুলাইয়া দাও মোরে আনন্দের হিন্দোলায়
ভুলাইয়া বেদনায়।।

* ২০৭. তাল : কাহার্‌বা

আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়
ওগো হৃদয়ে যার রয়।।
খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়।।
ঐ নামে যে ডুবে আছে
নাই দুখ-শোক তাহার কাছে
ঐ নামের প্রেমে দুনিয়াকে সে দেখে প্রেমময়।।
যে খোশ্‌-নসীব গিয়াছে ঐ নামের স্রোতে ভেসে'
জেনেছে সে কোরান-হাদিস-ফেকা এক নিমেষে।
মোর নবীজীর বর-মালা,
করেছে যার হৃদয় আলা
বেহেশ্‌তের সে আশ্‌ রাখে না, তার নাই দোজখে ভয়।।

* ২০৮. তাল : কাহার্‌বা

আমি পথ-ভোলা ভিনদেশী গানের পাখি
তোমাদের সুরের সভায় এই অজানায় সহ গো ডাকি'।।
তোমরা বেঁধেছ বাসা যে তরু-শাখায়
আমারে বসিতে দিও তাহারি ছায়ায়
গাহিবার আছে আশা, জানি না গানের ভাষা
তবু ভালোবাসা দিয়ে বাঁধ গো রাখী।।

মায়াময় তোমাদের তরুলতা, ফুল
তোমাদের গান শুনে' পথ হ'ল ভুল।
যেন শতবার এসে' জন্মেছি এই দেশে —
বন্ধু হে বন্ধু, অতিথিরে চিনিবে না-কি।।

*** ২০৯. রাগ : মান্দ, তাল : কাহারবা**

এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল
এ যে ব্যথা রাঙা হৃদয় আঁখি জলে টলমল ।।
কমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক ঘায়
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল ।।
ডুবেছি আজ কালো জলে কত যে জ্বালা স'য়ে
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল ।।
কবি রে কোন্ ক্ষত মুখে ফোটে তোর গীত সুর
সে ক্ষত দেখিল না কেউ দেখিল তোরে কেবল
সে গীতি দেখিল না কেউ শুনিল গীতি কেবল ।।

' ২১০. রাগ : দেশ-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা (ঢিমা)

এত কথা কি গো কহিতে জানে
চঞ্চল ঐ আঁখি
নীরব ভাষায় কি যে ক'য়ে যায়
ও সে মনের বনের পাখি ।।
বুঝিতে পারি না ঐ আঁখির ভাষা
জলে ডুবে তবু মেটে না পিপাসা,
আদর সোহাগ প্রেম ভালোবাসা
অভিমান মাখামাখি ।।
মুদিত কমলে ভ্রমরেরি প্রায়
বন্দী হইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়
চাহিয়া চাহিয়া মিনতি জানায়
সুনীল আকাশে ডাকি' ।।

পাঠান্তর

এত কথা কি গো কহিতে জানে চঞ্চল ঐ আঁখি
নীরব ভাষায় কিযে কয়ে যায় মনের বনের পাখি
মুদিত কমলে ভ্রমরেরি প্রায় বন্দী হইয়া কাঁদিয়া বেড়ায়
চাহিয়া চাহিয়া মিনতি জানায় সুনীল আকাশে ডাকি।
বুঝিতে পারিনা ও আঁখির ভাষা
জলে ডুবে তবু মেটেনা পিয়াসা
আদর সোহাগ প্রেম ভালবাসা অভিমান মাখা মাখি।
মানস-সায়রে মরালেরি প্রায়
গহন সলিলে ভেসে ভেসে চায়
আমার হিয়ার নিভৃত ব্যথায় সাধ যায় ধরে রাখি।

*** ২১১. রাগ : পাহাড়ি, তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

এলো ফুলের মরশুম শরাব ঢালো সাকি
বকুল শাখে কোকিল ওঠে ডাকি' ।।
গেয়ে ওঠে বুলবুল আঙ্গুর-বাগে
নীল আঁখি লাল হলো রাঙা-অনুরাগে
আজি ফুল-বাসরে শিরাজির জল্‌সা
বরবাদ্ হবে না-কি ।।
চাঁপার গেলাস ভরি' ভোমরা মধু পিয়ে
মহুয়া ফুলের বাসে আঁখি আসে ঝিমিয়ে।
পাপিয়া পিয়া পিয়া ডাকে বন-মাঝে
গোলাপ-কপোল রাঙে গোলাপী লাজে

হৃদয়-ব্যথার সুধা আছে তব কাছে
রেখো না তারে ঢাকি'॥

*** ২১২. তাল : কাহারবা**

ও, কূল-ভাঙা নদী রে,
আমার চোখের নীর এনেছি মিশাতে তোর নীরে॥
যে লোনা জলের সিন্ধুতে নদী, নিতি তব আনাগোনা
মোর চোখের জল লাগ্‌বে না ভাই তোর চেয়ে বেশি লোনা।
আমায় কাঁদাতে দেখে আস্‌বিনে তুই রে,
উজান বেয়ে ফিরে' নদী, উজান বেয়ে ফিরে'॥
আমার মন বোঝে না, নদী—
তাই বারে বারে আসি ফিরে তোর কাছে নিরবধি।
তোরই অতল তলে ডুবিতে চাই রে,
তুই ঠেলে দিস্ তীরে (ওরে)॥

*** ২১৩.**

ও কে উদাসী বেণু বাজায়
ডাকে করুণ সুরে আয় আয়॥
ও সে বাঁধন-হারা বাহির-বিলাসী
গৃহীরে করে সে পরবাসী
রস-যমুনায় উজান বহায়॥
মম মনের ব্রজে ওসে কিশোর রাখাল
যেন বাজায় বাঁশি শুনি অনাদিকাল
তার সরল বাঁশি তার তরল তাল
অন্তরে গরল-সুধা মেশায়॥

*** ২১৪. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

ওগো চৈতী রাতের চাঁদ, যেয়ো না
সাধ না মিটিতে যেতে চেয়ো না॥
হের তরুলতায় কত আশার মুকুল,
ওগো মাধবী-চাঁদ আজো ফোটেনি ফুল,
তুমি যেয়ো না, প্রিয় যেয়ো না —
ঝরা মুকুলে বনবীথি ছেয়ো না
তুমি যেয়ো না, প্রিয় যেয়ো না, ওগো যেয়ো না॥
আজো ভোলেনি পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' গাওয়া
তুমি এখনি বিদায়-গীতি গেয়ো না
তুমি যেয়ো না, প্রিয় যেয়ো না॥

*** ২১৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

ওরে গো-রাখা রাখাল তুই কোথা হতে এলি রে
আষাঢ় মাসের মেঘের বরণ কেমন ক'রে পেলি রে॥
কে দিয়েছে আল্‌তা মেখে পা'য়,
চল্‌তে গেলে নূপুর বেজে' যায় রে; নূপুর বেজে' যায়।
তোর আদুল গায়ে বাঁধা কেন পীলা রঙের চেলি রে॥
তোর ঢলঢলে দুই চোখে যেন নীল শালুকের কুঁড়ি রে
তোরে দেখে কেন হাসে যত গোপ-কিশোরী রে।
তোর গলার মালার গন্ধে আমার মন

গুন্‌গুনিয়ে বেড়ায় রে মৌমাছি যেমন রে;
তুই ঘর-সংসার ভুলালি কোন্ মায়াতে ফেলি' রে।।

* ২১৬. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

কত জনম যাবে তোমার বিরহে
স্মৃতির জ্বালা পরাণ দহে।।
শূন্য গেহ মোর শূন্য জীবনে,
এক থাকারি ব্যথা কত সহে (ওগো)
স্মৃতির জ্বালা পরাণ দহে।।
দিয়েছি যে জ্বালা জীবন ভরি' হায়
গলি' নয়ন-ধারায় সে ব্যথা বহে
স্মৃতির জ্বালা পরাণ দহে।।

* ২১৭. তাল : ত্রিতাল

কত যুগ পাই নাই তোমার দেখা
থাকিতে পারি না আর একা একা।।
জানি না কোথায় থাকো
সেথায় আমারে ডাকো
মুছে এলো বুকে বঁধু স্মৃতির রেখা।।
তুমি জলধি, তোমাতে মিশে শতেক নদী
আমি রুদ্ধ-সায়র কাঁদি নিরবধি।
দেখা কি পাব না হায়
আশা যে ফুরায়ে যায়
শ্রাবণে এলো গো মেঘ, কাঁদিছে কেকা।।

* ২১৮.

কে হেলে দুলে চলে এলোচুলে
হেসে নদীকূলে এলো হেলে দুলে!
নূপুর রিনিকি ঝিনি বাজে রে
পথ-মাঝে রে, বাজে রে।।
দূরে মন উদাসি' বাজে বাঁশের বাঁশি,
বকুল-শাখে পাপিয়া ডাকে—
হেরিয়া বুঝি এই বন-বালিকায়
রঙীন সাজে রে, বাজে রে।।
এ বুঝি নদীর কেউ
তাই অধীর হলো জলে ঢেউ।
চন্দন-মাখা যেন চাঁদের পুতলি
যত চলে তত রূপ ওঠে উথলি'
মেঘে লুকালো পরী লাজে রে, বাজে রে
পথ-মাঝে রে, বাজে রে।।

* ২১৯.

কেঁদো না কেঁদো না মাগো কে ব'লেছে কালো?
ঈষৎ হাসিতে তোর ত্রিভুবন আলো, কে ব'লেছে কালো।।
কে দিয়েছে গালি তোরে, মন্দ সে মন্দ।

যে বলেছে কালি তোরে, অন্ধ সে অন্ধ!
মোর তারায় সে দেখে নাই তার নয়ন-তারায় নাই আলো ৷৷
রাখে লুকিয়ে মা তোর নয়ন-কমল
কোটি আলোর সহস্র দল (মাগো)
তোর রূপ দেখে মা লজ্জায় শিব অঙ্গে ছাই মাখালো ৷৷
তোর নীল-কপোলে কোটি তারা, চন্দনেরি ফোটার পারা
ঝিকিমিকি করো গো —
মা তোর দেহলতায় অতুল কোটি রবি-শশীর মুকুল
ফোটে আবার ঝরে গো —
তুমি হোমের-শিখা বহ্নি-জ্যোতি, তুমি স্বাহা দীপ্তিমতী
আঁধার ভুবন ভবনে মা কল্যাণ-দীপ জ্বালো
তুমি কল্যাণ-দীপ জ্বালো ৷৷

* ২২০. রাগ : দুর্গা, তাল : আদ্ধা

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া
প্রাতে কোকিল কাঁদে নিশীথে পাপিয়া ৷৷
এ ভরা ভাদরে আমার এ মরা নদী
উথলি' উথলি' উঠিছে নিরবধি
আমার ভাঙা ঘটে, আমার এ হৃদিতটে
চাপিতে গেলে ওঠে দু'কূল ছাপিয়া ৷৷
নিষেধ নাহি মানে আমার এ পোড়া আঁখি
জল লুকাবো কত কাজল মাখি' মাখি'
ছলনা ক'রে হাসি, অমনি জলে ভাসি
ছলিতে গিয়া আসি ভয়েতে কাঁপিয়া ৷৷

* ২২১.

ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল উড়ে যায়।
আমি চলিতে নারি পথে দাঁড়ায় নিরুপায়
খুলে পড়ে গো বাজুবন্দ ধরিতে আঁচল
কোন্ ঘূর্ণি বাতাস এলো ছন্দ-পাগল
লাগে নাচের ছোঁয়া দেহের কাঁচ-মহলায়
হয়ে পায়েলা উতলা সাধে ধরিয়া পায় ৷৷
খুলিয়া পড়ে খোঁপায়, কবরীর ফুলহার
হাওয়ার রূপে গো এলো কি বঁধু আমার
এমনি দুরন্ত আদর সোহাগ তার
একি পুলক-শিহরণে পরান মুরছায় ৷৷

* ২২২. তাল : কাহারবা

খুলেছে আজ রঙের দোকান বৃন্দাবনে হোরির দিনে।
প্রেম-রঙিলা ব্রজ-বালা যায় গো হেথায় আবির কিনে ৷৷
আজ গোকুলের রঙ মহলায়
রামধনু ঐ রঙ পিয়ে যায়
সন্ধ্যা-সকাল রাঙতো না গো ঐ হোরির কুমকুম্ বিনে ৷৷
রঙ কিনিতে এসে সেথায় রবি শশী আকাশ ভেঙে'
এই ফাগুনী ফাগের রাগে অশোক শিমুল ওঠে রেঙে'।
আসে হেথায় রাধা-মাধব এই রঙেরই পথ চিনে ৷৷

* ২২৩. তাল : কাহার্‌বা

গহীন রাতে ঘুম কে এলে ভাঙাতে
ফুল-হার পরায়ে গলে দিলে জল নয়ন-পাতে ॥
যে জ্বালা পেনু জীবনে
ভুলেছি রাতে স্বপনে
কে তুমি এসে গোপনে ছুঁইলে সে বেদনাতে ॥
যবে কেঁদেছি একাকী
কেন মুছালে না আঁখি
নিশি আর নাহি বাকি, বাসি ফুল ঝরিবে প্রাতে ॥

* ২২৪. তাল : কাহার্‌বা

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়
আজিকে যে রাজাধিরাজ কা'ল সে ভিক্ষা চায় ॥
অবতার শ্রীরামচন্দ্র যে জানকীর পতি
তারও হলো বনবাস রাবণ করে দুর্গতি।
আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হায় ॥
স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান
পুত্র তার হলো হত যদুপতি যার সহায় ॥
মহারাজ হরিশচন্দ্র, রাজ্য দান ক'রে শেষ
শ্মশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল-বেশ
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন, ললাট-লেখা কে খণ্ডায় ॥

* ২২৫. রাগ : মধুমাধবী-সারঙ্, তাল : ত্রিতাল

চৈতালী চাঁদিনী রাতে —
নব মালতীর কলি মুকুল-নয়ন তুলি'
নিশি জাগে আমারি সাথে ॥
পিয়াসী চকোরীর দিন-গোনা ফুরালো
শূন্য-গগনের বক্ষ জুড়ালো
দক্ষিণ-সমীরণ মাধবী-কঙ্কণ
পরায়ে দিল বনভূমির হাতে ॥
চাঁদিনী তিথি এলো, আমারি চাঁদ কেন এলো না;
বনের বুকের আঁধার গেল গো — মনের আঁধার গেল না।
এ মধু-নিশি মিলন-মালায়
কাঁটার মত আমি বিঁধিয়া আছি. হায়!
সবারই আঁখিতে[১] আলোর দেয়ালি
অশ্রু আমারি নয়ন-পাতে ॥

[১] আলয়ে

* ২২৬. তাল : দাদ্‌রা

চৈতী চাঁদের আলো আজ ভালো নাহি লাগে,
তুমি নাই মোর কাছে — সেই কথা শুধু জাগে ॥
এই ধরণীর বুকে কত গান কত হাসি,
প্রদীপ নিভায়ে ঘরে আমি আঁখি-নীরে ভাসি,
পরানে বিরহী বাঁশি ঝুরিছে করুণ রাগে ॥

এ কী এ বেদনা আজি আমার ভুবন ঘিরে,
ওগো অশান্ত মম, ফিরে এসো, এসো ফিরে।
বুলবুলি এলে বনে বলে যাহা বনলতা —
সাধ যায় কানে কানে আজি বলিব সে কথা,
ভুল বুঝিও না মোরে বলিতে পারিনি আগে।।

* ২২৭. তাল : কাহারবা

জগতের নাথ কর পার হে
মায়া-তরঙ্গে টলমল তরণী অকূল ভব পারাবার হে।।
নাহি কাণ্ডারি ভাঙা মোর তরী আশা নাই কূলে উঠিবার
আমি গুণহীন ব'লে করো যদি হেলা শরণ লইব তবে কার।।
সংসারেরি এই ঘোর পাথারে ছিল যারা প্রিয় সাথী
একে একে তারা ছাড়িয়া গেল হায় ঘনাইল যেই দুখ-রাতি।
ধ্রুবতারা হয়ে তুমি জ্বালো
অসীম আঁধারে প্রভু আশারই আলো
তোমার করুণা বিনা হে দীনবন্ধু, পারের আশা নাহি আর।।

* ২২৮. তাল : কাহারবা

জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী
জাগো জাগো!
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি।।
দ্রীম্ দ্রীম্ দ্রীম্ রণ-ডঙ্কা
শোন বোলে নাহি শঙ্কা!
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী।।
অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান।
আমরা সৃজিয়া যাই নতুন যুগ ভাই
মোরা নবতম ভারত-বিধাত্রী।।
সাগরের শঙ্খ ঘন ঘন বাজে,
রণ-অঙ্গনে চল্ কুচ্‌কাওয়াজে।
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে
ভারত-রক্ষী মোরা নব শাস্ত্রী।।

* ২২৯. তাল : কাহারবা

জানি জানি তুমি আসিবে ফিরে।
আবার উঠিবে চাঁদ নিরাশার তিমিরে।।
নিঝুম কাননে থাকি'
ডাকিবে বনের পাখি,
দখিন সমীরণ আবার বহিবে ধীরে।।
আবার গাঙের জলে আসিবে জোয়ার
জ্বলিবে আশার দীপ, রবে না আঁধার।
তোমার পরশ লেগে

ঘুম মোর যাবে ভেঙে,
একদা প্রভাতে প্রিয় আকুল নয়ন-নীরে।।

*** ২৩০. তাল : কাহার্‌বা**

তব চঞ্চল আঁখি কেন ছলছল হে।
হরি মোরা অবিরল জলে ভাসে কমল
হেরি আজি কমলে উথলে জল হে।।
চিরদিন কাঁদায়েছে যে জল নিঠুর
আজি অশ্রু করেছে তারে একি সুমধুর
বঁধু সাধ যায় ধরি তব সমুখে মুকুর
যেন বরষিছে চাঁদ মুকুতাদল হে।।
কোন্ অকরুণা ভাঙিল হে পাষাণের বাঁধ
তব কলঙ্ক লেখা গেল ধুয়ে যে হে চাঁদ।
কাঁদ কাঁদ হে বঁধু তবে বুঝিবে মনে
কত বেদনা পেলে জল ঝরে নয়নে
আজি কাঁদিয়া শ্যামল হ'লে নির্মল হে।।

*** ২৩১. তাল : কাহার্‌বা**

তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম আমি প্রেম-পাগলিনী রাধা।
তব ডাক শুনে ছুটে যাই বনে আমি না মানি কুলের বাধা।।
শূন্য প্রাণের গাগরি ঘিরে
নিতি আসি রস-যমুনার তীরে
অঙ্গ ভাসায়ে তরঙ্গ-নীরে শুনি তব বাঁশি সাধা।।
যুগ-যুগান্ত অনন্ত কাল হৃদয়-বৃন্দাবনে
তোমাতে আমাতে এই লীলা, নাথ! চলেছে, সঙ্গোপনে।
মোর সাথে কাঁদে প্রেম-বিগলিতা
ভক্তি ও প্রীতি বিশাখা-ললিতা।
তোমারে যে চায়, মোর মতো, হায়! সার শুধু তার কাঁদা।।

*** ২৩২. তাল : দাদ্‌রা**

তুমি আমার সকাল বেলার সুর
হৃদয় অলস-উদাস-করা অশ্রু ভারাতুর।।
ভোরের তারার মত তোমার সজল চাওয়ায়,
ভালোবাসার চেয়ে সে যে কান্না পাওয়ায়
রাত্রি-শেষের চাঁদ তুমি গো বিদায়-বিধুর।।
তুমি আমার ভোরের ঝরা ফুল
শিশির-নাওয়া শুভ্র-শুচি পূজারিণীর ভুল।
অরুণ তুমি, তরুণ তুমি, করুণ তারো চেয়ে
হাসির দেশে তুমি যেন বিষাদ-লোকের মেয়ে,
তুমি ইন্দ্র-সভার মৌন-বীণা নীরব নূপুর।।

*** ২৩৩. তাল : ফের্‌তা**

তুমি এলে কে গো চির-সাথী অবেলাতে
যবে ঝুরিছে সন্ধ্যামণি আঙিনাতে।
ওগো কে এলে গো চির-সাথী অবেলাতে।।

রোদের দাহে এলে স্নিগ্ধ-বাস ফুল-রেণু
নিঝুম প্রাণে এলে বাজায়ে ব্যাকুল বেণু
ওগো চাঁদের তিলক এলে আঁধার রাতে।
ওগো কে এলে গো চির-সাথী অবেলাতে।।
ফুল ঝরার বেলা এলে মোর শেষ অতিথি
কাঁদে হা হা স্বরে রিক্ত কানন-বীথি।
এলে রে মরুভূমি পিয়াসী চকোর মোর
শুক্লাতিথি শেষে কাঁদিতে এলে চকোর?
আসিলে জীবন-সাঁঝে ঘুম ভাঙাতে।
ওগো কে এলে গো চির-সাথী অবেলাতে।।

* ২৩৪. তাল : কেরবা

স্ত্রী : তুমি কি নিশীথ চাঁদ ভাঙাতে ঘুম
চুপি চুপি আসিলে বাতায়নে।
পুরুষ : তুমি কি গো বন-দেবী পুষ্প-শোভিতা
চেয়ে আছ কোন্ দূরে আনমনে।।
স্ত্রী : তোমারে হেরিয়া ফোটে মালতী হেনা
হে চির চেনা
পুরুষ : সুদূর বনান্তে সমীরণ হেরি' তোমায় হ'লো অধীর
পাপিয়া ডাকে বকুল বনে।।
স্ত্রী : তব কলঙ্ক অধিক মধুর লাগে হে কলঙ্কী চাঁদ,
তোমারে হেরিয়া যত সাধ জাগে প্রাণে জাগে তত অবসাদ।
পুরুষ : তোমার ছায়া প'ড়ে মোর আননে
কলঙ্কী নাম হলো মোর এই ভুবনে।
উভয়ে : আকাশের চাঁদে কুমুদ ফুলে
মিলন হ'লো ধরার ভুলে
অশ্রুসায়রে সঙ্গোপনে।।

* ২৩৫. তাল : দাদ্‌রা

তোমার আমার এই বিরহ সইব কত আর
রইবে কত আড়াল টেনে গ্রহ-তারকার।।
তৃষিত মোর হৃদয় যাচে
এসো আমার বুকের কাছে
যেমন দূরের চাঁদকে ডাকে ব্যাকুল পারাবার।।
হাত চাহে মোর ব'সো কাছে করবো সেবা তব,
নয়ন বলে নয়ন পাতায় রাখবো হে বল্লভ।
হে নাথ তোমার তীর্থ-পথে
এ প্রাণ চাহে ধূলি হ'তে
ঘুচবে কবে মোদের মাঝে অসীম অন্ধকার।।

* ২৩৬. তাল : কাহারবা

তোমার আসার আশায় দাঁড়িয়ে থাকি একলা বালুচরে
নদীর পানে চেয়ে মন যে কেমন করে।।
অনেক দূরে তরী বেয়ে আসে যদি কেউ,

আমার বুকে দুলে ওঠে উজান নদীর ঢেউ;
নয়ন মুছে চেয়ে দেখি সে গিয়েছে স'রে।।
আঁচল-ঢাকা ফুলগুলিও শুকায় বুকের তলে
ঘরে ফিরে গাগরি মোর ভ'রে নয়ন জলে।
বিদেশেতে যায় অনেকে আবার ফিরে আসে,
কপাল দোষে তুমি শুধু রইলে পরবাসে;
অধীর নদীর রোদন বাজে বুকের পিঞ্জরে।।

* ২৩৭. তাল : কাহার্‌বা

তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বঁধু আমি
শুকাতে হয় শুকাইব ঐ বুকে ক্ষণেক থামি'।।
ঐ নয়নের জ্যোতি হব তিল হব কপোলের
দুলব মণির মালা হয়ে ঐ গলে দিবস-যামি।।
অঙ্গে তোমার রূপ হব গো ধূপ হব মিলন-রাতে,
গহীন ঘুমে স্বপন হব জল হব নয়ন-পাতে (আমি)।
তোমার প্রেমের সিংহাসনে রানী হব, হে রাজা মোর।
চরণতলের ধূলি হব হে আমার[১] জীবন-স্বামী।।

১. মোর

* ২৩৮. তাল : কাহার্‌বা

তোমার মনে ফুটবে যবে প্রথম মুকুল
প্রিয় হে প্রিয় আমারে দিও সে প্রেমের ফুল।।
দীরঘ বরষ মাস তাহারই আশে
জাগিয়া রব তব দুয়ার পাশে
বহিবে কবে ফুল-ফোটানো দখিনা বাতাস অনুকূল।।
আর কারে দাও যদি আমার সে ধ্যানের কুসুম
ক্ষতি নাই, ওগো প্রিয়, ভাঙুক, এ অকরুণ ঘুম।
গুঞ্জরি' গুঞ্জার' ভ্রমর সম
কাঁদিব তোমারে ঘিরি', প্রিয়তম।
হুতাস বাতাস সম কুসুম ফুটায়ে চলে যাব দূরে বেভুল।।

* ২৩৯. তাল : ফের্‌তা

দিল দোলা ওগো দিল দোলা
কোন্ দখিন হাওয়া গজল-গাওয়া কুসুম-ছাওয়া বনে।
ওঠে চমকি' চমকি' পরান ক্ষণে ক্ষণে।।
ফুল-বঁধুদের মধু যেচে' বেড়ায় হিয়া নেচে' নেচে'
দেখেছিলাম স্বপনে যায় পেয়েছি তায় আজকে জাগরণে।।
কূল ছাপিয়ে মন-তটিনী নটিনীর বেশে, দুলে' দুলে' যায় ভেসে'।
বসন-ভূষণ আজি শাসন নাহি মানে খুশির তুফানে।
আপনাকে কা'র পায়ে, দিতে চাহি বিলায়ে
চাহি কুঞ্জপথে ঝ'রে যেতে ঝরা ফুলের সনে।।

* ২৪০. তাল : ফের্‌তা

নতুন খেজুর রস এনেছি মেটে কলস ভ'রে
ভিন গাঁ হতে এনেছি গো রস-পিয়াসি
ও আমার রস-পিয়াসি রসিক জনের তরে।।

মিঠে রোদে শীতের দিনে
তরুণ-বধূ লও গো কিনে
ফাগুন-হাওয়া বইবে প্রাণে, ওগো হাল্‌কা-নেশার ঘোরে ॥
মলিন মুখে দিয়ে দেখ নলিন খেজুর-গুড়
বাহির-ভিতর হবে তাহার মিষ্টিতে ভরপুর
ওগো মিষ্টিতে ভরপুর।
মোর তনুর চেয়ে অনেক বেশি
মধুর এ রস ও বিদেশী,
রস না পিয়েও ঝিমিয়ো না গো নেশায় অমন ক'রে ॥

* ২৪১. তাল : দাদ্‌রা

নদীর স্রোতে মালার কুসুম ভাসিয়ে দিলাম, প্রিয়!
আমায় তুমি নিলে না, মোর ফুলের পূজা নিও ॥
পথ-চাওয়া মোর দিনগুলিরে
রেখে গেলাম নদীর তীরে
আবার যদি আস ফিরে — তুলে গলায় দিও ॥
নিভে এলো পরান-প্রদীপ পাষাণ-বেদীর তলে,
জ্বালিয়ে তা'রে রাখব কত শুধু চোখের জলে;
তারা হয়ে দূর আকাশে
রইব জেগে' তোমার আশে,
চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে' আমারে স্মরিও ॥

* ২৪২. রাগ : দুর্গা, তাল : কাহার্‌বা

নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল ॥
হেরিয়া নিশি-প্রভাতে
শিশির কমল-পাতে
ভাব বুঝি বেদনাতে কেঁদেছে কমল ॥
এ শুধু শীতের মেঘে
কপট কুয়াশা লেগে'
ছলনা উঠেছে জেগে' এ নহে বাদল ॥
কেন কবি খালি খালি
হ'লি রে চোখের বালি
কাঁদাতে গিয়া কাঁদালি নিজেরে কেবল ॥

* ২৪৩. তাল : কাহার্‌বা

নাইতে এসে ভাটির স্রোতে কল্‌সি গেল ভেসে
সেই দেশে যাইও রে কল্‌সি, বন্ধু রয় যে দেশে ॥
জল্‌কে এসে' কাল সকালে কখন মনের ভুলে
ভাসিয়েছিলাম বন্ধুর লাগি' খোঁপার কুসুম খুলে',
কূলে এসে লাগ্‌লো সে ফুল আজকে বেলাশেষে ॥
কাল্‌কে আমার খোঁপার কুসুম পায়নি খুঁজে যারে, —
কল্‌সি আমার জলে ভেসে' তুলে আনো তারে।
আমার নয়ন-জল নিয়ে যাও, ঢেলো বন্ধুর পা'য়;

পিদিম জ্বেলে' রইব জেগে তাহারি আশায়
আর কতদিন রইব এমন যোগিনীর বেশে।।

* ২৪৪. তাল : কাহার্‌বা

নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল নটবর
সুঠাম মনোহর মধুর ভঙ্গে
ঘিরি' সে চরণ ঘুরিছে অগণন
গ্রহ-তারা গোপী সম রঙ্গে।।
হেরিয়া তাহারি নৃত্যের হিল্লোল
পবন উন্মন সাগরে জাগে দোল
সে নাচে বিবশ নিশীথ দিবস
জাগে হিন্দোল আলো-আঁধার তরঙ্গে।।
সে নাচে বৃষ্টি হয় কোটি সৃষ্টি নির্ঝর সম ঝরে ছন্দ
সে নাচ হেরিয়া বন্ধন টুটে গো জাগে অনন্ত আনন্দ।
ষড় ঋতু ঘুরে' ঘুরে' হেরে সেই নৃত্য
প্রেমাবেশে মাতোয়ারা নিখিলের চিত্ত
তাই এ ত্রিভুবন হলো না রে পুরাতন
পেল চির-যৌবন নাচি' তারি' সঙ্গে।।

* ২৪৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

নাচের নেশার ঘোর লেগেছে নয়ন পড়ে ঢু'লে (লো)।
বুনোফুল পড়লো ঝ'রে নাচের ঘোরে
দোলন-খোঁপা খুলে (লো)।।
শুনে এই মাদল-রাজা
নাচে চাঁদ রাতের রাজা নাচে লো নাচে —
শালুকের কাঁকাল ধ'রে
তাল-পুকুরের জলে হে'লে দু'লে (লো)।।
আঁউরে গেল ঝুম্‌কো জবা লেগে গরম গালের ছোঁওয়া
বাঁশি শুনে ঘুলায় মনে কয়লা-খাদের ধোঁওয়া (লো)।
সই নাচ ফুরালে ফিরে' ঘরে,
রাত কাটাব কেমন ক'রে
পড়বে মনে বাঁশুরিয়ার চোখ দুটি টুলটুলে (লো)।।

* ২৪৬. তাল : কাহার্‌বা

নিরালা কানন-পথে কে তুমি চল একেলা।
দু'ধারে চরণ-পাতে ফুটায়ে ফুলের মেলা।।
তোমার ওই কেশের সবাস ফুলবন করিছে উদাস
কুসুম ভুলিয়া মলয় ও-কেশে করিছে খেলা।।
লুটায়ে পড়ে ফুল-দল পরিবে বলিয়া খোঁপায়
ওগো চলিবে বলি' বনতল ফুলেরা পরাগে রাঙায়,
ও-পায়ে আলতা হ'তে চায় রঙীন গোধূলি—বেলা।।
'চলিয়া যেয়ো না যেয়ো না' বলি' লতারা চরণে জড়ায়,
রেধিতে কন্টক-তরু, আঁচল ছাড়িতে না চায়;
আকাশে ইশারায় ডাকে দ্বিতীয়া চাঁদের ভেলা।।

*** ২৪৭. রাগ : বেহাগ, তাল : ত্রিতাল**

নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে
হে প্রিয়, কোথা তুমি দূর প্রবাসে॥
বিহগী ঘুমায় বিহগ-কোলে,
ঘুমায়েছে ফুলমালা শ্রান্ত আঁচলে;
ঢুলিছে রাতের তারা চাঁদের পাশে॥
ফুরায় দিনের কাজ, ফুরায় না রাতি,
শিয়রের দীপ হায় অভিমানে নিভে যায়
নিভিতে চাহে না নয়নের বাতি।
কহিতে নারি কথা তুলিয়া আঁখি
বিষাদ-মাখা মুখ গুণ্ঠনে ঢাকি'
দিন যায় দিন গুণে, নিশি যায় নিরাশে॥

*** ২৪৮. রাগ : প্রতাপ-বরালী, তাল : আদ্ধা**

নিশি-রাতে রিম্‌ ঝিম্‌ বাদল-নূপুর
বাজিল ঘুমের মাঝে সজল মধুর॥
দেয়া গরজে বিজলি চমকে
জাগাইল ঘুমন্ত প্রিয়তমকে
আধো ঘুম-ঘোরে চিনিতে নারি ওরে
'কে এলো কে এলো' ব'লে ডাকিছে ময়ূর॥
দ্বার খুলি' পড়শি কৃষ্ণা-মেয়ে-আছে চেয়ে'
মেঘের পানে আছে চেয়ে —
কারে দেখি আমি কারে দেখি
মেঘলা আকাশ না ঐ মেঘ্‌লা-মেয়ে।
ধায় নদী-জল মহাসাগর পানে
বাহিরে ঝড় কেন আমায় টানে
জমাট হয়ে আছে বুকের কাছে
নিশীথ-আকাশ যেন মেঘ-ভারাতুর॥

*** ২৪৯. তাল : ত্রিতাল**

নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে।
মন-গোকুলে রুনুঝুনু বোলে॥
কূলের বাঁধন টুটে,
যমুনা উথলি' ওঠে,
পুলকে কদম ফোটে পেখম খোলে
শিখী পেখম খোলে॥
ব্রজনারী কুল ভুলে'
লুটায় সে পদমূলে
চোখে জল, বুকে প্রেম — তরঙ্গ দোলে॥
শ্রীমতী রাধার সাথে
বিশ্ব ছুটিছে পথে,
হরি হরি ব'লে মাতে ত্রিভুবন ভোলে॥

* ২৫০. তাল : কাহার্‌বা

নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে
ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন আস্‌মানের কোলে রাঙা চাঁদ দোলে।।
কে এলো কে এলো গাহে কোয়েলিয়া,
পাপিয়া বুল্‌বুল্‌ উঠিল মাতিয়া,
গ্রহতারা ঝুঁকে করিছে কুর্নিশ হুরপরী হেসে পড়িছে ঢ'লে।।
জিন্নাতের আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশ্‌তা আম্বিয়া এসেছে ধেঁয়ে
তাহ্‌রীমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল্‌, খোদার আরশ টলে।।
এলো রে চির-চাওয়া এলো আখেরি নবী
সৈয়দে মক্কী মদনী আল্‌-আরবি,
নাজেল হয়ে সে যে ইয়াকুত-রাঙা ঠোঁটে
শাহ্‌দতের বাণী আধো আধো বোলে।।

* ২৫১. তাল : দাদ্‌রা

পরদেশী বঁধুয়া, এলে কি এতদিনে
আসিলে এতদিন কেমনে পথ চিনে।।
তোমারে খুঁজিয়া কত রবি-শশী
অন্ধ হইল প্রিয় নিভিল তিমিরে
তব আশে আকাশ-তারা দীপ জ্বালি'
জাগিয়াছে নিশি ঝুরিয়া শিশিরে।
শুকায়েছে স্বরগ দেবতা তোমা বিনে।।
কত জনম ধরি' ছিলে বল পাসরি'
এতদিনে বাঁশরি বাজিল কি বিপিনে।।

* ২৫২. তাল : দাদ্‌রা

পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি এমনিভাবে
এমনি ক'রে জনম কি মোর কেঁদেই যাবে।।
ওগো চপল বনের পাখি
ধরা তুমি দেবে না কি,
অন্তরালে থাকি' শুধু গান শোনাবে।।
কেন এলে নিঠুর তুমি পথিক হাওয়া
তোমার স্বভাব ফুল ফুটিয়েই ঝরিয়ে যাওয়া
হে বিরহী, লীলা-চতুর,
অশ্রু কি মোর এতই মধুর!
কবে এসে আ র অভিমান ভাঙাবে।।

* ২৫৩. তাল : কাহার্‌বা

প্রিয় কোথায় তুমি কোন্‌ গহনে
কোন্‌ ধ্রুবলোকে কোন্‌ দূর গগনে।।
খোঁজে কানন তোমায় মেলি' কুসুম-আঁখি,
'তুমি কোথায়' বলি' ডাকে বনের পাখি।
আছ ঠাকুর হয়ে কোন্‌ দেবালয়ে

কোন্ শ্রাবণ-মেঘে দখিনা পবনে ।।
সিন্ধু-বুকে মুখে লুকায়ে নদী
'তুমি কোথায়' বলি' কাঁদে নিরবধি।
জ্বালি' তারার বাতি
খোঁজে আঁধার রাতি,
তোমার খুঁজিয়া নিভিল জ্যোতি মোর নয়নে ।।

*** ২৫৪. তাল : দাদ্‌রা**

প্রিয়তম, এত প্রেম দিও না গো সহিতে পারি না আর
তটিনীর বুকে ঝাঁপায়ে পড়িলে কোন্ মহা-পারাবার ।।
তোমার প্রেমের বন্যায় বঁধু, হায়!
দুই কূল মোর ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়;
আমি নিজেরে হারাতে চাহিনি, বন্ধু; দিতে চেয়েছিনু হার ।।
তুমি চাহ বুঝি তুমি ছাড়া আর রহিবে না মোর কেউ,
তাই কি পরাণে তুফান তোলো গো এত রোদনের ঢেউ।
দেহ ও মনের সীমা ছাড়াইয়া মোরে
কোথায় নিয়ে যেতে চাও মোর হাত ধরে
বলো কোন্ মধুবনে শেষ হবে বঁধু আমাদের অভিসার ।।

*** ২৫৫. তাল : কাহার্‌বা**

ফাগুন ফুরাবে যবে —
উঠিবে দীরঘ শ্বাস চম্পার বনে
কোয়েলা নীরব হবে ।।
আমারে সেদিন যদি স্মরণে আসে
বেদনা জাগে ঝরা ফুল সুবাসে
আমার স্মৃতি যত ঝরা পাতার মত
ফেলিয়া দিও নীরবে ।।
যবে বাসর-নিশি ফুরাবে
রাতের মিলন-মালা প্রভাতে মলিন হবে;
সুখ শশী অস্ত যাবে—
আসিবে জীবনে তব বৈশাখী ঝড়
লুটাবে পথের' পরে ভেঙে যাবে ঘর
সেদিন স্মরণে তব আসিবে কি তাহারে
গৃহহীন করিয়াছ যাহারে ভবে ।।

*** ২৫৬. তাল : কাহার্‌বা**

ফিরে আয়, ঘরে ফিরে আয়
পথহারা, ওরে ঘর-ছাড়া,
ঘরে আয় ফিরে আয় ।।
ফেলে যাওয়া তোর বাঁশরি, রে কানাই —
কাঁদে লুটায়ে ধুলায়,
ফিরে আয় ঘরে আয় ।।
ব্রজে আয় ফিরে ওরে ও কিশোর
কাঁদে বৃন্দাবন কাঁদে রাধা তোর

বাঁধিব না আর ওরে ননী-চোর
অভিমানিনী ফিরে আয়।।

*** ২৫৭. তাল : কাহার্‌বা**

ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি
মোরে কাঁদায় নিতি যে ফিরিবে না আর।
ফিরায়েছি যা'য় কাঁদাইয়া হায়
সে কেন কাঁদায় মোরে বারেবার।।
তারই দেওয়া ফুলমালা, যারে দলিয়াছি পায়
সেই ছিন্নমালা কুড়ায়ে নিরালা আজি রাখি হিয়ায়।
বারে বারে ডাকি প্রিয় নাম ধ'রে তা'র।।
হানি' অবহেলা যারে দিয়েছি বিদায়
আজি তারি স্মৃতি, সে কোথায় সে কোথায়।
জ্বালি' নয়ন-প্রদীপ জাগি বাতায়নে
নিশি ভোর হয়ে যায় বৃথা জাগরণে
আজি স্বর্গ শূন্য মোর তারি বিহনে
কাঁদি আকাশ বাতাস মোর করে হাহাকার।।

*** ২৫৮. তাল : দাদ্‌রা**

ফুটলো সন্ধ্যামণির ফুল আমার মনের আঙিনায়
ফুল-ফোটাতে কে এলে ফুল ঝরানো সাঁঝ-বেলায়।।
আজ কি মোর দিনের শেষে
উঠ্‌লো চাঁদ মধুর হেসে'
কৃষ্ণা-তিথির তৃষ্ণা মোর মিটলো ওই জোছনায়।।
আজ যে আঁখি অশ্রুহীন কি দিয়ে ধোয়াই চরণ'
সুন্দর বরের বেশে এলে কি আমার মরণ'
দেখ বসন্তের পাখি
কোয়েলা গেছে ডাকি',
আনন্দের দূত তুমি ডাকিয়া ফুল ফোটায়।।

*** ২৫৯. তাল : কাহার্‌বা**

স্ত্রী	ফুল বীথি এলে অতিথি চম্পা মঞ্জরি-কুঞ্জে পড়ে ঝরি' চঞ্চল তব পায়
পুরুষ	কুড়ায়ে সেই ঝরা ফুল, চাঁপার মুকুল গেঁথেছি মোহন-মালিকা পরাব বলিয়া তোমার গলায়।।
স্ত্রী	হে রূপ-কুমার, সুন্দর প্রিয়তম এলে যে ফিরিয়া দাসীরে স্মরিয়া জীবন সফল মম।
পুরুষ	পরো কুন্তলে ধরো অঞ্চলে অমলিন প্রেম-পারিজাত,
স্ত্রী	কি হবে লয়ে সে ফুল-মালা যাহা নিশি ভোরে শুকায়।
পুরুষ	মোছ মোছ আঁখিধার লহ বাহুর হার ভোলো অতীত ব্যথায়।
উভয়ে	বিরহ অবসানে মিলন মধুর প্রিয় এ মিলন-নিশি যেন আর না পোহায়।।

* ২৬০. তাল : ত্রিতাল

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?
ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায় তব ম্লান ছবি
নীরব কেন কবি।।
যে বীণা তোমার কোলের[১] কাছে
বুক-ভরা সুর ল'য়ে জাগিয়া আছে,
তোমার পরশে ছড়াক হরষে
আকাশে-বাতাসে তা'র সুরের সুরভি
নীরব কেন কবি।।
তোমার যে প্রিয়া গেল বিদায় নিয়া অভিমানে রাতে —
গোলাপ হয়ে কাঁদে তাহারি কামনা উদাস-প্রাতে।
ফিরে যে আসিবে না ভোলো তাহারে
চাহ তাহার পানে দাঁড়ায়ে যে দ্বারে,
অস্ত-চাঁদের বাসনা ভোলাতে
অরুণ-অনুরাগে উদিল রবি
নীরব কেন কবি।।

১ পায়ের

* ২৬১. তাল : দাদ্‌রা

বঁধু, তোমার আমার এই যে বিরহ এক জনমের নহে।
তাই যত কাছে পাই তত এ হিয়ায় কি যেন অভাব রহে।।
বারে বারে মোরা কত সে ভুবনে আসি
দেখিয়া নিমেষে দুইজনে ভালোবাসি,
দলিয়া সহসা মিলনের সেই মালা (কেন) চলিয়া গিয়াছি দোঁহে।।
আমরা বুঝি গো বাঁধিব না ঘর, অভিশাপ বিধাতার।
শুধু চেয়ে থাকি, কেঁদে কেঁদে ডাকি, চাঁদ আর পারাবার
যেন চাঁদ আর পারাবার।
মোদের জীবন-মঞ্জরি দুটি হায়!
শতবার ফোটে' শতবার ঝ'রে যায়;
আমি কাঁদি ব্রজে (বঁধু), তুমি কাঁদ মথুরায়, মাঝে অপার যমুনা বহে।।

* ২৬২. তাল : কাহার্‌বা

বনে যায় আনন্দ-দুলাল
বাজে চরণে নূপুরের রুনুঝুনু তাল
বনে যায় গোঠে যায়।
ও কি নন্দ-দুলাল, ও কি ছন্দ-দুলাল
ও কি নন্দন-পথ-ভোলা নৃত্য-গোপাল।।
তার বেণু-রবে ধেনুগণ আগে যেতে পিছে চায়
ভক্তের প্রাণ গ'লে উজান বহিয়া যায়
লুকিয়ে দেখিতে এলো দেবতারি দল (তায়)
হয়ে কদম্ব তমাল—
ব্রজ-গোপিকার প্রাণ তার চরণে নূপুর
শ্রীমতি রাধিকা তার বাঁশরির সুর।
সে যে ত্রিলোকের স্বামী তাই ত্রিভঙ্গ-রূপ
করে বিশ্বের রাখালি সে চির-রাখাল।।

*** ২৬৩. তাল : কাহার্‌বা**

বল্‌ সখি বল্‌ ওরে স'রে যেতে বল্‌।
মোর মুখে কেন চায় আঁখি-ছল্‌ছল্‌,
ওরে স'রে যেতে বল্‌॥
পথে যেতে কাঁপে গা শরমে জড়ায় পা,
মনে হয় সারা পথ হয়েছে পিছল
ওরে স'রে যেতে বল॥
জল নিতে গিয়ে সই ওর চোখে চেয়ে রই
সান-বাঁধা ঘাট যেন কাঁপে টলমল
ওরে স'রে যেতে বল্‌॥
প্রথম বিরহ মোর
চায় কি ও চিত-চোর;
চাঁদিনী চৈতী রাতে আনে সে বাদল
স'রে যেতে বল্‌
ওরে স'রে যেতে বল॥

*** ২৬৪. তাল : দাদ্‌রা**

বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে আমার তনুর তীরে।
তুমি আসিলে না, (হায়!) আশার সূর্য ডুবিল সাগর-নীরে।
চলে যাই যদি, চিরদিন মনে
তোমার সে-কথা রহিবে স্মরণে
শুধু সেই কথা শোনার লাগিয়া হয়তো আসিব ফিরে॥
শুধু সেই আশে হয়তো এ তনু মরণে হবে না লীন
পথ চেয়ে চেয়ে, তব নাম গেয়ে বাজাব বিরহ-বীণ।
হের গো, আমার যাবার সময় হলো
তোমার সে-কথা মিথ্যা হবে না বলো,
কোন শুভক্ষণে নিমেষের তরে জড়াবে কণ্ঠ ঘিরে॥

*** ২৬৫. তাল : কাহার্‌বা**

বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা
তব পথ চাহি ভারত-যশোদা কাঁদিছে নিরালা॥
কৃষ্ণা-তিথির তিমির-হারী; শ্রীকৃষ্ণ এসো, এসো, মুরারি
ঘরে ঘরে আজ পুতনা-ভীতি হানিছে কালা॥
কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকের পাষাণ ভার নামাও নামাও
যুগ-যুগ-সম্ভব পূর্ণাবতার!
নিরানন্দ এ দেশ হাসুক আবার, আনন্দে হে নন্দলালা॥

*** ২৬৬. তাল : কাহার্‌বা**

বিরহের অশ্রু-সায়রে বেদনার শতদল
উদাসী অশান্ত বায়ে টলে টলমল টলমল॥
তব রাঙা পদতলে, প্রিয়
এই শতদলে রাখিয়ো,
বাজাইও মধুকর বীণা অনুরাগ-চঞ্চল॥

ঝড় এলো, এলো এলায়ে মেঘের কুন্তল
তুমি কোথায়, হায়, নিরাশায় ঝরে কমল-দল।
কেমনে কাটে তব বেলা
কোথা কোন লোকে একেলা;
দুই কূলে দুই জন কাঁদি, মাঝে নদী ছলছল॥

২৬৭. তাল : কাহারবা

বেল ফুল এনে দাও চাই না বকুল
চাই না হেনা, আনো আমের মুকুল॥
গোলাপ বড় গরবী এনে দাও করবী
চাইতে যূথী আন টগর — কি ভুল॥
কি হবে কেয়া, দেয়া নাই গগনে;
আনো সন্ধ্যামালতী গোধূলি-লগনে।
গিরি-মল্লিকা কই' চামেলি পেয়েছে সই
চাঁপা এনে দাও, নয় বাঁধব না চুল॥

* ২৬৮. তাল : দাদ্‌রা

ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় টেনে নে না তারে কোলে
মুছিয়ে দে তার নয়নেরি জল (সে যে) আপন মায়ের ছেলে॥
এত কাল যদি ছিলি এক ঠাঁই
আজ কেন ছাড়া হলি ঠাঁই ভাই
ভাই বিনে তোর আর কেহ নাই দিতে প্রাণ অবহেলে।
বিপদেতে পাবি কাহারে তখন
ভাই যদি রয় ফিরায়ে বদন
সেই ভায়ে তোর পরের মতন দিস্‌নে আজিকে ঠেলে॥

* ২৬৯. তাল : দাদ্‌রা

মনে রাখার দিন গিয়েছে এখন ভোলার বেলা
আর লাগে না ভালো আমার হৃদয় নিয়ে খেলা॥
লগ্ন ছিল সময় সময়
পরাণ ভরা ছিল প্রণয়,
সেদিন যদি আস্‌তে মলয় বস্‌তো ফুলের মেলা॥
সুকুমার সুন্দর যাহা ছিল আমার মাঝে
গেছে ম'রে নিরাশাতে ঝ'রে গেছে লাজে।
আজ উদাসীন শূন্য মনে
ঘুরে বেড়াই অকারণে
তোমার চেয়েও আমি আমায় হানি অবহেলা॥

* ২৭০. তাল : কাহারবা

মম বন-ভবনে ঝুলন দোলনা দে দুলায়ে উতল পবনে
মেঘ-দোলা দুলে বাদল গগনে॥
আয় ব্রজের ঝিয়ারি পরি' সুনীল শাড়ি
নীল কমল কুঁড়ি দুলায়ে শ্রবণে॥
নবীন ধানের মঞ্জরি কর্ণে
তপ্ত বক্ষ' ঢাকি' শ্যামল পর্ণে

ওড়না ছুপায়ে রাঙা রামধনু বর্ণে
আয় প্রেম-কুমারীরা আয় লো
উদাসী বাঁশির সুরে ডাকে শ্যামরায় লো
ঝরিবে আকাশে অবিরল বৃষ্টি
শ্যাম-সখা সাথে হবে শুভ-দৃষ্টি
এই ঝুলনের মধু-লগনে ॥

১ হিয়া

* ২৭১. তাল : কাহার্‌বা

মরুর ধূলি উঠ্‌লো রেঙে গোলাপ-রাগে
বুলবুলিরা উঠ্‌লো গেয়ে মক্কার গুল্‌বাগে ॥
খোদার প্রেমের কোন্ দিওয়ানা
দ্বারে দ্বারে দেয় রে হানা,
নবীন আশার আলোক পেয়ে, ঘুমন্ত সব জাগে ॥
এ কোন্ তরুণ প্রেমিক এলো কা'বার অঙ্গনে
সবুজ পাতার নিশান দোলায় শুক্‌নো খেজুর বনে।
এলো নব দীনের নকীব
চির-চাওয়া খোদার হাবীব
নিখিল পাপী-তাপী যাঁহার পায়ের পরশ মাগে ॥

* ২৭২. তাল : দাদ্‌রা

মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী মিষ্টি বেশি মেয়ের চেয়ে
চঞ্চলা এই লীলাময়ী মুক্তকেশী কালো মেয়ে ॥
সে মিষ্টি যত দুষ্টু তত এই কালো মেয়ে
গিরিঝর্না সম এলো ধেয়ে এই পার্বতী মেয়ে
করুণা অমৃত ধারায় ভুবন ছেয়ে এলো এই কালো মেয়ে।
মাকে চোখে চোখে রাখি
যদি কভু দেয় সে ফাঁকি
আমি ভয়ে ভয়ে থাকি গো
এই মায়াময়ী মেয়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকি গো।
আমি বহু সাধ্য-সাধনাতে পেয়েছি এই মা-কে গো
কোটি জনম তপস্যাতে পেয়েছি এই মা-কে গো
কোথায় রাখি, আমি কাঙ্গালিনী
কোথায় রাখি স্বরগের এই রতন পেয়ে
আমি কোথায় রাখি স্বরগের এই রতন পেয়ে ॥

* ২৭৩. তাল : দাদ্‌রা

মালা যদি মোর ধূলায় মলিন হয়
ব'সে আছি তাই অঞ্চলে নিয়ে কুসুমেরি সঞ্চয় ॥
ফুলহার যদি কর অবহেলা
তাই ভাবি আর ব'য়ে যায় বেলা
হৃদয়ে থাকুক লুকানো আমার হৃদয়ের পরিচয়
বিফল যদি গো হয় পূজা নিবেদন

মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাই পাষাণেরই নারায়ণ।
কেন কাছে আসি, এসে ফিরে যাই
যদি কেহ জেনে ভয় মানি তাই
সকলি সহিব, সহিতে নারিব হৃদয়ের পরাজয়॥

*** ২৭৪. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : ত্রিতাল**

মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ!
আমারি মত কাঁদে দিশাহারা
নয়ন পুতলি চাঁদে হারায়ে
হারায়ে তারি নয়ন তারা॥
আমার ভুবন আঁধারে ভরিয়া
নয়ন মণি মোর কে নিল হরিয়া
প্রিয় নাম ধরে তারে খুঁজি দিকে দিকে
শূন্য গগনে শুধু ঝরে বারি ধারা॥
হে আলোর রাজা বল বল মোরে
মোর আঁখি পুতলি কেন নিলে হ'রে
তব উৎসব সভা হ'তো না কি উজল
আমার আঁখির আলো ছাড়া॥

*** ২৭৫. তাল : কাহারবা**

যাই গো চ'লে যাই না-দেখা লোকে
জানিতে চির অজানায়।
নিরুদ্দেশের পথে মানস-রথে স্বপন-ঘুমে
মন যথা চ'লে যায়॥
সাগর-জলে পাতাল-তলে তিমিরে
অজানা মায়া আছে চিরদিন সে-দেশ ঘিরে —
মেঘলোক পারায়ে চাঁদের বুকে গ্রহ-তারায়॥
যাই হিমগিরি-চূড়াতে, মেরুর তুষারে,
আকাশের দ্বার খুলে' হেরিতে উষারে।
রামধনু ওঠে যথা পরীরা খেলে
যে-দেশ হইতে আসে এ জীবন, যেখানে হারায়॥

*** ২৭৬. তাল : কাহারবা**

যাক্ না নিশি গানে গানে জাগরণে
আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে॥
মন ছিল মোর পাতায় ছাওয়া
হঠাৎ এলো দখিন্ হাওয়া
পাতার কোলে কথার কুঁড়ি ফুট্‌লো অধীর হরষণে॥
সেই কথারই মুকুলগুলি সুরের সুতোয় গেঁথে গেঁথে,
কা'রে যেন চাই পরাতে কাহারে চাই কাছে পেতে।
জানি না সে কোন্ বিজনে
নিশীথ জেগে এ গান শোনে
না-দেখা তার চোখের চাওয়ায় আবেশ জাগায় মোর নয়নে

* ২৭৭. তাল : কাহার্‌বা

যাবার বেলায় ফেলে যেও একটি খোঁপার ফুল (প্রিয়)
আমার চোখের চেয়ে যেও একটু চোখের ভুল প্রিয় (প্রিয়)॥
অধর-কোণের ঈষৎ হাসির ক্ষণিক আলোকে
রাঙিয়ে যেয়ো আমার হিয়ার[১] গহন কালোকে
যেয়ো না গো মুখ ফিরিয়ে দুলিয়ে হীরের দুল[২]॥
একটি কথা ক'য়ে যেয়ো, একটি নমস্কার,
সেই কথাটি গানের সুরে গাইব বারেবার
হাত ধ'রে মোর বন্ধু ব'লো, একটু মনের ভুল॥

১. মনের ২. পাঠান্তর- যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দুলিয়ে যেয়ো দুল

* ২৭৮. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহার্‌বা

যে ব্যথায় এ অন্তর-তল নিশিদিন উঠিছে দুলে'।
তারি ঢেউ এ সঙ্গীতে মোর মুরছায় সুরের কূলে॥
ভালোবাসো তোমরা যারে
দু'দিনে ভোলো গো তারে (হায়)
শরতের সজল মেঘ-প্রায় কেঁদে যাও নিমেষে ভুলে॥
কঠিন পুরুষেরি মন
গলিয়া বহে গো যখন
বহে সে নদীর মতন চিরদিন পাষাণ-মূলে॥
আলোর লাগি' জাগে ফুল, নদী ধায় সাগরে যেমন,
চকোর চায় চাঁদ, চাতক মেঘ, যারে চায় তায় চাহে এই রে মন।
নিয়ে যায় সুদূর অমরায় পূজে তায় বাণী-দেউলে॥

* ২৭৯. তাল : ত্রিতাল

রহি' রহি' কেন সে-মুখ পড়ে মনে
ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে।
উদাসী অলস দুপুরে
মন উড়ে' যেতে চায় সুদূরে
যে বন-পথে সে ভিখারির বেশে
করুণা জাগায়ে ছিল সকরুণ নয়নে॥
তার বুকে ছিল তৃষ্ণা মোর ঘটে ছিল বারি
পিয়াসী ফটিকজল জল পাইল না গো
ঢলিয়া পড়িল হায় জলদ নেহারি।
তার অঞ্জলির ফুল পথ-ধূলিতে
ছড়ায়েছি – সেই ব্যথা নারি ভুলিতে
অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন
অন্তর জুড়িয়া ে ন কাঁদে সে গোপনে॥

* ২৮০. রাগ : ছায়ানট, তাল : ত্রিতাল

রিনিকি ঝিনিকি ঝিনিরিনি রিনি ঝিনিঝিনি বাজে পায়েলা বাজে
নওল কিশোরী ধায় অভিসারে ভবন তেয়াগি' বন-মাঝে॥
বারণ করে তায়
লতিকা ধরি' পায়
ভাব-বিলাসিনী না মানে গুরুজন-ভয় লাজে॥

আবেশ বিহ্বল এলোমেলো কুন্তল ছায়া-নটিনী চলে
মধুকর গুঞ্জে মাধবী কুঞ্জে কুসুম দীপালি জ্বলে।
সে রূপ হেরি' হায়
মুরলি থামিয়া যায়
পথ-ভোলা শশী কাননে এলো যেন রাধা-সাজে॥

* ২৮১. তাল : কাহারবা

লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া মজনুঁ গো আঁখি খোলো।
প্রিয়তম! এতদিনে বিরহের নিশি বুঝি ভোর হলো॥
মজনুঁ! তোমার কাঁদন শুনিয়া মরু-নদী পর্বতে
বন্দিনী আজ ভেঙেছে পিঞ্জর বাহির হয়েছে পথে।
আজি দখিনা বাতাস বহে অনুকূল,
ফুটেছে গোলাপ নার্গিস ফুল,
ওগো বুলবুল, ফুটন্ত সেই গুলবাগিচায় দোলো॥
বনের হরিণ-হরিণী কাঁদিয়া পথ দেখায়েছে মোরে,
হুরী ও পরীরা ঝুরিয়া ঝুরিয়া চাঁদের প্রদীপ ধ'রে।
আমার নয়নে নয়ন রাখিয়া
কি বলিতে চাও, হে পরাণ-পিয়া!
নাম ধ'রে ডাকো ডাকো মোরে স্বামী
ভোলো অভিমান ভোলো॥

* ২৮২. তাল : দাদ্‌রা

লায়লী! লায়লী! ভাঙিয়ো না ধ্যান মজনুঁর এ মিনতি;
লায়লী কোথায়? আমি শুধু দেখি লা এলা'র জ্যোতি॥
পাথর খুঁজিয়া ফিরিয়াছি প্রিয়া প্রেম-দরিয়ার কূলে,
খোদার প্রেমের পরশ-মানিক পেলাম কখন ভুলে।
সে মানিক যদি দেখ একবার
মজনুঁরে তুমি চাহিবে না আর
জুলেখা-ইয়ুসুফ লাজ মানে হেরি' তাহার খুব-সুরতি॥
মজনুঁরে ও যে লায়লী ভোলায় সে যে কত সুন্দর
বুঝিবে লায়লী যদি তুমি তারে নেহার এক নজর।
সাধ মিটিবে না হেথা ভালোবেসে,
চল চল প্রিয়া লা এলা'র দেশে
নিত্য মিলনে ভুলিব আমরা এই বিরহের ক্ষতি॥

* ২৮৩. তাল : কাহারবা

শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না
বরষা ফুরায়ে গেল আশা তবু গেল না॥
ধানি রঙ ঘাগরি, মেঘ-রঙ ওড়না
পরিতে আমারে মাগো, অনুরোধ ক'রো না
কাজরির কাজল মেঘ পথ পেল খুঁজিয়া
সে কি ফেরার পথ পেল না মা, পেল না॥
আমার বিদেশীরে খুঁজিতে অনুক্ষণ
বুনো হাঁসের পাখার মত উড়ু উড়ু করে মন।
আঁখি জলে মাগো, মাঠ-ঘাট থৈ থৈ

আমার হিয়ার আগুন নিভিল কই?
কদম-কেশর বলে, 'কোথা তোর কিশোর',
চম্পা ডালে দোলে শূন্য দোলনা॥

* ২৮৪.

শিউলি তলায় ভোর বেলায় কুসুম কুড়ায় পল্লী-বালা।
শেফালি পুলকে ঝ'রে পড়ে মুখে খোঁপাতে চিবুকে আবেশ-উতলা॥
ঘোম্‌টা খুলিয়া তার পিঠে[১] লুটায়
শিথিল কবরী লুটিছে পায়[২],
নৃত্যের ভঙ্গে ফুল তোলে রঙ্গে, আধো আঁধার বন তার রূপে উজালা॥
নিলাজ পাঁয়জোরে তার ওঠে ঝঙ্কার রিনিঝিনি, মন কয় চিনি চিনি
এ কি গো বন-দেবীর সতিনী
শিশির ধরে[৩] পায় আল্‌তার রঙ্‌ চায় পাখি তারি গান গায় বনে নিরালা॥

১. পিঠেতে ২. লুটিতেছে তার পায় ৩. ধরিয়া

* ২৮৫. তাল : কাহার্‌বা

শুধু নামে যাঁহার এত মধু সে বঁধু কেমন
শুধু নাম শুনে যাঁর জাগে জোয়ার পরানে এমন॥
শুধু যাহার বাঁশির সুরে
আমার যত নয়ন ঝুরে
ওগো না জানি তার রূপ কেমন মদন-মোহন॥
সে বুঝি লো' অপরূপ সে চির-নতুন
বাঁশির সুরের মতো আঁখি-সকরুণ।
তারে আমি দেখি যদি
কাঁদিব কি নিরবধি
ওগো, যেমন ক'রে ঐ যমুনা কাঁদে অনুক্ষণ॥

* ২৮৬. তাল : একতাল

শূন্য এ-বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয় ফিরে আয়!
তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায়॥
তুই নাই ব'লে ওরে উন্মাদ
পাণ্ডুর হ'ল আকাশের চাঁদ,
কেঁদে নদী-জল করুণ বিষাদ ডাকে : "আয় ফিরে আয়'॥
গগনে[১] মেলিয়া শত শত কর
খোঁজে তোরে তরু, ওরে সুন্দর!
তোর তরে বনে উঠিয়াছে ঝড় লুটায় লতা ধূলায়!
তুই ফিরে এলে, ওরে চঞ্চল
আবার ফুটিবে বনে ফুল-দল.
ধূসর আকাশ হইবে সুনীল তোর চোখের চাওয়ায়॥

১. আকাশে

* ২৮৭. রাগ : ধানেশ্রী-ভৈরবী, তাল : ত্রিতাল

সন্ধ্যামালতী যবে ফুলবনে ঝুরে
কে আসি' বাজালে বাঁশি ভৈরবী সুরে॥
সাঁঝের পূর্ণ চাঁদে অরুণ ভাবিয়া
পাপিয়া প্রভাতী সুরে উঠিল গাহিয়া

ভোরের কমল ভেবে সাঁঝের শাপ্‌লা ফুলে
গুঞ্জরে ভ্রমর ঘুরে' ঘুরে' ॥
বিকালের বিষাদে ঢাকা ছিল বনভূমি
সকালের মল্লিকা ফুটাইলে তুমি,
রাঙিলা উষার রঙে গোধূলি-লগন
শোনালে আশার বাণী বিরহ-বিধুরে ॥

* ২৮৮. রাগ : সিন্ধু-ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

সহসা কি গোল বাঁধালো পাপিয়া আর পিকে
গোলাপ ফুলের টুকটুকে রঙ চোখে লাগে ফিকে ॥
নাই বৃষ্টি বাদল ওলো,
দৃষ্টি কেন ঝাপ্‌সা হলো?
অশ্রু জলের ঝালর দোলে চোখের পাতার চিকে ॥
পলাশ-কলির লাল আঁখরে বনের দিকে দিকে
গোপন আমার ব্যথার কথা কে গেল সই লিখে।
মনের আমার পাইনে লো থেই;
কে যেন নেই, কী যেন নেই।
কে বনবাস দিল আমার মনের বাসন্তীকে ॥

* ২৮৯. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

এসো প্রাণে গিরিধারী
গোপীজন-মনোহারী।
চঞ্চল গোকুল-বিহারী ॥
লহ নব প্রীতির কদম-মালা
আনন্দ-চন্দন, প্রেম-ফুল-ডালা
নয়নে আরতি-প্রদীপ জ্বালা
অঞ্জলি লহ আঁখি-বারি ॥
প্রণয়-বিহ্বলা প্রাণ-রাধিকা
পরেছে তব নাম কলঙ্ক-টীকা।
অস্থির অনুরাগ গোপ-বালিকা
চাহে পথ তোমারি ॥

* ২৯০. তাল : কাহার্‌বা

সুন্দর অতিথি এসো, এসো, কুসুম-ঝরা বনপথে,
তোমার আশায় মুকুলগুলি চেয়ে আছে প্রভাত হ'তে ॥
তোমার আসার অনুরাগে
পাতায় পাতায় শিহর লাগে
কণ্ঠে কুহুর কূজন জাগে ভাসলো আকাশ আলোর স্রোতে ॥
চল্‌তে যদি বেদনা পায় তব কোমল চরণ-কমল
বন-বীথিকায় পথ-ধূলি ঝরা পল্লব পাপড়ি-দল।
পেয়ে আজি আসার আভাস
উতল হ'ল মন্দ বাতাস
চেয়ে আছে উদাসী আকাশ আস্‌বে কবে সোনার রথে ॥

* ২৯১. রাগ : পাহাড়ী মাঢ়, তাল : কাহারবা

সে চ'লে গেছে ব'লে কি গো স্মৃতিও হায় যায় ভোলা
ওগো মনে হ'লে তারি কথা আজো মর্মে সে মোর দেয় দোলা॥
ঐ প্রতিটি ধূলি কণায়
আছে তার ছোঁওয়া লেগে হেথায়,
আজো তাহারি আসার আশায়, রাখি মোর ঘরেরই সব দ্বার খোলা॥
হেথা সে এসেছিল যবে
ঘর ভরেছিল ফুল-উৎসবে,
মোর কাজ ছিল শুধু ভবে তার হার গাঁথা আর ফুল তোলা॥
সে নাই ব'লে বেশি ক'রে
শুধু তার কথাই মনে পড়ে,
হেরি তার ছবি ভুবন ভ'রে তারে ভুলিতে মিছে বলা॥

* ২৯২. রাগ : মিশ্র খাম্বাজ, তাল : কাহারবা

সৈয়দে মক্কী মদনী আমার নবী মোহাম্মদ
করুণা-সিন্ধু খোদার বন্ধু নিখিল মানব-প্রেমাস্পদ॥
আদম নূহ্, ইব্রাহিম দাউদ সোলেয়মান মুসা আর ঈসা,
সাক্ষ্য দিল আমার নবীর, সবার কালাম হ'ল রদ।
যাঁহার মাঝে দেখ্‌ল জগৎ ইশারা খোদার নূরের,
পাপ-দুনিয়ায় আনলো যে ের, পুণ্য বেহেশ্‌তী সনদ॥
হায় সিকান্দর খুঁজ্‌ল বৃথাই আব-হায়াত এই দুনিয়ায়
বিলিয়ে দিল আমার নবী, সে সুধা মানব সবায়।
হায় জুলেখা মজ্‌ল ঐ ইউসুফেরই রূপ দেখে,
দেখ্‌লে আমার নবীর সুরত্ যোগীন হত ভস্ম মেখে'।
শুন্‌লে নবীর শিঁরিন জবান, দাউদ মাগিত মদদ॥
ছিল নবীর নূর পেশানীতে, তাই ডুব্‌ল না কিস্তি নূহের
পুড়্‌ল না আগুনে হযরত ইব্রাহীম সে নমরুদের
হায়, দোজখ্ আমার হারাম হ'ল পিয়ে কোরানের শিঁরিন শ্যহদ্॥

* ২৯৩. তাল : কাহারবা

সোনার মেয়ে! সোনার মেয়ে!
তোমার রূপের মায়ায় আমার নয়ন-ভুবন গেল ছেয়ে'॥
ঝরে তোমার রূপের ধারা —
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা,
আকাশ-ভরা হাজার তারা তোমার মুখে আছে চেয়ে'॥
কোন্ গ্রহ-লোক ব্যথায় ভ'রে
কোন্ অমরা শূন্য ক'রে
(ওগো) রাখলে চরণ ধরার 'পরে রঙ্-সায়রের রঙে নেয়ে
শিল্পী আঁকে তোমার ছবি
তোমারি গান গাহে কবি
নিশীথিনী হারিয়ে রবি চাঁদ হাতে পায় তোমায় পেয়ে॥

* ২৯৪. তাল : কাহার্‌বা

সোনার হিন্দোলে কিশোর-কিশোরী দোলে ঝুলনের উৎসব রঙ্গে
বিন্দু বিন্দু বারি অবিরত পড়ে ঝরি' বাজে তাল জলদ মৃদঙ্গে॥
জড়াইয়া শ্যামে দোলে ভীরু রাধা
থির বিজুরি ডোরে মেঘ যেন বাঁধা
পল্লব কোলে ফুলদলে দোলে (যেন) গোপীদল গোপীবল্লভ সঙ্গে॥
উল্লাসে থরথর খরতর বহে বায়
পুলকে ডালে ডালে কদম্ব শিহরায়।
দৃষ্টিতে গোপীদের বৃষ্টির প্লাবনি
আনন্দ উতরোল গাহে বৃন্দাবনী
নূপুর মধুর বাজে যমুনা তরঙ্গে ঝুলনের উৎসব রঙ্গে॥

* ২৯৫. রাগ : মিয়াকী মল্লার, তাল : কাহার্‌বা

স্নিগ্ধ-শ্যাম-বেণী-বর্ণা এসো মালবিকা
অর্জুন-মঞ্জরি-কর্ণে গলে নীপ-মালিকা, মালবিকা॥
ক্ষীণা তন্বী জল-ভার-নমিতা
শ্যাম জম্বু-বনে এসো অমিতা
আনো কুন্দ মালতী যূই ভরি থালিকা, মালবিকা॥
ঘন নীল বাসে অঙ্গ ঘিরে
এসো অঞ্জনা রেবা-নদীর তীরে।
পরি' হংস-মিথুন আঁকা শাড়ি ঝিলমিল্
এসো ডাগর চোখে মাখি সাগরের নীল
ডাকে বিদ্যুৎ ইঙ্গিতে দিগ্-বালিকা, মালবিকা॥

* ২৯৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে বাঁধব না, বাঁধব না চুল।
কুসমী-রঙ শাড়ি, চুড়ি বেলোয়ারি
কিনে দে হাট থেকে, এনে দে মাঠ থেকে
বাবলা ফুল, আমের মুকুল, নৈলে বাঁধব না, বাঁধব না চুল॥
তিরকূট পাহাড়ে শাল-বনের ধারে বস্‌বে মেলা আজি বিকালবেলায়,
দলে দলে পথে চলে সকাল হতে বেদে-বেদেনী' নূপুর বেঁধে পায়
যেতে দে ওই পথে বাঁশি শুনে' শুনে' পরান বাউল
নৈলে বাঁধব না, বাঁধব না চুল॥
গলার মালা নাই কী যে করি ছাই,
খুঁজে এনে দে এনে দে রে সিঁয়া-কুল
নৈলে বাঁধব না, বাঁধব না চুল॥

সাঁওতাল গীতআলেখ্য

* ২৯৭. তাল : কাহার্‌বা

হে নামাজী! আমার ঘরে নামাজ পড় আজ।
দিলাম তোমার চরণ-তলে হৃদয়-জায়নামাজ॥
আমি গুনাহ্‌গার বে-খবর,
নামাজ পড়ার নাই অবসর

(তব) চরণ-ছোঁয়ায় এই পাপীরে কর সর্‌ফরাজ ॥
তোমার ওজুর পানি মোছ আমার পিরান দিয়ে
আমার এ ঘর হোক মসজিদ তোমার পরশ নিয়ে।
যে শয়তানের ফন্দিতে ভাই,
খোদায় ডাকার সময় না পাই
সেই শয়তান যাক দূরে, শুনে তক্‌বীরের আওয়াজ ॥

* ২৯৮. তাল : দাদ্‌রা

হে প্রিয়! তোমার আমার মাঝে এ বিরহের পারাবার
কেমনে হইব পার ॥
নিশীতের চখা-চখীর মতন
দুই কূলে থাকি' কাঁদি দুই জন
আসিল না দিন মোদের জীবনে অন্তহীন আঁধার ॥
সেধেছিনু বুঝি বাদ
কাহার মিলনে সে কোন্ জনমে তাই মিটিল না সাধ।
স্মৃতি তব ঝরা পালকের প্রায়
লুটায় মনের বালুচরে, হায়।
সে কোন্ প্রভাতে কোন্ নবলোকে মিলিব মোরা আবার ॥

* ২৯৯. তাল : কাহার্‌বা

হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে তুমি শুনিতে কি পাও?
আখেরি নবী প্রিয় আল-আরবি বারেক ফিরে চাও ॥
পিঁজরার পাখি সম অন্ধকারায়
বন্ধ থাকি' এ জীবন কেটে' যায়;
কাঁদে প্রাণ ছুটে যেতে তব মদিনায়
মরণের এই জিঞ্জির খুলে' দাও ॥
ফতেমার মেয়েদের হেরি' আঁখি-নীর
বেহেশ্‌তে কেমনে আছ তুমি থির!
যেতে নারি মস্‌জিদে শুনিয়া আজান,
বাহিরে ওয়াজ হয়, ঘরে কাঁদে প্রাণ
ঝুটা এই বোরখার হোক অবসান —
আঁধার হেরেমে আশা-আলোক দেখাও ॥

* ৩০০. রাগ : পটদীপ, তাল : ত্রিতাল

হে প্রিয় আমারে দিব না ভুলিতে
মোর স্মৃতি তাই রেখে' যাই শত গীতে ॥
বিষাদিত সন্ধ্যায় শুনিবে দূরে
বিরহী বাঁশী ঝুরে আমারি সুরে
আমারি করুণ গাথা গাহিবে কে কোথা
সজল মেঘ-ঘেরা নিশীথে ॥
গোধূলি-ধূসর ম্লান আকাশে
হেরিবে আমার মূরতি ভাসে
তব পদদলিত ফুলের বাসে
পড়িবে মনে আমারে চকিতে ॥

*** ৩০১. রাগ : ত্রিলোক কামোদ, তাল : ঝাঁপতাল**

সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ
হে মহাকাল প্রলয়-তাল ভোলো ভোলো ॥
ছড়াক তব জটিল জটা
শিশু-শশীর কিরণ-ছটা
উমারে বুকে ধরিয়া সুখে দোলো দোলো ॥
মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী সুরধুনী-তরঙ্গে
সঙ্গীত জাগাও হে তব নৃত্য-বিভঙ্গে।
ধুতরা ফুল খুলিয়া ফেলি'
জটাতে পরো চম্পা বেলি
শ্মশানে নব জীবন, শিব, জাগিয়ে তোলো[১] ॥

১ হে আদি কবি নবীন বাণী বোলো বোলো

*** ৩০২. তাল : কাহারবা**

নয়নে তোমার ভীরু মাধুরীর মায়া
বন-মৃগ সম উঠিছ চমকি' হেরিয়া আপন ছায়া ॥
প্রাতে উষার প্রায়
রেঙে ওঠো লজ্জায়
এলায়িত লতিকায় ভঙ্গুর তব কায়া ॥
দৃষ্টিতে তব আরতি-দীপের দ্যুতি
তুমি নিবেদিতা সন্ধ্যা-পূজা-আরতি।
তুমি অবগুণ্ঠিতা
বনলতা কুণ্ঠিতা
কোলাহল-শঙ্কিতা যেন গো তাপস-জায়া ॥

*** ৩০৩. রাগ : মালবশ্রী মিশ্র, তাল : কাহারবা**

আমার নয়নে নয়ন রাখি' পান করিতে চাও কোন্ অমিয়।
আছে এ আঁখিতে উষ্ণ আঁখি-জল মধুর সুধা নাই পরাণ-প্রিয় ॥
ওগো ও শিল্পী, গলাইয়া মোরে
গড়িতে চাহ কোন্ মানস-প্রতিমারে,
ওগো ও পূজারী, কেন এ আরতি জাগাতে পাষাণ-প্রণয়-দেবতারে।
এ দেহ-ভৃঙ্গারে থাকে যদি মদ ওগো প্রেমাস্পদ, পিও গো পেও ॥
আমারে কর গুণী, তোমার বীণা
কাঁদিব সুরে সুরে, কণ্ঠ-লীনা
আমার মুখের মুকুরে কবি হেরিতে চাহ কোন মানসীর ছবি
চাহ যদি মোরে কর গো চন্দন তপ্ত তনু তব শীতল করিও ॥[১]

১ এই অনুচ্ছেদটি গ্রামোফোন রেকর্ডে পাওয়া যায়নি।

*** ৩০৪. তাল : কাহারবা**

আমি কূল ছেড়ে চলিলাম ভেসে বলিস্ ননদীরে সই, বলিস্ ননদীরে।
শ্রীকৃষ্ণ নামের তরণীতে প্রেম-যমুনার তীরে বলিস্ ননদীরে
সই বলিস্ ননদীরে ॥
সংসারে মোর মন ছিল না, তবু মনের দায়ে
আমি ঘর করেছি সংসারেরি শিকল বেঁধে পায়ে
শিকলি-কাটা পাখি কি আর পিঞ্জরে সই ফিরে ॥

বলিস্ গিয়ে কৃষ্ণ নামের কলসি বেঁধে গলে
ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কালিদহের জলে।
কলঙ্কেরই পাল তুলে সই, চল্‌লেম অকূল-পানে
নদী কি সই, থাকতে পারে সাগর যখন টানে।
রেখে গেলাম এই গোকুলে কূলের বৌ-ঝিরে।

*** ৩০৫. রাগ : পিলু-ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা**

আসিলে এ ভাঙা ঘরে কে মোর রাঙা অতিথি.
হরষে বরিষে বারি শাওন-গগন তিতি'॥
বকুল-বনের সাকি নটীন্ পুবালি হাওয়া
বিলায় সুরভি-সুরা মাতায় কানন-বীথি॥
তিতির শিখীর সাথে নোটন-কপোতী নাচে;
ঝিঁঝির ঝিয়ারী গাহে ঝুমুর কাজরী-গীতি।
হিঙুল হিজল-তলে ডাহুক পিছল-আঁখি,
বধূর তমাল-চোখে ঘনায় নিশীথ-ভীতি।
তিমির-ময়ূর আজি তারার পেখম খোলে
জড়ায় গগন-গলে চাঁদের ষোড়শী তিথি॥
মিলন মালায় বাজে গোপন মৃণাল কাঁটা।
নয়ন জ্বলে কি কবি আঁকিস্ তাহার স্মৃতি॥

*** ৩০৬. তাল : দাদ্‌রা**

এখনো মেটেনি আশা এখনো মেটেনি সাধ।
এখনো নয়ন মানে নাই তার চাহনির অপরাধ॥
আজো ঢেউগুলি নীল সায়রের কোলে
জল-তরঙ্গে ঝঙ্কার তোলে
পিয়াসী চাতক আজো চেয়ে ফেরে বরষার পরসাদ॥
কবে ফুটেছিল রূপের কুসুম বনানীর লতা গাছে,
আজো গৌরী-চাঁপার রঙটুকু তার মরমে লাগিয়া আছে।
চ'লে গেছে চাঁদ আলো আবছায়
দাগ ফেলে হিয়া-আয়নার গায়
থেমেছে কানুর বাঁশরি থামেনি যমুনার কলনাদ॥

*** ৩০৭.**

ওলো ফুল-পসারিণী!
ফুলের পসরা নিয়ে চ'লেছ কোন্ পথে একাকিনী॥
তোমারি অনুরাগে, রাঙা গোলাপ জাগে
পলাশ-মুকুলে আঁকা, তোমার নয়ন বাঁকা
বসন্ত-গলে ওযে মাধবী সতিনী॥
তব কমল-মুখে চুমে অলক-অলি
ফোটে হাসিতে হেনা পায়ে করবী-কলি,
হৃদয়-পশরা নিয়ে চলেছ কোথা' একা লীলা-বিলাসিনী॥

*** ৩০৮. তাল : কাহার্‌বা**

কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে আস্‌লে প্রাতে পুষ্প-চোর।
ডাকছে পাখি, 'বৌ গো জাগো' আর ঘুমায়ো না, রাত্রি ভোর॥
যুঁই-কুঁড়িরা চোখ মেলে চায় চুমকুড়ি দেয় মৌমাছি
শাপ্‌লা-বনে চাঁদ ডুবে যায় ম্লান চোখে হায় চায় চকোর॥

ঘোম্‌টা ঠেলি' কয় চামেলি গোল ক'রো না গুল্‌-ডাকাত,
ঢুলছে নয়ন, দুলছে গলায় বেল-টগরের ছিন্ন ডোর ॥
গুন্‌গুনিয়ে মোর আঙিনায় কোন্ সতীনের গাইছ গুন্
কার মালঞ্চে ফুল ফোটায়ে হুল ফোটালে বক্ষে মোর ॥

*** ৩০৯. তাল : দাদ্‌রা**

কে পরালো মুণ্ডমালা আমার শ্যামা-মায়ের গলে।
সহস্র-দল জীবন-কমল দোলে রে যার চরণ-তলে ॥
কে বলে মোর মা-কে কালো,
মায়ের হাসি দিনের আলো
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি গগন-পবন-জলে-স্থলে ॥
শিবের বুকে চরণ যাঁহার কেশব যাঁরে পায় না ধ্যানে,
শব নিয়ে সে রয় শ্মশানে কে জানে কোন্ অভিমানে।
সৃষ্টিরে মা রয় আবরি',
সেই মা নাকি দিগম্বরী?
তাঁরে অসুরে কয় ভয়ঙ্করী ভক্ত তাঁয় অভয়া বলে ॥

*** ৩১০. তাল : কাহার্‌বা**

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি
কেউ দুঃখ ল'য়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি ॥
কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি ॥
হেরে কমল-মৃণালে কেউ কাঁটা কেহ কমল।
কেউ ফুল দলি' চলে কেউ মালা গাঁথে নিতি ॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির-দুঃখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে চায় নব চাঁদের তিথি ॥

*** ৩১১. তাল : কাহার্‌বা**

গগনে প্রলয় মেঘের মেলা জীবন-ভেলা দোলে টলমল
নীর অপার ভব পারাবার তীর না হেরে পরাণ বিকল
তীর না হেরে নয়নে পরাণ বিকল ॥
দীন দয়াল ভীত দীন জনে
মাগে শরণ তব অভয় চরণে
দুস্তর দুর্গম দুঃখ জলধি তরিতে চরণ-তরী ভরসা কেবল ॥

*** ৩১২. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা**

তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ
টুটিল আগল নিখিল পাগল সর্বসহা আজি সর্বজয়ী ॥
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে, (ওরে) 'আয়',
বসুধা যশোদার স্নেহধার উথলায়
(ওগো) কাল্‌-রাখাল নাচে থৈ-তা-থৈ ॥
বিশ্ব ভরি' ওঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী-মাঝে এলো অরিন্দম।

ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন
বন্ধ কারায়[১] এলো বন্ধ-বিমোচন,
ধরি' অজানা পথ আসিল অনাগত
জাগিয়া ব্যথাহত ডাকে, মাভৈঃ ॥

১. কারার মাঝে

* ৩১৩. তাল : দাদ্‌রা

তুই কে ছিলি তাই বল?
কোন্ কাননের পুষ্পরানী কোন্ সরসীর জল ॥
তুই কি ছিলি কবিতা আর আমি চরণ তা'রি
তুই কি ছিলি পিয়াসি শুক আমি আতুর সারী
তুই কি দুঃখী দুয়োরানী আমি চোখের জল ॥
কোন্ বরষার সিক্ত প্রাতে
কোন্ শরতের জোছনা রাতে
কোন্ জগতের অরুণ উষার প্রথম দেখা বল্ ॥
নতুন মোদের নতুন ক'রে পরিচয়ের পালা
কণ্ঠে মোদের মিলন-বাণী হাতে মিলন-মালা
মোরা এক বিরহীর দু'টি চোখের ঝরা দু'টি মুক্তাফল ॥

* ৩১৪. তাল : দাদ্‌রা

দিকে দিকে পুন জ্বলিয়া উঠেছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ্ জেগে, তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।
গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে জেগেছে তুর্কী সুর্খ-তাজ,
রেজা পহ্‌লবী-সাথে জাগিয়াছে বিরান মুলুক ইরানও আজ
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিসরী, জগলুল-সাথে প্রাণ-মাতাল ॥
ভুলি' গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ নেজদ্ আরবে ইবনে সউদ্
আমানুল্লার পরশে জেগেছে কাবুলে নবীন আল্ মামুদ,
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজি বন্দী করিম রীফ্-কামাল ॥
জাগে ফয়সল্ ইরাক আজমে, জাগে নব হারুন-আল্-রশীদ,
জাগে বয়তুল মোকাদ্দস্ রে; জাগে শাম দেখ্ টুটিয়া নিদ
জাগে না কো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল ॥
মোরা আস্‌হাব কাহাফের মত হাজারো বছর শুধ ঘুমাই,
আমাদেরি কেহ ছিল বাদশাহ্ কোন কালে; তার করি বড়াই,
জাগি যদি মোরা, দুনিয়া আবার কাঁপিবে চরণে টাল্‌মাটাল ॥

* ৩১৫. তাল : ফেরতা

নবীর মাঝে রবির সম আমার মোহাম্মদ রসুল।
খোদার হবিব দীনের নকিব বিশ্বে নাই যার সমতুল ॥
পাক আরশের পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোশ-নসীব উম্মত আমি তাঁর (আমি) পেয়েছি অকূলে কূল ॥
আনিলেন যিনি খোদার কালাম
তাঁর কদমে হাজার সালাম;

ফকির দরবেশ জপি' সেই নাম (সবে) ঘর ছেড়ে হলো বাউল ॥
জানি, উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
হবো তবু পুল্‌সরাত পার;
আমার নবী হযরত আমার করো মোনাজাত কবুল ॥

* ৩১৬. তাল : দাদ্‌রা

নাচে — নাচে রে মোর কালো মেয়ে নৃত্যকালী শ্যামা নাচে।
নাচ হেরে তার নটরাজও প'ড়ে আছে পায়ের কাছে ॥
মুক্তকেশী আদুল গায়ে
নেচে বেড়ায় চপল পায়ে
মা'র চরণে গ্রহতারা নূপুর হয়ে জড়িয়ে আছে ॥
ছন্দ-সরস্বতী দোলে পুতুল হয়ে মায়ের কোলে রে
সৃষ্টি নাচে, নাচে প্রলয় মায়ের আমার পায়ের তলে রে।
আকাশ কাঁপে নাচের ঘোরে
ঢেউ খেলে যায় সাত সাগরে
সেই নাচনের পুলক জাগে ফুল হয়ে রে লতায় গাছে ॥

* ৩১৭. তাল : কাহার্‌বা

পিও পিও হে প্রিয় শরাব পিও
চোখে রঙের নেশা লেগে সব অবসাদ হোক রমনীয় ॥
জীবনের নহবতে বাজুক সানাই
আঁধার এ দুনিয়ায় জ্বলুক রোশনাই
আজি — আবছা আলোয় যারে লাগবে ভালো
তারি গলায় চাঁদের মালা পরায়ে দিও ॥
আজি — লেগে অনুরাগে রঙ শিরাজির
প্রাণে প্রাণে লহর বহুক রস-নদীর
সেই — মধুর ক্ষণে বঁধু নিরজনে
ভালোবাসি' দুটি কথা মোরে বলিও ॥

* ৩১৮. রাগ : পটদীপ, তাল : ত্রিতাল

প্রথম প্রদীপ জ্বালো মম ভবনে হে আয়ুষ্মতী
আঁধার ঘিরে' আশার আলো আনুক তোমার গৃহের' জ্যোতি ॥
হেরিয়া তোমার আঁখির আলোক
বিষাদিত সাঁঝ পুলকিত হোক,
যেন দূরে যায় সব দুখ শোক, তব শঙ্খরব শুনি' হে সতী ॥
কাঁকন পরা তব শুভ কর
মুখর করুক এ নীরব ঘর
এ গৃহে আনুক বিধাতার বর তোমার মধুর প্রেম-আরতি ॥

* ৩১৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ফুলে পুছিনু, 'বল, বল ওরে ফুল।'
কোথা পেলি এ সুরভি, রূপ এ অতুল?
'যার রূপে উজালা দুনিয়া', কহে গুল,
'দিল সেই মোরে এই রূপ এই খোশ্‌বু।
আল্লাহ আল্লাহ ॥

'ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর,
কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর?'
কহে কোকিল পাপিয়া, আল্লাহ গফুর,
তাঁরি নাম গাহি 'পিউ পিউ, কুহু কুহু —
আল্লাহ আল্লাহ ॥'
'ওরে রবি-শশী, ওরে গ্রহ-তারা
কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতি ধারা?'
কহে, 'আমরা তাহারি রূপের ইশারা
মুসা, বেহুঁশ হলো হেরি' যে খুব্‌রু
আল্লাহ আল্লাহ ॥'
যারে আউলিয়া আম্বিয়া ধ্যানে না পায়
কুল-মখলুক যাঁহার মহিমা গায়,
যে নাম নিয়ে এসেছি এই দুনিয়ায়,
নাম নিতে নিতে মরি এই আরজু
আল্লাহ আল্লাহ ॥

* ৩২০. তাল : দাদ্‌রা

বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইব না আর পথহারা
বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায় তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা ॥
মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী,
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি,
সব ছেড়ে গেল, হারাইনু যদি তুমি এসো প্রাণে প্রেমধারা ॥
ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে,
প্রভু আরো যদি কিছু আছে মোর প্রিয় লও বাঁচায়ে বন্দীরে।
ডাকি' লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন-কারা ॥

* ৩২১. তাল : কাহারবা

বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু
আমি সুর শুনে তা'র বাউল হয়ে এনু (গো) ॥
ঐ সুরে পড়ে মনে কোন্ সুদূর বৃন্দাবনে
যেত নন্দ-দুলাল ব্রজ-গোপাল বাজিয়ে বেণু বনে
পথে লুট্‌তো কেঁদে গোপবালা, ভুল্‌তো তৃণ-ধেণু গো
কেঁদে ভুলতো তৃণ-ধেনু ॥
কবে নদীয়াতে গোরা
ও ভাই ডেকেছিল এমনি সুরে এম্‌নি পাগল-করা।
কেঁদে ডাক্‌তো বৃথাই শচীমাতা, সাধ্‌তো বসুন্ধরা,
প্রেমে গ'লে যত নর-নারী যাচ্‌তো পদ-রেণু গো
তারা যাচ্‌তো পদ-রেণু ॥

* ৩২২. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : রূপক

বিরহের গুলবাগে মোর ভুল ক'রে আজ ফুটলো কি বকুল।
অবেলায় কুঞ্জবীথি মুঞ্জরিতে এলে কি বুলবুল্ ॥
এলে কি পথ ভুলে মোর আঁধার রাতে ঘুম-ভাঙানো চাঁদ,

অপরাধ ভুলেছ কি, ভেঙেছে কি অভিমানের বাঁধ।
মরণ আজ মধুর হলো পেয়ে তব চরণ রাতুল ॥
ওগো প্রদীপ নিভে আসে ইহারি ক্ষীণ আলোকে,
দেখে নিই শেষ দেখা যত সাধ আছে চোখে।
মরণ আজ মধুর হল পেয়ে তব চরণ রাতুল।
হে চির-সুন্দর মোর, বিদায়-সন্ধ্যা[১] মম
রাঙালে এ কি রঙে উদয় ঊষার সম
ঝ'রে পড়ুক তব পায়ে আমার এই জীবন-মুকুল ॥

১ জীবন সন্ধ্যায়

* ৩২৩. রাগ : সিন্ধু ভৈরবী, তাল : আদ্ধা

ভাঙা মন (আর) জোড়া নাহি যায়
ওগো ঝরা ফুল আর ফেরে না শাখায় ॥
শীতের হাওয়ায় তুষার হয়ে
গলি' খরতাপে বারি যায় ব'য়ে,
গলে না ক' আর হৃদয়-তুষার এ উষ্ণ ছোঁওয়ায় ॥
গাঁথি' ফুলমালা নাহি দিয়া গলে
শুকালে নিঠুর তব মুঠি-তলে,
হাসিবে না সে ফুল শত আঁখি-জলে আর সে শোভায়।
স্রোতের সলিলে
যে বাঁধ বাঁধিলে
ভাঙিয়া সে বাঁধ তোমারে ভাসায় ॥

* ৩২৪. তাল : ত্রিতাল

রাধা-তুলসী, প্রেম-পিয়াসী, গোলকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ
নাম জপ মুখে, মূরতি রাখ বুকে ধ্যানে দেখ তারি রূপ মোহন ॥
অমৃত রসঘন কিশোর-সুন্দর,
নব নীরদ শ্যাম মদন মনোহর —
সৃষ্টি প্রলয় যুগল নূপুর শোভিত যাহার রাঙা চরণ ॥
মগ্ন সদা যিনি লীলারসে,
যে লীলা-রস ভরা গোপী-কলসে,
কান্না-হাসির আলো-ছায়ার মায়ায় যাহার মোহিত ভুবন ॥

* ৩২৫. তাল : ত্রিতাল

শ্রীকৃষ্ণ রূপের করো ধ্যান অনুক্ষণ
হবে নিমেষে সংসার-কালীয় দমন ॥
নব-জলধর শ্যাম
রূপ যাঁর অভিরাম
(যাঁর) আনন্দ ব্রজধাম লীলা নিকেতন ॥
বিদ্যুৎ-বর্ণ পীতাম্বরধারী,
বনমালা-বিভূষিত মধুবনচারী;
গোপ-সখা গোপী-বঁধু মনোহারী
নওল-কিশোর তনু মদনমোহন ॥

* ৩২৬. তাল : কাহারবা

হেমন্তিকা এসো এসো হিমেল শীতল বন-তল
শুভ্র পূজারিণী বেশে কুন্দ-করবী-মালা গলে ।।

প্রভাত শিশির নীরে নাহি'
এসো বলাকার তরণী বাহি'
সারস মরাল সাথে গাহি' চরণ রাখি' শতদলে ॥
ভরা নদীর কূলে কূলে চাহিছে সচকিতা চখী —
মানস-সরোবর হ'তে–অলক-লক্ষী এলো কি?
আমন ধানের ক্ষেতে জাগে
হিল্লোল তব অনুরাগে,
তব চরণের রঙ লাগে কুমুদে রাঙা কমলে ॥

* ৩২৭. তাল : কাহার্‌বা

পুরুষ : আজি মিলন বাসর প্রিয়া হের মধুমাধবী নিশা।
স্ত্রী : কত জনম অভিসারে শেষে প্রিয় পেয়েছি তব দিশা ॥
পুরুষ : সহকার-তরু হের দোলে মালতী লতায় লয়ে বুকে,
স্ত্রী : মাধবী কাঁকন পরি' দেওদার তরু দোলে সুখে।
পুরুষ : হায় প্রাণ কানায় কানায় আজি পুরে
স্ত্রী : প্রাণ কানায় কানায় আজি পুরে
পুরুষ : হিয়া আবেশ-পুলক-মিশা
স্ত্রী : হিয়া আবেশ-পুলক-মিশা ॥
পুরুষ : শরাব রঙের শাড়ি পরেছে চাঁদনী রাতি
স্ত্রী : চাঁদে ও তারাতে আজি মিলনের মাতামাতি
পুরুষ : হের জোয়ার-উতলা সিন্ধু পূর্ণিমা-চাঁদেরে পেয়ে'
স্ত্রী : কোন দূর অতীত স্মৃতি মম প্রাণে-মনে ওঠে ছেয়ে।
পুরুষ : আজি মিলন-ঘন-মেঘলোকে
স্ত্রী : আজি মিলন-ঘন মেঘলোকে
পুরুষ : প্রিয়া মিটিবে মরু-তৃষা
স্ত্রী : প্রিয় মিটিবে মরু-তৃষা ॥
দ্বৈত : প্রিয় মিটিবে মরু-তৃষা ॥

* ৩২৮. তাল : কাহার্‌বা

দ্বৈত : আবার শ্রাবণ এলো ফিরে তেমনি ময়ূর ডাকে,
দোল্‌না কেন বাঁধলে না গো এবার কদম-শাখে ॥
স্ত্রী : সঙ্গে ল'য়ে গোপ-গোপীরে
পুরুষ : ব্রজের কিশোর যাবে ফিরে
দ্বৈত : লীলা-কিশোর শ্যাম যে লীলা-সাথীর সাথে থাকে ॥
দ্বৈত : দোল্‌না বেঁধে রইবো চেয়ে আমরা মেঘের পানে
আয় ওরে আয়, নির্জন বনকে জাগাই সেই কাজরি গানে গানে।
স্ত্রী : বৃষ্টি ধারায় টাপুর টুপুর
পুরুষ : শুনব তাহার পায়ের নূপুর
দ্বৈত : বিজলিতে তার চপল চাওয়া দেখব মেঘের ফাঁকে ॥

* ৩২৯. তাল : ফের্‌তা

আমি কলহের তরে কলহ করেছি বোঝ নাকি রসিক বঁধু।
তুমি মন বোঝ মনোচোর মান বোঝ নাকি হে —
তুমি ফুল চেন, চেন নাকি মধু?

তুমি যে মধুবনের মধুকর,
তুমি মধুরম্ মধুরম্ মধুময় মনোহর
কলহেরি কূলে রহে অভিমান-মধু যে, চেন নাকি বঁধু হে —
রাগের মাঝে রহে অনুরাগ-মধু হে, দেখ নাকি বঁধু হে —
কলঙ্কী বলে গগনের চাঁদ প্রতি দিন ক্ষয় হয়
তুমি নিত্য পূর্ণ চাঁদ সম প্রিয়তম চির অক্ষয়
এ চাঁদে একাদশী নাই হে —
শুধু রাধা একা দোষী হলো নিত্য কেন পায় না
মোর কৃষ্ণ চাঁদে যে একাদশী নাই হে—
সেই ব্রজগোপীদের ঘর আছে পর আছে
কৃষ্ণ বিনা নাই রাধার কেহ
আমিও জানি যেন আমারও শ্রীকৃষ্ণ কেবল রাধাময় দেহ।
সে রাধা প্রেমে বাঁধা সে রাধা ছাড়া জানে না, রাধাময় দেহ
সে রাধা প্রেমে বাঁধা।

* ৩৩০.

ও তুই কারে দেখে ঘোমটা দিলি নতুন বউ বল্ গো —
তুই উঠলি রেঙে' যেন পাকা কামরাঙ্গার ফল গো।।
তোর মন আইঢাই কি দেখে কে জানে
তুই চুন বলে দিস হলুদ বাটা পানে
তুই লাল নটে শাক ভেবে কুটিস শাড়ির আঁচল গো।।
তুই এ-ঘর যেতে ও-ঘরে যাস পায়ে বাধে পা
বউ তোরে রঙ্গ দেখে হাসছে ননদ-জা।
তুই দিন থাকিতে পিদিম জ্বালিস ঘরে
ওলো রাত আসিবে আরো অনেক পরে
কেন ভাতের হাঁড়ি মনে ক'রে উনুনে দিস জল গো।।

* ৩৩১. তাল : কেরবা

ও বৌদি তোর কি হয়েছে চোখে কেন জল
দাদার তরে মন বুঝি তোর হয়েছে উতল।।
তোর দিবিা দেখেছি স্বপনে
যেন দাদা কথা কইতেছে তোর সনে
ও দেখিস তোরা আমার স্বপন হবে না বিফল।।
তোর কান্নার সাগরে যখন উঠেছে জোয়ার
বৌদি লো তোর চাঁদ উঠিবার নাই রে দেরি আর।
ও বৌদি তোর চোখের জলের টানে
আমার দাদার সোনার তরী আসতেছে উজানে
দেখ্ বাটনা ফেলে হাসছে দিদি চল্ ও-ঘরে চল্।।

* ৩৩২. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ওকে নাচের ঠমকে দাঁড়ালো থম্‌কে সহসা চম্‌কে পথে
যেন তার নাম ধ'রে ডাকিল কে বাঁশের বাঁশিতে
মাঠের ওপার হতে।।
তার হঠাৎ থেমে যাওয়া দেহ দোদুল

নাচের তালে যেন ছন্দের ভুল
সে রহে চাহি' অনিমেষে পটে আঁকা ছবিতুল
গেছে হারায়ে সে যেন কোন্ জগতে।।
তার ঘুম জড়িত চোখে জাগালো কী নূতন ঘোর
অকরুণ বাঁশির কিশোর;
উদাসী মূরতি প্রভাতী রাগিণী কাননে যেন
এলো নামিয়া অরুণ-কিরণ রথে।।

* ৩৩৩. তাল : দাদ্‌রা

কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময়
শ্যামের নামে হউক এবার আমার পরিচয়।।
কলঙ্কিনীর তিলক এঁকে
কলঙ্ক-চন্দন মেখে'
আমি শোনাব গো ডেকে কলঙ্কেরি জয় কৃষ্ণ-কলঙ্কেরি জয়।
ভুবনে মোর ঠাঁই পেয়েছি ভবন হতে নেমে'
হয়ে বৈরাগিনী আমার কৃষ্ণ-প্রিয়তমের প্রেমে।
যারে কৃষ্ণ টানে বিপুল টানে
সে কি কুলের বাধা মানে
এই বিশ্বব্রজে ভাগ্যবতী সেই শ্রীমতী হয়।।

* ৩৩৪. তাল : ফের্‌তা

ওগো ফুলের মতন ফুল্ল মুখে দেখছি একি ভুল।
হাসির বদল দোলে সেথায় অশ্রুকণার দুল।।
রোদের দাহে বালুচরে
মরা নদী কেঁদে মরে
গাইতে এসে কাঁদছে ব'সে বাণ-বেঁধা বুলবুল।।
ভোর-গগনে পূর্ণ চাঁদের এমনি মলিন মুখ,
ঝড়ের কোলে এমনি দোলে প্রদীপ-শিখার বুক।
ম্লান-মাধুরী মালার ফুলে
এমনি নীরব কান্না দোলে,
করুণ তুমি বিসর্জনের দেবীর সমতুল।।

* ৩৩৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কে দিল খোঁপাতে ধুঁতুরা ফুল লো
খোঁপা খুলে কেশ হলো বাউল লো।।
পথে সে বাজালো মোহন-বাঁশি
তোর ঘরে ফিরে যেতে হলো এ ভুল লো।।
কে নিল কেড়ে তোর পৈচী চুড়ি
বৌঁচি মালায় ছি ছি খোয়ালি কুল লো।।
ও সে বুনো পাগল পথে বাজায় মাদল
পায়ে ঝড়ের নাচন শিরে চাঁচর চুল লো।।
দিল নাকেতে নাকছাবি বাবলা ফুলি
কুঁচের চুড়ি আর ঝুমকো ফুল দুল লো।।
সে নিয়ে লাজ দু'কূল দিল ঘাঘরি
সে আমার গাগরি ভাসালো জলে বাতুল লো।।

*** ৩৩৬. রাগ : ললিত-পঞ্চম, তাল : তেওড়া**

কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের ব্যাকুল বাঁশি
আকাশ কাঁপে সে সুর শুনে সর্বনাশী।।
বন ঢেলে দেয় উজাড় ক'রে
ফুলের ডালা চরণ' পরে,
নীল গগনে ছুটে আসে মেঘের রাশি।।
বিপুল ঢেউয়ের নাগর-দোলায় সাগর দুলে
বান ডেকে যায় শীর্ণা নদীর কূলে কূলে
তোমার প্রলয় মহোৎসবে
বন্ধু ওগো, ডাকবে কবে?
ভাঙবে আমার ঘরের বাঁধন কাঁদন হাসি।।

*** ৩৩৭. তাল : কাহার্‌বা**

কে বলে গো তুমি আমার নাই?
তোমার গানে পরশ তব পাই।।
তোমায়-আমায় এই নীরবে
জানাজানি অনুভবে,
তোমার সুরের গভীর রবে আমারি কথাই।।
হে বিরহী আমায় বারে বারে
স্মরণ করো সুরের সিন্ধু পারে
ওগো গুণী পেয়ে আমায়
যদি তোমার গান থেমে যায়,
উঠবে কাঁদন সুরের সভায় চাই না কাছে তাই।।

*** ৩৩৮. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : কাহার্‌বা**

কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে
কহিতে গিয়ে কেন ফিরিয়া আসি লাজে।।
শরমে মরমে ম'রে
গেল বনফুল ঝ'রে
ভীরু মোর ভালোবাসা শুকালো মনের মাঝে।।
আজিকে ঝরার আগে,
নির্লাজ অনুরাগে
ধরিতে যে সাধ জাগে হৃদয়ে হৃদয় রাজে।।

*** ৩৩৯. তাল : কাহার্‌বা**

কোথায় তখ্‌ত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী।
কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ ইয়া ইলাহী।।
কোথায় সে বীর খালিদ, কোথায় তারেক মুসা
নাহি সে হজরত আলী, সে জুলফিক্কার নাহি।।
নাহি সে উমর খত্তাব, নাহি সে ইসলামী জোশ্‌
করিল জয় যে দুনিয়া, আজি নাহি সে সিপাহি।।
হাসান হোসেন সে কোথায়, কোথায় বীর শহীদান —
কোরবানী দিতে আপনায় আল্লার মুখ চাহি'।।
কোথায় সে তেজ ঈমান, কোথায় সে শান-শওকত,
তক্‌দীরে নাই সে মাহ্‌তাব, আছে প'ড়ে শুধু সিয়াহি।।

* ৩৪০. তাল : ত্রিতাল

চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে।
নয়ন-পলকে বিজলি ঝলকে চাঁচর অলক ওড়ে পবনে।।
রিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টির নূপুর বোলে
মৃদঙ্গ বাজে গুরু গম্ভীর রোলে;
হেরি' সেই নৃত্য ধরার চিত্ত ডুবু ডুবু বরিষার প্রেম-প্লাবনে।।
উদাসী বেণু তার অশান্ত বায়ে
বাজে রহি' রহি' দূর বনছায়ে;
আকাশে অনুরাগে ইন্দ্রধনু জাগে ভাবের বন্যা বহে বৃন্দাবনে।

* ৩৪১. তাল : দাদ্‌রা

চন্দ্রমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা —
চাঁদের দেশের পথ-ভোলা ফুল চন্দ্রমল্লিকা।
রঙ্‌-পরীদের সঙ্গিনী তুই অঙ্গ' চাঁদের রূপ-শিখা।।
ঊষর ধরায় আস্‌লি ভুলে তুষার দেশে রঙ্গিনী'
হিমেল দেশের চন্দ্রিকা তুই শীত-শেষের বাসন্তিকা।।
চাঁদের আলো চুরি ক'রে আনলি তুই মুঠি ভ'রে,
দিলাম চন্দ্র-মল্লিকা নাম তাই তোরে আদর ক'রে।
ভঙ্গিমা তোর গরব-ভরা,
রঙ্গিমা তোর হৃদয়-হরা,
ফুলের দলে ফুলরানী তুই — তোরেই দিলাম জয়টিকা।।

* ৩৪২. তাল : কাহার্‌বা (দ্রুতলয়)

চল্‌ রে চপল তরুণ-দল বাঁধন হারা
চল্‌ অমর সমরে, চল ভাঙি' কারা
জাগায়ে কাননে নব প[illegible]র ইশারা।।
প্রাণ-স্রোতের ত্রিধারা বহায়ে তোরা ওরে [illegible]!
জোয়ার আনি, মরা নদীতে পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা।।
ডাকে তোরে স্নেহভরে 'ওরে ফিরে আয় ফিরে ঘরে'
তারে ভোল্‌ ওরে ভোল্‌ তোরা যে ঘর-ছাড়া।।
তাজা প্রাণের মঞ্জরি ফুটায়ে পথে তোরা চল্‌,
রহে কে ভুলে ছেঁড়া পুঁথিতে তাদের পরানে দে রে সাড়া।
রণ-মাদল আকাশ ঘন বাজে গুরু গুরু।
আঁধার ঘরে কে আছে প'ড়ে তাহার দুয়ারে দে রে নাড়া।।

* ৩৪৩. রাগ : শঙ্করাভরণ, তাল : ত্রিতাল

নাচে নটরাজ, মহাক[illegible]।
অম্বর ছাপিয়া পড়ে লুটাইয়া আলো-ছায়ার বাঘ-ছাল।।
কালো সিন্ধু জলে তাথৈ তাথৈ রব
শুনি সেই নৃত্যের নাচে মহাভৈরব
বিষাণ মন্দ্রে বাজে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে মৃত কঙ্কাল।।
গঙ্গা তরঙ্গে অপরূপ রঙ্গে
ছন্দ জাগে সেই নৃত্য-বিভঙ্গে

জোছনা আশিস-ধারা ঝরে চরাচরে
ছাপিয়া ললাট শশী ডাল ॥

* ৩৪৪. তাল : কাহারবা

পলাশ-মঞ্জরি পরায়ে দে লো মঞ্জুলিকা
আজি রসিয়ার রাসে হবো আমি নায়িকা লো মঞ্জুলিকা ॥
কৃষ্ণচূড়ার সাথে রঙ্গনে[১] অশোকে
বুলালো রঙের মোহন তুলিকা লো মঞ্জুলিকা ॥
মাদার শিমুল ফুলে
রঙীন পতাকা দুলে
জ্বলিছে মনে মনে আগুন শিখা লো মঞ্জুলিকা ॥

১ রঙীন

* ৩৪৫. তাল : দাদ্‌রা

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা সজনী ধীরে চল।
ধীরে ধীরে ধীরে চল।
চলিতে ছলকি' যায় ঘটে জল ছল ছল ॥
একে পথ আঁকাবাঁকা
তাহে কণ্টক-শাখা
আঁচল ধ'রে টানে, টলে তনু টলমল ॥
ভরা যৌবন-তরী,
তাহে ভরা গাগরি,
বুঝি হয় ভরা-ডুবি, ছি ছি বল[১] এ কি হলো ॥
পথের বাঁকে ও কে
হাসে ডাগর চোখে,
হাসিবে পথের লোকে সখি স'রে যেতে বল ॥

১ আমাব

* ৩৪৬. তাল : তেওড়া

বাজে মৃদঙ্গ বরষার ওই দিকে দিকে দিগন্তরে
নীরস ধরা সরস হলো কাহার যাদু-মন্তরে ॥
বন-ময়ুর আনন্দে নাচে ধারা-প্রপাত ছন্দে
ঝরঝর গিরি-নির্ঝর স্রোতে অন্তর সুখে সন্তরে ॥
শ্যামল প্রিয়-দরশা হলো ধূসর পথ-প্রান্তর
বন্ধু-মিলন-হরষা গাহে দাদুরি অবান্তর।
শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যাতে
আজি পুষ্পে পল্লবে বন মাতে
এলো শ্যাম শোভন সুন্দর প্রাণ-চঞ্চল ক'রে মন্থরে ॥

* ৩৪৭. তাল : কেরবা

মুরলী শিখিব ব'লে এসেছি কদম তলে
মুরলিধারী মুরলি শিখাও হে
কোন সুরে মধু-মাধবী ফোটে
কোন সুরে রাধা নাম ওঠে
মাধব হে। বাঁশির কোন সুরে
উদাসী করে প্রাণ দাসী করে, মাধব হে —

দেহ ময়ূর নাচে কোন সুর শুনিয়া
মন-পাপিয়া গেয়ে ওঠে পিয়া পিয়া
মোরে শিখাও সে সুর হে —
যে সুরে তুমি নাচিবে, পিয়া ব'লে ডাকিবে
মোরে শিখাও সে সুর হে বঁধু
যে সুরে কেবল তব সাথে ভাব হয় অভাব রয় না
আমি সেই সুর শিখিব
যে সুর কৃষ্ণ ছাড়া কোন কথা কয় না
কেন ছলছল চোখে চাও
মুরলী শিখাও কেন হাত কাঁপে রসময়।
যে সুর তোমার অধর পরশ লাগে
সেই বেণু যেন চিরদিন রাধারই রয় বেণু শিখাও হে
মোর দেহ মন ধায় যেন ধেনু সম তব পানে বেণু শিখাও হে॥

*** ৩৪৮. তাল : দাদ্‌রা**

ললাটে মোর তিলক এঁকো মুছে বঁধুর চরণ-ধূলি
আঁখিতে মোর কাজল মেখো ঘন শ্যামের বরণগুলি॥
বঁধুর কথা মধুর প্রিয়
কর্ণ মূলে দুলিয়ে দিও
বক্ষে আমার হার পরিও বঁধুর পায়ের নূপুর খুলি'॥
তার পীত বসন দিয়ে ক'রো এই যোগিনীর উত্তরীয়
হবে অঙ্গেরই চন্দন আমার কলঙ্ক তার মুছে নিও।
সে দেয় যা ফেলে মনের ভুলে
তাই অঞ্চলে মোর দিও তুলে
তার বনমালার বাসি ফুলে ভ'রো আমার ভিক্ষা ঝুলি॥

*** ৩৪৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই॥
আগে জাগে বাধা ও ভয়
ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়
জানি মোরা হবই হব জয়ী॥
জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা, ভাষাহীন মুখে ভাষা
হে নবীন আন নব পথের দিশা নিশি শেষের উষা
কেহ নাই দেশে মানুষ তোমরা বৈ॥
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন চল্ ওরে কাঁচা চল নবীন
দৃপ্ত চরণে নৃত্য দোল জাগায়ে মরুতে রে বেদুইন!
'নাই নিশি নাই' জাগে শুভ্র দীপ্ত দিন।
নাই ওরে ভয় নাই জাগে ঊর্দ্ধে দেবী জননী শক্তিময়ী॥

*** ৩৫০. তাল : দাদ্‌রা**

হাতে হাত দিয়ে আগে চল্ হাতে নাই থাক্ হাতিয়ার।
জমায়েত হও, আপনি আসিবে শক্তি জুলফিকার॥
আন্ আলীর শৌর্য, হোসেনের ত্যাগ ওমরের মত কর্মানুরাগ;
খালেদের মত সব অশান্ত ভেঙে কর একাকার॥

ইসলামে নাই ছোট বড় আর আশরাফ আতরাফ
নিষ্ঠুর হাতে এই ভেদ জ্ঞান কর মিস্‌মার সাফ্।
চাকর সৃজিতে, চাকরি করিতে, ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে।
মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন, কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন
এ জুলুম সহেনি, ইসলাম, সহিবে না আজো আর ॥

* ৩৫১. তাল : দাদ্‌রা

হায় আঙিনায় সখি আজো কি সেই চাঁপা ফোটে
হায় আকাশে সখি আজো কি সেই চাঁদ ওঠে ॥
সখি তাহার হাতের হেনা গাছে
বুঝি প্রথম মুকুল ধরিয়াছে
হায় যমুনায়, বাঁশি বাজে কি আর ছায়ানটে ॥
শিয়রে জান্‌লা খুলে দে বাহিরে চাহিয়া দেখি
আমার বাগানে আবার বসন্ত আসিয়াছে কি?
দেখি সে ডালিম ফুলে হায় আছে কি সে রঙ আগেকার।
ও-বাড়ির ছাদের টবে সই বেলফুল ফুটলো কি আবার?
আজি আসিবে সে মনে লাগে
তারি আসার আভাস মনে জাগে
হায় বুঝি তাই, মোর মরণ মধুর হয়ে ওঠে ॥

* ৩৫২.

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥
দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে মরুতে ফুল-ফসল।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল? কে র'বি প'ড়ে লাজে ॥
বহে স্রোত জীবন-নদীর, চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয়, দূর সাগর ডেকে যায়।
হ'বি মৃত্যু-পাথার পার, সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে ॥
পাঁওদল্ রণে চল্, চল্ রণে চল্
পাঁওদল আগে চল্, চল্ রণে চল
মরুতে ফোটাতে পারে ওই পদতল প্রাণ-শতদল।
বিঘ্ন-বিপদে করি' সহায়
না-জানা পথের যাত্রী আয়,
স্থান দিতে হবে আজি সবায়, বিশ্ব-সভা-মাঝে ॥

* ৩৫৩.

আজি অলি ব্যাকুল ওই বকুলের ফুলে
কত আদরে টানি, চুমে বদনখানি
ফুলকলি লাজে পড়ে বুকে ঢুলে ঢুলে ॥
আসে ফুল-বধূ, বুকে ভরা মধু
হাসে ভ্রমর-বঁধু কলি সনে দুলে দুলে ॥

সোহাগে গুনগুনিয়ে সব কথা তার কইতে বাকি,
সলাজ ফুল-কুমারীর ঘোম্‌টাখানি খুল্‌তে বাকি,
গোপনে গোপন বুকের সুধাটুকু লুট্‌তে বাকি,
না-কওয়া যত কথা কানে কানে বলে খুলে॥

* ৩৫৪. তাল : কাহার্‌বা

আমার আছে এই ক'খানি গান
তা' দিয়ে কি ভর'বে তোমার প্রাণ॥
অনেক বেশি তোমার দাবি
শূন্য হাতে তাইতো ভাবি,
কি দান দিয়ে ভাঙ্‌বো তোমার গভীর অভিমান॥
তুমি চাহ গভীর ব্যাকুলতা
আমার কাছে বলার দুটি[1] কথা।
যে বাঁশরি গায় অবিরাম
প্রিয়তম তোমারি নাম
যাবার বেলায় তোমায় দিলাম সেই বাঁশরি খান॥

১. দুটি বলাব

* ৩৫৫. তাল : কাহার্‌বা

আমিনা-দুলাল নাচে হালিমার কোলে
তালে তালে সোনার বুকে সোনার তাবিজ দোলে॥
সে কাঁদিলে মুক্তা ঝরে হাস্‌লে ঝরে মানিক
ঈদের চাঁদে লেগে আছে সেই খুশির খানিক।
তাঁর কচি মুখে খোদার কালাম আধো আধো বলে॥
দেখেছিল লুকিয়ে সে নাচ কোটি গ্রহতারা
আসমানে তাই ঘোরে তারা আজো দিশাহারা
সেদিন নেচেছিল বিশ্বভুবন ইয়া মোহাম্মদ ব'লে॥
কোরানের আয়াতে লেখা সেই নাচেরই ছন্দ
তক্‌বীরের ধ্বনিতে বাজে তাহারি আনন্দ
আমি থাক্‌লে সেদিন হতাম ধূলি তাঁহার পায়ের তলে॥

* ৩৫৬. তাল : কাহার্‌বা

ওগো দেবতা তোমার পায়ে গিয়াছিনু ফুল দিতে
মোর মন চুরি ক'রে নিলে কেন তুমি অলখিতে॥
আজি ফুল দিতে শ্রীচরণে
মম হাত কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে;
কেন প্রণাম করিতে গিয়া — প্রিয় সাধ জাগে পরশিতে॥
তুমি দেবতা যে মন্দিরে — কাছে এলে যাই ভুলে
বঁধু আমি দীন দেবদাসী কেন তুমি মোরে ছুঁলে।
তুমি কাছে এলে যাই ভুলে।
আমি হাতে আনি হেমঝারি',
তুমি কেন চাহ আঁখি-বারি;
আমি পূজা-অঞ্জলি আনি, তুমি কেন চাহ মালা নিতে॥

* ৩৫৭. তাল : কাহারবা

কল্‌মা শাহাদতে আছে খোদার জ্যোতি
ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি ॥
ঐ কল্‌মা জপে যে ঘুমের আগে
ঐ কল্‌মা জপিয়া যে প্রভাতে জাগে,
দুখের সংসার যার সুখময় হয়, তা'র —
মুসিবত আসে নাকো, হয় না ক্ষতি।
তার মুসিবত আসে নাকো, হয় না ক্ষতি ॥
হর্‌দম্ জপে মনে কল্‌মা যে জন
খোদায়ী তত্ত্ব তা'র রহে না গোপন
দিলের আয়না তার হয়ে যায় পাক সাফ
আল্লার রাহে তার রহে মতি।
সদা আল্লার রাহে তার রহে মতি ॥
এস্‌মে আজম হতে কদর ইহার
পায় ঘরে ব'সে খোদা রসুলের দীদার
তাহারি হৃদয়াকাশে সাত বেহেশ্‌ত্ নাচে
আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি।
তার আল্লার আরশে হয় আখেরে গতি ॥

* ৩৫৮. তাল : কাহারবা

খেলিছে জলদেবী সুনীল সাগর জলে।
তরঙ্গ-লহর তোলে লীলায়িত কুন্তলে ॥
জল-ছল ঊর্মি-নূপুর
স্রোত-নীরে বাজে সুমধুর,
জল-চঞ্চল বাজে[১] কাঁকন কেয়ূর
ঝিনুকের মেখলা কটিতে দোলে ॥
আনমনে খেলে জল[২]-বালিকা
খুলে পড়ে মুকুতা মালিকা
হরষিত পারাবারে ঊর্মি জাগে
লাজে চাঁদ লুকালো গগন তলে ॥

১ ঝল ২. ছলে

* ৩৫৯. তাল : দাদ্‌রা

জরীন হরফে লেখা
রূপালি হরফে লেখা
(নীল) আসমানের কোরআন।
সেথা তারায় তারায় খোদার কালাম
(তোরা) পড়্ রে মুসলমান
নীল আসমানের কোরআন ॥
সেথা ঈদের চাঁদে লেখা
মোহাম্মদের 'মীম'-এর রেখা,
সুরুযেরই বাতি জ্বেলে' পড়ে রেজোয়ান ॥
খোদার আরশ লুকিয়ে আছে ঐ কোরআনের মাঝে,
খোঁজে ফকির-দরবেশ সেই আরশ সকাল-সাঁঝে।

খোদার দীদার চাস্ রে, যদি
পড়্ এ কোরআন নিরবধি;
খোদার নূরের রওশনীতে রাঙ্ রে দেহ-প্রাণ ॥

*** ৩৬০. রাগ : সারং, তাল : ত্রিতাল**

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা ॥
দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা ॥
ধূ ধূ জ্ব'লে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নী!
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা ॥

*** ৩৬১. তাল : কাহার্‌বা**

জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে মিটিবে না সাধ
আমি জলের কুমুদিনী ঝরিব জলে
তুমি দূর গগনে থাকি' কাঁদিবে চাঁদ ॥
আমাদের মাঝে বঁধু বিরহ বাতাস
চিরদিন ফেলে যাবে দীরঘ শ্বাস
পায় না বুকে কভু পায় না বুকে তবু মুখে মুখে
চাঁদ কুমুদীর নামে রটে অপবাদ ॥
তুমি কত দূরে বঁধু, তবু বুকে এত মধু কেন উথলায়?
হাতের কাছে রহো রাতের চাঁদ গো
ধরা নাহি যায় তবু ছোঁওয়া নাহি যায়।
মরু-তৃষা ল'য়ে কাঁদে শূন্য হিয়া
সকলে বলে আমি তোমারি প্রিয়া
সেই কলঙ্ক-গৌরব সৌরভ দিল গো[১]
মধুর হ'লে মোর বিরহ-বিষাদ ॥

১. বুকে

*** ৩৬২. তাল : কাহার্‌বা**

ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে কাহারা যেন ডাকে।
বেরিয়ে এলো নতুন পাতা পল্লবহীন শাখে ॥
ক্ষুদ্র আমার শুক্‌নো ডালে
দুঃসাহসের রুদ্র ভালে
কচি পাতার লাগলো নাচন ভীষণ ঘূর্ণিপাকে ॥
স্থবির আমার ভয় টুটেছে গভীর শঙ্খ-রবে,
মন মেতেছে আজ নতুনের ঝড়ের মহোৎসবে।

কিশলয়ের জয়-পাতাকা
অন্তরে আজ মেল্‌লো পাখা
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো অভয়-মহাত্মাকে ॥

* ৩৬৩. তাল : দাদ্‌রা

তুমি কি আসিবে না
বলেছিলে তুমি আসিবে আবার ফুটিবে যবে হেনা ॥
সেদিন ঘুমায়ে ছিল যে মুকুল
আজি সে পূর্ণ বিকশিত ফুল
সেদিনের ভীরু অচেনা হৃদয় আজি হতে চায় চেনা ॥
ঘন পল্লব গুণ্ঠন ঢাকা ছিল সেদিন যে লতা
আজিকে পুষ্প নিবেদন ল'য়ে কহিতে চায় যে কথা।
প্রদীপ জ্বালায়ে আজি সন্ধ্যায়
পথ চেয়ে আছি তোমারি আশায়
পূর্ণিমা-তিথি আসিল, হে চাঁদ-অতিথি আসিলে না ॥

* ৩৬৪. তাল : দাদ্‌রা

দিনের সকল কাজের মাঝে তোমায় মনে পড়ে।
কাজ ভুলে যাই (আমি), মন চ'লে যায় সুদূর দেশান্তরে ॥
তুলসী তলায় দীপ জ্বালিয়ে
দূর আকাশে রই তাকিয়ে,
সাঁঝের ঝরা ফুলের মতো অশ্রু বারি ঝরে ॥
আঁধার রাতে বাতায়নে একলা ব'সে থাকি,
চাঁদকে শুধায় তোমার কথা ঘুমহারা মোর আঁখি।
প্রভাত বেলায় গভীর ব্যথায়
মন কেঁদে কয় তুমি কোথায়,
শূন্য লাগে এ তিন ভুবন প্রিয় তোমার তরে ॥

* ৩৬৫. তাল : দাদ্‌রা

দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে জেগে আছে মোর আঁখি।
কে যেন কহিছে কেঁদে মোর বুকে মুখ রাখি'
'পথিক এসেছ না কি' ॥
হারায়ে গিয়াছে চাঁদ জল-ভরা কালো মেঘে
আঁচলে লুকায়ে ফুল বাতায়নে আছি জেগে'
শূন্য গগনে দেয়া কহিতেছে যেন ডাকি'
'পথিক এসেছ না কি' ॥
ভাঙিয়া দুয়ার মম কাড়িয়া লইতে মোরে
এলে কি ভিখারি ওগো প্রলয়ের রূপ ধ'রে?
ফুরাইয়া যায় বঁধু শুভ-লগনের বেলা
আনো আনো ত্বরা করি' ওপারে যাবার ভেলা
'পিয়া পিয়া' ব'লে বনে ঝুরিছে পাপিয়া পাখি
'পথিক এসেছ না কি' ॥

* ৩৬৬. তাল : কাহার্‌বা

দূর আজানের মধুর ধ্বনি বাজে বাজে মসজিদেরই মিনারে।
এ কী খুশির অধীর তরঙ্গ উঠ্‌লো জেগে' প্রাণের কিনারে॥
মনে জাগে হাজার বছর আগে
ডাকিত বেলাল এমনি অনুরাগে,
তাঁর খোশ এলেহান, মাতাইত প্রাণ গলাইত পাষাণ ভাসাইত মদিনারে
প্রেমে ভাসাইত মদিনারে॥
তোরা ভোল্‌ গৃহকাজ, ওরে মুসলিম থাম্‌
চল্‌ খোদার রাহে, শোন্‌ ডাকিছে ইমাম।
মেখে' দুনিয়ারই খাক, বৃথা রহিলি না-পাক,
চল্‌ মসজিদে তুই, শোন্‌ মোয়াজ্জিনের ডাক,
তোর জনম যাবে বিফলে যে ভাই এই এবাদত বিনা রে॥

* ৩৬৭. তাল : কাহারবা

প্রিয়তম হে, বিদায়
আর রইতে নারি, আশা-দীপ নিভে যায় দুরন্ত বায়॥
কত ছিল বলিবার, হায় হ'লো না বলা
ঝুরিতেছে চামেলী বন উতলা
যেন অনন্ত দিনের বিরহিনী কে
কে কাঁদে দিকে দিকে হায় হায়॥
রহিল ছড়ানো মোর প্রাণের তিয়াস হুতাস পবনে;
জড়ানো রহিল মোর করুণ প্রীতি ধূসর গগনে।
তুমি মোর স্মরিও
যদি এই পথে কোনদিন চলিতে প্রিয়
নিশিভোরে ঝরা ফুল দ'লে যাও পায়॥

* ৩৬৮. রাগ : পিলু মিশ্র

মদির আবেশে কে চলে ঢুলুঢুলু আঁখি।
মদির কার আঁখি
হেরিয়া পাপিয়া উঠিছে পিউ পিউ ডাকি'॥
আল্‌তা-রাঙা পায়ে আল্‌পনা আঁকে,
পথের যত ধূলি তাই বুক পেতে থাকে,
দু'ধারে তরুলতা দেয় চরণ ফুলে ফুলে ঢাকি'॥
তা'রি চোখের চাওয়ায় গো দোলা লাগে হাওয়ায়,
তালীবন তাল দিয়ে যায় তাল-ফেরতায় দোলা লাগে হাওয়ায়।
আকুল তানে গাহে বকুল-বনের পাখি॥
তারি মুখ-মদের ছিটে বে ায় ফুলে মধু মিঠে
চাঁদের জৌলুসে তাহারি রওশন্‌ মাখি'॥

* ৩৬৯. তাল : কাহার্‌বা

যাদের তরে এ সংসারে খাট্‌নু জনম ভোর,
তাদের কেউ হবে না হে নাথ মরণ-সাথী মোর॥
শত পাপ শত অধর্ম ক'রে
বিভব রতন আনলেম ঘরে

সে সকল ভাগ বাটোয়ারা ক'রে খাবে পাঁচ ভূত চোর ॥
জীবনে তোমার লই নাই নাম তোমাতে হয় নাই মতি
মরণ-বেলায় তাই কাঁদি প্রভু কি হবে মোর গতি।
চেয়ে দেখি আজ যাবার বেলায়
কর্ম কেবল মোর সাথে যায়
তরিবার আর না দেখি উপায় বিনা পদতরী তোর ॥

* ৩৭০. তাল : কাহারবা

আমার ঘরের মলিন দীপালোকে
জল দেখেছি যেন তোমার চোখে ॥
বল পথিক বল বল
কেন নয়ন ছল ছল
কেন শিশির টলমল কমল-কোরকে ॥
তোমার হাসির তড়িৎ আলোকে
মেঘ দেখেছি তব মানস-লোকে।
চাঁদনী রাতে আনো কেন
পূবের হাওয়ার কাঁদন হেন?
ধূলি ঝড়ে ঢাকল যেন ফুলেল বসন্তকে ॥

* ৩৭১. তাল : কাহারবা

আয় ঘুম আয় ঘুম আয় মোর গোপাল ঘুমায়
কত রাত্রি হল আর জাগাস্‌নে মায় ॥
কোলে লয়ে তোরে ধীরে ধীরে দোলাবো
ঘুম-পাড়ানিয়া গান তোরে শোনাবো
গায়ে হাত বুলাবো পাঙ্খা ঢুলাবো
মন ভুলাবো কত রূপকথায় ॥
তোরে কে বলে চঞ্চল একচোখা সে
মোর শান্ত গোপাল থাকে গোষ্ঠে ব'সে
তোরে কে বলে ঝড় তোলে থির যমুনায়
শুধু দিন রাত ঘোরে তার মা'র পায় পায় ॥

* ৩৭২. রাগ : ঝিলাং মিশ্র, তাল : ত্রিতাল

একি অসীম পিয়াসা
শত জনম গেল তবু মিটিল না
তোমারে পাওয়ার আশা ॥
সাগর চাহিয়া চাঁদে চির জনম কাঁদে
তেমনি যত নাহি পায় তোমা পানে ধায়
অসীম ভালোবাসা ॥
তোমারে যে চাহিয়াছে ভুলে একদিন
সেই জানে তোমারে ভোলা কি কঠিন
তোমার স্মৃতি তার মরমের সাথী হয়
মেটে না প্রেমের পিয়াসা ॥

* ৩৭৩. তাল : কাহারবা

এলো ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত
বনে বনে মনে মনে রঙ সে ছড়ায় রে চঞ্চল তরুণ দুরন্ত

বাঁশিতে বাজায় সে বিধুর
পরজ বসন্তের সুর
পাণ্ডু কপোলে জাগে রঙ নব অনুরাগে রাঙা হ'ল ধূসর দিগন্ত॥
কিশলয় পর্ণে অশান্ত
ওড়ে তার অঞ্চল প্রান্ত
পলাশ কলিতে তার ফুল ধনু লঘু ভার ফুলে ফুলে হাসি অফুরন্ত.
এলো মেলো দখিনা মলয় রে
প্রলাপ বকিছে বনময় রে
অকারণ মন-মাঝে বিরহের বেণু বাজে জেগে ওঠে বেদনা ঘুমন্ত॥

*** ৩৭৪. তাল : কাহার্‌বা**

ও বন্ধু! দেখ্‌লে তোমায়, বুকের মাঝে জোয়ার-ভাঁটা খেলে।
আমি এক্‌লা ঘাটে কুলবধূ কেন তুমি এলে
বন্ধু, কেন তুমি এলে॥
ও বন্ধু, আমার অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে বাজাও যখন বাঁশি
আমি খিড়কী দুয়ার দিয়ে বন্ধু, জল ভরিতে আসি
ভেসে' নয়ন-জলে ঘরে ফিরি ঘাটে কলস ফেলে॥
আমার পাড়ায়, বন্ধু, তোমার নাম যদি নেয় কেউ
বুকে আমার দুলে ওঠে পদ্মা নদীর ঢেউ বন্ধু পদ্মা নদীর ঢেউ।
ওগো ও চাঁদ, এনো না আর
দু'কূল-ভাঙা এমন জোয়ার
কত ছল ক'রে জল লুকাই চোখের কাঁচা কাঠে আগুন জ্বেলে॥

*** ৩৭৫. তাল : দাদ্‌রা**

কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা তুমি সুন্দর চাঁদ
জাগালে জোয়ার ভাঙ্গিলে আবার[1] সাগর-কূলের বাঁধ॥
তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ভোলাও জাগাও ভুলে যাওয়া স্মৃতি
এড়াইতে গিয়ে পরানে জড়াই তোমার রূপের ফাঁদ॥
চাহি না তোমায় তবু তোমারেই ভাবি বাতায়নে বসি'
আমার নিশীথে তুমি আনিয়াছ শুক্লা চতুর্দশী।
সুন্দর তুমি তবু হয়[2] মনে
আছে কলঙ্ক জোছনার সনে
মুখোমুখি বসে কাঁদে তাই বুকে সাধ আর অবসাদ॥

১. আমার ২. ভয়

*** ৩৭৬. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব', তাল : কাহার্‌বা**

গহন বনে শ্রীহরি নামের মোহন বাঁশি কে বাজায়।
ভুবন ভরি' সেই সুরেরি সুরধুনি বয়ে যায়॥
সেই নামেরি বাঁশির সুরে, বনে পূজার কুসুম ঝুরে
সেই নামেরি নামাবলী, গ্রহ তারা আকাশ জুড়ে
অন্ত বিহীন সেই নামেরি সুর-স্রোতে কে ভাসবি আয়॥

*** ৩৭৭. তাল : ত্রিতাল**

ঘোর ঘন ঘটা ছাইল গগন
ভুবন গভীর বিষাদ মগন॥
নাহি রবি শশী নাহি গ্রহ তারা

নিখিল নয়নে শ্রাবণের ধারা
সৃষ্টি ডুবালো গো স্রোতের প্লাবন ॥

* ৩৭৮. রাগ : সিন্ধু-ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

চাঁদিনী রাতে কানন-সভাতে আপন হাতে গাঁথিলে মালা।
সয়েছি বুকে নিবিড় সুখে তোমারি হাতের সূচীর জ্বালা ॥
আজিও জাগে লোহিত রাগে রঙিন গোলাবে তাহারি ব্যথা
তব ও গলে দুলিব ব'লে দিয়েছি কুলে কলঙ্ক-কালা ॥
যদি ও-গলে নেবে না তুলে কেন বধিলে ফুলের পরান
অভিমানে হায় মালা যে শুকায় ঝ'রে ঝ'রে যায় লাজে নিরালা ॥

* ৩৭৯.

চাঁপার কলির তুলিকায়, কাজল লেখায় শ্রীমতী শ্রীহরির ছবি আঁকে।
রাই ছবি আঁকে পটে গো, যারে হেরে নিতি গোঠে যেতে
যমুনার তটে গো, সে বংশী বাজায়ে মঞ্জির পায়ে
নাচে ছায়া বটে গো, রাই ছবি আঁকে পটে গো।
আঁকিয়া শ্যামের মূরতি আঁকিল না রাধা শ্রীচরণ,
রাধা চরণ আঁকে না, তুলি তুলিয়া রাখে চরণ আঁকে না।
তখন ললিতা বলে — 'রাধা! রাধা! রাধা!
তুই আঁকলি না কেন চরণ রাধা!'
'জীবন মরণ যে চরণে বাঁধা, আঁক্‌লি না কেন চরণ রাধা —
বিশ্বের ত্রাণ বৃন্দাবনের ধ্যানজ্ঞান ব্রজগোপী সাধা' —
'আঁক্‌লি না কেন চরণ রাধা' — !
তখন রাধা কেঁদে বলে — 'ওগো ললিতা —
সখি আঁকিলে চরণ যাবে সে পালায়ে আমি হব পদদলিতা।
পলায়ে[১] যাবে গো মথুরায়, আবার পালায়ে যাবে গো —
চির চপল সে মথুরায় আবার পালায়ে যাবে গো —
থাক্ লুকানো হৃদয়ে শ্রীচরণ।'

১ পালায়ে

* ৩৮০. তাল : দাদ্‌রা

জ্বালো দেয়ালী জ্বালো
অসীম তিমিরে শ্যামা মা যে অযুত কোটি আলো ॥
এলো শক্তি অশিব নাশিনী
এলো অভয়া চির বিজয়িনী
কালো রূপের স্নিগ্ধ লাবনি নয়ন মন জুড়ালো ॥
গ্রহ তারার দেওয়ালী জ্বলিছে গগনে
জ্বালো দীপালি জীবনের সব ভবনে।
এলো শিবানী প্রাণ দিতে সবে
নাশিতে লোভী পাপ দানবে
রক্ষা করিতে মানবে ধরারে বাসিতে ভালো ॥

* ৩৮১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

দ্বৈত : ঝুমুর নাচে ঝুমুর গাহে, ঘুঙুর বেঁধে পায় (
নাচব দুজন মাদল, বাঁশি, নূপুর নিয়ে আয় (লো) ॥
স্ত্রী : আর জনমে চোরকাঁটা তুই ছিলি (রে)
এই জনমে আঁচল ছিঁড়ে হৃদয়ে বিঁধিলি।

পুরুষ চোরকাঁটা নয় ছিলাম পানের খিলি লো
গয়না ছিলাম গায় (লো)॥
স্ত্রী ঝিলমিলিয়ে ঝিলের জল নাচায় শালুক ফুল —
শালুক যেন মুখখানি তোর লো ঝিলের ঢেউ যেন এলোচুল।
কুহু কুহু ডেকে কোকিল কাহার কথা কহে
পুরুষ সেই কথা কয় কোয়েলা আর জনমে করেছি যা তোরই বিরহে
দ্বৈত সে জনমের দু'টি হৃদয় এ জনমে হায়
এক হতে চায় লো এক হতে যে চায়॥

* ৩৮২.

তোমার নামে একি নেশা হে প্রিয় হজরত।
যত চাহি তত কাঁদি, আমার মেটে না হসরত॥
কোথায় আরব কোথায় এ হিন্দ্
নয়নে মোর নাই তবু নিন্দ্
প্রাণে শুধু জাগে তোমার মদিনার ঐ পথ॥
কে বলে তুমি গেছ চলে হাজার বছর আগে
আছ লুকিয়ে তুমি প্রিয়তম আমার অনুরাগে।
মোর অন্তরের হেরা গুহায়
আজো তোমার ডাক শোনা যায়
জাগে আমার মনের কাবা ঘরে তোমারি সুরত্ —
হজরত তোমারি সুরত্॥
যারা দোজখ হতে ত্রাণের তরে তোমায় ভালোবাসে
আমার ও প্রেম দেখে তারা কেউ কাঁদে কেউ হাসে।
তুমি জান হে মোর স্বামী, শাফায়াৎ চাহি না আমি
আমি শুধু তোমায় চাহি তোমার মুহব্বত
হজরত তোমার মুহব্বত॥

* ৩৮৩. তাল : কাহারবা

তোর রূপে সই গাহন ক'রে জুড়িয়ে গেল গা
তোর গাঁয়েরি নদীর ঘাটে বাঁধলাম এ মোর না॥
তোর চরণের আলতা লেগে
পরাণ আমার উঠল রেঙে (রে)
ও তোর বাউরি কেশের বিনুনীতে জড়িয়ে গেল পা।
তোর বাঁকা ভুরু বাঁকা আঁখি বাঁকা চলন, সই,
দেখে পটে আঁকা ছবির মতন দাঁড়িয়ে পথে রই।
উড়ে এলি' দেশান্তরী
তুই কি ডানা-কাটা পরী (রে)
তুই শুকতারারি সখি সই সন্ধ্যাতারার জা'॥

* ৩৮৪. রাগ : ইমন-ভূপালি, তাল : ঝাঁপতাল

থির হয়ে তুই ব'স দেখি মা খানিক আমার আঁখির আগে
দেখব নিত্য লীলাময়ী থির হলে তুই কেমন লাগে॥
শান্ত হ'লে ডাকাত মেয়ে
কেমন দেখায় দেখব চেয়ে (মা গো)
চিন্ময় শিব শম্ভু কেন চরণ-তলে শরণ মাগে॥

দেখব চেয়ে জননী তুই সাকারা না নিরাকারা
কেমন করে কালি হয়ে নামে ব্রহ্ম জ্যোতিধারা।
কোলে নিতে কোলের ছেলে
শ্মশান জাগিস বাহু মেলে
তেমন ক'রে মহামায়া তোর বুকে মায়া জাগে॥[1]

১ পাঠান্তর- কেমন করে মহামায়ার বুকে মায়ের মায়া জাগে

* ৩৮৫. তাল : কাহারবা

নতুন ক'রে রেজওয়ান জিন্নত সাজায়
আজ রোজায় আজ রোজায় আজ রোজায়।
লাগল চাবি দোজখেরি দরওয়াজায়॥
মসজিদেরি মিনার-চুড়ে
আজ বেহেশ্‌তী নিশান উড়ে
গাফলতি নাই আর কারো নামাজ কাজায়॥
রোজার শবেকদর রাতে
কোরান এলো দুনিয়াতে
ফেরেশ্‌তা সব সালাম জানায় মোর্তজায়॥

* ৩৮৬. তাল : কেরবা

না মিটিতে মনোসাধ যেয়ো না হে শ্যামচাঁদ
আঁধার করিয়া ব্রজধাম, সখা হে —।
সোনার বরনী রাই অঙ্গে মাখিয়া ছাই
দিশা নাই কাঁদে অবিরাম, সখা হে —॥
অবিরাম কাঁদে রাই
তাবে কাঁদায় যে তারি তরে
অবিরাম কাঁদে সখা হে।
এখানে মাধবী-লতা
কহেনি কুসুম-কথা
জড়াইয়া তরুর গলে,
এখনো ফোটেনি ভাষা
আধ-ফুট ভালোবাসা
ঢাকা লাজ পল্লব-তলে।
বলা হলো না, হলো না,
বুকের ভাষা মুখে বলা যে হলো না।
সখা আমরা নারী, বলতে নারি।
দুখের কথা মুখে বলতে নারি
নয়ন জলে গলতে পারি
তবু মুখে বলতে নারি
মরণ-কোলে ঢলতে পারি
সখা মুখ ফুটে তবু বলতে নারি, সখা হে —
নবীন নীরদ-বরণ শ্যাম জানিতাম মোরা তখনি,
ঐ করুণ সজল কাজল মেঘে থাকে গো ভীষণ অশনি।
তুমি আগুন জ্বালিলে,
ওহে নিরদয়! বুকে কেন আগুন জ্বালিলে।
বুকে আগুন জ্বালায়ে চোখে সলিল ঢালিলে'
তাহে আগুন নেভে কি?

চোখেরি জলে ডুবে আগুন নেভে কি?
সখা হে — আগুন নেভে কি॥

*** ৩৮৭. তাল : কাহার্‌বা**

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি' পিয়াব অমিয়া তোমারে প্রিয়া
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া তলে বুকের আঁচল দিব পাতিয়া॥
নয়ন-মণির মুকুরে তোমার দুলিবে আমার সজল ছবি
সবুজ ঘাসের শিশির ছানি মুকুতা মালিকা দিব গাঁথিয়া॥
ফিরোজা আকাশ আবেশে ঘুমায়
দীঘির বুকে কমল ঘুমায়
নীরব যখন পাখির কূজন আমরা দু'জন রব জাগিয়া॥
ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায় ঘুমাবো মোরা ঘুম যদি পায়
বনের শাখা ঢুলাবে পাখা ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া

*** ৩৮৮. রাগ : মাঢ়, তাল : কাহার্‌বা**

বকুল চাঁপার বনে কে মোর চাঁদের স্বপন জাগালে —
অনুরাগের সোনার রঙে হৃদয়-গগন রাঙালে॥
ঘুমিয়ে ছিলাম কুমুদ-কুঁড়ি বিজন ঝিলের নীল জলে
পূর্ণ শশী তুমি আসি আমার সে ঘুম ভাঙালে॥
হে মায়াবী তোমার ছোঁয়ায় সুন্দর আজ আমার তনু
তোমার মায়া রচিল মোর বাদল মেঘে ইন্দ্র ধনু।
তোমার টানে হে দরদী
দোল খেয়ে যায় কাঁদন-নদী
কূল হারা মোর ভালোবাসা আজকে কূলে লাগালে॥

*** ৩৮৯. রাগ : গান্ধারী, তাল : ত্রিতাল**

ব্রজ-দুলাল ঘন শ্যাম
মোর হৃদে কর বিহার হে॥
নব অনুরাগের জ্বালায়ে বাতি
অঙ্গে অঙ্গে রাখি তব সেজ পাতি'
গাঁথি অশ্রু-মোতিহার হে॥
আরতি-প্রদীপ আঁখিতে জ্বালায়ে রাখি
পথ-পানে চাহি বার বার হে॥
নিবেদন করি নাথ তব চরণে
নিত্য পূজা-উপচার হে
বিরহ-গন্ধ-ধূপ বেদনা-চন্দন
পূজাঞ্জলি আঁখি-ধার হে
দেবতা এসো, খোল দ্বার হে॥

*** ৩৯০. রাগ : মল্লার, তাল : কাহার্‌বা**

যাও মেঘদূত দিও প্রিয়ার হাতে
আমার বিরহ-লিপি লেখা কেয়া পাতে॥
আমার প্রিয়ার দীরঘ নিশাসে
থির হয়ে আছে মেঘ যে-দেশেরই আকাশে
আমার প্রিয়ার ম্লান মুখ হেরি'
ওঠে না চাঁদ আর যে-দেশে রাতে॥

পাইবে যে-দেশে কুন্তল-সুরভি বকুল ফুলে
আমার প্রিয়া কাঁদে এলায়ে কেশ সেই মেঘনা-কূলে।
স্বর্ণলতার সম যার ক্ষীণ করে
বারে বারে কঙ্কণ চুড়ি খুলে পড়ে
মুকুল' বাসে যথা বরষার ফুল-দল
বেদনায় মুরছিয়া আছে আঙিনাতে॥

* ৩৯১.

রুমু রুমু রুমু ঝুমু ঝুমু বাজে নূপুর
তালে তালে দোদুল দোলে নাচের নেশায় চুর॥
চঞ্চল বায়ে আঁচল উড়ায়ে
চপল পায়ে ও কে যায়
নটিনী কল তটিনীর প্রায়
চিনি বিদেশিনী চিনি গো তায়
শুনি' ছন্দ তারি এ হিয়া ভরপুর॥
নাচন শিখালে ময়ূর মরালে
মরিচী-মায়া মরুতে ছড়ালে
বন-মৃগের মন হেসে ভুলালে
ডাগর আঁখির নাচে সাগর দুলালে.
গিরিদরি বনে গো দোল লাগে নাচনের শুনে তারি সুর॥

* ৩৯২. তাল : কাহারবা

সই ভালো ক'রে বিনোদ-বেণী বাঁধিয়া দে
মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুনী-ফাঁদে॥
সই বাঁধিতে সে বাঁধন-হারা বনের হরিণ
সই জড়ায়ে দে জরীণ ফিতা মোহন ছাঁদে॥
সই চপল পুরুষ সে তাই কুরুশ কাটায়
রাখিব খোঁপারি সাথে বিঁধিয়া লো তায়।
তাহে রেশমি জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে॥
প্রথম প্রণয়-রাগের মত আলতা রঙে
রাঙায়ে দে চরণ মোর এমনি ঢঙে।
সই পায়ে ধ'রে সে যেন গো আমারে সাধে॥

সই ভালো করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দে
মোর. বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিনুনী ফাঁদে।
সই. চপল পুরুষ সে তাই কুরুশ কাঁটায়
রাখিব খোঁপার সাথে বিঁধিয়া লো তায়
তাহে রেশমী জাল বিছায়ে দে ধরিতে চাঁদে
বাঁধিতে সে বাঁধন-হারা বনের হরিণ:
জড়ায়ে দে জরীণ ফিতা মোহন ছাঁদে॥
প্রথম প্রণয় রাগের মত আলতা রঙে
রাঙায়ে দে চরণ মোর এমনি ঢঙে
সই. পায়ে ধরে বঁধু যেন আমারে সাধে॥

* ৩৯৩. তাল : কাহারবা

মোর বেদনার কারাগারে জাগো, জাগো — বেদনাহারী হে মুরারি।
অসীম দুঃখ ঘেরা কৃষ্ণা তিথিতে এসো এসো হে কৃষ্ণ গিরিধারী॥
ব্যথিত এ চিত্ত দেবকীর সম মূর্ছিত পাষাণেরি ভারে

ডাকে প্রাণ-যাদব, এসো এসো মাধব উথলিছে প্রেম আঁখিবারি
মুরারি উথলিছে প্রেম আঁখিবা
হৃদয়-ব্রজে মম ভক্তি প্রীতি জাগিয়া আছে আশায়,
কদম্ব ফুল সম উঠিছে শিহরি' মম শ্যাম-বরষায়।
ওগো বন্‌শীওয়ালা, তব না শোনা বাঁশি
শোনে অনুরাগ রাধা প্রণয় পিয়াসী;
গোপন ধ্যানের মধুবনে তব নূপুর শুনি, হে কিশোর বনচারী ॥

* ৩৯৪.

অকূল তুফানে নাইয়া কর পার
পাপ দরিয়াতে ডুবে মরি কাণ্ডারি
নাই কড়ি নাই তরী প্রভু পারে তরিবার ॥
থির নহে চিত পাপ-ভীত সদা টলমল
পুণ্যহীন শূন্য মরু সম হৃদি-তল নাহি ফুল নাহি ফল
পার কর হে পার কর ডাকি কাঁদি অবিরল
নাহি সঙ্গী নাহি বন্ধু নাহি পথেরি সম্বল।
সাহারায় নাহি জল
শাওন বরিষা সম তব করুণার ধারা
ঝরিয়া পড়ুক পরাণে আমার ॥

* ৩৯৫. তাল : কাহার্‌বা

আজি আল কোরায়শী প্রিয় নবী এলেন ধরাধাম
তাঁর কদম মোবারকে লাখো হাজারো সালাম।
তওরত ইঞ্জিলে মুসা ঈসা পয়গম্বর
বলেছিলেন আগাম যাঁহার আসারি খবর
রব্বুলে দায়ের যাঁহার দিয়েছিলেন নাম
সেই আহমদে মোর্তজা আজি এলেন আরব ধাম ॥
আদমেরি পেশানীতে জ্যোতি ছিল যাঁর
যাঁর গুণে নূহ্ তরে গেল তুফান পাথার
যাঁর নূরে নমরুদের আগুন হলো ফুলহার
সেই মোহাম্মদ মুস্তাফা এলেন নিয়ে দীন-ইসলাম ॥
এলেন কাবার মুক্তিদাতা মসজিদের প্রাণ,
শাফায়াতের তরী এলো পাপী তাপীর ত্রাণ
দিকে দিকে শুনি খোদার নামের আজান
নবীর রূপে এলো খোদার রহমতেরি জাম ॥

* ৩৯৬. তাল : দাদ্‌রা

আজি চৈতী হাওয়ায় মাত লাগে
চাঁপার ডালে ডালে।
বনে বাজে তারি করতালি ঐ তালে তালে ॥
ভ্রমর মুখে গুনগুনিয়ে
যায় সে মৃদু সুর শুনিয়ে
শুক্‌নো পাতার মর্মরে তার নূপুর বাজে রুনঝুনিয়ে ॥
ফুলে পাতায় রঙ মাখায় সে[১] ফিকে সবুজ নীলে লালে
আজি ওড়ে তাহার রঙের নিশান প্রজাপতির পাখার পালে পালে ॥

১. কে

* ৩৯৭. তাল : দাদ্‌রা

আমি হব মাটির বুকে ফুল
প্রভাত বেলা হয়ত পাব তোমার চরণ মূল ॥
ঠাঁই পাব গো তোমার থালায়
রইব তোমার গলার মালায়
সুগন্ধ মোর মিশবে হাওয়ায় আনন্দ আকুল ॥
আমার রঙে রঙীন হবে বন
পাখির কণ্ঠে আনব আমি গানের হরষণ।
নাই যদি নাও তোমার গলে
তোমার পূজা বেদীর তলে
শুকাবো গো সেই হবে মোর মরণ অতুল ॥

* ৩৯৮. তাল : ফের্‌তা

আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে
শিশু নবী আহ্‌মদ্ রূপের লহর তুলে ॥
রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে
যেন নাচে ভোরের আলো গোলাব গাছে।
চরণে ভ্রমরা গুঞ্জরে গুল ভুলে ॥
সে খুশির ঢেউ লাগে আরশ্ কুর্শী পাশে
হাততালি দিয়ে হুরী সব বেহেশ্‌তে হাসে
সুখে ওঠে কেঁপে হিয়া[১] চরণ মূলে ॥
চাঁদনী রাঙা অতুল মোহন মোমের পুতুল
আদুল গায়ে নাচে খোদার প্রেমে বেভুল
আল্লার দয়ার তোহ্‌ফা এলো ধরার কূলে ॥

১ দুনিয়া

* ৩৯৯. তাল : দাদ্‌রা

আয় গোপিনী খেলবি হোরি ফাগের রাঙা পিচকারিতে
আজ শ্যামে লো করব ঘায়েল আবির হাসির টিটকারিতে ॥
রঙ্গে রাঙ্গা হয়ে শ্যাম আজ হবে যেন রাই কিশোরী
যমুনা জল লাল হবে আজ আবির ফাগের রঙে ভরি
কপালে কলঙ্ক মোদের ধুয়ে যাবে রঙ ঝারিতে ॥
গুরুজনার গঞ্জনা আজ
সইব না লো মানব না লাজ
কূল ভুলে গোকুল পানে ভেসে যাব রাঙা গীতে ॥

* ৪০০. তাল : দাদ্‌রা

আয় নেচে নেচে আয় রে বুকে দুলালী মোর কালো মেয়ে
দগ্ধ দিনের বুকে যেমন আসে শীতল আঁধার ছেয়ে ॥
আমার হৃদয় আঙিনাতে
খেলবি মা তুই দিনে রাতে
মোর সকল দেহ নয়ন হয়ে দেখবে মা তাই চেয়ে চেয়ে ॥
হাত ধরে মোর নিয়ে যাবি তোর খেলাঘর দেখাবি মা
এই টুকু তুই মেয়ে আমার কেমন করে হ'স অসীমা।

লুটে নিবি চতুর্ভুজা
আমার স্নেহ প্রেম পূজা
নাম ধরে তোর ডাকব মা যেই কোথায় থাকিস আসবি ধেয়ে ॥

*** ৪০১. তাল : ত্রিতাল**

অনাদিকাল হতে অনন্তলোক গাহে তোমারি জয়।
আকাশ-বাতাস রবি-গ্রহ তারা চাঁদ, হে প্রেমময় ॥
সমুদ্র-কল্লোল নির্ঝর-কলতান —
হে বিরাট, তোমারি উদার জয়গান;
ধ্যান গম্ভীর কত শত হিমালয় গাহে তোমারি জয় ॥
তব নামের বাজায় বীণা বনের পল্লব
জনহীন প্রান্তর স্তব করে, নীরব।
সকল জাতির কোটি উপাসনালয় গাহে তোমারি জয় ॥
আলোকের উল্লাসে, আঁধারের তন্দ্রায়
তব জয়গান বাজে অপরূপ মহিমায়,
কোটি যুগ-যুগান্ত সৃষ্টি প্রলয় গাহে তোমারি জয় ॥

*** ৪০২. তাল : কাহার্‌বা**

অনেক কথা বলার মাঝে লুকিয়ে আছে একটি কথা।
বলতে নারি সেই কথাটি তাই এ মুখর ব্যাকুলতা ॥
সেই কথাটি ঢাকার ছলে
অনেক কথা যাই গো ব'লে
ভাসি আমি নয়ন-জলে বল্‌তে গিয়ে সেই বারতা ॥
অবকাশ দেবে কবে সাহস পাবে প্রাণে
লজ্জা ভুলে সেই কথাটি বল্‌ব তোমায় কানে কানে।
মনের বনে অনুরাগে
কত কথায় মুকুল জাগে
সেই মুকুলে বুকে জাগাও ফুটে উঠার ব্যাকুলতা ॥

*** ৪০৩. তাল : কাহার্‌বা**

অয়ি চঞ্চল-লীলায়িত-দেহা, চির-চেনা
ফোটাও মনের বনে তুমি বকুল হেনা ॥
যৌবন-মদ গর্বিতা তন্বী
আননে জ্যোৎস্না, নয়নে বহ্নি,
তব চরণের পরশ বিনা অশোক তরু মুঞ্জরে না ॥
নন্দন-নন্দিনী তুমি দয়িতা চির-আনন্দিতা,
প্রথম কবির প্রথম লে৲ তুমি কবিতা।
নৃত্য শেষের তব নূপুরগুলি হায়
রয়েছে ছড়ানো আকাশের তারকায়
সুর-লোক-উর্বশী হে বসন্ত-সেনা। চির-চেনা ॥

*** ৪০৪. তাল : কাহার্‌বা**

আজকে শাদী বাদ্‌শাজাদীর পান করো শিরাজি ॥
নেশার ঝোঁকে চোখে চোখে খেলুক আতস বাজি
(সবে) পান করো শিরাজি ॥

সামনে মোরা যাকে পাব
রঙীন পানি পান করাব
প্রাণে খুশির রঙ ঝরাব নেচে গেয়ে আজি
সবে পান করো শিরাজি ॥

*** ৪০৫. তাল : দাদ্‌রা**

আনমনে জল নিতে ভাসিল গাগরি
সাঁতার জানি না, আনি কলস কেমন করি ॥
জানি না বলিব কি শুধাবে যবে ননদী
কাহার কথা ভাবে পোড়া মন নিরবধি
কলসী না ভাসিয়া ভাসিতাম আমি যদি
কি বলিব কেন মোর ভিজিল ঘাগরি ॥
একেলা কুলবধূ, পথ বিজন, নদীর বাঁকে
ডাকিল বৌ-কথা-কও কেন হলুদ চাঁপার শাখে
বিদেশে শ্যাম আমার পড়ল মনে সেই সে ডাকে
ঠাঁই দে যমুনে, বুকে, আমিও ডুবিয়া মরি ॥

*** ৪০৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

আমার গানের মালা আমি করব কারে দান
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান।
মালা করব কারে দান ॥
চোখে মলিন কাজল লেখা
কণ্ঠে কাঁদে কুহু কেকা,
কপোলে যার অশ্রু লেখা একা যাহার প্রাণ
মালা করব কারে দান ॥
কথায় আমার[১] কাঁটার বেদন মালায় সূচির জ্বালা,
কণ্ঠে দিতে সাহস না পাই অভিশাপের মালা (ঐ)।
বিরহে যার প্রেম-আরতি
আঁধার লোকের অরুন্ধতী
নাম না জানা সেই তপতী তার তরে এই গান
মালা করনু তারে দান ॥

১ গানের ছিল

*** ৪০৭. তাল : কাহার্‌বা**

আল্লাজী আল্লাজী রহম কর তুমি যে রহমান
দুনিয়াদারীর ফাঁদে পড়ে কাঁদে আমার প্রাণ ॥
পাই না সময় ডাকতে তোমায়
বৃথা কাজে দিন বয়ে যায়
চলতে নারি মেনে আমার নবীর ফরমান ॥
দুনিয়াদারীর চিন্তা এসে মনকে ভোলায় সদা
তাইতো মনে তোমায় স্মরণ করতে নারি খোদা।
দাও অবসর তুমি ডাকার
এই বেদনা সহে না আর
সংসারের এই দোজখ হতে করো মোরে ত্রাণ ॥

* ৪০৮. তাল : কাহারবা

আল্লার নাম জপিও ভাই দিবসে ও রেতে
সকল কাজের মাঝে রে ভাই তাঁহার রহম পেতে
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥
হাত করবে কাজ রে ভাই মন জপবে নাম
ঐ নাম জপ্‌তে লাগে না ভাই টাকা কড়ি দাম,
নাম জপো ভাই মাঠে ঘাটে হাটের পথে যেতে।
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥
ঐ আল্লার নাম যদি রে ভাই তুমি থাকো ধ'রে
ঐ নামও তোমায় থাকবে ধ'রে দুঃখ বিপদ ঝড়ে,
ঐ নামেরে সঙ্গী করো নাইতে শুতে খেতে।
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥
তোমার দেহ মন হবে রে ভাই নূরেতে রওশন
তখন আমীর ফকির চাইবে সবাই তোমার দরশন
মাতোয়ারা হও যিকির করো খোদার প্রেমে মেতে।
কোরাস : আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্, আল্লাহ্॥

* ৪০৯. তাল : কাহারবা

আল্লার নাম লইয়া বান্দা রোজ ফজরে উঠিও
আল্লা নামের আহ্লাদে ভাই ফুলের মতন ফুটিও॥
কাজে তোমার যাইয়ো বান্দা আল্লারি নাম লইয়া
ঐ নামের গুণে কাজের ভার যাইবে হাল্কা হইয়া।
শুনলে আজান কাজ ফেলিয়া মসজিদে শির লুটিও॥
আল্লার নাম লইয়া রে ভাই কইরো খানাপিনা
হাটে মাঠে যাইয়ো না ভাই আল্লারই নাম বিনা।
ওয়াজ নসিহত হইলে মজলিসে আইসা জুটিও॥
স্ত্রী পুত্র কন্যা তোমার খোদায় সঁপে দিও
আল্লার নাম জিকির কইরা নিশীথে ঘুমিও।
এই নাম শুইনা জন্মেছ ভাই এই নাম লইয়া মরিয়ো॥

* ৪১০. তাল : কাহারবা

আল্লাহ্ রসুল বোল্ রে মন আল্লাহ্ রসুল বোল্।
দিনে দিনে দিন গেল তোর দুনিয়াদারী ভোল্॥
রোজ কেয়ামতের নিয়ামত এই আল্লাহ্-রসুল বাণী
তোর আখেরের ভুখের খোরাক পিয়াসের ঐ পানি
তোর দিল্ দরিয়ায় আল্লাহ্-রসুল জপের লহর তোল্॥
তোর স্ত্রী-পুত্র ভাই-বেরাদর কেউ হবে না সাথী
আঁধার গোরে রইবি প'ড়ে জ্বালবে না কেউ বাতি।
যে নামে হেসে পার হবি তুই পুল-সেরাতের পোল্॥
(শুরে) হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে ঘুরে ঘুরে পথে
আনিস যা তুই লাগবে না তা তোর কাজে আকবতে।
যে যে নাম জ'পে পাবি রে তুই মোস্তফারই কোল্॥

* ৪১১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ইয়া আল্লাহ্, তুমি রক্ষা কর দুনিয়া ও দ্বীন্।
শান-শওকতে হোক পূর্ণ আবার নিখিল মুস্‌লেমিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥
(খোদা) মুষ্টিমেয় আরববাসী যে ঈমানের জোরে
তোমার নামের ডঙ্কা বাজিয়েছিল দুনিয়াকে জয় ক'রে
(খোদা) দাও সে ঈমান, সেই তরক্কী, দাও সে একিন্।
খোদা দাও সে একিন্।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥
হায়! যে-জাতির খলিফা ওমর শাহানশাহ্ হ'য়ে
ছেঁড়া কাপড় প'রে গেলেন উপবাসী র'য়ে
আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও, খোদা
ভোগ-বিলাসে মোদের জীবন ক'রো না মলিন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥
(খোদা) তুমি ছাড়া বিশ্বে কারো করতাম না ভয়
তাই বিশ্বে হয়নি মোদের কভু পরাজয়
দাও সেই দীক্ষা শক্তি সেই ভক্তি দ্বিধাহীন।
আমিন আল্লাহুম্মা আমিন॥

* ৪১২. তাল : কাহার্‌বা

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক
দোস্ত ও দুশ্‌মন পর ও আপন
সবার মহল আজ হউক রওনক॥
যে আছ দূরে যে আছ কাছে,
সবারে আজ মোর সালাম পৌঁছে।
সবারে আজ মোর পরাণ যাচে
সবারে জানাই এ দিল আশক্॥
এ দিল যাহা কিছু সদাই চাহে
দিলাম জাকাত খোদার রাহে
মিলিয়া ফকির শাহান্‌শাহে
এ ঈদগাহে গাহুক ইয়াহক্।
এনেছি শির্‌নি প্রেম পিয়ালার
এসো হে মোমিন কর হে ইফতার
প্রেমের বাঁধনে কর গেরেফ্‌তার
খোদার রহম নামিবে বেশক্॥

* ৪১৩. তাল : কাহার্‌বা

ঈদের খুশির তুফানে আজ ভাসলো দো জাহান
এই তুফানে ডুবু ডুবু জমিন ও আসমান॥
ঈদের চাঁদের পানসি ছেড়ে বেহেশ্‌ত্ হতে
কে পাঠালো এত খুশি দুখের জগতে
শোন ঈদ্‌গাহ হতে ভেসে আসে তাহারি আজান॥

* ৪১৪. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ
যে দিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ।
চন্দনিত শীতল বাতাস বয় এ দেশে নিরন্তর
জোছনা সম কোমল হয়ে আসে হেথায় রবির কর
জীবন হেথায় স্নেহ সরস সরল হৃদয় সহজ বেশ॥
নিত্য হেথা ঝরছে মেঘে স্বর্গ হতে শান্তি জল
মাঠে ঘাটে লক্ষ্মী হেথায় ছড়িয়ে রাখে ফুল কমল।
হাঙ্গোর কুমির শার্দুল সাপ খেলার সাথী এই জাতির
দিল্লীর যশ করল হরণ এই দেশেরি প্রতাপ বীর
একদা এই দেশের ছেলে জয় করেছে দেশ বিদেশ॥

* ৪১৫. তাল : দাদ্‌রা

এলো ঐ	পূর্ণ শশী	ফুল-জাগানো[১]
বহে বায়	বকুল-বনে	ঘুম-ভাঙানো॥
লাগিল	জাফরানী-রঙ	শিউলি-ফুলে
ফুটিল	প্রেমের কুঁড়ি	পাপড়ি খুলে,
খুশির আজ	আমেজ জাগে[২]	মন-রাঙানো॥
চাঁদিনী	ঝিল্‌মিলায়	ঝিলের জলে,
আবেশে	শাপ্‌লা ফুলের	মৃণাল টলে,
জাগে ঢেউ	দীঘির বুকে	দোল-লাগানো॥
এলো আজ	স্বপন-কুমার	নিরিবিলি
খুলিয়া	গোপন প্রাণের	ঝিলিমিলি,
এসো মোর	হতাশ প্রাণে	ভুল-ভাঙানো॥

এল ঐ পূর্ণিমা চাঁদ ফুল জাগানো ২ আমেজ লাগে

* ৪১৬.

এলো কৃষ্ণ কানাইয়া তমাল বনে সাজো ঝুলনের সাজে
তারে গোপ বালিকার মালা পরাব আজি এ রাখাল রাজে॥
নব নীপমালা পরি আসিল কিশোর হরি
বাজিল ঘন মেঘে বাঁশরি বৃষ্টিতে নূপুর বাজে॥
সে এসেছে ঐ মেঘ চন্দন মন্থন তনু গোপী বরণ এসেছে
নীল লাবনিতে ছাইয়া অবনী বিদ্যুত হাসি হেসেছে।
ঘনঘটা গগনে দোলা লাগায় মনে মনে।
দোলা লেগেছে, নয়নে মনে দোলা লেগেছে
শয়নে স্বপনে দোলা লেগেছে — বাঁধো বাঁধো ঝুলনা
খোঁপায় পরিয়া দোপাটি মালিকা সাজো সাজো অতুলনা
নির্দয় হৃদয়হীনে বাঁধিব হৃদয়মাঝে॥

* ৪১৭. তাল : কাহার্‌বা

এলো রমজানেরই চাঁদ এবার দুনিয়াদারী ভোল
সারা বরষ ছিলি গাফেল এবার আঁখি খোল্‌॥
এই একমাস রোজা রেখে
পরহেজ থাক গুনাহ্‌ থেকে
কিয়ামতের নিয়ামত তোর ঝুলি ভরে তোল্‌॥

বন্দী রহে এই মাসে শয়তান মালাউন
(তার) এই মাসে যা করবি সওয়াব দর্জা হাজার গুণ।
ভোগ বিলাসে মাখলি যে পাঁক
রমজানে তা হবে রে সাফ
একতারে তোর কর রে সামান আল্লা রসুল বোল্।।

* ৪১৮. তাল : কাহার্‌বা

এলো এলো রে বৈশাখী ঝড় এলো এলো রে,
ঐ বৈশাখী ঝড় এলো এলো মহীয়ান সুন্দর।
পাংশু মলিন ভীত কাঁপে অম্বর চরাচর থরথর।।
ঘনবন-কুন্তলা বসুমতী সভয়ে করে প্রণতি,
সভয়ে নত চরণে ভীতা বসুমতী।
সাগর তরঙ্গ মাঝে তারি মঞ্জির যেন বাজে বাজে রে
পায়ে গিরি-নির্ঝর-ঝরঝর ঝরঝর।।
ধূলি-গৈরিক নিশান দোলে ঈশান গগন চুম্বী,
ডম্বরু ঝম্বরী ঝাঁঝর ঝনঝন বাজে
এলো ছন্দ বন্ধন-হারা এলো রে
এলো মরু-সঙ্কর বিজয়ী বীরবর।।

* ৪১৯. তাল : কাহার্‌বা

এসো নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া
কৃষ্ণ কানাইয়া হরি।
মাখি গোখুর ধূলিরেণু গোঠে চরাইয়া ধেনু
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি।।
গোপী চন্দন চর্চিত অঙ্গে
প্রাণ মাতাইয়া প্রেম তরঙ্গে
বামে হেলায়ে ময়ূর পাখা দুলায়ে তমাল শাখা
নীপবনে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে।
এসো লয়ে সে শ্যাম-শোভা ব্রজ বধূ মনোলোভা
সেই পীত বসন পরি।।
এসো গগনে ফেলি নীল ছায়া
আনো পিপাসিত চোখে মেঘ মায়া।
এসো মাধব মাধবী-তলে
এসা বনমালী বন-মালা গলে
এসো ভক্তিতে প্রেমে আঁখি জলে
এসো তিলক-লাঞ্ছিত সুর-নর-বাঞ্ছিত
বামে লয়ে রাই কিশোরী।।

* ৪২০. তাল : কাহার্‌বা

এসো এসো পাহাড়ি ঝর্না মেঘ সজল কাজল বর্ণা
এসো জল ছিটিয়ে ফুল ফুটিয়ে এসো।।
উপল নুড়িতে কাঁকন চুড়িতে
রিনি ঠিনি ছন্দে বন্য আনন্দে এসো
এসো ছলছল ঝলমল আঁচল লুটিয়ে এসো।।

তৃষ্ণায় ডাকে কূলে কূলে হরিণী
আলো তৃষ্ণার জল নির্ঝরিণী।
ফুলবনে ভ্রমর দল জুটিয়ে এসো॥
এসো তপ্ত ধরার বক্ষে, শান্তি ধারা আনো চক্ষে
শীতল হোক খরতর বায়ু, নির্জীব প্রান্তরে আনো পরমায়ু
এসো পাষাণ-কারার ঘুম টুটিয়ে এসো॥

* ৪২১. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : দাদ্‌রা

এসো শারদ প্রাতের পথিক এসো শিউলি-বিছানো পথে।
এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে এসো অরুণ-কিরণ-রথে॥
দলি, শাপলা শালুক শতদল এসো রাঙায়ে তোমার পদতল
নীল লাবনি ঝরায়ে ঢলঢল এসো অরণ্য পর্বতে॥
এসো ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে কেতকী পাতার তরণী
এসো বলাকার রঙ পালক কুড়ায়ে বাহি' ছায়াপথ-সরণি।
শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া এসো হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া
এসো ধরণীরে ভালোবাসিয়া দূর নন্দন-তীর হতে॥

* ৪২২. রাগ : পাহাড়ি, তাল : কাহার্‌বা

ও কালো বউ! জল আনিতে যেয়ো না আর বাজিয়ে মল।
তোমায় দেখে শিউরে ওঠে কাজ্‌লা দীঘির কালো জল।
ওগো কাজলা দীঘির কালো জল॥
দেখে তোমার কালো আঁখি,
কালো কোকিল ওঠে ডাকি'
তোমার চোখের কাজল মাখি' হয় সজল ঐ মেঘ-দল
ওগো হয় সজল ঐ মেঘ-দল॥
তোমার কালো রূপের মায়া
দুপুর রোদে শীতল ছায়া
কচি অশথ্‌ পাতায় টলে ঐ কালো রূপ টলমল॥
ভাদর মাসের ভরা ঝিলে
তোমার রূপের আদল মিলে গো —
তোমার তনুর নিবিড় নীলে আকাশ করে টলমল।
ঐ আকাশ করে টলমল॥

* ৪২৩. তাল : কাহার্‌বা

ওগো ও আমার কালো
গহন বনে বুকের মাঝে জ্বালো তুমি জ্বালো
ওগো আমার আলো গো॥
কাজ্‌লা মেঘের অন্তরালে
তোমার রূপের মানিক জ্বলে
আমার কালো মনের তলে জ্বালাও তুমি আলো গো॥
একলা ব'সে দিন যেন মোর কাটে
কইতে কথা বুক যে আমার ফাটে 'গো'
আঁধার যখন আস্‌বে ঘিরে জ্বাল্‌বে তুমি আলো গো॥

* ৪২৪. তাল : কাহার্‌বা

ওরে ও নতুন ঈদের চাঁদ
তোমায় হেরে হৃদয় সাগর আনন্দে উন্মাদ ॥
তোমার রাঙা তস্তরীতে ফিরদৌসের পরী
খুশির শিরনী বিলায় রে ভাই নিখিল ভুবন ভরি
খোদার রহম পড়ছে তোমার চাঁদনী রূপে ঝরি।
দুখ ও শোক সব ভুলিয়ে দিতে তুমি মায়ার ফাঁদ ॥
তুমি আসমানে কালাম
ইশারাতে লেখা যেন মোহাম্মদের নাম।
খোদার আদেশ তুমি জান স্মরণ করাও এসে
জাকাত দিতে দৌলত সব দরিদ্রেরে হেসে
শত্রুরে আজি ধরিতে বুকে শেখাও ভালবেসে।
তোমায় দেখে টুটে গেছে অসীম প্রেমের বাঁধ ॥

* ৪২৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কানে আজো বাজে আমার তোমার গানের রেশ
নয়নে মোর জাগে তোমার নয়নের আবেশ ॥
তোমার বাণী অনাহত
দুলে কানে দুলের মত
ও গান যদি কুসুম হত সাজাতাম মোর কেশ।
নদীর ধারে যেতে নারি শুনে তোমার সুর
মনে আনে তোমার গান করুণ বিধুর।
শুনি বুনো পাখির গীতি
জাগে তোমার গানের স্মৃতি
পরান আমার যায় যে ভেসে তোমার সুরের দেশ ॥

* ৪২৬. তাল : কাহার্‌বা

(কার) ঝর ঝর বর্ষণ বাণী
যায় দিক্ দিগন্তে বেদনা হানি' ॥
করুণ সুরে দূর অলকায়
যেন অবিরল বীণা বাজায়
বিরহের বীণাপাণি ॥
গীত পিপাসিত বসুন্ধরা
শোনে সেই সুর প্রাণ উদাস করা।
তারি ভাষায় বেদনা আভাস
কাঁদায় ভুবন আকাশ বাতাস
পথ প্রান্তর বনানী ॥

* ৪২৭. তাল : কাহার্‌বা

কার বাঁশরী বাজিল মেঠো সুরে মন উদাস করা দুপুরে (গো)
সখি কে কাহারে চায়
আজো সুরে সুরে ঝুরে ঝুরে কাহারে ধেয়ায়
মোর মন যেতে চায় বাঁশুরিয়ার সুরের দেশে উড়ে (গো) ॥
হেরি যেতে নদী পথে

সে ভাঁট ফুলেরি মালা গেঁথে ভাসায় ভাটির স্রোতে (গো)
আমার সাধ জাগে ঐ মালা যাহার দেখি সেই বঁধু রে (গো)॥

*** ৪২৮. তাল : কেরবা**

কালো জাম রে ভাই! আম কি তোমার ভায়রা ভাই?
লাউ বুঝি তোর দিদিমা, আর কুমড়ো তোর দাদামশাই॥
তরমুজ তোমার ঠাকুমা বুঝি কাঁঠাল তোমার ঠাকুরদা
গোলাপজাম তোর মাসতুতো ভাই জামরুল কি ভাই তোর বোনাই॥
পেয়ারা কি তোর লাটিম রে ভাই চিচিঙ্গে তোর লাঠি
জাম্বুরা তোর ফুটবল আর লংকা চুষি কাঠি।
টোপা কুল তোর বৌ বুঝি আর বৈঁচি লেবু তোর বেহাই।
নোনা আতা সোনা ভাই তোর রাঙা দি তোর লাল মাকাল,
ডাব বুঝি তোর পানি-পাঁড়ে ঢিল বুঝি ভাদুরে তাল।
গেছো দাদা আয় না নেমে গালে রেখে চুমু খাই॥

*** ৪২৯. তাল : কাহার্‌বা**

কুলের আচার নাচার হয়ে আছিস্ কেন শিকায় ঝুলে
কাচের জারে বেচারা তুই মরিস্ কেন ফেঁপে ফু'লে॥
কাঁচা তেঁতুল পেয়ারা আম
ডাঁশা জামরুল আর গোলাপ-জাম —
যেমনি তোরে দেখিলাম অমনি সব গেলাম ভুলে॥

*** ৪৩০. নাটক : 'সাবিত্রী', রাগ : সিন্ধু — কাফি,[১] তাল : কাহার্‌ব**

কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম।
বিটপী লতায় চিকন পাতায় ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম॥
পূজার থালা এ অর্ঘ্য-ডালা এনেছি দিতে তোমার পায়
দেহ শুভ বর কুসুম-সুন্দর হোক নিখিল নয়নাভিরাম
এ বিশ্ব বিপুল কুসুম-দেউল হোক তোমার ফুল কিশোর
মুরলী করে এসো গোলক-বিহারী হোক ভূ-লোক আনন্দ-ধাম॥

১ বাগেশ্রী - সিন্ধু

*** ৪৩১. তাল : কাহার্‌বা**

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল রে মন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রে মন, প্রেমের লহর তোল
রে মন মালার বন্ধন খোল॥
নিরালা হৃদয় যমুনাতে কে বাজায় বাঁশি আধেক রাতে
তুই কুল ভুলে চল তাহারি সাথে প্রেম-আনন্দে দোল॥
সে গোলক হতে ভালবাসে গোকুল বৃন্দাবন
মধুর প্রেমের-ভিখারি সে মদন মোহন।
প্রেম দিয়ে যে বাঁধতে পারে, সাধ করে তার কাছে হারে
মুনি-ঋষি পায় না তারে গোপীরা পায় কোল॥

*** ৪৩২. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

ক্ষীণ তনু যৌবন ভার বইতে নারি
ধীরে চল গোরী ধীরে ধীরে

টলে চিকন কাঁখে ভরা গাগরি ভরে তায় ঘাঘরী।
দেহ টুটে না যায় যেন নাগরি
নীল চোলি ভিজিয়া না যায় নীরে॥
কঠিন ধরা হানে বেদনা কোমল পায়ে
মুছায়ে দিব ব্যথা ব'স এ বকুল ছায়ে
'না' বলি মুচকিয়া হেসো না ফিরে ফিরে॥
দাঁড়ায়ে কত পথিক বহিতে সই ভার তব
যদি চাহ গো সখি ভার তব আমি লব
দাও আমারে ঠাঁই, তব ঐ তনুর তীরে॥

* ৪৩৩. তাল : কাহার্‌বা

খেলত বায়ু ফুলবন-মে, আও প্রাণ-পিয়া
আও মন-মে প্রেম-সাথী আজ রজনী, গাও প্রেম-পিয়া॥
মন-বন মে প্রেম মিলি দোলত হ্যায় ফুল কলি
বোলত হ্যায় পিয়া পিয়া বাজে মুরলীয়া, আওয়ে শ্যাম পিয়া॥
মন্দির মে রাজত হ্যায় পিয়া তব মূরতি
প্রেম পূজা লেও পিয়া, আও প্রেম-সাথী।
চাঁদ হাসে তারা সাথে আও পিয়া প্রেম-রথে
সুন্দর হ্যায় প্রেম-রাতি আও মোহনীয়া, আও প্রাণ পিয়া॥

* ৪৩৪. তাল : দাদ্‌রা

খেলি আয় পুতুল-খেলা ব'য়ে যায় খেলার বেলা সই।
বাবা ঐ যান আপিসে ভাব্‌না কিসের খোকারা দোলায় ঘুমোয় ঐ॥
দাদা যান ইস্কুলেতে, মা খুড়ি মা রান্না করেন ঐ হেঁসেলে
ঠান্‌দি দাওয়ায় ঝিমায় ব'সে ফোক্‌লা বদন মেলে।
আয় লো ভুলি পক্কি টুলি পট্‌লী খেঁদি কই॥

* ৪৩৫. তাল : দাদ্‌রা

খোদায় পাইয়া বিশ্ব বিজয়ী ছিল একদিন যারা
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা॥
খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারির বেশে দেশে দেশে ফেরে
ভোগ বিলাসের মোহে ভুলে, হায় নিল বন্ধন কারা॥
খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন
দুখে রোগে শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ।
এসে শয়তান ভোগ বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের
খোদায় হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা॥

* ৪৩৬. তাল : কাহার্‌বা

গানের সাথী আছে আমার সুরের সেতু-পারে।
তাঁরি আশায় গানের ভেলা ভাসাই পারাবারে॥
জানি জানি আমার এ সুর
পাবেই পাবে চরণ বঁধুর
ঐ ভেলাতে আসবে বঁধু গভীর অন্ধকারে॥

ঘুমে যখন মগ্ন সবাই বন্ধু আমার আসে
ফুলের মতন সুরগুলি তার মুখ চেয়ে' হাসে।
উদ্দেশে তার গানগুলি মোর
যায় ভেসে যায় নেশায় বিভোর
যেমন ক'রে ছায় গো তপন চাঁদের অধিকারে॥

* ৪৩৭. তাল : দাদ্‌রা

চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন ঝিনি বীণ বাজায়ে চলে
শুনি নদীর নীল জলে জোয়ার উথলে॥
বাজে পায়ে পাঁইজোর ঘুঙুর ঝুমুর ঝুমুর
গাহে পাপিয়া পিয়া পিয়া শুনি সে সুর
শত পরান হতে চায় ঐ চরণে নূপুর
হৃদি হতে চায় চাবি তাহার আঁচলে॥
পথিকে বধিতে কি নদীতে সে জলকে যায়
ছল্ ছল্ বলি তাহার কলসীতে জল ছ'ল্‌কে যায়
কাজল-ঘন চোখে বিজলি জ্বালা ঝল্‌কে যায়
মন-পতঙ্গ ধায় ঐ আঁখির অনলে
শুনি নদীর নীল জলে জোয়ার উথলে॥

* ৪৩৮. তাল : ঝাঁপতাল

জাগো অমৃত-পিয়াসি চিত
আত্মা অনিরুদ্ধ
কল্যাণ প্রবুদ্ধ।
জাগো শুভ্র জ্ঞান পরম
নব প্রভাত পুষ্প সম
আলোক-স্নান শুদ্ধ॥
সকল পাপ কলুষ তাপ দুঃখ গ্লানি ভোলো
পুণ্য প্রাণ-দীপ-শিখা স্বর্গ পানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে জাগো তিমির কারারুদ্ধ।
ফুলের সম আলোর সম
ফুটিয়া ওঠ হৃদয় মম
রূপ রস গন্ধে অনায়াস আনন্দে জাগো মায়া-বিমুগ্ধ॥

* ৪৩৯. তাল : দাদ্‌রা

জানি আমার সাধনা নাই আছে তবু সাধ।
তুমি আপনি এসে দেবে ধরা[১] দূর-আকাশের চাঁদ॥
চকোর নহি মেঘও নহি
আপন ঘরে বন্দী রহি'
আমি শুধু মনকে কহি কাঁদ নিশি দিন কাঁদ্॥
কূল-ডুবানো জোয়ার কোথা পাব হে সুন্দর?
হে চাঁদ আমি সাগর নহি পল্লী-সরোবর।
নিশীথ রাতে আমার নীরে,
প্রেমের কুমুদ ফোটে ধীরে,
মোর ভীরু প্রেম যেতে নারে ছাপিয়ে লাজের বাঁধ॥

১. ধরা দেবে

* ৪৪০. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ঝুমঝুম্ ঝুমরা নাচ নেচে কে এলো গো সই লো দেখে আয়।
বৈঁচি বনের বিরহে বাউরী বাতাস বহে এলো মেলো গো॥
(সে) আঁড়বাশি বাজায় আড়চোখে তাকায়
তীর হানার ভঙ্গিতে ধনুক বাঁকায়
নন্দন[১] পাহাড়ে তাহারে দেখে চাঁদ আঁউরে গেল গো॥
ঝাঁকড়া চুলের পাশে টুলটুলে চোখ হাসে কতই ছলে
মৌরলা মাছ যেন খেলে বেড়ায় গো কালো জলে।
মৌটুসীর মৌ ফেলে ভোমরা রয় তাকিয়ে
গুরুজনের মত বটের তরু দাঁড়িয়ে জট পাকিয়ে
আমলকি গাছের আড়ালে লুকিয়ে দেখি দেখতে কি তা পেল গো (সে)॥

১ ঝুমঝুম

* ৪৪১. তাল : দাদ্‌রা

ডাক্‌তে তোমায় পারি যদি আড়াল থাক্‌তে পারবে না
এখন আমি ডাকি তোমায় তখন তুমিই ছাড়বে না॥
যদি দেখা না পাই কভু —
সে দোষ তোমার নহে প্রভু
সে সাধনায় আমারি হার স্বামী! তুমি হারবে না
বহু লোকের চিন্তাতে মোর বহু দিকে মন যে ধায়,
জানি জানি, অভিমানী পাইনে আজ তাই তোমায়।
বিশ্ব, ভুবন ভুলে যেদিন
তোমার ধ্যানে হব বিলীন,
সেদিন আমার বক্ষ হতে চরণ তোমার কাড়বে না॥

* ৪৪২. তাল : কাহার্‌বা

তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরি ভার লহ সংসারেরি ভার
আজকে অতি ক্লান্ত আমি বইতে নারি আর
এ ভার বইতে নারি আর॥
সংসারেরি তরে খেটে
জনম আমার গেল কেটে
(ওরে) তবু অভাব ঘুচল না (আমার) হায় খাটাই হল সার॥
বিফল যখন হলাম পেতে সবার কাছে হাত
তখন তোমায় পড়ল মনে হে অনাথের নাথ।
অভাবকে আর করি না ভয়
তোমার ভাবে মগ্ন হৃদয়
তোমায় ফিরিয়ে দিলাম হে মায়াময় তোমারি সংসার॥

* ৪৪৩. তাল : দাদ্‌রা

তুমি সুন্দর কপট হে নাথ! মায়াতে রাখ বিভোর।
তোমার ছলনা যে বোঝে না নাথ সেই সে দুখী ঘোর॥
কত শত রূপে নিঠুর আঘাতে
তুমি চাও নাথ তোমারে ভোলাতে
তবু যে তোমারে ভুলিতে পারে না ধরা দাও তারে চোর॥
কাঁদাও তাহারে নিশিদিন তুমি যপে যে তোমার নাম

তোমারে যে চাহে শত বন্ধনে বাঁধ তারে অবিরাম।
সাগরে মিশাতে চায় বলে নদী
জনম গোঁয়ায় কেঁদে নিরবধি
ভক্তে তেমনি দিয়াছ যে নাথ অসীম আঁখি-লোর॥

* ৪৪৪. তাল : কাহারবা

দাসী হতে চাই না আমি হে শ্যাম কিশোর বল্লভ,
আমি তোমার প্রিয়া হওয়ার দুঃখ লব।
জানি জানি হে উদাসীন
দুঃখ পাব অন্ত বিহীন
বঁধুর আঘাত মধুর যে নাথ সে গরবে সকল সব॥
তোমার যারা সেবিকা নাথ, আমি নাহি তাদের দলে,
সর্বনাশের আশায় আমি ভেসেছি প্রেম-পাথার জলে।
দয়া যে চায় যাচুক চরণ
আমার আশা করব বরণ
বিরহে হোক মধুর মরণ, আজীবন সুদূরে রব॥

* ৪৪৫. তাল : ধামার

দোলে ঝুলন দোলায় দোলে নওল কিশোর গিরিধারী হরষে॥
মৃদঙ্গ বাজে নভোচারী মেঘে বারিধারা রুমু ঝুমু বরষে॥
নাচে ময়ূর নাচে কুরঙ্গ
কাজরি গাহে বন বিহঙ্গ
যমুনা-জলে বাজে জলতরঙ্গ শ্যামসুন্দর-রূপ দরশে॥

* ৪৪৬. তাল : কাহারবা

নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম
চির-মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর॥
গ্রীষ্মে নাচে বামা কাল-বোশেখী ঝড়ে
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙ্গে পড়ে
শরতে হেসে চলে শেফালিকা-তলে
গাহিয়া আগমনী গীতি বিধুর॥
হরিত অঞ্চল হেমন্তে দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে
শীতের অলস বেলা পাতা ঝরারি খেলা
ফাগুনে পরে সাজ ফুল-বধুর॥
এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে
এই মায়েরি বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাবো এই বুকে স্বপ্নাতুর॥

* ৪৪৭. তাল : দাদ্‌রা

যা-ই পরিলে নোটন-খোঁপায় ঝুমকো-জবার ফুল (রানী)
এমনি এসো (ওগো) লুটিয়ে পিঠে আকুল এলোচুল॥
সজ্জা-বিহীন লজ্জা নিয়ে
এমনি তুমি এসো প্রিয়ে

গোলাপ ফুলের রঙ মাখাতে হয় যদি হোক ভুল ॥
গৌর দেহে না-ই জড়ালে গৌরী চাঁপার শাড়ি
ওগো ভূষণ পরে না-ই বা দিলে রূপের সাথে আড়ি।
যেমন আছ তেমনি এসো
নয়ন তুলে একটু হেসো
সেই খুশিতে উঠবে দুলে আমার হৃদয় কূল ॥

*৪৪৮. তাল : দাদ্‌রা

নিশিদিন তব ডাক শুনিয়াছি মনে মনে
শ্রবণে শুনিনি আহ্বান তব পবনে শুনেছি বনে বনে ॥
হে বিরহী তব আভাস
পাণ্ডু করেছে তোমার আকাশ
বিজনে তোমারে করিয়াছি ধ্যান শুধায়ে ফিরিনি জনে জনে ॥
সকলে যখন ঘুমায়ে পড়েছে আধো রাতে
স্মৃতি মঞ্জুষা খুলিয়া দেখেছি নিরালাতে।
যদি তব ছবি ম্লান হয়ে যায়
অশ্রু সলিলে ধুয়ে রাখি তায়
দেবতা তোমারে মৌন পূজায় নীরবে ধেয়াই নিরজনে ॥

*৪৪৯. তাল : কাহারবা

পথিক বন্ধু এসো এসো পাপড়ি ছাওয়া পথ বেয়ে।
মন হয়েছে উতলা গো তোমার আসার পথ চেয়ে ॥
আকাশ জুড়ে আলোর খেলা
বসুন্ধরায় ফুলের মেলা
রঙীন মেঘের ভাস্‌লো ভেলা তোমারই আসার আভাস পেয়ে ॥
সাধ জাগে ঐ পথে তোমার পেতে রাখি মন প্রাণ
চলতে গিয়ে দল্‌বে তা'রে চরণ ছোঁয়া করিবে দান।
তোমার ধ্যানে, হে রাজাধিরাজ
সাজ ভুলেছি ভুলেছি কাজ
আসবে তুমি সেই খুশিতে আছে আমার মন ছেয়ে ॥

*৪৫০. তাল : দাদ্‌রা

পরাণ-প্রিয়! কেন এলে অবেলায়
শীতল হিমেল বায়ে ফুল ঝ'রে যায় ॥
সেদিনো সকাল বেলা
খেলেছি কুসুম-খেলা,
আজি যে কাঁদি একেলা ভাঙ্গা এ মেলায় ॥

*৪৫১. রাগ : ভৈরবী, তাল : তেওড়া

প্রভাত বীণা তব বাজে হে
উদার অম্বর মাঝে হে ॥
তুষার কান্তি তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে ॥
তব আনন্দিত গভীর বাণী
শোনে ত্রিভুবন যুক্ত পাণি
মন্ত্রমুগ্ধ ভাব গঙ্গা নিস্তরঙ্গা লাজে হে ॥

* ৪৫২. তাল : কাহার্‌বা

প্রেম ক্যাটারী লগ্য গ্যয়ি তোরে কারী কারী
প্যায়ারে ভঁাওরে ডোলাৎ হ্যায় যো নিস্‌দিন ডারী ডারী ॥
শুনা প্যায়ারে ভঁায়র ও প্রেম-কাহিনী
বাগ্‌মে যাতা হ্যায় প্রেম সে গাতা হ্যায় কয়া মানমেঁ ঠানী ॥
ফুলো সে ক্যায়া তুঝকো প্রেম হুয়া হ্যায়
মেরী তারহা ক্যায়া তু প্রেমী ব্যনা হ্যায়
ত্যড়পত হ্যায় কিসকী তু বরহা মেঁ নিস্‌দিন
পাই হ্যায় কিস্‌সে হয়ে প্রেমনিশানী ॥
ফুলমে হ্যায় গুলসে গালো কি রং গাৎ
মিলতি হ্যায় ইনসে প্রীতম কি প্যারী সুরাত
ইস্‌সে ম্যায় কারতিহু ফুলসে উলফত
ফিরত হু ব্যন ব্যন ব্যন্‌কে দিওয়ানী ॥

* ৪৫৩. তাল : কাহার্‌বা

প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে প্রেম নগরকা ঠিকানা।
ছোড় করিয়ে দোদিন কা ঘর ওহি রাহপে জানা ॥
দুনিয়া দওলত হ্যায় সব মায়া
সুখ দুখ দো হ্যায় জগ কা কায়া
দুখকো তু প্রেম সে গলে লাগালে আগে না পছ্‌তানা ॥
আতি হ্যায় যব রাত আঁধেরি
ছোড় তু মায়া বন্ধন-ভারি
প্রেম নগর কি কর তৈয়ারী, আয়া হ্যায় পরোয়ানা ॥

* ৪৫৪. তাল : কাহার্‌বা

ফিরিয়া এসো এসো হে ফিরে
বঁধু এ ঘোর বাদলে নারি থাকিতে একা।
হায় গগনে মনে আজি মেঘের ভিড়
যায় নয়ন-জলে মুছে কাজল-লেখা ॥
ললাটে কর হানি' কাঁদিছে আকাশ
শ্বসিছে শন-শন হুতাশ বাতাস।
তোমারি মত ঝড় হানিছে দ্বারে কর,
খোঁজে বিজলি তোমারি পথ-রেখা ॥
মেঘেরে শুধাই তুমি কোথায়
কাঁদন আমার বাতাসে ডুবে যায়!
ঝড়ের নূপুর পরি' রাঙা পায়
শ্যামল-সুন্দর দাও দেখা ॥

* ৪৫৫. তাল : কাহার্‌বা

ফুরিয়ে এলো রমজানেরি মোবারক মাস
আজ বাদে কাল ঈদ তবু মন করে উদাস ॥
রোজা রেখেছিলি, হে পরহেজগার মোমিন!
ভুলেছিলে দুনিয়াদারী রোজার তিরিশ দিন;
তরক করেছিলি তোরা কে কে ভোগ-বিলাস ॥
সারা বছর গুনাহ্‌ যত ছিল রে জমা,

রোজা রেখে খোদার কাছে পেলি সে ক্ষমা;
ফেরেশতা সব সালাম করে কহিছে সাবাস ॥

* ৪৫৬. তাল : কাহার্‌বা

বন তমালের শ্যামল ডালে দোলে ঝুলন দোলায় যুগল রাধা শ্যাম।
কিশোরী পাশে কিশোর হাসে ভাসে আনন্দ সাগরে আজ ব্রজধাম ॥
তড়িত লতায় যেন জড়িত জলধরে
ওগো যুগল রূপ হেরি মুনির মনোহরে
পুলকে গগন ছাপিয়া বারি ঝরে বাজে যমুনা তরঙ্গে শ্যাম শ্যাম নাম ॥
বন ময়ূর নাচে ঘন দেয়ার তালে
দোলা লাগে কেতকী কদম ডালে।
আকাশে অনুরাগে ইন্দ্রধনু জাগে হেরে ত্রিলোক থির হয়ে রূপ অভিরাম ॥

* ৪৫৭. তাল : কাহার্‌বা

বন-বিহারিণী চঞ্চল হরিণী
চিনি আঁখিতে চিনি কানন নটিনী রে ॥
ছুটে চলে যেন বাঁধ ভাঙ্গা তটিনী রে
নেচে নেচে চলে ঝর্নার তীরে তীরে
ছায়াবীথি তলে কভু ধীরে চলে
চকিতে পালায় ছুটি' ছায়া হেরি গিরি-শিরে ॥

* ৪৫৮. তাল : দাদ্‌রা

বন্‌মে শুন সাখিরি পিয়া পিয়া বোলে বাঁওরিয়া;
সখি কাওন উও বন্‌শী ব্যজায় ঘ্যরমে ন্যা রাহন্ যায়,
মন্ ভায়ে উদাস্ সখি ন্যাহি মানে জিয়া রি ॥
নিরালা ঢং বাজে মৃদঙ্গ ম্যওর পাপিহা বোলে রি
চ্যরণন্ মে ছন্দ জাগে ত্যান্ মন্ প্রাণ ডোলে রি
প্রেম্‌সে ম্যতওয়ালী ভ্যয়ি চাঁদ কি আঁখিয়া রি ॥
স্যখি প্যহনো নীল শাড়ি চূড়া বাঁধো ম্যন্‌হারি
যাঁহা ব্যন্‌চারী চালো ক্যরকে সিঙ্গার
চ্যরণন্ মে গুজরী গ্যালেমে চম্পা হার —
নাচুঙ্গী আজ ওয়াকে সাথ্ গাউঙ্গি র‍্যসিয়ারি ॥

৪৫৯. তাল : ত্রিতাল

বরষা ঐ এলো বরষা
অঝোর ধারায় জল ঝরঝরি' অবিরল
ধূসর নীরস ধরা হলো সরসা ॥
ঘন দেয়া দমকে দামিনী চমকে
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর ঝমঝম ঝমকে
মনে পড়ে সুদূর মোর প্রিয়তমকে
মরাল মরালীরে হেরি সহসা ॥

*এই অংশটি সাধারণত গাওয়া হয় না-
বেণুবনে মৃদু মিঠে আওয়াজে
টাপুর টুপুর জল নূপুর বাজে
শূন্য শয্যাতলে আনমনে শুনি
সেই নূপুরের ধ্বনি অন্তর মাঝে
শ্যাম-সখারে মেঘমল্লারে
ডাকি বারে বারে উতলমনা ॥

* ৪৬০. তাল : দাদ্‌রা

বালা যোব্যান মোরি স্যখিরি পরদেশে পিয়া।
ক্যায়সে স্যামহালুঁ সোলা ব্যরস উম্যারিয়ারি পরদেশে পিয়া ॥
ব্যয়রি ভ্যয়রি যোবান্ দিলমে নাহি চ্যয়ন্
দিল ন্য লাগে কাম্‌মে জাগি কাটে র‍্যয়ন
সোতে ড্যর লাগে একেলী স্যাবরিয়া রি পরদেশে পিয়া ॥
ফিকা লাগে খানা পিনা ন্যয়নোমো নিদ ন্যহিরি
যাঁহা মোরি বিদেশীয়া লেবা মোহে ওয়াহিঁরি।
আয়ে ফাগুন চৈত্ স্যখি খিলা যোবান ফুল মোর
স্যতায়ে নিস্‌দিন মোহে বুলবুল আওর ফুলচোর
ক্যায়সে ছিপাউঁ উও ফুল প্যতরি আঙ্গিঁয়ারি পরদেশে পিয়া ॥

* ৪৬১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান!
সেদিন দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥
তোরা স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর পাস্ রে মান।
সেই কল্‌জে চুঁয়ে গল্‌ছে রক্ত দল্‌ছে পায়ে ডল্‌ছে কান ॥
ওরে তোরা করিস লাঠালাঠি সিন্ধু-ডাকাত লুটছে ধান!
তাই গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান ॥
ছিলি সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসা-যুদ্ধে আজকে এমন ক্ষিন্ন প্রাণ।
মুখের গ্রাস ঐ গিল্‌ছে শেয়াল, তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ ॥
তোরা বাঁদর ডেকে মান্‌লি সালিশ ভাইকে দিতে ফাট্‌লো প্রাণ!
সালিশ নিজেই, 'খা ডালা সব', বোকা তোদের এই দেখান ॥
তোরা নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান
তোদের কে যে ভালো কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান ॥
শুনি আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ।
তাই তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান ॥
আজ সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান!
তোরা বিশ্বে যে তার রাখিস্‌নে টাই কানা গরুর ভীন্ বাথান ॥
তোরা করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
আজ বুঝ্‌লি নে হায় নাড়ী-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান ॥

* ৪৬২. তাল : তেওড়া

ভারতের দুই নয়ন তারা হিন্দু-মুসলমান
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান ॥
তাইতো মায়ের কোল নিয়ে ভাই
ভা'য়ে ভা'য়ে বাধে লড়াই
এই কলহের হবেই হবে মধুর অবসান
এক দেশেরই অন্নজলে এক দেহ এক প্রাণ ॥
আল্লা বলে কোরান তোমায়, এলা বলে বেদ,
যেমন পানি, জলে রে ভাই শুধু নামের ভেদ।
মোদের মাঝে দেয়াল তুলতে যে চায়
জানবে মোদের শত্রু তাহায় (জানবে রে)
বিবাদ ক'রে এনেছি হায় অনেক অকল্যাণ

মিলনে আজ উঠুক জেগে নব-হিন্দুস্থান।
জেগে উঠুক হিন্দুস্থান॥

*** ৪৬৩. তাল : দাদ্‌রা**

ভুলে যেয়ো, ভুলে যেয়ো সেদিন যদি পড়ে আমায় মনে
যবে চৈতী বাতাস উদাস হয়ে ফিরবে বকুল বনে॥
তোমার মুখের জোছনা নিয়ে
উঠবে যে চাঁদ ঝিলমিলিয়ে,
হেনার সুবাস ফেলবে নিশাস তোমার বাতায়নে॥
শুনবে যেন অনেক দূরে
ক্লান্ত বাঁশির করুণ সুরে —
বিদায় নেওয়া কোন বিরহীর কানে কাঁদে নিরজনে॥

*** ৪৬৪. তাল : কাহার্‌বা**

ভেসে' যায় হৃদয় আমার মদিনা পানে।
আসিলেন রসুলে-খোদা প্রথম যেখানে॥
উঠিল যেখানে রণি', প্রথম তক্‌বির ধ্বনি
লভিনু মণির খনি যথায় কোরানে॥
যথা হেরা গুহার আঁধারে প্রথম
ইসলামের জ্যোতি লভিল জনম,
ঝরে অঝোর ধারায় যথা খোদার রহম,
ভাসিল নিখিল ভুবন যাহার তুফানে॥
লাখো আম্বিয়া আউলিয়া বাদ্‌শা ফকির
যথা যুগে যুগে আসি' করিল ভিড়
তারি ধূলাতে লুটাবো আমি নোয়া'ব শির;
নিশিদিন শুনি তাঁরি ডাক আমার পরানে॥

*** ৪৬৫. তাল : কাহার্‌বা**

মদিনায় যাবি কে আয় আয়।
উড়িল নিশান দিনের বিষাণ বাজিল যাহার দরওয়াজায়॥
হিজরত ক'রে যে দেশে
ঠাঁই পেলেন হজরত এসে
খেলিতেন যথায় হেসে হাসান হোসেন ফাতেমায়॥
হজরতের চার আসহাব যথা করলেন খেলাফত,
মসজিদে যাঁর প্রিয় মোহাম্মদ করতেন এবাদত;
ফুট্‌ল যথায় প্রথম বীর খালেদের হিম্মত,
খোশ এলেহান দিতেন আজান বেলাল যথায়॥
যার পথের ধূলির মাঝে
নবীজীর চরণের ছোঁয়া রাজে,
তৌহিদেরি ধ্বনি বাজে যার আসমানে, যার লু হাওয়ায়॥

*** ৪৬৬. তাল : কাহার্‌বা**

মদির আঁখির সুধায় সাকি ডুবাও আমার এ তনু মন
আজিকে তোমায় ও আমায় বেদনার বাসর জাগরণ।

মদালস ও আঁখি তব,	সাকি, দিল দোলা প্রাণে ॥
বাদল-ছাওয়া এ গুল্-বাগিচায়	বুলবুল কাঁদে গজল গানে ॥
গোলাবী গুলের নেশা	ছিল মোর ফুলেল্ ফাগুনে।
শুকায়ে গিয়াছে ফুলবন,	নাই গোলাব গুলিস্তানে ॥
শুনি, সাকি তোমার কাছে	ব্যথা-ভোলার দারু আছে —
হিয়া কোন্ অমিয়া যাচে	জান তুমি, খোদা জানে ॥
দুখের পশরা লয়ে	বিফল কাঁদিয়া বৃথা (সাকি)।
সকলি গিয়াছে যখন	যাক ঈমান শারাব পানে ॥

* ৪৬৭. তাল : কাহার্‌বা

মদির স্বপনে মম বন-ভবনে
জাগো চঞ্চলা বাসন্তিকা, ওগো ক্ষণিকা ॥
মোর গগনের উল্কার প্রায়
চমকি ক্ষণেক চকিতে মিলায়
তোমার হাসির যুঁই-কণিকা ॥
পুষ্প ধনু তব মন-রাঙানো
বঙ্কিম ভুরু হানো হানো।
তোমার উতল উত্তরীয়
আমার চোখে ছুঁইয়ে দিও (প্রিয়)
আমি হব (ওগো) তোমার মালার মণিকা ॥

* ৪৬৮. তাল : কাহার্‌বা

মধুর আরতি তব বিশ্ব-সভাতে
নিত্য হেরি নাথ সন্ধ্যায় প্রভাতে ॥
চন্দ্র, সূর্য, দীপ গগন-থালা
শ্বেত মেঘ চন্দন, তারার মালা
মলয় সমীর পূজা-ধূপের গন্ধ
ঝরা ফুল-অঞ্জলি ধরণীর হাতে ॥
শঙ্খ বাজায় তব সাগর-কল্লোল
বজ্র রবে ঘন ঘন্টার রোল
বিগ্রহ নিখিল সৃষ্টি-আঙিনায়।
(তব) শান্ত স্তব-গাথা প্রণব-ওঙ্কার
ঝমঝম বৃষ্টিতে ঝাঁঝর ঝঙ্কার।
দেবদাসী সম কোটি গ্রহ ঘুরে ঘুরে
তোমার বন্দনা-নৃত্যে মাতে ॥

* ৪৬৯. তাল : কাহার্‌বা

মহুল গাছে ফুল ফুটেছে নেশার ঝোঁকে ঝিমায় পবন
গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো, ভুল করে তোর ভোলালো মন ॥
আঁউরে গেছে মুখখানি ওর
কর লো বাতাস খুলে আঁচর
চাঁদের লোভে এলো চকোর মেঘে ঢাকিসনে লো নয়ন ॥
কেশের কাঁটা বিঁধে পাখায়
রাখলো ওরে বেঁধে শাখায়
মৌটুসী মৌ মদের মিঠায় কপটে কর নিকট আপন (ও তুই) ॥

* ৪৭০. তাল : কাহার্‌বা

মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে
মরাল মদালস নাচে আনন্দে॥
তরঙ্গ-হিন্দোলে শতদল দোলে
শিশু অরুণে জাগায় অমা-যামিনীর কোলে
শুষ্ক কানন ভরে বকুল গন্ধে॥
নন্দন-উপহার ধরণীর ক'রে
শুভ্র পাখায় শুভ আশিস ঝ'রে।
মিলন, বসন্তের দূত আগমনী
কণ্ঠে সুমঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি
কুহু কেকা গাহে মধুর ছন্দে॥

* ৪৭১. তাল : কাহার্‌বা

মেঘ-বরণ কন্যা থাকে মেঘমালতীর দেশে (রে)
সেই দেশে মেঘ জল ঢালিও তাহার আকুল কেশে॥
তাহার কালো চোখের কাজল
শাওন মেঘের চেয়েও শ্যামল
চাউনীতে তার বিজলি ছড়ায় চমক বেড়ায় ভেসে (রে)॥
সে ব'সে থাকে পা ডুবিয়ে ঘুমতী নদীর জলে
কভু দাঁড়িয়ে থাকে ছবির মত একলা তরু-তলে (রে)।
কদম ফুলের মালা গেঁথে
ছড়িয়ে সে দেয় ধানের ক্ষেতে
তারে দেখতে পেলে আমার কথা (তারে) কইও ভালোবেসে॥

* ৪৭২. রাগ : পিলু বারোয়াঁ, তাল : কাহার্‌বা

মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে হুতাশ পবন
কে বিরহী রহি রহি দ্বারে আঘাত হানো।
শাওন ঘন ঘোর ঝরিছে বারি অঝোর
কাঁপিছে কুটির মোর দীপ নেভানো॥
বজ্রে বাজিয়া ওঠে তব সঙ্গীত,
বিদ্যুতে ঝলকিছে আঁখি-ইঙ্গিত,
চাঁচর চিকুরে তব ঝড় দুলানো, ওগো মন ভুলানো॥
এক হাতে, সুন্দর, কুসুম ফোটাও।
আর হাতে নিষ্ঠুর মুকুল ঝরাও।
হে পথিক, তব সুর অশান্ত বায়
জন্মান্তর হতে যেন ভেসে আসে হায়!
বিজড়িত তব স্মৃতি চেনা অচেনায় প্রাণ কাঁদানো॥

* ৪৭৩. তাল : দাদ্‌রা

মেঘলা-মতীর ধারা-জলে কর স্নান (হে ধরণী)
স্নিগ্ধ শীতল মেঘ-চন্দনে জুড়াও তাপিত প্রাণ (হে ধরণী)॥
তব বৈশাখী ব্রত শেষে
শ্যাম সুন্দর বেশে
নব দেবতা এলো হেসে লহ আশিস বারি দান (হে তাপসী)॥

তব ভূষণ-হীন উপবাস ক্ষীণ্ কায়
হোক্ নবতর শ্যাম সমারোহে, পুষ্পিত সুষমায়।
তীর্থে-সলিলে কৃষ্ণা
দূর কর গো তৃষ্ণা
শ্যাম দরশা পরশ ব্যাকুলা হরষে গাহ গান (হে তপতী)॥

*** ৪৭৪. নাটিকা : 'পুতুলের বিয়ে', তাল : কাহারবা**

মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান॥
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই[১] একই ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান॥

১. ফলে

*** ৪৭৫. তাল : কাহারবা**

যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা তখন তুমি এলে
ভাটির স্রোতে ভাসলো যখন ভেলা পারের পথিক এলে॥
আঁধার যখন ছাইল বনতল
পথ হারিয়ে এলে হে চঞ্চল
দীপ নিভাতে এলে হে বাদল ঝড়ের পাখা মেলে॥
শূন্য যখন নিবেদনের থালা তখন তুমি এলে
শুকিয়ে যখন ঝরল বরণ-মালা তখন তুমি এলে।
নিরশ্রু এই নয়ন পাতে
শেষ পূজা মোর আজকে রাতে
নিবু নিবু প্রাণ শিখাতে আরতি-দীপ জ্বেলে॥

*** ৪৭৬. তাল : দাদ্‌রা**

যাবার বেলায় মিনতি আমার (শুধু) রাখিও মনে
ডাক দিও গো সাঁঝের ছায়ে সাঙ্গোপনে॥
যখন সন্ধ্যাবধূ আঁকবে রঙের আলপনা
আমার হিয়া দুলবে তখন তোমার প্রদীপ সনে
যখন নিরালাতে গাঁথবে মালা আনমনে॥
(আমি) রইব ঘিরে তোমার 'লার গন্ধ সনে (প্রিয় আমার)
আমি দুলিয়ে যাব অলক তব মৃদু পবনে
ওগো একটি মালা গলায় নিও আমার স্মরণে॥

*** ৪৭৭. তাল : কাহার্‌বা**

রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্
খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়।
ওড়না তাহার ঘূর্ণী হাওয়ায় দোলে
কুসুম ছড়ায় পথের বালুকায়॥

তার ভুরুর ধনুক বেঁকে ওঠে তনুর তলোয়ার,
সে যেতে যেতে ছড়ায় পথে পাথর-কুচির হার।
তার ডালিম ফুলের ডালি গোলাপ-গালের লালি
ঈদের-চাঁদ ও চায়॥
আরবি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, বাদ্‌শাজাদা বুঝি
সাহারাতে ফেরে সেই[1] মরীচিকা[2] খুঁজি
কত তরুণ মুসাফির পথ হারালো, হায়!
কত বনের হরিণ মরে তারি-রূপ তৃষায়॥

১ :কোন ২ মরীচিকায়

* ৪৭৮. তাল : কাহার্‌বা

শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক।
দেয় মোবারক-বাদ আলম্ রসূলে-পাক আল্লা হক॥
আজ এ খুশির মাহ্‌ফিলে
দুল্‌হা ও দুল্‌হিনে মিলে
মিলন হল প্রাণে প্রাণে মাশুক আর আশক॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এসো এ মিলন-উৎসবে,
দোয়া কর আজ এ খুশির গুলিস্তান গুলজার হোক॥

* ৪৭৯. তাল : দাদ্‌রা

সঙ্ঘ শরণ তীর্থযাত্রা-পথে এসো মোরা যাই।
সংঘ বাঁধিয়া চলিলে অভয় সে পথে মৃত্যু নাই॥
মোরা সংঘবদ্ধ হইলে তাদের সাথে,
ঐশী শক্তি সহায় হইয়া চলে হাত রেখে হাতে
মোরা সংঘবদ্ধ হইলে সারথি ভগবানে মোরা পাই॥
সংঘ শক্তি আসিলে সর্ব ক্লৈব্য হইবে লীন,
চল্লিশ কোটি মানুষ এই ভারতে
ভিন্ন হইয়া ডাকি ঠাঁই ঠাঁই, তাই মোরা পরাধীন।
মোরা সংঘবদ্ধ হই যদি একবার
জাতি ও ধর্ম ভেদ রবে নাকো আর
পাব সাম্য, শান্তি, অন্ন, বস্ত্র পুন সবাই॥

* ৪৮০. তাল : দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে[1]॥
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠ্‌লো মেতে[1]॥
টইটুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক ঝলে
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে সাদা মেঘের আঁচল পেতে[1]॥
নটকান্-রঙ শাড়ি প'রে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা।
আন্‌মনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়
মৌমাছিদের সাথে সে চায় কমল-বনের তীর্থে যেতে[1]॥

* ৪৮১. রাগ : মালবশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

সন্ধ্যা হল ওগো রাখাল এবার ডাক মোরে
বেণুর রবে ধেনুগণে ডাক যেমন করে ॥
সংসারেরি গহন বনে
ঘুরে ফিরি শূন্য মনে
ডাকবে কখন বাঁশির সনে আমায় আপন ঘরে ॥
ভেঙেছে মোর প্রাণের মেলা ভাঙলো মায়ার খেলা
মোরে ডাক এবার তোমার পায়ে, আর করো না হেলা।
মোর জীবনের কিশোর রাখাল,
বাঁশি শুনে কাটলো সকাল
তন্দ্রা আন ক্লান্ত চোখে, তোমার সুরের ঘোরে ॥

* ৪৮২. তাল : দাদ্‌রা

সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়াছিলে।
অনুরাগ-কুঙ্কুম দিলে দেহে মনে, বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে ॥
বাঁশি বাজাইয়া লুকালে তুমি কোথায় —
যে ফুল ফোটালে সে ফুল শুকায়ে যায়
কী যেন হারায়ে প্রাণ করে হায় হায় —
কী যে চেয়েছিলে — কেন কেড়ে নাহি নিলে ॥
জড়ায়ে ধরিয়া কেন ফিরে গেলে বল কোন্ অভিমানে,
কেন জাগে নাকো আর সে মাধুরী রস-আনন্দ-প্রাণে।
তোমারে বুঝি গো[১] বুঝেছিনু আমি ভুল
এসেছিলে তুমি ফোটাতে প্রেম-মুকুল,
কেন আঘাত করিয়া[২] প্রিয়তম, সেই ভুল নাহি ভাঙাইলে ॥

১ তোমারে না বুঝে ২ হানিয়া

* ৪৮৩. তাল : কাহার্‌বা

স্যখিরী দেখেতো বাগমেঁ কামিনী
জুঁহি চাম্বেলী কি ক্যয়সী বাহার হ্যায় ॥
আও আও হ্যর ডালি সে তোড়কে
ক্যচ্চি কলিও কো গুঁথে হ্যম যোড়কে
প্রেমমালা পিন্‌হায়ে দিলদার ইয়ার কো
ম্যস্ত হোক্যর গলে মিলতী হ্যর ডার হ্যায়।
ম্যয় হুঁ সুন্দর নার নওয়েলী প্যারী
প্যহেনা ফুলোঁ কা গাহনা যো ম্যায়নে স্যখী
দুলহান ব্যন গ্যই।
প্যয়ারে প্রীতমসে মিলনে কি আই ঘ্যড়ি
ইসী কারণ স্যখীরী ব্যনী সুন্দরী
আজ বাল্যম কে ম্যন কো লুভাউঙ্গী
ইসী আশা পে সারা ইয়ে সিঙ্গার হ্যায় ॥

* ৪৮৪. তাল : দাদ্‌রা

হায় ভিখারি কাহার কাছে হাত পাতিলে হায়।
তোমার চেয়েও আমি যে দীন কাঙাল অসহায় ॥

আমার হয়ত কিছু ছিল কভু
সব নিয়েছেন কেড়ে প্রভু
আমায় তিনি নেননি তবু তাঁহার রাঙা পায়॥
তোমায় তিনি পথ দেখালেন ভাবনা কিসের ভাই
তোমার আছে ভিক্ষা ঝুলি আমার তাহাও নাই।
চাইনে তবু আছি পড়ে
সংসারেরে জড়িয়ে ধরে
কবে তোমার মতন পথের ধূলি মাখ্‌ব সারা গায়॥

*** ৪৮৫. তাল : কাহার্‌বা**

হে প্রিয় নবী রসুল আমার
প'রেছি আভরণ নামেরি তোমার॥
নয়নের কাজলে তব নাম
ললাটের টীপে জ্বলে তব নাম
গাঁথা মম কুন্তলে আহ্‌মদ
বাঁধা মোর অঞ্চলে তব নাম
দুলিছে গলে মোর তব নাম মণিহার॥
তাবিজ অঙ্গুরী তব নাম
বাজু ও পৈঁচী চুড়ি তব নাম
ভয়ে ভয়ে পথে পথে ঘুরি যে
পাছে কেউ করে চুরি তব নাম
ঐ নাম রূপ মোর ঐ নাম আঁখি ধার॥
বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম
প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে
প্রেম-ভক্তি মাখা তব নাম
প্রিয় নাম আহ্‌মদ জপি আমি অনিবার॥

*** ৪৮৬. তাল : কাহার্‌বা**

হেড মাস্টারের ছড়ি, সেকেন্ড মাস্টারের দাড়ি
থার্ড মাস্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড-পন্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি॥
দাঁড়াইয়া ঐ হাই বেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে ভেংচে,
খোঁড়া সেকেন্ড পন্ডিত যায় লেংচে হুঁকো হাতে বাড়ি
তার মুখ নয় তেলো হাড়ি, মোর হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ি॥

*** ৪৮৭. তাল : ফেরতা**

আঁখি ঘুম-ঘুম -ঘুম নিশীথ নিঝুম ঘুমে ঝিমায়।
বাহুর ফাঁদে স্বপন-চাঁদে বাঁধিতে কারে চায়॥
আমি কারো লাগি একা নিশি জাগি বিরহ-ব্যথায়
কোথায় কাহার বুকে বঁধু ঘুমায়
কাঁদি চাতকিনী মরে তৃষায়
কুসুম-গন্ধ আজি যেন বিষ-মাখা হায়॥

কেন এ ব্যথা এ আকুলতা
পরের লাগি এ পরাণ পুড়ে?
মরুভূমিতে বারি কি ঝুরে
আমি যেন ম'রে তারি রূপ ধ'রে আসি সে যাহারে চায়॥

* ৪৮৮. তাল : দাদ্‌রা

(মা) আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে শ্যামা-ভাব-সমাধিতে।
শ্যামা রসে যে-মন আছে ডুবে কাজ কিরে তার যশ-খ্যাতিতে॥
মধু যে পায় শ্যামা পদে,
কাজ কিরে তার বিষয়-মদে;
যুক্ত যে মন যোগমায়াতে; ভাবনা কি তার রোগ ব্যাধিতে॥
কাজ কি'রে তার লক্ষ টাকায়, মোক্ষ লক্ষ্মী যাহার ঘরে,
কত রাজার রাজা প্রসাদ মাগে সেই ভিখারিব পায়ে ধরে।
ওমা শান্তিময়ী অন্তরে যার,
দুঃখ শোকে ভয় কিরে তার
সদানন্দ সদাশিব জীবন্মুক্ত ধরণীতে॥

* ৪৮৯. তাল : কাহার্‌বা

এ তো ঘুম নয় সই নয়ন ভরা রঙীন স্বপনে
আমি যেন হারিয়ে গেছি কোন ফুলবনে
ওগো রঙীন স্বপনে॥
আমি যেন চাঁদনী রাতে
মিশিয়ে গিয়ে হাওয়ার সাথে
গোপন প্রিয়ার গোপন কথা শুনছি গোপনে॥
আমি যেন মৌমাছিদের হালকা পাখায় বসি
কোন প্রেয়সী মন টানে মোর কোন সে রূপসী।
আমি যেন কেমন করে
মেতেছি মোর রূপের তরে
অশান্ত যৌবনের একি বাহুর বাঁধনে॥

* ৪৯০. তাল : একতাল

ওগো অন্তর্যামী, ভক্তের তব শোন শোন নিবেদন
যেন থাকে নিশিদিন তোমারি সেবায় মোর তনু-প্রাণ-মন॥
নয়নে কেবল দেখি যেন আমি
তোমার স্বরূপ ত্রিভুবন-স্বামী
শিরে বহি যেন তোমারি পূজার অর্ঘ্য অনুক্ষণ॥
এ রসনা শুধু জপে তব নাম এই বর দাও নাথ;
তোমারি চরণ সেবায় লাগুক মোর এই দুটি হাত।
ওঠে তব নাম প্রতি নিঃশ্বাসে
শ্রবণে কেবল তব নাম ভাসে
তব মন্দির-পথে যেন-সদা চলে মোর এ চরণ॥

* ৪৯১. তাল : দাদ্‌রা

কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি-কণ্ঠে উঠেছে গান
জয় আর্যাবর্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান॥

শিরে হিমালয় প্রহরী, পদ বন্দে সাগর যাঁর,
শ্যাম বনানী কুন্তলী রানী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু ঊষর মরুতে,
কখনো কোমল লতায় তরুতে,
কখনো ঈশানে জলদ-মন্দ্রে বাজে-মেঘ বিষাণ॥
সকল জাতি সকল ধর্ম পেয়েছে হেথায় ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে, আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা,
আজি মা'র কোলে সন্তান তারা,
(তাই) মা'র কোল নিয়ে করে কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান॥
জৈন পার্শী বৌদ্ধ শাক্ত খ্রিস্টান বৈষ্ণব
মা'র মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ভুলি' বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে আমার স্বদেশ
শত দল মিলে' শতদল হ'য়ে করেছি অর্ঘ্য দান॥

* ৪৯২. তাল : কাহার্‌বা

কেন চাঁদিনী রাতে মেঘ আসে ছায়া ক'রে।
সুখের বাসরে কেন, প্রাণ ওঠে বিষাদে ভ'রে॥
কেন মিলন রাতে, সলিল আঁখি পাতে,
কেন ফাগুন প্রাতে, সহসা বারি ঝরে॥
ডাকিয়া ফুলবনে, থাকে সে আনমনে,
কাঁদায় নিরজনে, কাঁদে কে কিসের তরে॥

* ৪৯৩. তাল : দাদ্‌রা

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী
জাগো শ্রীকৃষ্ণ-তিথির তিমির অপসারি'॥
ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে
ঘরে ঘরে, নারায়ণ, তোমাকে!
ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম ডাকিছে যমুনা-বারি॥
হরি হে, তোমায় সজল নেত্রে
ডাকে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে!
দুঃশাসন সভায় দ্রৌপদী ডাকিছে লজ্জাহারী॥
মহাভারতের হে মহাদেবতা
জাগো জাগো, আনো আলোক-বারতা!
ডাকিছে গীতার শ্লোক অনাগতা বিশ্বের নর-নারী॥

* ৪৯৪. তাল : দাদ্‌রা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃণ্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো,
তব কনিষ্ঠ কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মা গো॥
বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই
সেই কবে মা আসিলি ত্রেতায় আর আসিলি না গো॥
কোটী নয়নের নীল পদ্ম মা ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর,

জাগিলিনে তুই, এলিনে ধরায় মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি'
আয় মা দশ দিক আলো করি,'
দশ হাতে আন্ কল্যাণ ভরি' নিশীথ-শেষে উষা গো॥

*** ৪৯৫. তাল : কাহারবা**

মন লহ নিতি নাম রাধা শ্যাম গাহো হরি গুণ গান।
তব ধন জন প্রাণ, যাহার কৃপার দান
জপ তারি নাম জয় ভগবান জয় ভগবান॥
জনক-জননীর তাঁহার রূপ হেরিস্ তুই স্নেহময়,
ভাই ভগিনীর প্রীতিতে যাঁর, শান্ত মধুর পরিচয়।
প্রণয়ী বন্ধুর মাঝে, যাঁর প্রেম রূপ বিরাজে;
পুত্র কন্যা-রূপে সেই জুড়ায় তাপিত পরান॥
তৃষ্ণা ক্ষুধায় সেই কৃষ্ণেরি লীলা,
হাসে শ্যাম শস্যে কৃষ্ণেরি লীলা,
হাসে শ্যাম শস্যে কুসুমে রঙীলা;
তরঙ্গে ছলছল আঁখি জল-নীলা,
কল-ভাষা নদী-কলতান।
দেয় দুখ্ শোক সেই, পুন সেই করে ত্রাণ।
জয় ভগবান, জয় ভগবান, জয় ভগবান॥

*** ৪৯৬. তাল : দাদ্‌রা**

মনে যে মোর মনের ঠাকুর তারেই আমি পূজা করি,
আমার দেহের পঞ্চভূতের পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরি॥
ফকির যোগী হয়ে বনে
ফিরি না তার অন্বেষণে
আমি মনের দুয়ার খুলে দেখি রূপের জোয়ার মরে মরি॥
আছেন যিনি ঘিরে আমায়
তারে আমি খুঁজব কোথায়
সাগরে খুঁজে বেড়াই সাগর বুকে ভাসিয়ে তরী[১]।
মন্দিরের ঐ বদ্ধ খোপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে?
পেতে রাখি ভক্তি বেদী আসবে নেমে প্রেমের হরি॥

১ সমুদ্রেরেই খুঁজে বেড়াই সমুদ্রেতেই ভাসিয়ে তরী

*** ৪৯৭. তাল : তেওড়া**

মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা।
পরমা প্রকৃতি জগদম্বিকা, ভবানী ত্রিলোক-পালিকা॥
মহাকালি মহাসরস্বতী,
মহালক্ষ্মী তুমি ভগবতী
তুমি বেদমাতা, তুমি গায়ত্রী, ষোড়শী কুমারী বালিকা॥
কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র মা মহামায়া তব মায়ায়,
সৃষ্টি করিয়া করিতেছে লয় সমুদ্রে জলবিম্ব-প্রায়।
অচিন্ত্য পরমাত্মারূপিণী,
সুর-নর চরাচর-প্রসবিনী।

নমস্তে শিবে অশুভ নাশিনী, তারা মঙ্গল চণ্ডিকা।
নমস্তে শিবে অশুভ নাশিনী, তারা মঙ্গল সাধিকা॥

*** ৪৯৮. তাল : দাদ্‌রা**

(তুই) মা হ'বি না মেয়ে হবি দে মা উমা ব'লে
তুই আমারে কোল্ দিবি, না আমিই নেব কোলে॥
মা হয়ে তুই মা গো আমার,
নিবি কি মোর সংসার-ভার।
দিন ফুরালে আসব ছুটে, মা তোর চরণ-তলে।
(তুই) মুছিয়ে দিবি দুঃখ-জ্বালা, তোর স্নেহ-অঞ্চলে॥
এক হাতে মোর পূজার থালা ভক্তি-শতদল।
(ও মা) আর এক হাতে ক্ষীর নবনী, কি নিবি তুই বল্।
ওমা কি নিবি তুই বল্।
মেয়ে হ'য়ে মুক্ত-কেশে,
খেল্‌বি ঘরে হেসে হেসে
ডাকলে মা তুই ছুটে এসে, জড়াবি মোর গলে।
(তোরে) বক্ষে ধ'রে শিব-লোকে যাব আমি চলে॥

*** ৪৯৯. তাল : কাহার্‌বা**

মিনতি রাখো রাখো পথিক থাকো থাকো,
এখনি যেয়ো না গো — না না না।
ক্ষণিক অতিথি বিদায়ের গীতি
এখনি গেয়ো না গো — না না না॥
চৈতী পূর্ণিমা চাঁদের তিথি,
পুষ্প পাগল ও বনবীথি,
ধূলায় ছেয়ো না গো — না না না॥
বলি বলি ক'রে হয়নি যা বলা,
যে কথা ভরিয়াছিল বুকের তলা;
সে কথা না শুনে সুন্দর অতিথি হে
যেতে চেয়ো না গো — না না না॥

*** ৫০০. তাল : কাহার্‌বা**

লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছ আমার সনে
লুকাতে চাও বৃথা হে শ্যাম, ধরা পড় ক্ষণে ক্ষণে॥
গহন মেঘে লুকাতে চাও অমনি রাঙা, চরণ লেগে
যে পথে ধাও সে পথ ওঠে ইন্দ্রধনুর রঙে রেঙে,
চপল হাসি চম্‌কে বেড়ায় বিজলিতে নীল গগনে॥
রবি-শশী-গ্রহ-তারা তোমার কথা দেয় প্রকাশি'
ঐ আলোতে হেরি তোমার তনুর জ্যোতি মুখের হাসি।
হাজার কুসুম ফুটে' ওঠে লুকাও যখন শ্যামল বনে।
মনের মাঝে যেম্‌নি লুকাও, মন হয়ে যায় অম্‌নি মুনি,
ব্যথায় তোমার পরশ যে পাই, ঝড়ের রাতে বংশী শুনি
দুষ্টু তুমি দৃষ্টি হয়ে লুকাও আমার এই নয়নে
দুষ্টু তুমি দৃষ্টি হয়ে থাক আমার এই নয়নে॥

*** ৫০১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

গুলশান কো চুম চুম কহ্‌তি বুল বুল
রুখসারা সে বেদর্‌দী বোর্‌খা খুল খুল॥
হাঁস্‌তি হায় বোস্তা মস্ত্‌ হো যা দোস্তা
শিরি শিরাজি সে হো যা বেহোঁশ জাঁ
সব কুছ আজ রঙ্গীন হ্যায় সব কুছ মশগুল
হাঁসতি হায় গুল হো কর দোজখ্‌ বিল্‌কুল।
হারে আশক মাশুক কি চমনোঁ মে ফুলতা নেই
দোবারা ফুল, ফুল ফুল ফুল॥

*** ৫০২. তাল : কাহার্‌বা**

আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত।
ও নাম প্রাণে মিটায় পিয়াসা,
আমার তামান্না আমার আশা,
আমার গৌরব আমার ভরসা,
এ দীন গোনাহ্‌গার তাঁহারি উম্মত॥
ও নামে রওশন জমীন আস্‌মান,
ও নামে মাখা তামাম জাহান্‌,
ও নাম দরিয়ায় বহায় উজান,
ও নাম ধেয়ায় মরু ও পর্বত॥
আমার নবীর নাম জপে নিশিদিন
ফেরেশ্‌তা আর হুর পরী জিন্‌,
ও নাম জপি আমার ভোমরায়
পাব কিয়ামতে তাঁহার শাফায়ৎ॥

*** ৫০৩. তাল : ত্রিতাল**

এসো হে সজল শ্যাম-ঘন দেয়া
বেণু-কুঞ্জ ছায়ায় এসো তাল-তমাল বনে
এসো শ্যামল ফুটাইয়া যূথী কুন্দ নীপ কেয়া॥
বারিধারে এসো চারিধার ভাসায়ে
বিদ্যুৎ ইঙ্গিতে দশদিক হাসায়ে
বিরহী মনে জ্বালায়ে আশার আলেয়া
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম-পিয়া॥
শ্রাবণ বরিষণ হরষণ ঘনায়ে
এসো নব ঘন শ্যাম নূপুর শুনায়ে।
হিজল তমাল ডালে ঝুলন ঝুলায়ে
তাপিতা ধরার চোখে অঞ্জন বুলায়ে
যমুনা স্রোতে ভাসায়ে প্রেমের খেয়া
ঘন দেয়া, মোহনীয়া, শ্যাম-পিয়া॥

*** ৫০৪. তাল : দাদ্‌রা**

ঃমা কালী সেজে ফিরলি ঘরে পথিক ছেলের কাজল মেখে।
একলা আমি কেঁদেছি মা সারাটি দিন ডেকে ডেকে॥

হাত বাড়ায়ে মা তোর কোলে
আমি যাব না আর 'মা' 'মা' ব'লে,
মা হয়ে তুই ঘুরে বেড়াস্ আমায় ধূলায় ফেলে রেখে॥
তোর আর ছেলেদের অনেক আছে
আমার যে মা নাইকো কেহ,
আমি শুধু তোরেই জানি, যাচি শুধু তোরি স্নেহ।
তাই আর কারে যেই ধরিস কোলে —
মোর দু'চোখ ভ'রে ওঠে জলে (মাগো),
আমি রাগে-অনুরাগে কাঁদি অভিমানে দূরে থেকে॥

*** ৫০৫. তাল : দাদ্‌রা**

কাছে তুমি থাক যখন তখন আমি দিই না ধরা।
দূরে থেকে কাঁদ যখন তখনি হই স্বয়ম্বরা॥
তখন তোমার অভিসারে
মন ছুটে যায় অন্ধকারে
তখন ওঠে বিরহেরি ব্যাকুল রোদন পাগল পারা॥
প্রিয়, তুমি যাবে রহ পাশে —
কেন এত ভয় জাগে গো, কেন মনে দ্বিধা আসে!
ভিক্ষা যখন চাও ভিখারি
হাত কাঁপে গো দিতে নারি,
তুমি চ'লে গেলে লুকিয়ে কাঁদি ভিক্ষা নিয়ে আঁচল ভরা॥

*** ৫০৬. তাল : কাহার্‌বা**

খয়বর জয়ী আলী হায়দর জাগো জাগো আরবার।
দাও দুশমন দুর্গ-বিদারী দু'ধারী জুল্‌ফিকার॥
এসো শেরে খোদা ফিরিয়া আরবে,
ডাকে মুসলিম 'ইয়া আলী' রবে, —
হায়দরী হাঁকে তন্দ্রা-মগনে করো করো হুঁশিয়ার॥
আল-বোর্জের চূড়া গুঁড়া করা গোর্জ আবার হানো,
আজি বিশ্ব-বিজয়ী জাতি যে বেহোশ
দাও তারে নব কুয়ৎ ও জোশ;
এসো নিরাশায় মরু-ধূলি উড়ায়ে দুল্‌দুল্‌-আসোয়ার॥

*** ৫০৭. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা**

গানগুলি মোর আহত পাখির সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম॥
বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখিরে
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে,
লভিবে মরণ চরণে তোমার সুন্দর অনুপম॥
তারা সুরের পাখায় উড়িতেছিল গো নভে —
তব নয়ন-শায়কে বিঁধিল তাদের কবে
মৃত্যু-আহত কণ্ঠে তাহার
একি এ গানের জাগিল জোয়ার —
মরণ বিষাদে অমৃতেরই স্বাদ আনিলে নিষাদ মম॥

*** ৫০৮. তাল : কাহার্‌বা**

গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো ফুলের পরাগ মেখে।
তোমার বনে ফুল ফুটেছে যায় ক'য়ে তাই ডেকে॥
তোমার ভ্রমর দূতের কাছে
যে বারতা লুকিয়ে আছে —
দখিন হাওয়ায় তারি আভাষ শুনি থেকে থেকে॥
দল মেলেছে তোমার মনের মুকুল এতদিনে —
সেই কথাটি পাখিরা গায় বিজন বিপিনে।
তোমার ঘাটের ঢেউগুলি হায়
আমার ঘাটে দোল দিয়ে যায় —
লতায় পাতায় জোছনা দিয়ে সেই কথা চাঁদ লেখে॥

*** ৫০৯. রাগ : মিশ্র মল্লার, তাল : কাহার্‌বা**

ঘন দেয়া গরজায় গো — কেঁদে ফেরে পুবালি বায়॥
একা ঘরে মম ডর লাগে, আর বিধুর স্মৃতি মনে জাগে,
বারি ধারে কাঁদে চারিধার, সে কোথায় আজি সে কোথায়।
গগনে বরষে বারি, তৃষ্ণা গেল না তবু আমারি,
কোন্ দূর দেশে প্রিয়তম এ বিধুর বরষায়॥

*** ৫১০. তাল : কাহার্‌বা**

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী ওরে ঐ আগত॥
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার।
ভেদি' দৈত্য-কারা আয় সর্বহারা;
কেহ রহিবে না আর পর-পদ-আনত॥
নব ভিত্তি'পরে —
নব নবীন জীবন হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ।
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ;
এই 'জনগণ-অন্তর-সংহতি' রে[১]
হবে নিখিল মানব জাতি সমুদ্ধত॥

১ এই 'অন্তর ন্যাশনাল সংহতি' রে

*** ৫১১. তাল : বৈতালিক**

তোমার কবরে প্রিয় মোর তরে একটু রাখিও ঠাঁই।
মরণে যেন সে পরশ পাই গো জীবনে যা পাই নাই॥
তোমারে চাহিয়া ওগো প্রিয়তম
কাঁদিয়া আমার কাটিল জনম,
কেঁদেছি বিরহে এবার যেন গো মিলনে কাঁদিতে পাই॥

ঐ কবরের বাসর ঘরে গো তোমার বুকের কাছে
কাঁদিবে লায়লী, মজনু তোমার য'দিন ধরণী আছে।
যে যাহারে চায় কেন নাহি পায়
কেন হেথা প্রেম-ফুল ঝ'রে যায় —
প্রেমের বিধাতা থাকে যদি কেউ শুধাইব তারে তাই॥

*** ৫১২. তাল : কাহার্‌বা**

ত্রাণ কর মওলা মদিনার, উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে।
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার পড়েছে আবার গুনাহের ফাঁদে॥
নাহি কেউ ঈমানদার, নাহি নিশান-বরদার,
মুসলিম জাহানে নাহি আর পরহেজ্‌গার,
জামাত শামিল হতে যায় না মসজিদে,
পড়ে নাকো কোরআন মানে না মুর্শিদে;
ভুলিয়াছে কল্‌মা শাহাদাত, পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে॥
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ ফাঁসে
মেতে আছে সবে বিভবে বিলাসে;
বসিয়াছে জালিম শাহী তখ্‌তে তব —
মজলুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব,
তলোয়ার নাহি আর, পায়ে গোলামীর জিঞ্জীর বাঁধে॥

*** ৫১৩. তাল : দাদ্‌রা**

থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ এসো এসো পথ ভোলা,
সবাই দুয়ার বন্ধ করেছে (আছে) আমার দুয়ার খোলা॥
সৃষ্টি ডুবায়ে ঝরুক[১] বৃষ্টি,
ঘন মেঘে ঢাকো সবার দৃষ্টি,
ভুলিয়া ভুবন দুলিব দু'জন গাহি' প্রেম হিন্দোলা॥
সব পথ যবে হারাইয়া যায় দুর্দিনে মেঘে ঝড়ে,
কোন পথে এসে সহসা সেদিন দোলো মোরে বুকে ধ'রে।
নিরাশা-তিমিরে ঢাকা দশ দিশি,
এলো যদি আজ মিলনের তিথি,
আশার-ঝুলনা বাঁধিয়া শ্রী হরি দাও দাও মোরে দোলা॥

১আসুক

*** ৫১৪. তাল : দাদ্‌রা**

নয়নে নিঁদ নাহি।
নিশীথ প্রহর জাগি, একাকিনী গান গাহি॥
কোথা তুমি কোন্ দূরে, ফিরিয়া কি আসিবে না,
তোমার সাজানো বনে ফুটিয়া ঝরিল হেনা —
কত আর মালা গাঁথি, কত আর পথ চাহি॥
কত আশা অনুরাগে হৃদয় দেউলে রেখে
পূজিনু তোমারে পাষাণ, কাঁদিলাম ডেকে ডেকে।
এসো অভিমানী ফিরে নিরাশার এ তিমিরে
চাঁদের তরণী বাহি'॥

* ৫১৫. তাল : কাহার্‌বা

নাই চিনিলে আমায় তুমি রইব আধেক চেনা।
চাঁদ কি জানে কোথায় ফোটে চাঁদনী রাতে হেনা॥
আধো আঁধার আধো আলোতে
একটু চোখের চাওয়া[1] পথে —
জানিতাম তা ভুলবে তুমি, আমার আঁখি ভুলবে না॥
আমার ঈষৎ পরিচয়ের এই সঞ্চয় লয়ে
হয় না সাহস তোমায় যাব মনের কথা কয়ে।
একটু জানার মধু পিয়ে
বেড়াই কেন[2] গুন্‌গুনিয়ে —
তুমি জান, আমি জানি, আর কেহ জানে না॥

১ আলাপ ২ শুধু

* ৫১৬. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

পিয়া গেছে কবে পরদেশ পিউ কাঁহা ডাকে পাপিয়া,
দোয়েল শ্যামার শিষে তারি হুতাশ উঠেছে ছাপিয়া॥
পাতারি আড়ালে মুখ ঢাকি'
মুহুমুহু কুহু ওঠে ডাকি,
বাজে ধ্বনি তারি উঁহু উঁহু বিরহী পরাণ ব্যাপিয়া॥
'বউ কথা কও' পাখি ডাকে —
কেন মনে প'ড়ে যায় তাকে,
কথা কও বউ — ডাকিত সে মোরে, নিশীথ উঠিত কাঁপিয়া॥

* ৫১৭. তাল : ত্রিতাল

পুবালি পবনে বাঁশি বাজে রহি' রহি'।
ভবনের বধূরে ডাকে বনের বিরহী॥
রতন হিন্দোলা নীপ ডালে বাঁধা',
দোলে দোলে, বলে যেন 'রাধা রাধা',
দুরু দুরু বুকে বাজে গুরু গুরু দেয়া
কেয়া ফুল আনে সোম-সুগন্ধ বহি'॥
চোখে মাখি সজল কাজলের ছলনা
অভিসারিকার সাজে সাজে গোপ-ললনা।
বৃষ্টির টিপ ফেলে ননদীর নয়নে
কদম-কুঞ্জে চলে গোপন চরণে,
মিলন বিরহ শোক তারি বুকে
কাঁদে 'রাধা-শ্যাম রাধা-শ্যাম' কহি'॥

* ৫১৮. তাল : দাদ্‌রা

বঁধু আমি ছিনু বুঝি বৃন্দাবনের রাধিকার আঁখি-জলে।
বাদল সাঁঝের যূঁই ফুল হয়ে আসিয়াছি ধরা তলে॥
তাই যেমনি মিলন সাধ ওঠে জেগে
তুমি লুকাও হে চাঁদ বিরহের মেঘে, (তাই)
আমি পুবালি পবনে ঝরে যাই বনে দলগুলি যেই খোলে॥
বঁধু এই বুঝি নিয়তির লেখা মিলন আমার নহে —
ক্ষণিকের শুভ-দৃষ্টি লভিয়া কাঁদিব পরম বিরহে।

আসিব না আমি মাধবী নিশীথে
বরষায় শুধু আসিব ঝুরিতে,
অসহায় ধারা-স্রোতে ভেসে যাব, মালা হব না কো গলে ॥

* ৫১৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ, নব যুগ ঐ এলো ঐ,
এলো ঐ রক্ত যুগান্তর রে।
বল জয় সত্যের জয় আসে ভৈরব বরাভয়,
শোন অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে ॥
রে বধির! শোন পেতে কান ওঠে ঐ কোন মহাগান
হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে!
জগতে লাগ্‌লো সাড়া জেগে ওঠ উঠে দাঁড়া,
ভাঙ্‌ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে।
যা আছে যাক্‌ না চুলায় নেমে পড় পথের ধূলায়,
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে।
সে ঝড়ের ঝাপটা লেগে ভীম আবেগে উঠনু জেগে
পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।
ভুলেছি পর ও আপন ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন,
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।
যারা ভাই বদ্ধ কূঁয়ায় খেয়ে মা'র জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে ॥
ঝড়ের ঝাঁটার ঝাসা নেড়ে মাভৈঃ বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক্‌ প্রলয়ঙ্কর রে।
তোদের ঐ চরণ-চাপে যেন ভাই মরণ কাঁপে
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর্‌ রে।
শোনা তোর বুক ভরা গান জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,
দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে ॥
মোরা ভাই বাউল চারণ মানি না শাসন বারণ,
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে ॥
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইকো মোদের ডর রে,
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই মরা প্রাণ উট্‌কে দেখাই,
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ংকর রে ॥
খুঁড়ব কবর তুড়ব শ্মশান মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ,
আনব বিধান নিদান কালের বর রে
শুধু এই ভরসা রাখিস মরিস্‌নি ভির্মি গেছিস
ঐ শুনেছিস ভারত বধির স্বর রে।
ধর্‌ হাত ওঠ্‌ রে আবার দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্তি মনোহর রে ॥

* ৫২০. তাল : কাহার্‌বা

বাহির দুয়ার মোর বন্ধ হে প্রিয় মনের দুয়ার আজি খোলা,
সেই পথে এসো হে মোর চিত-চোর — হে দেবতা পথ ভোলা ॥

সেথা নাহি কুল লাজ কলঙ্ক ভয়,
নাহি গুরুজন গঞ্জনা নিরদয়;
তাই গোপন মানস তমাল কুঞ্জে (আমি) বাঁধিয়াছি ঝুলন দোলা ॥
মোর অন্তরে হবে সদা অন্তঃসলিলা অশ্রু-নদী —
সেই মিলন-মন্দিরে জাগাবে না কেহ,
তব দেহে বিলীন হবে মোর দেহ;
অনন্ত বাসর-শয্যা রচিয়া অনন্ত মিলনে রহিব উতলা ॥

*** ৫২১. তাল : দাদ্‌রা**

বেদনা বিহ্বল পাগল পূবালি পবনে
হায় নিঁদ-হারা তার আঁখি-তারা জাগে আনমনা একা বাতায়নে ॥
ঝরিছে অঝোর নভে বাদল,
হিয়া দুরু দুরু বন উতল,
কাজলের বাঁধ নাহি মানে হায়—অশ্রুর নদী দু' নয়নে ॥
মন চলে গেছে দূর সুদূর —
একা প্রিয় যথা ব্যথা-বিধুর,
এ বাদল রাতি কাটে বিনা সাথী, তারি কথা শুধু পড়ে মনে ॥

*** ৫২২. রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা**

যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায় তুমি করিবে প্রণাম,
তব দেবতার নাম নিতে ভুলিয়া বারেক প্রিয় নিও মোর নাম ॥
একদা এমনি এক গোধূলি বেলা
যেতেছিলে মন্দিরে পথে একেলা,
জানি না কাহার ভুল তোমার পূজার ফুল
আমি লইলাম —
সেই দেউলের পথ সেই ফুলের শপথ
প্রিয়, তুমি ভুলিলে হায় আমি ভুলিলাম ॥
পথের দুধারে সেই কুসুম ফোটে — হায় এরা ভোলেনি,
বেঁধেছিলে তরু শাখে লতার যে ডোর হের আজো খোলেনি।
একদা যে নীল নভে উঠেছিল চাঁদ
ছিল অসীম আকাশ ভরা অনন্ত সাধ,
আজি অশ্রু-বাদল সেথা ঝরে অবিরাম ॥

*** ৫২৩. তাল : কাহার্‌বা**

রুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাদল নূপুর বোলে বোলে,
তমাল বরণী কে নাচে, কে নাচে গগন কোলে ॥
তার অঙ্গের লাবনি যেন ঝরে অবিরল
হয়ে শীতল মেঘলা ম[illegible] ধারা জল।
কদম ফুলের পীত উত্তরী তার পূব হাওয়াতে দোলে ॥
বিজলি ঝিলিকে কার বনমালার আভাস জাগে
বন কুন্তলা ধরা হলো শ্যাম মনোহরা কাহারি অনুরাগে।
কারে হেরি পাপিয়া পিয়া পিয়া কহে
সাগর কাঁদে নদী জল বহে
ময়ূর-ময়ূরী বন-শবরী নাচে ট'লে ট'লে ॥

*** ৫২৪. তাল : কাহার্‌বা**

সেদিন নিশীথে মোর কানে কানে যে কথাটি গেছ বলে
প্রথম মুকুল হয়ে সেই বাণী মালতী লতায় দোলে ॥
সে-কথাটি আবার শুনিবে বলিয়া
আড়ি পাতে চাঁদ মেঘে লুকাইয়া
চাহে চুপি চুপি পিয়াসী পাপিয়া ঘন পল্লব তলে ॥
বসে আছি সেই মালতী বিতানে আজ তুমি নাই কাছে —
ম্লান মুখে পথ চাহে ফুলগুলি আঁধার বকুল গাছে।
দখিনা বাতাস করে হায় হায়
ঝরিছে কুসুম শুকনো পাতায়
নিবু নিবু হল তোমার আশায় চাঁদের প্রদীপ জ্বলে ॥

*** ৫২৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা**

এ আঁখি জল মোছ প্রিয়া ভোল ভোল আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে (ওগো) ঝরে যে ফুল আঁধারে ॥
ফোটা ফুলে ভরি' ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে দেবে গো বল কারে ॥
স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে।
ঘুমায়েছ সুখে তুমি সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে ॥

*** ৫২৬. রাগ : দেশ, তাল : কাহার্‌বা**

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়, (ওগো) জাগিয়ো না উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখি ধীরে গাহ গান, দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও ॥
এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ছলছল্;
প্রভাত-রবি শুকায়ো না তায়, ধীর কিরণে তাহারি নয়নে চাও ॥
সামলে পথিক ফেলিও চরণ —
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন;
ভুলিয়া দ'লো না ঝরা পাতাগুলি — ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও ॥

*** ৫২৭. তাল : দাদ্‌রা**

ভীরু এ মনের কলি ফোটালে না কেন ফোটালে না —
জয় করে কেন নিলে না আমারে, কেন তুমি গেলে চলি ॥
ভাঙিয়া দিলে না কেন মোর ভয়,
কেন ফিরে গেলে শুনি অনুনয়;
কেন সে বেদনা বুঝিতে পার না মুখে যাহা নাহি বলি ॥
কেন চাহিলে না জল নদী তীরে এসে,
সকরুণ অভিমানে চলে গেলে মরু-তৃষ্ণার দেশে ॥
ঝোড়ো হাওয়া ঝরা পাতারে যেমন
তুলে নেয় তার বক্ষে আপন
কেন কাড়িয়া নিলে না তেমনি করিয়া মোর ফুল অঞ্জলি ॥

* ৫২৮. তাল : কাহার্‌বা

আমি গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব, সুন্দর সাজে মোরে সাজায়ে দে।
লাখ যুগের পরে শুভদিন এলো, মেহেদী রঙে হাত রাঙায়ে দে॥
চন্দন টিপ, গলে মালতীর মালা, নয়ন কাজল পরায়ে দে,
অধর রাঙায়ে দে তাম্বুল রাগে, চরণে আল্‌তা মাখায়ে দে॥
প্রেম নীল শাড়ি প্রীতির আঙিনা, অনুরাগ ভূষণে বধূ সাজিয়া
হৃদয় বাসরে মিলিব দোঁহে — কুসুমের সেজ সখি বিছায়ে দে॥

* ৫২৯. তাল : দাদ্‌রা

আঁখি তোল আঁখি তোল না,
দানো করুণা, ওগো অরুণা,
মেলি' নয়ন জীর্ণ কানন কর তরুণা॥
আঁখি যে তোমার বনের পাখি —
ঘুম সে ভাঙায় আঁধারে ডাকি,'
আলোর[১]-সাগর জাগাও বরুণা॥
তব আনত আঁখির পাতার কোলে
তরুণ আলোর মুকুল দোলে।
রঙের কুমার দুয়ারে জাগে,
তোমার আঁখির প্রসাদ মাগে,
পাণ্ডুর ভোর হোক তরুণারুণা॥

১ আলোক

* ৫৩০. তাল : কাহার্‌বা

আমায় নহে গো — ভালবাস শুধু ভালবাস মোর গান।
বনের পাখিরে কে চিনে রাখে গান হ'লে অবসান॥
চাঁদেরে কে চায় — জোছনা সবাই যাচে,
গীত শেষে বীণা প'ড়ে থাকে ধূলি মাঝে;
তুমি বুঝিবে না বুঝিবে না --
আলো দিতে পোড়ে কত প্রদীপের প্রাণ॥
যে কাঁটা-লতার আঁখি-জল, হায়, ফুল হ'য়ে ওঠে ফুটে —
ফুল নিয়ে তার দিয়েছ কি কিছু শূন্য পত্র-পুটে!
সবাই তৃষ্ণা মিটায় নদীর জলে,
কী তৃষা জাগে সে নদীর হিয়া-তলে —
বেদনার মহাসাগরের কাছে কর সন্ধান॥

* ৫৩১. তাল : দাদ্‌রা

ওরে নীল যমুনার জল! বল্ রে মোরে বল্
কোথায় ঘনশ্যাম — আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম — এলাম ব্রজধাম।
তোর কোন্ কূলে কোন্ বনের মাঝে
আমার কানুর বেণু বাজে,
আমি কোথায় গেলে শুনতে পাব 'রাধা রাধা' নাম॥
আমি শুধাই ব্রজের ঘরে ঘরে — কৃষ্ণ কোথায় বল্
কেন কেউ কহে না কথা, হেরি সবার চোখে জল।
বল্‌রে আমার শ্যামল কোথায়

কোন্ মথুরায় কোন্ দ্বারকায় — বল্ যমুনা বল।
বাজে বৃন্দাবনের কোন্ পথে তাঁর নূপুর অভিরাম॥

* ৫৩২. তাল : দাদ্‌রা

মমতাজ! মমতাজ! তোমার তাজমহল —
যেন ফেরদৌসের এক মুঠো প্রেম,
বৃন্দাবনের এক মুঠো প্রেম, আজো করে ঝলমল॥
কত সম্রাট হ'ল ধূলি স্মৃতির গোরস্তানে —
পৃথিবী ভুলিতে নারে প্রেমিক শাহ্‌জাহানে,
শ্বেত মর্মরে সেই বিরহীর ক্রন্দন-মর্মর গুঞ্জরে অবিরল॥
কেমনে জানিল শাজাহান — প্রেম পৃথিবীতে ম'রে যায়,
তাই পাষাণ প্রেমের স্মৃতি রেখে গেল পাষাণে লিখিয়া হায়!
যেন তাজের পাষাণ অঞ্জলি ল'য়ে নিঠুর বিধাতা পানে
অতৃপ্ত প্রেম বিরহী আত্মা আজো অভিযোগ হানে!
বুঝি সেই লাজে বালুকায় মুখ লুকাইতে চায় শীর্ণা যমুনা জল॥

* ৫৩৩. তাল : দাদ্‌রা

তোমার কালো রূপে যাক না ডুবে সকল কালো মম,
হে কৃষ্ণ প্রিয়তম!
নীল সাগর-জলে হারিয়ে যাওয়া নদীর জলের সম॥
কৃষ্ণ নয়ন-তারায় যেমন আলোকিত হেরি ভুবন,
তেমনি কালো রূপের জ্যোতি দেখাও নিরুপম॥
যাক্ মিশে আমার পাপ-গোধূলি তোমার নীলাকাশে,
মোর কামনা যাক ধুয়ে তোমার রূপের শ্রাবণ মাসে।
তোমায় আমায় মিলন থাকুক (যেমন) নীল সলিলে সুনীল শালুক
তুমি জড়িয়ে থাকো (গো) আমার হিয়ায় গানের সুরের সম॥

* ৫৩৪. তাল : কাহার্‌বা

উভয়ে : ভালোবাসায় বাঁধব বাসা
আমরা দু'টি মানিক জোড়।
থাকব বাঁধা পাখায় পাখায়
মাখামাখি প্রেম-বিভোর॥
পুরুষ : আমার বুকের যত মধু
স্ত্রী : আমার মুখে ঢালবে বঁধু
পুরুষ : আমি কাঁদব যখন দুখে
স্ত্রী : আমি মুছাব সে নয়ন-লোর॥
পুরুষ : আমি যদি কভু মনের ভুলে
তোমায় প্রিয় থাকি ভুলে
স্ত্রী : আমি রইব তাতেই ফুলের মালায়
লুকিয়ে যেমন থাকে ডোর।
উভয়ে : মোরা নীল গগনের নীল স্বপনে
চির-কালের চাঁদ-চকোর॥

*** ৫৩৫. তাল : কাহার্‌বা**

পুরুষ : মন নিয়ে আমি লুকোচুরি খেলা খেলি প্রিয়ে।
স্ত্রী : ধরিতে পারি না পেতে তাই প্রেম ফাঁদ —
তুমি মেঘ আমি চাঁদ, ফের গো কাঁদিয়ে॥
পুরুষ : মন্দ বায় আমি গন্ধ লুটি শুধু —
চাইনে আমি সে মধু;
স্ত্রী : চাইনে চাইনে বঁধু —
তাহে নাই সুখ নাই, আমি পরশ যে চাই।
পুরুষ : স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি মন ভুলিয়ে॥
উভয় : চল তবে যাই মোরা স্বপনের দেশে
জোছনায় ভেসে —
নন্দন পারিজাত ফুল ফুটিয়ে॥

*** ৫৩৬. রাগ : টোড়ি, তাল : বৈতালিক**

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ, ডুবিয়া যাই এখন।
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন॥
তুমি সুখে থাক আমি চলে যাই,
তোমারে চাহিয়া ব্যথা যেন পাই,
জনমে জনমে এই শুধু চাই — না-ই যদি পাই মন॥
ভয় নাই রানী রেখে গেনু শুধু চোখের জলের লেখা,
জলের লিখন শুকাবে প্রভাতে, আমি চলে যাব একা!
ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা, —
পায়ের তলায় দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ॥

*** ৫৩৭. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া!
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি — ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'-খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া পঁচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥
জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহন-শীল,
তাকে কি ভাই ভাঙ্‌তে পারে ছোঁয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল!
যে জাত-ধর্ম ঠুন্‌কো এত, আজ নয় কা'ল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া॥
বলতে পারিস, বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
ভগবানের জাত যদি নাই তোদের কেন জাতের বালাই?
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া॥

*** ৫৩৮. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহার্‌বা**

কত আর এ মন্দির দ্বার, হে প্রিয়, রাখিব খুলি'।
বয়ে যায় যে লগ্নের ক্ষণ, জীবনে ঘনায় গোধূলি॥

নিয়ে যাও বিদায়-আরতি, হ'ল ম্লান আঁখির জ্যোতি;
ঝরে যায় শুষ্ক স্মৃতির মালিকা-কুসুমগুলি ॥
কত চন্দন ক্ষয় হ'ল হায়, কত ধূপ পুড়িল বৃথায়;
নিরাশায় সে পুষ্প কত ওপায়ে হইল ধূলি ॥
ও বেদী-তলে কত প্রাণ — হে পাষাণ নিলে বলিদান;
তবু হায় দিলে না দেখা — দেবতা, রহিলে ভুলি' ॥

*** ৫৩৯. রাগ : সিন্ধুড়া, তাল : কাহার্‌বা**

কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে — চিনি চিনি।
প্রাণের মাঝে সদা বাজে তারি রাগিণী ॥
বন-শিরিষের জিরিজিরি পাতায়
ধীরি ধীরি ঝিরি ঝিরি নূপুর বাজায়,
তমাল-ছায়ায় বেড়ায় ঘুরে মায়া-হরিণী ॥
আমার গানে তারি চরণের অনুরণনে
ছন্দ জাগে গন্ধে রসে রূপে বরণে।
কান পেতে রই দুয়ার পাশে --
তারি আসার আভাষ আসে,
ঝংকার তোলে মনের বীণায় বীণ-বাদিনী ॥

*** ৫৪০. তাল : কাহার্‌বা**

কেন তুমি কাঁদাও মোরে, হে মদিনাওয়ালা!
অবরোধবাসিনী আমি কুলের কুলবালা ॥
ঈদের চাঁদের ইশারাতে কেন ডাক নিঝুম রাতে,
হাসিন ইউসুফ! জুলেখারে কত দিবে জ্বালা ॥
এক লিপি পাঠালে নাথ কোরানের আয়াতে --
পড়তে গিয়ে অশ্রু-বাদল নামে আঁখি-পাতে।
বাজিয়ে শাহাদতের বাঁশি কেন ডাক নিত্য আসি';
হাজার বছর আগে তোমায় দিয়েছি তো মালা ॥

*** ৫৪১. তাল : কাহার্‌বা**

নূরজাহান, নূরজাহান!
সিন্ধু নদীতে ভেসে,
এলে মেঘলামতীর দেশে, ইরানী গুলিস্তান ॥
নার্গিস লালা গোলাপ আঙ্গুর-লতা
শিঁরি ফরহাদ সিরা'জের উপকথা
এনেছিলে তুমি তণুর পেয়ালা ভরি'
বুলবুলি দিলরুবা রবাবের গান ॥
তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিল সেলিম, সে যে রাজাধিরাজ —
চন্দন সম মাখিল অঙ্গে কলঙ্ক লোক-লাজ।
যে কলঙ্ক লয়ে হাসে চাঁদ নীল আকাশে,
যাহা লেখা থাকে শুধু প্রেমিকের ইতিহাসে,
দেবে চিরদিন নন্দন-লোক-চারী
তব সেই কলঙ্ক সে প্রেমের সম্মান ॥

* ৫৪২. তাল : কাহার্‌বা

এলো এলো রে ঐ সুদুর বন্ধু এলো
এলো পথ চাওয়া এলো হারিয়ে পাওয়া
মনের আঁধার দূরে গে, ঐ বন্ধু এলো ॥
এলো চঞ্চল বন্যার ঢল মন্থর স্রোত-নীড়ে,
এলো শ্যামল মেঘ-মায়া তৃষ্ণিত গগন ঘিরে;
তার পলাতকা মৃগে বন ফিরে পেল ॥
এলো পবনে বিহ্‌বল চঞ্চলতা
যেন শান্ত ভবনে এলো সারা ভুবনের কলকথা।
অলি গুঞ্জরি' কয় জাগো বনবীথি;
ডাকে দখিনা মলয় — এলো এলো অতিথি;
বাজে তোরণ দ্বারে বাঁশরি গীতি,
দুখ নিশি পোহাল, আঁখি মেল ॥

* ৫৪৩. তাল : কাহার্‌বা

ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগার।
বদ্‌নসীব আয়, আয় গুনাহ্‌গার নূতন করে সওদা করে ॥
জীবন ভ'রে করলি লোকসান আজ হিসাব তার খতিয়ে নে;
বিনিমূলে দেয় বিলিয়ে সে যে বেহেশ্‌তী নজর ॥
কোরানের ঐ জাহাজ বোঝাই হীরা মুক্তা পান্নাতে,
লুটে নে রে, লুটে নে সব, ভরে তোল্‌ তোর শূন্য ঘর।
কেয়ামতের বাজারে ভাই মুনাফা যে চাও বহুৎ —
এই ব্যাপারীর হও খরিদ্দার লও রে ইহার সিল-মোহর ॥
আরশ হতে পথ ভুলে এ এলো মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ — পুঁজি আল্লাহ আকবর ॥

* ৫৪৪. তাল : কাহার্‌বা

যে আল্লার কথা শোনে তারি কথা শোনে লোকে।
আল্লার নূর যে দেখেছে পথ পায় লোক তার আলোকে ॥
যে আপনার হাত দেয় আল্লায়
জুল্‌ফিকার তেজ সেই পায়,
যার চোখে আছে খোদার জ্যোতি রাত্রি পোহায় তারি চোখে।
ভোগের তৃষ্ণা মিটেছে যার খোদার প্রেমের শিরানি পেয়ে,
যায় বাদ্‌শা-নবাব গোলাম হ'য়ে সেই ফকিরের কাছে যেয়ে।
আসে সেই কওমের ইমাম সেজে কওমকে পেয়েছে যে,
তারি কাছে খোদার দেওয়া শক্তি আছে দুখে-শোকে ॥

* ৫৪৫. তাল : দাদ্‌রা

সুদূর মক্কা মদিনার পথে আমি রাহী মুসাফির,
বিরাজে রওজা মুবারক যথা মোর প্রিয় নবীজীর ॥
বাতাসে যেখানে বাজে অবিরাম
তওহিদ বাণী খোদার কালাম,
জিয়ারতে যথা আসে ফেরিশ্‌তা শত আউলিয়া পীর ॥

মা ফাতেমা আর হাসান হোসেন খেলেছেন পথে যার,
কদমের ধূলি পড়েছে যথায় হাজারো আম্বিয়ার।
সুরমা করিয়া কবে সেই ধূলি
মাখিব নয়নে দুই হাতে তুলি',
কবে এ দুনিয়া হতে যাবার আগে রে কাবাতে লুটাব শির॥

*** ৫৪৬. রাগ : দরবারী কানাড়া, তাল : দাদ্‌রা**

ভুল ক'রে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালবাসিবার সাধ॥
কত জন আসে তব ফুলবন
মলয়, ভ্রমর, চাঁদের কিরণ, —
তেমনি আমিও আসি অকারণ অপরূপ উন্মাদ॥
তোমার হৃদয়-শূন্যে জ্বলিছে কত রবি শশী তারা,
তারি মাঝে আমি ধূমকেতু সম এসেছিনু পথহারা।
তবু জানি প্রিয় একদা নিশীথে
মনে পড়ে যাবে আমারে চকিতে,
সহসা জাগিবে উৎসব-গীতে সকরুণ অবসাদ॥

৫৪৭. রাগ : মাড়-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

কে গো আমার সাঁঝ গগনে গোধূলির রং ছড়ালে।
মিলনেরি বাজে বাঁশি আজি বিদায়েরি লগনে॥
ডেকেছি নিঠুর মরণে এতদিন কেঁদে কেঁদে,
আজি যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥
আজি এই ঝরা ফুলে অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠল ইমনে।
হইল ধন্য প্রিয় মরণ তীর্থ মম,
সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে শেষ জীবনে॥

*** ৫৪৮. তাল : দাদ্‌রা**

দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে।
বেহোশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে॥
হায় গো খোদা, কেন মোরে
পাঠাইলে হায় কাঙাল ক'রে;
যেতে নারি প্রিয় নবীর মাজার শরীফ জিয়ারতে॥
স্বপ্নে শুনি নিতুই রাতে—যেন কাবার মিনার থেকে
কাঁদছে বেলাল ঘুমন্ত সব মুসলিমের ডেকে ডেকে।
য়্যা এলাহি! বল সে কবে
আমার স্বপন সফল হবে,
গরিব বলে হব কি নিরাশ, — মদিনা দেখার নিয়ামতে॥

*** ৫৪৯. তাল : কাহার্‌বা**

খোদা এই গরীবের শোন শোন মোনাজাত।
দিও তৃষ্ণা পেলে ঠাণ্ডা পানি ক্ষুধা পেলে লবণ-ভাত॥

মাঠে সোনার ফসল দিও,
দিও গৃহ ভরা বন্ধু প্রিয়, দিও
হৃদয় ভরা শান্তি দিও — (খোদা) সেই তো আমার আবহায়াত ॥
আমায় দিয়ে কারুর ক্ষতি হয় না যেন দুনিয়ায়,
আমি কারুর ভয় না করি, মোরেও কেহ ভয় না পায়, খোদা।
(যবে) মস্‌জিদে যাই তোমারি টানে
(যেন) মন নাহি ধায় দুনিয়া পানে
আমি ঈদের চাঁদ দেখি যেন আস্‌লে দুখের আঁধার রাত ॥

* ৫৫০. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ওরে ও মদিনা বলতে পারিস কোন্ সে পথে তোর
খেল্‌ত ধুলা মাটি নিয়ে মা ফাতেমা মোর ॥
হাসান হোসেন খেল্‌তে কোথায় কোন্ সে খেজুর-বনে
পাথর-কুচি কাঁকর লয়ে দুম্বা শিশুর সনে;
সেই মুখকে চাঁদ ভেবে রে উড়িত চকোর ॥
মা আয়েশা মোর নবীজীর পা ধোয়াতেন যথা,
দেখিয়ে দে সেই বেহেশ্‌ত্ আমায় রাখ রে আমার কথা;
তোর প্রথম কোথায় আজান ধ্বনি ভাঙলো ঘুমের ঘোর ॥
কোন্ পাহাড়ের ঝর্না-তীরে মেষ চরাতেন নবী,
কোন্ পথ দিয়ে রে যেতেন হেরায় আমার আল-আরবি'
তুই কাঁদিস কোথায় বুকে ধরে সেই নবীজীর গোর ॥

* ৫৫১. তাল : কাহার্‌বা

তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপলেই বুঝতে পারি খোদায়ী কালাম —
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥
ঐ নামেরি রশি ধ'রে যাই আল্লার পথে,
ঐ নামেরি ভেলায় চ'ড়ে ভাসি নূরের স্রোতে,
ঐ নামের বাতি জ্বেলে দেখি আরশের মোকাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥
ঐ নামের দামন ধ'রে আছি আমার কিসের ভয়,
ঐ নামের গুণে পাব (আমি) খোদার পরিচয়,
তাঁর কদম মোবারক যে আমার বেহেশ্‌তী তাঞ্জাম।
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম ॥

* ৫৫২. তাল : কাহার্‌বা

মোহাম্মদের নাম জপেছিলি বুলবুলি তুই আগে।
তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান এমন মধুর লাগে ॥
ওরে গোলাপ নিরিবিলি
নবীর কদম ছুঁয়েছিলি —
তাঁর কদমের খোশ্‌বু আজো তোর আতরে জাগে ॥
মোর নবীরে লুকিয়ে দেখে
তাঁর পেশানীর জ্যোতি মেখে,
ওরে ও চাঁদ রাঙলি কি তুই গভীর অনুরাগে ॥

ওরে ভ্রমর তুই কি প্রথম
চুমেছিলি তাঁহার কদম,
গুন্‌গুনিয়ে সেই খুশি কি জানাস্ রে গুল্‌বাগে ॥

*** ৫৫৩. তাল : ঝাঁপতাল**

আমার প্রিয় হজরত নবী কমলিওয়ালা
যাঁহার রওশ্‌নীতে দীন দুনিয়া উজালা ॥
যাঁরে খুঁজে ফেরে কোটি গ্রহ তারা,
ঈদের চাঁদে যাঁহার নামের ইশারা,
বাগিচায় গোলাব গুল্ গাঁথে যাঁর মালা ॥
আউলিয়া আম্বিয়া দরবেশ যাঁর নাম
খোদার নামের পরে জপে অবিরাম
কেয়ামতে যাঁর হাতে কওসর-পিয়ালা ॥
পাপে-মগ্ন ধরা যাঁহার ফজিলতে
ভাসিল সুমধুর তৌহিদ-স্রোতে,
মহিমা যাঁহার জানেন এক আল্লাতালা ॥

*** ৫৫৪. তাল : কাহার্‌বা**

মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি মোহাম্মদ নাম জপমালা।
ঐ নামে মিটাই পিয়াসা ও নাম কওসারের পিয়ালা ॥
মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি,
মোহাম্মদ নাম গলায় পরি,
ঐ নামেরি রওশনীতে আঁধার এ মন রয় উজালা ॥
আমার হৃদয়-মদিনাতে
শুনি ও নাম দিনে-রাতে,
ও নাম আমার তস্‌বি হাতে, মন-মরুতে গুলে-লালা ॥
মোহাম্মদ মোর অশ্রু-চোখের
ব্যথার সাথী শান্তি শোকের,
চাই না বেহেশ্‌ত্ যদি ও নাম জপ্‌তে সদা পাই নিরালা ॥

*** ৫৫৫. তাল : কাহার্‌বা**

শোন শোন, ইয়া ইলাহী, আমার মোনাজাত।
তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস-রাত ॥
যেন কানে শুনি সদা
তোমারি কালাম হে খোদা,
চোখে যেন দেখি শুধু, কোর্‌আনের আয়াত ॥
মুখে যেন জপি আমি
কালেমা তোমার দিবস-যামী,
তোমার মস্‌জিদের ঝাড়ু-বর্‌দার হোক আমার এ হাত ॥
সুখে তুমি, দুখে তুমি,
চোখে তুমি, বুকে তুমি,
এই পিয়াসী প্রাণে খোদা তুমি আবহায়াত ॥

*** ৫৫৬. তাল : কাহার্‌বা**

দ্বৈত : ভুলে রইলি মায়ায় এসে ভবে
তুই ভুলবি ভুলের খেলা কবে ॥

স্ত্রী : নিবু নিবু তোর জীবন-বাতি শেষ হলো সুখ-রাতি,
পুরুষ : রাত পোহালে সুখের সাথী সঙ্গে নাহি রবে॥
স্ত্রী : যাঁর কৃপায় তুই রইলি সুখে ডাক্‌লি না রে তারে
পুরুষ : তুই কি নিয়ে হায় তাহার কাছে যাবি পরপারে।
স্ত্রী : জমালি যা তুই জীবন ভ'রে পিছু প'ড়ে রবে
পুরুষ : দারাসুত লবে বিভব রতন পাপের বোঝা নাহি লবে।
স্ত্রী : স্রোতের মতো সময় যে যায় নিয়ে শরণ প্রভুর পায়
পুরুষ : কৃপা-সিন্ধুর কৃপা পেলে ত'রে যাবি তুই তবে॥

* ৫৫৭. তাল : কাহার্‌বা

নামাজ পড়, রোজা রাখ, কল্‌মা পড় ভাই।
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই॥
সম্বল যার আছে হাতে
হজ্বের তরে যা কা'বাতে,
জাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়াত যে পাই॥
ফরজ তরক্‌ ক'রে কর্‌লি করজ ভবের দেনা,
আল্লাহ ও রসুলের সাথে হ'ল না তোর চেনা।
পরাণে রাখ কোরান বেঁধে,
নবীরে ডাক কেঁদে কেঁদে,
রাত্রি দিন তুই কর্‌ মোনাজাত — আল্লাহ্‌ তোমায় চাই॥

* ৫৫৮. তাল : কাহার্‌বা

বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়।
নবীজী নাই-উঠ্‌ল মাতম মদিনায়॥
আঁখি-প্রদীপ এই ধরণীর
গেল নিভে ঘির্‌ল তিমির,
দীনের রবি মোদের নবী চায় বিদায়।
সইল না রে বেহেশ্‌তী দান দুনিয়ায়॥
না পূরিতে সাধ-আশা
না মিটিতে তৌহিদ-পিপাসা,
যায় চ'লে দীনের শাহানশাহ্‌ — হায় রে হায়,
সেই শোকেরি তুফান হবে 'লু' হাওয়ায়॥
বেড়েছে আজ দ্বিগুণ পানি দজ্‌লা ফোরাত নদীতে,
তুর ও হেরা পাহাড় ফেটে অশ্রু-নিঝর ব'য়ে যায়।
ধরার জ্যোতি হরণ ক'রে উজল হ'ল ফের বেহেশত্‌
কাঁদে পশু-পাখি ও তরুলতায়,
সেই কাঁদনের স্মৃতি দোলে দরিয়ায়॥

* ৫৫৯. তাল : কাহার্‌বা

মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা — হলেন নাজেল তাহার দেশে খোদার রসুল।
যাঁহার নামে যাঁহার ধ্যানে সারা দুনিয়া দীওয়ানা, প্রেমে মশগুল॥
যাঁহার আসার আশাতে অনুরাগে
নীরস খর্জুর তরুতে রস জাগে,

তপ্ত মরু'পরে খোদার রহম্ ঝরে, হাসে আকাশ পরিয়া চাঁদের দুল ॥
ছিল এ ত্রিভুবন যাঁহার পথ চাহি'
এলে রে সেই নবী 'ইয়া উম্মতি' গাহি',
যতেক গুম্‌রাহে নিতে খোদার রাহে এলো ফুটাতে দুনিয়াতে ইসলামী ফুল।

* ৫৬০. তাল : কাহার্‌বা

নাম মোহাম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল।
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সিতারা আস্‌মানে খায় দোল ॥
পাতায় ফুলে যে নাম আঁকা
ত্রিভুবনে যে নাম মাখা,
যে নাম নিতে হাসিন উষার রাঙে রে কপোল ॥
যে নাম গেয়ে ধায় রে নদী,
যে নাম সদা গায় জলধি,
যে নাম হবে নিরবধি পবল হিল্লোল ॥
যে নাম রাজে মরু-সাহারায়,
যে নাম বাজে শ্রাবণ-ধারায়,
যে নাম চাহে কাবার মসজিদ — মা আমিনার কোল ॥

* ৫৬১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

আমি আল্লা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।
ফলবে ফসল বেচ্‌ব এবার কেয়ামতের হাটে ॥
পত্তনীদার যে এই জমির
খাজনা দিয়ে সেই নবীজীর
বেহেশ্‌তেরি তালুক কিনে বস্‌ব সোনার খাটে ॥
মসজিদে মোর মরাই বাঁধা হবে নাকো চুরি,
মনকির নকির দুই ফেরেশ্‌তা হিসাব রাখে জুড়ি' রে;
রাখব হেফাজতের তরে
ঈমানকে মোর সাথী করে,
রদ হবে না কিস্তি, জমি উঠবে না আর লাটে ॥

* ৫৬২. তাল : কাহার্‌বা

ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা।
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই আমি যে পথ চিনি না ॥
আমারি প্রিয় হজরত সেথায়
আছেন নাকি ঘুমিয়ে ভাই,
আমি প্রাণে যে আর বাঁচি না রে আমার হজরতের দরশ বিনা ॥
নদী নাকি নাই ও দেশে, নাও না চলে যদি —
আমি চোখের সাঁতার পানি দিয়ে বইয়ে দেব নদী।
ঐ মদিনার ধূলি মেখে
কাঁদবো ইয়া মোহাম্মদ ডেকে ডেকে রে —
কেঁদেছিল কারবালাতে যেমন বিবি সাকিনা ॥

* ৫৬৩. তাল : কাহার্‌বা

যাবি কে মদিনায় আয় ত্বরা করি'।
তোর খেয়া ঘাটে এলো পুণ্য তরী ॥

আবুবকর, উমর খাত্তাব, ওস্‌মান, আলী হায়দর
দাঁড়ি এ সোনার তরণীর, পাপী সব নাই নাই আর ডর।
এ তরীর কাণ্ডারী আহ্‌মদ পাকা সব মাঝি ও মাল্লা,
মাঝিদের মুখে সারিগান শোন্‌ ঐ 'লা শরীক আল্লাহ্‌'।
পাপ-দরিয়ার তুফানে আর নাহি ডরি॥
ঈমানের পারানি কড়ি আছে যার আয় এ সোনার নায় —
ধরিয়া দ্বীনের রশি কলেমার জাহাজ-ঘাটায়।
ফেরদৌস্‌ হতে ডাকে হুরী-পরী॥

*** ৫৬৪. তাল : কাহার্‌বা**

সকাল হ'ল শোন্‌ রে আজান, ওঠ রে শয্যা ছাড়ি'।
তুই মস্‌জিদে চল্‌ দ্বীনের কাজে, ভোল্‌ দুনিয়াদারী॥
ওজু করে ফেল্‌ রে ধুয়ে নিশীথ রাতের গ্লানি,
সিজ্‌দা করে জায়নামাজে ফেল্‌ রে চোখের পানি;
খোদার নামে সারাদিনের কাজ হবে না ভারী॥
নামাজ প'ড়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনা কর তুই —
ফুল-ফসলে ভ'রে উঠুক সকল চাষীর ভুঁই;
সকল লোকের মুখে হোক আল্লার নাম জারী॥
ছেলে-মেয়ে সংসার ভার সঁপে দে আল্লারে,
নবীজীর দোয়া ভিক্ষা কর্‌, কর্‌ রে বারে বারে;
তোর হেসে নিশি প্রভাত হবে সুখে দিবি পাড়ি॥

*** ৫৬৫. তাল : কাহার্‌বা**

আল্লাজী গো, আমি বুঝি না রে তোমার খেলা।
তাই দুঃখ পেলে ভাবি — বুঝি হানিলে হেলা॥
কুমার যখন হাঁড়ি গড়ে কাঁদে মাটি —
ভাবে, কেন পোড়ায় আমায় চড়িয়ে ভাটি,
ফুলদানি হয় পোড় খেয়ে সেই মাটির ঢেলা॥
মা শিশুরে ধোয়ায় মোছায়, শিশু ভাবে —
ছাড়া পেলে, মা ফেলে সে পালিয়ে যাবে।
মোরা, দোষ করে তাই দুষি তোমায় সারা বেলা॥
আমরা তোমার বান্দা, খোদা তুমি জানো —
কেন হাসাও, কেন কাঁদাও, আঘাত হানো।
যে গড়তে জানে তারি সাজে ভেঙে ফেলা॥

*** ৫৬৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

হেরা হতে হেলে দুলে নূরানী তনু ও কে আসে হায়
সারা দুনিয়ায় হেরেমের পর্দা খুলে খুলে যায় —
সে যে আমার কমলিওয়ালা — কমলিওয়ালা॥
তার ভাবে বিভোল রাঙা পায়ের তলে
পর্বত জঙ্গম টলমল টলে,
খোরমা খেজুর বাদাম জাফরানি ফুল ঝ'রে ঝ'রে যায় —
সে যে আমার কমলিওয়ালা — কমলিওয়ালা॥
আসমানে মেঘ চলে ছায়া দিতে,

পাহাড়ের আঁসু গলে ঝরনার পানিতে,
বিজলি চায় মালা হতে,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুকুট হতে চায় —
সে যে আমার কমলিওয়ালা — কমলিওয়ালা ॥

*** ৫৬৭. তাল : কাহার্‌বা**

যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার তুমি হবে কাজী
সেদিন তোমার দিদার আমি পাব কি আল্লাজী ॥
সেদিন নাকি তোমার ভীষণ কাহ্‌হার রূপ দেখে
পীর পয়গম্বর কাঁদবে ভয়ে 'ইয়া নফসী' ডেকে;
সেই সুদিনের আশায় আমি নাচি এখন থেকে।
আমি তোমায় দেখে হাজারো বার দোজখ যেতে রাজী ॥
যেরূপে হোক বারেক যদি দেখে তোমায় কেহ
দোজখ্‌ কি আর ছুঁতে পারে পবিত্র তাঁর দেহ।
সে হোক না কেন হাজার পাপী হোক না বে-নামাজী ॥
ইয়া আল্লাহ, তোমার দয়া কত তাই দেখাবে ব'লে
রোজ-হাশরে দেখা দেবে বিচার করার ছলে, —
প্রেমিক বিনে কে বুঝিবে তোমার এ কারসাজি ॥

*** ৫৬৮. তাল : কাহার্‌বা**

মোহাম্মদ নাম যত জপি, তত মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে ॥
ঐ নামেরি মধু চাহি'
মন-ভ্রমরা বেড়ায় গাহি',
আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ঐ নামের অনুরাগে ॥
ও নাম প্রাণের প্রিয়তম,
ও নাম জপি মজনু সম,
ঐ নামে পাপিয়া গাহে প্রাণের কুসুম-বাগে ॥
ঐ নামে মুসাফির রাহী,
চাই না তখ্‌ত্‌ শাহানশাহী,
নিত্য ও নাম ইয়া ইলাহী, যেন হৃদে জাগে ॥

*** ৫৬৯. তাল : কাহার্‌বা**

চল্‌ রে কাবার জিয়ারতে, চল্‌ নবীজীর দেশ।
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর্‌ রে হাজির বেশ ॥
আওকাতে তোর থাকে যদি — আরফাতের ময়দান,
চল্‌ আরফাতের ময়দান,
এক জামাত হয় যেখানে ভাই নিখিল মুসলমান।
মুসলিম গৌরব দেখার যদি থাকে তোর খায়েশ ॥
যেথায় হজরত হলেন নাজেল মা আমিনার ঘরে
খেলেছেন যার পথে-ঘাটে মক্কার শহরে, চল্‌ মক্কার শহরে —
সই মাঠের ধূলা মাখ্‌বি যথা নবী চরাতেন মেষ ॥
ক'রে হিজরত কায়েম হলেন মদিনায় হজরত — যে মদিনায় হজরত
সেই মদিনা দেখ্‌বি রে চল, মিট্‌বে রে তোর প্রাণের হসরত;
সেথা নবীজীর ঐ রওজাতে তোর আরজি করবি পেশ ॥

* ৫৭০. তাল : কাহার্‌বা

ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়।
আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখ্‌বি যদি আয়॥
ধূলির ধরা বেহেশ্‌তে আজ, জয় করিল দিল রে লাজ।
আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায়॥
দেখ্‌ আমিনা মায়ের কোলে, দোলে শিশু ইসলাম দোলে।
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়॥
আজকে যত পাপী ও তাপী, সব গুনাহের পেল মাফী।
দুনিয়া হতে বে-ইনসাফী জুলুম নিল বিদায়॥
নিখিল দরুদ পড়ে লয়ে নাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।
জ্বীন পরী ফেরেশ্‌তা সালাম জানায় নবীর পায়॥

* ৫৭১. তাল : কাহার্‌বা

আসিছেন হাবিব-এ খোদা আরশ্‌-পাকে তাই উঠেছে শোর,
চাঁদ পিয়াসে ছুটে আসে আকাশ পানে যেমন চকোর।
কোকিল যেমন গেয়ে ওঠে ফাগুন আসার আভাস পেয়ে,
তেমনি ক'রে হরষিত ফেরেশ্‌তা সব উঠলো গেয়ে :
দেখ আজ আরশে আসেন মোদের নবী কম্‌লিওয়ালা।
হের সেই খুশিতে চাঁদ-সুরুজ আজ হ'ল দ্বিগুণ আলা॥
ফকির দরবেশ্‌ আউলিয়া, যাঁরে, ধ্যানে জ্ঞানে ধ'রতে নারে,
যাঁর মহিমা বুঝিতে পারে এক সে আল্লাহ তালা॥
বারেক মুখে নিলে যাঁহার নাম, চিরতরে হয় দোজখ্‌ হারাম,
পাপীর তরে দস্তে যাঁহার কওসরের পিয়ালা॥
'মিম্‌' হরফ না থাকলে সে আহাদ, নামে মাখা তার শিরিন শাহাদ্‌,
নিখিল প্রেমাস্পদ আমার মোহাম্মদ ত্রিভুবন উজ্জ্বালা॥

* ৫৭২. তাল : কাহার্‌বা

নতুন চাঁদের তক্‌বির শোন্‌ কয় ডেকে ঐ মুয়াজ্জিন —
আসমানে ফের ঈদুজ্জোহার চাঁদ উঠেছে মুসলেমিন॥
এলো স্মরণ করিয়া দিতে ঈদুজ্জোহার এই সে চাঁদ,
তোরা ভোগের পাত্র ফেল্‌রে ছুঁড়ে ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ।
কোরবানি দে তোরা, কোরবানি দে॥
প্রাণের যা তোর প্রিয়তম আজকে সে সব আন্‌,
খোদারই রাহে আজ তাহাদের কর রে কোরবান্‌।
কি হবে ঐ বনের পশু খোদারে দিয়ে,
তোরা কাম-ক্রোধাদি মনের পশু জবেহ্‌ কর্‌ নিয়ে।
কোরবানি দে তোরা, কোরবানি দে॥
বিলিয়ে দেওয়ার খুশির শিরনি তশ্‌তরীতে আন্‌,
পর্‌ রে তোরা সবাই ত্যাগের রঙীন পিরহান্‌।
মোদের যা কিছু প্রিয় বিলাব সবে
নবীর উম্মত তবে সকলে কবে।
কোরবানি দে তোরা, কোরবানি দে॥

*** ৫৭৩. তাল : কাহার্‌বা**

আমি যদি আরব হ'তাম — মদিনারই পথ।
এই পথে মোর চ'লে যেতেন নূর নবী হজরত ॥
পয়জার তাঁর লাগত এসে আমার কঠিন বুকে,
আমি ঝর্না হয়ে গ'লে যেতাম অম্‌নি পরম সুখে;
সেই চিহ্ন বুকে পুরে পালিয়ে যেতাম কোহ্-ই-তূরে,
সেথা দিবা নিশি করতাম তাঁর কদম জিয়ারত ॥
মা ফাতেমা খেলতো এসে আমার ধূলি ল'য়ে
আমি পড়তাম তাঁর পায়ে লুটিয়ে ফুলের রেণু হয়ে।
হাসান হোসেন হেসে হেসে নাচতো আমার বক্ষে এসে
চক্ষে আমার বইতো নদী পেয়ে সে নেয়ামত ॥

*** ৫৭৪. তাল : দাদ্‌রা**

দুখের সাহারা পার হয়ে আমি চলেছি কাবার পানে।
পড়িব নামাজ মা'রফাতের আরফাত ময়দানে ॥
খোদার ঘরের দিদার পাইব, হজের পথের জ্বালা জুড়াইব,
মোর মুর্শিদ হয়ে হজরত পথ দেখান সুদূর পানে ॥
রোজা রাখা মোর সফল হইবে, পাব পিয়াসার পানি;
আবে জম্‌জম্ তৌহিদ পিয়ে ঘুচাব পথের গ্লানি।
আল্লার ঘর তওয়াফ করিয়া কাঁদিব সেথায় পরাণ ভরিয়া,
ফিরিব না আর, কোরবানী দেব এই জান সেইখানে ॥

*** ৫৭৫. তাল : কাহার্‌বা**

মোহররমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায় ॥
কাঁদিয়া জয়নাল আবেদিন বেহোশ হোল কারবালায়
বেহেশ্‌তে লুটিয়ে কাঁদে আলী ও মা ফাতেমায় ॥
কাশেমের ঐ লাশ লয়ে কাঁদে বিবি সাকিনা।
আস্‌গরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে কাঁদে খোদায় ॥
কাঁদে বিশ্বের মুসলিম আজি গাহে তারি মর্সিয়া।
ঝরে হাজার বছর ধরে অশ্রু তারি শোকে হায় ॥

*** ৫৭৬. তাল : কাহার্‌বা**

জাগে না সে যোশ ল'য়ে আর মুসলমান।
হায় করিল জয় যে তেজ ল'য়ে দুনিয়া জাহান ॥
যাহার তক্‌বির ধ্বনি, তক্‌দির বদলালো দুনিয়ার
না-ফরমানের জামানায় আনিল ফরমান খোদার,
হায় পড়িয়া বিরান আজি সে গুল্-গুলিস্তান ॥
নাই সাচ্চাই সিদ্দিকের, উমরের নাহি সে ত্যাগ আর
নাহি আর বেলালের ঈমান, নাহি আলীর জুলফিকার,
হায় নাহি আর সে জেহাদ-লাগি' বীর শহীদান ॥
নাহি আর বাজুতে কুওত্, নাহি খালেদ, মুসা তারেক
নাহি বাদশাহী তখ্‌তে তাউস্, ফকির আজ দুনিয়ার মালেক
হায় ইস্‌লাম কেতাবে শুধু মুসলিম গোরস্তান ॥

*** ৫৭৭. তাল : কাহার্‌বা**

হে মদিনার বুলবুলি গো গাইলে তুমি কোন গজল।
মরুর বুকে উঠল ফুটে প্রেমের রঙীন গোলাপ দল॥
দুনিয়ার দেশ-বিদেশ থেকে, গানের পাখি উঠল ডেকে
মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনি উঠল ভেদি গগন তল॥
সাহারার দগ্ধ বুকে রচ তুমি গুলিস্তান
সেথা আস্‌হাব সব ভ্রমর হয়ে শাহাদতের গাইল গান।
দোয়েল কোকিল দলে দলে আল্লা রসুল উঠল ব'লে
আল্ কোরানের পাতার কোলে খোদার নামের বইল ঢল॥

*** ৫৭৮. তাল : কাহার্‌বা**

তুমি আশা পূরাও খোদা, সবাই যখন নিরাশ করে।
সবাই যখন পথে ঠেলে, সান্ত্বনা পাই তোমায় ধ'রে॥
দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া ফিরি যখন শূন্য হাতে,
তোমার দানের শির্‌নি তখন আসে আমায় পথ দেখাতে,
দেখি হঠাৎ শূন্য তোমার দানে গেছে ভ'রে॥
খোদা, তোমায় ভরসা করি নামি যখন কোন কাজে,
সে কাজ হাসিল হয় সহজে শত বিপদ বাধার মাঝে
(খোদা) তোমায় ছেড়ে অন্য জনে শরণ নিলে যায় সে সরে॥
মাঝ দরিয়ায় ডুবল জাহাজ তোমায় যদি ডাকি
তোমার রহম কোলে করি তীরেতে যায় রাখি
দুখের অনল কুসুম হয়ে ফুটে ওঠে থরে থরে॥

*** ৫৭৯. তাল : কাহার্‌বা**

তুমি অনেক দিলে খোদা, দিলে অশেষ নিয়ামত —
আমি লোভী, তাইতো আমার মেটে না হসরত॥
কেবলি পাপ করি আমি — মাফ করিতে তাই, হে স্বামী,
দয়া করে শ্রেষ্ঠ নবীর করিল উম্মত।
তুমি নানান ছলে করছ পূরণ ক্ষতির খেসারত॥
মায়ের বুকে স্তন্য দিলে, পিতার দিলে স্নেহ;
মাঠে শস্য ফসল দিলে আরাম লাগি গেহ।
ঈদের চাঁদের রঙ মশালে রঙীন বেহেশ্‌তে পথ দেখালে
আখেরেরই সহায় দিলে আখেরি হজরত।
তুমি আজান দিলে না ভুলিতে মসজিদেরই পথ॥

*** ৫৮০. তাল : দাদ্‌রা**

আল্লাতে যাঁর পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান
কোথা সে আরিফ অভেদ যাঁহার জীবন মৃত্যু জ্ঞান॥
যাঁর মুখে শুনি তৌহিদের কালাম —
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম।
যাঁর দীন দীন রবে কাঁপিত দুনিয়া জীন পরী ইনসান্॥
স্ত্রী পুত্রে আল্লারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক।
হেসে কোরবানী দিত প্রাণ হায় আজ তারা মাগে ভিখ্।
কোথা সে শিক্ষা আল্লাহ্ ছাড়া,

ত্রিভুবনে ভয় করিত না যাঁরা।
আজাদ করিত এসেছিল যাঁরা সাথে লয়ে কোরআন্॥

* ৫৮১. তাল : কাহার্‌বা

নামাজ রোজা হজ্-জাকাতের পসারিণী আমি
নবীর কলমা হেঁকে ফিরি পথে দিবস-যামী॥
আমার নবীজীর পিয়ারি আয়্রে ছুটে মুসলিম নারী,
দ্বীনের সওদা করবি কে আয় আয় রে মুক্তি কামী॥
জন্ম আমার হাজার বছর আগে আরব দেশে
সারা ভুবন ঠাঁই দিয়েছে আমায় ভালোবেসে।
আমার আজান ধ্বনি বাজে — কুল্ মোমিনের বুকের মাঝে
আমি নবীর মানস কন্যা আল্লাহ্ মোর স্বামী॥

* ৫৮২. তাল : কাহার্‌বা

নাই হ'ল মা বসন ভূষণ এই ঈদে আমার।
আল্লা আমার মাথার মুকুট রসুল গলার হার॥
নামাজ রোজা ওড়না শাড়ি, ওতেই আমায় মানায় ভারি,
কল্‌মা আমার কপালে টিপ, নাই তুলনা তার॥
হেরা গুহারি হীরার তাবিজ কোরান বুকে দোলে
হাদিস্, ফেকা বাজুবন্ধ দেখে পরান ভোলে।
হাতে সোনার চুড়ি যে মা, হাসান হোসেন মা ফাতেমা,
মোর অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি, মা নবীর চার ইয়ার॥

* ৫৮৩. তাল : কাহার্‌বা

আমার যখন পথ ফুরাবে, আসবে গহীন রাতি —
তখন তুমি হাত ধ'রো মোর হ'য়ো পথের সাথী॥
অনেক কথা হয়নি বলা বলার সময় দিও, খোদা —
আমার তিমির অন্ধ চোখে দৃষ্টি দিও প্রিয়, খোদা
বিরাজ করো বুকে তোমার আরশখানি পাতি'॥
সারা জীবন কাটলো আমার বিরহে বঁধু,
পিপাসিত কণ্ঠে এসে দিও মিলন মধু।
তুমি যেথায় থাক প্রিয় সেথায় যেন যাই, খোদা,
সখা ব'লে ডেকো আমায় দিদার যেন পাই, খোদা।
সারা জনম দুঃখ পেলাম, যেন এবার সুখে মাতি॥

* ৫৮৪. তাল : কাহার্‌বা

মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই॥
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত,
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওয়াৎ।
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই॥

কত দরবেশ ফকির রে ভাই মস্‌জিদের আঙিনাতে
আল্লার নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাঁদের সাথে কেঁদে কেঁদে নাম জপতে চাই
আল্লার নাম জপতে চাই॥

*** ৫৮৫. তাল : তেওড়া**

তওফিক দাও খোদা ইসলামে মুসলিম্ জাঁহা পুন হোক আবাদ।
দাও সেই হারানো সালতানত্ দাও সেই বাহু সেই দিল্ আজাদ॥
দাও সে হাম্‌জা সেই বীর ওলিদ
দাও সেই উমর হারুন অল রশীদ,
দাও সেই সালাহউদ্দীন আবার পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ॥
দাও সেই রুমী সাদী হাফিজ
সেই জামী খৈয়াম সে তবরিজ
দাও সে আকবর সেই শাহ্‌জাহান দাও তাজমহলের স্বপ্ন সাধ॥
দাও ভা'য়ে ভা'য়ে সেই মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্ত মন,
হোক বিশ্ব মুসলিম এক জামাত উড়ুক নিশান ফের যুক্ত চাঁদ॥

*** ৫৮৬. তাল : কাহার্‌বা**

দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।
তোর দিল্ খুলবে পরে ওরে আগে খুলুক হাত॥
দেখ পাক্ কোরান শোন্ নবীজীর ফরমান
ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান।
তোর একার তরে দেননি খোদা দৌলতের খেলাত॥
তোর দর্ দালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম
আছে দৌলতে তোর তাদেরও ভাগ, বলেছেন রহিম।
বলেছেন রহমানুর রহিম, বলেছেন রসুলে করিম।
সঞ্চয়ে তোর সফল হবে পাবি রে নাজাত॥
এই দৌলত বিভব রতন যাবে না তোর সাথে
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবেরাতে।
এই জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্‌তী সওগাত॥

*** ৫৮৭. তাল : কাহার্‌বা**

রোজ হাশরে আল্লা আমার ক'রো না বিচার (আল্লা)
বিচার চাহি না তোমার দয়া চাহে ও গুনাহ্‌গার॥
আমি জেনে শুনে জীবন ভ'রে,
দোষ করেছি ঘরে পরে
আশা নাই যে যাব ত'রে বিচারে তোমার॥
বিচার যদি করবে কেন রহমান নাম নিলে
ঐ নামের গুণেই ত'রে যাব কেন এ জ্ঞান দিলে;
দীন ভিখারি ব'লে আমি
ভিক্ষা যখন চাইব স্বামী
শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে না'ক আর॥

* ৫৮৮. তাল : কাহার্‌বা

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানি তাগিদ॥
তোর সোনা-দানা বালাখানা সব রাহেলিল্লাহ্।
দে জাকাত মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ্॥
আজ পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে।
যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ॥
আজ ভুলে যা তোর দোস্ত ও দুশমন হাত মিলাও হাতে।
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ॥
ঢাল হৃদয়ের তোর তশ্‌তরীতে শির্‌নি তৌহিদের।
তোর দাওয়াত কবুল করবে হজরত হয় মনে উম্মীদ॥

* ৫৮৯. তাল : কাহার্‌বা

বক্ষে আমার কা'বার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।
শিরোপরি মোর খোদার আরশ গাই তাঁরি গান পথ বেভুল॥
লায়লী প্রেমে মজনু পাগল আমি পাগল লা-ইলা'র,
প্রেমিক দরবেশ আমায় চেনে অরসিকে কয় বাতুল॥
হৃদয়ে মোর খুশির বাগান বুলবুলি তায় গায় সদাই,
ওরা খোদার রহম মাগে আমি খোদার ইশ্‌ক্ চাই।
আমার মনের মস্‌জিদে দেয় আজান হাজার মোয়াজ্জিন
প্রাণের 'লওহে' কোরান লেখা রুহ্ পড়ে তা রাত্রি দিন।
খাতুনে জিন্নত মা আমার হাসান হোসেন চোখের জল,
ভয় করি না রোজ-কেয়ামত পুল সিরাতের কঠিন পুল॥

* ৫৯০. তাল : কাহার্‌বা

উঠুক তুফান পাপ-দরিয়ায় ও ভাই আমি কি তায় ভয় করি।
পাক্‌কা ঈমান তক্তা দিয়ে গড়া যে আমার তরী॥
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' পাল তুলে,
ঘোর তুফানকে জয় ক'রে ভাই যাবই কূলে,
আমার মোহাম্মদ মোস্তফা নামের গুণের রসি ধরি'॥
খোদার রাহে সঁপে দেওয়া ডুববে না মোর তরী,
সওদা ক'রে ভিড়বে তীরে সওয়ার মানিক ভরি'।
দাঁড় এ তরীর নামাজ, রোজা, হজ্ ও জাকাত,
উঠুক না মেঘ, আসুক বিপদ — যত বজ্রপাত,
আমি যাব বেহেশ্‌ত্ বন্দরেতে রে এই সে কিস্তিতে চড়ি'॥

* ৫৯১. তাল : কাহার্‌বা

দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে
কে জানে কখন নিয়ে যাবে গোরে মাটি দিতে রে॥
পাঁচ ভূতে আর চোরে মিলে
রোজগার মোর কেড়ে নিলে;
এখন কেউ নাই রে পারে যাবার দুটো কড়ি দিতে রে॥

রাত্রি শুয়ে আবার যে ভাই উঠ্‌ব সকাল বেলা,
বলতে কি কেউ পারি কভু খেলি মোহের খেলা।
বাদ্‌শা আমির ফকির কত
এলো আবার হলো গত রে;
দেখেও বারেক আল্লার নাম জাগে নাকো চিতে।
এবার বসবি কবে ও ভোলা মন আল্লার তস্‌বিতে রে॥

* ৫৯২. তাল : কাহার্‌বা

আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালবেসে।
আরশ্‌ কুরসি লওহ কালাম, না চাহিতেই পেয়েছে সে॥
রসুল নামের রশি ধ'রে যেতে হবে খোদার ঘরে,
নদী-তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই, দরিয়াতে সে আপনি মেশে॥
তর্ক ক'রে দুঃখ ছাড়া কি পেয়েছিস্‌ অবিশ্বাসী,
কি পাওয়া যায় দেখ্‌ না বারেক হজরতে মোর ভালবাসি'।
এই দুনিয়ায় দিবা-রাতি ঈদ্‌ হবে তোর নিত্য সাথী,
তুই যা চাস্‌ তাই পাবি রে ভাই আহমদ চান যদি হেসে॥

* ৫৯৩. তাল : কাহার্‌বা

কারো ভরসা করিসনে তুই (ও মন) এক আল্লার ভরসা কর।
আল্লা যদি সহায় থাকেন (ও তোর) ভাবনা কিসের, কিসের ডর॥
রোগে শোকে দুঃখে ঋণে নাই ভরসা আল্লা বিনে রে
তুই মানুষের সহায় মাগিস (তাই) পাস্‌নে খোদার নেক্‌-নজর॥
রাজার রাজা বাদশাহ্‌ যিনি গোলাম হ তুই সেই খোদার,
বড় লোকের দুয়ারে তুই বৃথাই হাত পাতিস্‌নে আর।
তোর দুখের বোঝা ভারি হ'লে ফেলে প্রিয়জনও যায় রে চ'লে
সেদিন ডাক্‌লে খোদায় তাঁহার রহম (ওরে) ঝরবে রে তোর মাথার 'পর॥

* ৫৯৪. তাল : কাহার্‌বা

বহিছে সাহারায় শোকেরি 'লু' হাওয়া,
দোলে অসীম আকাশ আকুল রোদনে।
নূহের প্লাবন আসিল ফিরে যেন,
ঘোর অশ্রু-শ্রাবণ ধারা ঝরে সঘনে॥
'হায় হোসেনা' 'হায় হোসেনা' বলি'
কাঁদে গিরি নদী, কাঁদে বনস্থলী,
কাঁদে পশু ও পাখি তরুলতার সনে॥
ফকির বাদ্‌শাহ গরীব ওমরাহে
কাঁদে তেমনি আজো তাঁরি মর্সিয়া গাহে,
বিশ্ব যাবে মুছে মুছিবে না এ আঁসু
চিরকাল ঝরিবে কালের নয়নে॥
সেই সে কারবালা সেই ফোরাত নদী
মুসলিম হৃদে গাহিছে নিরবধি,
আসমান জমীন রহিবে যতদিন
সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে॥

* ৫৯৫. তাল : কাহার্‌বা

এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ চলো ঈদগাহে।
যাহার আশায় চোখে মোদের ছিল না রে নিদ চলো ঈদগাহে॥
শিয়া সুন্নী লা-মজ্‌হাবী একই জামাতে
এই ঈদ মোবারকে মিলিবে এক সাথে,
ভাই পাবে ভাইকে বুকে, হাত মিলাবে হাতে;
আজ এক আকাশের নীচে মোদের একই সে মস্‌জিদ, চলো ঈদগাহে॥
ঈদ এনেছে দুনিয়াতে শির্‌নি বেহেশ্‌তী
দুশ্‌মনে আজ গলায় ধ'রে পাতাব ভাই দোস্তী,
জাকাত দেব ভোগ-বিলাস আজ গোস্‌সা ও বদ্‌মস্তি;
প্রাণের তশ্‌তরীতে ভ'রে বিলাব তৌহিদ — চলো ঈদগাহে॥
আজিকার এই ঈদের খুশি বিলাব সকলে,
আজের মত সবার সাথে মিল্‌ব গলে গলে,
আজের মত জীবন পথে চলব দলে দলে,
প্রীতি দিয়ে বিশ্ব-নিখিল করব রে মুরিদ্‌ — চলে ঈদগাহে॥

* ৫৯৬. তাল : কাহার্‌বা

যাবার বেলায় সালাম লহ হে পাক রমজান।
তব বিদায় ব্যথায় কাঁদিছে নিখিল মুসলিম জাহান॥
পাপীর তরে তুমি পারের তীরে ছিলে দুনিয়ায়,
তোমারি গুণে দোজখের আগুন নিভে যায়,
তোমারি ভয়ে লুকায়ে ছিল দূরে শয়তান॥
ওগো রমজান, তোমারি তরে মুসলিম যত
রাখিয়া রোজা ছিল জাগিয়া চাহি' তব পথ,
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে তুমি পবিত্র কোর্‌আন॥
পরহেজ্‌গারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী,
মসজিদে প্রাণের তুমি যে জ্বালাও দীনের বাতি,
উড়িয়ে গেলে যাবার বেলায় নতুন ঈদের চাঁদের নিশান॥

* ৫৯৭. তাল : কাহার্‌বা

তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন জানাও জানাও বেদিল প্রিয়ায়।
ওগো বিজয়ী নিখিল হৃদয় কর কর জয় মোহন মায়ায়॥
নহে ঐ এক হিয়ার সমান হাজার কাবা হাজার মসজিদ;
কি হবে তোর কাবার খোঁজে, আশয় তোর খোঁজ হৃদয় ছায়ায়॥
প্রেমের আলয়ে যে দিল্‌ রৌশন, যেথায় থাকুক সমান তাহার —
খোদার মস্‌জিদ মূরত-মন্দির ঈসাই-দেউল ইহুদ-খানায়॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায় জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে, থাকে না সে বেহেশ্‌তে আশায়॥

* ৫৯৮. তাল : কাহার্‌বা

সকাল সাঁঝে প্রভু সকল কাজে উঠুক তোমারি নাম —
বেজে উঠুক তোমারি নাম।
নিশীথ রাতে তারার মত উঠুক তোমারি নাম —
বেজে উঠুক তোমারি নাম॥

তরুর শাখায় ফুলের সম
বিকশিত হোক(প্রভু) তব নাম নিরুপম,
সাগর মাঝে তরঙ্গ সম বহুক তোমারি নাম ॥
পাষাণ শিলায় গিরি নির্ঝর সম বহুক তোমারি নাম
অকূল সমুদ্রে ধ্রুবতারা-সম জাগি' রহুক তব নাম।
প্রভু জাগি' রহুক তব নাম।
শ্রাবণ দিনে বারি ধারার মত
ঝরুক ও নাম প্রভু অবিরত
মানস কমল বনে মধুকর সম লুটুক তোমারি নাম ॥

*** ৫৯৯. তাল : কাহার্‌বা**

কথা কইবে না বউ, তোর সাথে তার আড়ি,
বউ মান করেছে, আজি চলে যাবে বাপের বাড়ি ॥
বউ কস্‌নে কথা কস্‌নে,
এত অল্পে অধীর হ'স্‌নে
ও নতুন ফুলের খবর পেলে
পালিয়ে যাবে তোকে ফেলে,
ওর মন্দ স্বভাব ভারি ॥

*** ৬০০. তাল : দাদ্‌রা**

দাও শৌর্য, দাও ধৈর্য, হে উদার নাথ,
দাও প্রাণ।
দাও অমৃত মৃত জনে,
দাও ভীত-চিত জনে, শক্তি অপরিমাণ ॥
হে সর্বশক্তিমান ॥
দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু,
স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু,
দাও চিত্ত অ-নিরুদ্ধ, দাও শুদ্ধ জ্ঞান।
হে সর্বশক্তিমান ॥
দাও দেহে দিব্য কান্তি,
দাও গেহে নিত্য শান্তি,
দাও পুণ্য প্রেম ভক্তি, মঙ্গল কল্যাণ।
ভীতি নিষেধের ঊর্ধে স্থির,
রহি যেন চির — উন্নত শির
যাহা চাই যেন জয় করে পাই, গ্রহণ না করি দান।
হে সর্বশক্তিমান ॥

*** ৬০১. তাল : কাহার্‌বা**

এ কোন্ মধুর শরাব দিলে আল আরাবি সাকি,
নেশায় হলাম দিওয়ানা যে রঙীন হল আঁখি ॥
তৌহিদের শিরাজি নিয়ে
ডাকলে সবায় যারে পিয়ে,
নিখিল জগৎ ছুটে এলো রইল না কেউ বাকি ॥
বসলো তোমার মহ্‌ফিল দূর মক্কা মদিনাতে,

আল্-কোরানের গাইলে গজল শবে কদর রাতে।
নরনারী বাদশা ফকির
তোমার রূপে হয়ে অধীর
যা ছিল নজ্‌রানা দিল রাঙা পায়ে রাখি'।

* ৬০২. তাল : দাদ্‌রা

বনের তাপস কুমারী আমি গো, সখি মোর বনলতা।
নীরবে গোপনে দুই জনে কই আপন মনের কথা॥
যবে গিরিপথে ফিরি সিনান করিয়া
লতা টানে মোর আঁচল ধরিয়া,
হেসে বলি, ওরে ছেড়ে দে, আসিছে তোদের বন-দেবতা॥
ডাকি যদি তারে আদর করিয়া — ওরে বন বল্লরী,
আনন্দে তার ফোটা ফুলগুলি অঞ্চলে পড়ে ঝরি'।
লুকায়ে যখন মোর দেবতায়
আবরিয়া রাখে কুসুমে পাতায়,
চরমে আমার (ও সে) আসিয়া জড়ায় যবে হই ধ্যানরতা॥

* ৬০৩. তাল : কাহার্‌বা

যে পাষাণ হানি বারে বারে তুমি আঘাত করেছ, স্বামী,
সে পাষাণ দিয়ে তোমার পূজায় এ মিনতি রাখি আমি॥
যে আগুন দিল দহিতে আমারে
হে রাজ, নিভিতে দিই নি তাহারে;
আরতি প্রদীপ হয়ে তারি বিভা বুকে জ্বলে দিবা-যামী॥
তুমি যাহা দাও প্রিয়তম মোর তাহা কি ফেলিতে পারি,
তাই নিয়ে তব অভিষেক করি নয়নে দিলে যে বারি।
ভুলিয়াও মনে কর না যাহারে,
হে নাথ, বেদনা দাও না তাহারে,
ভুলিতে পারো না মোরে ব্যথা দেওয়া ছলে, তাই নীচে আস নামি'॥

* ৬০৪. তাল : কাহার্‌বা

খুশি লয়ে খুশরোজের আয় খেয়ালি খুশ্-নসীব।
জ্বাল্ দেয়ালি শবেরাতের জ্বাল রে তাজা প্রাণ প্রদীপ॥
আন্ নয়া দীনী ফরমান
দরাজ দিলের দৃপ্ত গান,
প্রাণ পেয়ে গোরস্থান তোর ডাকে জাগুক নকীব॥
আন্ মহিমা হজরতের শক্তি আন্ শেরে খোদার,
কুরবানী আন্ কারবালার আন্ রহম মা ফাতেমার,
আন্ উমরের শৌর্য বল সিদ্দিকের আন্ সাচ্চা মন,
হাসান হোসেনের সে ত্যাগ শহীদানের মৃত্যুপণ,
রোজ হাসরে করবেন পার মেহেরবান খোদার হাবিব॥
খোৎবা পড়বি মসজিদে তুই খতিব নূতন ভাষায়,
শুষ্ক মালঞ্চের বুকে ফুল ফুটাবি ভোর হাওয়ায়,
এস্‌মে-আজম এনে মৃত মুসলিমে তুই কর সজীব॥

* ৬০৫. তাল : কাহার্‌বা

প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই
পরি চাঁপা ফুলের[১] শাড়ি খয়েরি টিপ,
জাগি বাতায়নে জ্বালি আঁখি প্রদীপ,
মালা চন্দন দিয়ে মোর থালা সাজাই ॥
তুমি আসিবে বলে সুদূর অতিথি
জাগে চাঁদের তৃষা[২] লয়ে কৃষ্ণা তিথি,
কভু ঘরে আসি কভু বাহিরে চাই ॥
আজি আকাশে বাতাসে কানাকানি,
জাগে বনে বনে নবফুলের বাণী,
আজি আমার কথা যেন বলিতে পাই ॥

১ রঙের ২ তৃষ্ণা

* ৬০৬. তাল : দাদ্‌রা

আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যা রে মদিনায় —
জাত-পাক মুস্তাফার রওজা মুবারক যেথায় ॥
মরিয়া আছি দুখে মাশ্‌রেকী এই মুল্লুকে,
পড়ব মাগরিবের নামাজ কবে খানা-এ কাবায় ॥
হজরতের নাম তসবি করে যাবে রে মিস্‌কিন বেশে
ইসলামের ঐ দ্বীনী ডঙ্কা বাজল প্রথম যে দেশে।
কাঁদব ধরে মাজার শরীফ শুনব সেথায় কান পাতি, —
নবীর মুখে তেমনি কি রে রব ওঠে এ্যায় উম্মতি।
পাক কোরানের কালাম হয়ত সেথা শোনা যায় ॥

* ৬০৭. তাল : কাহার্‌বা

আল্লাহ রসুল জপের গুণে কি হ'ল দেখ চেয়ে —
সদা ঈদের দিনের খুশিতে তোর পরাণ আছে ছেয়ে ॥
আল্লাহ্‌র রহমত ঝরে
ঘরে বাইরে তোর উপরে,
আল্লাহ্ রসুল হয়েছেন তোর জীবন-তরীর নেয়ে।
দুখে সুখে সমান খুশি নাই ভাবনা ভয়,
তুই দুনিয়াদারী করিস তবু আল্লাহ্‌তে মন রয়।
মরণকে আর ভয় নাই তোর,
খোদার প্রেমে পরাণ বিভোর,
তিনি দেখেন তোর সংসার তোরি ছেলেমেয়ে ॥

* ৬০৮. তাল : কাহার্‌বা

আজ নিশীথে অভিসার তোমারি পথে প্রিয়তম
বনের পারে নিরালায় দিও হে দেখা নিরুপম ॥
সুদূর নদীর ধারে নিরালাতে বালুচরে
চখার তরে যথা একা চখি কেঁদে মরে
সেথা সহসা আসিও গোপন প্রিয় স্বপন সম ॥
তোমারি আশায় ঘুরি শত গ্রহে শত লোকে,
(ওগো) আমারি বিরহ জাগে বিরহী চাঁদের চোখে,
আকুল পাথার নিরাশার পারায়ে এসো প্রাণে মম ॥

* ৬০৯. তাল : দাদ্‌রা

সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায় তুমি ফিরিলে না ঘরে,
আঁধার ভবন জ্বলেনি প্রদীপ মন যে কেমন করে ॥
উঠানে শূন্য কলসির কাছে
সারাদিন ধরে ঝ'রে পড়ে আছে
তোমার দোপাটি গাঁদা ফুলগুলি যেন অভিমান ভরে ॥
বাসন্তী রাঙা শাড়িখানি তব ধূলায় লুটায় কেঁদে,
তোমার কেশের কাঁটাগুলি বুকে স্মৃতির সমান বেঁধে।
যাইনি বাহিরে আজ সারাদিন
ঝরিছে বাদল শ্রান্তিবিহীন
পিয়া পিয়া ব'লে ডাকিছে পাপিয়া এ বুকের পিঞ্জরে ॥

* ৬১০. তাল : দাদ্‌রা

ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা বনের বিধবা মেয়ে,
হারানো কাহারে খুঁজিস নিশীথ-আকাশের পানে চেয়ে ॥
ক্ষীণ তনুলতা বেদনা-মলিন,
উদাস মূরতি ভূষণবিহীন,
তোরে হেরি ঝরে কুসুম-অশ্রু[১] বনের কপোল বেয়ে ॥
তুই লুকায়ে কাঁদিস রজনী জাগিস সবাই ঘুমায় যবে,
বিধাতারে যেন বলিস — দেবতা আমারে লইবে কবে।
করুণ শুভ্র ভালোবাসা তোর
সুরভি ছড়ায় সারা নিশি ভোর,
প্রভাত বেলায় লুটাস ধূলায় যেন-কারে নাহি পেয়ে ॥

১ পা. ভে. অশ্রু

* ৬১১. তাল : কাহার্‌বা

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে ॥
শূন্যে মহা আকাশে
মগ্ন লীলা বিলাসে,
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে ॥
তারকা রবি শশী খেলনা তব, হে উদাসী,
পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি।
নিত্য তুমি, হে উদার
সুখে দুখে অবিকার;
হাসিছ খেলিছ তুমি আপন মনে ॥

* ৬১২. তাল : দাদ্‌রা

মনে পড়ে আজ সে কোন্ জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা —
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা ॥
সেই সে বিদায় ক্ষণে
শপথ করিলে বন্ধু আমার, রাখিবে আমারে মনে,
ফিরিয়া আসিবে খেলিবে আবার সেই পুরাতন খেলা ॥
আজো আসিলে না হায়,
মোর অশ্রুর লিপি বনের বিহগী দিকে দিকে লয়ে যায়,

তোমারে খুঁজে না পায়।
মোর গানের পাপিয়া ঝুরে
গহন কাননে তব নাম লয়ে আজো পিয়া পিয়া সুরে;
গান থেমে যায়, হায় ফিরে আসে পাখি বুকে বিঁধে অবহেলা ॥

* ৬১৩. তাল : দাদ্‌রা

মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা,
জীবন প্রভাতে এলো বিদায় বেলা ॥
আঁচলের ফুলগুলি করুণ নয়ানে
নিরাশায় চেয়ে আছে মোর মুখপানে,
বাজিয়াছে বুকে যেন, কার অবহেলা ॥
আঁধারের এলোকেশ দু' হাতে জড়ায়ে
যেতে যেতে নিশীথিনী কাঁদে বনছায়ে।
বুঝি দুখ-নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর,
ভিড়িবে না কূলে মোর বিরহের ভেলা ॥

* ৬১৪. তাল : কাহার্‌বা

মালতি মঞ্জরি ফুটিবে যবে অলস বেলায়
প্রিয় হে প্রিয় মোরে স্মরিও সেই সন্ধ্যায় ॥
ঝরা পল্লবে ফেলি দীরঘ শ্বাস
কাঁদিয়া ফিরিবে যবে চৈতী বাতাস,
নাগকেশরের ঝরা কেশর দলে খুঁজিও আমায় ॥
মল্লিকা মুকুলের প্রথম সুবাস
বিরহী পরান যবে করিবে উদাস,
পিয়াল নদীর কূলে কাঁদিয়া বাঁশি ডাকিবে প্রিয়ায় ॥

* ৬১৫. তাল : কাহার্‌বা

নতুন নেশার আমার এ মদ বল কি নাম দেব এর বঁধুয়া।
গোপী চন্দন গন্ধ মুখে এর বরণ সোনার চাঁদ চুঁয়া ॥
মধু হতে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রঙ ধরে কাজল নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম, চোখে লাগায় নভোনীল ছোঁয়া ॥
ঝিম হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
পান্‌সে জোছনাতে পান্‌সি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে আমার মিতালি এ মহুয়া ॥

* ৬১৬. তাল : কাহার্‌বা

গাছের তলে ছায়া আছে সোঁতে নদীর জলে —
সেই না সোঁতে এসো বন্ধু ব'স তরুতলে ॥
রইবে না এ রূপ বন্ধু রইবে না এ কায়া,
অবেলাতে এলে বন্ধু পাবে না তো ছায়া।
রূপের কুসুম জলের কমল পড়বে জলে ঢলে রে (বন্ধু) ॥
মালঞ্চে মোর একটি দুটি কুসুম ফোটে আজো,
সইরা আজো বলে সাঁঝে — বধূর বেশে সাজো।

মৌমাছিরা মধু নিয়ে গায়ে এলো ফিরে,
বধূর বেশে ফিরতে দেখি পড়শী বৌ-ঝিরে।
সিঁথিতে মোর রইল সিঁদুর, (কেউ) ডাকলো না বউ বলে॥

* ৬১৭. তাল : দাদ্‌রা

শ্মশান-কালীর নাম শুনে রে ভয় কে পায়।
মা যে আমার শবের মাঝে শিব জাগায়॥
আনন্দেরি নন্দিনী সে শান্তি সুধা কণ্ঠ বিষে
মায়ের চরণ শোভে অরুণ আলোর লাল জবায়॥
চার হাতে মা'র চার যুগেরি খঞ্জনী,
নৃত্য-তালে নিত্য ওঠে রনঝণি'।
মৃতের মাঝে মোর জননী, বিলায় মৃত সঞ্জীবনী
মা পায় না ধ্যানে যোগীন্দ্র সেই যোগমায়ায়॥

* ৬১৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ওরে ডেকে দে দে-লো মহুয়া বনে ফুল ফোটাতো বাজিয়ে বাঁশি কে।
বনের হরিণ নাচাতো, পাখিকে গান গাওয়াতো,
ঢেউ ওঠাতো ঝর্না জলে পাহাড়তলীতে॥
তার গানের কথা জানিয়ে দিত ফুলের মধুকে
তার সুরের নেশা করতো ব্যাকুল মনের বঁধুকে,
বুকের মাঝে বাজতো নূপুর চপল হাসিতে॥
আঁধার রাতে ফোটাত সে হলুদ গাঁদার ফুল,
সে বন কাঁদাতো মন কাঁদাতো, কাজ করাতো ভুল।
আর সে বাঁশি শুনি না, ধোঁয়ার ছলে কাঁদি না,
রাঙা শাড়ি পরি না, নোটন খোঁপা বাঁধি না —
আমি রইতে নারি না হেরে সেই বন উদাসী কে গো॥

* ৬১৯. তাল : কাহার্‌বা

আমি শ্যামা বলে ডেকেছিলাম, শ্যাম হ'য়ে তুই কেন এলি।
ওমা লীলাময়ী কেমন করে মনের কথা শুনতে পেলি॥
তোরে শৈল-শিরে শিবের সাথে (মা)
পূজেছিলাম গভীর রাতে।
হেসে কেন কিশোর হয়ে তুই বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলি॥
তুই রক্তজবা ফিরিয়ে দিলি (মা) প্রেম চন্দন মুছিয়ে দিয়ে
মুক্তি চেয়েছিলাম মা এলি আশীর্বাদি মুক্তা নিয়ে।
ছিনু তমোগুণে ডুবে (মা), তবু প্রিয়তম হয়ে
তুই খেলতে এলি তমাল বনে লয়ে
মোর গেরুয়া রাঙা বসন কেড়ে দিলি রাধার সোনার চেলী॥

* ৬২০. তাল : কাহার্‌বা

এসো নওল কিশোর এসো এসো, লুকায়ে রাখিব আঁখিতে মম।
আমার আঁখির ঝিনুকে বন্দী রহিবে মুকুতা সম॥
তুমি ছাড়া আর এই পৃথিবীতে
এ আঁখি কারেও পাবে না দেখিতে,
তুমি ও আমারে ছাড়া আর কারেও হেরিবে না প্রিয়তম॥

লুকায়ে রাখিব-ফণিনী যেমন মানিক লুকায়ে রাখে,
ঘিরিয়া থাকিব-দামিনী যেমন শ্যাম মেঘ ঘিরে থাকে।
মেঘ হয়ে আমি হে চাঁদ তোমায়
আবরি' রাখিব আঁখির পাতায়,
নিশীথে জাগিয়া কাঁদিব দু'জন প্রিয় হে, চির জনম ॥

* ৬২১. তাল : তেওড়া

মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা হে পরমেশ।
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ মেষ ॥
কলের পুতুল এরা প্রাণহীন
পাষাণ আত্মা বিশ্বাসহীন,
নিজেরে ইহারা চিনে না জানে না, কেমনে চিনিবে নিজের দেশ ॥
ভারত শ্মশানে ফেরে প্রেতপাল,
নর নাই, শুধু নর-কঙ্কাল;
এই চির অভিশপ্তের মাঝে জাগাও হে প্রভু প্রাণের রেশ ॥
ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেমবোধ;
কেবলি কলহ, কেবলি বিরোধ;
হে দেশ-বিধাতা, দূর কর এই লজ্জা ও গ্লানি, এ দীন বেশ ॥

* ৬২২. তাল : দাদ্‌রা

ভিখারিনী করে পাঠাইলি মোরে, কি দিয়ে পূজিব বল।
হাতে আছে শুধু শূন্য প্রণাম, চোখে আছে শুধু জল ॥
পূজা ধূপ নাই, চন্দন নাই, মাগো, লাজে মরি দিতে ভয় পাই
চুরি করে আনা দুটি জবা ফুল, একটি বিল্বদল ॥
তোর ধনী ছেলে মেয়ে ঘটা করে তোর পূজা করে কত রূপে,
মাগো ভিখারি মেয়ের বেশে তুই কেন দাঁড়াইলি এসে, মোর কাছে চুপে চুপে
কিছু নাই মাগো হাতে দিতে তোর, শুধু নামখানি সম্বল মোর,
যদি চাস তুই ঐ রাঙা পায়ে দিব নামেরি সে শতদল ॥

* ৬২৩. তাল : কাহার্‌বা

রাঙা পির্‌হান প'রে শিশু নবী খেলেন পথে।
দেখে হুর-পরীরা সব লুকিয়ে বেহেশ্‌ত্‌ হ'তে ॥
মোহনী সুরত বাঁকা চাঁদে চন্দন মাখা।
নূরানী রওশনী তাঁর চমকে দিনের আলোতে ॥
নাচের তালে তালে সোনার তাবিজ দোলে,
চরণ তলে ধূলি কাঁদে মোহাম্মদ ব'লে।
নীল রেশমি রুমাল বাঁধা তাঁর চাঁচর কেশে
রাঙা সালোয়ার প'রে নাচে সে হেসে হেসে,
খোদার আরশ টলে সে রূপ-সুধা-স্রোতে ॥

* ৬২৪. তাল : দাদ্‌রা

তুমি বেণুকা বাজাও কার নাম লয়ে শ্যাম —
মোর সাধ যায় হরি আমি যদি সেই কিশোরী হইতাম ॥
সেই প্রেম মোরে দাও গো শ্রী হরি,
যে প্রেমে নেমে আস রূপ ধরি,

যে প্রেমে কাঁদো যমুনার তীরে তুমি লয়ে 'রাধা রাধা' নাম ॥
সেই প্রেম দাও যে প্রেমে ভোল তুমি হে শ্রী ভগবান,
রাধার দুয়ারে ভিক্ষা চাহিয়া নিতি সহ অপমান।
মোর আঁখি হয়ে উঠুক কমল,
দাও প্রিয় মোরে সেই আঁখি জল;
দাও সে বিরহ দাও যে বিরহে এই ধরা হয় ব্রজধাম ॥

* ৬২৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কালো পাহাড় আলো করে কে ও সে কালো শশী,
নিতুই এসে লো বাজায় বাঁশি কদম তলায় বসি ॥
সই লো মানা কর্‌ না ওকে,
ও চায় না যেন অমন চোখে,
ওর চাউনি দেখে অলপ বয়সে হলাম দোষী ॥
গুরুজনের সে ভয় করে না,
বাঁকিয়ে ভুরু ডাকে — সে ডাকে, আমারে সে ডাকে।
রাতের বেলায় চোরের মত চাহে বেড়ার ফাঁকে।
আমি না চাহিলে নূপুর ছুঁড়ে
কলসি ভেঙে পালায় দূরে,
আমি মরেছি সই প'রে তাহার বনমালার রাশি ॥

* ৬২৬. তাল : দাদ্‌রা

কি নাম ধ'রে ডাকবো তোরে মা তুই দে ব'লে
ওমা কি নাম ধরে কাঁদলে পরে ধ'রে তুলিস কোলে ॥
বনে খুঁজি মনে খুঁজি পটে দেখি ঘটে পূজি
মন্দিরে যাই কেঁদে লুটাই মাগো —
পাষাণ প্রতিমা মাগো একটুও না টলে ॥
কোল যদি না দিবি মাগো, আন্‌লি কেন ভবে,
আমি জনম নিয়ে এসেছি যে তোর কোলেরই লোভে।
আমি রইতে নারি মা না পেয়ে, মরণ দে মা তাহার চেয়ে
এ-ছার জীবনে কোন প্রয়োজন মাগো
আমি কোটি বার মা মরতে পারি মা যদি পাই ম'লে ॥

* ৬২৭. তাল : দাদ্‌রা

আমার হাতে কালি মুখে কালি, মা
আমার কালি মাখা মুখ দেখে মা পাড়ার লোকে হাসে খালি ॥
মোর লেখা পড়া হ'ল না মা,
আমি 'ম' দেখতেই দেখি শ্যামা,
আমি 'ক' দেখতেই কালী ব'লে নাচি দিয়ে করতালি ॥
কালো আঁকা দেখে মা ধারাপাতের ধারা নামে আঁখি পাতে,
আমার বর্ণ পরিচয় হ'লো না মা
তোর বর্ণ বিনা কালী।
যা লিখিস মা বনের পাতায়
সাগর জলে আকাশ খাতায়,
আমি সে লেখা তো পড়তে পারি
মূর্খ বলে দিক্‌ না গালি মা,
লোকে মূর্খ ব'লে দিক্‌ না গালি ॥

*** ৬২৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

রাঙা মাটির পথে লো মাদল বাজে, বাজে বাঁশের বাঁশি,
বাঁশি বাজে বুকের মাঝে লো, মন লাগে না কাজে লো,
রইতে নারি ঘরে ওলো প্রাণ হলো উদাসী লো ॥
মাদলিয়ার তালে তালে অঙ্গ ওঠে দুলে লো,
দোল লাগে শাল পিয়াল বনে, নোটন খোঁপার ফুলে লো,
মহুয়া বনে লুটিয়ে পড়ে মাতাল চাঁদের হাসি লো ॥
চোখে ভাল লাগে যাকে, তাকে দেখব পথের বাঁকে,
তার চাঁচর কেশে বেঁধে দেব ঝুমকো জবার ফুল
তার গলার মালার কুসুম কেড়ে করব কানের দুল
তার নাচের তালের ইশারাতে বলবো ভালবাসি লো ॥

*** ৬২৯. তাল : দাদ্‌রা**

মা তোর কালো রূপের মাঝে রসের সাগর লুকিয়ে আছে,
তোর কৃষ্ণ জ্যোতির আড়াল টেনে মোর প্রেমময় কৃষ্ণ নাচে ॥
(নাচে, নাচে, নাচে গো)
আমি যাঁহার পরম তৃষ্ণা লয়ে কাঁদি (মা),
ওমা কৃষ্ণা কেন রাখলি তারে বাঁধি,
ওমা যোগমায়া সে যে বাজায় বাঁশি তোরই রূপের কদম গাছে ॥
আমার অভয় সুন্দরেরে কেন ভয়ের আবরণে
রাখলি ঢেকে মাগো, আমি কাঁদব কত এই বিরহের বৃন্দাবনে।
ওমা তোর শক্তি যমুনারি তীরে
নাম লয়ে মোর শ্যাম যে কেঁদে ফিরে।
তুই কোলে করে মেয়েরে তোর নিয়ে যা তাঁর পায়ের কাছে ॥

*** ৬৩০. তাল : দাদ্‌রা**

নিশি কাজল শ্যামা আয় মা নিশীথ রাতে।
যেমন কালো বাদল নামে নীল আকাশের নয়ন পাতে ॥
কুল-কুণ্ডলিনী রূপে ওঠ মা জেগে চুপে চুপে,
মা ছেলেতে যাব মা চল্ ভোলানাথের ঘুম ভাঙাতে ॥
তোর বরাভয় রূপ দেখায়ে দূর কর্ মা আঁধার ভীতি,
কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মা দেখা পূর্ণ চাঁদের জ্যোতি।
পাতার কোলে কুঁড়ি সম মাগো হৃদয় কমল মম
তোর চরণ অরুণ দেখার আশায় রাত্রি জাগে রাতের সাথে ॥

*** ৬৩১.**

ত্রিজগৎ আলো করে আছে কালো মেয়ের পায়ের শোভা।
মহাভাবে বিভোর শংকর, ঐ পা জড়িয়ে মনোলোভা ॥
দলে দলে গগন বেয়ে গ্রহ তারা এলো ধেয়ে,
ঐ চরণ শোভা দেখবে বলে, ঐ পায়ের নূপুর হওয়ার ছলে
গ্রহ তারা এলো ধেয়ে —
সেই শোভা কেমন বলতে গিয়ে ব্রহ্মা চির মৌনী বাবা ॥
ঐ চরণ শোভা দেখার তরে, যোগী থাকেন ধেয়ান ধ'রে
ত্রিভুবন ভুলে অনন্তকাল যোগী থাকেন ধেয়ান ধ'রে।
চরণ শোভা নয়, ঐ যে পরব্রহ্ম জ্যোতি
শ্রী চণ্ডী বেদ পুরাণে ওরি প্রেম-আরতি

মা দেখ্‌তো যদি নিজের চরণ নিজেই দিত বিল্বজবা
আপনার ঐ রাঙা পায়ে নিজেই দিত বিল্বজবা ॥

*** ৬৩২. রাগ : সিন্ধুরা, তাল : ত্রিতাল**

আজো বোলে কোয়েলিয়া
চাঁপাবনে প্রিয় তোমারি নাম গাহিয়া ॥
তব স্মৃতি ভোলেনি চৈতালী সমীরণ,
আজো দিকে দিকে খুঁজে ফেরে কাঁদিয়া ॥
নিশীথের চাঁদ আজো জাগে
ওগো চাঁদ, তব অনুরাগে।
জল ধারা উথলে যমুনার সৈকতে
খোঁজে তরুলতা ফুল আঁখি মেলিয়া ॥

*** ৬৩৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি।
তুমি যে পথ দিয়ে গেছ চলে তারি ধূলা মাখি' হে ॥
যেমন পা ফেলেছ গিরিমাটির রাঙা পথের ধূলাতে,
অমনি করে আমার বুকে চরণ যদি বুলাতে,
আমি ক্ষণেক জ্বালা ভুলতাম ঐ মানিক বুকে রাখি' হে ॥
আমার খাওয়া পরার নাই রুচি, আর ঘুম আসে না চোখে হে,
আমি বাউরী হয়ে বেড়াই পথে, হাসে পাড়ার লোকে।
আমি তাল পুকুরে যেতে নারি — একি তোমার মায়া হে,
আমি কালো জলে দেখি তোমার কালো রূপের ছায়া হে;
আমার কলঙ্কিনী নাম রটিয়ে তুমি দিলে ফাঁকি হে ॥

*** ৬৩৪. তাল : দাদ্‌রা**

সখি বল্‌ কোন্‌ দেশে যাই।
সে বৃন্দা আছে সে বন আছে সে বৃন্দাবন নাই —।
গোবিন্দ বিনে লো বৃন্দে (বৃন্দে গো) রাধার বৃন্দাবন হয়েছে আঁধার।
বনে সীতার ছিল যে রাম, মোর বনে নাই ঘনশ্যাম।
আমি কি লয়ে থাকি, কেন দেহ রাখি।
পিঞ্জর আছে প'ড়ে, নাই শ্যাম পাখি,
আর ময়ূর ডাকে না 'কে গো' বলিয়া।
পাপিয়া ডাকে না পিয়া।
কৃষ্ণ প্রিয়া গো 'প্রিয়া প্রিয়া' বলে পাপিয়া ডাকে না পিয়া।
পথে পথে আর রহে না ব্রজগোপিনী আড়ি পাতিয়া।
আজি রাধার সাথে সবার আড়ি,
কৃষ্ণ প্রিয়ার কৃষ্ণ গেছে ছাড়ি'
তাই রাধার সাথে সবার আড়ি, সখি গো —
শুকায়ে গিয়াছে দ্বাদশ কুঞ্জ,
পূর্ণ চাঁদেরি ব্রজে একদশীর তিথি,
হয়ত আবার বাজিবে বেণু তার রবে না ব্রজে যবে রাধার স্মৃতি।

*** ৬৩৫. তাল : কাহার্‌বা**

ও কালো শশী রে, বাজায়ো না আর বাঁশি রে।
বাঁশি শুনিতে আসি না আমি, জল নিতে আসি হে ॥

আঁচল দিয়ে মুছি বন্ধু কাজলেরি কালি,
যায় না মোছা তোমার কালি লাগলে বনমালী;
তোমার বাঁশির সুরে ভেসে গেল কত রাধার মুখের হাসি রে ॥
কাল নাগিনীর ফণায় নাচো, বুঝবে তুমি কিসে,
কত কুল বধূ মরে ঐ বাঁশরির বিষে (বন্ধু)
ঘরে ফেরার পথ হারায়ে ফিরি তোমার পায়ে পায়ে,
জলের কল্‌সি জলে ডোবে, আমি আঁখি জলে ভাসি রে ॥

*** ৬৩৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

ঝরা ফুল দ'লে কে অতিথি
সাঁঝের বেলা এলে কানন-বীথি ॥
চোখে কি মায়া ফেলেছে ছায়া
যৌবন মদির দোদুল কায়া
তোমার ছোঁয়ায় নাচন লাগে দখিন হাওয়ায়
লাগে চাঁদের স্বপন বকুল চাঁপায়,
কোয়েলিয়া কুহরে কু কু গীতি ॥

*** ৬৩৭. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : কাহার্‌বা**

সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায় কাজল আকাশ ঘিরে,
তুমি এসো ফিরে।
উঠ্‌ছে কাঁদন ভাঙন-ধরা নদীর তীরে তীরে,
তুমি এসো ফিরে ॥
বন্ধু তব বিরহেরি
অশ্রু ঝরে গগন ঘেরি'
লুটিয়ে কাঁদে বনভূমি অশান্ত সমীরে ॥
আকাশ কাঁদে, আমি কাঁদি বাতাস কেঁদে সারা,
তুমি কোথায়, কোথায় তুমি পথিক পথহারা।
দুয়ার খুলে নিরুদ্দেশে
চেয়ে আছি অনিমেষে,
আঁচল ঢেকে রাখবো কত আশার প্রদীপটিরে।

*** ৬৩৮. রাগ : নীলাম্বরী, তাল : ত্রিতাল**

নীলাম্বরী-শাড়ি পরি' নীল যমুনায় কে যায়?
যেন জলে চলে থল-কমলিনী ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায় ॥
কলসে কঙ্কণে রিনিঝিনি ঝনকে,
চমকায় উন্মন চম্পা বনকে,
দলিত অঞ্জন নয়নে ঝলকে, পলকে খঞ্জন হরিণী লুকায় ॥
অঙ্গের ছন্দে পলাশ-মাধবী অশোক ফোটে,
নূপুর শুনি' বনতুলসীর মঞ্জরি উলসিয়া ওঠে।
মেঘ-বিজড়িত রাঙা গোধূলি
নামিয়া এলো বুঝি পথ ভুলি,
তাহারি অঙ্গ তরঙ্গ-বিভঙ্গে কূলে কূলে নদী জল উথলায় ॥

*** ৬৩৯. রাগ : দুর্গা, তাল : তেওড়া**

মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী,
শ্মশান-চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হ'ল মার রূপের ডালি ॥

তবু মায়ের রূপ কি হারায়
সে যে ছড়িয়ে আছে চন্দ্র তারায়,
মায়ের রূপের আরতি হয় নিত্য সূর্য-প্রদীপ জ্বালি'॥
উমা হ'ল ভৈরবী হায় বরণ ক'রে ভৈরবেরে,
হেরি' শিবের শিরে জাহ্নবী রে শ্মশানে মশানে ফেরে
অন্ন দিয়ে ত্রি-জগতে
অন্নদা মোর বেড়ায় পথে,
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে ভিক্ষা মাগে রাজদুলালি॥

*** ৬৪০. তাল : কাহার্‌বা**

খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী — বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী,
মদিনাবাসিনী পাপতাপ নাশিনী উম্মত-তারিণী আনন্দিনী॥
সাহারার বুকে মাগো তুমি মেঘ-মায়া,
তপ্ত মরুর প্রাণে স্নেহ-তরুছায়া;
মুক্তি লভিল মাগো তব শুভ পরশে বিশ্বের যত নারী বন্দিনী॥
হাসান হোসেনে তব উম্মত তরে, মাগো
কারবালা প্রান্তরে দিলে বলিদান,
বদলাতে তোর রোজ হাশরের দিনে
চাহিবে মা মোর মত পাপীদের ত্রাণ।
এলে পাষাণের বুকে চির নির্ঝর সম,
করুণার ক্ষীরধারা আবে-জমজম;
ফিরদৌস হ'তে রহমত বারি ঢালো সাধ্বী মুসলিম গরবিনী॥

*** ৬৪১. তাল : কাহার্‌বা**

চম্‌কে চম্‌কে ধীর ভীরু পায়,
পল্লী-বালিকা বন-পথে যায়, একেলা বন-পথে যায়॥
শাড়ি তার কাঁটা লতায়, জড়িয়ে জড়িয়ে যায়,
পাগল হাওয়াতে অঞ্চল ল'য়ে মাতে —
যেন তার তনুর পরশ চায়॥
শিরীষের পাতায় নূপুর, বাজে তার ঝুমুর ঝুমুর,
কুসুম ঝরিয়া মরিতে চাহে তাঁর কবরীতে,
পাখি গায় পাতার ঝরোকায়॥
চাহি' তা'র ঐ[১] নয়নে, হরিণী লুকায় বনে,
হাতে তা'র কাঁকন হ'তে মাধবী লতা কাঁদে,
ভ্রমরা কুন্তলে লুকায়॥

১. নীল

*** ৬৪২. তাল : দাদ্‌রা**

বল্‌ রে জবা বল্‌ —
কোন্‌ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল॥
মায়া-তরুর বাঁধন টু'টে মায়ের পায়ে পড়লি লু'টে
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ-বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা (জবা) জীবন হোক সফল॥
কোটি গন্ধ-কুসুম ফোটে, বনে মনোলোভা —
কেমনে মা'র চরণ পেলি, তুই তামসী জবা।
তোর মত মা'র পায়ে রাতুল হবো কবে প্রসাদী ফুল,

কবে উঠবে রেঙে —
ওরে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে উঠবে রেঙে,
কবে তোরই মত রাঙ্‌বে রে মোর মলিন চিত্তদল ॥

*** ৬৪৩. তাল : দাদ্‌রা**

তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু।
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই তো কাঁদি প্রভু ॥
তোমার মতই তোমার ভুবন
চির পূর্ণ, হে নারায়ণ!
দেখতে না পায় অন্ধ নয়ন তাই এ দুঃখ প্রভু ॥
ঝরে যে ফল ধূলায় জানি, হয় না তারা (কভু) হারা,
ঐ ঝরা ফলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা —
তারা হয় না কভু হারা।
হারালো (ও) মোর প্রিয় যারা,
তোমার কাছে আছে তারা;
আমার কাছে নাই তাহারা — হারায়নিক' তবু ॥

*** ৬৪৪. তাল : দাদ্‌রা**

আমি দ্বার খুলে আর রাখব না, পালিয়ে যাবে গো।
জানবে সবে গো, নাম ধরে আর ডাকব না ॥
এবার পূজার প্রদীপ হয়ে
জ্বলবে আমার দেবালয়ে,
জ্বালিয়ে যাবে গো — আর আঁচল দিয়ে ঢাকব না ॥
হার মেনেছি গো, হার দিয়ে আর বাঁধব না।
দান এনেছি গো, প্রাণ চেয়ে আর কাঁদব না।
পাষাণ, তোমায় বন্দী ক'রে
রাখব আমার ঠাকুর ঘরে,
রইব কাছে গো — আর অন্তরালে থাকব না ॥

*** ৬৪৫. তাল : দাদ্‌রা**

এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো ছলিতে।
কেন পুন বাঁশি বাজালে কাফি ললিতে ॥
নিশীথ গভীরে কেন আঁখি-নীরে এলে ফিরে ফিরে
গোপন কথা বলিতে ॥
দলিত কুসুম-দলে রচিয়াছি শয়ন,
অন্ধ তিমির রাতি, নিভু নিভু নয়ন;
মরণ বেলায় প্রিয় আনিলে কি অমিয়,
এলে কি গো নিঠুর ঝরা ঝুল দলিতে ॥

*** ৬৪৬. তাল : কাহার্‌বা**

কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল —
টগর যূথী, বেলা মালতী
চাঁপা, গোলাপ, বকুল, নার্গিস ইরানী-গুল ॥
আমার যৌবন-বাগানে
হাওয়া লেগেছে ফুল-জাগানে,
চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ি, খুলে পড়ে এলো চুল;
তনু-মন আকুল আঁখি ঢুলঢুল্।

(ওগো) ফুটেছে এত ফুল, ফুলমালী কই?
গাঁথবে মালা কবে? সেই আশে রই;
এ মালা দেব কা'রে ভেবে সারা হই,
সহিতে পারি না এ ফুল-ঝামেলা, চামেলি-পারুল॥

*** ৬৪৭. তাল : দাদ্‌রা**

রুম ঝুম্ রুম ঝুম্ কে এলে নূপুর পায়
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ-ঘায়॥
সে নাচে তটিনী-জল টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল ফুলদল মুরছায়॥
বিজরি-জরীর আঁচল ঝলমল ঝলমল
নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।
দুলিছে মেখলা হার-শ্যামলী মেঘ মালার
উড়িছে অলক কার অলকার ঝরো কায়
তালীবন থৈ তাথৈ করতালি হানে ঐ,
'কবি, তোর তমালী কই' — শ্বসিছে পুবালি-বায়॥

*** ৬৪৮. তাল : কাহার্‌বা**

চেয়ো না সুনয়না আর চেয়ো না এ নয়ন পানে
জানিতে নাইকো বাকি, সই ও আঁখি কি যাদু জানে॥
একে ঐ চাউনি বাঁকা সুর্মা আঁকা তা'য় ডাগর আঁখি (রে)
বধিতে তা'য় কেন সাধ? যে মরেছে ঐ নয়ন (আঁখির) বাণে॥
চকোর কি প'ড়ল ধরা পীযূষ ভরা ঐ মুখ-চাঁদে (রে),
কাঁদিছে নার্গিসের ফুল লাল কপোলের কমল-বাগানে।
জ্বলিছে দিবস রাতি মোমের বাতি রূপের দেওয়ালী (রে),
নিশিদিন তাই কি জ্বলি' পড়ছ গলি' অঝোর নয়ানে।
মিছে তুই কথার কাঁটায় সুর বিঁধে হায় হার গাঁথিস কবি (রে)
বিকিয়ে যায় রে মালা এই নিরালা আঁখির দোকানে॥

পাঠান্তর

চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা এ নয়ন পানে
জানিতে নাইকো বাকি সই ও আঁখি
কি যাদু জানে
একে ঐ চাউনি বাঁকা সুর্মা আঁকা
তায় ডাগব আঁখি।
বধিতে তায় কেন সাধ যে মরেছে
ঐ আঁখি বানে।
কাননে হরিণ কাঁদে সলিল কাঁদে কুঁদছে সফরী
বাঁকায়ে ভুরুর ধনু ফুল অতনু কুসুম শর হানে
জ্বলিছে দিবস রাতি মোমের বাতি
রূপের দেয়ালী
নিশিদিন তাই কি জ্বলি পড়ছ গলি
অঝোর নয়ানে।
মিছে তুই কথার কাঁটায় সুর বিঁধে হায়
হার গাঁথিস কবি
বিকিয়ে যায়রে মালা আয় নিরালা
আঁখিব দোকানে।

*** ৬৪৯. তাল : দাদ্‌রা**

হে পাষাণ দেবতা!
মন্দির দুয়ার খোল কও কথা॥

দুয়ারে দাঁড়ায়ে শ্রান্তি-হীন দীর্ঘ দিন,
অঞ্চলে পূজাঞ্জলি শুকায়ে যায় উষ্ণ বায়;
আঁখি দীপ নিভিছে হায়, কাঁপিছে তনুলতা ॥
শুভ্রবাসে পূজারিণী, দিন শেষে —
গোধূলির গেরুয়া রঙ হের প্রিয় লাগে এসে;
খোল দ্বার শরণ দাও, সহে না আর নীরবতা ॥

*** ৬৫০. তাল : কাহার্‌বা**

হে পার্থসারথী! বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ
চিত্তের অবসাদ দূর কর কর দূর
ভয়-ভীত জনে কর হে নিঃশঙ্ক ॥
ধনুকে টংকার হানো হানো,
গীতার মন্ত্রে জীবন দানো;
ভোলাও ভোলাও মৃত্যু-আতংক ॥
মৃত্যু জীবনের শেষ নহে নহে —
শোনাও শোনাও — অনন্ত কাল ধরি'
অনন্ত জীবন প্রবাহ বহে।
দুর্মদ দুরন্ত যৌবন-চঞ্চল
ছাড়িয়া আসুক মা'র স্নেহ-অঞ্চল;
বীর সন্তানদল করুক সুশোভিত মাতৃ-অঙ্ক ॥

*** ৬৫১. তাল : ফের্‌তা**

সখি তখন আমার বালিকা বয়স বেণু শুনেছিনু যবে।
আমি বুঝিনি সেদিন, ডাকে বাঁশুরিয়া আমারেই বেণু রবে,
সখি, আমারেই বেণু রবে ॥
তার বাঁশরির সুরে মাঝে মাঝে সখি শিহরিয়া উঠিতাম গো —
মনে হ'ত ঐ সুরের আড়ালে আছে যেন মোর নাম গো।
ডাকিত — 'রাধা জাগো, জাগো প্রিয়া,
হের গো যমুনা তোমার বিরহে উঠিয়াছে উথলিয়া ॥
শিহরিত কলেবর, জাগিত ভীতি গো,
ওকি পূর্বানুরাগ, ও কি প্রথম প্রীতি গো। সখি গো —
সখি, হেরিনু স্বপনে নব জলধর রসে-ঢলঢল কালা
মোর বুকে এসে কাঁদে, বলে লহ, রাধে, কণ্ঠের বনমালা
তার শিরে শিখি-পাখা, চাঁচর চিকুর দোলে কপোলের কাছে লো
দোলে দোলে দোলে দোলে গো —
সে বাঁশি রেখে পায় মুখপানে চায়, কি যেন ভিক্ষা যাচে ॥
আমি দিতে যে নারি লো, যাহা চায় তাহা আমি দিতে যে নারি লো;
ও বোঝে না কুলবতীর কুলের বাধা,
দিতে যে নারী লো, দিতে যে নারি লো ॥

*** ৬৫২. তাল : কাহার্‌বা**

মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন
ত্রিভুবন মাঝে প্রভু বাণী-বিহীন ॥
সম্ভ্রমে-শ্রদ্ধায় গ্রহ-তারা দল
স্থির হয়ে রয় অপলক অচপল,

ধ্যান-মৌনী মহাযোগী অটল
আপন মহিমায় তুমি সমাসীন ॥
মৌন সে সিন্ধুতে জলবিম্বের প্রায়
বাণী ও সঙ্গীত যায় হারাইয়া যায়।
বিস্ময়ে অনিমেষ আঁখি চেয়ে রয়
তব পানে অনন্ত সৃষ্টি-প্রলয়,
তব ধ্রুব-লোকে, হে চির অক্ষয়,
সকল ছন্দ-গতি হইয়াছে লীন ॥

*** ৬৫৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

মহুয়া বনে লো মধু খেতে, সই,
বাহিরে চাঁদ এলো, ঘরে মোর চাঁদ কই ॥
আমার নাচের সাথী কোথা পাইনে দেখা
সরে না পা ওলো নাচতে একা
সে বিনে সখি লো আমি আমার নই ॥
মিছে মাদলে তাল হানে মাদলিয়া,
সে কি গেল বিদেশ, মোরে না বলিয়া।
দূরে বাঁশি বাজে পলাশ পিয়াল বনে,
বুঝি ঐ বঁধু মোর, যেন লাগে মনে
সে মোরে ভুলে নাচে কাহার সনে?
সে যে জানতো না সজনী কভু আমি বৈ ॥

*** ৬৫৪. তাল : কাহার্‌বা**

বিধুর তব অধর-কোণে মধুর হাসির রেখা।
তারি লাগি' ভিখারি মন ফেরে একা একা ॥
সজাগ হয়ে আছে শ্রবণ, থির হয়েছে অধীর পবন।
তুমি কথা কইবে কখন গাইবে কুহু কেকা ॥
কখন তুমি চাইবে, প্রিয়া, সলাজ অনুরাগে।
তিমির-তীরে অরুণ উষা তারি আশায় জাগে।
কেমন ক'রে চাঁদ যে টানে — সিন্ধু জানে, জোয়ার জানে —
দেখতে আসি, আসিনিকো দিতে তোমায় দেখা ॥

*** ৬৫৫. তাল : ফের্‌তা**

বাঁধিয়া দুইজনে দুঁহু ভুজ বন্ধনে কাঁদিছে শ্যাম রাই।
মিলনের মাঝে এত বেদনা যে বাজে গো — দেখি নাই, শুনি নাই ॥
সাগরে মিশে নদী, তবু কাঁদে নিরবধি, বুঝি না কেন গো —
বুকে যত পায়, তত তৃষ্ণা বেড়ে যায়, সাধ মেটে না যেন গো ॥
সাধ কি মেটে গো চাঁদকে হেরে চকোরিণীর সাধ কি মেটে গো —
মেঘ দেখে চাতকিনীর সাধ কি মেটে গো।
হের, নব নাগরি নব নাগর মাতিল প্রেম-রসে,
নব প্রভাত-কমলে যেন বন ভ্রমর বসে।
নব সোনার শতদলে যেন নব মেঘের ছায়া
কনকমালা ঘিরিল যেন বন নীল গিরি কায়া।
গিরিধারীরে ধরিল, ধিরিধিরি রাধা গিরিধারীরে ধরিল ॥

আধ অধরে ধরে নাক' হাসি, আধ-অধরে বাঁশি,
হেরি' আধ অঙ্গ দাস হতে চায়, আধ অঙ্গ দাসী;
শ্রীচরণ ঘিরিয়া মন মধুকর গাহে, চরণাম্বুজ-রজ মাধুকরী চাহে॥
বলে, ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও —
ওই চরণ কমল-মধু ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও,
ঐ যুগল-রূপ রাধা-শ্যাম দেখি যেন অবিরাম (ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও)
আমি আনন্দ-যমুনা হয়ে, চরণ ধুয়ে যাব বয়ে, (ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও)
আমি নিত্য হৃদি-ব্রজধামে
হেরিব মোর রাধা-শ্যামে, (ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও)॥

* ৬৫৬.

ফোরাতের পানিতে নেমে
ফাতেমা দুলাল কাঁদে অঝোর নয়নে রে॥
দু' হাতে তুলিয়া পানি
ফেলিয়া দিলেন অমনি — পড়িল কি মনে রে॥
দুধের ছাওয়াল আসগর এই পানি চাহিয়ে রে,
দুশ্‌মনের তীর খেয়ে বুকে ঘুমাল খুন্‌ পিয়ে রে;
শাদীর নওশা কাশেম শহীদ এই পানি বিহনে রে॥
এই পানিতে মুছিল রে হাতের মেহেদী সকিনার,
এই পানিরই ঢেউয়ে ওঠে, তারি মাতম্‌ হাহাকার;
শহীদানের খুন মিশে আছে, এই পানিরই সনে রে॥
বীর আব্বাসের বাজু শহীদ হ'ল এরি তরে রে,
এই পানির বিহনে জয়নাল খিয়াম তৃষ্ণায় মরে রে;
শোকে শহীদ হ'লেন হোসেন জয়ী হয়েও রণে রে॥

*** ৬৫৭. তাল : দাদ্‌রা**

তুমি আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি',
তুমি চাও আমি নিশি-দিন যেন তব নাম ধরে ডাকি॥
হে লীলা-বিলাসী অন্তরতম, অন্তর-মধু চাও বুঝি মম
গোপনে করিতে পান, ওগো বঁধু অন্তরালে সে থাকি॥
বিরহ তোমার ছল, কেন নাহি বুঝি!
আমাতে রহিয়া কাঁদাও আমারে তবু কেন মরি খুঁজি'।
ভুলিয়া থাকি সুখের মোহে তাই বুঝি প্রিয় কাঁদাও বিরহে —
বন্ধু, ওগো বন্ধু;
তুমি অন্তরে এলে রাজ-সমারোহে নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি॥

*** ৬৫৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনিঝিনি বাজে লো —
খোঁপায় দোলে বুনো ফুলের ঁকুড়ি।
কালো ছোঁড়ার কাঁকাল ধ'রে নাচে মাতাল ছুঁড়ি লো॥
মহুয়া মদের নেশা পিয়ে বুঁদ হয়েছে বৌয়ে-ঝিয়ে
চাঁদ ছুটেছে মনকে নিয়ে
ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ি (যেন) লো॥
বাজে নূপুর পাঁইজোর সারা গায়ে নাচের ঘোর
ওলো লেগেছে, মন হ'ল নেশায় বিভোর;
ঐ আকাশে চাঁদ হের মেঘের সাথে যেন করে খুনসুড়ি লো॥

* ৬৫৯. তাল : কাহারবা

চীন আরব হিন্দুস্থান নিখিল ধরাধাম।
জানে আমায় চেনে আমায় মুসলিম আমার নাম ॥
অন্ধকারে আজান দিয়ে ভাঙনু ঘুমঘোর,
আলোর অভিযান এনেছি রাত করেছি ভোর;
এক সমান করেছি ভেঙে উচ্চ নীচ তামাম ॥
চেনে মোরে সাহারা গোবি দুর্গম পর্বত,
মন্থন করেছে সাগর, আমার সিন্ধু রথ;
বয়েছি আফ্রিকা ইউরোপ খোদার মসজিদ,
জগৎ সাক্ষী পাপীদেরকে পিইয়েছি তৌহীদ্;
বিরান বনে রচেছি রে হাজার নগর গ্রাম ॥

* ৬৬০. তাল : দাদ্‌রা

গভীর নিশীথে ঘুম ভেঙে যায়, কে যেন আমারে ডাকে —
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
কার স্মৃতি বুকে পাষাণের মত ভার হয়ে যেন থাকে —
সে কি তুমি, সে কি তুমি??
কাহার ক্ষুধিত প্রেম যেন, হায়, ভিক্ষা চাহিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়;
কার সকরুণ আঁখি দু'টি যেন রাতের তারার মত
মুখ পানে চেয়ে থাকে — সে কি তুমি, সে কি তুমি?
নিশির বাতাস কাহার হুতাশ দীর্ঘ নিশ্বাস সম
ঝড় তোলে এসে অন্তরে মোর, ওগো দুরন্ত মম!
সে কি তুমি, সে কি তুমি?
মহাসাগরের ঢেউ-এর মতন, বুকে এসে বাজে কাহার রোদন,
'পিয়া পিয়া' নাম ডাকে অবিরাম বনের পাপিয়া পাখি
আমার চম্পা-শাখে — সে কি তুমি, সে কি তুমি?

* ৬৬১.

আমার মনের বেদনা
বুঝিলে না, আমার মনের বেদনা ॥
চাহিনি মালার ফুল
বুঝিলে না আপনার ভুল
মালা দিলে মন দিলে না ॥

* ৬৬২.

ওগো মা — ফাতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি।
দীনের শেষে বাতি নিভিয়া যায় মাগো, বুঝি আঁধার হ'ল মদিনা-পুরী ॥
কোথায় শেরে খোদা, জুলফিকার কোথা,
কবর ফেঁড়ে এসো কারবালা যথা —
তোমার আওলাদ বিরান হ'ল আজি, নিখিল শোকে মরে ঝুরি' ॥
কোথায় আখেরী নবী, চুমা খেতে তুমি, যে গলে হোসেনের
সহিছ কেমনে? সে গলে দুশমন হানিছে শমসের।
রোজহাশরে নাকি কওসরের পানি
পিয়াবে তোমরা গো গোনাহ্‌গারে আনি
দেখ না কি চেয়ে দুখের ছেলেমেয়ে পানি বিহনে মরে পুড়ি ॥

* ৬৬৩. তাল : ফেরতা

এ কি অপরূপ রূপের কুমার হেরিলাম সখি যমুনা কূলে,
তার এ সুনীল লাবনি গলিয়া গলিয়া ঢলিয়া পড়িছে গগন-মূলে।
যেন কমল ফুটেছে সখি, সহস্র-দল রূপে-কমল ফুটেছে,
রূপের সাগর মন্থন করি' সখি চাঁদ যেন উঠেছে। সখি গো -
কালো সে রূপের মাঝে হয়ে যায় হারা
কোটি আলো-রাধিকা-রবি, শশী, তারা,
প্রেম-যমুনার তীরে সেই আমি নিরবধি দেখি তারে,
দেখি আর চেয়ে রই।
আমি এই রূপ চেয়ে থাকি
সখি জনমে জনমে জীবনে মরণে এই রূপ চেয়ে থাকি,
যেন এই রূপ চেয়ে থাকি।
ঐ মোহন কালোর গহন কাননে হারাইয়া যাক আঁখি॥

* ৬৬৪. তাল : দাদ্‌রা

আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া অঞ্চলে
লুকাইয়া রই ঘন পল্লব তলে॥
বিহগের গীতি ভ্রমরের গুঞ্জন, নীরব হয় যখন —
আমি চাঁদেরে তখন পূজা করি আঁখি জলে॥
আমি লুকাইয়া কাঁদি বনের শকুন্তলা
মনের কথা এ জনমে হ'ল না বলা।
গভীর নিশীথে বন-ঝিল্লীর সুরে, ডাকি দূর বন্ধুরে —
আমি ঝ'রে পড়ি যবে প্রভাতে সবার হৃদয় মুকুল খোলে॥

* ৬৬৫. তাল : দাদ্‌রা

সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন ঘরে তব গৃহে জ্বলে বাতি।
হাসিয়া ফুরায় তব উৎসব-নিশি (প্রিয়) পোহায় না মোর রাতি॥
আমার আয়ুর ঝরা ফুলগুলি ল'য়ে
দোলে তব গলে মিলনের মালা হ'য়ে
তোমার ভবনে আলোর দীপালি জ্বলে আঁধার আমার সাথী॥
মোর মালঞ্চে ঘুমায়ে পড়েছে কুহু, নীরব হয়েছে গান —
তোমার কুঞ্জে গানের পাখিরা বুঝি তুলিয়াছে কলতান।
পৃথিবীর আলো মোর চোখে নিভে আসে,
বাজিছে বাঁশরি তোমার মিলন-রাসে;
ওপারের বাঁশি আমারে ডাকিবে কবে আছি তাই কান পাতি'॥

* ৬৬৬. তাল : দাদ্‌রা

আমার হৃদয় মন্দিরে ঘুমায় গিরিধারী।
জাগে আমার জাগ্রত প্রেম দুয়ারে তার দ্বারী॥
কানু আমার বুকে ঘুমায় —
ভক্তি জেগে চামর ঝুলায়,
শিয়রে দীপ আমার আঁখি, প্রীতি দাসী তারি॥
চোরের মত মোর গুরুজন ঘুরুক কাছে কাছে —
আমি তাদের ভয় করিনে, (আমার) প্রেম যে জেগে আছে।

আধেক রাতে নিরালাতে
জাগবে হরি, ধরবে হাতে,
ওগো ধ্যান করে গো সেই আশাতে এ প্রাণ রাধা-প্যারী ॥

* ৬৬৭. তাল : কাহার্‌বা

মোর দুখ-নিশি কবে হবে ভোর
ভুবনে ছড়ালো প্রভাতের আলো —
আমারি ভবনে কেন আঁধার ঘোরে ॥
সূর্য-কিরণে সাগর শুকায় —
সে রবি-কিরণে শুকালো না হায়
আমারি বিরহী আঁখির লোর ॥
অশোক বনে সীতার সঙ্গিনী প্রমীলার সম
নিশীথের আঁধার মুখ লুকায়ে কাঁদে অন্তরে মম।
মালা চন্দন লয়ে মন্দির মাঝে
ফেলে নববধূ সাজ পূজারিনী-সাজে
শূন্য মন্দিরে আমি একা কাঁদি জড়ায়ে ছিন্ন মালার ডোর ॥

* ৬৬৮. তাল : দাদ্‌রা

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হজরত।
মোরা ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ, তোমারি দেখানো পথ ॥
বিলাস-বিভব দলিয়াছ পায় ধূলি সম তুমি, প্রভু,
তুমি চাহ নাই আমরা হইব বাদশা-নবাব কভু।
এই ধরণীর ধন-সম্ভার — সকলেরি তাহে সম অধিকার;
তুমি বলেছিলে ধরণীতে সবে সমান পুত্র-বৎ ॥
প্রভু তোমার ধর্মে অবিশ্বাসীরে তুমি ঘৃণা নাহি ক'রে
আপনি তাদের করিয়াছ সেবা ঠাঁই দিয়ে নিজ ঘরে।
ভিন্ ধর্মীর পূজা-মন্দির, ভক্তিতে আদেশ দওনি, হে বীর,
প্রভু আমরা আজিকে সহ্য করিতে পারিনে'ক পর-মত ॥
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলোয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী।
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত্‌ হ'তে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥

* ৬৬৯.

যদি শালের বন হ'ত শালার বোন,
ক'নে বউ হ'ত ঐ গৃহেরই কোণ,
ছেড়ে যেতাম না গো শালার বোন,
আমি থাকতাম পড়ে সদা, খেতাম না গো, শালার বোন —
বনে হারিয়ে যেতাম,
শালার বোন ঐ বৃন্দাবনে না হয় হারিয়ে যেতাম —
দাদা গো, ওগো দাদা —
আর মাকুন্দ হত যদি কুন্দবালা,
হ'ত দাড়িম্ব সুন্দরী দাড়িওয়ালা,

আমি ঝুলে যে পড়তাম দাড়ি ধ'রে তার —
জয়নাথ তরকনাথ বলে আমি ঝুলে যে পড়তাম দাড়ি ধ'রে,
বাবা দুগ্‌গো ব'লে আমি ঝুলে যে পড়তাম দাড়ি ধ'রে তার —
দাদা গো, ওগো দাদা —
আহা বাচ্চা হইত যদি চৌবাচ্চায়
নিতি পানকৌড়ি হ'য়ে ডুবে থাকিতাম তায়,
যদি দামড়ার ল্যাজ হ'ত কুন্তল দাম
বেণী রূপে ল্যাজ ধ'রে মাঠে দাঁড়াতাম — ঘুরে যে বেড়াতাম, তার
আমি ল্যাজ ধ'রে ঘুরে যে বেড়াতাম, দাদা গো —
যদি ভাগ্যগুণে এক মিলিল শালী —
বাবা বিশাল বপু তার সে যে বিশালী,
ওযে শালী নয় শালী নয়, শাল্মলী তরু সম
সে যে বিশালী গো, শাল্মলী তরু সম সে যে বিশালী গো, —
আহা চিম্‌টি শালীর হ'ত বাবলা কাঁটা,
হ'ত শর-বন তার খ্যাংড়া ঝাঁটা
ঝাঁড়া মেরে বিষ ঝেড়ে দিত গো —

*** ৬৭০. তাল : কাহার্‌বা**

তুমি সারাজীবন দুঃখ দিলে, তব দুঃখ দেওয়া কি ফুরাবে না॥
যে ভালোবাসায় দুঃখে ভাসায় সে কি আশা পূরাবে না॥
মোর জনম গেল ঝুরে ঝুরে — লোকে লোকে ঘুরে ঘুরে,
তব স্নিগ্ধ পরশ দিয়ে কি, নাথ, দগ্ধ হিয়া জুড়াবে না॥
তুমি অশ্রুতে যে-বুক ভাসালে —
সেই বক্ষে এসো দিন ফুরালে
তুমি আঘাত দিয়ে ফুল ঝরালে, হাত দিয়ে কি কুড়াবে না॥

*** ৬৭১. রাগ : বৃহন্নট-কেদারা, তাল : একতাল**

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে!
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার॥
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ–
ছিঁড়িয়াছে পাল কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত।
কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত,
এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
তিমির রাত্রি, মাতৃ-মন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সা'থে, দিতে হবে অধিকার॥
অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী, আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম' — ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন,
কাণ্ডারি, বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র॥
গিরি-সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ —
পশ্চাৎ পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারি, তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?

করে হানাহানি, তবু চল টানি' — নিয়েছ যে মহাভার ॥
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান —
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান!
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ,
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারি হুঁশিয়ার ॥

* ৬৭২. তাল : কাহারবা

রাস-মঞ্চে দোল-দোল লাগে রে, জাগে নৃত্যের দোল।
আজি রাস-নৃত্য নিরাশ চিত্ত জাগো রে,
চল যুগলে যুগলে বন-ভবনে —
আনো নিথর হেমন্ত হিম পবনে চঞ্চল হিল্লোল ॥
শতরূপে প্রকাশ আজি শ্রী হরি,
শত দিকে শত সুরে বাজে বাঁশরি —
সকল গোপিনী আজি রাই কিশোরী, —
যাবে তৃষ্ণা, পাবে কৃষ্ণের কোল ॥
তরল তাল ছন্দ-দুলাল নন্দ-দুলাল নাচে রে,
অপরূপ রঙ্গে নৃত্য-বিভঙ্গে অঙ্গের পরশ যাচে রে;
মানস-গঙ্গা অধীর-তরঙ্গা প্রেম-যমুনা হ'ল রে উতরোল ॥

* ৬৭৩. তাল : দাদরা

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হ'য়ে আমার গানের বুলবুলি —
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি ॥
ফুল ফুটিয়ে ভোর বেলাতে গান গেয়ে
নীরব হ'ল কোন নিষাদের বাণ খেয়ে;
বনের কোলে বিলাপ করে সন্ধ্যা-রানী চুল খুলি' ॥
কাল হ'তে আর ফুটবে না হায় লতার বুকে মঞ্জরি,
উঠছে কাঁপন পাতায় পাতায় কাহার করুণ নিশাস্ মর্মরি'।
গানের পাখি গেছে উড়ে, শূন্য নীড় —
কণ্ঠে আমার নাই সে আগের কথার ভীড়
আলেয়ার এ আলোতে আসবে না কেউ কূল ভুলি' ॥

* ৬৭৪. রাগ : সামন্ত-কল্যাণ, তাল : ত্রিতাল

সন্ধ্যা-গোধূলি লগনে কে
রাঙিয়া উঠিলে কারে দেখে ॥
হাতের আলতা পড়ে গেল পায়ে
অস্ত-দিগন্ত বনান্ত রাঙায়ে,
আঁখিতে লজ্জা, অধরে হাসি —
কেন অঞ্চলে মালা ফেলিলে ঢেকে ॥
চিরুনি বিনোদ বিনুনীতে বাঁধে
দেখিলে সে কোন সুন্দর চাঁদে,
হৃদয়ে ভীরু প্রদীপ শিখা
কাঁপে আনন্দে থেকে থেকে ॥

*** ৬৭৫. রাগ : তিলক-কামোদ, তাল : আদ্ধা**

রাখ রাখ রাঙা পায়, হে শ্যমরায়!
ভুলে গৃহ স্বজন সবই সঁপেছি তোমায়॥
সংসার মরু ঘোর, নাহি তরু-ছায়া,
নব নীরদ শ্যাম, আনো মেঘ-মায়া;
আনন্দ-নীপবনে নন্দ-দুলাল এসো,
বহাও উজান, হরি, অশ্রুর যমুনায়॥
একা জীবন মোর গহন ঘন ঘোর,
এসো এ বনে বনমালী, গোপ কিশোর,
কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোক তমাল-ছায় —
প্রেম-প্রীতির গোপী চন্দন শুকায়ে যায়॥
দারা সুত প্রিয়জন, হরি হে, নাহি চাই,
পদ্মা-পলাশ-আঁখি যদি দেখিতে পাই;
রাখাল-রাজা এসো, এসো হে ঋষিকেশ,
গোকুলে লও ডাকি', অকূলে ভাসি হায়॥

*** ৬৭৬. তাল : দাদ্‌রা**

ওরে সর্বনাশী! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই!
শ্মশান ছাড়া খেলার তোর জায়গা কি আর নাই॥
মুক্তকেশী, কেশ এলিয়ে
ওমা বেড়াস কখন কোথায় গিয়ে
আমি এক নিমেষ তোকে নিয়ে শান্তি নাহি পাই॥
ওরে হাড়-জ্বালানী মেয়ে, হাড়ের মালা কোথায় পেলি,
ভুবন-মোহন গৌরী রূপে কালি মেখে এলি!
তোর গায়ের কালি চোখের জলে
আমি ধুইয়ে দেব আয় মা কোলে;
তোরে বুকে ধরেও মরি জ্ব'লে, আমি দিই মা গালি তাই॥

*** ৬৭৭. রাগ : দরবারী কানাড়া, তাল : তেওড়া**

আমায় যারা দেয় মা ব্যথা আমার যারা আঘাত করে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী!
আমায় যারা ভালবাসে বন্ধু ব'লে বক্ষে ধরে, —
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী!!
আমার আপমান করে যে
মাগো তোরই ইচ্ছা সে যে
আমায় যারা যায় মা ত্যে্জে যারা আমার আসে ঘরে,
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী॥
আমার ক্ষতি করতে পারে অন্য লোকের সাধ্য কি মা;
দুঃখ যা পাই তোরই সে দান, মাগো সবই তোর মহিমা!
তাই পায়ে কেহ দলে যবে
হেসে সয়ে যাই নীরবে,
কে কারে দুখ্ দেয় মা কবে তোর আদেশ না পেলে পরে
তোরই ইচ্ছায় ইচ্ছাময়ী!!

* ৬৭৮. তাল : দাদ্‌রা

আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে (মাকে) কে দিয়েছে গালি
রাগ ক'রে সে সারা গায়ে মেখেছে তাই কালি ॥
যখন রাগ করে মোর অভিমানী মেয়ে
আরো মধুর লাগে তাহার হাসি-মুখের চেয়ে —
কে কালো দেউল ক'রল আলো অনুরাগের প্রদীপ জ্বালি'
পরেনি সে বসন-ভূষণ, বাঁধেনি সে কেশ, —
তারি কাছে হার মানে রে ভুবন-মোহন বেশ।
রাগিয়ে তারে কাঁদি যখন দুখে,
দয়াময়ী মেয়ে আমার ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে;
আমার রাগী মেয়ে, তাই তারে দিই জবা ফুলের ডালি ॥

* ৬৭৯. তাল : কাহার্‌বা

বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর —
সে আমারি গান, প্রিয় সে আমারি সুর ॥
হলুদ চাঁপার ডালে সহসা নিশীথ কালে
ডেকে ওঠে সাথী হারা পাখি ব্যথাতুর ॥
নদীর ভাটির স্রোতে শ্রান্ত সাঁঝে
অশ্রু জড়িত মোর সুর যে বাজে।
সে সুরের আভাসে আঁখিপুরে জল আসে,
মনে পড়ে চলে-যাওয়া প্রিয়রে সুদূর ॥

* ৬৮০. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কিশোরী, মিলন-বাঁশরি
শোন বাজায় রহি' রহি' বনের বিরহী, —
লাজ বিসরি' চল জল্‌কে।
তার বাঁশরি শুনি' কথার কুহু
ডেকে ওঠে কুহুকুহু — মুহুমুহু;
রস- যমুনা-নীর হ'ল অধীর, রহে না থির;
ও তার দু-কূল ছাপায়ে তরঙ্গদল ওঠে ছল্‌কে ॥
কেন লো চম্‌কে দাঁড়ালি থম্‌কে —
পেলি দেখতে কি তোর প্রিয়তমকে!
পেয়ে তারি কি দেখা নাচিছে কেকা,
হ'ল উতলা মৃগ কি দেখে চপল্‌কে ॥

* ৬৮১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

ভুলিতে পারিনে তাই আসিয়াছি পথ ভুলি'।
ভোল মোর সে অপরাধ, আজি যে লগ্ন গোধূলি ॥
এমনি রঙিন বেলায় খেলেছি তোমায় আমায়,
খুঁজিতে এসেছি তাই সেই পুরানো দিনগুলি ॥
তুমি যে গেছ ভুলে — ছিল না আমার মনে,
তাই আসিয়াছি তব বেড়া-দেওয়া ফুলবনে।
গেঁথেছি কতই মালা এই বাগানের ফুল তুলি' —
আজো সেথা গাহে গান আমার পোষা বুলবুলি ॥

*** ৬৮২. তাল : কাহার্‌বা**

যে পেয়েছে আল্লার নাম সোনার কাঠি,
তার কাছে ভাই এই দুনিয়া দুধের বাটি ॥
দীন দুনিয়া দুই-ই পায় সে মজা লোটে,
রোজা রেখে সন্ধ্যাবেলা শিরনি জোটে,
সে সদাই বিভোর পিয়ে খোদার এশ্‌ক খাঁটি ॥
সে গৃহী তবু ঘরে তাহার মন থাকে না,
হাঁসের মত জলে থেকেও জল মাখে না;
তার সবই সমান খাঁটি সোনা এঁটেল্‌ মাটি ॥
সবই খোদার দান ভেবে সে গ্রহণ করে,
দুঃখ-অভাব সুখের মতই জড়িয়ে ধরে,
ভোগ করে সে নিত্য বেহেশ্‌ত্‌ পরিপাটি ॥

*** ৬৮৩. তাল : কাহার্‌বা**

[শোন গিন্নী শুনছ —]

আজকে হোরি ও নাগরী, ওগো গিন্নী ও ললিতে।
ফাগের রাঙা জল ভ'রে দাও, ফর্‌সী হুঁকোর পিচ্‌কিরিতে ॥
গাজর বীট্‌ আর লাল বেগুনে, রাঁধবে শালগম তেলে নুনে,
রাঙা দেখে লঙ্কা দিও, লাল-নটে আর ফুলকারিতে ॥
গাইব গান দোল পূর্ণিমাতে, মালোয়ারী জ্বর আসলে রাতে,
তুমি দোহার ধ'রবে সাথে গিঁটে বাতের গিটকিরিতে ॥
(আর) আমি লাল গামছা প'রে যাবো, লাল বাজারে পায়চারিতে,
তুমি যাবে চিড়িয়াখানায়, এই মুখেতে গণ্ডার মারিতে ॥
(না হয়) তুমি যাও বাপের বাড়ি, পাছুপাছু যাবো আমি ওগো শ্বশুর বাড়িতে
পাছু পাছু যাবো তোমার, না হয় শ্বশুর বাড়িতে ॥

*** ৬৮৪. তাল : কাহার্‌বা**

আজি নাহি কিছু মোর মান-অপমান ব'লে।
সকলি দিয়াছি মোর ঠাকুরের রাঙা চরণের তলে ॥
মোর দেহ-প্রাণ, জাতি কুল মান,
লজ্জা ও গ্লানি আর অভিমান;
(আমি) দিছি চিরতরে জলাঞ্জলি গো কালো যমুনার জলে ॥
মোরে যদি কেহ ভালোবাসে আজ জল আসে আঁখি ভ'রে।
মোর ছল ক'রে সে যে ভালোবাসে মোর শ্যামসুন্দরে।
মোরে না বুঝিয়া কেহ করিলে আঘাত
কেঁদে বলি, ওরে ক্ষমা করো নাথ্‌
বৃন্দাবনে যে প্রেম মধুর হয় আঘাত নিন্দাছলে ॥

*** ৬৮৫. তাল : দাদ্‌রা**

আঁধার রাতের তিমির দুলে আমার মনে।
দুলে গো আমার ঘুমে — জাগরণে ॥
হতাশ-ভরা বাতাস হবে,
আমার কানে কি কথা কহে;
দিনগুলি মোর যায় যে ঝ'রে যায় —

ওগো যায় যে ঝ'রে ঝরা পাতার সনে ॥
গিয়াছে চলি সুখে যাহারা ছিল গো সাথী,
গিয়াছে নিভিয়া জ্বলিতেছিল যে শিয়রে বাতি।
স্মৃতির মালার ফুল শুকাইয়া,
একে একে হায় পড়িছে ঝরিয়া;
বিদায়-বেলা শুনিয়ে বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে ॥

* ৬৮৬. তাল : দাদ্‌রা

আর কত দুখ্ দেবে, বল মাধব বল বল মাধব বল।
দুখ্ দিয়ে যদি সুখ পাও তুমি কেন আঁখি ছলছল ॥
তব শ্রীচরণ তলে আমি চাই ঠাঁই,
তুমি কেন ঠেল বাহিরে সদাই;
আমি এতই ভার এ জগতে যে, পাষাণ তুমিও টল ॥
ক্ষুদ্র মানুষ অপরাধ ভোলে তুমি নাকি ভগবান,
তোমার চেয়ে পাপ বেশি হ'ল (মোরে) দিলে না চরণে স্থান।
হে নারায়ণ! আমি নারায়ণী সেনা,
মোরে কুরুকুল দিতে ব্যথা কি বাজে না,
(যদি) চার হাতে মেরে সাধ নাহি মেটে দু'চরণ দিয়ে দ'ল ॥

* ৬৮৭. তাল : দাদ্‌রা

ওগো মাগো আজো, বেঁচে আছি, তোরই প্রসাদ পে'
তোর দয়াময়ী অন্নপূর্ণা, তোরই অন্ন খেয়ে ॥
কবে কখন খেলার ছলে,
ডেকেছিলাম শ্যামা ব'লে;
সেই পুণ্যে ধন্য আমি, আজ তোরই নাম গেয়ে ॥
তোরই নাম-গান বিনা আমার পুণ্য কিছুই নাই,
পাপী হয়েও পাই আমি তাই, যখন যাহা চাই।
দুঃখে শোকে বিপদ ঝড়ে,
বাঁচাস্ মা তুই বক্ষে ধ'রে;
দয়াময়ী নাই কেহ মা, ভবানী তোর চেয়ে ॥

* ৬৮৮. তাল : কাহার্‌বা

ওরে মাঝি ভাই।
ও তুই, কি দুখ পেয়ে কূল হারালি অকূল দরিয়ায় ॥
চোখের জল্ তুই ছাপাতে চাস্, নদীর জলে এসে,
শেষে নদীই এলো চক্ষে রে তোর; তুই চলিলি ভেসে।
ও তুই কলস দেখে নামলি জলে রে, এখন ডুবে দেখিস্ কলস নাই ॥
ও তুই কূলে যাহার কূল পেলিনে তরী অগাধ জলে
মিছে খুঁজে মরিস ওরে পাগল, তরী বাওয়ার ছলে।
ও রে দুই ধারে এর চোরা বালি রে, (ও) তোর হেথায় মনের মানুষ নাই ॥

* ৬৮৯. তাল : দাদ্‌রা

চুরি ক'রে এনো গিরি, আমার উমার দুই কুমারে।
দেখ্‌ব তখন ভোলা মেয়ে কেমন ভু'লে থাকতে পারে ॥

তার ছেলেরে আনলে হেথা, বুঝবে মেয়ে মায়ের ব্যথা;
(বিনা) সাধনাতে গৌরি তখন, আসবে ছুটে আমার দ্বারে ॥
জামাই আমার শিব ভোলানাথ, ডাকলেই সে আসবে জানি
চাইবে নাকো আসতে শুধু, তোমার মেয়ে ঐ পাষাণী।
কুমার গণেশ তুমি আমি, শিব পূজিব দিবস যামী;
শৈব হ'লে শিবাণী মোর, রইতে নারে ছেড়ে তারে ॥

*** ৬৯০. তাল : দাদ্‌রা**

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস মা, শ্যামা কি তুই জেলের মেয়ে।
(তোর) মায়ার জালে মহামায়া, বিশ্বভুবন আছে ছেয়ে ॥
প'ড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে
কোটি নরনারী কাঁদে;
তোর মায়াজাল ততই বাঁধে পালাতে চায় যত ধেয়ে ॥
চতুর যে-মীন সেই জানে মা জাল থেকে যে মুক্তি আছে:
(তাই) জেলে যখন জাল ফেলে মা সে লুকায় জেলের পায়ের কাছে।
ওমা জাল এড়িয়ে তাই সে বাঁচে।
তাই মা আমি নিলাম শরণ
তোর ও দুটি রাঙা চরণ,
এড়িয়ে গেলাম মায়ার বাঁধন মা তোর অভয়-চরণ পেয়ে ॥

*** ৬৯১. রাগ : ভৈরব, তাল : ত্রিতাল**

জয় বিগলিত করুণা রূপিণী গঙ্গে
জয় কলুষহারিণী পতিতপাবনী
নিত্যা পবিত্রা যোগী-ঋষি সঙ্গে ॥
হরি শ্রীচরণ ছুঁয়ে আপন-হারা,
পরম প্রেমে হ'লে দ্রবীভূত ধারা;
ত্রিলোকের ত্রিতাপ পাপ তুমি নিলে মা,
নির্মলে, তোমার পবিত্র অঙ্গে ॥

*** ৬৯২. তাল : ফের্‌তা**

টিকি আর টুপিতে লেগেছে দ্বন্দ্ব বচন যুদ্ধ ঘোর
কে বড় কে ছোট চাই মীমাংসা, কার আছে কত-জোর ॥
টিকি বলে শিরে আমি বিরাজিলে হয় আহা কিবা শোভা।
যেন প্রকাণ্ড কুষ্মাণ্ডের বৃন্তটি মনোলোভা।
এ যে চতুর্বর্গ ফলেরি বোঁটা।
শুনে টুপি ফিক্ ক'রে হেসে বল্লে : 'ভায়া, শিরে বিরাজ করবার
শোভার কথা যদি বল তো ও বড়াই আমারি মুখে মানায়,
ও বড়াই আমার মুখে মানায়।'
আমি বাঁকা হয়ে যবে শিরে বসি, দেখে বিবিরা মূর্ছা যায় ॥
টিকি বলে, মোরে বলে চৈতন্ কভু বা আর্কফলা
আর আমারি প্রসাদে প্রণামীটা মেলে দুটি বেলা চাল-কলা।
(মেলে দাদা) দুটি বেলা চাল-কলা ॥
[শুনে বাদশাহী চালে টুপি বল্লে : 'আরে তোবা তোবা
চাল আর কলা? ওসব আবার খাদ্য নাকি হে? এ্যাঁ?']

বাদশাহী চালে টুপি বলে ওসব খাদ্য নাকি?
দেখো, আমারি দোয়ায়, আহা তোফা জুটে যায়, গোস্ত ও রামপাখি।
টিকি বলে মিয়া, আমার কৃপায় স্বর্গে free pass মেলে
(আর) আমার through দিয়ে মগজে বুদ্ধি electricty খেলে
মিয়া আমার কৃপায় স্বর্গে free pass মেলে।
এ যে পারে যাবার টিকিট — শুধু টিকিট নয়।
[শুনে টুপি রেগে কাঁই, বল্লে :]
বেহেশ্‌তে মোর একচেটে অধিকার
কাফেরের তরে no admission খোদার ইস্তাহার।
(এই রূপে) ক্রমশঃ তর্ক বাড়িল ভীষণ বচনে বেজায় দড়,
এ উহারে কয় মোর ঠাঁই উঁচু তুমি বাপু স'রে পড়॥
সহসা মুণ্ড ছিন্ন হইল শত্রু কৃপাণ ঘায়।
টুপি আর টিকি একই সঙ্গে ভুঁয়ে গড়াগড়ি যায়॥

* ৬৯৩. তাল : কাহার্‌বা

দাও দাও দরশন পদ্ম-পলাশ লোচন,
কেঁদে দু'নয়ন হ'ল অন্ধ।
আকাশ বাতাস ঘেরা, তব ও মন্দির বেড়া
আর কতকাল রবে বন্ধ॥
পাখি যেমন সন্ধ্যাকালে, বন্ধু-স্বজন পালে পালে
উড়ে এসে ব'সেছিল ডালে হে!
রাত পোহালে একে একে, উড়ে গেল দিগ্বিদিকে,
প'ড়ে আছি একা নিরানন্দ।
টুটিল বাঁধন মায়ার, কবে শুনিব এবার
ও রাঙা চরণ নূপুর ছন্দ॥
দুঃখ-শোকে রৌদ্রজ্বালে, ফেলে মোরে পলে পলে
ছলিতেছ হরি কত ছল হে
জীবনের বোঝা প্রভু, বহিতে কি হবে তবু
সহিতে পারি না আর দ্বন্দ্ব।
মরণের সোনার ছোঁওয়ায়, ডেকে লও ও রাঙা পায়
দেখাও এবার মুখ-চন্দ॥

* ৬৯৪. রাগ : পাহাড়ি, তাল, : সেতারখানি

ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়।
চলে নব অভিসারে, ভীরু কিশোরী,
ওঠে পাতাটি নড়লে সে চমকে॥
হরিণ-নয়নে নয়নে সভয় চাহনি,
আসিছে কে যেন দেখিবে এখনি
পথে সে দেয় ফেলে মুখর নূপুর খুলে,
আপন ছায়া হেরি ওঠে গা ছমকে॥
'চোখ গেল চোখ গেল' ডাকে পাপিয়া
শুনিয়া শরমে ওঠে কাঁপিয়া;
হায়, যার লাগি এত, কোথায় সে

ঝিল্লি-রবে ভাবে কেউ হবে
বনে ফুল ঝরার আওয়াজে দাঁড়ায় সে থম্‌কে ॥

*** ৬৯৫. রাগ : বেহাগ মিশ্র, তাল, : কাহার্‌বা**

নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দদুলাল,
মোর প্রাণে মোর মনে, এসো ব্রজগোপাল ॥
এসো নূপুর রুনুঝুনু পায়ে, এসো প্রেম যমুনা নাচায়ে
এসো বেণু বাজায়ে, এসো ধেনু চরায়ে এসো কানাই রাখাল ॥
ঝুলনে হোরিতে রাসে, এসো কুরুক্ষেত্র রণে এসো প্রভাসে,
(এসো) শিশু রূপে, এসো কিশোর বেশে
এসো কংস অরি, এসো মৃত্যুকরাল ॥

*** ৬৯৬. রাগ : ললিত, তাল, : ত্রিতাল**

পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে:
কৃষ্ণচূড়ার বনে ফাগুন সমীরণে
ঝরে ফুল বন পথতলে ॥
নিশি পোহায়ে যায় কাহার লাগি
নয়নে নাহি ঘুম বসিয়া জাগি
আমারই মত হায় চাহিয়া আশা পথ
নিশীথের চাঁদ পড়ে গগনে ঢলে ॥

*** ৬৯৭. তাল, : দাদ্‌রা**

বল প্রিয়তম বল —
মোর নিরাশা-আঁধারে আলো দিতে তুমি কেন দীপ হ'য়ে জ্বল ॥
যত কাঁটা পড়ে মোর পথে যেতে যেতে,
কেন তুমি তাহা লহ বঁধু বুক পেতে।
যদি ব্যথা পাই বুঝি পথে তাই তুমি ফুল বিছাইয়া চল ॥
বল বল হে বিরহী,
তুমি আমারে অমৃত এনে দাও কেন নিজে উপবাসী রহি'।
মোর পথের দাহন আপন বক্ষে নিয়ে,
মেঘ হয়ে চল সাথে সাথে ছায়া দিয়ে।
মোর ঘুম না আসিলে কেন কাঁদ চাঁদ হয়ে ঢলঢল ॥

*** ৬৯৮. তাল, : কাহার্‌বা**

(যখন) প্রেমের জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে, জুড়াই জ্বালা গজলে।
ছাতা দিয়ে মারি খোঁচা যেন সুরের বগলে ॥
সিঁড়ির ধারে পিঁড়ি পেতে বিড়ি বাঁধি হায় কলকাতায়,
মিলন আশার তামাক ঠাসি হায় বিরহের শাল পাতায়
["আরে লুল্লু আট পয়সার বিড়ি কিনে লিস্‌রে হাঁ হাঁ"]
জালিম বিবির দিলের ছিপি (দাদা) খুলি সুরের ফজলে ॥
কার্ফা তালে চার পা তুলে (হায়) ছুটাই তালের লাল ঘোড়া,
ভজুয়া নাত্‌নী ছুটে আসে হায় ফেলে দিয়ে হায় ঝালবড়া:
সুরে-তালে লাগে লড়াই যেন পাঠান মোগলে ॥

*** ৬৯৯. তাল : দাদ্‌রা**

সেদিন ব'লেছিলে এই সে ফুলবনে,
আবার হবে দেখা ফাগুনে তব সনে।।
ফাগুন এলো ফিরে লাগে না মন কাজে,
আমার হিয়া ভরি, উদাসী বেণু বাজে;
শুধাই তব কথা দখিনা সমীরণে।।
শপথ ভুলিয়াছ বন্ধু, ভুলিলে পথ কি গো,
বারেক দিয়ে দেখা লুকালে মায়ামৃগ।
আঁচলে ফুল লয়ে হল' না মালা গাঁথা,
আসার পথ তব ঢাকিল ঝরা পাতা;
পূজার চন্দন শুকালো অঙ্গনে।।

*** ৭০০. তাল : কাহারবা**

অনাদরে স্বামী প'ড়ে আছি আমি তব কোলে তুলে নাও
নিয়ে ধরণীর ধূলি আছি আমি ভুলি' চরণের ধূলি দাও।।
বিভবে বিলাসে সংসার কাজে
অশান্ত প্রাণ কাঁদে বন্ধন মাঝে
বৃথা দ্বারে দ্বারে চেয়েছি সবারে এবার তুমি মোরে চাও।।
যাহা কিছু প্রিয় জীবনের মম
হরিয়া লহ তুমি, লও প্রিয়তম।
সূর্যের পানে সূর্যমুখী ফুল
যেমন চাহিয়া রয় বিরহ-ব্যাকুল
তেমনি প্রভু আমার এ মন তোমার পানে ফিরাও।।

*** ৭০১. তাল : দাদ্‌রা**

আগুন জ্বালাতে আসিনি গো আমি এসেছি দেয়ালি জ্বালাতে
শুধু ক্রন্দন হয়ে আসিনি এসেছি চন্দন হতে থালাতে।।
ধরায় আবার আসিয়াছি প্রিয়া
তব মুখখানি দেখিব বলিয়া
তাই প্রদীপ হইয়া নীরবে পুড়ি গো তোমারই বরণ ডালাতে।।
তব মিলন বাসরে ঘুম ভাঙাইতে আসিনি
তুমি কেন লাজে ওঠো আকুলি
তব রাঙা মুখখানি রাঙাইয়া যাব চলে গো
আমি সাঁঝের ক্ষণিক গোধূলি।
তব কাজল নয়ন-পল্লব ছায়ে, অশ্রুর মত রহিব লুকায়ে
ঝরিতে এসেছি ফুল হয়ে আমি তোমার বুকের মালাতে।।

*** ৭০২. তাল : কেরবা**

আজি নতুন এ চাঁদের তিথিতে
কোন্ অতিথি এলো ফুল-বীথিতে।।
যদি বেদনা পায় বঁধু পথ চলিতে
তাই ছেয়েছি বনপথ ফুল কলিতে
জানি ভাল জান হে বঁধু ফুল দলিতে
এসো বঁধু সুমধুর প্রীতিতে।।

এসো মনের মন্দিরে দেবতা আমার
লহ প্রেমের চন্দন আঁখি জলহার
আজি সফল করো সাধ আমার পূজার
চির জনম রহ মোর স্মৃতিতে ॥

*** ৭০৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

আয় মা ডাকাত কালী আমার ঘরে কর ডাকাতি
যা আছে সব কিছু মোর লুটে নে মা রাতারাতি ॥
আয় মা মশাল জ্বেলে, ও তোর ডাকাত ছেলে ভৈরবেরে করে সাথী
জমেছে ভবের ঘরে অনেক টাকা যশঃখ্যাতি
কেড়ে মোর ঘরের চাবি, নে মা সবই পুত্র কন্যা স্বজন জ্ঞাতি ॥
মায়ার দুর্গে আমার দুর্গা নামও হার মেনেছে
ভেঙে দে সেই দুর্গ আয় কালিকা তা থৈ নেচে, আয় আয় আয়।
রবে না কিছুই যখন রইবি শুধু মা ভবানী
মুক্তি পাব সেদিন টানবো না আর মায়ার ঘানি
খালি হাতে তালি দিয়ে কালী বলে উঠবো মাতি
কালী কালী কালী বলে উঠবো মাতি
কালী কালী কালী বলে, খালি হাতে তালি দিয়ে উঠবো মাতি ॥

*** ৭০৪. তাল : কাহার্‌বা**

এলো রে এলো ঐ রণ-রঙ্গিণী শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এলো রে এলো ঐ
অসুর সংহারিতে বাঁচাতে উৎপীড়িতে
ধ্বংস করিতে সব বন্ধন বন্দী, শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী, এলো রে এলো ঐ ॥
দনুজ দলনী চামুণ্ডা এলো ঐ প্রলয় অগ্নি জ্বালি নাচিছে
তাথৈ তাথৈ তাতা থৈ থৈ দুর্বলে বলে মা মাভৈঃ মাভৈঃ
মুক্তি লভিবি সব শৃঙ্খল বন্দী, শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী, এলো রে এলো ঐ ॥
রক্ত-রঞ্জিত অগ্নি শিখায় করালী কোন্ রসনা দেখা যায়।
পাতাল তলের যত মাতাল দানব পৃথিবীতে এসেছিল হইয়া মানব
তাদের দণ্ড দিতে আসিয়াছে চণ্ডীকা সাজিয়া চণ্ডী, শ্রীচণ্ডী, চণ্ডী এলো রে

*** ৭০৫. তাল : দাদ্‌রা**

এলো রে শ্রী দুর্গা
শ্রী আদ্যাশক্তি মাতৃরূপে পৃথিবীতে এলো রে
গভীর স্নেহরস ধারায় কল্যাণ কৃপা করুণায় স্নিগ্ধ করিতে ॥
উর্ধ্বে উড়ে যায় শান্তির পতাকা
শুভ্র শান্ত মেঘ আনন্দ বলাকা
মমতার অমৃত লয়ে শ্যামা, মা হয়ে এলো রে
সকলের দুঃখ দৈন্য হরিতে ॥
প্রতি হৃদয়ের শতদলে শ্রীচরণ ফেলে
বন্ধন কারার দুয়ার ঠেলে।
এলো রে দশভুজা সর্বমঙ্গলা মা হয়ে
দুর্বলে দুর্জয় করিতে নিরন্নে অন্ন দিতে ॥

*** ৭০৬. তাল : দাদ্‌রা**

মেয়ে : ও শাপ্‌লা ফুল নেবো না বাবলা ফুল এনে দে
নইলে দেবো না বাঁশি ফিরিয়ে।
ছেলে : খুলে বেণীর বিনুনী, খোঁপার চিরুনি
হাতে দে, যাব খানিক জিরিয়ে।
মেয়ে : বন-পায়রার পালক দে কুড়িয়ে,
ছেলে : তোর চোখের চাওয়া পায়রা দিল উড়িয়ে,
দুজনে : মোদের ঝগড়া দেখে হালকা হাওয়া বহে ঝিরঝিরিয়ে।
ছেলে : তোর জোড়া ভুরু-ধনুক মোর নাসিকা বাঁশি লো
মেয়ে : চাঁদের চেয়ে ভালো লাগে
কালো চোখের হাসি লো তার কালো চোখের হাসি
ছেলে : ওই কালো চোখের হাসি।
মেয়ে : তুই যাদু করে মন দিলি দুলিয়ে
দুজনে : মোদের কথা শুনে শিরিষ পাতা ওঠে শিরশিরিয়ে।।

*** ৭০৭. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

ওলো ননদিনী বল্‌
কপট নিপট কালা, নিঠুর খল্‌।।
তার নাই ভয় নাই লজ্জা শরম
লইয়া যুবতীর ধরম গো
খেলে সে নিঠুর খেলা, চতুর চপল্‌।।
না শুনে লো তোদের গালি
মাখালাম কুলে কালার কালি গো
সে মুখে সরল বনমালী, অন্তরে গরল্‌।।
তার শত জনে মন বাঁধা, রাতে চন্দ্রা দিনে রাধা
(তারে) কঠিন কথা শুনাইব চল্‌লো গোঠে চল্‌।।
কৃষ্ণ ব'লে অবিরত দে লো গালি পারিস যত
ননদী কয় বুঝেছি বউ (কৃষ্ণ) নাম শোনারই ছল
ও বউ কৃষ্ণ নাম তোর ভাল লাগে
তাই কৃষ্ণ (ও তোর) নাম শোনারই ছল।।

*** ৭০৮. রাগ : ভীমপলশ্রী মিশ্র, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি**

কেন আন ফুল-ডোর আজি বিদায়-বেলা,
মোছ মোছ আঁখি-লোর যদি ভাঙিল মেলা।।
কেন মেঘের স্বপন আন মরুর চোখে,
ভু'লে দিয়ো না কুসুম যারে দিয়েছ হেলা।।
যবে শুকাল কানন এলো বিধুর পাখি,
ল'য়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ এ কি নিঠুর খেলা।
যদি আকাশ-কুসুম পেলি চকিতে কবি,
চল চল মুসাফির, ডাকে পারের ভেলা।।

*** ৭০৯. তাল : কাহার্‌বা**

স্ত্রী : কোন্‌ বিদেশের নাইয়া তুমি আইলা আমার গাঁও
কুল-বধূর সিনান ঘাটে বাঁধলে তোমার নাও।।

পুরুষ : বাণিজ্যেরই লাইগ্যা কন্যা বেড়াই ভেসে স্রোতে
(ওগো) তোমার রূপের হাট দেখলাম যাইতে এই পথে।
স্ত্রী : বুঝি তাই বাঁশের বাঁশি, তাই দিয়ে কি হে বিদেশী
অমূল্য এই মনের মানিক, কিনতে তুমি চাও॥
পুরুষ : তোমায় পাবো বলে আজো শূন্য আমার তরী (রে কন্যা)
স্ত্রী : অমন করে চাই ও না গো আমি ভয়ে মরি।
পুরুষ : ভয়ে মরার চেয়ে কন্যা ডুবে মরা ভালো
স্ত্রী : আমার মন ডুবেছে দেখে তোমার নয়ন কাজল কালো (রে বন্ধু)
উভয়ে : নূতন প্রেমের যাত্রী দু'জন ছোট্ট মোদের নাও
ওরে গহীন জলের আকুল জোয়ার অকূলে ভাসাও
মোদের অকূলে ভাসাও॥

* ৭১০. তাল : ফের্‌তা

ছি ছি ছি কিশোর হরি, হেরিয়া লাজে মরি
সেজেছ এ কোন রাজ সাজে
যেন সঙ সেজেছ, হরি হে যেন সঙ সেজেছ—
ফাগ মুছে তুমি পাপ বেঁধেছ হরি হে যেন সঙ্ সেজেছ;
সংসারে তুমি সঙ্ সাজায়ে নিজেই এবার সঙ্ সেজেছ।
বামে শোভিত তব মধুরা গোপিনী নব
সেথা মথুরার কুব্জা বিরাজে।
মিলেছে ভাল, বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল,
ত্রিভঙ্গ অঙ্গে কুব্জা সঙ্গে বাঁকায় বাঁকায় মিলেছে ভাল।
হরি ভাল লাগিল না বুঝি হৃদয়-আসন
তাই সিংহাসনে তব মজিয়াছে মন
প্রেম ব্রজধাম ছেড়ে নেমে এলে কামরূপ
হরি, এতদিনে বুঝিলাম তোমার স্বরূপ
তব স্বরূপ বুঝি না হে
গোপাল রূপ ফেলে ভূপাল রূপ নিলে স্বরূপ বুঝি না হে।
হরি মোহন মুরলি কে হরি' নিল
কুসুম কোমল হাতে এমন নিঠুর রাজদণ্ড দিল
মোহন মুরলি কে হরি।
দণ্ড দিল কে, রাধারে কাঁদালে বলে দণ্ড দিল কে
দণ্ডবৎ করি শুধাই শ্রীহরি দণ্ড দিল কে
রাঙা চরণ মুড়েছে কে সোনার জরিতে
খুলে রেখে মধুর নূপুর, হরি হে খুলে রেখে মধুর নূপুর।
হেথা সবাই কি কালা গো?
কারুর কি কান নাই নূপুর কি শোনে নাই, সবাই কি কালা গো
কালায় পেয়ে হল হেথায় সবাই কি কালা গো।
তব এ রূপ দেখিতে নারি, হরি আমি ব্রজনারী,
ফিরে চল তব মধুপুর
সেথা সকলি যে মধুময়, অন্তরে মধু বাহিরে মধু
সেথা সকলি যে মধুময় — ফিরে চল হরি মধুপুর।

* ৭১১. তাল : কাহারবা

নীল কবুতর লয়ে নবীর দুলালী মেয়ে খেলে মদিনায়
দেহের জ্যোতিতে তার জাফরানি পিরহান ম্লান হয়ে যায়॥
মুখে তার নবীজীর মুখেরি আদল
আঁখি দুটি করুণায় সদা ঢল ঢল,
মেষ শাবকেরে ধরি মধুর মিনতি করি কলেমা শোনায়॥
জুম্মার মস্‌জিদে কোন্ সে ভক্ত পড়ে কোরান আয়াত,
অমনি সে খেলা ভুলি কচি দুটি হাত তুলে করে মোনাজাত।
নীল দরিয়ার পানি নয়নে বহে
'উম্মতে কর ত্রাণ' কাঁদিয়া কহে
হজরত কোলে তুলে 'বেহেশ্‌তে রানী তুমি' বলে ফাতেমায়॥

* ৭১২. তাল : কাহারবা

প্রভু তোমারে খুঁজিয়া মরি ঘুরে ঘুরে বৃথা দূরে চেয়ে থাকি
তুমি অন্তরতম আছ অন্তরে নয়নেরে দিয়ে ফাঁকি॥
তুমি কাছে থাকি খেল লুকোচুরি
তাই বাহিরে চাহিয়া দেখিতে না পারি
যেমন আঁখির পল্লব নাথ দেখিতে পায় না আঁখি॥
মোরা ভাবি তুমি কত দূরে বুঝি গ্রহ তারকার পারে
বুকে যে ঘুমায় তারে খুঁজি বনে প্রান্তরে দ্বারে দ্বারে।
বাহিরে না পেয়ে ফিরি যবে ঘরে
দেখি জেগে আছ তুমি মোর তরে
যত ডাকি তত লুকাও হে চোর মোর বুকে মুখ রাখি॥

* ৭১৩. তাল : ফের্‌তা

বাঁকা শ্যামল এলো বন-ভবনে
তার বাঁশির সুর শুনি পবনে॥
রাঙা সে চরণের নূপুর-রোলে রে
আকুল এ হৃদয় পুলকে দোলে রে
সে নূপুর শুনি' নাচে ময়ূর কদম তমাল-বনে॥
বুঝি সেই শ্যামের পরশ লাগিল
আমার চরণে তাই নাচন জাগিল—
ঘিরি শ্যামে দখিন-বামে নেচে বেড়াই আপন মনে॥
এলো মাধবী চাঁদ গগন আঙিনায়
জোয়ার এসেছে তাই হৃদয় যমুনায়
খুলিয়া গলার মালা পরাব শ্যামেরি বরণে॥

* ৭১৪. তাল : কাহারবা

ভোর হোল ওঠ্ জাগ্ মুসাফির আল্লা-রসুল বোল্
গাফ্‌লিয়াতি ভোল্ রে অলস্ আয়েশ আরাম্ ভোল্॥
এই দুনিয়ার সরাইখানায়
জনম্ গেল ঘুমিয়ে হায়
ওঠ রে সুখ শয্যা ছেড়ে মায়ার বাঁধন খোল্॥
দিন ফুরিয়ে এলো যে রে দিনে দিনে তোর

দিনের কাজে অবহেলা কর্‌লি জীবন ভোর।
যে দিন আজো আছে বাকি
খোদারে তুই দিস্‌নে ফাঁকি
আখেরে পার হবি যদি পুল্‌ সেরাতের পোল্‌॥

*** ৭১৫. রাগ : কাফি-সিন্ধু মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা**

রঙ্গিলা আপনি রাধা তারে হোরির রঙ্‌ দিও না
ফাগুনের রানী যে তায় আর ফাগে রাঙিয়ো না॥
রাঙা আবির রাঙা ঠোঁটে
গালে ফাগের লালী ফোটে
রঙ্‌ সায়রে নেয়ে ওঠে অঙ্গে ঝরে রঙের সোনা॥
অনুরাগ-রাঙা মনে
রঙের খেলা ক্ষণে ক্ষণে
অন্তরে যার রঙের লীলা তারে বাহিরের রঙ লাগিয়ো না॥

*** ৭১৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

রসূল নামের ফুল এনেছি রে (আয়) গাঁথবি মালা কে
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে আল্লা তালাকে॥
অতি অল্প ইহার দাম
শুধু আল্লা রসূল নাম
এই মালা প'রে দুঃখ শোকের ভুলবি জ্বালাকে॥
এই ফুল ফোটে ভাই দিনে রাতে (ভাইরে ভাই) হাতের কাছে তোর
ও তুই কাঁটা নিয়ে দিন কাটালি রে তাই রাত হ'ল না ভোর।
এর সুগন্ধ আর রূপ ব'য়ে যায়
নিত্য এসে তোর দরজায় রে
পেয়ে ভাতের থালা ভুললি রে তুই চাঁদের থালাকে॥

*** ৭১৭. তাল : কাহার্‌বা**

সকরুণ নয়নে চাহ আজি মোর বিদায়-বেলা
ভুলিতে দাও বিদায়-দিনে হেনেছ যে অবহেলা
হাসিয়া কহ কথা আজ হাসিতে যেমন আগেতে
হেরিবে মোর জীবন-সাঁঝে গোধূলি রঙের খেলা॥
হে বন্ধু, বন্ধুর পথে কে কাহার হয়েছে সাথী
তেমনি থাকিয়া যায় সব যাবার যে যায় সে একেলা॥

*** ৭১৮. তাল : বৈতালিক**

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন
তোমায় চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমায় তারায় চেন॥
নূতন পরিচয়ের লাগি'
তারায় তারায় থাকি জাগি'
বারে বারে মিলন মাগি, বারে বারে হারাই হেন॥
নূতন চোখের প্রদীপ জ্বালি' চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলি-মিলি।
নিবাও নিবু-নিবু বাতি,

ডাকে নূতন তারার ভাতি,
ওগো আমার দিবস রাতি কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন ॥

* ৭১৯. তাল : কাহার্‌বা

হে মদিনাবাসী প্রেমিক ধর হাত মম ॥
জ্বলওয়া দেখালে দিল হরিলে বন্ধু হলো বেগানা
হেসে হেসে সংসার কহে দীওয়ানা এ দীওয়ানা ॥
বিরহের এ রাত একেলা কেঁদে হলো ভোর
হৃদয়ে মোর শান্তি নাহি কাঁদে পরাণ মোর ॥
দুখের দোসর কেউ নাহি মোর নাই ব্যথী ব্যথার
তোমায় ভুলে ভাসি অকূলে পার করো সরকার ॥

* ৭২০. তাল : কাহার্‌বা

হে মদিনার নইয়া!
ভব-নদীর তুফান ভারি কর মোরে পার
তোমার দয়ায় ত'রে গেল লাখো গুন্‌হাগার ॥
পারের কড়ি নাই হে আমার হয়নি নামাজ রোজা
কূলে এসে বসে আছি নিয়ে পাপের বোঝা
(আমায়) 'পার কর ইয়া রসুল' বলে কাঁদি জারে জার ॥
তোমার নাম গেয়েছি শুধু কেঁদে সুব্‌হ শাম
তরিবার মোর নাই ত' পুঁজি বিনা তোমার নাম।
হাজরো বার দরিয়াতে ডুবে যদি মরি
ছাড়বো না মোর পারের আশা তোমার চরণ-তরী
সবার শেষে পার যেন হয় এই খিদ্‌মতগার ॥

* ৭২১. তাল : কাহার্‌বা

আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিঁরু শ্যাম তুম বিনা রহন না জায়।
তুমহারে কারণ সব কুছ ছোড়ি প্রীতি ছোড়ন না যায় ॥
ক্যিউ তরসাও অন্তরযামী
আওয়ো মিলো কির্‌পা কর স্বামী
নিঁদ নাহি রায় না দিন নাহি চায় না, বিরহ কী আগ জ্বালায় ॥

* ৭২২. তাল : কাহার্‌বা

আঁধার মনের মিনারে মোর হে মুয়াজ্জিন, দাও আজান
গাফেলতির ঘুম ভেঙ্গে দাও হউক নিশি অবসান ॥
আল্লাহ নামের যে তক্‌বীরে
ঝর্না বহে পাষাণ চিরে
শুনি' সে তক্‌বীরের আওয়াজ জাগুক আমার পাষাণ প্রাণ ॥
জামাত ভারি জমবে এবার এই দুনিয়ার ঈদগাহে,
মেহেদী হবেন ইমাম সেথায় রাহ্ দেখাবেন গুমরাহে।
আমি যেন সেই জামাতে
সামিল হতে পারি প্রাতে
ডাকে আমায় শহীদ হতে সেথায় যতো নওজোয়ান ॥

* ৭২৩. তাল : দাদ্‌রা

মজনু : আবার কেন বাতায়নে দীপ জ্বালিলে, হায়!
আমার যে প্রাণ-পতঙ্গ ওই প্রদীপ পানেই ধায়॥
লায়লী : আমার প্রেম যে অনল শিখা জ্বলে তিমির রাতে
পতঙ্গেরে পোড়াই আমি নিজেও পুড়ি সাথে।
মজনু : একি ব্যথা একি নেশা
এই কি গো প্রেম গরল-মেশা!
লায়লী : তত আলো দান করে সে যত সে জ্বালায়॥

* ৭২৪. তাল : কাহার্‌বা

ইয়া মোহাম্মদ, বেহেশ্‌ত হতে খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে এবার আমায় নাজাত দাও॥
পীর মুর্শিদ পাইনি আমি, তাই তোমায় ডাকি দিবস-যামী,
তোমারই নাম হউক হজরত আমার পরপারের নাও॥
অর্থ-বিভব-যশ-সম্মান চেয়ে চেয়ে নিশিদিন
দুঃখে শোকে জ্ব'লে মরি পরাণ কাঁদে শ্রান্তিহীন।
আল্লা ছাড়া ত্রিভুবনে, শান্তি পাওয়া যায় না মনে
কোথায় পাব সে আবহায়াত ইয়া নবীজী রাহ্ বাতাও॥

* ৭২৫. তাল : কাহার্‌বা

ঈদ মোবারক হো —
ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ, ঈদ মোবারক হো —
রাহেলিল্লাহ্‌কে আপনাকে বিলিয়ে দিল, কে হলো শহীদ॥
যে কোরবানী আজ দিল খোদায় দৌলৎ ও হাশমত্,
যার নিজের ব'লে রইলো শুধু আল্লা ও হজরত,
যে রিক্ত হয়ে পেল আজি অমৃত-তৌহিদ॥
যে খোদার রাহে ছেড়ে দিল পুত্র ও কন্যায়
যে আমি নয়, আমিনা ব'লে মিশলো আমিনায়।
ওরে তারি কোলে আসার লাগি' নাই নবীজীর নিদ॥
যে আপন পুত্র আল্লারে দেয় শহীদ হওয়ার তরে
কাবাতে সে যায় না রে ভাই নিজের কাবা গড়ে
সে যেখানে যায় — জাগে সেথা কাবার উম্মিদ॥

* ৭২৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী :
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ! ধ্বংস নিশান
উঠুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি'॥
গাজনের বাজনা বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা? কে দেয় সাজা
মুক্ত-স্বাধীন সত্য কে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান প'রবে ফাঁসি? সর্বনাশী —

শিখায় এ হীন্ তথ্য কে রে?
ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা, দেরে দে প্রলয়-দোলা গারদগুলা
জোরসে ধ'রে হ্যাঁচকা টানে।
মার হাঁক হায়দরী হাঁক্ কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক জীবন-পানে॥
নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'।
লাথি মার, ভাঙরে তালা! যত সব বন্দী-শালায় —
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি॥

*** ৭২৭. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

গলে টগর মালা কাদের ডাগর মেয়ে
যেন রূপের সাগর চলে উজান বেয়ে॥
তার সুডোল তনু নিটোল বাহুর পরে
চাঁদের আলো যেন পিছ্‌লে পড়ে
ও কি বিজলি পরী এলো মেঘ পাসরি'
চাঁদ ভুলে যায় লোকে তার নয়নে চেয়ে॥
যেন রূপকথার দেশের সে রাজকুমারী
রামধনুর রঙ ঝরে অঙ্গে তারি
মদন রতি করে তার আরতি
তার রূপের মায়া দুলে ভুবন ছেয়ে॥

*** ৭২৮. তাল : কাহার্‌বা**

পুরুষ : জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি
তব হাসি-কান্না চোখের দৃষ্টি
তারও চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি॥
স্ত্রী : কান্না-মেশানো পান্না নেবো না, বঁধু।
এই পথেরই ধূলায় আমার মনের মধু
করে হীরা মানিক সৃষ্টি মিষ্টি আরো মিষ্টি॥
পুরুষ : সোনার ফুলদানি কাঁদে লয়ে শূন্য হিয়া
এসো মধু-মঞ্জরি মোর! এসো প্রিয়া, প্রিয়া!
স্ত্রী : কেন ডাকে বউ কথা কও, বউ কথা কও,
আমি পথের ভিখারিনী গো, নহি ঘরের বউ।
কেন রাজার দুলাল মাগে মাটির মউ।
বুকে আনে ঝড়, চোখে বৃষ্টি তার সকরুণ দৃষ্টি তবু মিষ্টি॥

*** ৭২৯. তাল : ফের্‌তা**

টলমল টলমল পদভরে
বীরদল চলে সমরে॥
খরধার তরবার কটিতে দোলে
রণন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে
ঘন তূর্য-রোলে শোক-মৃত্যু ভোলে
দেয় আশিস সূর্য সহস্র করে॥
চলে শ্রান্ত দূর-পথে মরু দুর্গম পর্বতে
চলে বন্ধুবিহীন একা, মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা।

কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী — এ কি বলিদান!
জাগে নিঃশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান!
দোলে ঈশান মেঘে কাল প্রলয় নিশান!
বাজে ডম্বরু, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

* ৭৩০. তাল : কাহারবা

পুরুষ : তুমি ফুল আমি সুতো গাঁথিব মালা
স্ত্রী : সহিতে হবে মোরে সুচির জ্বালা॥
পুরুষ : দুলিবে গলে মোর বুকের' পরে
স্ত্রী : ফেলে দিবে বাসি হলে নিশি-ভোরে
বন-কুসুম ঝরি বনে নিরালা॥
পুরুষ : তব কুঞ্জ-গলি আসে দখিন-হাওয়া আসে চপল অলি
স্ত্রী : তা'রা রূপ-পিয়াসি তা'রা ছিঁড়ে না কলি।
তারা বনের বাহিরে মোরে নেবে না কালা।
পুরুষ : তবে চলিয়া যাই আমি নিরাশা ল'য়ে
স্ত্রী : না, না, যেয়ো না যেয়ো না, থাক গো বুকে শিশির হয়ে।
পুরুষ : এসো নব প্রেমে করি বন উজালা।
দ্বৈত : এসো নব প্রেমে করি বন উজালা॥

* ৭৩১. তাল : দাদ্‌রা

তুমি ভোরের শিশির রাতের নয়ন-পাতে।
তুমি কান্না পাওয়াও কাননকে গো ফুল-ঝরা প্রভাতে॥
তুমি ভৈরবী সুর উদাস বিধুর
অতীত দিনের স্মৃতি সুদূর, বৈশাখী হাওয়াতে॥
তুমি ফোটার আগে ঝরা মুকুল
তুমি কাশের ফুলের করুণ হাসি মরা নদীর চরে
তুমি শ্বেত-বসনা অশ্রুমতী উৎসব-বাসরে।
তুমি মরুর বুকে পথ-হারা
গোপন ব্যথার ফল্গুধারা,
তুমি নীরব বীণা বাণীহীনা সঙ্গীত-সভাতে॥

* ৭৩২. তাল : ফের্‌তা

তোরা বলিস্ লো সখি, মাধবে মথুরায়
কেমন রাধার কাঁদিয়া বরষ যায়॥
খর-বৈশাখে কি দাহন থাকে বিরহিণী একা জানে
ঘৃত-চন্দন পদ্মপাতায় দারুণ দহন-জ্বালা না জুড়ায়
'ফটিক জলে'র সাথে আমি কাঁদি চাহিয়া গগন-পানে।
জ্বালা না জুড়ায় গো —
হরি-চন্দন বিনা ঘৃত-চন্দনে জ্বালা না জুড়ায় গো
শ্যাম-শ্রীমুখ-পদ্ম বিনা পদ্ম পাতায় জ্বালা না জুড়ায়॥
বরষায় অবিরল ঝর ঝর ঝরে জল জুড়াইল জগতের নারী
রাধার গলার মালা হইল বিজলি-জ্বালা তৃষ্ণা মিটিল না তা'রি!
সখি রে, তৃষ্ণা মিটিল না তা'রি।
প্রবাসে না যায় পতি সব নারী ভাগ্যবতী বন্ধু রে বাহুডোরে বাঁধে
ললাটে কাঁকন হানি' একা রাধা অভাগিনী প্রদীপ নিভায়ে ঘরে কাঁদে।
জ্বালা তা'র জুড়ালো না জলে গো

শাওনের জলে তা'র মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে গো
কৃষ্ণ-মেঘ গেছে চ'লে, অকরুণ অশনি হানিয়া হিয়ায় (সখি)॥
আশ্বিনে পরবাসী প্রিয় এলো ঘরে গো মিটিল বধূর মন-সাধ (সখি রে)
রাধার চোখের জলে মলিন হইয়া যায় কোজাগরী চাঁদ (মলিন হইয়া যায় গো)।
আগুন জ্বালালে শীত যায় নাকি রাধার কি হ'ল হায়
বুক ভরা তার জ্বলিছে আগুন তবু শীত নাহি যায়।
যায় না, যায় না আগুন জ্বলে—
বুকের আগুন জ্বলে, তবু শীত যায় না, যায় না,
শীত যদি বা যায় নিশীথ না, যায় গো
যায় না, যায় না, রাধার যে কি হ'ল হায়॥
কলিয়া কৃষ্ণ-চূড়া, ছড়ায়ে ফাগের গুঁড়া আসিল বসন্ত
রাধা-অনুরাগে রেঙে কে ফাগ খেলিবে গো, নাই ব্রজ-কিশোর দুরন্ত।
মাধবী-কুঞ্জে কুহু কুহরিছে মুহুমুহু ফুল-দোলনায় সবে দোলে,
এ মধু মাধবী রাতে রাধার মাধব নাই
দুলিবে রাধা কার কোলে সখি রে — রাধা দোলে কার কোলে গো
শ্যাম-বল্লভ বিনা রাধা দোলে কার কোলে গো, বল্ সখি, দোলে কার কোলে।
ফুল-দোলে দোলে সবে পিয়াল-শাখে
রাধার প্রিয়া নাই, বাহু দু'টি দিয়া বাঁধিবে কাহাকে,
ঝরা-ফুল-সাথে রাধা ধূলাতে লুটায়॥

* ৭৩৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশি কে বাজায়
যে বাঁশরি শুনে কিশোরী সহসা যেন গো যৌবন পায়॥
রয় না মন ঘরে সেই বাঁশির সুরে
দূরে ভেসে যেতে চায়
পরাণ ঘুরে মরে তাহার রাস্তা পায়॥
তারি নূপুর শুনি নিশিদিনই প্রাণে মোর
নিশীথ রাতে আসে পাশে বসে মনোচোর।
তারে কি মালা দিব অশ্রু-মুক্তা গাঁথা
বিছাবো পথে কি তার মরা ফুল ঝরা পাতা
প্রাণের দীপালি জ্বালি তারি আশায়॥

* ৭৩৪. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

বনের হরিণ আয় রে বনের হরিণ আয়
কাজল-পরা চোখ নিয়ে আয় আমার আঙিনায় রে॥
(দেখ্) নেই বনে কেউ একলা দুপুর
আয় ঝরা পাতায় বাজিয়ে নূপুর, ঝুমুর ঝুমুর
তোরে ডাকে নোটন পায়রার দল ডাকে মেঘের ঝরোকায় রে॥
কি দেখে তুই ধীরি ধীরি চাস্ রে ফিরি ফিরি,
বন্-শিকারীর তীর নহে ও, ঝরনা ঝিরি ঝিরি।
মাদল বাজে ঈশান কোণে
ঝড় উঠেছে আমার মনে
সেই তুফানের তালে তালে নাচ্‌বি চপল পায় রে॥

* ৭৩৫. তাল : দাদ্‌রা

বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
তুই নির্ভর কর্ আপনার' পর্ আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্
ওরে যে যায় যাক্ সে, তুই শুধু বল্ 'আমার হয়নি লয়'!
বল্ 'আমি আছি,' আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!
যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি' তোদের পাত্র দিয়ে গেল ভরি'!
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনি ক' তাঁরে পারেনি করিতে লয়!
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজি শান্তিময়
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!
ওরে রুদ্র তখনি ক্ষুদ্রেরে গ্রাসে আগেই যবে সে ম'রে থাকে ত্রাসে
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয়
এই ক্ষুদ্র কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয়?
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!
ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয়ে-ভীত! কেন হেন ঘন অবসাদ চিত
বল্ পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয়?
তুই আত্মাকে চিন্, বল 'আমি আছি,' 'সত্য আমার জয়'!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!

* ৭৩৬. তাল : ফের্‌তা

বিদেশিনী বিদেশিনী চিনি চিনি
ঐ চরণের নূপুর রিনিঝিনি॥
দ্বীপ জেগে ওঠে পাথার জলে তোমার চরণ-ছন্দে,
নাচে গাঙচিল সিন্ধু-কপোত তোমারি সুরে আনন্দে।
মুকুতা কাঁদিছে হার্ হ'তে ওগো তোমার বেণী'র বন্ধে।
মলয়ে শুনেছি তোমার বলয় চুড়ির রিনিঠিনি॥
সাগর-সলিল হয়েছে সুনীল তোমার তনুর বর্ণে,
তোমার আঁখির আলো ঝলমল দেবদারু তরু-পর্ণে।
অস্ত-তপন হয়েছে রঙীন তোমার তণুর বর্ণে
শঙ্খ-ধবল বেলাভূমে খেল সাগর-নটিনী[১]॥

১ সাগব নাচে ঝিনি ঝিনি

* ৭৩৭. তাল : কাহার্‌বা

মদিনার শাহানশাহ্ কোহ্-ই-তূর-বিহারী
মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী॥
আল্লার প্রিয় সখা, দুলাল মা আমেনার
খোদিজার স্বামী, প্রিয়তম আয়েশার
আস্‌হাবের হাম্‌দম্, ওয়ালেদ ফাতেমার,
বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার,
কেয়ামতে উম্মত শাফায়ত-কারী॥
তৌহিদ-বাণী মুখে, আল-কোরআন হাতে
খোদার নূর দেখি যাঁর হাসির ইশারাতে
যাঁর কদমের নীচে দুলে কত জিন্নাত,

যে দু'হাতে বিলালো দুনিয়ায় খোদার মোহাব্বত
হো মেরাজের দুলহা আল্লার আর্শচারী ॥
নয়নে যাঁর সদা খোদার রহমত ঝরে
সংসার মরুবাসী পিয়াসার তরে

* ৭৩৮. তাল : ত্রিতাল

মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী-কমল (ওগো) তব চরণে
আমার এ হৃদয় নাথ হোক তন্ময় তোমারি চরণে তোমারি স্মরণে ॥
তব পূজার বেদী হোক আমার এ মন
হোক্ আরতি-প্রদীপ মোর এ দুটি নয়ন
নাথ, লহ মোরে পায় তোমারি সেবায় জীবনে-মরণে ॥
মম দুঃখে সুখে মম তৃষিত বুকে তুমি বিরাজ,
মোর সকল কাজে বীণা-বেণু সম নিশিদিন বাজো।
মোর দেহখানি, নাথ চন্দন প্রায়
হোক্ ক্ষয় তব মন্দির-পাষাণ-শিলায়,
পাই যেন লয়, নাথ, তব সৃষ্টির রূপে বরণে ॥

* ৭৩৯. তাল : কাহারবা

মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম শ্রীকৃষ্ণ করম শ্রীকৃষ্ণহি তন-মন-প্রাণ।
সবসে নিয়ারে পিয়ারে শ্রীকৃষ্ণজী নয়নঁকে তারে সমান ॥
দুখ সুখ সব শ্রীকৃষ্ণ মাধব কৃষ্ণহি আত্মা জ্ঞান
কৃষ্ণ কণ্ঠহার আঁখকে কাজর কৃষ্ণ হৃদয়মে ধ্যান
শ্রীকৃষ্ণ ভাষা শ্রীকৃষ্ণ আশা মিটায়ে পিয়াস উয়ো নাম (মেরে)
স্বামী-সখা-পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণজী ভ্রাতা-বন্ধু-সন্তান ॥

* ৭৪০. রাগ : আড়ানা, তাল : ঝাঁপতাল

যোগী শিব শঙ্কর ভোলা দিগম্বর
ত্রিলোচন দেবাদিদেব ধ্যানে সদা মগন ॥
চির শ্মশানচারী অনাদি সমাধিধারী
স্তব্ধ ভয়ে চরণে তাঁরি প্রণতি করে গগন ॥
ত্রিশূল-বিষাণ রহে পড়িয়া পাশে
ললাটে শশী নাহি হাসে
গঙ্গা তরঙ্গ-হারা ভীত ভুবন।
ত্রাহি হে শম্ভু শিব, ত্রাসে কাঁপে জড় ও জীব
ভোলো এ ভীষণ তপ গাহিতেছে সঘন ॥

* ৭৪১. তাল : কাহারবা

দ্বৈত রাধাকৃষ্ণ নামের মালা
জপ দিবানিশি নিরালা ॥
পুরুষ অগতির গতি গোকুলের পতি
স্ত্রী শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি দেয় যে শ্রীমতী
পুরুষ ভব-সাগরে কৃষ্ণ নাম ধ্রুবজ্যোতি
দ্বৈত সেই কৃষ্ণের প্রিয়া ব্রজবালা ॥

স্ত্রী : পাপ-তাপ হবে দূর হরির নামে
শ্রীমতী রাধা যে হরির বামে
পুরুষ : ঐ নাম জপি' যাবি গোলকধামে
দ্বৈত : সেই রাধা নাম হরে দুঃখ জ্বালা ॥
স্ত্রী : সাধনে সিদ্ধ হবে রাধা ব'লে ডাকো
পুরুষ : কৃষ্ণ-মূরতি হৃদি-মন্দিরে রাখো
দ্বৈত : জপ রে যুগল নাম রাধাশ্যাম
এই আঁধার জগৎ হবে আলা ॥

*** ৭৪২. তাল : কাহার্‌বা**

শ্রান্ত-ধারা বালুতটে শীর্ণা-নদীর গান
সেই সুরে গো বাজবে আমার করুণ বাঁশির তান ॥
সাথী-হারা একেলা পাখি, যে-সুরে যায় বনে ডাকি'
সেই সুরেরি কাঁদন মাখি' বিধুর আমার প্রাণ ॥
দিন শেষের ম্লান আলোতে ঘনায় যে বিষাদ
আমার গানে জড়িয়ে আসে তারই অবসাদ।
ঝরা-পাতার মরমরে, বাদল-রাতে ঝরঝরে
বাজে আমার গানের সুরে গোপন অভিমান ॥

*** ৭৪৩. তাল : তেওড়া**

হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দু'টি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই ॥
সৃষ্টি যাঁর মুসলিম রে ভাই হিন্দু সৃষ্টি তাঁরি
মোরা বিবাদ ক'রে খোদার উপর করি যে খোদকারি।
শাস্তি এত আজ আমাদের হীন-দশা এই তাই ॥
দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে
বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।
দুই জনারই মাঠেরে ভাই সমান বৃষ্টি ঝরে—
সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে
চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম-বেশি কি পাই
বাইরে শুধু রঙের তফাৎ ভিতরে ভেদ নাই ॥

*** ৭৪৪. তাল : ত্রিতাল**

হে মহামৌনী, তব প্রশান্ত গম্ভীর বাণী শোনাবে কবে
যুগ যুগ ধরি' প্রতীক্ষারত আছে জাগি' ধরণী নীরবে ॥
যে-বাণী শোনার অনুরাগে উদার অম্বর জাগে
অনাহত যে-বাণীর ঝঙ্কার বাজে ওঙ্কার প্রণবে ॥
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারায় জ্বলে যে-বাণীর শিখা
পুষ্পে-পর্ণে শত বর্ণে যে-বাণী-ইঙ্গিত লিখা।
যে অনাদি বাণী সদা শোনে যোগী-ঋষি মুনি জনে
যে-বাণী শুনি না শ্রবণে বুঝি অনুভবে ॥

*** ৭৪৫. তাল : দাদ্‌রা**

আজ ভারতের নব আগমনী জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান
জাগরণী গায় প্রভাতের পাখি ফুলে ফুলে হাসে গোরস্থান।

ট'লেছে অটল হিমালয় আজি
সাগরে শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
হলাহল শেষে উঠেছে অমৃত বাঁচাইতে মৃত মানব-প্রাণ ॥
আঁধারে ক'রেছে হানাহানি যারা
আলোকে চিনেছে আত্মীয় তা'রা
এক হয়ে গেছে খ্রিস্টান, শিখ, হিন্দু, পারসি, মুসলমান।
এই তাপসীর চরণ তলে
লভিয়াছে জ্ঞান শিক্ষা সকলে
আবার আসিবে তারা দলে দলে করিতে পুণ্য-তীর্থ-স্নান ॥

*** ৭৪৬. রাগ : খাম্বাবতী, তাল : ঝাঁপতাল**

আজি নন্দলাল মুখচন্দ নেহারি
অধীর আনন্দে অন্তর কাঁপে ঝরে প্রেমবারি ॥
বকুল-বন হরষে ফুলদল বরষে
গাহে রাধা শ্যাম নাম হরি-চরণ হেরি শুকসারি ॥

*** ৭৪৭. তাল : কাহার্‌বা**

কে সাজালো মাকে আমার বিসর্জনের বিদায় সাজে
আজ সারাদিন কেন এমন করুণ সুরে বাঁশি বাজে ॥
আনন্দেরি প্রতিমাকে হায়, বিদায় দিতে পরাণ নাহি চায়
মা-কে ভাসিয়ে জলে কেমন ক'রে রইব আঁধার ভবন মাঝে ॥
মা'র আগমনে বেজেছিল প্রাণে নূতন আশার বাঁশি
দুঃখ শোক ভয় ভুলেছিলাম দেখে মা অভয়ার মুখের হাসি।
মা দশ হাতে আনন্দ এনেছিল, বিশ হাতে আজ দুঃখ ব্যথা দিল
মা মৃন্ময়ীকে ভাসিয়ে জলে, পাব চিন্ময়ীকে বুকের মাঝে ॥

*** ৭৪৮. তাল : কাহার্‌বা**

গিরিধারী গোপাল ব্রজ গোপ দুলাল
অপরূপ ঘনশ্যাম নব তরুণ তমাল ॥
বিশাখার পটে আঁকা মধুর নিরুপম
কান্ত ললিতার শ্রীরাধা প্রীতম
রুক্মিণী গতি হরি যাদব ভূপাল ॥
যশোদার স্নেহডোরে বাঁধা ননীচোর
নন্দের নয়ন আনন্দ কিশোর
শ্রীদাম সুদাম সখা গোঠের রাখাল ॥
কংস নিসূদন কৃষ্ণ মথুরাপতি
গীতা উদ্‌গাতা পার্থসারথি
পূর্ণ ভগবান বিরাট বিশাল ॥

*** ৭৪৯. রাগ : বাগেশ্রী মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা**

চোখের নেশার ভালোবাসা সে কি কভু থাকে গো
জাগিয়া স্বপনের স্মৃতি স্মরণে কে রাখে গো ॥
তোমরা ভোল গো যা'রে চিরতরে ভোল তা'রে
মেঘ গেলে আবছায়া থাকে কি আকাশে গো ॥
পুতুল লইয়া খেলা খেলেছ বালিকা বেলা

খেলিছ পরাণ ল'য়ে তেমনি পুতুল খেলা।
ভাঙিছ গড়িছ নিতি হৃদয়-দেবতাকে গো।
চোখের ভালোবাসা গ'লে
শেষ হ'য়ে যায় চোখের জলে
বুকের ছলনা সেকি নয়ন জলে ঢাকে গো॥

*** ৭৫০. তাল : ত্রিতাল**

ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে
ভুলে আছিস দেশ জননী কেমন ক'রে॥
ব্যথিত বুকে মাগো তোমার মন্দির গড়ি
করি পূজা আরতি মাগো যুগ যুগ ধরি'
ধূপ পুড়িয়া মাগো চন্দন শুকায়ে যায়
এসো মা এসো পুন রানীর মুকুট প'রে॥
দুখের পসরা মা আর যে বহিতে নারি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকায়েছে আঁখি-বারি
এ গ্লানি লাজ মাগো সহিতে নাহি পারি
বিশ্ব বন্দিতা এসো দুখ-নিশি-ভোরে॥
অতীত মহিমা ল'য়ে এসো মহিমাময়ী
হীনবল সন্তানে কর মা ভুবনজয়ী
দুখ তপস্যা মা কবে তব হবে শেষ
আয় মা নব আশা রবির প্রদীপ ধ'রে॥

*** ৭৫১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে গো,
সে বলেও না টলেও না থমথম করে গো॥
যেন নতুন পিঞ্জরের পাখি, ঘেরা টোপে ঢাকা থাকি
জটিলা-কুটিলার ভয়ে আছি আমি ম'রে গো॥
যেন চোরের বউ কান্‌তে নারি ভয়ে ফুকারিয়া গো,
আমি রান্না ঘরে কান্না লুকাই লঙ্কা-ফোড়ন দিয়া গো।
ব্যথার ব্যথী পাইরে কোথা, জানাই যা'রে মনে ব্যথা
বুকে ধিকি ধিকি তুষের আগুন জ্ব'লবে চিরতরে
বুঝি জ্ব'লবে জনম ভ'রে গো॥

*** ৭৫২. তাল : কাহার্‌বা**

বউ কথা কও, বউ কথা কও, কও কথা অভিমানিনী
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে যাবে কত যামিনী॥
সে কাঁদন শুনি হের নামিল নভে বাদল
এলো পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে ডাকে পাখি পিউ কাঁহা
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে আঁখি মোর সৌদামিনী॥

*** ৭৫৩. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

বাঁকা চোখে চাহে ও কে
ওকি ভয়ে, না লাজে, না ভালোবাসায়?

বটের ঝুরি ধ'রে হেসে তাকায়
দীঘির জলে কভু কল্‌সি ভাসায়?
(আমার) পাখি শিকার দেখে তাহার আঁখি ছলছল
যেন দুটি ঝিনুক ভরা কাজলা দীঘির জল
তার আঁজলা ভরা শাপলা কাঁপে টলমল্‌ গো
সে বাঁকিয়ে জোড়া ভুরু মোরে শাসায়॥
কভু এলায়ে গা বাঁধে খোঁপা কোমরে জড়ায় আঁচল
মট্‌কায় আঙুল, কভু ঘসে সে পা গো
কভু জলে ডোবে কভু সাঁতার কাটে
নানান ছলে সে দেরি করে জলের ঘাটে
মোরে জানায় যেন ও সে আছে ব'সে
কাহার আসার আশায়॥

* ৭৫৪. তাল : ত্রিতাল

ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে অরুণ আশার সোনার রথে॥
অশ্রু গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধনগীতি
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয় বিছানো পথে॥
বিজয়া তোর হ'ল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়
বিসর্জনের কান্না মা এবার তুই এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা স্থান দে স্বাধীন জগতে॥

* ৭৫৫. তাল : দাদ্‌রা

রাঙা জবার বায়না ধ'রে আমার কালো মেয়ে কাঁদে
সে তারার মালা সরিয়ে ফেলে এলোকেশ নাহি বাঁধে॥
পলাশ অশোক কৃষ্ণচূড়ায়, রাগ ক'রে সে পায়ে গুঁড়ায়
সে কাঁদে দু'হাত দিয়ে ঢেকে যুগল আঁখি সূর্য চাঁদে॥
অনুরাগের রাঙাজবা থাক না মোর মনের বনে
আমার কালো মেয়ের রাগ ভাঙাতে ফিরি জবার অন্বেষণে।
মা'র রাঙা চরণ দেখতে পেয়ে, বলি এই যে জবা হাবা মেয়ে
জবা ভেবে আপন পায়ে উঠলো নেচে মধুর ছাঁদে॥

* ৭৫৬. তাল : ফের্‌তা

পুরুষ : সোনার বরণ কন্যা গো, এসো আমার সোনার নায়ে
চল আমার বাড়ি
স্ত্রী : ওরে অচিন দেশের বন্ধুরে,
তুমি ভিন্‌ গেরামের নাইয়া আমি ভিন্‌ গেরামের নারী।
পুরুষ : গয়না দিব বৈচী খাড়ু শাড়ি ময়নামতীর।
স্ত্রী : গয়না দিয়ে মন পাওয়া যায় না কুলবতীর।
পুরুষ : শাপলা ফুলের মালা দেব রাঙা রেশমি চুড়ি।
স্ত্রী : ঐ মন-ভুলানো জিনিস নিয়ে (বন্ধু) মন কি দিতে পারি?
পুরুষ : (তুমি) কোন্‌-সে রতন চাও রে কন্যা, আমি কি তা জানি?

স্ত্রী : তোমার মনের রাজ্যে আমি হ'তে চাই রাজরানী।
দ্বৈত : হইও সাক্ষী তরুলতা পদ্মা নদীর পানি (আরে ও)
(আজি) কূল ছাড়িয়া দু'টি প্রাণী অকূলে দিল পাড়ি।

* ৭৫৭. তাল : কাহারবা

যাও যাও তুমি ফিরে এই মুছিনু আঁখি
কে বাঁধিবে তোমারে হায় গানের পাখি॥
মোর এত প্রেম আশা এত ভালোবাসা
সকলি দুরাশা আর কি দিয়ে রাখি॥
তোমার বেঁধেছিল নয়ন শুধু এ রূপের জালে
তাই দুদিন কাঁদিয়া হায় এ বাঁধন ছাড়ালে।
আমার বাঁধিয়াছে হিয়া আমি ছাড়াব কি দিয়া
আমার হিয়া তো নয়ন নহে ও সে ছাড়ে না কাঁদিয়া,
ওগো দু'দিন কাঁদিয়া।
এই অভিমান জ্বালা মোর একেলারি কালা
ম্লান মিলনেরি মালা দাও ধূলাতে ঢাকি॥

* ৭৫৮. তাল : যৎ (৮ মাত্রা)

যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম সকলি নিয়ো হে স্বামী
যত সাধ আশা প্রীতি ভালোবাসা সঁপিনু চরণে আমি॥
ধ'রে যা'রে রাখি আমার বলিয়া
সহসা কাঁদায়ে যায় সে চলিয়া
অনিমেষ, আঁখি তুমি ধ্রুবতারা জাগো দিবসযামী॥
মায়ার ছলনায় পুতুল খেলায়
ভুলাইয়া প্রভু রেখেছিলে আমায়
ভুলেছি সে খেলা আজি অবেলায় তোমারই দুয়ারে থামি॥

* ৭৫৯. তাল : কাহারবা

সই নদীর ধারে বকুল তলায় সুবাস শীতল ছায়
আকুল তাহার আঁখি দুটি কাহার পানে চায়।
সই যা না লো দাঁড়ায়ে, কাঁটা বিঁধেছে মোর পায়ে
তোরা দাঁড়া সখি ক্ষণেক ওকি হাসিস্ কেন হায়॥
আমার কলসিটি যে ভারি, ডালে বেঁধেছে মোর শাড়ি
তোরা বলিস ছলি হেরি ওরে ছি ছি এ কি দায়!
যদি হেরেই থাকি ওরে, তোরা দুষিস্ কেন মোরে
আমার আমি বশে নাই মোর (পাগল) আঁখির নেশায়॥

* ৭৬০. তাল : দাদ্‌রা

আমার কালীবাঞ্ছা কল্পতরুর ছায়াতলে আয় রে,
এই তরুতলে যে যাহা চায় তখনি তা পায় রে॥
তুই চতুর বর্গ ফল কুড়াবি
যোগ পাবি, ভোগ পাবি
এমন কল্পতরু থাকতে — কেন মরিস্ নিরাশায় রে॥
দস্যু ছেলের আবদারে সে সাজে ডাকাত কালীর বেশে,
কত রামপ্রসাদের কন্যা হয়ে বেড়া বেঁধে যায় রে॥

ওরে পুত্র-কন্যা বিভব-রতন,
চেয়ে নে যার ইচ্ছা যেমন,
ওরে আমার এ মন থাকে যেন বাঞ্ছাময়ীর পায় রে॥
সে আর কিছু না চায়
চেয়ে চেয়ে বাসনা তার শেষ হ'ল না হায়!
এবার খালি হাতে তালি দিয়ে (আমি) চাইব কালিকায় রে॥

* ৭৬১. তাল : দাদ্‌রা

আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো রাঙা জবার চেয়ে,
আমি সেই জবাতে ভবানী তোর চরণ দিলাম ছেয়ে॥
মোর বেদনার বেদির 'পরে
বিগ্রহ তোর রাখবো ধ'রে,
পাষাণ দেউল সাজে না — তোর আদরিণী মেয়ে॥
স্নেহ পূজার ভোগ দেবো মা, অশ্রু-পূজাঞ্জলি,
অনুরাগের থালায় দেবো ভক্তি-কুসুম-কলি।
অনিমেষ আঁখির বাতি
রাখবো জ্বেলে দিবস রাতি,
তোর রূপ হবে মা আরও কালো অশ্রুজলে নেয়ে॥

* ৭৬২. তাল : ফের্‌তা

আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা দেহ বিল্বদল,
মুক্তি পাবো ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল॥
মোর বলির পশু হবে সর্বকাম,
মোর পূজার মন্ত্র হবে মায়ের নাম,
মোর অশ্রু দেবো মা'র চরণে সেই তো গঙ্গাজল॥
মোর আনন্দ মাকে দেবো তাই হবে চন্দন,
মোর পুষ্পাঞ্জলি হবে আমার প্রাণ মন।
মোর জীবন হবে আরতি-দীপ,
মোর গুরু হবেন শঙ্কর-শিব,
মোর কাঁটার জ্বালা পদ্ম হবে শুভ্র সুনির্মল॥

* ৭৬৩. তাল : একতাল

এসো মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিণী সাজে।
রাজরানী মা'র ভিখারিনী বেশ দেখে প্রাণে বড় বাজে॥
শিশু-জগতের মায়ের মতন,
তুমি মা প্রথম করিলে পালন,
আজ মাগো তোরই সন্তানগণ কাঁদিছে দৈন্য-লাজে॥
আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী
জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি;
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা রানী নিখিল নর-সমাজে॥
দেখা মা পুন সে অতীত মহিমা,
মুছে দে ভীরুতা গ্লানির কালিমা,
রাঙায়ে আবার দশদিক-সীমা দাঁড়া মা বিশ্ব-মাঝে॥

* ৭৬৪. তাল : ফের্‌তা

ও-তুই যাস্‌নে রাই-কিশোরী কদমতলাতে,
সেথা ধরবে বসন-চোরা ভূতে, পারবিনে আর পালাতে ॥
সে দেখলে কি আর রক্ষে আছে (তোর),
ও-তোর বসন গিয়ে উঠ্‌বে গাছে,
ওলো গোবর্ধন-গিরিধারী সে — পারবিনে তায় টলাতে ॥
দেখতে পেলে ব্রজবালা,
ঘট কেড়ে সে ঘটায় জ্বালা,
ওলো নিজেই গ'লে জল হ'বি তুই পারবিনে তায় গলাতে ॥
ঠেলে ফেলে অগাধ-নীরে
সে হাসে লো দাঁড়ায় তীরে,
শেষে ভাসিয়ে নিয়ে প্রেম-সাগরে ওলো দোলায় নাগরদোলাতে ॥

* ৭৬৫. তাল : ফের্‌তা

ওগো এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে
চাঁচর চিকুর ওড়ে পবন বেগে ॥
তোমার লাবনি ঝ'রে পড়িছে অবনী-পরে
কদম শিহরে কর-পরশ লেগে ॥
তড়িৎ ত্বরিত পায়ে বিরহী-আঁখিরে ছায়ে তরাসে লুকায়।
চলিতে পথের মাঝে ঝুমুর বাজে নূপুর দু'পায়।
অশনি হানার ছলে প্রিয়ারে ধরাও গলে,
ওগো রাতের মুকুল কাঁদে কুসুম জেগে ॥

* ৭৬৬. তাল : কাহার্‌বা

ওগো দু'পেয়ে জীব ছিল গদাই (গদাইচন্দ্র) বিবাহ না ক'রে,
কুক্ষণে তার বিয়ে দিল সবাই ধ'রে ॥
আইবুড়ো সে ছিল যখন, মনের সুখে উড়ত
হাল্‌কা দু'খান পা দিয়ে সে নাচ্‌ত, কুঁদ্‌ত ছুঁড়ত ॥
ওগো বিয়ে করে গদাই
দেখলে সে আর উড়তে নারে, ভারি ঠেকে সদাই।
তার এ্যাডিশনাল দু'খানা ঠ্যাং বেড়ায় পিছে ন'ড়ে ॥
গদাই-এর পা দু'খানা মোটা, আর তার বৌ-এর পা দু'খানা সরু,
ছোট বড় চারখানা ঠ্যাং ঠিক যেন ক্যাঙ্গারু
গদাই (দেখতে) ঠিক যেন ক্যাঙ্গারু
আপিসে পদ বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু ঘরে ফি-বছরে,
পা বেড়ে যায় গড়পড়তায় দু' চারখান ক'রে।
তার বৌ শোনে না মানা —
তিনি হন্যে হয়ে কন্যে আনেন মা ষষ্ঠির ছানা
মানুষ থেকে চার পেয়ে জীব, শেষ ছ'পেয়ে মাছি,
তারপর আটপেয়ে পিঁপড়ে, বাবা গদাই বলে, একেবারে গেছি
আর বলে, ও বাবা বিয়ে করে মানুষ এই কেলেঙ্কারির তরে (বাবা) ॥

৭৬৭. তাল : ফের্‌তা

ওগো প্রিয়তম তুমি চ'লে গেছ আজ আমার পাওয়ার বহু দূরে।
তবু মনের মাঝে বেণু বাজে সেই পুরানো সুরে সুরে॥
বাজে মনের মাঝে বেণু বাজে
প্রিয় বাজাতে যে বেণু বনের মাঝে আজো তার রেশ মনে বাজে॥
তব কদম-মালার কেশরগুলি
আজি ছেয়ে আছে ওগো পথের ধূলি,
ওগো আজিকে করুণ রোদন তুলি' বয় যমুনা ভাটির সুরে॥
(আর উজান বয় না,)
ওগো আজিকে আঁধার তমাল বনে, বসে আছি উদাস মনে
ওগো তোমার দেশের চাঁদ উঠেছে আমার দেশে বাদল ঝুরে॥
সেথা চাঁদ উঠেছে —
ওগো শুক্‌লা তিথির চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে
সখি তাদের দেশের আকাশে আজ আমার দেশের চাঁদ উঠেছে।
ওগো মোর গগনে কৃষ্ণা তিথি আমার দেশে বাদল ঝুরে॥

* ৭৬৮. তাল : দাদ্‌রা

ওরে আয় অশুচি আয়রে পতিত এবার মায়ের পূজা হবে।
যেথা সকল জাতির সকল মানুষ নির্ভয়ে মা'র চরণ ছোঁবে।
(সেথা) এবার মায়ের পূজা হবে॥
সেথা নাই মন্দির নাই পূজারী নাই শাস্ত্র নাইরে দ্বারী,
সেথা মা বলে যে ডাকবে এসে মা তাহারেই কোলে লবে॥
মা সিংহ-আসন হ'তে নেমে বসেছে দেখ্ ধূলির তলে
মার মঙ্গল ঘট পূর্ণ হবে সবার ছোঁওয়া তীর্থ জলে।
মোরা জননীকে দেখিনি, তাই ভাইকে আঘাত হেনেছে ভাই,
আজ মাকে দেখে বুঝবি মোরা এক মা'র সন্তান সবে।
এবার ত্রিলোক জুড়ে পড়বে সাড়া মাতৃ মন্ত্র মাভৈঃ রবে॥

* ৭৬৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কালা এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা।
আমি দেখ্‌ছি কত দেখ্‌ব কত তোমার ছলাকলা;
আমি নিতুই নিতুই শুন্‌বো কখন তিন সতিনীর জ্বালা॥
আমি জল নিতে যাই যমুনাতে তুমি বাজাও বাঁশি হে,
মনের ভুলে কলস ফেলে তোমার কাছে আসি হে,
শ্যাম দিন-দুপুরে গোকুলপুরে দায় হল পথ চলা॥
আমার চারদিকেতে ননদ-সতীন দু'কূল রাখা ভার,
আমি সইব কত আর,
ওরা দুঃখী সাধীর মুক্তি মতন মুক্তি কথা বলা নিতি মুক্তি কথা বলা॥[১]

১. পাঠান্তর- ওরা লুকিয়ে হাসে দেখে মোদের গোপন লীলার ছলা

* ৭৭০. তাল : কাহার্‌বা

কেন বাজাও বাঁশি কালোশশী মৃদু মধুর তানে।
ঘরে রইতে নারি জ্ব'লে মরি বাজাইও না বনে
বাঁশি, আর বাজাইও না বনে॥

নিঝুম রাতে বাজে বাঁশি
পরায় গলে প্রেম-ফাঁসি,
কেহ নাহি জানে হে শ্যাম (আমি) মরি শুধু প্রাণে॥
রাখ রাখ ও-বাঁশরি
ওহে কিশোর-বংশীধারী,
মন নাহি মানে হে শ্যাম (বঁধু) বাঁশি কি গুণ জানে॥

* ৭৭১. তাল : কাহারবা

গিন্নীর চেয়ে শালী ভালো মেসোর চেয়ে মামা।
আর ডাইনের চেয়ে ডুগী ভালো অর্থাৎ কি না বামা॥
একশালা সে দোশালা আচ্ছা, চণ্ডুর চেয়ে গাঁজা,
আর হাতের চেয়ে ভালো, তেনার হাত দিয়ে পান সাজা,
আর ধাক্কার চেয়ে গুঁতো ভালো, উকোর চেয়ে ঝামা॥
টিকির চেয়ে বেণী ভালো, ধূতির চেয়ে শাড়ি,
আর পাঁঠার চেয়ে মুরগি ভালো, থানার চেয়ে ফাঁড়ি
ঠুটোর চেয়ে নুলো ভালো, প্যান্ট চেয়ে পায়জামা॥
আর পেয়াদার চেয়ে যম ভালোরে (ভাই), শালের চেয়ে বাঁশ,
আর দাঁড়ির চেয়ে গোফ্ ভালো ভাই আঁটির চেয়ে শাঁস,
আর ছেলের চেয়ে ছালা ভালো (ওগো), ঝুড়ির চেয়ে ধামা॥
পাকার চেয়ে কাঁচা ভালো, কালোর চেয়ে ফরসা
আর পেত্নীর চেয়ে ভূত ভালো ভাই, ছাড়বার থাকে ভরসা,
আর ঝগড়ার চেয়ে কুস্তি ভালো, কান্নুর চেয়ে গামা॥

* ৭৭২. তাল : দাদ্রা

কোরাস্ : চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক! সাম্যের জয় হোক।
ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রহি দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে.
পুরুষ কণ্ঠ: সহিব না আজ এই অবিচার —
কোরাস্ : খুলিয়াছে আজি চোখ॥
প্রাচীন চীনের প্রাচীর মহাভারতের হিমালয়
আজি এই কথা যেন কয় —
মোরা সভ্যতা শিখায়েছি পৃথিবীরে–ইহা কি সত্য নয়?
হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,
সুন্দর হবে শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল।
পুরুষ কণ্ঠ: আমরা আনিব অভেদ ধর্ম —
কোরাস্ : নব বেদ-গাথা-শ্লোক॥

* ৭৭৩. তাল : কাহারবা

জাগো জোগো গোপাল নিশি হ'ল ভোর,
কাঁদে ভোরের তারা হেরি' তোর ঘুম-ঘোর॥
দামাল ছেলে তুই জাগিস্‌নি তাই
বনে জাগেনি পাখি ঘুমে মগ্ন সবাই,
বাতাস নিশ্বাস ফেলে খুঁজিছে বৃথাই
তোর বাঁশরি লুটায়ে কাঁদে আঙিনায় মোর॥

তুই উঠিস্‌নি ব'লে দেখ রবি ওঠেনি
ঘরে আনন্দ নাই, বনে ফুল ফোটেনি।
ধোয়াবে বলিয়া তোর মুখেরি কাজল
থির হ'য়ে আছে ঘাটে যমুনার জল,
অঞ্চল-ঢাকা মোর, ওরে চঞ্চল,
আমি চেয়ে আছি কবে ঘুম ভাঙিবে তোর।।

*** ৭৭৪. তাল : কাহার্‌বা**

তোমায় কূলে তুলে বন্ধু আমি নামলাম জলে।
আমি কাঁটা হয়ে রই নাই বন্ধু তোমার পথের তলে।।
আমি তোমায় ফুল দিয়েছি কন্যা তোমার বন্ধুর লাগি'
যদি আমার শ্বাসে শুকায় সে ফুল তাই হলাম বিবাগী।
আমি বুকের তলায় রাখি তোমায় গো, ওরে শুকায়নি ক' গলে।।
(ওই) যে-দেশ তোমার ঘর্‌ রে বন্ধু সে দেশ হতে এসে,
আমার দুখের তরী দিছি ছেড়ে, (বন্ধু) চলতেছে সে ভেসে।
এখন যে-পথে নাই তুমি বন্ধু গো, তরী সেই পথে মোর চলে।।

*** ৭৭৫. তাল : দাদ্‌রা**

তোমার সৃষ্টি মাঝে হরি হেরিতে যে নিতি পাই তোমায়।
তোমার রূপের আবছায়া ভাসে গগনে, সাগরে, তরুলতায়।।
চন্দ্রে তোমার মধুর হাস, সূর্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ;
করুণা সিন্ধু তব আভাস বারি-বিন্দুতে হিমকণায়।।
ফোটা ফুলে হরি, তোমার তনুর গোপী-চন্দন গন্ধ পাই,
হাওয়ায় তোমার স্নেহের পরশ অন্নে তোমার প্রসাদ খাই।
রাসবিহারী তব রূপ দোলে, দুঃখ শোকের হিন্দোলে,
তুমি, ঠাঁই দাও যবে ধর কোলে মোর বন্ধু স্বজন কেঁদে ভাসায়।।

*** ৭৭৬. তাল : কাহার্‌বা**

থাক্‌ এ গৃহ ঘিরিয়া সদা মঙ্গল কল্যাণ হে ভগবান।
দাও পূত পবিত্রতা প্রশান্তি অফুরান, হে ভগবান।।
অন্তরে দেহে দাও বিমল্‌-জ্যোতি
কর্মে প্রেরণা দাও ধর্মে মতি;
এ গৃহের নারী হোক পুণ্যবতী
বীরত্বে ত্যাগে হোক পুরুষ মহান; হে ভগবান।।
এ গৃহের বারি হোক নির্মল সুশীতল হে ভগবান,
এ গৃহের আলো হোক পুণ্যে সমুজ্জ্বল হে ভগবান।
সকলের সাথে হেথা প্রীতি যেন রয়
যেন নাহি থাকে হেথা রোগ শোক ভয়;
দূর কর হিংসা পাপ সংশয়
সার তব পায়ে নিবেদিত সকলের মনপ্রাণ, হে ভগবান।।

*** ৭৭৭. তাল : কাহার্‌বা**

দুঃখ-ক্লেশ-শোক-পাপ-তাপ শত
শ্রান্তি মাঝে হরি শান্তি দাও দাও।।

কাণ্ডারি হে আমার, পার কর কর পার,
উত্তাল তরঙ্গ অশান্তি পারবার,
অভাব দৈন্য শত হৃদি-ব্যথা-ক্ষত,
যাতনা সহিব কত প্রভু কোলে তুলে নাও ॥
হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু,
অম্বর ব্যাপি' ঝরে তব কৃপা-বিন্দু,
মরুর্ মতন চেয়ে আছি নব ঘনশ্যাম—
আকুল তৃষ্ণা ল'য়ে প্রভু পিপাসা মিটাও ॥

* ৭৭৮. তাল : কাহার্‌বা

দেখে যারে রুদ্রাণী মা সেজেছে আজ ভদ্রকালী।
শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে শ্মশান মাঝে শিব-দুলালী ॥
আজ শান্ত সিন্ধু তীরে
অশান্ত ঝড় থেমেছে রে,
মা'র কালো রূপ উপ্‌চে পড়ে ছাপিয়ে ভুবন গগন-ডালি ॥
আজ অভয়ার ওষ্ঠে জাগে শুভ্র করুণ শান্ত হাসি,
আনন্দে তাই বসন ফেলি' মহেন্দ্র ঐ বাজায়-বাঁশি,
ঘুমিয়ে আছে বিশ্ব ভুবন
মায়ের কোলে শিশুর মতন,
পায়ের লোভে মনের বনে ফুল ফুটেছে পাঁচমিশালি ॥

* ৭৭৯. তাল : কাহার্‌বা

ব্রজপুর-চন্দ্র পরমসুন্দর, কিশোর লীলা-বিলাসী
সখি গো, আমি তা'রই চিরদাসী।
অমৃত-রস-ঘন শ্যামল শোভন, প্রেম-বৃন্দাবন-বাসী ॥
চাঁচর চিকুরে শিখী-পাখা যার,
গলে দোলে বন-কুসুম হার
ললাটে তিলক, কপোলে অলক অধরে মৃদু মৃদু হাসি ॥
মকর কুণ্ডল দোলে শ্রবণে,
বোলে মণি-মঞ্জরি রাতুল চরণে
চির অশান্ত, চপল কান্ত বিশ্ব সে রূপ-পিয়াসি ॥
বক্ষে শ্রীবৎস কৌস্তভ শোভে,
করে মুরলী ভোলে মধুর রবে,
পীত বসনধারী সেই মাধবে যেন যুগে যুগে ভালবাসি ॥

* ৭৮০. তাল : দাদ্‌রা

মা কবে তোরে পারব দিতে আমার সকল ভার।
ভাবতে কখন পারব মাগো নাই কিছু আমার ॥
কারেও আনিনি মা সঙ্গে ক'রে
রাখতে নারি কারেও ধ'রে
তুই দিস্, তুই নিস্ মা হ'রে (আমার) কোথায় অধিকার ॥
হাসি খেলি, চলি, ফিরি ইঙ্গিতে মা তোরই,
তোরই মাঝে লভি, তোরই মাঝে মরি।

পুত্র-মিত্র-কন্যা-জায়া,
মহামায়া তোরই মায়া,
মা তোর লীলার পুতুল আমি ভাবতে দে এবার ॥

* ৭৮১. তাল : কেহ্‌রবা

উভয়ে : মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে দূর দ্বারকায় বৃন্দাবনে।
স্ত্রী+ উভয়ে : মোর মন হ'তে চায় ব্রজের রাখাল খেলতে রাখাল-রাজার সনে।
স্ত্রী : রূপ ধরে না বিশ্বে যাহার
দেখতে সাধ যায় কিশোর-রূপ তার
পুরুষ : কেমন মানায় নরের রূপে অনন্ত সেই নারায়ণে ॥
স্ত্রী : সাজ্‌ত কেমন শিখী-পাখা বাজ্‌ত কেমন নূপুর পায়ে,
পুরুষ : থির কেমনে থাক্‌ত ধরা নাচ্‌ত যখন তমাল ছায়ে।
উভয়ে : মা যশোদা বাঁধ্‌তে যখন কাঁদ্‌ত ভগবান কেমনে ॥
স্ত্রী : সাজ্‌ত কেমন বন-মালায় বিশ্ব যাহার অর্ঘ্য সাজায়;
পুরুষ : যোগী-ঋষি পায় না ধ্যানে গোপ-বালা কেমনে পায়।
উভয় : তেম্‌নি ক'রে কালার প্রেমে সব খোয়াব এই জীবনে ॥

* ৭৮২. তাল : ত্রিতাল

শ্যামা তোর নাম যার জপমালা তার কি মা ভয় ভাবনা আছে।
দুঃখ-অভাব-রোগ-শোক-জরা লুটায় মা তার পায়ের কাছে ॥
যার চিত্ত নিবেদিত তোর চরণে,
ওমা কি ভয় তাহার জীবনে মরণে।
যেমন খেলে শিশু মায়ের সম তোর অভয় কোলে সে তেমনি নাচে[১] ॥
রক্ষামন্ত্র যার শ্যামা তোর নাম,
সকল বিপদ তারে করে প্রণাম।
সদা প্রসন্ন মন তার ধ্যানে মা তোর,
ভূমানন্দে মা গো রহে সে বিভোর।
তার নিকটে আসিতে নারে কাল কঠোর তব নাম প্রসাদ সে লভিয়াছে ॥

পাঠান্তর- ১ মায়ের কোলে সে যে শিশু সম নির্ভর চিতে সদা খেলে নাচে।

* ৭৮৩. তাল : কাহার্‌বা

দ্বৈত : ওগো নন্দ দুলাল নাচে ছন্দতালে
স্ত্রী : মধু মঞ্জির বোলে মণি কুন্তল দোলে
পুরুষ : চন্দন লেখা শোভে চারুভালে ॥
স্ত্রী : রস যমুনায় জাগে ঢেউ উতরোল
পুরুষ : ব্রজ-গোপিকার প্রাণে লাগি তারি হিল্লোল
দ্বৈত : রাস পূর্ণিমা রাতে শিখী নাচে সাথে সাথে
ফুল দোলে কুঞ্জেরই বকুল ডালে ॥
স্ত্রী : নাচে নন্দ দুলাল বাজে মোহন বেণু
পুরুষ : অঙ্গের লাবনিতে আলো করে অবনীতে
দ্বৈত : হাসিতে ঝরায় ফুল পরাগ রেণু।
স্ত্রী : রাঙা পায়ে রুমুঝুমু বাজে মধুর
পুরুষ : জীবন মরণ তার যুগল নূপুর
দ্বৈত : মুগ্ধ তারকা শশী রাতের দেউলে বসি
আরতি প্রদীপ শিখা নিত্য জ্বালে ॥

*** ৭৮৪. তাল : দাদ্‌রা**

(মা) ও মা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
আমি কেন অন্ধ মাগো দেখি শুধু কালো ॥
মা সর্বলোকে শক্তি ফিরিস নাচি
ওমা আমি কেন পঙ্গু হয়ে আছি
ওমা ছেলে কেন মন্দ হল জননী যার ভালো ॥
তুই নিত্য মহা প্রসাদ বিলাস কৃপার দুয়ার খুলি
চির শূন্য রইল কেন আমার ভিক্ষা ঝুলি।
বিন্দু বারি পেলাম না মা সিন্ধুজলে রয়ে
মা ও তোর চোখের কাছে পড়ে আছি চোখের বালি হয়ে
মোর জীবন্মৃত এই দেহে মা চিতার আগুন জ্বালো ॥

*** ৭৮৫. তাল : ফের্‌তা**

ওরে দেখে যা তোরা নদীয়ায়
গোরার রূপে এলো ব্রজের শ্যামরায় ॥
মুখে হরি হরি বলে
হেলে দুলে নেচে চলে
নরনারী প্রেমে গলে ঢলে পড়ে রাঙা পায় ॥
ব্রজে নূপুর পরি নাচিত এমনি হরি
কুল ভুলিয়া সবে ছুটিত এমন করি
শচীমাতার রূপে কাঁদিছে মা যশোদা
বিষ্ণু প্রিয়ার চোখে কাঁদে কিশোরী রাধা
নহে নিমাই নিতাই ও যে কানাই বলাই
শ্রীদাম সুদাম এলো জগাই মাধাই-এ হায় ॥
আজ এসেছে ভুবন ভুলাতে অসি নাই বাঁশি নাই
ও ভাই এবারে শূন্য হাতে এসেছে ভুবন ভুলাতে।
ও ভাই লীলা পাগল এলো প্রেমে মাতাতে
ডুবু ডুবু নদীয়া বিশ্ব ভাসিয়া যায় ॥

*** ৭৮৬. তাল : দাদ্‌রা**

কে দুয়ারে এলে মোর তরুণ ভিখারি
কি যাচে ও আঁখি বুঝিতে যে নারি ॥
হৃদি প্রাণ মন বিভব রতন
ডারিনু চরণে লহ পথচারী ॥
দুয়ারে মোর নিতি গেয়ে যায় যে গীতি
নিশিদিন বুকে কাঁপে তারি স্মৃতি।
কি দিয়ে এ ব্যথা নিবারিতে পারি ॥
মিলন বিরহ যা চাও প্রিয় লহ
দাও ভিখারিনী বেশ দাও ব্যথা অসহ
মোর নয়নে দাও তব নয়ন বারি ॥

*** ৭৮৭. তাল : কাহারবা**

পুরুষ : কোন ফুলেরি মালা দিই তোমার গলে লো প্রিয়া
বুলবুলি গাহিয়া উঠে তব ফুলের পরশ নিয়া

স্ত্রী : হাতে দিও হেনার গুচ্ছি কেশে শিরিন ফুল।
কর্ণে দিও টগর কুঁড়ি অপরাজিতার দুল।
কুন্দকলির মালা দিও নাই পেলে বকুল
ফুলের সাথে হৃদয় দিতে হয় না যেন ভুল।
পুরুষ : কোন ভূষণে রানী ও রূপের করি আরতি
হায় সোনার বরণ মলিন হেরি তোমার রূপের জ্যোতি।
স্ত্রী : তোমার বাহুর বাঁধন প্রিয় সেই তো গলার হার
হাতে দিও মিলন রাখী খুলবে না যা আর।
কানে দিও কানে কানে কথার দু'টি দুল
নিত্য নূতন ভূষণ দিও প্রেমের কামনার।
পুরুষ : কোন নামেতে ডাকি সাধ না মেটে কোনো নামে
তব নামে গান সব কবি হার মানে ধরা ধামে।
স্ত্রী : সুখের দিনে সখি বলো সেই তো মধুর নাম
দুখের দিনে বন্ধু বলে ডেকো অবিরাম।
নিরালাতে রানী বলো শ্রবণ অভিরাম
বুকে চেপে প্রিয়া বলো সেই তো আমার নাম॥

* ৭৮৮. তাল : কেরতা

চাও চাও চাও নব বধূ অবগুণ্ঠন খোলো
আনত নয়ন তোলো॥
আমি যে ননদী খরতর নদী লজ্জা কি
লজ্জায় ফুল শয্যায় কাল ছিল না তো নত ওই আঁখি
সবি বলে দেব যদি বউ কথা না বলো॥
বউ কথা কও ডাকে পাখি
তবুও নীরব রবে নাকি
দেখি দেখি গালে লালী ও কি সে ও লজ্জায় বুঝি লাল হলো॥
ও কি অধীর চরণে যেয়ো না যেয়ো না
আন-ঘরে লুকাইতে দেখে যদি কেউ
সখি পাশের ও ঘরে মানুষ যে রহে
তারও অন্তরে বহে বিরহেরি ঢেউ।
লজ্জায় যদি তব ভূষণ সজ্জায় তবে কি প্রয়োজন
সুখে সুখী হব দুখে দুখী বসো মুখোমুখি লাজ ভোলো॥

* ৭৮৯. তাল : দাদ্‌রা

কাঁদব না আর শচী-দুলাল তোমায় ডেকে ডেকে
মোরা কাঁদবো না –
(প্রিয়) তুমি গেছ চলে তোমার প্রেম গিয়েছ রেখে
তাই কাঁদব না॥
ত্যাগ যেখানে প্রেম যেখানে
ওগো তোমার মধুর রূপ সেখানে
ওগো জগন্নাথের দেউল তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে॥
হল বৈরাগিনী ধরা তোমার চরণ ধূলি মেখে
তোমার মন্ত্র নিল অসীম আকাশ চাঁদের তিলক এঁকে।

সুন্দর যা কিছু হেরি
ওগো রূপ সে শচী-নন্দনেরি
তোমার ডাক শুনি যে ওগো প্রিয় আজো হৃদয়পুরীর সাগর থেকে ॥

* ৭৯০. তাল : ঝাঁপতাল

কে জানে মা তব মায়া মহামায়ারূপিণী
বিরাজ সর্বত্র তুমি বিশ্বব্যাপিনী ॥
প্রথমে মা মহাকালী দ্বিতীয়ে মা তারা
তৃতীয়ে ষোড়শীরূপ পূরিল ত্রিপুরা
চতুর্থে ভুবনেশ্বরী পঞ্চমে ভৈরবী নারী
তেমন বিচিত্রময়ী হর-মন-বিমোহিনী ॥
ষষ্ঠে ছিন্নমস্তা রূপ ধারণ-করিলে
নিজ মুণ্ড খণ্ড করি করেতে ধরিলে
তিন ধারে রক্ত পড়ে একধারা নিজে পান করে
দু-ধারা দুই ধারে পড়ে দুই ধার দুই যোগিনী ॥
সপ্তমে মা ধূমাবতী অষ্টমে বগলা
নবমে মাতঙ্গীরূপ দশমে কমলা
আসা যওয়া বারেবারে প্রাণে তো সহে না আর
নিজ গুণে দয়া কর অজ্ঞান জ্ঞান দায়িনী ॥

* ৭৯১. তাল : ফেরতা

গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল যুগে যুগে হ'য়ো প্রিয়
জনমে জনমে বঁধু তব প্রেমে আমারে ঝুরিতে দিও ॥
তুমি চির চঞ্চল চির পলাতকা
প্রেমে বাঁধা প'ড়ে হইয়ো মোর সখা
মোর জাতি কুল মান তনু মন প্রাণ হে কিশোর হ'রে নিও ॥
রাধিকার সম কুব্জার সম রুক্মিণী সম মোরে
গোকুল মথুরা দ্বারকায় নাথ রেখো তব সাথী[১] ক'রে।
গোপনে চেয়েছ সব শত গোপীকায়
চন্দ্রাবলী ও সত্যভামায়
তেমনি হে নাথ চাহিও আমায় লুকায়ে ভালোবাসিও ॥

১ দাসী

* ৭৯২. তাল : দাদ্‌রা

(মা) ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস আমি তাই হয়েছি লক্ষীছাড়া
ও তোর কৃপা বিনা শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তিচারা ॥
ওমা তুই আশ্রয় দিলি না তাই, আমি যা পাই তা পথে হারাই
তোর রসময় ভুবন আমার শ্মশান হল ওমা তারা ॥
আজ আনন্দ যমুনা ফেলে এসেছি তাই যমের দ্বারে
ওমা জীবনে যা পেলাম না তা মরণ যদি দিতে পারে।
মাগো ওমা তত বাড়ে বুকের জ্বালা, পাই যত যশ খ্যাতির মালা
রাজপ্রাসাদে শুয়ে মাগো শান্তি কি পায় মাতৃহারা ॥

* ৭৯৩. তাল : দাদ্‌রা

দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যেথা থাকে
ভিখারিনী বেশে সেথা দেখেছি মোর মাকে
মোর অন্নপূর্ণা মাকে ॥

অহংকারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে মাকে খুঁজি
মা ফেরেন ধূলি পথে যখন ঘটা করে পূজি
ঘুরে ঘুরে দূর আকাশে প্রণাম আমার ফিরে আসে
যথায় আতুর সন্তানে মা কোল বাড়ায়ে ডাকে ॥
নামতে নারি তাদের কাছে সবার নীচে যারা
তাদের তরে আমার জগন্মাতা সর্বহারা।
অপমানের পাতাল তলে লুকিয়ে যারা আছে
তোর শ্রীচরণ রাজে সেথা নে মা তাদের কাছে
আনন্দময় তোর ভুবনে আনব কবে বিশ্বজনে
আমি দেখব জ্যোতির্ময়ী রূপে সেদিন তমসাকে
আমার অন্নপূর্ণা মাকে ॥

* ৭৯৪. তাল : দাদ্‌রা

দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ হে নাথ তাহে দুঃখ নাই
তুমি যেন অন্তরে মোর বিরাজ করো সর্বদাই ॥
রোগের মাঝে অশান্তিতে
তুমি থেকো আমার চিতে
তোমার নামের ভজন গীতে প্রাণে যেন শান্তি পাই ॥
দুর্দিনেরি বিপদ এলে তোমায় যেন না ভুলি
তোমার ধ্যানে পর্বত পায় অটল থাকি না দুলি।
সুখের দিনে বিলাস ঘোরে
ভুলতে নাহি দিও মোরে
আপনি ডেকে নিও কোলে দূরে যদি সরে যাই ॥

* ৭৯৫. তাল : একতাল

দুঃখ সাগর মন্থন শেষ ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়
কবে সে ডুবিলি অতল পাথারে উঠিলি না আর হায় মা হায় ॥
মন্থনে শুধু উঠে হলাহল
শিব নাই পান কে করে গরল
অমৃত ভাণ্ড লয়ে আয় মাগো জ্বলিয়া মরি বিষের জ্বালায় ॥
হরিৎ ক্ষেত্রে সোনার শস্যে দুলে না আর তোর আঁচল
শুকায়েছে মাগো মায়ের স্তন্য গাভীর দুগ্ধ নদীর জল।
চাই না মোক্ষ চাই মা বাঁচিতে
অক্ষয় আয়ু লয়ে ধরণীতে
চাই প্রাণ চাই ক্ষুধায় অন্ন মুক্ত আলোকে মুক্ত বায় ॥

* ৭৯৬. তাল : ফের্‌তা

দে দোল্ দে দোল্ ওরে দে দোল্ দে দোল্
জাগিয়াছে ভারত সিন্ধু তরঙ্গে কল-কল্লোল ॥
পাষাণ গলেছে রে অটল টলেছে রে
জেগেছে পাগল রে ভেঙেছে আগল ॥
বন্ধন ছিল যত হল খানখান রে
পাষাণ পুরীতে ডাকে জীবনেরি বান রে
মৃত্যু ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে

দুর্মদ যৌবন আজি উতরোল ॥
অভিশাপ রাত্রির আয়ু হল ক্ষয় রে
আর নাহি অচেতন আর নাহি ভয় রে
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে
আনন্দ ডাকে দ্বারে খোল দ্বার খোল ॥

*** ৭৯৭. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

নন্দ দুলাল নাচে নাচে রে হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে
ব্রজের গোপাল নাচে নাচে রে হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে
ওসে হাতের নাড়ু মুখে ফেলে, আড় চোখে চায় হেলে দুলে
যথায় গোপীর ক্ষীর নবনী দইয়ের হাঁড়ি আছে ॥
শূন্য দু হাত শূন্যে তুলে দেয় সে করতালি বলে তাই তাই তাই
নন্দ পিতায় কয় ইশারায় নাই ননী নাই
নন্দ ধরতে গেলে যায় পিছিয়ে
মুচকি হেসে যায় এগিয়ে যশোমতীর কাছে রে ॥
কহে শিউরে উঠে শিমুল ফুল নাচ রে গোপাল নাচ নাচ রে
নাচ রে গোপাল নাচ
সারা গায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে ডুমুর গাছ রে
নাচ রে গোপাল নাচ
শিমুল গায়ে নাচে সুখে কাঁটা দিয়ে ওঠে ফুল ফোটে মরা গাছে ॥
নাচ ভুলে সে থমকে দাঁড়ায়
মার চোখে জল দেখতে সে পায় রে
ননী মাখা দু হাত দিয়ে চোখ মুছিয়ে লুকায় বুকের কাছে ॥

*** ৭৯৮. তাল : দাদ্‌রা**

প্রভু তোমাতে যে করে প্রাণ নিবেদন ভয় নাহি আর তার
শত সে বিপদে আপদে তাহার হাত ধরে কর পার ॥
তার দুঃখে শোকে ভাবনায় ভয়ে
তব নাম রাজে সান্ত্বনা হয়ে
পার হয়ে যায় তব নাম লয়ে দুস্তর পারাবার ॥
ঝড় ঝঞ্ঝায় প্রাণ শিখা তার শান্ত অচঞ্চল
টলমল করে রূপে রসে তার জীবনের শতদল।
যেমন পরম নির্ভরতায়
শিশু তার মার বক্ষে ঘুমায়
তোমারে যে পায় সে জন তেমনি ডরে নাহি সংসার ॥

*** ৭৯৯. তাল : কাহার্‌বা**

মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥
কহ নাম মুখে গাহ সুখে দুখে
মণিহার করে গেঁথে রাখ বুকে
গোলকে হরি তার সখা সাথী প্যারী ॥
পেল না ব্রহ্মা শিব ধেয়ানে যাহারে
বাঁধিল গোকুলে গোয়ালিনী তারে
যুগে যুগে সে যে প্রেমের ভিখারি ॥

লীলা রসে তাহার ডুবে রও অবিরাম
এ সংসার হবে রে সুমধুর ব্রজধাম
ধরিবেন হৃদয়ে তোরে গিরিধারী ॥

* ৮০০. তাল : কাহার্‌বা

প্রভু সংসারেরি সোনার শিকল বেঁধো না আর পায়
তোমার প্রেম ডোরে ত্রিভুবন স্বামী বাঁধ হে আমায় ॥
সারা জীবন বোঝা বয়ে, এসেছি আজ ক্লান্ত হয়ে
জুড়াতে হে শান্তি দাতা তোমার শীতল ছায় ॥
হে নাথ যতদিন শক্তি ছিল বোঝা বহিবার
হাসি মুখে বয়েছি নাথ তোমার দেওয়া ভার।
শেষ হল আজ ভবের খেলা, কি দান দেব যাবার বেলা
তোমার নামের ভেলায় এ দীন তরে যায় ॥

* ৮০১. তাল : কাহার্‌বা

আবৃত্তি কুমারি রাধিকা ঘোষের প্রতি শ্রীমৎ আগা পিমাতার উক্তি

বলি মাথা খাস রাধে ওলো কথা শোন্।
বলি কুল আর তুই খাস্‌নে (রাধে কুল আর তুই খাস্‌নে)
ওলো গোকুল ঘোষের কন্যা যে তুই কুল গাছ পানে চাস্‌নে
(পরের কুল গাছ পানে চাস্‌নে)
ও কুল গাছে বড় কাঁটা
গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা
(রাধে গায়ে অথবা পায়ে বিঁধিলে দায় হবে পথ হাঁটা)
কলঙ্ক দিলি (কলঙ্ক দিলি)
গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি (কুলে কলঙ্ক দিলি)
তুই যারি তারি কুল চুরি করে খেলি
গোকুলের কুলে কলঙ্ক দিলি (কুলে কলঙ্ক দিলি) রাধে গো।
ওলো ভাবিস এখনও বয়েস হয়নি কারণ বেড়াস ফ্রক পরে।
ওই কুল গাছ আগলায় ভীমরুল চাক
(ওই কুল গাছ আগলায় ভীমরুল চাক)
তোর কুল খাওয়া বের হবে ফুলে হবি ঢাক
(ফুলে হবি জয় ঢাক)
বলি পড়তে নাকি কুল খেতে যাস রোজ রোজ ইস্কুলে
(রাধে পড়তে নাকি কুল খেতে যাস রোজ রোজ ইস্কুলে)
ওই কুলেরি কাঁটায় দুকুল ছিঁড়িস বেণী আঁটিস খুলে
(রাধে বেণী আঁটিস খুলে)
খাস তুই টোপা কুল খাস নারকুলে কুল
(খাস তুই টোপা কুল খাস নারকুলে কুল)
অত কুল খেয়ে রাতে পেট ডাকে কুল কুল কুল কুল।
ওলো কুলোতে নারি (কুলোতে নারি)
ওলো তোর কুল দিয়ে আর কুলোতে নারি (দিয়ে কুলোতে নারি)
ছিল কুলুঙ্গীতে কুলের আচার তাও খেয়েছিস কুল খোয়ারী
(কুলুঙ্গীর ও কুলের আচার তাও খেয়েছিস কুল খোয়ারী)
ওই কুল গাছ ধরে (সখি গো রাধে গো)

(বহুত আচ্ছা দাদা বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা)
ওই কুল গাছ ধরি কোলাকুলি করি ফ্যাসাদ বাধাবি শেষে
আর কুল ত্যাগিনী হবে কি নাশিনী কুল গাছ ভালোবেসে
(আর কুল ত্যাগিনী হবে কি নাশিনী কুল গাছ ভালোবেসে)॥

*** ৮০২. তাল : একতাল**

ব্রজগোপাল শ্যাম সুন্দর
যশোদা দুলাল শিশু নটবর॥
নন্দ নন্দন নয়নানন্দ
চরণে মধুর সৃজন ছন্দ
ভুবন মোহন কৃষ্ণচন্দ্র
অপরূপ রূপ হেরে চরাচর॥
কোটি গ্রহতারা চরণে নূপুর
ওঙ্কার ধ্বনি বাঁশরির সুর।
বঙ্কিম আঁখি বাঁকা শিখীপাখা
বাঁকা শ্রীচরণ ভঙ্গিমা বাঁকা
কৃষ্ণমায়ায় শ্রীঅঙ্গ ঢাকা
করাল মধুর প্রভু গিরিধর॥

*** ৮০৩. তাল : কাহার্‌বা**

পুরুষ : যাও হেলে দুলে এলো চুলে কে গো বিদেশিনী
কাহার আশে কাহার অনুরাগিনী।
স্ত্রী : আমি কনক চাঁপার দেশের মেয়ে
এনু উষার রঙের গান গেয়ে
আমি মল্লিকা গো পল্লীবাসিনী।
পুরুষ : চিনি চিনি ওই চুড়ি কাঁকনের রিনিঝি বিনি
তুমি ভোর বেলা দাও স্বপনে দেখা।
স্ত্রী : তোমার রঙে কবি আঁক আমারি ছবি
তুমি দেবতা রবি আমি তব পূজারিণী।
পুরুষ : এসো ধরণীর দুলালী আলোর দেশে
যথা তারার সাথে চাঁদ গোপনে মেশে
স্ত্রী : আনো আলোক তরী আমি যাই গো ভেসে
দ্বৈত : চলো যাই ধরণী ধূলির উর্ধে
পুরুষ : যথা বয় অনন্ত
স্ত্রী : প্রেম মন্দারিণী
পুরুষ : যথা বয় অনন্ত
দ্বৈত : প্রেম মন্দারিণী॥

*** ৮০৪. চলচ্চিত্র : 'বিদ্যাপতি', তাল : দাদ্‌রা**

রাই বিনোদিনী দোলো ঝুলন দোলায়॥
একা লাগে না ভালো
সাথে এসে দোলো শ্যামরায়॥
রাঙা চরণ দেখিতে পাব বলে
ওগো দাঁড়াইয়া এই তরুতলে

শ্যাম বাঁধিয়া বাহু ডোরে
আশ্রয় দাও মোরে একা বড় ভয় পায়॥

* ৮০৫. তাল : কাহারবা

দ্বৈত : শ্রী রঘুপতি রাম
লহ প্রণাম শ্রী রঘুপতি রাম
নব দূর্বাদল শ্যাম অভিরাম
স্ত্রী : সুরাসুর কিন্নর যোগী ঋষি নর
পুরুষ : চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥
স্ত্রী : সরযূ নদীর জল ছল ছল কান্তি
পুরুষ : ঢল ঢল অঙ্গ ললাটে প্রশান্তি
স্ত্রী : নাম স্মরণে টোটে শোক তাপ ভ্রান্তি
দ্বৈত : পদারবিন্দে মূরছিত কোটি কাম॥
স্ত্রী : জানকী বল্লভ সুঠাম অঙ্গ
পুরুষ : পরশে নিমেষ হয় হরধনু ভঙ্গ
দ্বৈত : রাবণ ভয় হরে যাঁহার নাম॥
স্ত্রী : পিতৃ সত্যব্রত পালনকারী
পুরুষ : চির বল্কলধারী কাননচারী
দ্বৈত : প্রজারঞ্জন লাগি সর্বসুখ ত্যাগী
যে নামে ধরা হল আনন্দধাম॥

* ৮০৬. তাল : দাদ্‌রা

হরি হে তুমি তাই দূরে থাক স'রে
হরি প্রভু বলে মোরা দূরে রাখি
পাষাণ দেউলে রাখিয়াছি হায় তোমারে পাষাণ করে॥
তোমায় চেয়েছিল গোপিনীরা
সেদিন চেয়েছিল মীরা ডেকে প্রিয়তম বলে
তোমায় গোপাল বলিয়া ডাকিয়া পাইল যশোদা মা শচী কোলে
অন্তরতম হতে নিশিদিন থাক তুমি অন্তরে॥
দেবতা ভাবিয়া পূজা দিই মোরা তুমি তাহা নাহি খাও
তুমি লুকায়ে ভিখারি সাজিয়া মোদের পাতের অন্ন চাও।
রাখাল ছেলের আধ খাওয়া ফল
কেড়ে খাও তুমি হে চির সজল
মোরা ভয় করি তাই লুকাইয়া থাক তুমি অভিমান ভরে॥

* ৮০৭. তাল : দাদ্‌রা

আনন্দ রে আনন্দ, আনন্দ আনন্দ,
দশ হাতে ঐ দশ দিকে মা ছড়িয়ে এলো আনন্দ।
ঘরে ফেরার বাজল বাঁশি, বইছে বাতাস সুমন্দ॥
আমার মায়ের মুখের হাসি, শরত-আলোর কিরণরাশি,
কমল বনে উঠছে ভাসি, মায়ের গায়ের সুগন্ধ॥
উঠলো বেজে দিগ্বিদিকে ছুটির মাদল মৃদঙ্গ,
মনের আজি নাই ঠিকানা, যেন বনের কুরঙ্গ।
দেশান্তরী ছেলেমেয়ে, মায়ের কোলে এলো ধেয়ে,
শিশির নীরে এলো নেয়ে স্নিগ্ধ অমল বসন্ত॥

* ৮০৮. রাগ, ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

আমার বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন, দমকল ডাক ওলো সই।
শিগ্‌গির ফোন কর বঁধুরে, নইলে পুড়ে ভস্ম হই॥
অনুরাগ দিশ্‌লাই নিয়ে
চোখের লম্প জ্বালতে গিয়ে,
আমার প্রাণের খোড়ো ঘরে লাগল আগুন ওই লো ওই॥
প্রেমের কেরোসিন যে এত
অল্পে জ্বলে জানিনে তো,
কি দাবানল জ্বলছে বুকে জানবে না কেউ আমা বই॥
প্রণয় প্রীতির তোষক গদি
রক্ষে করতে চায় সে যদি
মনে ক'রে আনতে বলিস (তারে) আদর সোহাগ বালতি মই॥

৮০৯. তাল : কাহার্‌বা

আমার মুক্তি নিয়ে কি হবে মা, (মাগো) আমি তোরেই চাই
স্বর্গ আমি চাইনে মাগো, কোল্‌ যদি তোর পাই॥
(মাগো) কি হবে সে মুক্তি নিয়ে,
কি হবে সে স্বর্গে গিয়ে;
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার আর প্রয়োজন নাই॥
যুগে যুগে যে লোকে মা প্রকাশ হবে তোর।
(আমি) পুত্র হয়ে দেখব লীলা এই বাসনা মোর।
তুই, মাখাস্‌ যদি মাখ্‌ব ধূলি,
শুধু তোকে যেন নাহি ভুলি;
তুই, মুছিয়ে ধূলি নিবি তুলি বক্ষে দিবি ঠাঁই॥

৮১০. তাল : দাদ্‌রা

(মা) আয় মুক্তকেশী আয়
(মা) বিনোদ-বেণী বেঁধে দোব এলোচুলে।
প্রভাত রবির রাঙা জবা (মা) দুলিয়ে দোব বেণী মূলে॥
মেখে শ্মশান ভস্ম কালি,
ঢাকিস্‌ কেন রূপের ডালি
তোর অঙ্গ ধুতে গঙ্গাবারি আনব শিবের জটা খুলে॥
দেব না আর শ্মশান যেতে, সহস্রারে রাখব ধ'রে।
খেলে সেথায় বেড়াবি মা রামধনু রং শাড়ি প'রে!
ক্ষয় হলো চাঁদ কেঁদে কেঁদে
(তারে) দেব মা তোর খোঁপায় বেঁধে
মোর জীবন মরণ বিল্ব জবা দিব মা তোর পায়ে তুলে॥

৮১১. তাল : দাদ্‌রা

একটুখানি দাও অবসর বসতে কাছে,
তোমায় আমার অনেক যুগের অনেক কথা বলার আছে॥
গ্রহ ঘিরে উপগ্রহ, ঘোরে যেমন অহরহ;
আমার আকুল এ বিরহ তেমনি প্রিয় তোমায় যাচে॥

চিরকালই রইলে তুমি আমার পাওয়ার বহুদূরে
আজকে ক্ষণিক কইব কথা সকরুণ গানের সুরে।
করব পূজা[১] গানে গানে, চাইব না আর নয়ন পানে;
আমার চোখের অশ্রুলেখা দেখে তুমি চেন পাছে॥

১. কবে ২ কইব কথা

৮১২. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

এসো ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন,
ধেনু দেব বেণু দেব মালা চন্দন॥
কেঁদে কেঁদে কয়লা খাদে যমুনা বহাব;
পলাশ বনে জাগরণে নিশি পোহাব
রাধা হয়ে বাঁধা দেব আমার প্রাণ মন॥
মোর নটকান্ রঙ শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে,
পীত ধড়া পরাব, নীল অঙ্গ ঘিরে।
পিয়াল ডালে দোলনা বেঁধে দুলিব দুজন॥
ভাসুর-শ্বশুর দ্যাখে যদি করব নাকো লাজ
বলব আমার শ্যামের বাঁশি বাজ রে আবার বাজ
শ্যাম তোমার লাগি জাতি কুল দিব বিসর্জন॥

৮১৩. তাল : দাদ্‌রা

ওরে রাখাল ছেলে বল্ কি রতন পেলে
দিবি হাতের বাঁশি, তোর ঐ হাতের বাঁশি।
বাঁধা দিয়ে খাড়ু আনব ক্ষীরের নাড়ু
অমনি হেলেদুলে একবার নাচ্‌রে আসি॥
দেখ মাথাতে তোর গায়ে ফাগের গুড়া,
আমার আঙিনাতে ঝরে কৃষ্ণচূড়া।
আমার গলার হার খুলে পরাব আয় কিশোর
তোর পায়ে ফাঁসি॥
যেন কালিদহের জলে সাপের মানিক জ্বলে,
চোখের হাসি, তোর ঐ চোখের হাসি,
ও তুই কি চাস্ চপল মোরে বল্
আমি মরেছি যে তোরে ভালোবাসি॥
আসিস্ আমার বাড়ি রাখাল দিন ফুরালে
আমার চুড়ির তালে দুলবি কদম ডালে।
ছেড়ে গৃহ-সংসার ওরে বাঁশুরিয়া, হব চরণ দাসী।

৮১৪. রাগ : দরবারী-কানাড়া, তাল : ত্রিতাল

কেন মেঘের ছায়া আজি চাঁদের চোখে?
মোর বুকে মুখ রাখি ঝড়ের পাখি সম কাঁদে ওকে?
গভীর নিশীথের কণ্ঠ জড়ায়ে
শ্রান্ত কেশভার গগনে ছড়ায়ে[১],
হারানো প্রিয়া মোর এলো কি লুকায়ে
আমার একা ঘরে ম্লান আলোকে॥
গঙ্গায় তারি চিতা নিভেছে কবে,
মোর বুকে সেই চিতা আজো জ্বলে নীরবে;

স্মৃতির চিতা তার নিভিবে না বুঝি আর
কোন সে জনমে কোন সে লোকে॥

১ এলায়ে

৮১৫. তাল : কাহার্‌বা

চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার
গোপী চিতচোর প্রেম-মনোহর নওল কিশোর
অন্তর মাঝে বাজে বেণু তার নন্দকুমার
নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
শ্রাবণ আনন্দ নূপুর ছন্দ রুনুঝুনু বাজে
নন্দের আঙিনায় নন্দন চন্দ, নাচিছে হেলে দুলে গোপাল সাজে।
টলমল টলে রাঙা পদতলে লঘু হ'য়ে বিপুল ধরণীর ভার —
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥
রূপ নেহারিতে এলো লুকায়ে দেবতা
কেহ গোপগোপী হলো, কেহ তরুলতা;
আনন্দ-অশ্রু নদী হ'য়ে বয়ে যায় উতল যমুনায়।
প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায়,
বনডালায় পূজা ফুল সম্ভার।
নন্দকুমার, নন্দকুমার, নন্দকুমার॥

৮১৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়।
ভুবনবাসী ছেলেমেয়ে আয় রে ছুটে আয়॥
আনন্দ আজ লুট হতেছে কে কুড়াবি আয়,
আনন্দিনী দশভুজা দশ হাতে ছড়ায়,
মা অভয় দিতে এলো ভয়ের অসুর দ'লে পায়॥
বুকের মাঝে টইটম্বুর ভরা নদীর জল,
ওরে দুলছে টলমল, ওরে করছে ঝলমল।
ঝিলের জলে ফুটল কত রঙের শতদল
ছুঁতে মায়ের পদতল;
দেব সেনারা বাইচ্ খেলে রে আকাশ গাঙের স্রোতে,
সেই আনন্দে যোগ দিবি কে? আয় রে বাহির পথে,
আর দেব না যেতে মাকে রাখব ধ'রে পায়
মাতৃহারা মা পেলে কি ছাড়তে কভু চায়॥

৮১৭. তাল : বৈতালিক

তুমি দিয়েছ দুঃখ-শোক-বেদনা তোমারি জয় তোমারি জয়।
ভালোবাস যারে কাঁদাও তাহারে ছলনাময়।
তোমারি জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়॥
তুমি কাঁদায়েছ বসুদেব দেবকীরে,
নন্দ যশোদা ব্রজের গোপীরে,
কাঁদাইলে তুমি শত শ্রীমতীরে হে নিরদয়।
তোমারি জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়॥
তোমারে চাহিয়া কোটি নয়নে বিরহ অশ্রু ঝুরে,
ধরণী যে আজ ডুবু ডুবু শ্যাম সাগর সলিলে পুরে।

ভক্তে কাঁদাতে হে ব্যথা বিলাসী,
যুগে যুগে আসি' বাজাইলে বাঁশি
তবুও এ-প্রাণ তোমারি পিয়াসি মানে না ভয়।
তোমারি জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়।

* ৮১৮. তাল : ফেরতা

স্ত্রী : তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে চেয়ে
ওগো অচেনা বিদেশী নেয়ে॥
পুরুষ : যেতে এই পথে তরী বেয়ে
দেখি নদীর ধারে তোমায় বারে বারে
সজল কাজল বরণী মেয়ে॥
স্ত্রী : তোমার তরণীর আসার আশায়
বসে থাকি কূলে কলস ভেসে যায়।
পুরুষ : তুমি পরো যে শাড়ি ভিন গাঁয়ের নারী
আমি নাও বেয়ে যাই তারি সারি গান গেয়ে।
স্ত্রী : গাগরির গলায় মালা জড়ায়ে
দিই তোমার তরে বঁধু স্রোতে ভাসায়ে॥
পুরুষ : সেই মালা চাহি', নিতি এই পথে গো
আমি তরী বাহি।
উভয়ে : মোরা এক তরীতে এক নদীর স্রোতে
যাব অকূলে ধেয়ে॥

* ৮১৯. তাল : ফেরতা

তোমারে-চেয়েছি কত যুগ যুগ ধরি প্রিয়া।
এসেছি তাই ফিরে পুন পথিকের প্রীতি নিয়া॥
পুরুষ তোমার নয়নে তাই চাহি ফিরে ফিরে,
স্ত্রী হের তব ছবি প্রিয় মোর আঁখি নীরে।
উভয়ে কত জনম শেষে এসেছি ধরণী তীরে
কার অভিশাপে ছিনু হায় চির পাশরিয়া॥
স্ত্রী আরো প্রিয় আরো হাতে এ নব বাসর রাতে,
পুরুষ যেয়ো না স্বপন সম মিশায়ে নিশীথ প্রাতে,
স্ত্রী তারার দীপালি জ্বলে হের গো গগন তলে
পুরুষ হের শুক্লা একাদশী চাঁদের তরণী দোলে,
উভয়ে মোদের মিলন হেরি নিখিল ওঠে দুলিয়া॥

* ৮২০. তাল : দাদ্‌রা

(মাগো) তোর কালো রূপ দেখতে মাগো, কাল্ হ'ল মোর আঁখি,
চোখের ফাঁকে যাস পালিয়ে মা তুই কালো পাখি॥
আমার নয়ন-দুয়ার বন্ধ ক'রে এই দেহ পিঞ্জরে,
চঞ্চলা গো বুকের মাঝে রাখি তোরে ধ'রে;
চোখ্ চেয়ে তাই খুঁজে বেড়াই পাই না ভুবন ভ'রে
সাধ যায় মা জন্ম জন্ম অন্ধ হ'য়ে থাকি॥
তোর কালো রূপের বিজলি চমক কোটি লোকের জ্যোতি,
অনন্ত তোর কালোতে মা সকল আলোর গতি।

তোর কালো রূপ কে বলে মা 'তমঃ',
ঐ রূপে তুই মহাকালি মাগো নমঃ নমঃ
তুই আলোর আড়াল টেনে মাগো দিস্ না মোরে ফাঁকি ॥

* ৮২১. তাল : কাহার্‌বা

দেখে যারে দুল্‌হা সাজে সেজেছেন মোদের নবী।
বর্ণিতে সে রূপ মধুর হার মানে নিখিল কবি ॥
আওলিয়া আর আম্বিয়া সব পিছে চলে বরাতি,
আসমানে যায় মশাল জ্বেলে গ্রহ তারা চাঁদ রবি ॥
হুর পরী সব গায় নাচে আজ, দেয় 'মেবারকবাদ্' আলম্,
আর্‌শ কুর্শি ঝুঁকে পড়ে দেখতে সে মোহন ছবি ॥
আজ আরশের বাসর ঘরে হবে মোবারক রুয়ৎ,
বুকে খোদার ইশ্‌ক নিয়ে নওশা ঐ আল-আরবি ॥

* ৮২২. তাল : কাহার্‌বা

বকুল বনের পাখি ডাকিয়া আর ভেঙো না ঘুম
বকুল বাগানে মম, ফুরায়েছে ফুলের মরশুম ॥
ওগো, প্রিয় মোর দূর বিদেশে কারে আর ডাকিছ পাখি
খুলিয়া পড়িছে হাতের, মলিন মালতী রাখী।
নিভিয়া গিয়াছে প্রদীপ রেখে গেছে স্মৃতির ধূম ॥
ষোড়শী বাসন্তিকার রঙ দেহে মোর হয়েছে ম্লান।
খেলার সাথী পরদেশে, কারে দিই এ প্রীতির কুম্‌কুম ॥

* ৮২৩. তাল : দাদ্‌রা

পরমাত্মা নহ তুমি মোর (তুমি) পরমাত্মীয় মোর।
হে বিপুল বিরাট! মোর কাছে তুমি, প্রিয়তম চিতচোর ॥
তোমারে যে ভয় করে হে বিশ্বত্রাতা
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ডদাতা,
প্রেমময় বলে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলা কিশোর ॥
দ্যাখে ভীরু চোখ আষাঢের মেঘে বজ্র তব বিপুল,
মোর মালঞ্চে সেই মেঘে হেরি, ফোটায় নবমুকুল।
আকাশের নীল অসীম পদ্ম পরে
চরণ রেখেছ, হে মহান লীলা ভরে
সেই অনন্ত জানি না কেমন ক'রে
আমার হৃদয়ে খেল দিবানিশি ভোর ॥

* ৮২৪. তাল : দাদ্‌রা

যার মেয়ে ঘরে ফিরল না আজ তার ঘরে তুই যা মা উমা!
আজ ঘুম নাই যে মায়ের চোখে সেই মাকে তুই জড়িয়ে ঘুমা ॥
(মা) এমন আনন্দেরই হাটে
কেঁদে যাহার দিবস কাটে
'মা আমি এসেছি' বলে, সেই জননীর খা মা চুমা ॥
যে মা'রা শূন্য আজি, কাঁদে আয় রে গোপাল বলে,
মা! তোর দুই কুমার নিয়ে, দে সেই শূন্য কোলে।

ওমা! এই কটি দিন বিপুল স্নেহে
তুমি বিরাজ কর প্রতি গেহে;
সকল অভাব পূর্ণ ক'রে আনন্দ দে শান্তি দে মা॥

* ৮২৫. তাল : কাহার্‌বা

রাধা শ্যাম কিশোর প্রিয়তম কৃষ্ণগোপাল বনমালী ব্রজের রাখাল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণগোপাল শ্রীকৃষ্ণগোপাল
কভু শ্যাম রাঘব, কভু শ্যাম মাধব, কভু সে কেশব যাদব ভূপাল॥
যমুনা বিহারী মুরলীধারী, বৃন্দাবনে সখা গোপী মনোহারী,
কভু মথুরাপতি কভু পার্থসারথি কভু ব্রজে যশোদা আনন্দ দুলাল॥
দোলে গলে তাহার মন বন ফুলহার,
বাজে চরণে নূপুর গ্রহ তারকার কোটি গ্রহ তারকার।
কালিয়-দমন কভু, করাল মুরারি কাননচারী শিখী পাখা ধারী,
শ্যামল সুন্দর গিরিধারীলাল।
কৃষ্ণগোপাল শ্রীকৃষ্ণগোপাল শ্রীকৃষ্ণগোপাল॥

* ৮২৬

১. বলিব ২ বলিব. তাল : কাহার্‌বা

এলো শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা
সুনীল শাড়ি পরো ব্রজনারী পরো নব নীপ-মালা অতুলনা॥
ডাগর চোখে কাজল দিও,
আকাশী রঙ প'রো উত্তরীয়,
নব-ঘন-শ্যামের বসিয়া বামে দুলে দুলে ব'লো[১], 'বঁধু ভুলো না'॥
নৃত্য-মুখর আজি মেঘলা দুপুর,
বৃষ্টির নূপুর বাজে টুপুর টুপুর।
বাদল-মেঘের তালে বাজিছে বেণু,
পাণ্ডুর হ'ল শ্যাম মাখি' কেয়া-রেণু,
বাহুতে দোলনায় বাঁধিবে শ্যামরায় ব'লো[২], 'হে শ্যাম, এ বাঁধন খুলো না'।

১ বলিব ২ বলিব

* ৮২৭. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

কে নিবি মালিকা এ মধু যামিনী,
আয় লো যুবতী কুল কামিনী॥
আমার বেল ফুলের মালা গুণ জানে গো,
পরবাসী বঁধুকে ঘরে আনে গো।
আমার মালার মায়ায় ভালোবাসা পায়
কেঁদে কাটায় রাতি যে অভিমানিনী॥
আমি রূপের দেশের মায়া পরী,
(সেই) আমার মালার গুণে কুরূপা যে সে হয় সুন্দরী॥
যে চঞ্চলে অঞ্চলে বাঁধিতে চায়,
যার নিঠুর বঁধু সদা পালিয়ে বেড়ায়।
আমার মালার মোহে ঘরে রহে সে
ফোটে মলিন মুখে হাসির সৌদামিনী॥

* ৮২৮. তাল : ঝাঁপতাল

গগনে পবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রঙ
নিখিল রাঙিল রঙে অপরূপ ঢঙ॥

চিত্তে কে নৃত্যে মাতে দোল লাগানো ছন্দে,
মদির রঙের নেশায় অধীর আনন্দে,
নাচিছে সমীরে পুষ্প, পাগল বসন্ত, বাজে মেঘ মৃদঙ্ ॥
প্রাণের তটে কামোদ নটে সুর বাজিছে সুমধুর[১] —
দুলে অলকানন্দা রাঙা তরঙ্গে
শিখী কুরঙ্গ নাচে রঙিলা ভ্রূভঙ্গে,
বাজিছে বুকে সুর-সারং কাফির সঙ্ ॥

১ প্রাণের তটে কামোদ নটে সুরে বাজেছে সুমধুরে

* ৮২৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

[কেডারে? কেডা? উ-কেলিকদম্ব গাছে এই ডাল ঐ ডাল কইরা লাফ দিয়ে বেড়াইত্যাছ? ও — ঘোষ পাড়াব হেই শখাইট্টা পোলাটা না? উ-হুঁ-হুঁ, আবার পিরুক পিরুক কইবা বাঁশি বাজান হইত্যাছে? নাম্যা, আসো। ভবদুপুর বেলা মাইয়াগো সান ঘাটের কাছে অ্যাঁ-হ্যাঁ হ্যাঁ আবার কিষ্ট সাজাছেন? বলি কেষ্ট সাজছো? নামো শিগগিরে নামো পোড়া কপাইল্যা নামো —]

তুমি নামো হে নামো শ্যামো হে শ্যামো কদম্ব ডাল ছাইড়া নামো।
দুপরি রৌদ্রে বৃথাই ঘামো ব্যস্ত রাধা কাজে, ওহে শামো হে শামো ॥
আরে তোমার ললিতাদেবী কি করতেয়াছে জাননি? তোমার ললিতাদেবী?
আরে ললিতাদেবী সলিতা পাকায়, বিশাখা ঝোলে হিজল শাখায়।
আর বৃন্দাদুতী কি করছে জান? বৃন্দাদুতী? বৃন্দাদুতী পিন্দা ধুতি
গোষ্ঠে গেছেন তোমার 'পোস্টে' সাজিয়া রাখাল সাজে
আর চন্দ্রা গ্যাছেন অন্ধ্র দেশে মান্দ্রাজী জাহাজে ॥
আবার ইতি উতি চাও ক্যা? ইতি উতি চাইবার লাগছ ক্যা? এ্যা?
আমি কমুনা কোন্‌খানে তোমার যমুনা — তা আমি কমু না?
আরে (তুমি) ইতি উতি চাও বৃথাই আমি কমু না কোথায় তোমার যমুনা
কইলকাতা আর ঢাকা রমনার লেকে পাবে তার নমুনা।
আরে তোমার যমুনা লেক হইয়া গ্যাছে গিয়া! বুঝলা?
হালার যমুনা ল্যাক হইয়া গ্যাছে গিয়া। কলেজে ফিরিছে শ্রীদাম সুদাম
শ্রীদাম সুদাম কলেজে যাইতেয়াছে, আর তুমি এখন বাঁশি বাজাইতেয়াছ
অ্যাঁ! পোড়া কপাইল্যা —
কলেজে ফিরিছে শ্রীদাম সুদাম, মেরে মাল কোঁচা খুলিয়া বোতাম
লাঙ্গল ছাড়িয়া বলরাম ডাম্বেল মুগুর ভাঁজে।
ওহে শামো হে শামো আরে তুমি নামো, পোড়া কপাইল্যা নামো ॥

* ৮৩০. তাল : কাহারবা

দেবতা গো, দ্বার খোলো।
অভিসার নিশি বাহির দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রভাত হ'ল ॥
পাষাণের আবরণে তুমি যদি
এমনি গোপন রবে নিরবধি,
তব বেণুকার সুরে হৃদি যমুনায় কেন এ লহর তোলো ॥
আর রহিতে পারি না একা,
প্রাণে কেন দিয়ে[১] আশা এত ভালোবাসা
যদি নাহি দিবে দেখা।
বহিতে পারি না আর এই ভার,
এই ফুল সাজ পূজা-সম্ভার
তুমি দেখা দেও একবার দেখা দেও —
দেখা দিয়ে চিরতরে মোরে ভোলো ॥

১ দিলে

* ৮৩১. তাল : দাদ্‌রা

নিশি না পোহাতে যেয়ো না যেয়ো না দীপ নিভিতে দাও।
নিবু-নিবু প্রদীপ নিবুক হে পথিক ক্ষণিক থাকিয়া যাও॥
ঢুলিয়া পড়িতে দাও ঘুমে অলস আঁখি ক্লান্ত করুণ কায়,
সুদূর নহবতে বাঁশরি বাজিতে দাও উদাস যোগিয়ায়।
হে প্রিয় প্রভাতে ও-রাঙা পায়
বকুল ঝরিয়া মরিতে চায়,
তব হাসির আভায় তরুণ অরুণ প্রায় দিক রাঙিয়ে যাও॥

* ৮৩২. তাল : ফের্‌তা

নীপ-শাখে বাঁধো ঝুলনিয়া,
কাজল-নয়না শ্যামলিয়া॥
মেঘ-মৃদঙ্গ তালে শিখী নাচে ডালে-ডালে
মল্লার গান গাহিছে পবন পূরবিয়া॥
কেতকী কেশরে কুন্তল করো সুরভি,
পর কদম মেখলা কটি-তটে রূপ-গরবী।
নব-যৌবন জল-তরঙ্গে,
পায়ে পাঁয়জোর বাজুক রঙ্গে
কাজরি ছন্দে নেচে চল করতালি দিয়া॥

* ৮৩৩. তাল : কাহার্‌বা

প্রিয়ে . বলি ও-প্রিয়ে . তুমি দেখ ।
[কাঁপা-কণ্ঠে আবৃত্তির ঢঙে বলা হয়েছে]

পুরুষ : প্রিয়ে! বলি, ও প্রিয়ে! তুমি দেখ!
দেখ বিরহের দাবানল জ্বলে গোঁফ-দাড়িতে।
স্ত্রী : ও-স'রে যা, সে আগুন লেগে যাবে শাড়িতে॥
পুরুষ : একে ভীষণ ফাগুন মাস
স্ত্রী : ওগো তাই বুঝি হাঁসফাস?
পুরুষ : কাপাস ফলের মত ফেটে পড়ে হিয়া গো,
স্ত্রী : প্রেম-তুলো বের হয়ে যাবে ছড়াইয়া গো,
উভয়ে : রব্ ওঠে ভোঁস্ ভোঁস্ হৃদি-রেলগাড়িতে॥
পুরুষ : আজি এ বিরহের কাঠ-ঠোক্‌রা, ঠোকরায় প্রেমের টাকে,
স্ত্রী : ওগো এ হেন বেয়াধি হলে টাকে, মধ্যম-নারায়ণ তেল মাখে।
পুরুষ : হায়-হায়-হায়-হায়-হায়
আমাদের মাঝে কে রচিবে মিলনের সাঁকো।
স্ত্রী : থাক্ থাক্, পুরুতঠাকুর ইঞ্জিনিয়ার
তারে তাড়াতাড়ি ডাকো, ডাকো, একবার ডাকই না?
উভয়ে : আগুন লাগিল ওরে দাড়ি আর শাড়িতে
যুগল মিলন হ'লে ধেড়ে আর ধাড়িতে॥

* ৮৩৪. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলি যূথী বেলি।
এসো এসো কুসুম সুকুমার শীতের মায়া-কুহেলি অবহেলি'॥
পরানে দেয় দোলা দেয় দোলা দুল্ দোলায়
(পরানে দেয় দোলা দেয় দোলা দেয় দোলন)

উতলা দখিন হাওয়া
কোকিল কুহরে কুহু কুহু স্বরে মদির স্বপন-ছাওয়া।
হাসে গীত-চঞ্চল, জোছনা-উজল মাধবী রাতি
এসো এসো যৌবন সাথী
ফুল-কিশোর, হে চিতচোর, দেবতা মোর।
মম লাজ অবগুণ্ঠন ঠেলি'॥

*** ৮৩৫. তাল : কাহার্‌বা**

বল্ মা শ্যামা বল্ তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে।
আমি যত দেখি তত কাঁদি ঐ রূপ দেখি মা সকলখানে॥
মাতৃহারা শিশু যেমন মায়ের ছবি দেখে,
চোখ ফিরাতে নারে মাগো, কাঁদে বুকে রাখে।
তোর মূর্তি মোরে তেমনি ক'রে টানে মাগো মরণ টানে॥
ও-মা, রাত্রে নিতুই ঘুমের ঘোরে দেখি বুকের কাছে,
যেন, প্রতিমা তোর মায়ের মত জড়িয়ে মোরে আছে।
জেগে উঠে আঁধার ঘরে
কাঁদি যবে মা তোরই তরে
দেখি প্রতিমা তোর কাঁদছে যেন চেয়ে চেয়ে আমার পানে॥

*** ৮৩৬. তাল : কাহার্‌বা**

ব্রজে আবার আসবে ফিরে শ্যামার ননী-চোরা
আর কাঁদিস্‌নে গো তোরা।
স্বভাব যে ওর লুকিয়ে থেকে কাঁদিয়ে পাগল করা —
আর কাঁদিস্‌নে গো তোরা॥
আমি যে তার মা যশোদা
সে আমারেই কাঁদায় সদা,
যেই কাঁদি সে যায় যে ভুলে বনে বনে ঘোরা॥
মথুরাতে আমার গোপাল রাজা হ'ল নাকি.
যেখানে যায়, হয় সে রাজা (তোরে) ভুল দেখেনি আঁখি।
সে রাজা যদি হয়েই থাকে
তাই ব'লে কি ভুলবে মাকে,
আমি হব রাজ-মাতা, তাই ওর রাজবেশ পরা॥

*** ৮৩৭. তাল : যৎ (৮ মাত্রা)**

মন দিয়ে যে দেখি তোমায় তাই দেখিনে নয়ন দিয়ে।
পরাণ আছে বিভোর হায় তোমার নামের ধেয়ান নিয়ে॥
হৃদয় জুড়ে আছ ব'লে,
এড়িয়ে চলি নানান ছলে।
আছ আমার অন্তরে, তাই অন্তরালে রই লুকিয়ে॥
আমার কথা শুনাই না গো তোমার কথা শোনার আশায়,
ভরে আছে অন্তর মোর বন্ধু তোমার ভালোবাসায়।
তোমায় ভালো বাসতে পেরে
পেয়েছি মোর আনন্দেরে
অমর হলাম হে প্রিয় মোর তোমার প্রেমের সুধা পিয়ে॥

* ৮৩৮. তাল : দাদ্‌রা

মা এসেছে, মা এসেছে, মা এসেছে রে মা এসেছে উঠ্‌ল কলরোল।
ওরে দিকে দিকে বেজে ওঠে সানাই কাঁসর ঢোল॥
ভরা নদীর কূলে কূলে, শিউলি শালুক পদ্মফুলে।
মায়ের আসার আভাস দুলে আনন্দ-হিল্লোল,
সেই খুশিতে পড়ল নিটোল নীল আকাশে টোল্॥
বিনা কাজের মাতন রে আজ কাজে দে ভাই ক্ষমা,
বে-হিসাবী করব খরচ সাধ যা আছে জমা।
এই ক'দিনে কিসে মিটাই, এক বছরের অতৃপ্তি ভাই
কে জানে ভাই ফিরব কিনা আবার মায়ের কোল্।
আনন্দে আজ আনন্দকে পাগল ক'রে তোল্॥

* ৮৩৯. তাল : কাহার্‌বা

মাগো আমি আর কি ভুলি।
চরণ যখন ধরেছি তোর মাগো আমি আর কি ভুলি।
আমায় বহু জনম ঘুরিয়েছিস্ মা পরিয়ে চোখে মায়ার ঠুলি॥
তোর পা ছেড়ে যে মোক্ষ যাচে,
তুই বর্ নিয়ে যা তাহার কাছে
ওমা আমি যেন যুগে যুগে পাই মা প্রসাদ চরণ-ধূলি॥
মোরে শিশু পেয়ে খেল্‌না দিয়ে, রেখেছিলি মা ভুলিয়ে
এখন খেল্‌না ফেলে কোলে নিতে মাকে ডাকি দু'হাত তুলি।
তোর ঐশ্বর্য যা কিছু মা
দে ভক্তগণে বিলিয়ে উমা,
তোর ভিখারি এই সন্তানে দিস্ মাতৃনামের ভিক্ষাঝুলি॥

* ৮৪০. তাল : দাদ্‌রা

মুক্তি আমায় দিলে হে নাথ মোর যে প্রিয় তারে নিয়ে
আমি কিছু রাখতে নারি দেখ্‌লে বারে বারে দিয়ে॥
যত্ন আদর পায়নি হেথা
স'য়ে গেল শত ব্যথা।
তোমার দান সইলো না মোর গেল বুঝি তাই হারিয়ে॥
তোমার প্রিয় এসেছিল অতীত হয়ে আমার দ্বারে,
ফিরে গেল অভিমানে বুঝি আমার অনাদরে।
যে ছিল নাথ মোর প্রাণাধিক
সে যে তোমার বুকের মানিক
(প্রভু) এবার সে আর হারাবে না বাঁচ্‌ল তোমার কাছে গিয়ে॥

* ৮৪১. তাল : কের্‌তা

যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে।
যে পথে শ্যামরায় চ'লে গেছে মথুরায়
কাঁদিতে দে ল'য়ে সেই পথ ধূলিরে॥
এত ধূলি নয়, ধূলি নয়
হরি-চরণ-চিহ্ন-আঁকা এযে হরি-চন্দন এই ধূলি মাখিয়া,
হ'য়ে পাগলিনী ফিরিব 'শ্যাম শ্যাম' ডাকিয়া।

হব যোগিনী এই ধূলি-তিলক-আঁকিয়া॥ (সখি গো)
শুনিয়াছি দূতি মুখে, প্রিয়তম আছে সুখে সেই মম পরম প্রসাদ।
ভুলিয়া এ রাধিকায়, সে যদি সুখ পায় তার সে সুখে সাধিব না বাদ॥
আমার দীরঘ শ্বাসে উৎসব-বাতি তার যদি নিভে যায়।
তাই ওলো ললিতা আমি হব ধূলি-দলিতা যাব না লো তার মথুরায়॥
আমি মথুরায় যাব না গেলে মথুরাতে মোর শ্যামে আর ফিরে পাব না।
(সখি গো)
হারানো মানিক কভু ফিরে লোকে পায়
হারানো হৃদয় ফিরে নাহি পাওয়া যায়॥

* ৮৪২. তাল : দাদ্‌রা

রক্ষাকালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে
মায়ের পায়ের ফুল কুড়িয়ে বেঁধেছি মোর শিরে॥
মা'র চরণামৃত খেয়ে
অমৃতে প্রাণ আছে ছেয়ে,
দুঃখ অভাব ভাবনার ভার দিয়েছি মা ভবানীরে॥
তারা নামের নামাবলী জড়িয়ে আমার বুকে,
মায়ের কোলে শিশুর মত ঘুমাই পরম সুখে।
মা'র ভক্তের চরণ ধূলি
নিয়েছি মোর বক্ষে তুলি
মায়ের পূজার প্রসাদ পেতে আমি আসি ফিরে ফিরে॥

* ৮৪৩. তাল : কাহার্‌বা

উপস্থাপকের বক্তব্য : [লেডিস্ এ্যান্ড জেন্টেলম্যান।
আজ আমাদের এই প্রীতি সম্মিলনে আপনারা যে অনুগ্রহ ক'রে যোগদান করেছেন, তার জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের অনুষ্ঠানে সর্ব প্রথমেই আপনাদের অভিবাদন করবেন লোক-প্রিয় হাসারসিক [illegible] বাহাদুর। তিনি পরিবেশন করবেন 'নাচের চুম্বক'। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর নৃত্যের [illegible]। ইয়েস্ রেডি বয়, ওয়ান! টু!!]
লাম পম্ লাম্ পম্ লাম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্ পম্।
দুর্বল ডান্সের লম্-ফম্, ফম্ ঝম-ফম ভুড়ি কম্পম্
মারে ডম্ফাই দিল্লী বোম্বাই হনুলুলু হংকং॥
বাঁশের কঞ্চি এগার ইঞ্চি নাচে মেমের বোন্‌ঝি,
হ্যাঁদা-খ্যাঁদার পরান ছ্যাঁদা, ভিজল ঘামে গেঞ্জি,
তার ভিজল ঘামে গেঞ্জি।
কেৎরে চক্ষু দেখে মটকু, আরে ও-চামার ছক্কু —
সে চোমড়ায় দাড়ি গুম্ফম॥
ল্যাংড়া-লেংড়ি হিল্লায় ঠেংরি, উস্‌খুস্, করে চ্যাংড়া-চেংড়ি।
যেন এই ট্যাংরার হাটে গল্‌দা চিংড়ি ঝুড়িতে খেলে পিং-পং॥

* ৮৪৪. তাল : কাহার্‌বা

স্ত্রী : সই কই লো আমার ঘর নিকোবার ন্যাতা।
পুরুষ : আহা ন্যাতা নয় গো শীতের কাঁথা এই যে আমি হেথা॥
স্ত্রী : সই-লো ওলো সই, আমার ছাই ফ্যালবার ভাঙা কুলো কই?
পুরুষ : কুলোর বাতাস চুলোর ছাই
স্বামী বলো কিম্বা ভাই, (ওলো) এই যে তোমার আমি।

উভয়ে : মিলেছি রাজ যোটক দুয়ে
পুরুষ : গিঁটে বাত ওরে বাবা রে বাবা গিঁটে বাত
স্ত্রী : আর ফিকের ব্যথা, ওরে মা রে, মা আর ফিকের ব্যথা ॥
ওলো সই বাপের বাড়ি যাব আমি এ ঘরে রব না,
পুরুষ : দেখো পুরুষের রাগ করে আনাগোনা
আমিও যাব শ্বশুর বাড়ি, ওরে রেমো নিয়ে আয় ব্যাগ ছাতা।
উভয়ে : নথে এবং নাথে এম্‌নি যুদ্ধ।
পুরুষ : গুঁতোগুতি
স্ত্রী : জড়াজড়ি
পুরুষ : ছাতা-ছড়ি
স্ত্রী : খুনতি-বেড়ী
উভয়ে : হাতা ॥

* ৮৪৫. তাল : ফের্‌তা

ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা পথের
বাঁশি বাজলো, বাজলো বাঁশি
ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি ॥
তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে
তারা তরুণ তরুণ প্রাণ জাগায় মৃতে
সাহস জাগায় চিতে তাদের অট্টহাসি ॥
মোরা প্রাচীরের পরে রে প্রাচীর তুলে
ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে।
আজ ভেঙে প্রাচীর হল ঘরের বাহির
একই অঙ্গনে দাঁড়ালো উন্নত শির
এলো মুক্ত গগন তলে প্রাণ পিয়াসি
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি ॥

* ৮৪৬. তাল : কাহার্‌বা

পুরুষ কোথায় গেলে পেঁচা-মুখি একবার এসে খ্যাচ-খ্যাচাও
স্ত্রী বলি, গাই-হাবা বাছুরের মতন গোয়াল থেকে কে চ্যাচাও ॥
পুরুষ (বলি ও শাকচুন্নি, আহাহাহা)
অমন শ্যাওড়া বৃক্ষ ফেলে, আমার ঘাড়ে কেন এলে গো, ও হো হো
স্ত্রী (বলি ও কালি্যা পেরেত)
তুমি উনুন-মুখো দেবতা যে তাই
ছাই-পাঁশের নৈবিদ্যি পাও।
পুরুষ (মরি অরি অরি অরি মরি, কি যে রূপের ছিরি, আহাহাহাহা)
চন্দ্র-বদন ন্যাপা পোছা
কুত্‌কুতে চোখ নাকটি বোঁচা গো, ও হো হো
স্ত্রী (বলি ও বেরসো কাট, বলি ও কেলো হুলো)
তুমি কাঁদলে চোখে কালি বেরোয় কয়লার ডিপোয় লজ্জা দাও
তুমি কয়লার ডিপোয় লজ্জা দাও।
পুরুষ বলি ও জুজুবুড়ি

স্ত্রী : বলি ও ঝাঁকাভুঁড়ি
পুরুষ : ও বাবা জুজু
স্ত্রী : ও বাবা ঝাঁকা
পুরুষ : আহা, চামচিকে ওই ডানা কাটা
স্ত্রী : তুমি যেন পূজোর পাঁঠা
পুরুষ : আহা, হার মেনে যায় হাঁড়ি চাঁছা প্রিয়ে যখন খ্যাচ-খ্যাচাও।
স্ত্রী : (আ-মরি মরি, কি যে বচন সুধা)
পিঁপড়ে ধরবে ও প্রাণনাথ তুমি, শীগ্‌গির মুখে ফিনাল দাও ॥

* ৮৪৭. তাল : ত্রিতাল

গুঞ্জা মালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা
বনমালী এসো দুলায়ে[১] বনমালা ॥
তব পথে বকুল ঝরিছে উতল বায়ে
দলিয়া যাবে বলে অরুণ রাঙা পায়ে
রচেছি আসন তরুণ তমাল ছায়ে
পলাশ শিমুলে রাঙা প্রদীপ জ্বালা ॥
ময়ূরে নাচাও তুমি[২] তোমারি নূপুর তালে
বেঁধেছি ঝুলনিয়া ফুলেল কদম ডালে
তোমা বিণে শ্যাম বিফল এ ফুল দোল
বাঁশি বাজাবে[৩] কবে উতলা ব্রজবালা ॥

১ দুলাইয়া ২ এসে ৩ বাজিবে

* ৮৪৮. তাল : ফেরতা

সংলাপ : পুরুষ : ঘরে কে গো? (দরজায় টোকার শব্দ)
বলি ঘরে কে (আবার টোকার শব্দ) শালাজ নাকি --
ও হো হো হো-হো-

পুরুষ : ঘরে কে গো? বলি ঘরে কে, শালাজ নাকি?
এ যে মোর গোয়ালের গাই।
স্ত্রী : ও ছোট ঠাকুর ঝি, ওলো আয় আয়,
দেখে যা এসেছে নন্দাই। এ যে মোর ননদের ভাই।
পুরুষ দেখ, রাত্রি জেগে গুনব কত চালের কড়ি কাঠ
স্ত্রী তাইতো, আগে হয়নি সারা আমার ঘর কন্নার পাট।
পুরুষ তোমার কাজের মাথায় মারো লাঠি
স্ত্রী আমি নিয়ে শীতল পাটি মাস-শাশুড়ির পা টিপিতে যাই।
পুরুষ ওগো শুনছো! শোনো শোনো শোনো — সত্যি সত্যি চললে,
নতুনতর ঝুমকোর এক নমুনা এনেছি (আমি)।
স্ত্রী অ্যা, তাই নাকি!
পুরুষ হ্যা — গো — হ্যা।
স্ত্রী কাল চাল ডাল বাছবো, চল এই আমি আসিতেছি
ওগো এই আমি আসিতেছি
পুরুষ না না, ও তোমায় পা টিপিতে বলেছিলেন কি ভাবিবেন মাসি
স্ত্রী আমার গা করছে বমি বমি তাকে বলে আসি।
পুরুষ এমন শ্যাকরার মত বিন্দে দূতি কলিকালের বৃন্দাবনে নাই ॥
বেঁচে থাক বাবা শ্যাকরার পো হুল্লোড় ঘটালে তবে ছাড়লে ॥

*** ৮৪৯. রাগ : জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ, তাল : বৈতালিক**

ছাড়িতে পরাণ নাহি চায় তবু যেতে হবে হায়
মলয়া মিনতি করে তবু কুসুম শুকায়॥
রবে না এ মধুরাতি
জানি তবু মালা গাঁথি
মালা চলিতে দলিয়া যাবে তবু চরণে জড়ায়॥
যে কাঁটার জ্বালা সয়ে
ফোটে ব্যথা ফুল হয়ে
আমি কাঁদিব সে-কাঁটা লয়ে নিশীথ বেলায়॥
তুমি রবে যবে পরবাসে
আমি দূর নীল আকাশে
জাগিব তোমারি আশে নূতন তারায়॥

*** ৮৫০. তাল : কাহারবা**

ডেকে ডেকে কেন তারে ভাঙালি ঘুমের ঘোর
কেন ভাঙালি
স্বপনে মোর এসেছি, সখি, স্বপন কুমার মনচোর
কেন ভাঙালি ঘুমের ঘোর॥
সে যেন লো পাশে ব'সে কহিল হেসে হেসে
'যাব না আর পরদেশে, সখি, মোছ মোছ আঁখিলোর'॥
দেখালো তার হৃদয় খুলি', কহিল : 'হের প্রিয়ে
তোমার অধিক ব্যথা হেথায় তোমারে ব্যথা দিয়ে।'
জানি না মোর হিয়ার চেয়েও অধিক ক্ষত তার হৃদয়
সে হৃদয়ে আমার ছবি, সকল হিয়া আমি-ময়।
তাহার জীবন-মালারি মাঝে, সখি, আমি যেন সোনার ডোর॥
আমি কহিনু, বুঝেছি সখা তোমার এ দুখ দেওয়ার ছল,
ভালোবাসার ফুল না শুকায় তুমি তাই চাহ মোর চোখেরই জল'।
জেগে দেখি কেঁদে কেঁদে, সখি, ভিজেছে বুকের আঁচল॥

*** ৮৫১. তাল : ফেরতা**

[ওমা — ভুঁড়ি নিয়ে গেলাম মা — ওমা – মা-মা-মা]
দয়া ক'রে দয়াময়ী ফাঁসিয়ে দে এই ভুঁড়ি
এ ভুঁড়ি তো নয় ভূধর যেন উদর প্রদেশ জুড়ি॥
ক্রমেই ভুঁড়ির পরিধি মা যাচ্ছে ছেড়ে দেহের সীমা
আমার হাত পা রইল বাঙালি ওমা পেট হল ভোজপুরী॥
উপুড় হতে নারি মাগো সর্বদা চিৎপাৎ
ভয় লাগে কাৎ হলেই বুঝি হবে কুপোকাৎ
শালীরা কয় হায় রে বিধি রোলার বিয়ে করলেন দিদি
গুঁড়ি ভেবে ঠেস দেয় কেউ কেউ দেয় সুড়সুড়ি॥
(আর) ভুঁড়ি চলে আগে আগে আমি চলি পিছে
কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে পড়ি নামতে সিঁড়ির নীচে।
পেট কি ক্রমে ফুলে ফেঁপে উঠবে মাগো মাথা ছেপে
(ওগো) কেউ নাদা কয় কেউ গম্বুজ (বলে) কেউবা গোবর ঝুড়ি।
গাড়িতে মা যেই উঠেছি ভুঁড়ি লাগায় লম্ফ

ভূমিকম্পের চেয়েও ভীষণ আমার ভুঁড়ি কম্প।
সার্ট ক্রমে পেটে এঁটে গেঞ্জি হয়ে গেল সেঁটে
দে ভুঁড়ির ময়দা ফেটে হাত পা গুলো ছুড়ি
হালকা হয়ে মনের সুখে হাত পা গুলো ছুড়ি
এই ভুঁড়ির ময়দা ফেটে দে
ফায়দা কি আর এই ভুঁড়িতে ময়দা ফেটে দে
হালকা হয়ে মনের সুখে ওমা, হাত পা গুলো ছুড়ি ॥

* ৮৫২. তাল : ফেরতা

দে গরুর গা ধুইয়ে —
নিয়ে ষণ্ডা মার্কা গিন্নি গণ্ডা তিনেক আণ্ডা বাচ্চা
ঠাণ্ডা মেরে গেছি দাদা তোমরা ভাব আজি আচ্ছা
আমি থাকি বাছুর ধরে খায় অন্যে গাই দুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে —
নিত্যি নূতন পুষ্যি (গজায়) যেন গোদের উপর গ্যাঁজ
যেন দুম্বা ভেড়ার ন্যাজ বাবা
(ঘরে) হাঁড়িতে ইঁদুর ডন ফেলে আর বাহিরে রসুন প্যাঁজ
ভাই হোটেলে রসুন প্যাঁজ
চুটকে আমায় চাটনী করলে সিক্‌নি ঝরে নাক চুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে —
খামচা খামচি করে নিত্যুই এ সংসারের সাথে
নুন ছাল উঠে গেল প্রাণের মাথা হল আলু ভাতে
করাত চেরা করে বরাত আমার উপর চিৎ শুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে —
পাছড়ে ফেলে স্ত্রী পুত্র যেন প্যাঁচড়া আঁচড়ায়
জিসকা ফাটে উসকা ফাটে ধোবি বসে আছড়ায়
ন্যাংটা শিরের মন্ত্র দাদা পেয়েছি দু-কান খুইয়ে।
দে গরুর গা ধুইয়ে — জোরেসোরো।

* ৮৫৩. তাল : কাহারবা

প্রণমামী শ্রীদুর্গে নারায়ণী গৌরী শিবে সিদ্ধি বিধায়িনী
মহামায়া অম্বিকা আদ্যাশক্তি ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ প্রদায়িনী ॥
শুম্ভ নিশুম্ভ বিমর্দিনী চণ্ডী নমো নমঃ দশপ্রহরণ ধারিণী
দেবী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাত্রী জয় মহিষাসুর সংহারিণী।
জয় দুর্গে, জয় দুর্গে ॥
যুগে যুগে দনুজ দলণী মহাশক্তি যোগনিদ্রা মধুকৈটভ নাশিনী
বেদ-উদ্ধারিণী মণি-দীপ বাসিনী শ্রীরাম অবতারে বরাভয় দায়িনী।
জয় দুর্গে, জয় দুর্গে ॥

* ৮৫৪. তাল : ফেরতা

বঁধু হে
বঁধু ফিরে এসো আজো প্রাণের প্রদীপ রেখেছি আঁচল ঢেকে
বিরহ নিশাসে দীরঘ বাতাসে কেঁপে ওঠে থেকে থেকে।

আর রাখতে নারি, নিবু নিবু দীপ রাখতে নারি
বুঝি আমার পরাণ প্রদীপ নিভাবে আমারি নয়ন বারি।
বঁধু যমুনারি তীরে আসি ফিরে ফিরে কাঁদি কদম তরু তলে
হেরি বালুচরে বেণু আছে পড়ে ডাকে না আর রাধা বলে।
অভিমানে বাঁশি আমার বুকে আসি কেঁদে কেঁদে কহে যেন গো
হরি আরাধিকা রাধিকা এলে যদি শ্রীহরি এলো না কেন গো।
পায়ে পড়ে কাঁদে এসে যমুনারি ঢেউ
বলে রাধা রাধা বলে আর ডাকে না তো কেউ।
জটিলা কুটিলা আজ কলহ ভুলে জড়াইয়া মোরে কাঁদে যমুনা কূলে।
বলে কৃষ্ণ কই লো প্রলয়েরি কালে আর লইব কার নাম।
এই বিরহ যমুনা পার হব কবে বল হে বিরহী মম
গেলে কোন সে গোলকে রহিবে চোখে চোখে
প্রিয়তম হে কৃষ্ণ আঁখি তারা সম॥

* ৮৫৫.

সখি কই গোপীবল্লভ শ্যামল পল্লব কান্তি
সখি আমার হরি বিনে হরি চন্দনে নাহি শান্তি।
ঐ দেখ্ দেখ্ শ্যাম দাঁড়িয়ে
ও নহে কদম তমাল পিয়াল পিয়া মোর ঐ দাঁড়িয়ে।
ও নহে তরুণ শাখা ও যে মোর বঁধু আসে বাহু বাড়িয়ে।
পুষ্প পাগল তরু কি কখনো দুলে গো অমন করিয়া
(ও যে) বনমালা গলে বনমালি মোর নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া।
তোরা দেখে আয় তোরা দেখে আয়
অভিমানে শ্যাম আসিছে না কাছে ডেকে আয় তারে ডেকে আয়
তারি বিগলিত নীল লাবনি কি ঐ যমুনার কালো জলে
বিজলির আঁখি ইঙ্গিতে সে কি ডাকে মোরে মেঘ দলে।
সখি গো! তোরা যেতে দে মোরে যেতে দে আর দিস্‌নে বাধা
(ঐ) গহন কালোতে গাহন করিয়া জুড়াক আলোক রাধা॥

* ৮৫৬. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

বহে বনে সমীরণ ফুল জাগানো
এসো গোপন সাথী মোর ঘুম ভাঙানো
এসো আঁধার রাতেরি চাঁদ পাতি মায়ারি ফাঁদ
এসো এসো মম স্বপন সাধ॥
হৃদয় তিমিরে এসো হৃদ-সায়র দোল লাগানো
সাথী মোর ঘুম ভাঙানো॥
বনে মোর ফুলগুলি আছে তব পথ চেয়ে
পরাণ পাপিয়া পিউ পিউ ওঠে গেয়ে
তরুণ অরুণ এসো আলোকেরি পথ বেয়ে
এসো আমার তনু মন প্রাণ হৃদয় রাঙানো
এসো ভুবন ভুলানো
কোথা গোপন সাথী মোর ঘুম ভাঙানো॥

* ৮৫৭. তাল : দাদ্‌রা

পুরুষ : (বেয়ান, বলি ও বেয়ান ঠাকরুন)
বেয়ান তোমার আলু চেরা চোখে আমি মরে আছি
স্ত্রী : বেয়াই আমি তাইতো তোমার গোদা পায়ে শরণ যাচি।
ও তোমার গোদা পায়ে শরণ যাচি।
পুরুষ : (বলি ও বেয়ান তোমার)
দাঁতে ছাতা গালে ছুলি গলায় পেটে কোলাকুলি
আমি দেখেই ছুটি কাছা খুলি
(আমি) দেখেই ছুটি ও আমার কাছা খুলে গো
দেখেই ছুটি (ও) হরিবোল বোলে রে
আমি কাছা খুলে বাহু তুলে দেখেই ছুটি।
স্ত্রী : (বলি ও বেয়াই, ও কাছা তো নয়) এ যে লেজুড়েরি কাছাকাছি।
পুরুষ : (বলি ও বেয়ান ঠাকরুন তোমার)
ফোকলা দাঁতে প্রেমের বুলি শুনেই কাঁধে নিলেম ঝুলি।
স্ত্রী : (বুঝি গৌর নামের ঝুলি, বলি ও বেয়াই উঁ)
বেয়াই নিয়ে এবার যাবে রাঁচি
যাবে রাঁচি গৌর হে ওহে গৌর (যাবে রাঁচি)
কাছা খুলে বাহু তুলে যাবে রাঁচি (তুমি)।
পুরুষ : (বলি ও বেয়ান)
ভাগলপুরি বিবির মতন নাদুস নুদুস কি সে গঠন
স্ত্রী : (বলি ও হামদো বুড়ো) তুমি মাম্‌দো ভূত যে চামড়া খেকো
ও আমায় করতে এলে আমড়া গাছি।

* ৮৫৮. তাল : দাদ্‌রা

ভক্ত নরের কাছে হে নারায়ণ চিরদিন আজ্ঞ গরি
তাই তো তোমায় নামায়েছি ব্রজে গোলক হতে কাড়ি॥
চতুর্ভুজের দ্বিভুজ হরিয়া বেঁধেছি যশোদা দুলাল করিয়া
বনমালা পীত বসন পরিয়া হয়েছে ময়ূর মুকুটধারী॥
রাঙা পায়ে তব নূপুর পরায়ে নাচায়েছি পথ মাঝে
হাতে দিয়ে বেণু সাথে দিয়ে ধেণু সাজানু গোপাল সাজে।
ভগবান বলে মোরা না ধেয়াই চোর কপট নিঠুর বলি তাই
সুমধুর গালি দিয়েছি কানাই বামে দিয়ে রাধা প্যারী॥

* ৮৫৯. তাল : দাদ্‌রা

শুক বলে, 'মোর গোঁফের রূপে ভোলে গোপনারী'
সারী বলে, 'গোঁফের বড়াই আছে বলে দাড়ি
(ও) আমার গোঁফ পিয়ারী॥'
শুক বলে, 'মোর বাঁকা গোঁফে দেখে ভুবন ভোলে'
সারী বলে, 'ঝুলন রাসের দোলনা যে দোলে
(ও) আমার দাড়ির আশে।'
শুক বলে, 'গোঁফ ওষ্ঠে থাকেন গোষ্ঠে যেন কালা'
সারী বলে, 'আমার দাড়ি কুলের কুলবালা
(ও) চলেন হেলে দুলে।'

শুক বলে, বীর শিকারীরা এই গোঁফে দেয় চাড়া'
সারী বলে, 'মুনি ঋষির দেখবে দাড়ি ন্যাড়া
(ও) কিবা বাহার তোলে।'
শুক বলে, 'মোর ত্রিভঙ্গিম ঠোঁট বিহারী গোঁফ'
সারী বলে, 'তমাল কানন আমার দাঁড়ির ঝোপ
(আ, ও) দখিন হাওয়ায় দোলে।'
শুক বলে, 'গোঁফ খুরির দধি চুরি করে খায়'
সারী বলে, 'দাড়ি মেঁদীর রং লেগেছে গায়
(ও, আচ্ছাচ্ছা) যেন হোরির আবির।'
সারী বলে, 'দাড়ি বড় গোঁফের গরব মিছে'
শুক বলে, 'দাঁড়ি যতই বাড়ুক তবু গোঁফের নীচে
(ও) সারী টিকবে বল'॥

*** ৮৬০. তাল : ফের্তা**

আমার বিছানা আছে বালিশ আছে বৌ নাই মোর খাটে
(ওগো) তার বিরহে বারোটা মাস কেমন ক'রে কাটে ও দাদা গো॥
বৈশাখ মাস, বৈশাখে প্রাণ ভঁয়সা যেন ধুঁকে রোদের তাতে (বাবু গো)
হাত-পাখা আর নড়ে না ভাই রাতে প্রিয়ার হাতে
জ্যৈষ্ঠি মাস, জ্যৈষ্ঠি মাসের গরমে হিয়ার গুষ্টি শুদ্ধ ফাটে ও দাদা গো॥
আষাঢ় মাস, আষাঢ় মাসে কটকটে ব্যাঙ ছট্‌ফটিয়ে কাঁদে
ওগো চুলকানি যে উঠলো বেড়ে প্রেমের মইষা দাদে
শ্রাবণ মাস, শ্রাবণ মাসে বাবুণে প্রেম জাগে জলের ছাটে, ও দাদা গো॥
ভাদ্র মাস, ভাদ্র মাসে আপনার বৌ হলো ভাদ্র বধূ (বাবু গো)
আশ্বিন মাসে চাখলাম না হায় পূজার মজার মধু
আমার পরান লাফায় পাঁঠা যেমন দাপায় হাঁড়িকাঠে ও দাদা গো॥
কার্তিক মাস, কার্তিকে মোর ময়ূরী এই কার্তিককে ফেলে (ওরে)
ও তার দাদার ঘরের রাধা হয়ে বেড়ায় পেখম মেলে
অঘ্রাণ, অঘ্রাণে ধান কাটে চাষা আমার কেঁদে কাটে ও দাদা গো॥
পৌষ মাস, পৌষে আমার বৌ সে কোথায় গুড়ের পিঠা খায় (বাবু গো)
আর হেথায় আমার জিহ্বা দিয়া নাল ঝরিয়া যায়
মাঘ মাস, ওরে মাঘ মাসে যার মাগ নাই সে যাক না শ্মশান ঘাটে ও বাবু গো॥
ফাগুন মাস, ফাগুনে ছাই ডাল-নুনে কি মেটে প্রেমের খিদে
হাতের কাছে কাকে খুঁজি রাতের বেলায় নিদে (আমি)
চৈত্র মাস, চৈত্র মাসে মধু খুঁজি হায় রে কদুর বাঁটে॥

*** ৮৬১. তাল : দাদ্‌রা**

ওগো আমিনা তোমার দুলালে আনিয়া আমি ভয়ে ভয়ে মরি
এ নহে মানুষ বুঝি ফেরেশ্‌তা আসিয়াছে রূপ ধরি'॥
সে নিশীথে যখন বক্ষে ঘুমায়
চাঁদ এসে তারে চুমু খায়
দিনে যবে মেষ চারণে সে যায় মেঘ চলে ছায়া করি',
সাথে সাথে তার মেঘ চলে ছায়া করি'॥
মনে হয় যেন লুকাইয়া রাতে তোমার শিশুর পায়
কত ফেরেশ্‌তা হুর-পরী এসে সালাম করিয়া যায়।

সে চলে যায় যবে মরুর উপরে
বস্‌রা গোলাপ ফোটে থরে থরে
তার চরণ ঘিরিয়া কাঁদে ফুলবনে অলিকুল গুঞ্জরি'॥

*** ৮৬২. রাগ : দেশ, তাল : একতাল**

কেন করুণ সুরে হৃদয় পুরে বাজিছে বাঁশরি
ঘনায় গহন নীরদ সঘন নয়ন মন ভরি॥
বিজলি চমকে পবন দমকে পরান কাঁপে রে
বুকের বঁধুরে বুকে বেঁধে ঝুরে বিধুরা কিশোরী॥

*** ৮৬৩. তাল : বৈতালিক**

তোমারি মহিমা গাই বিশ্বপালক করতার
করুণা কৃপার তব নাহি সীমা নাহি পার॥
রোজ-হাশরের বিচার-দিনে তুমিই মালিক এয় খোদা,
আরাধনা করি প্রভু, আমরা কেবলি তোমার॥
সহায় যাচি তোমারি নাথ, দেখাও মোদের সরল পথ,
সেই পথেতে চালাও খোদা বিলাও যাদের পুরস্কার।
অবিশ্বাসী ধর্মহারা যাহারা সে ভ্রান্ত-পথ,
চালায়ো না তাদের পথে, এই চাহি পরওয়ারদিগার॥

*** ৮৬৪. তাল : দাদ্‌রা**

তোরা যারে এখনি হালিমার কাছে ভয়ে ক্ষীর সর ননী
আমি খোয়াবে দেখেছি কাঁদিছে মা বলে আমার নয়ন-মণি॥
মোর শিশু আহমদে যেদিন কাঁদিয়া
হালিমার হাতে দিয়াছি সঁপিয়া
সেই দিন হ'তে কেঁদে কেঁদে মোর কাটিছে দিন রজনী॥
পিতৃহীন সে সন্তান হায় বঞ্চিত মা'র স্নেহে
তারে ফেলে দূরে কোল খালি করে (আমি) থাকিতে পারি না গেহে।
অভাগিনী তার মা আমিনায়
মনে করে সে কি আজো কাঁদে হায়
বলিস তাহারি আসার আশায় দিবানিশি দিন গণি॥

*** ৮৬৫. তাল : ষৎ**

দিও বর হে মোর স্বামী যবে যাই আনন্দ ধামে
যেন প্রাণ ত্যজি হে স্বামী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নামে॥
ভাসি যেন আমি ভাগীরথী নীরে অথবা প্রয়াগে যমুনার তীরে
অন্তিম সময়ে হেরি আঁখি নীরে যেন মোর রাধা শ্যামে।
ব্রজগোপালের শুনায়ে নূপুর মরণ আমার করিও মধুর
বাজায়ো বাঁশি দাঁড়ায়ো আসি' রাধারে লইয়া বামে॥

*** ৮৬৬. রাগ : জৌনপুরী, তাল : ত্রিতাল**

মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম গিরিধারী
কৃষ্ণমুরারী, আনন্দ ব্রজে তব সাথে মুরারী॥
যেন নিশিদিন মুরলী-ধ্বনি শুনি
উজান বহে প্রেম-যমুনারি বারি

নূপুর হয়ে যেন হে বনচারী
চরণ জড়ায়ে ধরে কাঁদিতে পারি ॥

*** ৮৬৭. রাগ : নট-বেহাগ, তাল : ত্রিতাল**

রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ নূপুর বোলে
বন-পথে যায় কে বালিকা, গলে শেফালিকা,
মালতী, মালিকা দোলে ॥
চম্পা মুকুলগুলি চাহে নয়ন তুলি'
নাচে নট-বিহগ শিখী তরুতলে ॥

*** ৮৬৮. রাগ : নট-মল্লার, তাল : ত্রিতাল**

রুম্ ঝুম্ বাদল আজি বরষে
আকুল শিখি নাচে ঘন মেঘ দরশে ॥
বারির দরশনে আজি ক্ষণে ক্ষণে
নব নীরদ শ্যাম মুখ পড়ে মনে
না-জানি কোন্ দেশে কোন্ প্রিয়া সনে
রয়েছে ভুলিয়া নব হরষে ॥

*** ৮৬৯. : তাল : ফের্‌তা**

শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদি না বিশাখা, হারায়েছি শ্যামের হৃদয়
আমি তারি তরে কাঁদি গো সেই নিদয়ের তরে নয়
তার হৃদয়ের তরে কাঁদি গো হারায়েছি শ্যামের হৃদয়
যে হৃদয় ছিল একা গোপিকার রাধিকার কুব্জা করেছে তারে জয়, সখি গো
কুব্জা তারে কু বুঝায়েছে
যে রাধা ছাড়া জানত না সই কুব্জা তারে কু বুঝায়েছে
কুব্জা করেছে তারে জয়।
কি হবে মথুরা গিয়া, হেরি সে হৃদয়হীন পাষণ দেবতায়
সে কিছুই দেবে না, দেবতাই বটে গো সে দেবতাই বটে গো
পাষাণ খুঁজে না রাধা তার প্রিয় আনন্দঘন শ্যামরায়
তোরা যেতে চাস যা লো —
ঠাকুর দেখিতে তোরা যেতে চাস যা লো, সখি গো
ধরম-করম মম তনু-মন-যৌবন সঁপিনু চরণে যার
সে পর-পুরুষ, হ'ল আজি অপরার পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার।
সে ভ্রমরাই সমতুল ফুলে ফুলে ভ্রমে সে ভ্রমরাই সমতুল
তারে, দেখলে ভ্রমে জাতিকুল, ভ্রমরাই সমতুল পুরুষ স্বভাব ভ্রমরার
যা'র হরি ছাড়া বোধ নাই প্রবোধ দিস্‌নে তায়, সজনী
সবারই পোহাবে নিশি, পোহাবে না রাধারই এ আঁধার রজনী ॥

*** ৮৭০. তাল : দাদ্‌রা**

হোরি খেলে নন্দলালা
প্রেমের রঙে মাতোয়ালা ॥
বিশ্বরাধা সে সাথে রঙের খেলায় মাতে
রঙে ত্রিভুবন ছায় রাঙা আলোক আবির ছড়ায়
হোরি রবি-শশী ঢালা ॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরি
মনের মরুতে লতায় তরুতে রাঙা ফুল ফোটে মরি মরি।
আজি প্রাণে প্রাণে ফুল দোল
দোল পূর্ণিমা রাতি রাঙা ফুল তারা বাতি
ধরণীতে আকাশে জ্বালা ॥

* ৮৭১. তাল : দাদ্‌রা

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে কর্‌ব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল ॥
তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে কর্‌ছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ভয় দেখিয়েই ক'র্‌বে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা ক'র্‌বো সর্বনাশ,
এবার আন্‌বো মাভৈঃ বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল ॥
তোমরা ভয় দেখিয়ে কর্‌ছ শাসন জয় দেখিয়ে নয়;
সেই ভয়ের টুঁটি ধর্‌ব টিপে কর্‌ব তারে লয়।
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
প'রে ফাঁসি আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অশ্রু দিয়েই জ্ব'লবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

* ৮৭২. তাল : দাদ্‌রা

দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিখারিনী।
গাহিয়া সজল চোখে বেলা-শেষের রাগিণী ॥
মিনতি-ভরা আঁখি ওগো কে তুমি ঝড়ের পাখি
(ওগো) কি দিয়ে জুড়াই ব্যথা কেমনে কোথায় রাখি
কোন্ প্রিয় নামে ডাকি' মান ভাঙাব মানিনী ॥
বুকে তোমায় রাখতে প্রিয় চোখে আমার বারি ঝরে,
(ওগো) চোখে যদি রাখিতে চাই বুকে ওঠে ব্যথা ভ'রে।
যত দেখি তত হায়, ওগো পিপাসা বাড়িয়া যায়
কে তুমি যাদুকরী স্বপন-মরু-চারিণী ॥

* ৮৭৩. রাগ : ছায়ানট, তাল : একতাল

দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে
বাঁশরি বাজিল ছায়ানটে মনে মনে ॥
চিত্তে চপল নৃত্যে কে
ছন্দে ছন্দে যায় ডেকে;
যৌবনের বিহঙ্গ ঐ ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাজে বিজয়-ডঙ্কা তারই এলো তরুণ ফাল্গুনী,

জাগো ঘুমন্ত — দিকে দিকে ঐ গান শুনি'।
টুটিল সব অন্ধকার —
খোলো খোলো বন্ধ দ্বার;
বাহিরে কে যাবি আয় সে শুধায় জনে জনে॥

*** ৮৭৪. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : ত্রিতাল**

মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়।
মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রী দুর্গা তাই দুর্গতি কাটিল না হায়॥
যে মহা-শক্তির হয় না বিসর্জন
অন্তরে বাহিরে প্রকাশ যার অনুখন
মন্দিরে দুর্গে রহে না যে বন্দী সেই দুর্গারে দেশ চায়॥
আমাদের দ্বিভুজে দশভুজা-শক্তি দে পরম ব্রহ্মময়ী।
শক্তিপূজার ফল ভক্তি কি পাব শুধু হব না কি বিশ্বজয়ী?
এই পূজা-বিলাস সংহার কর্ যদি, পুত্র শক্তি নাহি পায়॥

*** ৮৭৫. রাগ : ষট্ টৌরী, তাল : ত্রিতাল**

সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর যেদিন তুমি আমার হবে
আমার ধ্যানে আমার জ্ঞানে প্রাণ মন মোর ঘিরে রবে॥
রইবে তুমি প্রিয়তম
আমার দেহে আত্মা-সম
জানি না সাধ মিটবে কি-না — তেমন করেও পাব যবে॥
পাওয়ার আমার শেষ হবে না পেয়েও তোমায় বক্ষতলে
সাগর মাঝে মিশে গিয়েও নদী যেমন ব'য়ে চলে
চাঁদকে দেখে পরান জুড়ায়
তবু দেখার সাধ কি ফুরায়
মিটেছিল সাধ কি রাধার নিত্য পেয়েও নীল-মাধবে॥

*** ৮৭৬. তাল : কাহার্‌বা**

মোরা বিহান-বেলা উঠে রে ভাই চাষ করি এই মাটি।
যে মাটির বুকে আছে পাকা ধানের সোনার কাঠি॥
ফসল বুনে রোদের তাতে উঠি যখন ঘেমে
সদয় হয়ে আকাশ বেয়ে বৃষ্টি আসে নেমে
(ওরে) মুচকি হেসে বৌ এনে দেয় পান্তা ভাতের বাটি॥
আশ মেটে না চারা ধানের পানে চেয়ে চেয়ে
মরাই ভ'রে থাকবে ওরাই আমার ছেলে মেয়ে।
(আমি) চাই না স্বর্গ, পাই যদি এই পাকা ধানের আটি (রে ভাই)॥
জল নিতে যায় আড়চোখে চায় বৌ-ঝি নদীর কূলে
খুশিতে বুক ভ'রে ওঠে, খাটুনি যাই ভুলে।
এ মাঠ নয় ভাই বৌ পেতেছে ঠাণ্ডা শীতল পাটি॥

*** ৮৭৭. রাগ : ভীমপলশ্রী মিশ্র, তাল : একতাল**

বিদায়-সন্ধ্যা আসিল ঐ ঘনায় নয়নে অন্ধকার।
হে প্রিয়, আমার, যাত্রা-পথ অশ্রু-পিছল ক'রো না আর॥
এসেছিনু ভেসে স্রোতের, ফুল
তুমি কেন প্রিয় করিলে ভুল

তুলিয়া খোঁপায় পরিয়া তা'য় ফেলে দিলে হায় স্রোতে আবার॥
হেথা কেহ কারো বোঝে না মন
যারে চাই হেলা হানে সে' জন
যারে পাই সে না হয় আপন হেথা নাহি হৃদি ভালোবাসার।
তুমি বুঝবে না কি অভিমান
মিলনের মালা করিল ম্লান
উড়ে যাই মোর, দূর বিমান সেথা গা'ব গান আশে তোমার॥

* ৮৭৮. তাল : দাদ্‌রা

আমার বিফল পূজাঞ্জলি অশ্রু-স্রোতে যায় যে ভেসে
তোমার আরাধিকার পূজা হে বিরহী, লও হে এসে॥
খোঁজে তোমায় চন্দ্র তপন
পূজে তোমায় বিশ্বভুবন,
আমার যে নাথ ক্ষণিক জীবন মিটবে কি সাধ ভালবেসে॥
না দেখা মোর, বন্ধু ওগো কোথায়, তুমি কোথায়, বাঁশি বাজাও একা,
প্রাণ বোঝে তা অনুভবে নয়ন কেন পায় না দেখা।
সিন্ধু যেমন বিপুল টানে
তটিনীরে টেনে আনে,
তেমনি করে তোমার পানে আমায় ডাকো নিরুদ্দেশে॥

* ৮৭৯. তাল : কাহার্‌বা

এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে এই তো নদীর খেলা।
সকাল বেলা আমির, রে ভাই (ও ভাই) ফকির, সন্ধ্যাবেলা॥
সেই নদীর ধারে কোন্ ভরসায়
বাঁধলি বাসা, ওরে বেভুল, কিসের আশায়
যখন ধরলো ভাঙন পেলিনে তুই পারে যাবার ভেলা।
এই তো বিধির খেলা রে ভাই এই তো বিধির খেলা॥
এই দেহ ভেঙে হয়রে মাটি মাটিতে হয় দেহ
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ তার খোঁজ নিল না কেহ
রাতে রাজা সাজে নাটমহলে
দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে
শেষে শ্মশান ঘাটে গিয়ে দেখে সবাই মাটির ঢেলা
এই তো বিধির খেলা রে ভাই ভব নদীর খেলা॥

* ৮৮০. তাল : কাহার্‌বা

অমন করে হাসিস্‌নে আর রাই লো।
তুই পোড়ার মুখে হাসিস্‌নে আর রাই লো।
ছি ছি রঙ্গ করিস অঙ্গে মেখে কৃষ্ণ কালির ছাই লো॥
বাঁশি হাতে গাছে চড়া, কয়লা-বরণ গয়লা ছোঁড়া সে লো
সেই নাটের গুরু নষ্টের গোড়া তোর প্রেমের গোঁসাই লো॥
ঐ গো-রাখা রাখালের সনে তোর নিন্দা শুনি বৃন্দাবনে রাই লো
ছি ছি কেষ্ট ছাড়া ইষ্ট কি আর ত্রিভুবনে নাই লো॥
ঐ অমাবস্যার কৃষ্ণ-চাঁদে, বাস্‌লি ভালো কোন্ সুবাদে তুই লো
তুই দিন-কানা হয়েছিস রাধে ভাবিয়া কানাই লো॥

* ৮৮১. তাল : দাদ্‌রা

মা, মা গো —
আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দে কাঠুরিয়ার মেয়ে,
কত নিরস তরু হ'ল মঞ্জুরিত তোর চরণ-পরশ পেয়ে॥
রোদে পুড়ে জলে ভিজে মা দিয়েছি ফুল ফল
শাখায় আমার, নীড় বেঁধেছে বিহঙ্গের দল।
বটের মত সারা দেহ মাগো মায়ার জটে আছে ছেয়ে॥
ও মা মূল আছে তাই বৈতরণীর কূলে আছি পড়ি
নইলে হ'তাম খেয়াঘাটের পারাপারের তরী।
তুই খড়গের ভয় দেখাস মিছে
মুক্তি আছে এরি পিছে মাগো
তোর হাসির বাঁশি শুনতে পাবো অসির আঘাত খেয়ে॥

* ৮৮২. তাল : দাদ্‌রা

(মা) আমি, মুক্তা নিতে আসিনি মা ও মা তোর মুক্তি-সাগর কূলে।
মোর ভিক্ষা-ঝুলি হ'তে মায়ার মুক্তা মানিক নে মা তুলে॥
মা তুই, সবই জানিস অন্তর্যামী,
সেই চরণ-প্রসাদ ভিক্ষু আমি,
শবেরও হয় শিবত্ব লাভ মা তোর যে চরণ ছুঁলে॥
তুই অর্থ দিয়ে কেন ভুলাস এই পরমার্থ ভিখারিরে,
তোর প্রসাদী ফুল পাই যদি মা গঙ্গা ধারাও চাই না শিরে।
তোর শক্তিমন্ত্রে শক্তিময়ী,
আমি হ'তে পারি ব্রহ্মা-জয়ী,
সেই মাতৃনামের মহাভিক্ষু তোর মায়াতেও নাহি ভুলে॥

* ৮৮৩. তাল : দাদ্‌রা

ওমা একলা ঘরে ডাকব না আর দুয়ার বন্ধ ক'রে।
তুই সকল ছেলের মা যেখানে ডাকব মা সেই ঘরে॥
রুদ্ধ আমার একলা এ মন্দিরে,
পথ না পেয়ে যাস্ বুঝি মা ফিরে,
মোরে জ্যোতির্লোকে ঘুম্ পাড়িয়ে তাপিত সন্তানে নিয়ে
মাগো কাঁদিস্ বুকে ধ'রে॥
আমি একলা মানুষ হ'তে গিয়ে হারাই মা তোর স্নেহ,
আমি যে ঘর যেতে ঘৃণা করি মা,– সেই তোর গেহ।
দুর্বল মোর ভাই বোনেদের তুলে,
আমি দাঁড়াব মা যেদিন, চরণ মূলে।
সেদিন মা তুই আপনি এসে কোলে তুলে নিবি হেসে,
আর হারাব না তোরে॥

* ৮৮৪. তাল : কাহার্‌বা

জগতের নাথ তুমি, তুমি প্রভু প্রেমময়।
আমি জগতের বাহিরে নহি দেহ চরণে আশ্রয়॥
যাহাদের তরে আমি খাটিনু দিবস-রাতি
(আমার) যাবার বেলায় কেহ তাদের হ'ল না সাথের সাথী

সম্পদ মোর পাঁচ ভূতে খায়, কর্ম কেবল সঙ্গে রয়।।
ভুলিয়া সংসার মোহে লই নাই তোমারি নাম —
তরাতে এমন পাপী পাবে না হে ঘনশ্যাম
শুনেছি তোমারে যদি কাঁদিয়া কেহ ডাকে —
তুমি অমনি তারে কর ক্ষমা চরণে রাখ তাকে।
আমি সেই আশাতে এসেছি নাথ যদি তব কৃপা হয়।।

* ৮৮৫. তাল : কাহার্‌বা

আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়।
মোছ আঁখি, দুয়ার খোলো, দাও বিদায়।।
ফোটে যে ফুল আঁধার রাতে
ঝরে ধূলায় ভোর বেলাতে
আমায় তারা ডাকে সাথে[১] — আয় রে আয়।
সজল করুণ নয়ন তোলো[২], দাও বিদায়।।
অন্ধকারে এসেছিলাম থাকতে আঁধার যাই চ'লে;
ক্ষণিক ভালোবেসেছিলাম[৩] চিরকালের না-ই হ'লে।
হ'লো চেনা হ'লো দেখা
নয়ন-জলে রইলো লেখা
দূর বিরহের ডাকে কেকা বরষায়
ফাগুন স্বপন ভোলো ভোলো, দাও বিদায়।।

১ সাথী ২ কেন ৩ ভালোবেসেছিলে

* ৮৮৬. তাল : ফের্‌তা

আমি কি সুখে লো গৃহে রবো
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী ওলো সখি আমিও যোগিনী হবো।।
সখি আমার ধিয়ান্‌ করিত যে সদা সে ধ্যান ভাঙিল যদি,
সে ভোলে ভুলুক্‌ আমি সেই রূপ ধিয়াইব নিরবধি।
তারে ধ্যান করিব সখি লো আমি যোগিনী হবো!
শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে সেথা অঞ্চল পাতি' রবো।
তারে ধূলায় বস্‌তে দিবো না সই
তার সোনার অঙ্গ মলিন্‌ হবে ধূলায় বস্‌তে দিবো না।
সখি ধূলাই যদি সে মাগে,
আমি আপনি হবো রাঙা পথ-ধূলি বঁধুয়ার অনুরাগে।
পথের ধূলি হবো
ওগো সেই পথেরই ধূলি হবো
যে পথ দিয়ে শ্যাম চলে যাবে সেই পথেরই ধূলি হবো।
ওসে চ'লে যেতে দ'লে যাবে সেই সুখে লো ধূলি হবো।
হবো ভিক্ষার ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি' বাহুতে আমায় জড়ায়ে
সখি আমারো বেদনা-গৈরিক-রাঙা বাস্‌ দিব তা'রে পরায়ে।
সে তরুণ যোগীরে সাজাবো আমি
সখি আমার প্রাণের গোধূলি-বেলার রঙে রঙে তারে রাঙাইব।
তার গেরুয়া রাঙা বসন হয়ে জড়াইয়া রবো দিবস-যামী।।

*** ৮৮৭. রাগ : বেহাগ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা**

আমি দেখন-হাসি
আমায় দেখ্‌লে পরে হাসতে হাসতে পেয়ে যাবে কাশী ॥
আমি হাসির হাঁসলী ফিরি করি এলে আমার হাসির দেশে
বুড়োরা সব ছোঁড়া হয়, আর ছোঁড়ারা যায় টেঁসে।
আমার হাস-খালিতে বাড়ি, আমি হাস্নু হানার মাসি ॥
এলে আমার হাসির হেঁসেলে তার হাঁসফাঁসানি লেগে
অন্তে শুধু দন্ত থাকে শরীরটা যায় ভেগে।
(আমি) পাতি হাঁসির আণ্ডা বেচি আর হাসির ময়দা খাঁসি ॥
সেদিন পথে যাচ্ছিল সব রাজার হাতি ঘোড়া উট
তারা না আমায় দেখি হাসতে হাসতে
'চোঁ চোঁ চোঁ' এই না বলি' অমনি দিলে ছুট
হেসে পালিয়ে গেল দড়ি ছিঁড়ে মটরু মিঞার খাসি ॥

*** ৮৮৮. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : একতাল**

আর লুকাবি কোথা মা কালী
বিশ্ব-ভুবন আঁধার ক'রে তোর রূপে মা সব ডুবালি ॥
সুখের গৃহ শ্মশান ক'রে বেড়াস্ মা তায় আগুন জ্বালি'
দুঃখ দেওয়ার রূপে মা তোর ভুবন-ভরা রূপ দেখালি ॥
পূজা ক'রে, পাইনি তোরে মা গো এবার চোখের জলে এলি
বুকের ব্যথায় আসন পাতা ব'স্ মা সেথা দুখ্-দুলালী ॥

*** ৮৮৯. রাগ : ভৈরবী-আশাবরী, তাল : আদ্ধা**

আজ বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে।
হায় কী মনে পড়ে মন এমন করে ॥
আজ এমন দিনে কোন্ নীড়হারা পাখি
যাও কাঁদিয়া কোথায় কোন্ সাথীরে ডাকি'।
তোর ভেঙেছে পাখা কোন্ আকুল ঝড়ে ॥
আয় ঝড়ের পাখি আয় আমার এ বুকে
আয় দিব রে আশ্রয় মোর গহন-দুখে।
আয় বাঁধিব বাসা আজ নূতন ক'রে ॥

*** ৮৯০. রাগ : জৌনপুরী, তাল : দাদ্‌রা**

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন ॥
কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি শশী দোলে
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন ॥
পাগলী মেয়ে এলোকেশী নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায় লীলার রে তার নাই কো শেষ।
সিন্ধুতে মা'র বিন্দুখানিক
ঠিক্‌রে পড়ে রূপের মানিক
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না মা আমার তাই দিগ্-বসন ॥

*** ৮৯১. তাল : কাহার্‌বা**

দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই তোমার নামের গান
হে খোদা, এ যে তোমারই হুকুম, তোমারই ফরমান ॥
এমনি তোমার নামের আছর —
নামাজ রোজার নাই অবসর,
তোমার নামের নেশায় সদা মশগুল মোর প্রাণ ॥
তকদিরে মোর এই লিখেছ হাজার গানের সুরে
নিত্য দিব তোমার আজান আঁধার মিনার-চূড়ে।
কাজের মাঝে হাটের পথে
রণ-ভূমে এবাদতে
আমি তোমার নাম শোনাব, করব শক্তি দান ॥

*** ৮৯২. রাগ : দেশ-খাম্বাজ, তাল : ত্রিতাল**

পিউ পিউ পিউ বোলো পাপিয়া
বুকে তারি পিয়ারে চাপিয়া ॥
বাতাবি নেবুর ফুলেলা কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে
ফুলের মহলায় চাঁদিনী শিহরায়
নদীকূলে ঢেউ ওঠে ছাপিয়া ॥
এমনি নেবু ফুল এমনি মধুরাতে
পরাতো বঁধু মোর বিনোদ খোঁপাতে,
বাতায়নে পাখি করিত ডাকাডাকি
মনে পড়ে তায় উঠি কাঁপিয়া ॥

*** ৮৯৩. তাল : দাদ্‌রা**

প্রাণের ঠাকুর লীলা করে আমার দেহের আঙিনাতে
রসের লুকোচুরি খেলা নিত্য আমার তারই সাথে ॥
তারে নয়ন দিয়ে খুঁজি যখন
অন্তরে সে লুকায় তখন
অন্তরে তায় ধরতে গেলে লুকায় গিয়ে নয়ন-পাতে ॥
ঐ দেখি তার হাসির ঝিলিক আমার ধ্যানের ললাট-মাঝে
ধরতে গেলে দেখি সে নাই কোন্ সুদূরে নূপুর বাজে।
এত কাছে রয় সে তবু পাই না তারে হাতে হাতে ॥

*** ৮৯৪. তাল : ফের্‌তা**

ভুলি কেমন আজো যে মনে
বেদনা-সনে রহিল আঁকা।
আজ সজনী দিন রজনী
সে বিনে গনি সকলি ফাঁকা ॥
আগে মন করলে চুরি
মর্মে শেষে হানলে ছুরি
এত শঠতা এত যে ব্যথা
তবু যেন তা মধুতে মাখা ॥

চকোরী দেখলে চাঁদে
দূর হতে সই আজো কাঁদে
আজো বাদলে ঝুলন ঝুলে
তেমনি জলে চলে বলাকা॥
বকুলের তলায় দোদুল
কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল
চলে নাগরী কাঁখে গাগরি
চরণ ভারি কোমর বাঁকা॥
ডালে তোর হান্‌লে আঘাত
দিস্ রে কবি ফুল সওগাত
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে
বনে কি দুলে ফুল-পতাকা॥

৮৯৫. তাল : বৈতালিক

যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল হয়নি যাবার বেলা।
সংসার-পাথারে আজো দোলে পাপের ভেলা॥
মেটেনি তোমায় দেখার পিয়াসা
মেটেনি কদম জিয়ারত আশা
হযরত, এই জমেছে প্রথম দীন-ই-ইসলাম মেলা॥
ছড়ায়ে পড়েনি তোমার কালাম আজিও সকল দেশে,
ফিরিয়া আসেনি সিপাহীরা তব আজও বিজয়ীর বেশে।
দিনের বাদশা চাও ফিরে চাও
শোক-দুর্দিনে বেদনা ভোলাও
গুনাহ্‌গার এই উম্মতে তব হানিও না অবহেলা॥

* ৮৯৬. তাল : দাদ্‌রা

শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ তুমি এ প্রাণে শান্তি দাও।
দুখ্ দিয়ে কাঁদালে যদি তুমি হে নাথ সে দুখ ভোলাও॥
যে হাত দিয়ে হানলে আঘাত
তুমি অশ্রু মোছাও সেই হাতে নাথ
বুকের মানিক হ'রলে যা'র, তারে তোমার শীতল বক্ষে নাও॥
তোমার যে চরণ প্রলয় ঘটায়
সেই চরণ কমল ফোটায়
শূন্য করলে তুমি যে বুক সেথা তুমি এসে বুক জুড়াও॥

* ৮৯৭. তাল : কাহার্‌বা

শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপ-মালা নিশিদিন শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণ বসন শ্রীকৃষ্ণ ভূষণ ধরম করম মোর জ্ঞান॥
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে বিজড়িত শ্রীকৃষ্ণ নাম (মোর)
কৃষ্ণ আত্মা মম কৃষ্ণ প্রিয়তম ওই নাম দেহ মন প্রাণ॥
কৃষ্ণ নয়ন-ধার কৃষ্ণ গলার হার এ হৃদয় তাঁরি ব্রজধাম
ঐ নাম-কলঙ্ক ললাটে আঁকিয়া গো ত্যজিয়াছি লাজ কুল মান॥

৮৯৮. তাল : কাহার্‌বা

শ্রীকৃষ্ণ নামের তরীতে কে হবি পার কৃষ্ণ নামের তরীতে।
তরাইতে পাপী পতিত মানবে এলো তরী ভব-নদীতে॥

ডাকিছে আর্তজনে বাঁশির সুরে নাইয়া কানাইয়া 'আয় আয়' ব'লে
মধুর নামের তরী টলমল দোলে আশ্রিতে পারে নিতে ॥
ঘন দুর্দিন-ঘেরা আঁধার সংসার নাম প্রদীপ আশার;
জপ প্রেম-ভরে তাঁহারই প্রিয় নাম (তরঙ্গে) তরী ডুবিবে না আর।
তাঁর নাম পারের তরী, কাণ্ডারি শ্রীচরণ শরণ নে রে তোরা তাঁরই
নামের আলোকে যাবি রে গোলকে নাম গাহিতে গাহিতে ॥

*** ৮৯৯. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

সন্ধ্যা হলো ঘরকে চলো, ও ভাই মাঠের চাষী
ভাটিয়ালি সুরে বাজে রাখাল ছেলের বাঁশি ॥
পিদিম নিয়ে একলা জাগে একলা ঘরের বধূ
হৃদয়-পাতে লুকিয়ে রেখে সারা দিনের মধু;
পথ চেয়ে সে বসে আছে কাজ হয়েছে বাসি রে তোর
কাজ হয়েছে বাসি।
(যে) মন সারাদিন ছিল প'ড়ে হালের গরুর টানে
দিনের শেষে ঘরের জরু সেই মনকে টানে
সেথা মেটে ঘরের দাওয়ায় লুটায় রে
মেটে ঘরের দাওয়ায় লুটায় কালো চোখের হাসি রে ভাই
কালো চোখের হাসি।
পুবান হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায় আউশ ধানের ক্ষেতে,
এই ফসলের দেখব স্বপন শুয়ে শুয়ে রেতে;
সকাল বেলা আবার যেন মাঠে ফিরে আসি রে
এই মাঠে ফিরে আসি ॥

*** ৯০০. রাগ : ভৈরবী, তাল : ত্রিতাল**

হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব!
তোমারেই প্রাণের বেদনা কব তোমারি শরণ লব ॥
সুখের সাগরে লহরি সমান
হিল্লোলি' উঠে যেন তব নাম গান
দুঃখে শোকে কাঁদে যবে প্রাণ যেন নাম না ভুলি তব ॥
তুমি ছাড়া বিশ্বে কাহারও কাছে
এ প্রাণ যেন কিছু নাহি যাচে।
যেন তোমারি অধিক কেহ প্রিয় নাহি হয়
বিশ্ব ভুবনে যেন হেরি তুমি-ময়
কলঙ্ক-লাঞ্ছনা যত বাধা ভয় তব প্রেমে সকলি স'ব ॥

*** ৯০১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

যেতে নারি মদিনায় আমি নারী হে প্রিয় নবী
আমারই ধ্যানে এসো প্রাণে এসো আল-আরবি ॥
তপ্ত যে নিদারুণ আরবের সাহারা গো
শীতল হৃদে মম রাখিব তোমারই[১] ছবি ॥
ভালবাস যদি না মরুভূ ধূসর গো[২]
জ্বালায়ে, হৃদি মম করিব সাহারা গোবি ॥

হে প্রিয়তম, গোপনে তব তরে আমি কাঁদি
তোমারে দিয়াছি মোর, দুনিয়া আখের সবই ॥

১. তোমার ২. ভালোবেসে মদিনার মরুভূ ধূসর গো

* ৯০২. তাল : কাহার্‌বা

আমি গরবিনী মুসলিম বালা
সংসার সাহারাতে আমি গুলে লালা ॥
জ্বালায়েছি বাতি (আমি) আঁধার কাবায়
এনেছি খুশির , ঈদে শিরনির থালা ॥
আনিয়াছি ঈমান প্রথম আমি
আমি দিয়াছি সবার আগে মোহাম্মদে মালা[১] ॥
কত শত কারবালা বদরের রণে
বিলায়ে দিয়াছি স্বামী-পুত্র স্বজনে;
জানে গ্রহ-তারা জানে আল্লাহ তালা ॥

১ মোহাম্মদকে মালা

* ৯০৩. তাল : বৈতালিক

হায় হায় উঠিল মাতম আকাশ পবন ভুবন ভরি'।
আখেরি নবী দ্বীনের রবি বিদায় নিল বিশ্ব-নিখিল আঁধার করি ॥
অসীম তিমিরে পুণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ, সে কোথায় লুকালো
আকাশে ললাট হানি' কাঁদিছে মরুভূমি
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি' ॥
তৃণ নাহি খায় উট, মেষ নাহি মাঠে যায়,
বিহগ-শাবক কাঁদে জননীরে ভুলি হায়!
বন্ধুর বিরহ কি সহিল না আল্লার,
তাই তারে ডাকিয়া নিল কাছে আপনার'
হায় কাণ্ডারি গেল চ'লে রাখিয়া পারের তরী ॥

* ৯০৪. তাল : কাহার্‌বা

নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান
শুনি' সে তকবিরের ধ্বনি আকুল হল মন-প্রাণ
বাহিরে হেরিনু আসি বেহেশতী রৌশনীতে রে
ছেয়েছে জমিন ও আসমান
আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশ্‌তা হুর গেলেমান —
এলো কে, কে এলো ভূলোকে! দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে ॥
তাপীর বন্ধু, পাপীর ত্রাতা, ভয়-ভীত পীড়িতে শরণ-দাতা
মূকের ভাষা নিরাশার আশা, ব্যথার শান্তি, সান্ত্বনা শোকে
এলো কে ভোরের আলোকে ॥
দরুদ পড় সবে; সাল্লে আলা, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা।
কেহ বলে, এলো মোর কম্‌লিওয়ালা — খোদার হাবীব কেহ কয় নিরালা
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা.
কেহ বলে, আহমদ নাম মধু ঢালা — মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা.
মজনুঁরও চেয়ে হল দীওয়ানা সবে, নাচে গায় নামের নেশায় ঝোঁকে ॥

*** ৯০৫. তাল : দাদ্‌রা**

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এলো ঐ সোনার গগনময়।
দাও আশিস অভয়, হে দেব জ্যোতির্ময়॥
মিলিল আবার দুইটি প্রাণ
কত যুগ পরে, হে ভগবান
সার্থক কর, হে মনোহর, এ মিলন অক্ষয়
যেন চির-সুখী হয়, হে দেব জ্যোতির্ময়॥

*** ৯০৬. নাটিকা : 'পুতুলের বিয়ে', তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

লাল টুক্‌টুক্ মুখে হাসি মুখখানি টুলটুল।
বিনি পানে রঙ দেখে যায় লাল-ঝুঁটি বুলবুল॥
দেখতে আমার, খুকুর বিয়ে
সূয্যি ওঠেন উদয় দিয়ে,
চাঁদ ওঠে ঐ প্রদীপ নিয়ে গায় নদী কুল্‌কুল্॥

*** ৯০৭. নাটিকা : 'পুতুলের বিয়ে', তাল : ফের্‌তা**

সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশিষ।
শ্বশুর শাশুড়ির মা বাপের, কুলের তারা হয়ে হাসিস॥
রামের মত স্বামী পাস, সতী হ'স সীতার সম
দশরথ কৌশল্যার মত শ্বশুর শাশুড়ি অনুপম।
লক্ষ্মণ সম দেবর পেয়ে সুখের সায়রে ভাসিস॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান
আল্‌তা পায়ে চির-এয়োতি যায় সুখে দিন এক সমান
অন্নপূর্ণা জগৎ জীবের মা হয়ে ফিরে আসিস॥
সভা-উজ্জ্বল জামাই পাস ভুবন-উজ্জ্বল দুঃখ পাস
ধরার মত সহ্য পাস জন্মাযস্তে কাল কাটাস।
পাকা চুলে পরিস্ সিঁদুর হয়ে থাকিস্ স্বামীর সোহাগা।
বেঁচে থাকিস্ যতকাল অক্ষয় থাক তোর হাতের নো।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে গঙ্গাজলে দেহ রাখিস॥

*** ৯০৮. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

আজ্‌কা হইবো মোর বিয়া কাল্‌কা আইমু বউ লইয়া,
থাইগ্‌বা তোমরা ফ্যাল-ফ্যালাইয়া বুঝ্‌ল্যা গোপলা মুকুন্দ্যা॥
তাইরে নাইরে নাইরে না, রইমু ঘরে বাইরে না
হকাল হইন্ধ্যা দুপুত্‌ত্যাহা চইল্যা যাইমু কোহান্ দ্যা॥
[আরে ও পরামানিকের পো, ক্ষুরবার লইয়া যাইতাছো কই?
আমারে বর কামান কামাইয়া দিয়া যাওছ্যান!
আইজগ্যা যে আমার বিয়া হইবো! [হ আরো আহো! আহো]
তাইরে নাইরে নাইরে না, রইমু ঘরে বাইরে না
হকাল হইন্ধ্যা দুপুত্‌ত্যাহা চইল্যা যাইমু কোহান্ দ্যা॥
[হউর হাউরী পাইমু কাল্, হমুন্দী, আর হালার পাল
কইবো মোরে হুনত্যাছ? ও-জামাই, কড়াকড়ির কী কাম আছে,
আর দুইডা দিন থাইক্যা যাও না ক্যা? অ্যা!]
আরে আমি উঠ্‌মু কি গাছত্ গিয়া, উৎকা মাইর‍্যা ফাল দিয়া,

ভাইরে, হালার পরান ডা, (ভাইরে) নাইচ্যা উঠ্‌ছে এ্যাহন থ্যা।
তাইরে নাইরে নাইরে না, রইমু ঘরে বাইরে না
হকাল হইঙ্ক্যা দুপুত্‌ত্যাহা চইল্যা যাইমু কোহান্‌ দ্যা॥
[আরে ও মুখুজ্যা ভাই, মুখুজ্যা ভাই, আরে যাও কই, হুইনা যাও।
হুইনা যাও। হক্কল দিনই তো বলদ মাঠে চরাইবার যাও।
আজকা আমারে লইয়া মাইয়ার বাড়ি যাওন লাগ্‌বো,
খাওন-দাওন আছে খাওন-দাওন আছে! ঠইগ্‌বা না, ঠইগ্‌বা না!]
তাইরে নাইরে নাইরে না, রইমু ঘরে বাইরে না
হকাল হইঙ্ক্যা দুপুত্‌ত্যাহা চইল্যা যাইমু কোহান্‌ দ্যা॥
[খাইমু কি কি আরে হুনছ — গোপ্‌লা, ও মুকুন্দ্যা!
আরে, মুকুন্দ্যা ঐ খানে যাইয়া খারাইয়া আঝত্‌ কিল্ল্যাইগ্যা? আহো, হুনো!
মাংস খাইমু, লুচি খাইমু, পাত্‌ক্ষীর খাইমু, আর দইও খাইমু। আর তোমরা
অভাগ্যা, অভাগ্যার পাল! তোমরা তো খাইবা না,
তোমরা চাইটবা! চুকা কাসুন্দ্যা চাইটবা।]
ফুচ্‌কি দিয়া তোমরা চোর, দেখ্‌বার চাইবা বউরে মোর,
রাখুম তারে লুকাইয়া, হোগলার বস্তা চাপুনদ্যা॥
তাইরে নাইরে নাইরে তাই, বউরে ছাইর‍্যা যাইরে ভাই
থাক্‌তে পরাণ আসুম্‌ না, (ভাই) পইচ্যা হইমু ফাপুন্দ্যা॥
[আরে গোরা-চাঁন যে, অকালের গাড়িতে আইল্যা বুঝি?
তোমরা দুই ভাইয়েই তো কোলকাতায় আষ্ট বছর কাল
ঘরজামাই হইয়া আছে। বউর লগে ভাব ক্যামুন। চালতাছে
ক্যামন? অ্যা?]

* ৯০৯. তাল : কাহার্‌বা

ওগো আমার খোকার মাসি শ্রীঅমুকবালা দাসী,
মোরে দেখেই সর্বনাশী ফেলে ফিক্‌ করে সে হাসি॥
তার চোখ প্রায় পুটী মৎসই
তার চেহারাও নয় জুৎসই
আবার (তার) আছে তিনটি বৎসই কিন্তু সে স্বাস্থ্যে খোদার খাসি॥
সে খায় বটে পান-জর্দা
তার চেহারাও মর্দ্দা-মর্দা
তবু বুঝলে কি না বড়দা আমি তারেই ভালোবাসি॥
শালী অর্থাৎ কি না বউ সে পনেরো আনাই,
তারে দিয়ে একটা 'আনি' দাদা ঘরে যদি আনি
সে বউ হয় ষোল আনাই। কি বল দাদা এ্যা?
আমি তারই লাগি জেলে, মরবো ঘানি ঠেলে,
তারে নিয়ে ভাগ্‌বো রেলে, না হয় পর্‌বো গলায় ফাঁসি॥

* ৯১০. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : ঝাঁপতাল

আহ্‌মদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ্‌ মন।
(আহা) আহাদ সেথা বিরাজ করেন হেরে গুণীজন॥
যে চিন্‌তে পারে রয় না ঘরে হয় সে উদাসী,
সে সকল ত্যজে ভজে শুধু নবীজীর চরণ॥

ঐ রূপ দেখে পাগল হ'ল মনসুর হল্লাজ,
সে 'আনল্ হক' 'আনল্ হক' ব'লে ত্যজিল জীবন॥
তুই খোদ্‌কে যদি চিন্‌তে পারিস্ চিন্‌বি খোদাকে,
তুই দেখ্‌রে তাই তোরই চোখে সেই নূরী রওশন॥

* ৯১১. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

তোমায় আমায় মিল খেয়েছে ও প্রেয়সী রাজ-যোটক।
আমি যেন গোদা চরণ তুমি তাহে বিস্ফোটক॥
আমি-কুমড়ো তুমি দা, আমি কাঁচকলা তুমি আদা,
তুমি তেজী, (আর) আমি ম্যাদা,
আমি সাপ, তুমি বেজী যেন, বাপ! তুমি হস্তিনী আমি ঘোটক॥
তুমি বঁটি আমি চিচিঙ্গে, আমি চিল, পিছে তুমি ফিঙে
আমি টিঙ্ টিঙে, (আর) তুমি ডিঙ্ ডিঙে
প্রিয়ে আমি ভেতো বাঙালিটি, তুমি যেন বর্গী-ঠগ ॥
আমি দাড়ি তুমি ক্ষুর, তুমি সাপ আমি ল্যাজুড়,
তুমি মাফ, আমি কসুর
আমি ভাঙা ভোঙা কলার ভেলা তুমি খিদিরপুরের ডক্॥
তুমি বঁড়শী আমি মাছ; আমি মোম্ তুমি আগুন-আঁচ,
তুমি আমার হাতের পাঁচ
তুমি আর জনমে স্বামী হয়ো আমায় দিও পদোদক॥

* ৯১২. তাল : যৎ (৮ মাত্রা)

কী দশা হয়েছে মোদের দেখ্ মা উমা আনন্দিনী।
তোর বাপ হয়েছে পাষাণ গিরি, মা হয়েছে পাগলিনী॥
(মা) এ দেশে আর ফুল ফোটে না
গঙ্গাতে আর ঢেউ ওঠে না
তোর হাসি-মুখ দেখলে যে মা পোহায় না মোর নিশীথিনী॥
আর যাবি না ছেড়ে মোদের বল্ মা আমায় কণ্ঠ ধরি
(মা) না পেলে তুই শিবের দেখা
রইতে যদি নারিস্ একা,
আমি শিবকে বেঁধে রাখব মা গো হয়ে শিব-পূজারিণী॥

* ৯১৩. তাল : একতাল

(মা) আয় মা উমা! রাখ্‌ব এবার ছেলের সাজে সাজিয়ে তোরে।
(ওমা) মা'র কাছে তুই রইবি নিতুই, যাবি না আর শ্বশুর ঘরে॥
মা হওয়ার না কী যে জ্বালা
বুঝবি না তুই গিরি-বালা
তোরে না দেখলে শূন্য এ বুক কী যে হাহাকার করে॥
তোর টানে মা শঙ্কর-শিব আসবে নেমে জীব-জগতে,
আনন্দেরই হাট বসাব নিরানন্দ ভূ-ভারতে।
না দেখে যে মা, তোর লীলা
হ'য়ে আছি পাষাণ-শীলা
আয় কৈলাসে তুই ফির্‌বি নেচে বৃন্দাবনের নূপুর প'রে॥

* ৯১৪. তাল : দাদ্‌রা

ওগো পূজার থালায় আছে আমার ব্যথার শতদল।
হে দেবতা রাখ সেথা তোমার পদতল॥
নিবেদনের কুসুম সহ
লহ হে নাথ, আমায় লহ
যে আগুনে আমায় দহ
সেই আগুনে আরতি-দীপ জ্বেলেছি উজল॥
যে নয়নের জ্যোতি নিলে কাঁদিয়ে পলে পলে,
মঙ্গল-ঘটে ভরেছি নাথ, সেই নয়নের জলে।
যে চরণে হানো আঘাত
প্রণাম লহ সেই পায়ে নাথ
রিক্ত তুমি করলে যে হাত,
হে দেবতা! লও সে হাতে অর্ঘ্য-সুমঙ্গল॥

* ৯১৫. তাল : একতাল

ভারত শ্মশান হ'ল মা, তুই শ্মশানবাসিনী ব'লে।
জীবন্ত-শব নিত্য মোরা, চিতাগ্নিতে মরি জ্ব'লে॥
আজ হিমালয় হিমে ভরা,
দারিদ্র্য-শোক-ব্যাধি-জরা,
নাই যৌবন, যেদিন হতে শক্তিময়ী গেছিস্ চ'লে॥
(মা) ছিন্নমস্তা হয়েছিস্ তাই হানাহানি হয় ভারতে,
নিত্য-আনন্দিনী, কেন টানিস্ নিরানন্দ পথে?
শিব-সীমন্তিনী বেশে
খেল্ মা আবার হেসে হেসে,
ভারত মহাভারত হবে, আয় মা ফিরে মায়ের কোলে॥

* ৯১৬. তাল : দাদ্‌রা

সজল-কাজল-শ্যামল এসো তমাল-কানন-ঘেরি,
কদম-তমাল-কানন ঘেরি।
মনের ময়ূর কলাপ মেলিয়া নাচুক তোমারে হেরি'॥
ফোটাও নীরস চিত্তে সরস মেঘমায়া,
আনো তৃষিত নয়নে মেঘল ছায়া,
বাজাও কিশোর বাঁশের বাঁশরি ব্যাকুল বিরহেরই॥
দাও পদরজঃ হে ব্রজবিহারী, মনের ব্রজধামে —
রুমু-ঝুমু ঝুমু বাজুক নূপুর চরণ ঘেরি,
কদম-তমাল-কানন ঘেরি॥

* ৯১৭. তাল : কাহারবা

আমার গহীন জলের নদী
আমি তোমার জলে ভেসে রইলাম জনম অবধি॥
তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর
আমি চরে এসে বস্‌লাম রে ভাই ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার জলে রে আমি ভাসি নিরবধি।
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই ভাঙলে কেন মন

হারালে আর পাওয়া না যায় মনেরি রতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে ও সে ভাটিতে হারায় যদি॥
তুমি ভাঙ যখন কূল রে নদী ভাঙ একই ধার
আর মন যখন ভাঙ রে নদী দুই কূল ভাঙ তার
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি, ও ভাই একবার সে ভাঙে যদি॥

*** ৯১৮. নাটক : 'সিরাজদ্দৌলা', তাল : কাহার্‌বা**

আমি আলোর শিখা
ফুটাই আঁধার ভবনে দীপ-কলিকা॥
নিশ্চল পথে আমি আনন্দ-ছন্দ
অন্ধ আকাশে আমি রবি-তারা-চন্দ
আমি ম্লান মুখে আনি রূপ-কণিকা॥

*** ৯১৯. ইসলামী নক্সা : 'আল্লার রহম', তাল : কাহার্‌বা**

আল্লার নাম মুখে যাহার বুকে আল্লার নাম।
এই দুনিয়াতেই পেয়েছে সে বেহেশ্‌তের আরাম॥
সে সংসারকে ভয় করে না নাই মৃত্যুর ডর
দুনিয়াকে শোনায় শুধু আনন্দেরি খবর
দিবানিশি পান করে সে কওসরেরি জাম —
পান করে কওসরেরি জাম॥

*** ৯২০. তাল : কাহার্‌বা**

আসিলে কে গো বিদেশী দাঁড়ালে মোর আঙিনাতে
আঁখিতে ল'য়ে আঁখি-জল লইয়া ফুল-মালা হাতে॥
জানি না চিনি না তোমায় কেমনে ঘরে দিব ঠাঁই
অমনি আসে তো সবাই হাতে ফুল, জল নয়ন-পাতে॥
কত সে প্রেম-পিয়াসি প্রাণ চাহিছে তোমার হাতের দান
কাঁদায়ে কত গুলিস্তান আমারে এলে কাঁদাতে॥
ফুলে আর ভোলে না মোর মন, গলে না নয়ন-জলে,
ভুলিয়া জীবনে একদিন আজিও জ্বলি জ্বালাতে॥

*** ৯২১. রাগ : তিলঙ, তাল : ত্রিতাল**

এ ঘোর শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
রহি' রহি' সেই মুখ[১] পড়িছে মনে॥
বিজলিতে সেই আঁখি
চমকিছে থাকি' থাকি'
শিহরিত এমনি সে বাহু-বাঁধনে॥
শন শন বহে বায় সে কোথায় সে কোথায়
নাহি নাহি ধ্বনি শুনি উতল পবনে হায়
চরাচর দুলিছে[২] অসীম রোদনে॥

১. মুখ তার ২ দুলে ওঠে

*** ৯২২. তাল : কাহার্‌বা**

এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী।
শস্য-শামল ফসল-ভরা মাঠের ডালিখানি
খোদা তোমার মেহেরবানী॥

তুমি কতই দিলে রতন
ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন
ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও মানি চাই না মানি ॥
খোদা তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়
তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।
শ্রেষ্ঠ নবী দিলে মোরে
তরিয়ে নিতে রোজ-হাশরে
পথ না ভুলি তাইতো দিলে পাক কোরানের বাণী ॥

*** ৯২৩. রাগ : জৌনপুরী, তাল : দাদ্‌রা**

একেলা গোরী জল্‌কে চলে গঙ্গাতীর
অঙ্গে ঢুলিয়া পড়ে লালসে অলস সমীর ॥
কাঁকনে কলসে বাজে
কত কথা পথ মাঝে
আঁচল চুমিছে শিশির ॥
তটিনীতে চলে কি গো
সোনার বরণ মায়া-মৃগ
নয়নে আবেশ মদির ॥
রাঙা উষার রাঙা সতিন পথ ভোলা ছন্দ কবির

*** ৯২৪. তাল : কাহার্‌বা**

আমার সাম্পানে যাত্রী না লয় ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে ল'য়ে রে ভাই এপার ওপার করি ॥
আমায় দেউলিয়া করেছে রে ভাই যে নদীর জল
আমি ডুবে দেখতে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল
আমি ভাস্‌তে আসি, আসিনি কো কামাতে ভাই কড়ি
আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়
এখন আয়না আছে প'ড়ে রে ভাই আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে আমি তারেই খুঁজে মরি ॥
আমি তারি আশায় তরী নিয়ে ঘাটে ব'সে থাকি
আমার তারি নাম ভাই জপমালা, তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছে রে নয়ন নদী জলে ভরি' ॥
ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই, সে জল আসে ফিরে
আর মানুষ গেলে ফিরে নাকি দিলে মাথার কিরে।
আমি ভালোবেসে গেলেম ভেসে গো আমি হলাম দেশান্তরী ॥

*** ৯২৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : ত্রিতাল**

ওগো সখি জাগো, রজনী পোহায়
মলিন কামিনী-ফুল যামিনী-গলায় ॥
চলিছে বধূ সিনানে
(ওগো) বসন বশ না মানে
শিথিল আঁচল টানে পথের কাঁটায় ॥

*** ৯২৬. রাগ : সারং, তাল : কাহার্‌বা**

কত কথা ছিল তোমায় বলিতে
ভুলে যাই হয় না বলা পথ চলিতে ॥

ভ্রমরা আসে যবে বনেরই পথে
না-বলা সেই কথা কয় ফুল-কলিতে॥
পুড়ে মরে পতঙ্গ, দীপ তবু
পারে না বলিতে, থাকে জ্বলিতে॥
সে কথা কইতে গিয়ে গুণীর বীণা
কাঁদে কভু সারঙ কভু ললিতে॥
যত বলিতে চাই লুকাই তত
গেল মোর এ জনম হায় মন ছলিতে॥

*** ৯২৭. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা**

কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি' রহি॥
সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে
সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘুরে মরে
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি॥
কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপনে অশ্রু-সাথে।
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি'
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি'॥

*** ৯২৮. রাগ : বেহাগ, তাল : দাদ্‌রা**

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিত না কি কমল ও কাঁটা না বিঁধিলে॥
কেন এ আঁখি-কূলে
বিধুর অশ্রু দুলে
কেন দিলে এ হৃদি যদি না হৃদয় মিলে॥
কেন কামনা-ফাঁদে
রূপ-পিপাসা কাঁদে
শোভিত না কি কপোল ও কালো তিল নহিলে॥
কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি
নিজে তুই গোপন রবি তোরি আঁখির সলিলে॥

*** ৯২৯. রাগ : সারং, তাল : কাহার্‌বা**

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো।
আমি যত ভুল করি, তত আঁকড়িয়া ধরি
শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়, নিখিল শ্যামল যার শোভায়
আকাশ সাগরে বনে কান্তারে লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।
আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধ'রি আকাশ-আরশি নীল গো
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া কালো সাগর-সলিল গো। সখি গো—
যদি ফুল হয়ে ফুটি তরু-শাখে, সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে। সখি গো—
আমি যেদিকে তাকাই হেরি ও-রূপ কেবল

সে যে আমারি মাঝারে রহে করি' নানা ছল
সে যে বেণী হয়ে দোলে পিঠে চপল চতুর।
সে যে আঁখির তারায় হাসে কপট নিঠুর।
তারে কেমনে ভুলিব, সখি কেমনে ভুলিব।
থাকে কবরী-বন্ধে কালো ডোর হয়ে কাল-ফণী কালো কেশে গো
থাকে কপালের টিপে, চোখের কাজলে কপোলের তিলে মিশে' গো।
আমার এ-কূল ও-কূল দু'কূল গেল।
কূলে সই পড়িল কালি সেও কালো রূপে এলো।
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া, বাঁধিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া গো॥

*** ৯৩০. নাটক : 'সিরাজদ্দৌলা, তাল : কাহারবা**

কেন প্রেম-যমুনা আজি হলো অধীর
দোলে টলমল রহে না স্থির॥
মানে না বারণ উথলে বারি
ভাসালো কুললাজ রুধিতে নারি
সখি ডাক শুনেছে সে কার মুরলীর॥

*** ৯৩১. তাল : ত্রিতাল**

চরণে দলিয়া গিয়াছে চলিয়া
তবু কেন তারে ভালোবাসি।
বলিতে পারি না বোঝাতে পারি না
আঁখি-জলে যায় বুক ভাসি'॥
কে সে বিরাজে হৃদয়ের মাঝে
তার স্বর যেন সদা প্রাণে বাজে
কি বাঁধনে মোরে বেঁধেছে বল সে
দিয়ে গেছে গলে প্রেম-ফাঁসি॥

*** ৯৩২. নাটিকা : 'শ্রীমন্ত', তাল : ত্রিতাল**

জয় দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী।
হরি-হৃদি-কমল-বনবাসিনী॥
সব বন্ধন পাপ-তাপ-হরা
সব শোক-দুঃখ-ব্যথা শীতল করা
জয় অভয়া, শুভদা, শিব-স্বয়ম্বরা।
জয় জননী-রূপা চির সুমঙ্গলা
শুভ্র রুচির হাসিনী
জয় দুর্গা, জয় দুর্গা জয় দুর্গা॥

*** ৯৩৩. রাগ : খাম্বাজ মিশ্র, তাল : কাহারবা**

তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে।
তবু মুখপানে প্রিয় চাহ মুখ তুলে॥
দেখি সে-দিনের সম, ওগো ভুলে-যাওয়া স্মৃতি মম
তব ও-নয়নে আজো ওঠে কি-না দুলে॥
ওগো ভুল ক'রে আসিয়াছি, জানি ভুলেছ, তুমিও
তবু ক্ষণেকের তরে সে-ভুল ভেঙো না প্রিয়।

তীর্থে এসেছি মম দেবীর দেউলে॥
তোমার মাধবী-রাতে, আসিনি আমি কাঁদাতে
কাঁদিতে এসেছি একা বিদায়-নদীর কূলে॥

*** ৯৩৪. রাগ : ভৈরবী, তাল : ফের্‌তা**

নাইয়া! ধীরে চালাও তরণী
একে ভরা ভাদর তায় বালা মাতোয়ালা মেঘলা রজনী॥
হায় পারে নেওয়ার ছলে নিলে মাঝ নদীতে
যৌবন-নদী টলমল নারি রোধিতে
ঐ ব্যাকুল বাতাস হরি' নিল লাজ বাস
তায় চঞ্চল-চিত যে তুমি চাহ বধিতে
পায়ে ধরি ছাড়, বঁধু আমি পরের ঘরের ঘরণী॥
তরঙ্গ ঘোর রঙ্গ করে, অঙ্গে লাগে দোল্‌
একি এ নেশার ঘোরে তনু মন আঁখি লোল্‌।
দুলিছে নদী দুলে বায়ু দুলিছে তরী
কেমনে থির রাখি মোর চিত উতরোল।
ওঠে ডিঙি পান্‌সী ভরি' বারি কি করি কিশোরী রমণী॥

*** ৯৩৫. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা**

নাচে তেওয়াড়ী চৌবেজী দৌবে পাঁড়ে
তালে তালে ভুঁড়ি নাড়ে ('হাঁরে)॥
নাচে কাবলিওয়ালা আগা হেলায় দাড়ি
নাচে ইয়া গোঁফওয়ালা প'রে ঘাগরি শাড়ি।
নাচে পাণ্ডাজী ধপাস্‌ ধপাস্‌
নাচে যূপী বুড়ি থপাস্‌ থপাস্‌
ফোঁপড়া ঢেঁকিতে যেন চাল কাঁড়ে॥
নাচে তাড়কা হিড়িম্বে শূর্পণখা
নাচে উচ্চিংড়ে আরশোলা গুবরে পোকা
নাচে কিক্কড় কাম্লু গামা, নাচিছে ধুচুনি নাচিছে ধামা
নাচিছে ডুয়েট ঘটোৎকচ গোপাল ভাঁড়ে॥
নাচে নানা মিঞা হায় হায় ঘুরিয়ে লুঙ্গি
নাচে মাদ্রাজি উড়িয়া মগ বার্মিজ ফুঙ্গি
তাকিয়ার খোল পরে বল নাচে
সায়েবের সাথে মেম পাছে পাছে
ঘুরে ঘুরে যেন গরু ধান মাড়ে॥

*** ৯৩৬. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা**

নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পরাণ-পিয়া
কাঁদে 'পিউ কাঁহা' পাপিয়া, পরাণ-পিয়া॥
ভুলি' বুল্‌বুলি-সোহাগে
কত গুল্‌বদনী জাগে
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া, পরাণ-পিয়া॥
জেগে রয়, জাগার সাথী
দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি

কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া, পরাণ-পিয়া ॥
গেয়ে গান চেয়ে কাহারে
জেগে র'স কবি এপারে
দিলি দান কারে এ হিয়া, পরাণ-পিয়া

*** ৯৩৭. নাটক : 'সিরাজদ্দৌলা**

পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে একা
আমার জীবনে শুধু আঁধারের লেখা ॥
বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে
আশ্রয় যাচি হায় কাহার কাছে
বুঝি দুখ-নিশি মোর
হবে না হবে না ভোর
ফুটিবে না আশার আলোক রেখা ॥

*** ৯৩৮. তাল : কাহার্‌বা**

পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া
যাও রে বইয়া এই গরিবের সালামখানি লইয়া ॥
কাবার জিয়ারতের আমার নাই সম্বল ভাই
সারা জনম সাধ ছিল যে মদিনাতে যাই (রে ভাই)
মিট্‌ল না সাধ, দিন গেল মোর দুনিয়ার বোঝা বইয়া ॥
তোমার পানির সাথে লইয়া যাও রে আমার চোখের পানি
লইয়া যাও রে এই নিরাশের, দীর্ঘ নিশাসখানি।
নবীজীর রওজায় কাঁদিও ভাই রে আমার হইয়া ॥
মা ফাতেমা হজরত আলীর মাজার যথায় আছে
আমার সালাম দিয়া আইস তাদের পায়ের কাছে (রে ভাই!)
কাবায় মোনাজাত করিও আমার কথা কইয়া ॥

*** ৯৩৯. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহার্‌বা**

প্রিয় তব গলে দোলে যে হার কুড়িয়ে পাওয়া
সে যে হার নহে, হৃদয় মোর হারিয়ে যাওয়া ॥
তোমারি মতন যেন কাহার সনে
সেদিন পথে চোখাচোখি হল গোপনে
মন চকিতে হরিল যে সেই চকিত চাওয়া ॥
ছিল চৈতালী সাঁঝ, তাহে পথ নিরালা
ছিনু একেলা আমি, চলে একেলা বালা
বহে ঝিরিঝিরি ধীরি-ধীরি চৈতী হাওয়া
চাহিল সে মুখে মোর ঘোমটা তুলে
তার নয়নে ও ঘটে জল উঠিল দুলে
চেয়ে দেখি মোর আঁখি সলিল ছাওয়া ॥

*** ৯৪০. তাল : ঝাঁপতাল**

প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী হে হজরত
(প্রিয়) তারিতে উম্মত এলে ধরায়
মোহাম্মদ মোস্তফা, আমহদ মুরতজা
নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায় ॥

দিলে মুখে তক্‌বির, দিলে বুকে তৌহিদ
দিলে দুঃখেরই সান্ত্বনা খুশির ঈদ
দিলে প্রাণে ঈমান, দিলে হাতে কোরআন
শিরে শিরতাজ নাম মুসলিম আমায়॥
তব সব নসিহত মোরা গিয়াছি ভুলে
শুধু নাম তব আছে জেগে প্রাণের কূলে
ও-নামে এ প্রাণ-সিন্ধু তব দুলে
আমি ঐ নামে ত'রে যাব, আছি আশায়॥

*** ৯৪১. রাগ : পিলু, তাল : ফের্‌তা**

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায় আগুন জ্বালায় জ্বলিতে আসে।
যে-দীপশিখায় পুড়িয়া মরে পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে॥
অথই দুখের পাথার-জলে, সুখের রাঙা কমল দোলে
কূলের পথিক হারায় দিশা দিবস নিশা তাহারি বাসে॥
সুখের আশায় মেশায় ওরা বুকের সুধায় চোখের সলিল
মনির মোহে জীবন-দহে বিষের ফণির গরল-শ্বাসে।
বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায় কাঁদে পথের পিয়া লাগি'
নিতুই নূতন স্বরগ মাগি' নিতুই নয়ন জলে ভাসে॥

*** ৯৪২. রাগ : ছায়ানট, তাল : দাদ্‌রা**

বনে বনে দোলা লাগে।
মনে মনে দোলা লাগে
দখিনা-সমীর জাগে॥
একি এ বেদনা লয়ে
ফুটিল কুসুম হৃদয়ে
আবেশে পুলকে ভয়ে
না-জানা পরশ মাগে।
কিশোর হৃদয় পুটে
অশোক রঙিন ফোটে
কপোল রাঙিয়া ওঠে
অতনুর অনুরাগে॥

*** ৯৪৩. রাগ : হাম্বির, তাল : ত্রিতাল**

ব'লো না ব'লো না ওলো সই
আর সে কথা॥
ভোমরা চপল মতি
ফিরে সে যথা তথা
তরু কি লতার কাছে
এসে কভু প্রেম যাচে
তরু বিনা নাহি বাঁচে
অসহায় লতা॥
ভুলিতে যার নাই তুলনা
সখি তার কথা তুলো না
প্রাণহীন পাষাণে গড়া
সে যে দেবতা॥

* ৯৪৪. তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

বেলা প'ড়ে এলো জল্‌কে সই চল্ চল্
ডাকিছে ওই তটিনী ছল্ ছল্॥
বকের সারিকার মালিকা দুলিয়ে
আসিছে সাঁঝ ঐ চিকুর এলিয়ে
আকাশের কোলে শিশু শশীরে ঐ
দেখিতে আসিছে তারকা দলে দল॥
কমলিনীর মলিন মুখ
হাসে জলে শাপলা শালুক
বনের পথ হলো আঁধার
জোনাকী ঐ চমকে ঝলমল্॥

* ৯৪৫. নাটিকা : 'শ্রীমন্ত', রাগ : ভৈরবী, তাল : ঝাঁপতাল

ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী
দুখ-পাপ-তাপ হারিণী ভবানী॥
কলুষ-রিপু-দানব-জয়ী
জগৎ-মাতা করুণাময়ী
জয় পরমাশক্তি মাতা ত্রিলোকধারিণী॥

* ৯৪৬. রাগ : ইমন-কল্যাণ, তাল : ত্রিতাল

মরম-কথা গেল সই মরমে ম'রে।
শরম বারণ যেন করিল চরণ ধ'রে॥
ছল ক'রে কত শত সে মম রুধিত পথ
লাজ ভয়ে পলায়েছি সে ফিরেছে ব্যথাহত
অনাদরে প্রেম-কুসুম গিয়াছে ম'রে॥
কত যুগ মোর আশে ব'সে ছিল পথ-পাশে
কত কথা কত গান জানায়েছে ভালোবেসে
শেষে অভিমানে নিরাশে গিয়াছে স'রে॥

* ৯৪৭. তাল : কাহার্‌বা

মসজিদে ঐ শোন্ রে আজান, চল্ নামাজে চল্॥
দুঃখে পাবি সান্ত্বনা তুই বক্ষে পাবি বল॥
ময়লা-মাটি লাগবে যা তোর দেহ-মনের মাঝে —
সাফ হবে সব, দাঁড়াবি তুই যেমনি জায়নামাজে;
(চল্) রোজগার তুই করবি যদি আখেরের ফসল॥
হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস কাজা
খাজনা তারি দিলি না, যে দীন-দুনিয়ার রাজা
তাঁরে পাঁচ বার তুই করবি মনে, তাতেও এত ছল্॥
কার তরে তুই মরিস খেটে; কে হবে তোর সাথী
বে-নামাজীর আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি
(চল্) খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর্ সফল॥

* ৯৪৮. নাটক : 'বিদ্যাপতি'

মা! আমার মনে আমার বনে
ফোটে যত কুসুম দল

সে ফুল মাগো তোরই তরে
পূজ্‌তে তোরই চরণতল ॥

* ৯৪৯. নাটিকা : 'শ্রীমন্ত', তাল : ত্রিমাত্রিক ছন্দ

মাকে আমার এলাম ছেড়ে মা অভয়া, মাকে দেখো।
মোর তরে মা কাঁদে যদি তুমি তাকে ভুলিয়ে রেখো ॥
মায়ের যে বুক শূন্য ক'রে
এলাম আমি দেশান্তরে
শূন্য করে সেই খালি বুক মহামায়া তুমি থেকো ॥

* ৯৫০. তাল : দাদ্‌রা

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম, নমো নম, নমো নম।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর রমঝম, রমঝম, ঝমরম।
(ঝমঝম, রমঝম, রমঝম) ॥
শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন
মোর বিকশিল আবেশে তনু নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম ॥
মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি' দেবতা মোর
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুলি' খোঁপা খুলি' কুসুম-ডোর।
স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি',
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায় প্রিয়তম, প্রিয়তম, প্রিয়তম ॥

* ৯৫১. তাল : কাহার্‌বা

মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা
তুমি বাদ্‌শারও বাদ্‌শাহ্ কম্‌লিওয়ালা ॥
পাপে-তাপে পূর্ণ আঁধার দুনিয়া
হ'ল পুণ্য বেহেশ্‌তী নূরে উজালা ॥
গুনাহ্‌গার উম্মত লাগি' তব
আজো চয়ন্ নাহি, কাঁদিছ নিরালা ॥
কিয়ামতে পিয়াসী উম্মত লাগি'
দাঁড়ায়ে রবে ল'য়ে তহুরার পিয়ালা ॥
জ্বলিবে রোজ হাশরে দ্বাদশ রবি
কাঁদিবে নফ্‌সি ব'লে সকল নবী
য়্যা উম্মতী য়্যা উম্মতী, একেলা তুমি
কাঁদিবে খোদার পাক আরশ চুমি' —
পাপী উম্মত ত্র: তব জপমালা ॥
করে আউলিয়া আম্বিয়া তোমারি ধ্যান
তব গুণ গাহিল খোদ্ আল্লাহতা'লা ॥

* ৯৫২. তাল : বৈতালিক

সেই রবিয়ল আউয়ালেরই চাঁদ এসেছে ফিরে
ভেসে আকুল অশ্রুনীরে।
আজ মদিনার গোলাপ বাগে বাতাস বহে ধীরে
ভেসে আকুল অশ্রুনীরে ॥

তপ্ত বুকে আজ সাহারার
উঠেছে রে ঘোর হাহাকার
মরুর দেশে এলো আঁধার শোকের বাদল ঘিরে॥
চবুতরায় বিলাপ করে কবুতরগুলি খোঁজে নবীজীরে।
কাঁদিছে মেষশাবক, কাঁদে বনের বুলবুলি গোরস্থান ঘিরে॥
মা ফাতেমা লুটিয়ে প'ড়ে
কাঁদে নবীর বুকের পরে
আজ দুনিয়া জাহান কাঁদে কর হানি শিরে॥

*** ৯৫৩. নাটিকা : 'শ্রীমন্ত', তাল : চতুর্মাত্রিক ছন্দ**

সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিয়ে গহীন সাগর-জলে
দূরে ব'সে কাঁদে কে রে কাঁদে আয় ফিরে আয় ব'লে॥
কার আঁচলের মানিক ওরে
অকূল স্রোতে পড়লি ঝরে রে
কোন্ মায়ের কোল্ খালি ক'রে এলি রে তুই চ'লে॥

*** ৯৫৪. রাগ : কেদারা, তাল : একতাল**

স্বদেশ আমার! জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋণ।
দিনের পরে মা দিন চ'লে যায় এলো না সে শুভদিন॥
খাই দাই আর আরামে ঘুমাই
পাগলের যেন ব্যথা-বোধ নাই
ললাট-লিখন বলিয়া এড়াই ভীরুতা, শক্তি ক্ষীণ।
অভাগিনী তুমি, সন্তান তব সমান ভাগ্যহীন॥
কত শতাব্দী করেছি মা পাপ মানুষেরে করি ঘৃণা
জানি মা মুক্তি পাব না তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিনা।
ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছ কাঙাল ভাবিয়া
রেখেছি যাদেরে চরণে দাবিয়া
তাদের চরণ-ধূলি মাখি যদি আসিবে সে শুভদিন
নূতন আলোকে জাগিবে পুলকে জননী ব্যথা-মলিন॥

*** ৯৫৫. রাগ : পাহাড়ি, তাল : একতাল**

স্বপনে দেখেছি ভারত-জননী
তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।
নবীন ভারত! নবীন ভারত!
স্তব-গান ওঠে ভুবন ভরি'।
শস্যে ফসলে ডেকেছে মা বান
মাঠে ও খামারে ধরে নাকো ধান
মুখভরা হাসি, হাসিভরা প্রাণ
নদী ভরা যেন পণ্যতরী॥
পড়ুয়ারা পড়ে বকুল-ছায়ে
সুস্থ সবল আদুল গায়ে
মেয়েরা ফিরিছে মুক্ত বায়ে
কল-গীতে দিক মুখর করি'।

ভুলিয়া ঈর্ষা ভোগ আসক্তি
ধরায় ক্লান্ত অসুর-শক্তি
এসেছে শিখিতে প্রেম ও ভক্তি
নব-ভারতের চরণ ধরি'॥

*** ৯৫৬. নাটক : 'বিদ্যাপতি'**

হে নিঠুর! তোমাতে নাই আশার আলো।
তাই কি তোমার রূপ কৃষ্ণ কালো॥
তুমি ত্রিভঙ্গ তাই তব সকলি বাঁকা
চোখে তব কাজলের ছলনা মাখা।
নিষাদের হাতে বাঁশি সেজেছে ভালো॥

*** ৯৫৭. নাটিকা : 'জন্মাষ্টমী', তাল : কাহার্‌বা**

আও আও স্যজনী
ম্যঙ্গল গাও শঙ্খ বাজাও
স্যফাল মানো র্যজনী॥
অ্যম্যর লোক্ সে কুসুম গিরাও
তীন লোক মে হ্যর্যষ মানাও
হঁস্যতী আজ ধরণী॥

*** ৯৫৮. রাগ : ভৈরবী-পিলু, তাল : কাহার্‌বা**

আধো আধো বোল্ লাজে-বাধো-বাধো বোল
ব'লো কানে কানে।
যে কথাটি আধো রাতে মনে লাগায় দোল
ব'লো কানে কানে॥
যে কথার কলি সখি আজও ফুটিল না
শরমে মরম-পাতে দোলে আন্‌মনা
যে কথাটি ঢেকে রাখে বুকের আঁচল
ব'লো কানে কানে॥
যে কথা লুকায়ে থাকে লাজ-নত চোখে
না বলিতে যে কথাটি জানাজানি লোকে
যে কথাটি ধ'রে রাখে অধরের কোল
লুকিয়ে ব'লো নিরালায় থামিলে কলরোল।
যে কথাটি বলিতে চাও বেশভূষার ছলে
যে কথা দেয় ব'লে তব তনু পলে পলে
যে কথাটি বলিতে সই গালে পড়ে টোল্ –
ব'লো কানে কানে॥

*** ৯৫৯. তাল : ফের্‌তা**

আমি যদি বাবা হতুম বাবা হ'ত খোকা
না হলে তার নাম্‌তা পড়া মারতাম মাথায় টোকা॥
রোজ যদি হ'ত রবিবার।
কি মজাটাই হ'ত গো আমার!
কেবল ছুটি! থাকত নাক' নামতা লেখাজোঁখা
থাকত না কো যুক্ত অক্ষর, অঙ্কে ধর্‌ত পোকা॥

* ৯৬০. রাগ : মল্লার, তাল : ত্রিতাল

এ ঘনঘোর রাতে
ঝুলন দোলায় দুলিবে মম সাথে ॥
এসো নব জলধর শ্যামল সুন্দর
জড়ায়ে রাধার অঙ্গ বাঁশরি লয়ে হাতে ॥

* ৯৬১. তাল : দাদ্‌রা

আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি ॥
এই দেশেরই মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফুলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥
এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ ক'রে ধন্য হতে আসে কত জাতি।
এই দেশেরই ধূলায় পড়ি'
মানিক যায় রে গড়াগড়ি
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি ॥
এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হ'লো নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি।
এই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে
জ্বাললো আলো ভালোবেসে
মা আঁধার রাতে এক্‌লা জাগে আগ্‌লে রে এই শ্মশান-ঘাঁটি ॥

* ৯৬২. তাল : দাদ্‌রা

ও মা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ শরণ নিলাম সেই চরণে
জীবন আমার ধন্য হলো ভয় নাই মা আর মরণে ॥
যা ছিল মা মোর ত্রিলোকে
তোকে দিলাম, দিলাম তোকে
আমার ব'লে রইল শুধু তোর চরণের ধ্যান, এ মনে ॥
তোর কেশ নাকি মা মুক্ত হলো ছুঁয়ে তোর ওই[১] রাঙা চরণ
মুক্তকেশী, মুক্ত হবো ওই[২] চরণে নিয়ে শরণ।
তোর চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে
বিশ্বজনে বলবো ডেকে — মা
'দেখে যা কোন্ রত্ন রাজে আমার হৃদয়-সিংহাসনে' ॥

১ তোরই ২. সেই

* ৯৬৩. রাগ : খাম্বাজ মিশ্র, তাল : ত্রিতাল

কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
কুহরিল মহুয়া-বনে
চমকি জাগিনু নিশীথ শয়নে ॥
শূন্য ভবনে মৃদুল সমীরে
প্রদীপের শিখা কাঁপে ধীরে ধীরে

চরণ-চিহ্ন রাখি দলিত কুসুমে
চলিয়া গেছ তুমি দূর-বিজনে॥
বাহিরে ঝরে ফুল আমি ঝুরি ঘরে
বেণু-বনে সমীরণ হাহাকার করে
ব'লে যাও কেন গেলে এমন ক'রে
কিছু নাহি ব'লে সহসা গোপনে॥

*** ৯৬৪. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা**

গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ
বহিয়া চলেছে আগের মতন, কই রে আগের মানুষ কই॥
মৌনী স্তব্ধ সে হিমালয়
তেমনি অটল মহিমময়
নাই তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি, আমরাও আর সে জাতি নই॥
আছে সে আকাশ ইন্দ্র নাই
কৈলাসে যে যোগীন্দ্র নাই
অন্নদা-সুত ভিক্ষা চায় কি কহিব এরে কপাল বই॥
সেই আগ্রা সে দিল্লী ভাই
আছে পড়ে, সে বাদশা নাই
নাই কোহিনূর ময়ূর-তখ্‌ত নাই সে বাহিনী বিশ্বজয়ী।
আমরা জানি না, জানে না কেউ
কূলে ব'সে কত গণিব ঢেউ
দেখিয়াছি কত, দেখিব এ-ও নিঠুর বিধির লীলা কতই॥

*** ৯৬৫. তাল : কাহার্‌বা**

চরস মেশা চণ্ডুর নেশা মুণ্ডু ঝিমঝিম
(কাঠসিম ঘোড়া নিম, আকুতাকু হিমশিম)
বাগ বাজারে লাখো হাজার পক্ষীরাজ অশ্বের ডিম॥
নওয়াবি নেশা রওয়াবী নেশা প্রাণ হয় তরতাজা, হায় হায়
মদের নেশা গাঁজার নেশা এর কাছে একদম পাঁজা
খুলে হৃদয় খিড়কী বাদশার লেড়কী
পাঁইজোর যেন বাজায় রিম্‌ঝিম্‌॥
নলে যেম্‌নি দম্‌ দি অম্‌নি নল-দময়ন্তী
লটাপটি করে বুকে হয়ে চরণ পঙ্খী, ও গুরু
(ঐ লেগেছে লটাতে পটিতে)
শেয়ালের লেজুড় যেমন ব'সে কামড়ে ধরে কাঁকড়ায়
(এই ধরেছে কামড়ে লেজুড় কাঁকড়ায়)
চণ্ডুর নেশা তেমনি একদিন খেয়ো গিয়ে আখড়ায়
প্রেমে মজে ডাইভোর্স ক'রে (তালাক দিয়ে)
(দাদা) আমি ছেড়েছি কোকেন আফিম॥
আফিম টাফিম সব ছেড়ে দিয়েছি
সত্যি বলি এখন ভাল ছেলে হয়ে গিয়েছি
জানেন মাল ধরেছি মাল, ভাল করিনি, এ্যাঁ ভাল করিনি!!

*** ৯৬৬. মার্চের সুর, তাল : ত্রিমাত্রিক ছন্দ**

চল্ চল্ চল্। চল্ চল্ চল্।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্।।
উষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা দানিব নূতন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নও জোয়ান
শোন্ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহবান।
ভাঙ রে ভাঙ্ আগল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্।।

মন্তব্য : পরের অংশ গাওয়া হয় না

*** ৯৬৭. রাগ : মধুমাধবী সারং, তাল : ত্রিতাল**

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা।
মধু-মাধব সুরে চৈত্র-পূর্ণিমা রাতে, বাজো বেণুকা।।
বাজো শীর্ণা-স্রোত নদী-তীরে
ঘুম যবে নামে বন ঘিরে'
যবে ঝরে এলোমেলো বায়ে ধীরে ফুল-রেণুকা।।
মধু-মালতী-বেলা-বনে ঘনাও নেশা
স্বপন আনো জাগরণে মদিরা মেশা।
মন যবে রহে না ঘরে
বিরহ-লোকে সে বিহরে
যবে নিরাশার বালুচরে ওড়ে বালুকা।।

*** ৯৬৮. রাগ : গারা, তাল : ত্রিতাল**

নিরজন ফুলবন, এসো প্রিয়া
রহি' রহি' বলে কোয়েলিয়া।।
পথ পানে চাহি, নাহি নিদ নাহি
ঝরা ফুল জড়ায়ে ঝুরে হিয়া।।

*** ৯৬৯. নাটিকা : 'জন্মাষ্টমী'**

পতিত উধারণ জয় নারায়ণ
কমলাপতে জয় ভাভব-ভয়-হ্যরাণ
জয় জ্যাগদীশ হ্যরে।।

*** ৯৭০. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা**

প্রিয় তুমি কোথায় আজি কত সে দূর।
প্রাণ কাঁদে ব্যথায় বিরহ-বিধুর ॥
স্বপন-কুমারী, স্বপনে এসে
মিশাইলে কোন্ ঘুমের দেশে
তড়িত-শিখা ক্ষণিক হেসে
লুকালে মেঘে আঁধারি' হৃদি-পুর ॥
আপনা নিয়ে ছিনু একেলা
কোন্ সে কূলে ভিড়ালে ভেলা
জীবন নিয়ে মরণ-খেলা
খেলিতে কেন আসিলে নিঠুর ॥
ঊষার গাঙে গাহন করি'
দাঁড়ালে নভে রঙের পরী
প্রেমের অরুণ উদিল যবে
মিশালে নভে, হে লীলা-চতুর ॥

*** ৯৭১. তাল : কাহার্‌বা**

বছর ফিরল ফিরল না বউ ভাইয়ের বাড়ির থনে
হালার হমুন্দিরা দ্যায় না ছাইর‍্যা হাইরে আসছি রণে
তাগর সনে মুই হাইরে আসছি রণে ॥
বহিন ঘরে রাইখ্যা কি ভাই (কন্ দেহি কর্তা)
আপনি হালায় হইবো বোনাই, দুঃখ আমার কারে হোনাই
হায়রে যামু কনে ॥
মুই পাগল হইলাম ছাগল হইলাম বউ বউ কইরা ডাইক্যা
(বউ, মুই তোমার লাইগ্যা পাগল ঐস্যা আবোল তাবোল পেচাল পাড়াছ,
মুই ছাগল ঐছি, এ্যাও... এ্যাও ...)।
বউয়ের লাইগ্যা ভেউর হইছি গোপ দাড়ি চুল রাইখ্যা।
ধরের মাচার লাউ ছিল সে (বোঝ্‌ঝেন্‌নি কর্তা)
উপরি পাওনা ফাউ ছিল সে, মায়ের চোখের ঘুম ছিল সে
তার সোয়ামিরে বিধবা কইর‍্যা গেল ভাইয়ের সনে ॥
সে ছিল মোর কোলের মেউর ছিল বাস্তু পেঁচা
(একদিন) রাগের মাথায় কইয়্যা ছিলাম তারে আদা ছ্যাঁচা। উঁহ্
দশ হালায় মোর দশটা খুইন্যা (ওরে বাবা)
ছুইট্যা আইল তাইনা হইন্যা
মোরে দিল যেন তুলা ধুইন্যা ফেইল্ল কচু বনে।
(দেহেন কর্তারা মোর পিঠের ঘা অ্যাহনও শুহোয়নি)
এবার ম'লে বউয়ের ভাই হমু মুই ভাইব্যা রাখছি মনে ॥

*** ৯৭২. রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা**

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চলো লো গোরী।
চলো জলে চলো কাঁদে বনতল
ডাকে ছলছল জল-লহরি ॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখা-চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥
ওগো বে-দরদী ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে।
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি॥

*** ৯৭৩. নাটিকা : জন্মাষ্টমী, তাল : কাহারবা**

বৃজমে আজ স্যখি ধুম ম্যচাও
আওরী বৃজবালা ম্যঙ্গল গাও॥
গুঁথো স্যখিরি স্যব কুসুম-মালা
দেখ্যন কো চালো নন্দকে লালা
বৃজকে ঘ্যর ঘ্যর হর্‌য্যষ মানাও॥

*** ৯৭৪. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : ত্রিতাল**

মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি॥
ঝুরে বারিধারা
ফিরে এসো পথহারা
কাঁদে নদী তট চুমি'॥

*** ৯৭৫. তাল : ফের্‌তা**

বোন : সাত ভাই চম্পা কে কি হবি বল। তোরা কে কি হবি বল
কেলো, ভুলো, হেবো, পচা, ভুতো, ন্যাড়া, ডল্।
প্রথম ভাই : আমি হব কাব্‌লিওয়ালা এক কুলো চাপ দাড়ি।
'তেরে মুসে আগা, মোর মা গায়া, লেয়াও রূপী তাড়াতাড়ি'
দ্বিতীয় ভাই : আমি হব পণ্ডিত মশাই, কাঁপবে ছেলের দল
দেখে কাঁপবে ছেলের দল॥
তৃতীয় ভাই : আমি হব ফেরিওয়ালা চাই চানাচুর ঘুগ্‌নিদানা!
পাড়ায় পাড়ায় ফিরব ঘুরে পারবে না কেউ করতে মানা!
রাত্রে হাঁক্‌ব 'কুলফী বরফ' হায় কি মজার কল॥
চতুর্থ ভাই : আমি হব জজ সাহেব, দিব ফাঁসি ছ' মাস ক'রে
পঞ্চম ভাই : দারোগা আমি, তোর জজকে চালান দিব থানায় ধ'রে
ষষ্ঠ ভাই : আমায় দেখে দারোগা গুড়ুম
আমি হব কনিষ্ঠ-বল॥
সপ্তম ভাই : আমি হব বাবার বাবা মা সে আমার ভয়ে
ঘোম্‌টা দিয়ে লুকোবে কোণে চুনি-বিল্লি হয়ে!
বল্‌ব বাবায়, ওরে খোকা শিগ্‌গির পাঠশাল্ চল্॥

*** ৯৭৬. নাটিকা : 'জন্মাষ্টমী', তাল : ত্রিতাল**

সো'জা সো'জা সো'জা জগ নরনারী
বাদল গ্যরাজো বিজলি চ্যম্যকে
র‍্যজ্যনী হো রহ্ আঁধিয়ারী॥

*** ৯৭৭. নাটিকা : 'প্রীতি উপহার', তাল : কাহার্‌বা**

হার মানি ননদিনী
মুখর মুখের বাণী শুনি তোর লজ্জাও লাজে সখি ভোলে
পুলকে প্রাণ মন দোলে দোলে ॥
পলকের চাহনিতে কে জানে কেমনে
প্রাণে এলো এত মধু এত লাজ নয়নে
বাহিরে নীরব কথার কুহু অন্তরে মুহুমুহু বোলে বোলে
মুহু মুহু কুহু কুহু বোলে ॥
তোরি মত ছিনু সই বনের কুরঙ্গী
মানি নাই কোনোদিন তাদের ভ্রুভঙ্গি।
মধুরা মুখরা ওলো! মিষ্টি মুখের তোর
সব মধু খেয়েছে কি ঠাকুর জামাই চোর?
তব অভিনব বাণী হিল্লোলে
গুণ্ঠন অপনি খোলে পুলকে প্রাণ মন দোলে ॥

*** ৯৭৮. রাগ : কাফি-কানাড়া, তাল : আড়া চৌতাল**

আঁখি-পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া থেকো সুদূর আকাশে ॥
জাগিয়া থেকো কবরীর মালা
পথ যেন পায় সে তোমার সুবাসে ॥

*** ৯৭৯.**

আশা-নিরাশায় দিন কেটে যায় হে প্রিয় কবে আসিবে?
প্রতি নিশ্বাসে নয়ন প্রদীপ মোর আসিছে নিভে ॥
ফুল ঝরে যায় হায়, পুন ফুল ফোটে
কৃষ্ণা তিথির শেষে চাঁদ হেসে ওঠে
আমারি নিশীথের অসীম আঁধার ওগো চাঁদ কবে নাশিবে ॥
শীত যায় মনোবনে ফাগুন আসে গো আসিল না আমারই ফাগুন
চাঁদের কিরণে পৃথিবী শীতল হায় মোর বুকে জ্বালে সে আগুন।
নিশীথে বকুল শাখে
পিয়া পিয়া পাপিয়া ডাকে
আমারই প্রিয়তম 'জাগো পিয়া' বলে কবে ডাকিবে ॥

*** ৯৮০. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা**

একি সুরে (কোন্ সুরে) তুমি গান শুনালে ভিনদেশী পাখি
এ যে সুর নহে, মদির সুরা, রে সুরের সাকি ॥
বসি' মোর জানালার পাশে
কেন বুক-ভাঙা নিরাশে
যাও ঘুম ভাঙায়ে নিতি সকরুণ সুরে ডাকি ॥
তোর ও সুরে কাঁদছে উষা অস্ত চাঁদের গলা ধ'রে
ভোর-গগনের কপোল বেয়ে শিশির-অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।
আমি রইতে নারি ঘরে
আমার মন যে কেমন করে
আমার মন লাগে না কাজে, আর জলে ভরি আঁখি ॥

*** ৯৮১. তাল : কাহার্‌বা**

ওরে বনের ময়ূর কোথায় পেলি এমন চিত্রপাখা
তোর পাখাতে হরির স্মৃতি পাখার শ্রী কি আঁকা ॥
তারই মতন হেলে দুলে
নাচিস্ রে তুই পেখম খুলে
তনুতে তোর ওরে শ্যামের আঁখির নীলাঞ্জনা মাখা ॥
হারিয়ে নব কিশোরে, দিবা-নিশি ঘুরি
তাই কি শ্যামের বিভূতি তুই আনলি ক'রে চুরি।
সান্ত্বনা কি দিতে মোরে
শ্যামল রেখে গেছে তোরে
তাইতো তোরে হেরি ওরে যায় না কাঁদন্ রাখা ॥

*** ৯৮২. তাল : কাহার্‌বা**

চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী
চারদিকে রঙ্ ছড়িয়ে বেড়ায় রঙ্গিলা কুরঙ্গী ॥
যে সকলের মন মাতায় কলকাতার চৌমাথায়
ওপারে যে ফিল্মের ঝিল্‌মিল্ আলোর দেয়ালি।
এপারে যে পথের ভিখারিনী চোখের বালি।
গোরা কালো সাহেব মেমে মন্দ ভালো বি.এ. এম.এ.
সবাই তাহার সঙ্গী।
যে দক্ষিণ হাত তুলি দক্ষিণা চায়
আলো দেয় রবি শশী, ফুল দেয় দখিনা বায়।
ওকি গোলাপ ফুল নারঙ্গী।
নুয়ে প'ড়ে আকাশ দেখে তাহার নাচের ভঙ্গী ॥

*** ৯৮৩.**

জাগো ভারত রানী ভারতজন্ তুম্ হে চাহে
গগনমে উঠত যো বাণী সো হি জগজন গাহে ॥
রোবত ভারতকে ন্যরনারী
বোলাতা জ্যগ মাই হামারী
দুঃখ-দৈন্য ভারতকো ঘেরি তুম অব সোবত কাহে ॥
নীল সিন্ধু তুম্‌হা লাগি
গ্যরজত ঘন অনুরাগী
কেঁউ নাহি উঠত জাগি যব্ ভারত প্রেম গাহে ॥

*** ৯৮৪. রাগ : মনোরঞ্জনী, তাল : আদ্ধা কাওয়ালি**

জানি পাবো না তোমায় হে প্রিয় আমার
এ জীবনে আর ॥
এ আমার ললাট লেখা
আমি রব চির একা
নিমেষের দিয়ে দেখা কাঁদাবে আবার ॥
তবু হে জীবন স্বামী
তোমারি আশায় আমি
আসিব এ ধরণীতে যুগে যুগে অনিবার ॥

*** ৯৮৫.**

তুমি বিরাজ কোথা হে উৎসব দেবতা
মম গৃহ অঙ্গনে এসো সঙ্গী হয়ে আনো আনন্দ বারতা ॥
পূজা সম্ভারে প্রসন্ন দৃষ্টি হানো
শুভ শঙ্খ বাজাও দশদিক জাগানো
হে মঙ্গলময়! আসি' অভয় দানো আনো প্রভাত আকাশ সম নির্মলতা ॥
লহ বিহগের গীতি অভিনন্দন
চাঁদের থালিকা হতে গোপীচন্দন
আনন্দ অমরার নন্দন হে প্রণত কর চরণে কহ কথা কহ কথা ॥

*** ৯৮৬. রাগ : খাম্বাজ, তাল : যৎ**

পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম
হে চির-সুদূর প্রিয়তম ॥
তুমি আকাশের চাঁদ
পাতিয়া সরসী-ফাঁদ
জনম জনম কাঁদি কুমুদীর সম ॥
নিখিলের অরূপ[১] রূপে
দেখা দাও চুপে চুপে
এলে না মূরতি ধরি তুমি নিরুপম ॥

১ রূপে

*** ৯৮৭.**

প্রিয়তম এসো ফিরে রহিবে কি দূরে দূরে
ভুলি মোরে চিরতরে ভাসাইয়া আঁখি-নীরে ॥
আছি ব'সে পথ চেয়ে
আঁধার এলো যে ছেয়ে
মনের বনের ছায়ে এসো মিলন মধুর সুরে ॥
নয়নের মণিহারা
নিভে গেছে শুকতারা
ভেসে আসে কালো মেঘ আমার গগন ঘিরে ॥

*** ৯৮৮. চলচ্চিত্র : 'দিকশূল', তাল : কাহারবা**

ফুরাবে না এই মালা গাঁথা মোর ফুরাবে না এই ফুল
এই হাসি ঐ চাঁপার সুরভি ভুল নহে, ভুল নহে, নহে ভুল ॥
জানি জানি মোর জীবনের সঞ্চয়, রসঘন-মাধুরীতে হবে মধুময়
তবে কেন আমার বকুল-কুঞ্জে বাঁশরি হইল আকুল[১] ॥
কৃষ্ণা তিথিতে নাই যদি হাসে চাঁদ, ফুরাবে না মোর পূর্ণ রসের সাধ
যমুনার ঢেউ থাকুক আমার (আমি) নাই দেখিলাম কূল ॥

১ (তবে) আমার বকুল কুঞ্জে বাঁশরী হইল কেন আকুল

*** ৯৮৯.**

বকুল ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে গোপন পায়ে আসিলে তুমি।
রাতের শেষে ভোরের মতন ভাঙিলে স্বপন নয়ন চুমি' ॥
ফুলের বুকে মধুর সম আসিলে তুমি আমার প্রাণে
মরুর বুকে উঠিল ফুটে রঙীন কুসুম বেদন ভুলি' ॥
জাগিয়া হেরি পরাণ ভরি উঠিতেছে ঢেউ এ কি এ ব্যথার
বেদনা যত মধুও তত হিয়াতে শরম নয়নে আশার।
অকালে ফাগুন আগুন শিখায় রাঙিল মনের কানন-ভূমি ॥

* ৯৯০. রাগ : শাওন্তী কল্যাণ, তাল : ত্রিতাল

বিষাদিনী এসো শাওন সন্ধ্যায়
কাঁদিব দুজনে।
দীপালির উৎসবে আঁধারের ঠাঁই নাহি
কাহোরো হাসি যদি নিভে যায়।
তোমারি মতো তাই ম্লান-মুখ চিরদিন
লুকায়ে রাখি অবগুণ্ঠনে॥

* ৯৯১.

ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার
জ্বলিছে দিবস রাতি গো।
কাঁদিতে আসিলে এ তনু শ্মশানে
কে তুমি ব্যথার ব্যথী গো॥
মুছিয়া গিয়াছে চন্দনের লেখা
খুলে শুকাইয়া গিয়াছে মন্দারের মালা
নিভেছে আশা দীপ আজি অবেলায়
কে তুমি রাতের সাথী গো॥

* ৯৯২.

ব্যথার উপরে বঁধু দিও না
দলিত এ হৃদি মম দ'লে যেয়ো না॥
ল'য়ে কত সাধ আশা
তোমার দুয়ারে আসা
(বঁধু) দিলে যদি ভালোবাসা ফিরে নিয়ো না॥
স্রোতের কুসুম প্রায় ভাসিতাম অসহায়
তুলে নিয়ে বুকে তারে ফেলে দিলে পুনরায়।
নিরদয় এ কি খেলা
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা
খেলার লাগিয়া ভালবাসিও না॥

* ৯৯৩.

ভুলে যাও ব'লে জানাও মনে রাখার আবেদন
অনুরোধে ভুলব যদি মনে রাখা সে কেমন॥
মনে যে রাখতে জানে
সে কি মুখের মানা মানে
ভুল দিয়ে যার মন ভরা তারে ভুলতে বলা অকারণ॥
চাঁদ চ'লে যায় আবার আসে ফিরে আসে ফাগুন হাওয়া
কোয়েল এসে যায় ক'য়ে তার মনে রাখার দাবি দাওয়া।
ভালোবাসায় ফুলের বাগে
ঝরে কুসুম আবার জাগে
বন্ধ দুয়ার মন দেউলের খোলো হাজার বাতায়ন॥

* ৯৯৪.

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বরষা এলো
আমারি আশালতা সজল হলো॥

কুসুম কলি মঞ্জুরিল
বিরহী লতিকা সহসা ফুটিল
মন এলোমেলো মেদুর ছাইলো ॥

* ৯৯৫.

শ্রাবণ রাতের আঁধারে নিরালা ব'সে আছি বাতায়নে
রেবা নদীর খরস্রোত হবে বেগে আমার মনে ॥
দিগন্তে করুণ কাতর
শুনি কার ক্রন্দন স্বর
ভেসে বন-মর্মর ঝরঝর সজল উতল পুবালি পবনে ॥
বিরহী যক্ষ কাঁদে একাকী কোথায় কোন্ দূর চিত্রকূটে
আমার গানে যেন তার বেদনার সকরুণ ভাষা ফুটে।
আমার মনের অলকায়
কোন্ বিরহিণী পথ চায়
মালবিকার আঁখি-ধার ঝরে হায় অঝোর ধারায় মোর নয়নে ॥

* ৯৯৬. তাল : তেওড়া

সখি লো তায় আন ডেকে যে গান গেয়ে যায় পথ দিয়ে।
সই দিব তারে কণ্ঠহার, তার কণ্ঠেরি ঐ সুর নিয়ে ॥
কারুর পানে নাহি চায়
সে আপন মনে গেয়ে যায়
প্রাণ কাঁপে সুরের নেশায় নয়ন আসে ঝিমিয়ে।
সখি লো শুধিয়ে আয়
সে শিখিল এ গান কোথায়
এত মধু তার গলায় কার অধর-সুধা পিয়ে ॥
যার গানে এত প্রাণ মাতায়
না জানি কি হয় দেখ্‌লে তায়
তার সুর শুনে কেউ প্রাণ পায় কেউ ফেলে প্রাণ হারিয়ে ॥

* ৯৯৭. চলচ্চিত্র : 'চৌরঙ্গী', তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

সমবেত : সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো
পেট ভ'রে ভাত পাই না, ধ'রে আসে হাত গো ॥
১ম : তোর ঘরে আজ কি রান্না হয়েছে
২য় : ছেলে দুটো ভাত পায়নি, পথ চেয়ে রয়েছে
৩য় : আমিও ভাত রাঁধিনি, দেখ্ না চুল বাঁধিনি
শাশুড়ি মান্ধা..রে বুড়ি মন্দ কথা কয়েছে।
৪র্থ : আমার ননদ বড় দজ্জাল বজ্জাত গো।
সমবেত : সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো
পেট ভরে ভাত পাই না, ধ'রে আসে হাত গো ॥
১ম : এত খায় তবু ওদের বউগুলো সুঁট্‌কো
২য় : ছেলেগুলো প্যাঁকাটি, বাবুগুলো মুট্‌কো।
৩য় : এরা কাগজের ফুল, এরা চোখে চাঁদ দেখে না।
৪র্থ : ইটের ভিতরে কীটের মত কাটায় এরা রাত গো।

সমবেত : সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো
পেট ভরে ভাত পাই না ধ'রে আসে হাত গো ॥

* ৯৯৮.

সুদূর সিন্ধুর ছন্দ উতল
আমরা কলগীতি চঞ্চল ॥
তুফান ঝঞ্ঝা কল্লোল ছলছল
উর্ধ্বে আমি ঝড় বহি শন্‌শন্‌
মম বক্ষে তব মঞ্জির তোলে গো রণন্‌
আনন্দ চিত্তে মেতে উঠি নৃত্যে
গুরু গুরু গুরু বাজে বাদল মাদল ॥
তুমি গগন তলে উঠি মেঘের ছলে
জল-বিম্বমালা বালা পরাও গলে।
তুমি বাদল হাওয়ায় কর আদর যখন
মোরে কান্না পাওয়ায়।
ধূলি গৈরিক ঝড়ে সাগর নীলাম্বরী
জড়াইয়া অপরূপ করে ঝলমল ॥

* ৯৯৯.

সুনয়না চোখে কথা ক'য়ে যায়
বনের রানী, দুটি ফুলে শুনি
নয়ন ফাঁকে প্রাণ লুকিয়ে চায় ॥
দেহ দেউলে, দুটি দীপ দুলে
হেরি সারা অন্তর তায় ॥

* ১০০০. রাগ : তিলক কামোদ, তাল : ঝাঁপতাল

অগ্নি-ঋষি অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে;
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে ॥
দহন-বনের গহন-চারী —
হায় ঋষি — কোন্‌ বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি, অগ্নি-মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্‌ বাঁশি সে বুঝতে পারি না যে ॥
দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হানছিলে বৈশাখে,
হঠাৎ সে কার শুনলে বেণু কদম্বের ঐ শাখে।
বজ্রে তোমার বাজল বাঁশি,
বহ্নি হল কান্না-হাসি,
সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী — মন সরে না কাজে।
তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্তশিখা রাজে ॥

* ১০০১. রাগ : লঙ্কাদহন সারং, তাল : ত্রিতাল

অগ্নি-গিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া।
বহ্নি-রাগে দিগন্ত গেল রে রাঙিয়া ॥
রুদ্র রোষে কি শঙ্কর উর্ধ্বের পানে
লক্ষ-ফণা ভুজঙ্গ-বিদ্যুৎ হানে

দীপ্ত তেজে অনন্ত-নাগের ঘুম ভাঙিয়া॥
লঙ্কা-দাহন হোমাগ্নি সাগ্নিক মন্ত্র
যজ্ঞ-ধূম বেদ-ওঙ্কার ছাইল অনন্ত।
খড়্গ-পাণি শ্রীচণ্ডী অরাজক মহীতে
দৈত্য নিশুম্ভ-শুম্ভে এলো বুঝি দহিতে,
বিশ্ব কাঁদে প্রেম-ভিক্ষু আনন্দ মাগিয়া॥

*** ১০০২. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা**

অচেনা সুরে অজানা পথিক
নিতি গেয়ে যায় করুণ গীতি।
শুনিয়া সে গান দু'লে ওঠে প্রাণ
জেগে ওঠে কোন্ হারানো স্মৃতি॥
ঘুরিয়া মরে উদাসী সে সুর
সাঁঝের কূলে বিষাদ-বিধুর,
নীড়ে যেতে হায় পাখি ফিরে চায়,
আবেশে ঝিমায় কুসুম-বীথি॥

*** ১০০৩. রাগ : মূলতান-কানাড়া মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা**

অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।
নিদ্রা নাহি তোমায় চাহি' আমার নয়ন-পাতে॥
ভেজা মাটির গন্ধ সনে
তোমার স্মৃতি আনে মনে,
বাদ্‌লী হাওয়া লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙিনাতে॥
হঠাৎ বনে আস্‌ল ফুলের বন্যা পল্লবেরই কূলে,
নাগকেশরের সাথে কদম কেয়া ফুট্‌ল দ'লে দুলে।
নবীন আমন ধানের ক্ষেতে হতাশ বায়ু ওঠে মেতে,
মন উড়ে যায় তোমার দেশে পূব-হাওয়ারই সাথে॥

*** ১০০৪. নাটক : 'সেতুবন্ধ', রাগ : হাম্বীর, তাল : কাওয়ালি**

অধীর অম্বরে গুরু গরজন মৃদঙ্ বাজে।
রুমু রুমু ঝুম্ মঞ্জীর-মালা চরণে আজ উতলা যে॥
এলোচুলে দু'লে দু'লে বন-পথে চল আলি,
মরা গাঙে বালুচরে কাঁদে যথা বন্-মরালী।
উগারি' গাগরি ঝারি
দে লো দে করুণা ডারি
ঘুঙট উতারি' বারি দিশি লো গুমোট সাঁঝে॥
তালীবন হাতে তালি, ময়ূরী ইশারা হানে,
আসন পেতেছে ধরা মাঠে মাঠে চারা-ধানে।
মুকুলে ঝরিয়া পড়ি' আকুতি জানায় যূথী
ডাকিছে বিরস শাখে তাপিতা চন্দনা-তূতী।
কাজল-আঁখি রসিলি
চাহে খুলি ঝিলিমিলি,
চল, লো চল সেহেলী, নিয়ে মেঘ-নটরাজে॥

* ১০০৫. নাটক : 'মধুমালা'

অনেক জ্বালা দিয়েছ তার শাস্তি পাবে কালা।
বেঁধেছি তাই গলায় তোমার জড়িয়ে মধুমালা ॥
আজ গায়ে পড়ে সাধতে হবে
পায়ে ধরে কাঁদতে হবে
শাপ্‌লা মধু পানের আগে
দেখব বঁধু কেমন লাগে বাব্‌লা কাঁটার জ্বালা ॥

* ১০০৬.

অনেক মানিক আছে শ্যামা তোর কালোরূপ-সাগরজলে
আমার বুকের মানিক কেড়ে রাখ্‌লি কোথায় দে মা ব'লে ॥
কত লতার কোল ক'রে খালি, ফুলের অর্ঘ্য[১] নিস্‌ মা কালী
(মোর) সারা বনের একটী কুসুম আছে কি ঐ চরণ-তলে ॥
একখানি মুখ খুঁজি মাগো তোর কণ্ঠের মুণ্ডমালায়
একটিবার মা সে মুখ দেখা, আবার কেড়ে পরিস্‌ গলায়।
(না হয়) রাখিস পূজার থালায়।
অনন্ত তোর রূপের মাঝে, সে কোন্‌ রূপে মা কোথায় রাজে?
মোর নয়ন-তারা তারা হয়ে দোলে কি তোর বুকের কোলে ॥

১ ফুলের অর্ঘ্য-এর পরিবর্তে কবি 'পূজাঞ্জলি' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন।

* ১০০৭.

অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার,
ত্রিভুবনে নাই তার কোথাও আঁধার ॥
পথের ধূলি তারই চরণ যাচে
আকাশ কথা কয় তাহারি কাছে,
তা'রি তরে খোলা থাকে সকলের ঘর
সকলের হৃদয়-দুয়ার ॥
কে বলে ভিখারিনী সে — কে বলে সে ভিখারি।
ভিক্ষা-ঝুলিতে তার বিশ্ব থাকে — ভগবান তাহার দ্বারী।
তার রীতি বোঝা যায় না
বুকে যার বহে নিতি পিরিতি-জোয়ার ॥

* ১০০৮.

অন্ধকারে এসে তুমি অন্ধকারে গেছ চ'লে।
তোমার পায়ের রেখা জাগে শূন্য গৃহের অঙ্গন-তলে ॥
কেন আমায় জাগালে না
আঘাতে ঘুম ভাঙালে না,
দ'লে কেন গেলে না গো যাবার বেলা চরণ-তলে ॥
কৃষ্ণা তিথির চাঁদের মত এসেছিলে গভীর রাতে,
আলোর পরশ বুলিয়ে দিলে ঘুমন্ত মোর নয়ন-পাতে;
তাই রজনীগন্ধা সুখে
চেয়ে আছে উর্ধ্ব মুখে,
ফুলগুলিরে জাগিয়ে গেলে নিঠুর আমায় গেলে ছ'লে ॥

* ১০০৯.

অন্ধকারে দেখাও আলো কৃষ্ণ নয়ন-তারা।
কালো মেঘে অন্ধ-আকাশ পথিক পথ-হারা।।
ভক্ত কাঁদে অকূল ভবে,
গোকুলে তায় ডাকবে কবে।
অশান্ত এ চিত্তে হরি বহাও শান্তি-ধারা।।

* ১০১০.

অন্ধকারের তীর্থপথে ভাসিয়ে দিলাম নামের তরী
মায়া মোহের ঝড় বাদলে এবার আমি ভয় না করি।
যে নাম লেখা তারায় তারায়
যে নাম ঝরে অশ্রুধারায়
যাত্রা শুরু সেই নামেরি জপমালা বক্ষে ধরি।।
এই আঁধারের অন্তরালে লক্ষ রবি চন্দ্র জ্বলে
নিত্য ফোটে আলোর কমল জানি তোমার চরণ তলে।
এবার ওগো অশিব নাশন
থামাও তোমার ঢেউয়ের নাচন
সেই ত অমর মরণ যদি ধ্যান সাগরে ডুবে মরি।।

* ১০১১. নাটিকা : 'সুরথ উদ্ধার'

অন্নপূর্ণা মা এসেছে অন্নহীনের ঘর
উলু দে রে শঙ্খ বাজা প্রদীপ তুলে ধর।।
তপস্যাহীন পাপীর দেশে
মা এসেছে ভালোবেসে,
বিনা পূজায় মায়ের রূপে এলো বিধির বর।।

* ১০১২. রাগ : মিঞাকি মল্লার, তাল : ত্রিতাল

অবিরত বাদর বরষিছে ঝরঝর
বহিছে তরলতর পূবালী পবন।
বিজুরী-জ্বালার মালা
পরিয়া কে মেঘবালা
কাঁদিছে আমারি মত বিষাদ-মগন।।
ভীরু এ মন-মৃগ আলয় খুঁজিয়া ফিরে,
জড়ায়ে ধরিছে লতা সভয়ে বনস্পতিরে,
গগনে মেলিয়া শাখা কাঁদে বন-উপবন।।

* ১০১৩. রাগ : তিলক কামোদ

অবুঝ মোর আঁখি বারি, আমি রোধিতে নারি।।
গ'লেছে যে-নদী জল, কে তারে রোধিবে বল,
পাষাণের সে নারায়ণ তবু সে আমারি।।

* ১০১৪. রাগ : কুকভ, তাল : একতাল

অরুণ কিরণ সুধা-স্রোতে, ভাসাও প্রভু মোরে।
গ্লানি পাপ তাপ মলিনতা, যাক ধুয়ে চিরতরে।।
প্রশান্ত স্নিগ্ধ তব হাসি, ঝরুক অশান্তি প্রাণে বুকে[১]

প্রভাত আলোর ধারা, যেমন ঝরে সব ঘরে ॥
যেমন বিহগেরা জাগি ভোরে, আলোর নেশার ঘোরে
আকাশ পানে ..., বন্দে প্রেম-মনোহরে ॥[২]

১ পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তিত-লাইন হিসেবে
'সবারে আজ যেন ভালোবাসি' লেখা আছে।
২ পাণ্ডুলিপিতে গানটির সঙ্গে কবি-কৃত স্বরলিপি আছে।

*** ১০১৫. রাগ : আহীর ভৈরব, তাল : ত্রিতাল**

অরুণ-কান্তি কে গো যোগী ভিখারি।
নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে
প্রখর তেজ তব নেহারিতে নারি ॥
রাস-বিলাসিনী আমি আহিরিণী
শ্যামল কিশোর রূপ শুধু চিনি,
অম্বরে হেরি আজ একি জ্যোতিপুঞ্জ
হে গিরিজাপতি! কোথা গিরিধারী ॥
সম্বর সম্বর মহিমা তব, হে ব্রজেশ ভৈরব
আমি ব্রজবালা।
হে শিব সুন্দর, বাঘছাল পরিহর, ধর নটবর-বেশ
পর নীপ-মালা।
নব মেঘ-চন্দনে ঢাকি' অঙ্গজ্যোতি
প্রিয় হয়ে দেখা দাও ত্রিভুবন-পতি
পার্বতী নহি আমি, আমি শ্রীমতী
বিষাণ ফেলিয়া হও বাঁশরি-ধারী ॥

*** ১০১৬. তাল : দাদ্‌রা**

অরুণ-রাঙা গোলাপ-কলি
কে নিবি সহেলি আয়।
গালে যার গোলাপী আভা
এ ফুল-কলি তারে চায় ॥
ডালির ফুল যে শুকায়ে যায়
কোথায় লায়লী, শিরী কোথায়
কোথায় প্রেমিক বিরহী মজনু
এ ফুল দেব কাহার পায় ॥
পূর্ণ চাঁদের এমন তিথি
ফুল-বিলাসী কই অতিথি
বুলবুলি বিনে এ গুল্‌ যে
অভিমানে মূরছায় ॥

*** ১০১৭. নাটক : 'অন্নপূর্ণা'**

অশিব শক্তি হতে হে শঙ্কর
অষ্টসিদ্ধিরে কর ত্রাণ, ত্রাণ কর শঙ্কর ॥

*** ১০১৮.**

অসীম বেদনায় কাঁদে মদিনাবাসী।
নিভিয়া গেল চাঁদের মুখের হাসি ॥

শোকের বাদল আছড়ে প'ড়ে
কাঁদছে মরুর বুকের পরে,
ব্যথার তুফানে আরব গেল ভাসি'॥
গোলাব-বাগে গুল্ নাহি আজ
কাঁদিছে বুল্‌বুলি,
ছাইল আকাশ অন্ধকারে
মরু সাহারার ধূলি।
তরুলতা বনের পাখি,
'কোথায় হোসেন?' কইছে ডাকি',
পড়ছে ঝরে তারার রাশি॥

*** ১০১৯. রাগ : ভৈরবী, তাল : একতাল**

অসুর-বাড়ির ফেরত এ মা
শ্বশুর-বাড়ির ফেরত নয়।
দশভুজার করিস পূজা
ভুলরূপে সব জগতময়॥
নয় গৌরী নয় এ উমা
মেনকা যার খেত চুমা
রুদ্রাণী এ, এযে ভূমা
এক সাথে এ ভয়-অভয়॥
অসুর দানব করল শাসন এইরূপে মা বারে বারে,
রাবণ-বধের বর দিল মা এইরূপে রাম-অবতারে।
দেব-সেনানী পুত্রে লয়ে মা
এই বেশে যান দিগ্বিজয়ে
সেই রূপে মা'র কর্‌রে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়॥

*** ১০২০. রাগ : ভৈরবী মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা**

আঁখি-বারি আঁখিতে থাক, থাক ব্যথা হৃদয়ে।
হারানো মোর বুকের প্রিয়া রইবে চোখে জল হয়ে॥
নিশি-শেষে স্বপন-প্রায়
নিলে তুমি চির-বিদায়,
ব্যথাও যদি না থাকে হায়, বাঁচিব গো কি ল'য়ে॥
ভালোবাসার অপরাধে
প্রেমিক জনম জনম কাঁদে,
কুসুমে কীট বাসা বাঁধে * ত্রু বাধা প্রণয়ে॥
আজকে শুধু করুণ গীতে
কাঁদিতে দাও দাও কাঁদিতে,
আমার কাঁদন-নদীর স্রোতে বিরহের বাঁধ যাক ক্ষয়ে॥

*** ১০২১. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা**

আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা
বলাকা-পেঁড়ে শাড়ি দুলায়ে।

চলিছে কিশোরী শ্যামা একা
ঝুমুঝুমু বাজে নূপুর মৃদু পায়ে॥
ভয়ে ভয়ে চলে আধো-আঁধারে
বিরহী বন্ধুর দূর অভিসারে,
পথ কাঁদে যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না ওগো
থামো ক্ষণেক এ ঠাঁয়ে॥

* ১০২২.

আঁধার রাতে দেবতা মোর এসে গেছে চ'লে
রেখে গেছে চরণ-চিহ্ন শূন্য গৃহ-তলে॥
জেগে দেখি বুকের কাছে
পূজার মালা প'ড়ে আছে
ফেলে গেছে মালাখানি বুঝি খানিক প'রে গলে॥
তার অঙ্গের সুবাস ভাসে মন্দির-অঙ্গনে,
তাহার ছোঁওয়া লেগে আছে কুমকুম-চন্দনে।
অপূর্ণ মোর প্রণামখানি
দেবো কবে নাহি জানি,
সে আস্‌বে বুঝি বাসনা-ধূপ পুড়িয়া শেষ হলে'॥

* ১০২৩.

আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে এলে
তুমি ধূসর সন্ধ্যা।
তোমারে অর্ঘ্য দিতে বনে ফুটিল কি তাই
রজনীগন্ধা?
গোধূলির রং সম তব মুখ, হায়!
তরুণ হাসি কেন চকিতে মিলায়?
সহসা মহুয়া বনে চঞ্চল বায়
হ'ল নিথর সুমন্দা॥
বিষাদ-গভীর তব নয়ন যেন নিশীথের সিন্ধু;
মুদিত কমলের দলিত দলে তুমি শিশিরের বিন্দু।
তুমি সকরুণ প্রার্থনা বেলাশেষের,
পথ-হারা পাখি তুমি দূর বিদেশের,
স্নিগ্ধ-স্রোত তুমি দূর অমরার অলকানন্দা॥

* ১০২৪. রাগ : শিবমত-ভৈরব, তাল : ত্রিতাল (ঢিমা)

ধার ভীত এ চিত যাচে মা গো[১] আলো
বিধাত্রী আলোকদাত্রী নিরাশ পরানে আশার সবিতা জ্বালো
জ্বালো, আলো, আলো॥
হারায়েছি পথ গভীর তিমিরে
লহ হাতে ধ'রে প্রভাতের তীরে
প তাপ মুছি' কর মা গো[১] শুচি, আশীষ-অমৃতে ঢালো॥
[৩] প্রহরণধারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গে মা অগতির গতি
দ্ধি-বিধায়িনী দনুজ-দলনী বাহুতে দাও মা শকতি।
তন্দ্রা ভুলিয়া যেন মোরা জাগি —

এবার প্রবল মৃত্যুর লাগি',
রুদ্র-দাহনে ক্ষুদ্রতা দহ' বিনাশ গ্লানির কালো ॥

১ প্রভু, ২. নাথ, ৩, পাণ্ডুলিপিতে এখানে দুটি পঙ্‌ক্তি বেশি আছে :
অচেতন প্রাণে জাগরণ তৃষ্ণা আনো আনো
জড়তার বুকে জীবন-পিপাসা দানো দানো।

*** ১০২৫. গীতি আলেখ্য : 'আকাশবাণী', তাল : দাদ্‌রা**

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়
আমার কথার ফুল গো,
আমার গানের মালা গো —
কুড়িয়ে তুমি নিও ॥
আমার সুরের ইন্দ্রধনু
রচে আমার ক্ষণিক তনু,
জড়িয়ে আছে সেই রঙে মোর
অনুরাগ অমিয় ॥
আমার আঁখি-পাতায় নাই দেখিলে
আমার আঁখিজল,
আমার কণ্ঠের সুর অশ্রুভারে
করে টলমল।
আমার হৃদয়-পদ্ম ঘিরে
কথার ভ্রমর কেঁদে ফিরে,
সেই ভ্রমরের কাছে আমার
মনের মধু পিও ॥

*** ১০২৬. নাটিকা : 'কাফন-চোরা'**

আকাশে ভাই চাঁদ উঠেছে
(আহা) দেখবি যদি আয় না!
রূপে পরাণ পাগল করে,
তারে হাতে ধরা যায় না।
হাতে ধরা যায় না —
আমার সাধের 'আয়না' —
আমার বুকে ফুট্‌লো রে ভাই
কোন্ বাগিচার ফুল
কোন্ সে দেশের হাসনুহানা
কোন্ বসোরার গুল্,
ওরে গন্ধে পরাণ পাগল করে,
তারে গলায় পরা যায় না ॥

*** ১০২৭.**

আকাশের মৌমাছি-তারকার দল,
পিয়ে চৈতালী চাঁদের মধু, হ'ল বিহ্বল ॥
মোর মাধবী বনে মৌমাছি আসে না
আমার আকাশে আর চাঁদ হাসে না।
ভালো লাগে না এ চাঁদের আলো
পুষ্পল পরিমল-ছাওয়া বনতল ॥

দক্ষিণ সমীরণে বন বিঘোর গানে,
মন ভরে না।
বিধুর বাঁশরি বাজে, মধু মঞ্জরী
তবু মুঞ্জরে না।
বুলবুলি এসেছিল, ভুল সে কি ভুল?
তেমনি তো ফোটে হেনা চম্পার ফুল।
বেণী বাঁধা বধূ লো ধূলায় লুটায়
কাঁদে এলো-কুন্তল॥

* ১০২৮. রাগ : বেহাগ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

আকুল হলি কেন বকুল বনের পাখি।
দেখেছিস তুই নাকি প্রিয়ার ডাগর আঁখি॥
মধু ও বিষ মেশা
সেই সে আঁখির নেশা
তোরে ক'রেছে পাগল, তাই কি এ ডাকাডাকি॥
চোখে পড়িলে বালি জ্বালাতে জ্বলিয়া মারি,
চোখে যাহার পড়েছে চোখ, সে বাঁচে কেমন করি'॥
ফিরাই আঁখি যেদিক পানে
তারি আঁখি মনে আনে,
বলিস্ পাখি দেখা হ'লে প্রাণ শুধু আছে বাকি॥

* ১০২৯.

আগের মত আমের ডালে বোল ধরেছে বউ,
তুমিই শুধু বদ্‌লে গেছ, আগের মানুষ নও॥
তেম্‌নি আজো তোমার নামে
উথ্‌লে মধু গোলাপ-জামে,
উঠ্‌ল পূ'রে জামরুলে রস, মহুল ফুলে মউ॥
ডালিম-দানার রং ধরেছে, ডাঁশায় নোনা আতা,
তোমার পথে বিছায় ছায়া ছাতিম তরুর ছাতা।
তেম্‌নি আজো নিমের ফুলে
ঝিম্ হয়ে ঐ ভ্রমর দুলে,
হিজল-শাখায় কাঁদছে পাখি বউ গো কথা কও॥

* ১০৩০.

আজি ঈদ্ ঈদ্ ঈদ্ খুশীর ঈদ্ এলো ঈদ্
(যাঁর) আসার আশায় চোখে মোদের ছিল না রে নিদ॥
শোন্ রে গাফিল, কি ব'লে তকবীর ঈদগাহে,
(তোর) আমানতের হিস্‌সা সাদকা দে খোদার রাহে
নে সাদ্‌কা দিয়ে বেহেশ্‌তে যাবার রসিদ॥
ঈদের চাঁদের তশ্‌তরীতে জান্নাত হ'তে
আনন্দেরি শিরনি এলো আসমানী পথে,
সেই শিরনি নিয়ে নূতন আশায় জাগবে না উম্মিদ॥
(তোর) পিরাহানের আতর গোলাব লাগুক রে মনে,
(আজ) প্রেমের দাওয়াত্ দে দুনিয়ার সকল জনে,
দিলেন ঈদের মারফতে হজরত এই তাগিদ॥

* ১০৩১.

আজ উদার আকাশে ছুটির শঙ্খ-ঘন্টা বাজায় কে
প্রবাসীর মন উচাটন, শোনে — 'দীপ জ্বাল্, উলু দে'॥
আর মন লাগে নাকো কাজে,
শ্রবণের কাছে চুড়ি-কঙ্কণ বাজে।
এলোমেলো বায়ে এলো, কবরীর সৌরভ এলো যে॥
কোথা আনন্দ-নন্দিনী কার চন্দন বুঝি ঘষে;
মন মেতে ওঠে মৌমাছি-সম, নন্দন-মধু রসে।
তৃতীয়া চাঁদের রসকলি পরি'
বৈষ্ণব সেজে এলো বিভাবরী;
বাউল-হৃদয়! চল্ রে বাহিরে, হাতে একতারা নে॥

* ১০৩২.

বনের মনের কথা ফুল হয়ে জাগে।
কয় না কথা তবু তারে ভালো লাগে॥
শ্যাম পল্লবে তনু ছেয়ে যায়,
ভরে ওঠে সুরভিত সুষমায়।
ফুটে ওঠে তার না বলা বাণী রক্তিম অনুরাগে॥
বন মর্মরে সেই মৌনীর শুনি মৃদু গুঞ্জন
ললিতার মত তার ভালোবাসা, গভীর-চির গোপন।
যত সে নিজেরে লুকাইতে চায়,
তত মধু তার উছলিয়া যায়।
কত সে পলাশে, কত সে অশোকে কত কুঙ্কুম ফাগে॥

* ১০৩৩. রাগ : পূরবী, তাল : মধ্যমান

আজ যুগের পরে ঘরে[১] ফিরে মায়ের কথা পড়লো মনে।
শূন্য ঘরে মন বসে না গুমরে ম'রে হিয়ার বনে॥
আজো সে ঘর সবাই আছে,
মা কেবলই নেই গো কাছে, —
ঐ দাওয়া আর ঐ কানাচে আজো মায়ের স্বর্ণাট রনে॥
যত্ন কারুর সইতে নারি, কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসে;
ওষ্ঠ চেপে যায় না রাখা, রূপ যে তোমার চক্ষে ভাসে!
পাইনি মাগো সাতটি বরষ
একটুকু ক্ষীণ স্নেহের পরশ, —
(ও মা) 'বুনো তোমার হ'ল না বশ চল্লো ফিরে ফের বিজনে।
হার্লো স্নেহ বাঁধন-হারার বাঁধ্তে নিয়ে ডোর-সৃজনে॥

১ ঘরকে

* ১০৩৪.

আজ শরতে আনন্দ ধরে না ধরণীতে।
একি অপরূপ সেজেছে বসুন্ধরা নীলে হরিতে॥
আনো ডালা ভরি কুন্দ ও শেফালি,
আজ শারদোৎসব জ্বালো দীপালি।
স্নেহ-মাখা সুনিবিড় আকাশ উদার ধীর,
দুলে নদীতীর কার আগমনীতে॥

* ১০৩৫. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা/দাদ্‌রা

আজ শেফালির গায়ে হলুদ
উলু দেয় পিক পাপিয়া।
প্রথম প্রণয়-ভীরু বালা
লাজে ওঠে কাঁপিয়া॥
বনভূমি বাসর সাজায়
ফুলে পাতায় লালে নীলে,
ঝরে শিশির আশিস-বারি
গগন-ঝারি ছাপিয়া॥
বৃষ্টি-ধোওয়া সবুজ পাতার
শাড়ি করে ঝলমল,
ননদিনী 'বৌ কথা কও'
ডাকে আড়াল থাকিয়া॥
দেখতে এলো দিগ্‌বালিকা
সাদা মেঘের রথে ঐ,
শরৎ-শশীর মঙ্গল-দীপ
জ্বলে গগন ব্যাপিয়া॥
অতীত্ প্রণয়-স্মৃতি স্মরি'
কেঁদে যায় আশিন-হাওয়া,
উড়ে বেড়ায় বর সে ভ্রমর
কমল-পরাগ মাখিয়া॥

* ১০৩৬.

আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ আজও মুক্ত নহি।
আজও অন্যে আঘাত দিলে কঠোর ভাষা কহি॥[১]
মোর আচরণ, আমার কথা
আজও অন্যে দেয় মা ব্যথা
আজও আমার দাহন দিয়ে শত জনে দহি॥
শত্রুমিত্র মন্দভালোর যায়নি আজও ভেদ
কেহ ব্যথা দিলে, প্রাণে আজও জাগে খেদ।
আজও মাগো দুখশোকে
অশ্রু ঝরে আমার চোখে,
আমার আমার ভাব মা আজও জাগে রহি' রহি'॥

১ আজও অন্যে কষ্ট দিলে/কষ্ট ভাষা কহি॥

* ১০৩৭. রাগ : কাফি

আজকে দোলের হিন্দোলায়
আয় তোরা কে দিবি দোল্।
ডাক দিয়ে যায় দ্বারে ঐ
হেনার কুঁড়ি আমের বোল্॥
আগুন-রাঙা ফুলে ফাগুন লালে-লাল,
কৃষ্ণ-চূড়ার পাশে রঙন অশোক গালে-গাল,
লোল্ হয়ে পড়িল ঐ রাতের জোছনা-আঁচল॥

হতাশ পথিক পথ-বিভোল্,
ভোল্ আজি বেদনা ভোল্ —
টোল খেয়ে যাক নীল আকাশ
শুনে তোদের হাসির রোল
দ্বার খু'লে দেখ্ — ফুলেল রাত
ফুলে ফুলে ডামাডোল্॥

* ১০৩৮.

আজকে না হয় একটি কথা কইলে আবার মোর সাথে।
ওগো একটু না হয় বসলে এসে এই পাথরের পৈঠাতে॥
শুধুই কি গো আমার আঁখি
ঝিমায় মদির স্বপ্ন মাখি',
ওগো তোমার কি চোখ ধরে নাকো ঢুলতে নেশার মৌতাতে॥
আজকে তোমার নয়ন আমার নয়ন হেরি' লজ্জা পায়,
আজকে তোমার মুখের কথা শুধুই কি গো মুখ রাঙায়?
ফাগুন হাওয়ার দোদুল দোলায়
এই যে এসে দোল দিয়ে যায় —
ওগো মোরাই কি গো দুল্‌ব শুধু মান বিরহের দোল্‌নাতে॥

* ১০৩৯.

আজি আকাশ মধুর বাতাস মধুর, মধুর গানের সুর
আজি ভুবন লাগে মধুর।
পরাণের কাছে যেন আসিয়াছে হারানো প্রিয়া সুদূর॥
একি মাধুরী জড়িত লতায় পাতায়,
যাহা হেরি তাই পরাণ মাতায়,
অবনী ভরিয়া ঝরিছে লাবণি মাধুরীতে ভরপুর॥
আগেও ফুটেছে এ গাঁয়ের মাঠে পথপাশে ভাঁটফুল,
এই পথ বেয়ে জলে যেত বধূ পিঠভরা এলোচুল।
আজ মনে হয় নতুন সকলি
মধুময় লাগে বিহগ কাকলি
আজি অকারণ নেচে ফেরে মন যেন বনের ময়ূর॥

* ১০৪০. তাল : দাদ্‌রা

আজি এ বাদল দিনে কত কথা মনে পড়ে।
হারাইয়া গেছে পিয়া এমনি বাদল-ঝড়ে॥
আমারি এ বুকে থাকি'
ঘুমাত সে ভীরু পাখি,
জলদ উঠিলে ডাকি' লুকাত বুকের 'পরে॥
মোর বুকে মুখ রাখি নিবিড় তিমির কাঁদে,
আমার প্রিয়ার মত বাঁধিয়া বাহুর বাঁধে।
কোথায় কাহার বুকে
আজি সে ঘুমায় সুখে,
প্রদীপ নিভায়ে কাঁদি একা ঘরে তারি তরে॥

*** ১০৪১. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : দাদ্‌রা**

আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে।
জ্বলে দীপ-শিখা আম্র-মুকুলে
রাঙা পলাশ অশোকে বকুলে,
আসে সে আলোর টানে বন-তল
মৌমাছি প্রজাপতি দলে দল
পুড়ে মরিতে সে রূপ-শিখাতে
প্রাণ সঁপিতে বাসন্তিকাতে;
পরিমল অঞ্জন মাখিয়া নয়নে
হের ঝিমায় আকাশ চাঁদের স্বপনে॥
জ্বলে গগনে তারার দীপালি
আজি ধরাতে আকাশে মিতালি
ধরা চাঁপার গেলাস ভরিয়া
মধু ঊর্ধ্বে তুলে গো ধরিয়া
পান করিতে সে মধু পরীরা
আসে নেমে কাননে স-শরীরা;
বাজে উৎসব বাঁশি গগনে পবনে
হের ঝিমায় আকাশ চাঁদের স্বপনে॥

*** ১০৪২. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : কাহারবা**

আজি গানে গানে ঢাক্‌ব আমার গভীর অভিমান।
কাঁটার ঘায়ে কুসুম ক'রে ফোটাব মোর প্রাণ॥
ভুলতে তোমার অবহেলা
গান গেয়ে মোর কাট্‌বে বেলা,
আঘাত যত হান্‌বে বীণায় উঠ্‌বে তত তান॥
ছিঁড়লে যে ফুল মনের ভুলে
আমি গাঁথব মালা সেই সে ফুলে,
(ওগো) আস্‌বে যখন বন্ধু তোমার কর্‌ব তা'রে দান॥
(আজি) কথায় কথায় মিলায়ে মিল
কবি রে, তোর ভরল কি দিল্‌,
তোর শূন্য হিয়া, শূন্য নিখিল মিল পেল না প্রাণ॥

*** ১০৪৩. দ্বৈত সঙ্গীত**

উভয়ে : আজি জ্যোৎস্না বিজড়িত ফাল্গুনী রাতে।
ল'য়ে মঞ্জুল-মল্লিকা মালিকা হাতে॥
আজি এসেছি মোরা এসেছি
দোঁহে মিলেছি বাহুপাশে হিন্দোলাতে॥
শ্যাম : আজি বিকশিত উন্মুখ চিত্ত
রাধা : দিছি পদতলে ঢালি সব বিত্ত
দিছি তনুমন যৌবন রিক্ত আজি হে
শ্যাম : ঊষর প্রাণের এ চির-পিপাসা কর গো তারে সিক্ত
আজি মিলন প্রেম-বারি পাতে॥
রাধা : থর কম্পিত হিয়া-পরে বাঞ্ছিত এসো গো

শ্যাম : মম স্পন্দিত বাহুপাশে নন্দিতা এসো গো
রাধা : আন অন্তরে নিবিড় চেতনা
হর মন্তরে এ চির বেদনা
শ্যাম : এসো মালতী বল্লরী বিতানে
এসো মিলন-পুলকিত প্রাণে
চির উৎসুক বিরহ অবসানে
নবপ্রেমে আজি প্রাণ মাতে॥

১০৪৪. রাগ : কালাংড়ো-বসন্ত-হিন্দোল, তাল : দাদ্‌রা

আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুল্‌বি তোরা আয়॥
দখিনার দোল্ লেগেছে দোলন্-চাঁপায়॥
দোলে আজ দোল্-ফাগুনে
ফুল-বাণ আঁখির তূণে,
দুলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায়॥
দুলে আজ শিথিল বেণী, দুলে বধূর মেখলা
দুলে গো মালার পলা জড়াতে বঁধুর গলা!
মাধবীর দোলন্-লতায়
দোয়েলা দোল্ খেয়ে যায়,
দুলে যায় হল্‌দে পাখি সোঁদাল-শাখায়॥
বিরহ-শীর্ণা নদীর আজিকে আঁখির কূলে
ভরে জল কানায় কানায় জোয়ারে উঠ্‌ল দু'লে।
দুলে বসন্ত-রানী
কুসুমিতা বনানী
পলাশ রঙন দোলে নোটন-খোঁপায়॥
দোলে হিন্দোল-দোলায় ধরণী শ্যাম-পিয়ারী,
দুলিছে গ্রহ-তারা আলোক-গোপ-ঝিয়ারী।
নীলিমার কোলে বসি'
দুলে কলঙ্কী-শশী,
দোল ফুল-উর্বশী ফুল-দোলনায়॥

*** ১০৪৫. রাগ : খাম্বাজ-কাফি, তাল : কাহার্‌বা**

আজি নন্দদুলালের সাথে
ঐ খেলে ব্রজনারী হোরী।
কুঙ্কুম-আবীর হাতে
দেখ, খেলে শ্যামল খেলে গোরী॥
থালে রাঙা ফাগ,
নয়নে রাঙা রাগ,
ঝরিছে রাঙা সোহাগ
রাঙা পিচ্‌কারী ভরি॥
পলাশ শিমুলে ডালিম ফুলে
রঙনে অশোকে মরি মরি,
ফাগ-আবীর ঝরে তরুলতা চরাচরে,
খেলে কিশোর কিশোরী॥

* ১০৪৬. রাগ : মিশ্র জৌনপুরী, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালী

আজি নাচে নটরাজ এ কী ছন্দে ছন্দে।
কী জানি কী সুধাভাসে
মৃদু মৃদু মধু হাসে
কে জানে মাতিল কোন আনন্দে ॥
ধুতুরা খুলিয়া ফেলি'
পরেছে চম্পা বেলি
অপরূপ রূপ হেরি সবে বন্দে ॥
সুরধনী গঙ্গে তরল তরঙ্গে,
ছন্দে তুলিল ধ্বনি তরঙ্গ রঙ্গে.
উমারে লইয়া বুকে
মহাকাল দোলে সুখে
রবি শশী গ্রহতারা অভিবন্দে ॥

* ১০৪৭.

আজি পিয়াল ডালে বাঁধো বাঁধো ঝুলনা
পর ধানী শাড়ি. মেঘ-রঙ ওড়না ॥
জলদ- তাল বাজে শ্রাবণ-মেঘে
তরুরে জড়ায়ে দোলে বন-লতা পবন বেগে
মনের মাঝে দোলে মিলন-বিরহ-দোলনা ॥
শান্ত আকাশে আজি বেদনা ঘনায়
কত কি বলিতে চায় শ্রাবণ-ধারায়,
(তার) তবু মনের কথা বলা হ'ল না ॥
তমাল-কুঞ্জে চল চল দুলিতে,
গাহ ঝুলনের গান ব্রজ-বুলিতে,
আজি আসে মনে বৃন্দাবনের তুলনা ॥

* ১০৪৮. রাগ : পিলু বারোয়া

আজি পূর্ণ শশী কেন মেঘে ঢাকা।
মোরে স্মরিয়া রাধিকাও হ'ল কি বাঁকা ॥
কেন অভিমান-শিশিরে মাখা কমল,
কাজল-উজল-চোখে কেন এত জল,
লহ মুরলী হরি লহ শিখী-পাখা ॥

* ১০৪৯.

আজি প্রথম মাধবী ফুটিল কুঞ্জে মাধব এলো না সই.
এই যৌবন-বরমালা কারে দিব মোর বনমালী বই ॥
সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা,
অনাদরে হায় সে মালা শুকায় দেখিয়া কেমনে রই ॥
মম অনুরাগ-চন্দন ঘ'ষে,
লাজ ভু'লে সাঁঝ হ'তে আছি ব'সে,
শুকাইয়া যায় চন্দন হায় রাধিকারমণ কই ॥

চলিলাম আমি যথা মন চায়,
প্রভাতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস্ আঁধারে হারাইয়া হায় গেছে রাধা রসময়ী ॥

* ১০৫০.

আজি বাদল বঁধু এলো শ্রাবণ-সাঁঝে —
নীপের দীপ ঢাকি' আঁচল ভাঁজে ॥
জ্বালি' হেনার ধুনা
যাচি' কার করুণা
বন-তুলসী তলে এলে পূজারিণী সাজে ॥
সেদিন এমনি সাঁঝে মোর বেদীর মূলে
প্রিয়া জ্বালিলে এ দীপ, তাহা গেছ কি ভুলে?
সেই সন্ধ্যা-স্মৃতি
সে যে করুণ গীতি,
দূরে দাদুরী আনে বহি' মরম মাঝে ॥

* ১০৫১.

আজিকে তোমারে স্মরণ করি'
মৃত্যু আড়ালে জীবন তোমার
ওঠে অপরূপ মহিমায় ভরি' ॥
জীবন তোমার তটিনীর মত
বয়ে গেছে বাধা উপল-আহত
আত্মারে রাখি চির জাগ্রত
অম্বরে শির রেখেছিল ধরি' ॥
তোমার এ স্মৃতি বাসরে আমরা
তোমারে শ্রদ্ধা তর্পণ দানি,
তোমার ধর্ম তোমার কর্ম
দিক অভিনব মহিমা আনি।
এসো আমাদের করুণ স্মৃতিতে
নয়নের জলে বিষাদিত চিতে
জীবনের পরপার হতে
পড়ুক আশিস সান্ত্বনা বারি ॥

* ১০৫২. রাগ : কেদারা, তাল : ত্রিতাল

আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া।
চম্পা কুঞ্জে আজো গুঞ্জে ভ্রমরা, কুহরিছে পাপিয়া ॥
প্রেম-কুসুম শুকাইয়া গেল হায়,
প্রাণ-প্রদীপ মোর হের গো নিভে যায়,
বিরহী এসো ফিরিয়া ॥
তোমারি পথ চাহি হে প্রিয় নিশিদিন
মালার ফুল মোর ধূলায় হ'স মলিন
জনম গেল ঝুরিয়া ॥

*** ১০৫৩. তাল : মঞ্জুভাষিণী**

আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে
কহে কোন্ কথা হৃদয় স্বপ্নে আনমনে॥
মৃদু মর্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন্ গীতি নিশীথে পান্‌সে জোছনাতে
খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে॥
গ্রহ চন্দ্রে কয়, সে কি গো মৃত্যুদ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন্ লোকে পরম সুন্দরের সনে॥

*** ১০৫৪.**

আদরিণী মোর কালো মেয়ে রে কেমনে কোথায় রাখি।
তারে রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে বুকে রাখিলে দুখে ঝুরে আঁখি॥
কাঙাল যেমন পাইলে রতন লুকাতে ঠাঁই নাহি পায়;
তেমনি আমার শ্যামা মেয়েরে জানি না রাখিব কোথায়।
দুরন্ত মোর এই মেয়েরে
বাঁধব আমি কি দিয়ে রে,
(তাই) পালিয়ে যেতে চায় সে যবে আমি অমনি মা ব'লে ডাকি॥

*** ১০৫৫. তাল : তেওড়া**

আদি পরম বাণী, উর বীণাপাণি।
আরতি করে তব কোটি কোবিদ জ্ঞানী॥
হিমেল শীত গত ফাগুন মুঞ্জরে,
কানন-বীণা বাজে সমীরে মর্মরে।
গাহিছে মুহু মুহু আগমনী কুহু,
প্রকৃতি বন্দিছে নব কুসুম আনি'॥
মূক ধরণী করে বেদনা-আরতি,
বীণা-মুখর তারে কর মা ভারতী!
বক্ষে নব আশা, কণ্ঠে নব ভাষা
দাও মা, আশিস যাচে নিখিল প্রাণী॥
শুচি রুচির আলো-মরাল বাহিনী
আনিলে আদি জ্যোতি, সৃজিলে কাহিনী।
কণ্ঠে নাহি গীতি, বক্ষে ত্রাস-ভীতি,
কর প্রবুদ্ধ মা বর অভয় দানি'॥
ব্রহ্মানন্দিনী আদিম বেদ-মাতা,
এসো মা, কোটি-দল হৃদি আসন পাতা।
অক্রমতী মা গো, নব বাণীতে জাগো,
রুদ্ধ দ্বার খোলো সাজিয়া রুদ্রাণী॥

*** ১০৫৬.**

আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ নেহারিয়া প্রিয়
মোরে যদি মনে পড়ে, বাতায়ন বন্ধ করিয়া দিও॥
সুরের ডুরিতে জপমালা সম
তব নাম গাঁথা ছিল প্রিয়তম,

দুয়ারে ভিখারি গাহিলে সে গান, তুমি ফিরে না চাহিও ॥
অভিশাপ দিও, বকুল-কুঞ্জে যদি কুহু গেয়ে ওঠে,
চরণে দলিও সেই যূঁই গাছে আর যদি ফুল ফোটে
মোর স্মৃতি আছে যা কিছু যেথায়
যেন তাহা চির-তরে মুছে যায়,
(মোর) যে ছবি ভাঙিয়া ফেলেছ ধূলায় (তারে) আর তু'লে নাহি নিও

*** ১০৫৭. তাল : কাহার্‌বা**

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোলি!
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলেছে রাঙা বিজলি ॥
রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবীর-রেণু
রাঙিল পীত-ধড়া-পড়া শিখি-পাখা বেণু
রাঙিল শাড়ি কাঁচলি।
লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
মারে আবির পিচ্‌কারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর-নারী!
শিরায় শিরায় সুরার শিহরণ
রঙ্গে অঙ্গে পড়ে ঢলি ॥

*** ১০৫৮. তাল : কাহার্‌বা**

আনারকলি! আনারকলি!
স্বপ্নে দেখে' কোন্ ডালিম-কুমারে
এসেছিলে রেবা ঝিলামের 'পারে,
দিতে তব রাঙা হৃদয়ের অঞ্জলি ॥
মরুর মণিকা বাদশাহী নওরোজে
এসেছিলে কোন্ হারানো হিয়ার খোঁজে,
তব রূপ হেরি' হেরেমের দীপ-মালা উ'ঠেছিল চঞ্চলি' ॥
পতঙ্গ সম পাপড়ির পাখা মেলি' আনারকলি গো —
সেলিমের অনুরাগ-মোমের প্রদীপে পড়িলে ঢলি' গো —
মিলায়েছে মাটিতে মোগলের মসনদ, আনারকলি।
তুমি আজো দুলিতেছ ফুলের হাসিতে
বিরহীর বাঁশিতে, আনারকলি;
তব জীবন্ত সমাধির বিগলিত পাষাণে
আজিও প্রেম-যমুনার ঢেউ ওঠে উথলি' ॥

^ ১০৫৯.

আন্ গোলাপ-পানি, আন্ আতরদানি গুলবাগে।
সহেলি গো কিছু নাহি ভালো লাগে
বেদুঈন ছেলের বাঁশি কারে ডাকে
কেঁদে' কেঁদে অনুরাগে ॥
মরুযাত্রীদের উটের সারি
যেমন চাহে তৃষার বারি

তেমনি মম পিয়াসী পরান যেন কার —
প্রেম-অমৃত বারি মাগে ॥
চাঁদের পিয়ালাতে জোছনা-শিরাজি ঝ'রে যায়
আমারি হৃদয় কেন গো সে-মধু নাহি পায়,
হায়, হায়, বাদাম গাছের আঁধার বনে
নিঃশ্বাস ওঠে যেন বুলবুলির শিসের সনে,
বিরহী মোর কোথায় কাঁদে কোন্ মদিনাতে —
ফোরাত নদীর রোদন[১] সম বুকে ঢেউ জাগে ॥

১ স্রোতের

*** ১০৬০. রাগ : বৃন্দাবনী সারং, তাল : ত্রিতাল**

আনো আনো অমৃত বারি।
পিপাসিত চিত্তের তৃষ্ণা নিবারি ॥
আনো নন্দন হতে পারিজাত-কেশর
তীর্থ-সলিল আনো ভরি' মঙ্গল-হেম-ঝারি ॥
প্রখর সূর্যকরে দহিছে দিগন্তর,
মন্দাকিনী-ধারা সঞ্জীবনী আনো নারী ॥

*** ১০৬১.**

আবহায়াতের পানি দাও, মরি পিপাসায়
শরণ নিলাম নবীজির মোবারক পা'য় ॥
ভিখারিরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে,
দয়ার সাগর তুমি যে মরু সাহারায় ॥
অন্ধ আমি আঁধারে মরি ঘুরিয়া,
দেখাবে না-কি মোরে পথ, এই নিরাশায় ॥
যে-মধু পিয়ে রহে না ক্ষুধা তৃষ্ণা,
মরার আগে সেই মধু দিও গো আমায় ॥

*** ১০৬২.**

আবার কি এলো রে বাদল।
ল'য়ে পিঠভরা এলোচুল, চোখ ভরা জল ॥
তৃষিত গগনের তৃষ্ণা কি মিটিল
কৃষ্ণা-প্রিয়ায় পেয়ে হিয়া কি তিতিল,
কাহার বিরহ-দাহন জুড়াল,
মোর মত কা'র নিশি হইল বিফল ॥
ফুটিল কি কদম কেয়া,
দোলে, কা'র বুকে ফুল, কা'র নয়নে দেয়া।
কে গেল অভিসারে, কে কাঁদে ভবনে
কা'র দীপ নিভে গেল দুরন্ত পবনে
কণ্ঠ লগ্না কা'র কান্তা ঘুমায়
মোর মত কা'র বুকে জ্বলিছে অনল ॥

*** ১০৬৩.**

আবার কেন আগের মত অমন চোখে চাও
যে বিরহ গেছি ভুলে', ভুলতে তারে দাও ॥

শান্ত উদাস আমার আকাশ
নাই সেথা আর মেঘের আভাস,
নির্মল সে-আকাশ কেন বাদল-মেঘে ছাও ॥
বিপুল ধরার দূর নিরালায়
একটুখানি পেয়েছি ঠাঁই,
নিঠুর, তুমি আবার আগুন জ্বেলো না সেথাও ॥

* ১০৬৪. তাল : কাহার্‌বা

আবার ভালোবাসার সাধ জাগে।
সেই পুরাতন চাঁদ আমার চোখে আজ নূতন লাগে ॥
যে ফুল দলিয়াছি নিঠুর পায়ে
সাধ যায় ধরি তারে বক্ষে জড়ায়ে,
উদাসীন হিয়া হায় রেঙে ওঠে অবেলায় সোনার গোধূলি-রাগে।
আবার ফাগুন-সমীর কেন বহে,
আমার ভুবন ভরি' কেঁদে ওঠে বাঁশরি অসীম বিরহে।
তপোবনের বুকে ঝর্নার সম
কে এলে সহসা হে প্রিয়তম,
মাথুরের গোকুল সহসা রাঙাইলে রাসের কুঙ্কুম-ফাগে ॥

* ১০৬৫. তাল : লাউনী

আবির-রাঙা আভীরা নারী সনে কৃষ্ণ কানাই খেলে হোলি।
হোরির মাতনে চুড়ি ও কাঁকনে উঠিছে কল-কাকলি ॥
শ্যামল তনু হ'ল রাঙা আবিরে রেঙে,
ইন্দ্রধনু-ছটা যেন কাজল মেঘে,
রাঙিল রঙে নীল চোলি ॥
লহু লহু হাসে মুহু মুহু ভাসে রাঙা কুঙ্কুম ফাগের রাগে,
দোঁহে দুহু ধরি' মারে পিচকারি চাঁদ-মুখে কলঙ্ক জাগে।
কুঙ্কুম ফাগের রাগে
অঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গিমা ইঙ্গিতে উঠিছে উছলি' ॥

* ১০৬৬. নাটক : 'মধুমালা'

আমরা বনের পাখি বনের দেশে থাকি।
ফিরি পাহাড়ি ফুলের রাঙা পরাগ মাখি' ॥
মোরা ঝর্না-ধারে ঐ নীল পাহাড়ে
দেবদারুর শাখায় বাঁধি লতার রাখী।
শুনি বন-উদাসী মিঠে পাহাড়ি বাঁশি
মোরা শিস্ দিয়ে রাখাল ছেলেরে ডাকি ॥

* ১০৬৭.

আমায় আঘাত যত হান্‌বি শ্যামা ডাক্‌বো তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন লুকায় মায়ের ক্রোড়ে ॥
ওমা চারধারে মোর দুখের পাথার
তুই পরখ্ কত করবি মা আর,
আমি জানি তবু পার হ'ব মা চরণতরী ধ'রে ॥
আমি ছাড়বো না তোর নামের ধেয়ান বিশ্বভুবন পেলে,
আমায় দুঃখ দিয়ে নাম ভুলাবি, নই মা তেমন ছেলে।

আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে
তুই স্মরণ করিস পলে পলে,
আমি সেই আনন্দে দুখের অসীম-সাগর যাবো ত'রে॥

* ১০৬৮.

(আমায়) আর কতদিন মহামায়া রাখ্‌বি মায়ার ঘোরে।
(মোরে) কেন মায়ার ঘূর্ণিপাকে ফেল্‌লি এমন করে॥
(ওমা) কত জনম করেছি পাপ
কত লোকের কুড়িয়েছি শাপ,
তবু মা তার নাই কি গো মাফ ভুগব চিরতরে॥
এমনি ক'রে সন্তানে তোর ফেল্‌লি মা অকূলে,
তোর নাম যে জপমালা তাও যাই হায় ভুলে'।
পাছে মা তোর কাছে আসি
তাই বাঁধন দিলি রাশি রাশি,
কবে মুক্ত হ'ব মুক্তকেশী (তোর) অভয় চরণ ধ'রে।

* ১০৬৯.

আমায় যারা ঘিরে আছে আমার মুখে চেয়ে।
তারা আমার নহে হে নাথ, (তারা) তোমার ছেলে মেয়ে॥
ওদের তুমি রেখো সুখে
ধ'রে তোমার আপন বুকে
বাঁচুক ওরা তোমার আশির্বাদের প্রসাদ পেয়ে॥
আমায় দিও দুর্ভাবনার বোঝা যত আছে
(নাথ) থাকুক পরম নির্ভরতায় ওরা আমার কাছে।
শুধু তোমার ভরসাতে নাথ
আমি ওদের ধরেছি হাত,
তোমার স্নেহ মায়ের মত থাকুক ওদের ছেয়ে॥

* ১০৭০.

আমায় রাখিস্‌নে আর ধ'রে
পারের ঠাকুর (ওরে) ডাক দিয়েছে
এই পারেরই অন্ধকারে মন যে কেমন করে॥
আয়ু-রবির অস্ত-পথে
এলো এলো ঠাকুর কনক-রথে,
গোধূলি-রঙ হাসিটি তার ঝরছে চোখের 'পরে॥
চোখ দু'টি মোর ভরে' জলে
বল্‌ব ঠাকুর নাও গো কোলে,
রইতে নারি (আমি তোমায় ছেড়ে) রইতে নারি।
আমার এ প্রাণ (পূজার ফুলের মত)
(তোমার) পায়ে পড়ুক ঝ'রে॥

* ১০৭১.

আমাদের ভালো কর, হে ভগবান,
সকলের ভালো কর, হে ভগবান॥

আমাদের সব লোকে বাসিবে ভালো
আমরাও সকলেরে বাসিব ভালো,
রবে না হিংসা-দ্বেষ, দেহ ও মনের ক্লেশ
মাটির পৃথিবী হবে স্বর্গ সমান — হে ভগবান॥
জ্ঞানের আলোক দাও, হে ভগবান!
বিপুল শক্তি দাও, হে ভগবান।
তোমারি দেওয়া জ্ঞানে চিনিব তোমায়
তোমার শক্তি হবে কর্মে সহায়,
ধর্ম যদি সাথী হয়, রবেনাক দুখ-ভয়
বিপদে পড়িলে তুমি করো যেন ত্রাণ — হে ভগবান॥

* ১০৭২.

আমার কাছে অসীম আকাশ, তোমার আছে ঘর।
তোমার আছে পারের তরী, আমার বালুচর॥
তোমার আছে কূলের আশা
আমার অকূল স্রোতে ভাসা,
আমায় ডাকে (গো) দূর আলেয়া, তোমার প্রদীপ-কর॥
থাকুক তোমার দখিন হাওয়া, আমার থাকুক ঝড়,
তোমার তরে তরুর ছায়া, আমার তেপান্তর।
তুমি ঘুমাও সুখের কোলে
আমি ভুলে' যাওয়ার দলে,
হারিয়ে তোমায় মোর ধরণী হলো বিপুলতর॥

* ১০৭৩.

(আমার) আনন্দিনী উমা আজো এলো না তার মায়ের কাছে
হে গিরিরাজ! দেখে এসো কৈলাসে মা কেমন আছে॥
মোর মা যে প্রতি আশ্বিন মাসে
মা মা ব'লে ছুটে আসে,
'মা আসেনি' ব'লে আজও ফুল ফোটেনি লতায় গাছে।
তত্ত্ব-তালাস নিইনি মায়ের তাই বুঝি মা অভিমানে,
না এসে তার মায়ের কোলে ফিরিছে শ্মশানে মশানে।
ক্ষীর নবনী ল'য়ে থালায়
কেঁদে ডাকি, 'আয় উমা আয়'।
যে কন্যারে চায় ত্রিভুবন তাকে ছেড়ে মা কি বাঁচে॥

* ১০৭৪.

আমার উমা কই গিরিরাজ, কোথায় আমার নন্দিনী।
এ যে দেবী দশভুজা এ কোন্ রণ-রঙ্গিণী॥
মোর লীলাময়ী চঞ্চলারে ফেলে
এ কোন দেবীমূর্তি নিয়ে এলে,
এ যে মহীয়সী মহামায়া বামা মহিষ-মর্দিনী॥
আমার মধুর স্নেহে জ্বালতে আগুন আন্‌লে কারে ভুল ক'রে,
এরে কোলে নিতে হয় না সাহস ডাকতে নারি নাম ধ'রে।

কে এলি মা দনুজ দলনী বেশে
কন্যারূপে মা ব'লে ডাক হেসে হেসে,
তুই চিরকাল যে দুলালী মোর মাতৃস্নেহে বন্দিনী।

* ১০৭৫.

আমার কথা লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে।
সেই কথাটি জানার লাগি' কে গো এসে দাঁড়ালে॥
শূন্য মনের নাই কেহ মোর সাথী
গান গেয়ে তাই কাটাই দিবারাতি,
সেই হৃদয়ের গভীর বনে কে তুমি পথ হারালে॥
হৃদয় নিয়ে নিদয় খেলার হয় যেখানে অভিনয়,
চেও না সেই হাটের মাঝে আমার মনের পরিচয়।
যে বেদনার আগুন বুকে ল'য়ে
জ্বলি আমি প্রদীপ-শিখা হ'য়ে,
সেই বেদনা জুড়াতে মোর কে তুমি হাত বাড়ালে॥

* ১০৭৬.

আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলতো নিতুই সকাল-সাঁঝে।
আর এ পথে চলবে না সে, সেই ব্যথা হায় বক্ষে বাজে॥
আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটতো লালী গালের টোলে,
টলতো চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপতো নয়ন-পাতার কোলে —
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলে গো!
কেউ কখনো কইনি কথা, কেবল নিবিড় নীরবতা
সুর বাজাতো অনাহতা গোপন মরম-বীণার মাঝে॥
মূক পথের আজ বুক ফেটে যায় স্মরি'
তারি পায়ের পরশ বুক-খসা তার আঁচর-চুমু,
রঙিন ধুলো পাংশু হ'ল, ঘাস শুকোলো যেচে'
বাচাল ঘোর-পায়েলার রুমু-ঝুমু।
আজো আমার কাটবে গো দিন রোজই যেমন কাটতো বেলা,
একলা ব'সে শূন্য ঘরে — তেম্‌নি ঘাটে ভাসবে ভেলা —
অবহেলা হেলা-ফেলায় গো!
শুধু সে আর তেমন ক'রে
মন র'বে না নেশায় ভ'রে
আসার আশায় সে কার তরে সজাগ হ'য়ে সকল কাজে।
ডুকরে কাঁদে মন-কপোতী 'কোথায় সাথীর কূজন বাজে?
সে-পার ভাষা কোথায় রাজে॥

* ১০৭৭. রাগ : ছায়ানট-কেদারা, তাল : একতাল

আমার দুখের বন্ধু, তোমার কাছে চাইনি ত' এ সুখ।
আমি জানিনি ত বুকে পেয়েও কাঁদবে এ মন বুক॥
আমার শাখায় যবে ফোটেনি ফুল
আমি চেয়েছি পথ আশায় আকুল,
আজ ফোটা ফুলে কাঁদে কেন কুসুম ঝরার দুখ॥

প্রিয় মিলন-আশায় ছিনু সুখে ছিলে যবে দূর,
আজ কাছে পেয়ে পরাণ কাঁদে বিদায়-ভরাতুর।
এ যে অমৃতে গরল মিশা
প্রাণে কেবলি বাড়িছে তৃষা[১],
আমার স্বর্গে কেন মলিন ধরার বেদন জাগরূক॥

১ প্রাণে কেবল বাড়ায় তৃষা

* ১০৭৮. রাগ : জৌনপুরী-টোড়ি, তাল : একতাল

আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো।
আজ যে যাবার সময় হলো॥
নিব্‌বে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথী,
আমার কথা তা'রে বলো॥
ব্যথা দেওয়ার কী যে ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।
জানিলে না কী অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ,
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥

* ১০৭৯. রাগ : সিন্ধু মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

আমার নয়নে কৃষ্ণ-নয়নতারা হৃদয়ে মোর রাধা-প্যারী।
আমার প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা শ্যাম-সোহাগী গোপ-নারী॥
আমার স্নেহে জাগে সদা
পিতা নন্দ মা যশোদা,
ভক্তি আমার শ্রীদাম-সুদাম আঁখি-জল যমুনা-বারি॥
আমার সুখের কদম-শাখায়
কিশোর হরি বংশী বাজায়
আমার দুখের তমাল ছায়ায় — লুকিয়ে খেলে বন-বিহারী॥
মুক্ত আমার প্রাণের গোঠে চরায় ধেনু রাখাল-কিশোর,
আমার প্রিয়জনে নেয় সে হরি', সেই ত ননী খায় ননী-চোর।
রাধা-কৃষ্ণ-কথা শুনায় — দেহ ও মন শুকসারী॥

* ১০৮০. নাটক : 'মধুমালা'

আমার পায়ের বেড়ি এই সোনার পুরী ভেঙে।
যাও গো নিয়ে তোমার দেশে (তোমায়) পাব সেথায় জেগে॥
এই যে সাগর এই যে কুমার এই যে তোমার আমি
এই যে তুমি স্বপ্নে পাওয়া মধুমালার স্বামী,
(এবার) তোমার হাসির রঙে আঁধার পুরী উঠুক রেঙে॥

* ১০৮১.

আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐ গো এবার কানে আসে।
পূবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউ-এর বনে দীঘল শ্বাসে॥
ব্যথায়-বিবশ গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে॥

অঙ্গ আসে অলস হ'য়ে নেতিয়ে-পড়া অলস ঘুমে,
স্বপন-পারের বিদেশিনীর হিম-ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে।
হাতছানি দেয় অনাগতা
আকাশ ডোবা বিদায়-ব্যথা,
লুটায় আমার ভুবন ভরি' বাঁধন-ছেঁড়ার কাঁদন-ত্রাসে॥
মোর বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে,
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারার ভয়ে।
হারিয়ে-যাওয়া মানসী হায়
নয়ন-জলে শয়ন তিতায়,
ওগো, এ কোন্ যাদুর মায়ায় দু'চোখ আমার জলে ভাসে॥
আজ আকাশ-সীমায় শব্দ শুনি অচিন পায়ের আসা যাওয়ার,
তাই মনে হয় এই যেন শেষ আমার অনেক দাবীদাওয়ার।
আজ কেহ নাই পথের সাথী
সাম্‌নে শুধু নিবিড় রাতি,
আমায় দূরের বাঁশি ডাক দিয়েছে, রাখ্‌বে কে আর বাঁধন- পাশে॥

*** ১০৮২. রাগ : দেশী মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা**

(আমার) মা আছে রে সকল নামে মা যে আমার সর্বনাম।
যে নামে ডাক শ্যামা মাকে পুর্‌বে তাতেই মনস্কাম॥
ভালোবেসে আমার শ্যামা মাকে
যার যাহা সাধ সেই নামে সে ডাকে,
সেই নামে মা দেয় রে সাড়া[1] কেউ শ্যামা কয়, কেহ শ্যাম॥
এক সাগরে মিশে গিয়ে সকল নামের নদী,
সেই হরি হর কৃষ্ণ ও রাম, দেখিস্ তাঁকে[2] যদি।
নিরাকারা সাকারা সে কভু
সকল জাতির উপাস্য সে প্রভু,
নয় সে নারী নয় সে পুরুষ, সর্বলোকে তাঁহার ধাম॥

১. দেয় রে ধরা। ২. তারে।

*** ১০৮৩. রাগ : মালকোষ, তাল : তেওড়া**

আমার মা যে গোপাল-সুন্দরী।
যেন এক বৃন্তে কৃষ্ণ-কলি অপরাজিতার মঞ্জরি॥
মা আধেক পুরুষ অর্ধ অঙ্গে নারী
আধেক কালী আধেক বংশীধারী,
অর্দ্ধ অঙ্গে পীতাম্বর আর অর্ধ অঙ্গে দিগম্বরী॥
মা সেই পায়ে প্রেম-কুসুম ফোটায় নূপুর-পরা যে চরণ,
মার আধ-ললাটে অগ্নি-তিলক জ্বলে
চন্দ্রলেখা আধেক ললাট তলে,
শক্তিতে আর ভক্তিতে মা আছেন যুগল রূপ ধরি,॥

*** ১০৮৪. রাগ : দেশ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা**

আমার মানস-বনে ফুটেছে রে শ্যামা-লতার মঞ্জরি।
সেই মঞ্জু-বনে ফির্‌ছে রে তাই ভক্তি-ভ্রমর গুঞ্জরি॥

সেথা আনন্দে দেয় করতালি
প্রেমের কিশোর বনমালী,
সেই লতামূলে শিবের জটার গঙ্গা ঝরে ঝর্ঝরি ॥
কোটি তরু শাখা মেলি' এই সে-লতার স্পর্শ চায়,
শিরে ধ'রে ধন্য হ'তে এই শ্যামারই শ্যাম শোভায়।
এই লতারই ফুল-সুবাসে
কোটি চন্দ্র সূর্য আসে[১] নীল আকাশে,
এই লতার ছায়ায় প্রাণ জুড়াতে ত্রিলোক আছে প্রাণ ধরি' ॥

১ হাসে

* ১০৮৫.

আমার লীলা বোঝা ভার।
নদীতে বান আনি আমি আমিই করি পার ॥
আমার যারা করে আশ
করি তাদের সর্বনাশ,
তবু আশা ছাড়ে না যে মিটাই আশা তার ॥

* ১০৮৬. রাগ : আশাবরি, তাল : কাওয়ালি

আমার সকলি হরেছ হরি এবার আমায় হ'রে নিও।
যদি সব হরিলে নিখিল-হরণ তবে ঐ চরণে শরণ দিও ॥
আমায় ছিল যারা আড়াল ক'রে
হরি তুমি নিলে তাদের হ'রে,
ছিল প্রিয় যারা গেল তারা (হরি) এবার তুমিই হও হে প্রিয়।

* ১০৮৭.

আমার সারা জনম কেঁদে গেল
(কবে) শেষ হবে মোর কাঁদা।
পথে পথে ঘুরে মরি, পদে পদে বাধা ॥
বাঁচ্‌তে চাইরে যে ডাল ধরে'
সে ডাল অম্‌নি ভেঙে পড়ে,
সুখের আশায় ছুটে ছুটে দুঃখ হ'ল সাধা ॥
দুঃখী জনের বন্ধু কোথায় দীনের সহায় কোথা,
(নাই) অসহায়ের তরে বুঝি বিধাতারও ব্যথা।
আকুল হয়ে কাঁদি যত
বেড়ে ওঠে বোঝা তত,
আদায় ক'রে ফিরি যেন আমি দুখের চাঁদা ॥

* ১০৮৮.

আমার সুরের ঝর্না-ধারায় করবে তুমি স্নান।
ওগো বধূ! কণ্ঠে আমার তাই ঝরে এই গান ॥
কেশে তোমার পর্‌বে বালা
তাই গাঁথি এই গানের মালা,
তোমার টানে ভাব-যমুনায় বহিছে উজান ॥
আমার সুরের ইন্দ্রাণী গো, উঠবে তুমি ব'লে,
নিত্য বাণীর সিন্ধুতে মোর মন্থন তাই চলে।

সিংহাসনের সুর-সভাতে
বসবে রানীর মহিমাতে,
সৃজন করি' সেই গরবে সুরের পরীস্থান ॥

* ১০৮৯.

আমার হৃদয়-শামাদানে জ্বালি' মোমের বাতি।
নবীজী গো! জেগে' আমি কাঁদি সারা রাতি ॥
আস্‌মানেরই চাঁদোয়া-তলে
চাঁদ-সেতারার পিদিম[1] জ্বলে,
ওরাও যেন খোঁজে তোমায় আমার দুঃখের সাথী[2] ॥
দিনের কাজে পাই না সময় যাই নিরালা রাতে,
তোমায় পাওয়ার পথ খুঁজি গো কোরানের আয়াতে।
তোমায় পেলে পাব খোদায়
তাই শরণ যাচি তোমারি পায়,
পাওয়ার আশে জেগে থাকি প্রেমের শয্যা পাতি' ॥
ঝর্‌লে পাতা, ডাক্‌লে পাখি,
চম্‌কে ভাবি, তুমি নাকি?
মস্‌জিদে যাই গভীর রাতে খুঁজি আঁতিপাঁতি ॥
রোজ-হাশরে দেখা পাব মোরে সবাই বলে;
তোমার বিহনে আমার ঘুম নাই নয়নে,
মোর জীবনে রোজ-কিয়ামত আসে প্রতি পলে।
বিষের সমান লাগে আমার দুনিয়ার যশ-খ্যাতি ॥

১ চেরাগ ২ ওরা আমার দুখের সাথী

* ১০৯০.

আমারে চরণে দিও ঠাঁই
ও চরণ বিনা, ওহে গিরিধারী! কামনা কিছুই নাই ॥
ব্যথিত হৃদয় হতে আকুল মরম বাণী,
থেকে থেকে ভেসে আসে, ফিরে এসো এসো রানী।
ফিরিতে পারি না আর অসীমে মিশিয়া যাই —
তুমি ফিরে যাও সখা আমাতে আর আমি নাই ॥

* ১০৯১. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমপরী স্বপনপরীর গান)

ঘুম : আমারে ভাসালে অসীম আকাশে তোমারে ভাসানু জলে।
স্বপন : মাটির মানুষ বোঝে না বেদনা, বুঝিত দেবতা হলে ॥
ঘুম : ওগো সুন্দর তুমি ত জানো না
ভালোবাসার কি নিবিড় বেদনা,
স্বপন : জান না ত আমি কাঁদি কত তোমারে কাঁদাই ব'লে ॥

* ১০৯২. 'মোনাজাত'

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হ'তে বাঁচাও প্রভু উদার।
হে প্রভু, শেখাও নীচতার চেয়ে নীচ পাপ নাহি আর ॥
যদি শতেক জন্ম-পাপে হই পাপী
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা, ক্ষমা নাই নীচতার ॥

ক্ষুদ্র করো না, হে প্রভু, আমার হৃদয়ের পরিসর,
যেন হৃদয়ে আমার সম ঠাঁই পায় শত্রু-মিত্র-পর।
নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তা'রি তরে অশেষ দুঃখী ক্ষুদ্র আত্মা যার॥

* ১০৯৩.

আমি অগ্নি-শিখা, মোরে বাসিয়া ভালো।
যদি চাও, তব অন্তরে প্রদীপ জ্বালো॥
মোর দহন-জ্বালা র'বে আমারি বুকে,
তব তিমির রাতে হ'ব রঙিন আলো॥
হ'ব তোমার প্রেমে নব উদয়-রবি,
আমি মুছাব প্রাণের তব বিষাদ-কালো॥
ল'য়ে বহ্নি-দাহ, প্রিয়! করো না খেলা,
কবে লাগিবে আগুন, হায়! ভাঙিবে মেলা।
শেষে আমার মতো কেন মরিবে জ্ব'লে,
তুমি মেঘের মায়া, শুধু সলিল ঢালো॥
মোরে আঁচলে ঢেকে' তুমি বাঁচালে ঝড়ে,
আজ তুমিই আবার তা'রে নিভায়ো না লো॥

* ১০৯৪. রাগ : মিশ্র মালবশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

আমি অলস উদাস আন্‌মনা।
আমি সাঁঝ-আকাশে শান্ত নিথর রঙীন্ মেঘের আল্‌পনা॥
অলস যেমন বনের ছায়া
নীড়ের পাখি শ্রান্ত-কায়া,
যেমন অলস তৃণের মুখে ভোরের শিশির হিম-কণা॥
নদীর তীরে অলস রাখাল এক্‌লা ব'সে রয় যেমন,
তেম্‌নি অলস উদাস আমি রই ব'সে রই অকারণ।
যেমন অলস দীঘির জলে
থির হয়ে রয় কমল-দলে,
নিতল ঘুমে স্বপন সম অলস আমি কল্পনা॥

* ১০৯৫. রাগ : গারা মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

প্রিয় যাই যাই ব'লো না, না না না
আর ক'রো না ছলনা, না না না॥
আজো মুকুলিকা হিয়া মাঝে
না-বলা কত কথা বাজে,
অভিমানে লাজে বলা যে হ'ল না॥
কেন শরমে বাধিল কে জানে
আঁখি তুলিতে নারিনু আঁখি পানে।
প্রথম প্রণয়-ভীরু কিশোরী
যত অনুরাগ তত লাজে মরি,
এত আশা সাধ চরণে দ'লো না॥

* ১০৯৬. দ্বৈত সঙ্গীত

পুরুষ আমি আল্লার ডাকে ছুটে যাই যবে
তুমি মোনাজাত কর গো নীরবে,
স্ত্রী তুমি যে খোদার দেওয়া সওগাত মম বেহেশ্‌তের সাথী॥
পুরুষ তুমি হেরেমের বন্দিনী নহ তুমি যে ঘরের বাতি।
স্ত্রী তুমি যে ঈদের চাঁদ! তব তরে জাগিয়া কাটাই রাতি॥
পুরুষ তুমি নারী আগে আনিলে ঈমান দ্বীন ইসলাম 'পরে,
স্ত্রী তুমি যে বিজয়ী খোদার রহম আনিয়াছ জয় ক'রে!
পুরুষ আজি দুর্বল মোরা তোমারে ত্যজিয়া
স্ত্রী দাঁড়াইব পাশে উঠহ জাগিয়া,
উভয়ে হাতে হাত ধরি' চলি যদি মোরা জাগিবে নূতন জাতি —
দুনিয়া আবার উঠিবে মাতি'॥

* ১০৯৭.

আমি কালী নামের ফুলের ডালি এনেছি গো মাথায় ক'রে।
দুখের সাগর পার হয়ে যায় এ ফুল যে বুকে ধ'রে॥
(এই) প্রসাদী ফুল দিবস-যামী
ফিরি ক'রে ফিরি আমি,
(এই) ফুল নিলে তার ভুলের আড়াল চিরতরে যায় গো স'রে॥

* ১০৯৮.

আমি কালী যদি পেতাম কালী রইত না এ মনের কালি।
মোর সাদা মনের পদ্মপাতায় লিখ্‌তাম তোর শ্রীনাম খালি॥
(মা) কালী পেলে সকল কালো
এক নিমেষে হ'ত আলো,
(মা) কালো পাতার কোলে যেমন ফুটে থাকে ফুলের ডালি॥
(তোর) কালো রূপের নীল যমুনা বইত যদি মনের মাঝে,
(শ্যামা!) দেখ্‌তে পেত এই ত্রিভুবন, কোথায় শ্যামের বেণু বাজে।
তোর কালো রূপের কৃষ্ণ আকাশ পেলে,
(আমি) ময়ূর হয়ে নাচতাম মা তারার পেখম মেলে।
দুঃখে কালো কপালে মোর হাস্‌ত শিশু-চাঁদের ফালি॥

* ১০৯৯. রাগ : মিশ্র গৌড়সারঙ্গ, তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি হতাম ময়ূর-পাখা, (সখা হে)!
তোমার বাঁকা চূড়ায় শোভা পেতাম ওগো শ্যামল বাঁকা॥
আমি হলে গোপীচন্দন, শ্যাম, অলকা-তিলকা হতাম;
শ্যাম, ও-চাঁদমুখে অলকা-তিলকা হতাম।
শ্রীঅঙ্গের পরশ পেতাম হ'লে কদম-শাখা॥
আমি বৃন্দাবনে বন-কুসুম হতাম যদি কালা,
কণ্ঠ ধ'রে ঝ'রে যেতাম হয়ে বনমালা।
আমি নূপুর যদি হতাম হরি
কাঁদতাম শ্রীচরণ ধরি'
ব্রজবুলি হলে রইত বুকে চরণ-চিহ্ন আঁকা॥

*** ১১০০. নাটক : 'বিল্বমঙ্গল' (বিল্বমঙ্গলের গান)**

আমি কেমন ক'রে কোথায় পাব কৃষ্ণ চাঁদের দেখা।
অন্ধকারে খুঁজি তাঁহার ব্রজের পথ-রেখা॥
মেঘে ঢাকা আকাশ সম
পাপে মলিন হৃদয় মম
সে-আকাশে উঠবে কি সে কৃষ্ণ-শশী-লেখা॥
অশান্ত তার বেণু বাজে
আমার ব্যাকুল বুকের মাঝে,
(আমি) শুনেছি, সে ডাকে তা'রেই যে বিরহী একা॥

*** ১১০১.**

আমি গত জনমে, হে প্রিয়, যত কথা বলেছিনু তব কাছে।
ফুল হয়ে সেই কথা আজ পৃথিবীতে ফুটিয়াছে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া যত আঁখি মম
নিভিয়া গিয়াছে ওগো প্রিয়তম
তারা হয়ে সেই আঁখিগুলি মোর তব পথ চেয়ে আছে॥
যত দীপ জ্বেলে নিশি জেগেছিনু একা বাতায়ন তলে,
কমল কুমুদ হয়ে সেই দীপ ফুটেছে সায়র জলে।
চকোরিণী হয়ে অপূর্ণ সাধ
আজো কেঁদে যায় ওগো মোর চাঁদ,
চাতকিনী হয়ে আজো মোর প্রাণ তৃষ্ণার জল যাচে॥

*** ১১০২. নাটক : 'হরপার্বতী' (ঝর্না ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বৈত গান)**

ঝর্না : আমি চাই পৃথিবীর ফুল ছায়া ঢাকা ঘরে খেলা।
ব্রহ্মপুত্র : আমি চাই দূর আকাশের তারা সাগরে ভাসাতে ভেলা॥
ঝর্না : আমি চাই আয়ু, চাই আলো প্রাণ
ব্রহ্মপুত্র : মরণের মাঝে মোর অভিযান,
উভয়ে : মোরা একটি বৃন্তে যেন দু'টি ফুল প্রেম আর অবহেলা॥
ব্রহ্মপুত্র : আমি বাহির ভুবনে ছুটে যেতে চাই উদাসীন সন্ন্যাসী,
ঝর্না : হে উদাসীন! তব তপোবনে তাই উর্বশী হয়ে আসি।
ব্রহ্মপুত্র : মোর ধ্বংসের মাঝে উল্লাস জাগে
ঝর্না : তাই বাঁধি নিতি নব অনুরাগে,
উভয়ে : মোরা চিরদিন খেলি এই খেলা, গ'ড়ে তোলা ভেঙে ফেলা।

*** ১১০৩.**

আমি নহি বিদেশিনী।
(ঐ) ঝিলের ঝিনুক, বিলের শালুক ছিল মোর সঙ্গিনী॥
ঐ বাঁধা-ঘাট, ঐ বালুচর
মাটির প্রদীপ, ঐ মেটে ঘর,
চেনে মোরে ঐ তুলসীতলার নববধূ ননদিনী॥
'বৌ কথা কও' পাখি,
বাদ্‌লা নিশীথে মনের নিভৃতে আজও যায় মোরে ডাকি'।
এত কালো চোখ এলোকেশ-ভার
এত শ্যাম-মেঘ আছে কোথা আর,
(ঐ) পদ্ম-পুকুরে মোরে স্মরি' ঝুরে সখি মোর কমলিনী॥

* ১১০৪.

আমি নিজেরে আড়াল রাখি, বঁধু সারাদিন গৃহ-কাজে।
হাসে গুরুজন আশেপাশে তাই চাহিতে পারি না লাজে॥
ওগো প্রিয় তুমি অহরহ
কেন বাহির ভবনে রহ?
তব মৌন এ অভিমান বুকে কাঁটার মতন বাজে॥
আমি তোমারি ঘরের বধূ, বঁধু এ-লাজ তোমারি লাগি',
আমি দিনের কুমুদ কলি, ওগো চাঁদ আমি রাতে জাগি।
মোর দেহ গৃহ-কাজ করে
তব পায়ে থাকে মন প'ড়ে,
মোর লাজ-গুণ্ঠন টানি' লাজ দিও না সভার মাঝে॥

* ১১০৫. রাগ : পটমঞ্জরি, তাল : 'ত্রিতাল (ঢিমা)

আমি পথ-মঞ্জরি ফুটেছি আঁধার রাতে।
গোপন অশ্রু-সম রাতের নয়ন-পাতে॥
দেবতা চাহে না মোরে
গাঁথে না মালার ডোরে,
অভিমানে তাই ভোরে শুকাই শিশির-সাথে॥
মধুর সুরভি ছিল আমার পরাণ ভরা,
আমার কামনা ছিল মালা হয়ে ঝ'রে পড়া।
ভালোবাসা পেয়ে যদি
আমি কাঁদিতাম নিরবধি,
সে-বেদনা ছিল ভালো, সুখ ছিল সে-কাঁদাতে॥

* ১১০৬.

আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর।
আমি এদেশে হায় গোনাহ্গারি ছিলাম জীবন ভর॥
পাপ্রেগানার বাজার যেথা বসে দিনে রাতে
দু'টি টাকা 'আল্লাহ্' 'রসুল' পুঁজি নিয়ে হাতে,
কত পথের ফকির সওদা ক'রে হল সওদাগর॥
সেথা আজান দিয়ে কোরান প'ড়ে ফিরিওয়ালা হাঁকে
বোঝাই ক'রে দৌলত দেয়, যে সাড়া দেয় ডাকে,
ওগো জানেন তাহার পাকে কা'বা খোদার অফিস্-ঘর॥
বেহেশ্‌তে রোজগারের পরে ছাড়পত্র পায়,
পায় সে সাহস ঈমান-জাহাজ যদি ডুবে' যায়।
ওগো যেতে খোদার খাস্-মহলে পায় সে সিল্‌মোহর॥

* ১১০৭. নাটক : 'সুভদ্রা' (উর্বশীর গীত)

আমি ভুলিতে পারি না সেই দূর অমরার স্মৃতি।
যার আকাশে বিরাজে চির পূর্ণিমার তিথি॥
আজও যেন শুনি ইন্দ্র সভায়
দেবকুমারীরা ডাকে 'আয় আয়',
কেঁদে যেন ডাকে অলকানন্দা নন্দন-বন-বীথি॥

*** ১১০৮.**

পুরুষ (আমি) মুসলিম যুবা, মোর হাতে বাঁধা আলির জুল্‌ফিকার।
স্ত্রী (আমি) মুসলিম নারী জ্বালিয়া চেরাগ ঘুচাই অন্ধকার॥
পুরুষ ধরিয়া রাখিতে দীনের নিশান
আনন্দে করি জান কোরবান,
স্ত্রী কত ছেলে মোর শহীদ হয়েছে মরুতে কারাবালার।
আমি নন্দিনী মা ফাতেমার॥
পুরুষ য়ুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা জুড়ে ছড়ানু খোদার বাণী,
স্ত্রী মোর একা গৃহ-মক্কাতে আমি আনি জম্‌জম্‌ পানি।
পুরুষ (আমি) জিনিব পৃথিবী আছে মোর আশা
স্ত্রী (আমি) প্রাণে দেই তেজ, বুকে ভালোবাসা,
পুরুষ আমি মুসলিম যুবা
স্ত্রী আমি মুসলিম নারী,
উভয়ে দুইধারী তলোয়ার॥

*** ১১০৯.**

আমিনা দুলাল এসো মদিনায় ফিরিয়া আবার, ডাকে ভুবনবাসী।
হে মদিনার চাঁদ! জ্যোতিতে তোমার, আঁধার ধরার মুখে ফোটাও হাসি॥
নয়নেরই পিয়ালায় আনো হজরত
তরাইতে পাপীরে খোদার রহমত,
আবার কাবার পানে ডাকো সকলে বাজায়ে মধুর কোরানের বাঁশি॥
শোকে বেদনার পাপের জ্বালায় হের মৃত-প্রায় আজি বিশ্ব নিখিল,
খোদার হাবিব এসে বাঁচাও বাঁচাও, বসাও খুশির হাট, তাজা কর দিল্‌।
প্রেম-কওসর দিয়ে বেহেশ্‌ত্‌ হতে
মেহেদীরে পাঠাও দুঃখের জগতে,
দুনিয়া ভাসুক পুন পুণ্য-স্রোতে শোনাও আজান পাপ-তাপ-বিনাশী॥

*** ১১১০.**

আল্লা নামের দরখ্‌তে ভাই ফুটেছে এক ফুল।
তাঁরে কেউ বলে মোস্তফা নবী, কেউ বলে রসুল॥
পয়গম্বর ফেরেশ্‌তা হুর পরী ফকির ওলি
খুঁজে জমিন আসমান ভাই দেখতে সে ফুল-কলি,
সে-ফুল যে দেখেছে সেই হয়েছে বেহেশ্‌তি বুলবুল॥
আল্লা নামের দরিয়াতে ভাই উঠলো প্রেমের ঢেউ
তারে কেউ বলে আমিনা দুলাল, মোহম্মদ কয় কেউ,
সে-ঢেউ যে দেখেছে সে পেয়েছে অকূলের কূল॥
আল্লা নামের খনিতে ভাই উঠেছে এক মণি
কোটি কোহিনূর ম্লান হয়ে যায় হেরি' তার রোশ্‌নি,
সেই মণির রঙে উঠল রেঙে ঈদের চাঁদের দুল
তারে কেউ বলে মোস্তফা নবী, কেউ বলে রসুল॥

*** ১১১১.**

আল্লা নামের নায়ে চ'ড়ে যাব মদিনায়
মোহাম্মদের নাম হ'বে মোর (ও ভাই) নদী-পথে পুবান বায়॥

চার ইয়ারের নাম হ'বে মোর সেই তরণীর দাঁড়
কল্‌মা শাহাদতের বাণী হাল ধরিবে তা'র,
খোদার শত নামের গুন্ টানিব (ও ভাই) নাও যদি না যেতে চায়।
মোর নাও যদি না চলিতে দেয় সাহারার বালি,
মরুভূমে বান ডাকাব, (চোখের) পানি দিব ঢালি'।
তাবিজ হ'য়ে দুল্‌বে বুকে কোরান, খোদার বাণী
আঁধার রাতে ঝড়-তুফানে[১] আমি কি ভয় মানি!
আমি তরে' যাব রে তরী যদি ডুবে' তারে না পায়[২]॥

১. দুর্দিনেবই ঝড়-তুফানে, ২. ডুবে তাঁহার এলাকায়

* ১১১২.

আল্লা নামের শিরনি তোরা কে নিবি কে আয়।
মোরা শিরনি নিয়ে পথে হাঁকি (নিতে) কেহ নাহি চায়॥
এই শিরনির গুণে ওরে শোন
শিরিণ্ হবে তোর তিক্ত মন রে
রাঙা হবে ভাঙা হৃদয় এই শিরনির মহিমায়॥
ধররে প্রাণের তশ্‌তরী তোর আরশ পানে মেলে,
খোদার খিদে মিটবে রে ভাই এই শিরনি খেলে।
তোদের পেট পুরিলি ধূলামাটি খেয়ে
করলি হেলা আল্লার নাম পেয়ে
তোরা কাবা পাবার দরজা পাবি আয় আল্লা নামের দরজায়॥

* ১১১৩.

আল্লা ব'লে কাঁদ বারেক্ রসুল ব'লে কাঁদ্।
সাফ্ হবে তোর মনের আকাশ উঠবে ঈদের চাঁদ॥
ভোগে কেবল দুর্ভোগ সার, বাড়ে দুখের বোঝা
ত্যাগ শিখ্ তুই সংযম শিখ, সেই তো আসল রোজা,
এই রোজার শেষে ঈদ আস্‌বে, রইবে না বিষাদ॥
আস্‌বে খোদার দরগা থেকে শিরনি তোর তরে
কমলীওয়ালা নবীর দেখা পাবি রে অন্তরে,
খোদার প্রেমের স্রোত বইবে ভেঙ্গে মনের বাঁধ॥
তোর হৃদয়ের কারবালাতে বইবে ফোরাত নদী
শহীদের দরজা তোরে দেবেন আল্লা হাদী,
দুনিয়াদারী ক'রেই পাবি বেহেশ্‌তেরি স্বাদ॥

** ১১১৪.

আল্লা রসুল তরু আর ফুল প্রেমিক-হৃদয় জানে।
কেহবা তরুরে ভালোবাসে ভাই, কেহ ফুল ধ'রে টানে॥
কেহবা ফুলের মধু চায়, কেহ চায় সে-গাছের ছায়া
গাছের ছায়ায় জুড়াইয়া পায় গুল্ সুবাসের মায়া,
তরু ছুঁয়ে বোঝে আল্লা রসুলে রসলীলা কোন্‌খানে॥
কোন জন চাহে গুলের খশ্‌বু, কোন জন চাহে গুল্
খশ্‌বুর সাথে ফুলেরেও চাহে প্রেমিক যে বুল্‌বুল।
জালালের সাথে জামালেও চাহে, প্রেমিক যে বুলবুল॥

আল্লারে ভালোবেসে যার গেছে সকল দ্বিধা ও ভয়
রসুল তাহারে প্রেম দিয়ে কন্, আল্লা যে প্রেমময়,
তিনি যে কেবল বিচারক নন্, আল্লা যে প্রেমময়,
মজনুর মত দিওয়ানা সে যে লাইলার মধুপানে॥

১১১৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥
আমার কিসের শঙ্কা
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইস্‌লাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥
কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শিদ,
ঈমান্ আমার বর্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ্।
'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি
আমার জেহাদ-বাণী,
আখেরে মোকাম ফেরদৌস্ খোদার আরশ যথায় রয়॥

১১১৬.

আল্লাহ থাকেন দূর আরশে, নবীজী রয় প্রাণের কাছে।
প্রাণের কাছে রয় যে প্রিয়, সেই নবীরে পরাণ যাচে॥
পয়গম্বরও পায় না খোদায়
মোর নবীরে সকলে পায়,
নবীজী মোর তাবিজ হ'য়ে আমার বুকে জড়িয়ে আছে॥
খোদার নামে সেজ্‌দা করি, নবীরে মোর ভালোবাসি,
খোদা যেন নূরের সূরয, নবী যেন চাঁদের হাসি।
নবীরে মোর কাছে পেতে
হয় না পাহাড়-বনে যেতে,
বৃথা ফকির-দরবেশ মরে পু'ড়ে খোদার আগুন-আঁচে॥

১১১৭.

এসো মা পরমা শক্তিমতী।
দাও শ্রী দাও কান্তি-আনন্দ-শান্তি অন্তরে বাহিরে দিব্য জ্যোতি॥
দাও অপারাজেয় পৌরুষ শক্তি
দাও দুর্জয় শৌর্য পরা-ভক্তি,
দাও সূর্য মম তেজ প্রদীপ্ত প্রাণ ঝঞ্ঝার সম বাধাহীন গতি॥
এসো মা পরম অমৃতময়ী,
নির্জিত জাতি হোক মৃত্যুজয়ী।
পরম জ্ঞান দাও পরম অভয়
রূপ-সুন্দর তনু প্রাণ প্রেমময়,
আকাশের মত দাও মুক্ত জীবন সকল কর্মে হও তুমি সারথি॥

১১১৮.

এসো মাধব এসে পিও মধু।
এসো মাধবী লতার কুঞ্জ বিতানে (মধু) মাধবী রাতে এসো বঁধু॥

এসো মৃদুল মধুর পা ফেলে
এসো ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজায়ে শ্রবণে অমিয়া মধু ঢেলে,
এসো বাজায়ে বাঁশরি যে সুর-লহরী শুনে কুল ভোলে ব্রজবধূ ॥
এসো নিবিড় নীরদ বরণ শ্যাম
তমাল কাননে কাজল বুলায়ে দুলায়ে চাঁচর চিকুর দাম,
এসো বামে হেলায়ে শিখী-পাখা ত্রিভঙ্গ ঠামে এসো বঁধু ॥
এসো নারায়ণ এসো অবতার
পার্থসারথি বেশে এসো পাপ কুরুক্ষেত্রে আরবার,
তুমি মহাভারতের ভাগ্যবিধাতা গীতি উদ্‌গাতা নহ শুধু ॥

১১১৯. রাগ : মান্দ, তাল : কাহারবা

এসো মুরলিধারী বৃন্দাবন-চারী গোপাল গিরিধারী শ্যাম।
তেমনি যমুনা বিগলিত-করুণা কুলু কুলু কুলু স্বরে ডাকে অবিরাম ॥
কোথায় গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ
চাহিয়া পথ পানে ধরণী সতৃষ্ণ,
ডাকে মা যশোদায় নীলমণি আয় আয় ডেকে যায় নন্দ শ্রীদাম ॥
ডাকে প্রেম-সাধিকা আজো শত রাধিকা গোপ-কোঙারি,
এসো নওল-কিশোর কুল-লাজ-মান-চোর ব্রজ-বিহারী।
পরি' সেই পীতধড়া, সেই বাঁকা শিখী চূড়া বাজায়ে বেণু
আরবার এসো গোঠে, খেল সেই ছায়া-বটে চরাও ধেনু
কদম তমাল-ছায়ে এসো নূপুর পায়ে ললিত বঙ্কিম ঠাম ॥

১১২০. নাট্যগীতি : 'মদিনা'

আমি মদিনা মহারাজার মেয়ে সকলের জানা আছে।
নৌজোয়ান! তুমি কার ছেলে তুমি কেন এলে মোর কাছে ॥
আমি গান গাইতে জানি
তুমি কি গান লিখতে জান?
তাহলে তুমি বাড়ি গিয়ে আমার তরে অনেক গান লিখে আন।
তাহলে তোমায় মালা গেঁথে দিব —
মোর গুল বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে ফুলের গাছে ॥
তুমি মহারাজার, বাদশার ছেলে হও
তাহলে আমার ঘরে এসে কথা কও,
তব ভালো নাম কি হে কবি
তাহলে আঁকব আমি তোমার ছবি,
আমি পর্দানশীন কুমারী, মোরে এখনো কেউ নাহি যাচে ॥

১১২১.

আমি রবি-ফুলের ভ্রমর।
তা'র আলোক-মধু পিয়ে আমি আলোর মধুপ অমর ॥
ঐ শ্বেত-শতদল ফুটলো যেদিন গভীর গগন নীল সায়রে
তা'র আলোর শিখা আকাশ ছেপে ছড়িয়ে গেল বিশ্ব 'পরে — স্তরে স্তরে,
সেই বহ্নি-নলের পরাগ-রেণু
আমিই যেন প্রথম পেনু, প্রথম পেনু গো
তাই বাহির পানে ধেয়ে এনু গেয়ে আকুল স্বরে।

আজ জাগো জগৎ! ঘুম টুটেছে বিশ্বে নিবিড় তমোর॥
তাঁ'র জাগরণীর অরুণ কিরণ — গন্ধ যেদিন নিশি-শেষে
এই অন্ধ জগৎ জাগিয়ে গেল আকাশ-পথের হাওয়ায় ভেসে — হঠাৎ এসে;
আমি ঘুম-চোখে মোর পেনু আভাস,
ঘরের বাহির করা সে-বাস ভাঙলে আবাস মোর॥
তাই কূজন-বেণু বাজায়ে চলি আলোর দেশের শেষে
যথা সহস্রদল কমল, আনন জাগ্‌ছে প্রিয়তমর॥
যেন এ শ্বেত-সরোজ-সরোদ বাঁধা সপ্ত সুরের রঙীন তারে
রচ্‌ছে সুরের ইন্দ্রধনু গগন-সীমায় তোরণ-দ্বারে তমোর 'পারে,
তার সে-সুর বাজি' আমার পাখায় গহন-গহন শাখায় শাখায়
তারায় কাঁপায় গো।
জাগে ঐ কমলে পরশ প্রিয়ার চরণ নিরুপমর॥

১১২২. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

আমি রাজার কুমার পথ ভোলা,
আমি পথ ভোলা, দখিন হাওয়া দাও দোলা!
আজি প্রাণের ও মনের সকল দ্বার খোলা॥
তরুলতা বনের পাখি তোদের ডাকি আয় শুনে যা
শোন ঝর ঝর ঝর্না-ধারা,
রাজার দুলাল আমি শোন রে ফুল-নদী উতরোলা॥

১১২৩. নাটক : 'মধুমালা'

ঘুমপরী : আমি হেরে এবার নেবো লো সই বঁধুর গলার হার।
স্বপনপরী : হার মেনে তুই জিত্‌বি ওলো হবে না তা আর॥

১১২৪. নাটক : 'মদিনা'

আরক্ত কিংশুক কাঁপে, মালতীর বক্ষ ভরি'
চন্দ্রের অমৃত স্পর্শে উঠিতেছে শিহরি' শিহরি'॥
নীরব কোকিলের গুঞ্জন
চৈত্র পূর্ণিমা রাত্রি, বাড়িয়াছে বক্ষের স্পন্দন,
মোদের নাচের নূপুরের ছন্দ কভু চপল কভু মৃদুমন্দ,
বসন্ত-উৎসব সজ্জা অন্তরাল হতে মৃদু ভাষে
সুন্দর গুঞ্জন ধ্বনি কেন ভেসে আসে।
মমতার মধু-বিন্দু ক্ষরিল মোরা মধু খেয়ে বলিলাম — আহা মরি॥
ধরণীর অঙ্গ হতে বাসরের সজ্জা পড়ে খুলি'
গভীর আনন্দে মোরা চাহি দুটি আঁখি তুলি,
চৈত্রের পূর্ণিমা রাত্রি এলো ফিরি
প্রিয় তুমি কেন চ'লে গেলে ধীরি ধীরি।
তুমি ফিরে এলে মোরা লভিতাম অমৃতের স্বাদ চন্দ্রের অমিয়া পান করি॥

১১২৫.

আসিবে তুমি, জানি প্রিয়!
আনন্দে বনে বসন্ত এলো —
ভুবন হ'লো সরসা প্রিয়-দরশা, মনোহর॥

বনান্তে পবন অশান্ত হ'ল তাই, কোকিল কুহরে,
ঝরে গিরি-নির্ঝরিণী ঝর ঝর॥
ফুল্ল-যামিনী আজি ফুল-সুবাসে
চন্দ্র অতন্দ্র সুনীল আকাশে,
আনন্দিত দীপান্বিত অম্বর॥
অধীর সমীরে দিগঞ্চল দোলে
মালতী বিতানে পাখি পিউ পিউ বোলে,
অঙ্গে অপরূপ ছন্দ আনন্দ-লহর তোলে;
দিকে দিকে শুনি আজ আসিবে রাজাধিরাজ প্রিয়তম সুন্দর॥

১১২৬. নাটক : 'মধুমালা' (মদনকুমার ও মধুমালার গান)

মদন : আহা! সুনীল নীরদে ঢাকিল অরুণ, নীহারে ঢাকিল শশী।
মধু : চন্দন মেখে শুকতারা হাসে মোর বাতায়নে বসি॥

১১২৭. নাটক : 'মধুমালা' (স্বপনপরীর গান)

আয় আয় মোর ময়ূর-বিমান আকাশ-নদী বেয়ে।
ফুল ফোটানো হাওয়ায় ভেসে চাঁদের আলোয় নেয়ে॥

১১২৮. নাটক : 'হরপার্বতী'

আয় আয় যুবতী তন্বী।
জ্বালো জ্বালো লালসার বহ্নি॥
হান হান হান নয়ন-বাণ
তনুর পেয়ালা ভরি মদিরা আন॥

১১২৯. রাগ : সুহা

আয় ইরানী মেয়ে জংলা-পথ বেয়ে আয় লো
নদী যেমন চাঁদে
ঢেউ-এর মালায় বাঁধে,
তেমনি চাঁদে বাঁধব চিরুনির মত এলো খোঁপায় লো॥
দুপুর রাতে ঝিঁ ঝিঁ ঝিল্লি-নূপুর বাজে
বেদের বাঁশি কাঁদে বৌ-এর বুকের মাঝে,
কাঁটা দিয়ে ওঠে গোলাপ-লতার গায়ে বুলবুলি কোথায় লো॥
বেদে গেছে বনে গো হরিণী শিকারে,
হরিণ-আঁখি তার প্রেয়সী তাঁবুতে কাঁদে মনের বিকারে
আমাদের জলসায় সাকী-শিরাজি নাই
আসমানের তারা-ফুল নিঙড়ে তাই[১] মধু খাই,
বঁধু যখন আস'বে
চেয়ে চেয়ে হাসবে,
কবরীর যুঁই ছুঁড়ে ফেলে দিব পায় লো॥

১ তারই

১১৩০.

আমি গিরিধারী মন্দিরে নাচিব,
আমি নাচিব প্রেম যাচিব॥
নেচে নেচে রস শেখরে মোহিব
মধুর প্রেম তার যাচিব (আমি)

প্রেম-প্রীতির বাঁধিব নূপুর রূপের বসনে সাজিব (আমি)॥
মানিব না লোক-লাজ কূলের ভয় আনন্দ রাসে মাতিব।
শ্যামের বেদীতে বিরাজিব বামে হরিরে মীরার রঙে রাঙিব (আমি)॥

১১৩১. নাটক : 'অর্জুন-বিজয়'

আমি গো-রাখা রাখাল।
যারা গোপের মতন চির-সরলমন —
তাদেরি সাথে আমি খেলি চিরকাল গো॥
নয়ন বুঁজে ধ্যানী আমারে খুঁজে যে গিরি-গুহায়,
(সেই) গিরি ধরিয়া রহি গিরিধারী ওরা দেখিতে না পায়।
আমি নন্দ-লালার বেশে
কাছে আসি মৃদু হেসে,
ওরা ভাবে হরি শুধু বিপুল বিশাল॥
(ওরা প্রেম যে পায়নি,
ওরা সহজে গোপীর মত ভালোবেসে চায়নি
প্রেম যে পায়নি!)

১১৩২.

আমি নূতন ক'রে গড়ব ঠাকুর কষ্টি পাথর দে মা এনে।
দিব হাতে বাঁশি মুখে হাসি ডাগর চোখে কাজল টেনে॥
মথুরাতে আর যাবে না, মা যশোদায় কাঁদাবে না,
রইবে ব্রজগোপীর কেনা, চলবে রাধার আদেশ মেনে॥
শ্রীচরণ তার গড়ব না মা, গড়লে চরণ পালিয়ে যাবে
নাইবা শুনলে নূপুর-ধ্বনি, ঠাকুরকে তো কাছে পাবে।
চরণ পেলে দেশে দেশে, কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে সে —
গন্ধমালা দিসনে মাগো, ভক্ত ভ্রমর ফেলবে জেনে॥
দেখে কখন করবে চুরি
একলা ঘরে মরব ঝুরি,
গন্ধমালা দিস্‌নে মাগো, ভক্ত ভ্রমর ফেলবে জেনে॥

১১৩৩.

আমি বুকের ভিতর থাকি তবু ওরা ডাকে দেখা দাও ব'লে।
ওরা চিনিতে পারে না কত রূপে আমি দেখা দিই কত ছলে॥
চোর চোর খেলি মনে বসে, ওরা বনে যায় খুঁজিতে;
কোলে থাকি আমি খোকা হয়ে, ওরা মন্দিরে যায় পূজিতে।
মোরে পাষাণ করিয়া ফেলে রাখে ওরা আঁধার দেউল তলে॥
(ওরা ডাকিয়া লয় না কোলে গো আমি কোল্ যে বড় ভালবাসি।)
কেশবে ডাকিয়া লয় না কোলে॥
ওরা দেবতা ভাবিয়া পূজা দেয় যাহা, আমি তাহা নাহি খাই;
লুকায়ে ভিখারি সাজিয়া ওদের পাতের অন্ন চাই।
ওরা প্রভু ব'লে মোরে দূরে রাখে, তাই কেঁদে দূরে যাই চ'লে।
(ওরা গোপাল বলিয়া ডাকে না মোরে, কেন বুকে বেঁধে রাখে না।)
আমি তাই দূরে যাই চ'লে, কেশবে ডাকিয়া লয় না কোলে॥

১১৩৪. রাগ : দেশ, তাল : দাদ্‌রা

আমি বেলপাতা জবা দেব না মাগো দেব শুধু আঁখিজল।
মাগো হাত দিয়ে যাহা দেওয়া যায়, পাই হাতে শুধু তার ফল॥
হাত দিয়ে ফল দিতে যাই
(মাগো) হাতে হাতে তার ফল পাই,
পাই অর্থ বিভব যশ
পাই না অমৃত আনন্দ মাগো, পাই না হৃদয়ে রস।
তাই আঁখিতে রাখিব ব'লে মা আনিয়াছি আঁখি ছলছল॥
এবার রাখিব চোখে চোখে তোরে ছাড়িয়া দেব না আর,
মাগো তুই চ'লে গেলে হয়ে যায় মোর ত্রিলোক অন্ধকার।
এবার দেখিবে নিত্য হৃদয়
তোর রাঙা চরণের অরুণ উদয়,
তাই জবা ফেলে দিয়ে মেলিয়াছি তাই হৃদয়ের শতদল॥

১১৩৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

আমি বাঁধন যত খুলিতে চাই জড়িয়ে পড়ি তত।
শুভদিন এলো না দিনে দিনে দিন হল হায় গত॥
শত দুঃখ অভাব নিয়ে
জগৎ আছে জাল বিছিয়ে
অসহায় এ পরাণ কাঁদে জালে মীনের মত॥
বোঝা যত কমাতে চাই ততই বাড়ে বোঝা.
শান্তি কবে পাব কবে চল্‌ব হয়ে সোজা।
দাও ব'লে হে জগৎ-স্বামী
মুক্তি কবে পাব আমি?
কবে উঠবে ফুটে জীবন আমার ভোরের ফুলের মত॥

১১৩৬.

আমি মা ব'লে যত ডেকেছি, সে-ডাক নূপুর হয়েছে ও-রাঙা পায়।
মোর শত জনমের কত নিবেদন, চরণ জড়ায়ে কহিয়া যায়॥
মাগো তোরে নাহি পেয়ে লোকে লোকে
যত অশ্রু ঝরেছে মোর চোখে,
সেই আঁখিজল জবা ফুল হয়ে, শোভা পেতে ঐ চরণ চায়॥
মাগো কত অপরাধ করেছিনু বুঝি, সংহার ক'রে সে-অপরাধ,
বল লীলাময়ী, মিটেছে কি তোর মুণ্ডমালিকা পরার সাধ।
যে ভক্তি পায়নি চরণতল
আজ হয়েছে তা বিল্বদল,
মোর মুক্তির তৃষা মুক্তকেশী গো, এলোকেশ হয়ে পায়ে লুটায়॥

১১৩৭.

আমি মৃতের দেশে এনেছি রে মাতৃ নামের গঙ্গা ধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা॥
আয় আশাহীন ভাগ্য হত
শক্তি-বিহীন পদানত,
(আয় রে সবাই আয়),
এই অমৃতে, আয় উঠবি বেঁচে জীবন্মৃত সর্বহারা॥

ওরে এই শক্তির গঙ্গা-স্রোতে
অনেক আগে এই সে-দেশে,
মৃত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে
নবীন ভারত উঠ্‌ল জেগে,
এই পুণ্য স্রোত ভেঙেছিল ভেদবিভেদের লক্ষ কারা॥

১১৩৮.

আমি রব না ঘরে।
ওমা ডেকেছে আমারে হরি বাঁশির স্বরে॥
আমি আকাশে শুনি আমি বাতাসে শুনি
ওমা নিশিদিন বাঁশরি বাজায় সে গুণী,
ওমা তাহারি সুরের সুরধুনী বহে অন্তরে বাহিরে ভুবন ভ'রে॥
যবে জাগিয়া থাকি,
হেরি' শ্রীহরির পদ্ম-পলাশ আঁখি।
যদি ভুলিয়া কভু আমি ঘুমাই মাগো
সে-ঘুম ভেঙে দেয় বলে, জাগো জাগো,
সে শয়নে স্বপনে মোর সাধনা গো —
আমি নিবেদিতা মাগো তাহারি তরে॥

১১৩৯.

আরো কত দূর?
কখন শুনিব তব বাঁশরির সুর?
দেবে কখন ধরা হব স্বয়ম্বরা
কাঁদাতে জান শুধু তুমি নিঠুর॥

১১৪০. নাট্যগীতি : 'দেবী দুর্গা'

আয় ঘুম আয়!
সাপিনীর দংশনে যেমন অবশ তনু —
তেমনি ঢলিয়া পড় মায়া-নিদ্রায়॥
সংসার অহিফেন বিষ পিয়ে হায়
যেমন অচেতন জীব অসাড়ে ঘুমায়,
যেমন পাতাল তলে ঘুমায় দৈত্যদলে,
তেমনি ঘুমাও জড় পাষাণের প্রায়॥

১১৪১.

আয় ওলো সই, খেলবো খেলা ফাগের ফাজিল পিচ্‌কিরিতে।
আজ শ্যামে জোর করব ঘায়েল হোরির সুরে গিট্‌কিরিতে॥
বসন-ভূষণ ফেল্‌লো খুলে',
দে দোল্‌ দে দোল্‌ দোদুল-দুলে,
কর্‌ লালে-লাল কালায় কালো আবির হাসির টিট্‌কিরিতে॥

১১৪২. রাগ : ভৈরবী

আয় বিজয়া আয় রে জয়া উমার লীলা যা রে দেখে।
সেজেছে সে মহাকালী চোখের কাজল মুখে মেখে॥

সে ঘুমিয়েছিল আমার কোলে
জেগে উঠে কেঁদে বলে,
আমায় কালী সাজিয়ে দে মা ছেলেরা মোর কাঁদছে ডেকে॥
চেয়ে দেখি মোর উমা নাই নাচে কালী দিগম্বরী,
হুঙ্কার দেয় কোটি গ্রহের মুণ্ডমালা গলায় পরি'।
আমি শুধু উমায় চিনি
এ কোন্ মহামায়াবিনী,
কালোরূপে বিশ্বভুবন আকাশ-পবন দিল ঢেকে॥

১১৪৩. রাগ : বাঙ্গাল, তাল : ত্রিতাল

আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী।
নেচে নেচে আয় বুকে আয়, দিয়ে তাথৈ তাথৈ করতালি॥
দশদিক আলো ক'রে
ঝঞ্ঝার নূপুর প'রে,
দুরন্ত রূপ ধ'রে আয় মায়ার সংসারে আগুন জ্বালি'॥
আমার স্নেহের রাঙাজবা পায়ে দ'লে
কালো রূপ-তরঙ্গ তুলে[১]
গগন-তলে সিন্ধুজলে
আমার কোলে আয় মা আয়।
তোর চপলতায় মা কবে
শান্ত ভবন প্রাণ-চঞ্চল হবে,
এলোকেশে এনে ঝড় মায়ার এ খেলাঘর ভেঙে দে মা আনন্দ-দুলালী॥

১ কালোরূপ - তরঙ্গ তুলে সাগর জলে

১১৪৪.

আয় সবে ভাই বোন আয় সবে আয় শোন্ পদধূলি শিরে লয়ে মা'র।
মা'র বড় কেহ নাই, কেহ নাই, কেহ নাই
নত করি' বল সবে — 'মা আমার! মা আমার!'

১১৪৫.

ইরানের বুলবুলি কি এলে গোলাপের স্বপ্ন ল'য়ে সিন্ধু নদী-কূলে।
চন্দনের গন্ধে কবি মিশালে হেনার সুরভি
তোমার গানে মরুভূমির দীর্ঘশ্বাস দুলে॥
কোন সাকির আঁখির করুণা নাহি পেয়ে
মরুচারী হে বিরহী, এলে মেঘের দেশে ধেয়ে,
হেথা কাজল আঁখি নিরখি' তৃষ্ণা তব জুড়াল কি,
লাল ফুলের বেদনা ভুলিবে কি পলাশ ফুলে॥

১১৪৬.

ইরানের রূপ-মহলের শাহজাদী শিঁরি! জাগো জাগো শিঁরি।
'প্রিয়া জাগো' ব'লে ফরহাদ ডাকে শোনো আজো[১] রাতে ধীরি ধীরি॥
তুমি ধরা দিবে তারে বলেছিলে, বে-দরদী,
যদি পাহাড় কাটিয়া আনিতে পারে সে নদী।
হের গো শিলায় শিলায় আজি উঠিয়াছে ঢেউ
সেথা তব মুখ ছাড়া নাহি আর কেউ,

প্রেমের পরশে যেন মোমের পুতুল হয়েছে পাষাণ-গিরি ॥
গলিল পাষাণ, তুমি গলিলে না ব'লে —
যে প্রেমিক মরেছিল তোমার পাষাণ-প্রতিমার তলে,
সেই বিরহীর রোদন যেন গো উঠিছে ভুবন ঘিরি' ॥

১ আধো

১১৪৭.

ইয়া রাসুলুল্লাহ! মোরে রাহ্ দেখাও সেই কাবার।
যে কাবা মসজিদে গেলে পাব আল্লার দীদার ॥
দ্বীন দুনিয়া এক হয়ে যায় যে কাবার ফজিলতে,
যে কাবাতে হাজি হ'লে রাজী হন পরওয়ারদিগার ॥
যে কাবার দুয়ারে জামে তৌহীদ দেন হজরত আলী,
যে কাবায় কুল্-মাগফেরাতে কর তুমি ইন্তেজার ॥
যে কাবাতে গেলে দেখি আরশ কুর্শি লওহ কালাম,
মরণে আর ভয় থাকে না, হাসিয়া হয় বেড়া পার ॥

১১৪৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ এলো আবার দুস্‌রা ঈদ।
কোর্‌বানী দে কোর্‌বানী দে শোন্ খোদার ফর্‌মান তাকিদ ॥
এমনি দিনে কোর্‌বানী দেন পুত্রে হজরত ইব্‌রাহীম,
তেম্‌নি তোরা খোদার রাহে আয় রে হবি কে শহীদ্ ॥
মনের মাঝে পশু যে তোর আজকে তা'রে কর্ জবেহ,
পুল্‌সেরাতের পুল হ'তে পার নিয়ে রাখ্ আগাম রসিদ্ ॥
গলায় গলায় মিল্‌রে সবে ভুলে যা ঘরোয়া বিবাদ,
শির্‌নি দে তুই শিরিন্ জবান তশ্‌তরীতে প্রেম মফিদ্ ॥
মিলনের আর্‌ফাত ময়দান হোক আজি গ্রামে গ্রামে
হজের অধিক পাবি সওয়াব এক হ'লে সব মুসলিমে।
বাজবে আবার নূতন ক'রে দ্বীনি ডঙ্কা, হয় উমীদ্ ॥

১১৪৯.

ঈদজ্জোহার তকবীর শোন ঈদ্‌গাহে!
(তোর) কোরবানীরই সামান নিয়ে চল্ রাহে ॥
কোরবানীর রঙে রঙীন পর লেবাস্
পিরহানে মাখ্‌রে ত্যাগের গুল্-সুবাস
হিংসা ভুলে প্রেমে মেতে
ঈদগাহেরই পথে যেতে দে মোবারকবাদ দ্বীনের বাদ্‌শাহে ॥
যেমন পুত্র বিলিয়ে দিলেন খোদার নামে হাজেরা,
ওরে কৃপণ, দিস্‌নে ফাঁকি আল্লাহে ॥
তোর পাশের ঘরে গরীব কাঙাল কাঁদছে যে
তুই তারে ফেলে ঈদ্‌গাহে যাস্ সঙ সেজে,
তাই চাঁদ উঠ্‌ল, এলো না ঈদ্
নাই হিম্মৎ, নাই উম্মিদ,
শোন্ কেঁদে কেঁদে বেহেশ্‌ত হ'তে হজরত আজ কি চাহে ॥

১১৫০.

ঈদ মোবারক হোক আজি ঈদ মোবারক হোক!
সব ঘরে পঁহুচুক এ ঈদের চাঁদের আলোক॥
যে আছে আজ প্রাণের কাছে, আছে আপন পুরে
যে আছে পরদেশে যার লাগি নয়ন ঝুরে
আজ সবারে বারে বারে খোশ খবরি কো'ক্॥
আজের মত দিলে দিলে থাকুক মহাব্বত
আজের মত খুশি থাকুক সবার তবিয়ত্
কারো যেন থাকে না আর দুঃখ-ব্যথা-শোক॥
আজের মত এক জামাতে মিলন ঈদগাহে
দাঁড়াই যেন চলি যেন খোদারই রাহে,
দীন ইস্লামের এ ক্যওমী যোশ জিন্দা হোক॥

১১৫১. নাটিকা : 'বনের বেদে'

উঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে।
নিবিড় হলে মনের বাঁধন গভীর ব্যথা পেতে হবে॥
কোথায় শূন্য মরুভূমি
ডাকো মোদের ডাকো তুমি,
চিড়িয়াখানায় সিংহ গেলে নিঠুর চাবুক খেতে হবে॥
বেদের মেয়ের চোখের জল বনের ঝরা ফুল
বেদের মেয়ে কাঁদে ভাসে নদীর দু'কূল।

১১৫২. রাগ : পারা-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

(পিয়া মোর) উচাটন মন ঘরে রয় না।
(পিয়া মোর) ডাকে-পথে বাঁকা তব নয়না॥
ত্যজিয়া লোক-লাজ
সুখ-সাধ গৃহ-কাজ,
(প্রিয়া মোর) নিজ গৃহে বনবাস সয়না॥
লইয়া স্মৃতির লেখা
কত আর কাঁদি একা,
(পিয়া মোর) ফুল গেলে কাঁটা কেন যায় না॥

১১৫৩. রাগ : দরবারি-টোড়ী, তাল : তিলওয়াড়া

উদার অম্বর দরবারে তোরই প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা।
শতদল-শুভ্রা পদতল-লীনা, প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা॥
সহস্র কিরণ-তারে হানি' ঝঙ্কার
ধ্বনি তোলে অনাহত গভীর ওঙ্কার,
সেই সুরে উদাসীন, পরমা প্রকৃতি ধ্যান-নিমগ্না মহাযোগাসীনা॥
আনন্দ-হংস বিমুগ্ধ গতিহীন
স্থির হ'য়ে ব্যোমে শোনে সে জ্যোতির্বীণ,
ঝরা ফুল-অঞ্জলি তা'রি চরণে প্রণতা ধরণী বাণী-বিহীনা॥

১১৫৪.

উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ গগনে
আজিকে আমার বিদায় লগনে॥

জানালা পাশে চাঁপার শাখে
'বউ কথা কও' পাখি কি ডাকে?
ফুটেছে কি ফুল মালতী বকুল —
আমার সাধের কুসুম বনে সাঁঝ গগনে॥
তুলসী তলায় জ্বলেছে কি দীপ
পরেছে আকাশ তারকার টীপ?
হারিয়ে যাওয়া বঁধু অবেলায়
এলো কি ফিরে দেখিতে আমায়,
ঝুরিছে বাঁশি পিলু বারোয়াঁয় —
কেন গো আমার যাবার ক্ষণে॥

১১৫৫. হৈমন্তী, তাল : তেওড়া

উত্তরীয় লুটায় আমার
ধানের ক্ষেতে, হিমেল্ হাওয়ায়।
আমার চাওয়া জড়িয়ে আছে নীল আকাশের সুনীল চাওয়ায়॥
ভাঁটীর শীর্ণা নদীর কূলে
আমার রবি-ফসল দুলে,
নবান্নেরই সুঘ্রাণে মোর চাষীর মুখে টপ্পা গাওয়ায়॥

১১৫৬. রাগ : টোড়ি, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালী

উদার প্রাতে কে উদাসী এলে।
প্রশান্ত দীঘল নয়ন মেলে'॥
স্নিগ্ধ সকরুণ তোমার হাসি
আঘাত করে যেন আমারে আসি',
পাষাণ সম তব মৌন মুরতি মোর বুকে বিষাদের ছায়া কেন ফেলে।
উন্মন ভিখারি গো বল মোর কাছে
শূন্য হৃদয় তব কোন মন যাচে,
অশ্রু তুষার ঘন বিগ্রহ তব গলিয়া পড়িবে প্রেমে কার মালা পেলে।

১১৫৭. রাগ : সিন্ধু ভৈরবী, তাল : কাহারবা

উম্মত আমি গুনাহগার তবু ভয় নাহি রে আমার।
আহমদ আমার নবী যিনি খোদ্ হবিব খোদার॥
যাঁহার উম্মত্ হ'তে চাহে সকল নবী,
তাঁহারি দামন ধরি' পুলসরাত হব পার॥
কাঁদিবে রোজ হাশরে সবে
যবে 'নফসি য়্যা নফসি' রবে,
'য়্যা উম্মতী' ব'লে একা কাঁদিবেন আমার মোখতার॥
কাঁদিবেন সাথে মা ফাতেমা ধরিয়া আরশ্ আল্লার।
হোসায়নের খুনের বদ্‌লায় মাফী চাই পাপী সবাকার।
দোজখ্ হয়েছে হারাম যে-দিন পড়েছি কলেমা।
যেদিন হয়েছি আমি কোরানের নিশান-বর্দার॥

১১৫৮. রাগ : আশা-তোড়ি, তাল : ত্রিতাল

উষা এলো চুপি চুপি রাঙিয়া সলাজ অনুরাগে।
চাহে ভীরু নববধূ সম তরুণ অরুণ বুঝি জাগে॥

শুকতারা যেন তার জলভরা আঁখি
আনন্দ বেদনায় কাঁপে থাকি' থাকি',
সেবার লাগিয়া হাত দু'টি
মালার সম পড়ে লুটি
কাহার পরশ-রস মাগে॥

১১৫৯. নাটক : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

এ কি অপরূপ যুগল-মিলন হেরিনু নদীয়া ধামে
বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী যেন রে গোলক-পতির বামে॥
এ কি অতুলন যুগল-মূরতি
যেন শিব-সতী হর-পার্বতী,
জনক-দুহিতা সীতাদেবী যেন বেড়িয়া রয়েছে রামে
গৌরের বামে গৌর-মোহিনী
(যেন) রতি ও মদন চন্দ্র-রোহিণী
(তোরা) দেখে যা রে আজ মিলন-রাসে যুগল রাধা-শ্যামে॥

১১৬০.

এ দেবদাসীর পূজা লহ হে ঠাকুর।
দয়া কর, কথা কও, হ'য়ো না নিঠুর॥
লহ মান অভিমান, দেহ প্রাণ মন
মম প্রেম-ধূপ নাও রূপচন্দন,
এই লহ আভরণ, চুড়ি-কঙ্কন —
চোখের দৃষ্টি নাও কণ্ঠের সুর॥
আজ, শেষ ক'রে আপনারে দিব তব পায়,
চাও চাও মোর কাছে যাহা সাধ যায়।
কহিবে না কথা কি গো তুমি কিছুতেই?
আরতির থালা তব ফেলে দিনু এই,
নাচিব না, বাজুক না মৃদঙ্গ তাল —
খুলিয়া রাখিনু এই পায়ের নূপুর॥

১১৬১. রাগ : ভৈরবী, তাল : একতাল

এই দেহেরই রঙমহলায় খেলিছেন লীলা-বিহারী।
মিথ্যা মায়া নয় এ কায়া কায়ায় হেরি ছায়া তাঁরি॥
রূপের রসিক রূপে রূপে
খেলে বেড়ায় চুপে চুপে,
মনের বনে বাজায় বাঁশি মন-উদাসী বন-চারী॥
তার খেলা-ঘর তোর এ দেহ
সে ত নহে অন্য কেহ,
সে যে রে তুই, — তবু মোহ ঘুচল না তোর হায় পূজারী॥
খুঁজিস্ তারে ঠাকুর-পূজায়
উপাসনায় নামাজ রোজায়,
চাল কলা আর সিন্নি দিয়ে ধরবি তারে হায় শিকারী।
পালিয়ে বেড়ায় মন-আঙিনায় সে যে শিশু প্রেম-ভিখারী॥

১১৬২. নাটক : 'বিষ্ণুপ্রিয়া' (নিত্যানন্দের গান)

এই যুগল মিলন দেখ্‌ব ব'লে ছিলাম আশায় ব'সে।
আমি নিত্যানন্দ হলাম, পিয়ে, মধুর ব্রজ-রসে॥
রাই বিষ্ণুপ্রিয়া আর কানাই গৌর
হের নদীয়ায় যুগল রূপ সুমধুর,
তোরা দেখে যা দেখে যা মধুর মধুর।
মধুর রাই আর মধুর কানাইরে দেখে যা দেখে যা মধুর মধুর॥

১১৬৩. নাটক : 'সতী'

একদা সব সুরাসুরের খেয়াল হল দাদা।
সমুদ্রেরে ঘেঁটে ঘুঁটে করতে হবে দধিকাদা॥
দেখেছ তো গয়লানিরা যে-ভাবে দই মথে।
(তেমনি) সাগরকে সব ঘুঁটেছিলেন মন্দার পর্বতে॥
(অর্থাৎ) মন্দার গিরি হয়েছিল দই ঘুঁটবার কাঠি॥
আর কূর্ম হলেন সমুদ্ররূপ দই রাখবার বাটি॥
কাঠি এলো, বাটি এলো, দড়া কোথায় পান।
(সবে) বাসুকীর শ্রী-লেজুড় ধ'রে মারেন হেঁচ্‌কা টান॥
বাসুকী কয় ল্যাজ ছাড়ো বাপ গ্যাজ উঠল মুখে।
বাসুকীকে করল দড়া দেবতারা সব রুখে॥
ল্যাজ ধরল দেবতা, অসুর দানব ধরে মুড়ো।
সাগর বলে আস্তে বাবা একি প্রলয় হুড়ো॥
যা আছে মোর বের করছি — ঘাঁটিস্‌নে আর পেট॥
উচ্চৈঃশ্রবা, চন্দ্র, লক্ষ্মী — সব দিচ্ছি ভেট॥
(ক্রমে) অমৃত যেই উঠল অমনি লাগলো গুঁতোগুঁতি।
দৈত্যেরা সব কোপ্‌নি আঁটে দেবতা কষেন ধুতি॥
মাঝে থেকে শ্রীবিষ্ণু মোহিনী রূপ ধ'রে।
ছোঁ মেরে সেই সুধার ভাণ্ড নিয়ে পড়লেন স'রে॥
অমৃত খান দেবতারা সব, অসুর মাটি চাটে।
(যেমন) দোহন শেষে দুগ্ধ খোঁজে বাছুর শুকনো বাঁটে॥
(ক্রমে) ঘটর ঘটর ঘোঁটার ঠেলায় উঠলো হলাহল।
ত্রাহি ত্রাহি বলে ত্রিলোক, করে কোলাহল॥
বিষের জ্বালায় সৃষ্টি বুঝি পটল তোলে ওই।
সিদ্ধিখোর শ্রীপিশাচপতি কয় ডেকে মাভৈঃ॥
ছুটে এসে পাগ্‌লা ভাঙোড় এক সমুদ্দুর বিষ।
ঢক ঢকিয়ে ফেললে গিলে গা করে নিস্‌পিস্‌॥
বলদে যে বেড়ায় চ'ড়ে ছাই পাঁশ গায়ে মাখে।
তাকে ছাড়া চতুর দেবতা বিষ দেবে বল কাকে॥
ফুলের মধ্যে ধুতরো নিলে মশান যাহার ঘর।
(পোড়া) কপালে তার আগুন জ্বলে জয় ন্যাংটেশ্বর।

১১৬৪. রাগ: ভৈরবী-পিলু, তাল : কাওয়ালি

এলো ফুল-দোল ওরে এলো ফুল দোল আনো রং-ঝারি।
অশোকমঞ্জরি অলকে পরি এসো গোপ-নারী॥

ঝরিছে আকাশে রঙের ঝরনা
হায় শ্যামা ধরণী হ'ল আবির-বরণা,
ত্যজি' গৃহ-কাজ এসো চল-চরণা —
ডাকে গিরিধারী ॥
পরাগ-আবির হানে বনবালা সুরের পিচকারি হানিছে কুহু,
রঙীন্ স্বপন রাতের ঘুমে অনুরাগ-রং ঝরে মনে মুহু মুহু।
রাঙে গিরি-মল্লিকা রঙীন বর্ণে,
রাতের আঁচল ভরে জোছনার স্বর্ণে
কূলের কালি সখি দেবে ধুয়ে রাঙা পিচ্‌কারি ॥

১১৬৫.

এলো শিবানী-উমা এলো এলোকেশে।
এলো রে মহামায়া দনুজদলনী বেশে ॥
এলো আনন্দিনী গিরি-নন্দিনী
রবে না কেহ আর বন্দী-বন্দিনী,
শক্তি প্রবাহ বহিল মৃতদেশে ॥
এলো রে বরাভয়া ভয় হরিতে,
শ্মশান কঙ্কালে ব্রজ গড়িতে।
এলো মা অন্নদা, আয় রে ভিখারি
বর চেয়ে নে যার যে অধিকারী
মুক্তি বন্যায় ভারত যাক্ ভেসে ॥

১১৬৬.

এসো আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা কর দীপান্বিতা আঁধার অবনী মা।
ব্যাপিয়া চরাচর শারদ অম্বর ছড়াও অভয় হাসির লাবনি মা ॥
সারাটি বরষ নিখিল ব্যথিত
চাহিয়া আছে মা তব আসা-পথ,
ধরার সন্তানে ধর তব কোলে ভুলাও দুঃখ-শোক চির-করুণাময়ী মা ॥
অটুট স্বাস্থ্য দীর্ঘ পরমায়ু
দাও আরো আলো নির্মল বায়ু,
দশ হাতে তব আনো মা কল্যাণ পীড়িত-চিত গাহে অকাল জাগরণী মা।

১১৬৭.

এসো কল্যাণী চির-আয়ুষ্মতী।
তব নির্মল করে ভবুন-প্রদীপ জ্বালো জ্বালো জ্বালো সতী ॥
মঙ্গল-শঙ্খ বাজাও বাজাও সুমঙ্গলা
সকল অকল্যাণ সকল অমঙ্গল কর দূর (শুভ) সমুজ্জ্বলা!
এ মাটির কুটিরে দূরে আকাশের অরুন্ধতী ॥
এসো লক্ষ্মী গৃহের আঁকো অঙ্গনে মঙ্গল আল্‌পনা
তব পুণ্য-পরশ দিয়ে ধূলি-মুঠিরে কর গো সোনা,
তুমি দেবতার শুভ বর মূর্তিমতী ॥
স্নান-শুদ্ধা তুমি পূজা-দেউলে যবে কর আরতি,
আনত আকাশ যেন তব চরণে করে প্রণতি।

তব কুণ্ঠিত গুণ্ঠন-তলে
চির শান্তির ধ্রুবতারা জ্বলে,
সংসার অরণ্যে ধ্যান-মগ্না তুমি তপতী॥

১১৬৮.

এসো মা দশভুজা
দশহাতে কল্যাণ আন দশভুজা
মৃত্যুঞ্জয় ঘরনী! মৃতজনে অমৃত দান।
নিরাশ প্রাণে দেও আশা
মূকজনে দাও ভাষা
আঁধার মহিষাসুর বুকে আলোর ত্রিশূল হান॥
দেও জয় বরাভয়, শক্তি, তেজ, প্রেম, প্রীতি
দনুজদলনী! শাপ মুক্ত কর ক্ষিতি,
এলে যদি আর বার মাগো
ভক্তের হৃদি মাঝে জাগো
দুঃখ শোক আর দিও না গো
তারিণী সন্তানে ত্রাণ॥

১১৬৯. রাগ: কাফি মিশ্র, তাল : কাহারবা

এ কোথায় আসিলে হায়, তৃষিত ভিখারি।
হায়, পথ-ভোলা পথিক, হায়, মৃগ মরুচারী॥
মোর ব্যথায় চরণ ফেলে
চির-দেবতা কি এলে,
হায়, শুকায়েছে যবে মোর নয়নে নয়ন-বারি॥
তোমার আসার পথে প্রিয় ছিলাম যবে পরাণ পাতি',
সেদিন যদি আসিতে নাথ হইতে ব্যথার ব্যথী।
ধোওয়ায়ে নয়ন-জলে পা মুছাতাম আকুল কেশে
আজ কেন দিন-শেষে এলে নাথ মলিন বেশে!
হায়, বুকে ল'য়ে ব্যথা আসিলে ব্যথা-হারী॥
স্মৃতির যে শুকানো মালা যতনে রেখেছি তুলি'
ছুঁয়ে সে হার ঝরায়ো না ম্লান তার কুসুমগুলি,
হায়, জ্বলুক বুকে চিতা, তা'য় ঢেলো না আর বারি॥

১১৭০. রাগ: জয়জয়ন্তী

এ ঘোর শ্রাবণ-দিন কাটে কেমনে,
বলো তুমি বিনে প্রিয় •ন মোর,
চমকি' চমকি' উঠি বারিধারা পরশে
কোথা তুমি চিত-চকোর!
দাও দেখা, দেখা দাও আজি এ শ্রাবণে —
এসো ভ'রি মোর দু'নয়নে,
বরষা ঘনায়ে ওঠে বিরহী এ পরানে —
পরাতে তোমার গলে আজি নবধারা-জলে
রচেছি মিলন-তিথি ডোর॥

১১৭১. রাগ: পিলু মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

এ জনমে মোদের মিলন হবে না আর, জানি জানি।
মাঝে সাগর, এপার ওপার করি মোরা কানাকানি॥
দুজনে দুকূলে থাকি'
কাঁদি মোরা চখা-চখী,
বিরহের রাত পোহায় না আর বুকে শুকায় বুকের বাণী॥
মোদের পূজা আরতি হায়
চোখের জলে, গহন ব্যথায়,
মোদের বুকে বাজায় বীণা বেদনারি বীণাপাণি॥
হেথায় মিলন-রাতের মালা
ম্লান হয়ে যায় প্রভাত বেলা,
সকালে যার তরে কাঁদি, বিকালে তায় হেলাফেলা।
মোদের এ প্রেম-ফুল না শুকায়
নিঠুর হাতে কঠোর ছোঁওয়ায়,
ব্যথার মাঝে চির-অমর মোদের মিলন-কুসুমদানি॥

১১৭২.

একলা গানের পায়রা উড়াই।
সে কাছে নাই গো সে কাছে নাই॥
চাঁদ ভালো লাগে না, তার চেনা কার যেন ইহুদী মাকড়ী,
সে কেন কাছে নাই, অভিমানে ঝ'রে যায় গোলাপের পাপ্‌ড়ি।
ফিরোজা আকাশের জাফ্‌রানি জোছনায়
মন ভরে না, কি যেন চাই গো কি যেন চাই॥

১১৭৩. রাগ: বেহাগ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

একলা ভাসাই গানের কমল সুরের স্রোতে।
খেলার ছলে ওপার পানে এপার হ'তে॥
আসবে গো এই গাঙের কূলে হয়ত ভুলে আমার প্রিয়া
খোঁপায় নেবে আমার গানের কমল তুলে আমার প্রিয়া
খুঁজতে আমায় আসবে সুরের নদী-পথে॥
নাম-হারা কোন্ গাঁয়ে থাকে অচেনা সে,
তারে না-ই জানিলাম, গান ভেসে যাক্ তাহার আশে।
নদীর জলে আল্‌তা-রাঙা পা ডুবায়ে, রয় সে মেয়ে
গানের কমল লাগে গো ত'র কমল-পায়ে, উজান বেয়ে,
সেদিন অমর হয় মোর গান, যায় অমরায় পুষ্প-রথে॥

১১৭৪. নাটিক : 'দেবী দুর্গা'

একাকিনী বিরহিণী জাগি আধো রাতে।
বঁধু নাহি পাশে, নিদ নাহি আসে,
কণ্টক ফোটে হায় ফুল-বিছানায়।
আবার ফুটিবে ফুল উঠিবে চাঁদ,
আমারি মনের হায় মিটিল না সাধ,
যামিনীর ফুল যেন এ রূপ-যৌবন
নিশীথে ফুটিয়া লাজে ঝ'রে যায় প্রাতে॥

১১৭৫. রাগ: ভৈরবী, তাল : আদ্ধা কাওয়ালি

একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে যায়।
চলিতে চরণ চরণে জড়ায়॥
এখনো ভাঙেনি মল্লিকার-ঘুম
এখনো অমলিন-কবরী কুসুম,
নয়নে নিশির ঝরেনি শিশির
বিহগ পাখায় বিহগী ঘুমায়॥
অভিসার নিশি বৃথাই জাগি কোথা
অভিমানিনী চলে মূর্তিমতী ব্যথা।
ভীরু চকিত চোখে করুণ কাতরতা
রবি না ওঠে যেন মিনতি জানায়॥

১১৭৬.

এখনো দোলন-চাঁপার বনে কুহু পাপিয়া।
প্রিয়া তব নাম ল'য়ে ওঠে ডাকিয়া কুহু পাপিয়া॥
আজও তোমার কথা
ভোলেনি বনের লতা,
জড়ায়ে তরুমূলে ছড়ায়ে পথে ফুল ওঠে কাঁদিয়া॥

১১৭৭. নাটক : 'অর্জুন-বিজয়'

এত দিনে ধরা দিলে বনের পাখি।
কোথায় রাখি, কোন্ প্রিয় নামে ডাকি॥
সদাই জাগে ভয়, দুরু দুরু হিয়া
কখন উড়ে যাবে বনের পাপিয়া
জেগে থাকি তাই সদা ঘুমহারা আঁখি॥
নয়নে রাখিলে, হিয়া কাঁদে অভিমানে
হিয়ায় রাখিলে, বারি ঝরে নয়নে,
তুমি ব'লে দাও প্রিয় কোথায় রাখি॥

১১৭৮. নাটক : 'মধুমালা' (স্বপনপরীর গান)

এতো একা চন্দ্রমণি সে মানিকের ডালা।
এ সারা বনে একটি কুসুম, সে কুসুমের মালা॥
হাসলে কন্যা ফুটে ওঠে পৃথিবীতে ফুল
সে কাঁদ্‌লে পড়ে ভেঙ্গে পড়ে সাত সাগরের কূল,
ইন্দ্রলোকে দেখেনি কেউ তেমন দেব-বালা॥

১১৭৯.

এবার যখন উঠ্‌বে সন্ধ্যাতারা সাঁঝ আকাশে
দেখতে পাবে দু'টি নতুন তারা — তাহার পাশে॥
চেয়ে' দেখ ভালো ক'রে
কা'র দু'টি চোখ যেন ম'রে,
তারা হয়ে ধরার পানে চাহে তোমার আঁখি দেখার আশে॥
যে দু'টি চোখ নিত্য লোকের মাঝে — তোমায় দিত লাজ
পড়বে মনে গো — সেই দু'টি চোখে চিরতরে এই পৃথিবী হতে
হারিয়ে গেছে আজ।

পায়নি গো, তাই অভিমানে
চ'লে গেলে দূর বিমানে,
(দেখো) সেদিন যেন আজের মত চাইতে ওদের পানে
দ্বিধা নাহি আসে॥

১১৮০.

এমনি মধুর ক্ষণে প্রিয়তম নাহি পাশে।
আকুল পরাণ মম চম্পা-ফুল-সুবাসে॥
উতলা সমীরে বাজে ব্যাকুল বাঁশি
কাননে উছলি' পড়ে সুরের রাশি,
আলোকে সুরভি তারি গগন ভরিয়া হাসে॥
বাতায়নে মোর নিশীথের তারা সুধায় নীরবে ডাকি,
'হায় গো উদাসী এমন নিশায় সজল কেন গো আঁখি।'
সুদূরে রহিল বঁধু একেলা আমি
অসহ বিরহ সহি দিবসযামী,
আশার মালিকা রচি', বসিয়া তাহারি আশে॥

১১৮১. নাটক : 'মধুমালা' (স্বপনপরীর গান)

এরি লাগি তপস্যা কি করে আঁধার রাতি॥
সই দেখলো চেয়ে রূপ-সায়রে জ্বলে এ কোন্ বাতি
লক্ষ চাঁদের জোছনা হেথা কে রেখেছে পাতি'?

১১৮২. নাটক : 'ঈদ' (বিদৌরার গান)

এলো ঈদল-ফেতর এলো ঈদ ঈদ ঈদ।
সারা বছর যে ঈদের আশায় ছিল নাক' নিদ॥
রোজা রাখার ফল ফ'লেছে দেখ রে ঈদের চাঁদ,
সেহরী খেয়ে কাটল রোজা, আজ সেহেরা বাঁধ,
ওরে বাঁধ আমামা বাঁধ।
প্রেমাশ্রুতে ওজু ক'রে চল্ ঈদগাহ মসজিদ॥
(আজ) ছিটায় মনের গোলাব-পাশে খুশির গোলাব-পানি
(আজ) খোদার ইস্কের খুশবু-ভরা প্রাণের আতরদানি,
ভরল হৃদয়-তশ্‌তরীতে শিরনি তৌহীদ॥
(দেখ্) হজরতের হাসির ছটা ঈদের চাঁদে জাগে
সেই চাঁদেরই রং যেন আজ সবার বুকে লাগে,
(এই) দুনিয়াতেই মিটল ঈদে বেহেশ্‌তী উমিদ॥

১১৮৩.

এলো এলো শবেরাত তোরা জ্বাল্ রে বাতি।
হোক রওশন মুসলিম-জাহানের অন্ধকার রাতি॥
আজ ফিরদৌসের হুর-পরীরা আলোতে রাঙে
চাঁদ সেতারার প্রদীপ ভাসায় আস্‌মানি গাঙে,
ফেরেশ্‌তা সব হয়েছে আজ মোদের সাথী॥
আজ জ্বাল্‌রে বাতি প্রিয়জনের আঁধার গোরে
আজ বরষ পরে লুকিয়ে তারা এসেছে ঘরে,
রাখ্ তাদের তরে অশ্রু-ভেজা হৃদয় পাতি॥

১১৮৪.

এলো শোকের সেই মোহররম কারবালার স্মৃতি ল'য়ে।
আজি বেতাব বিশ্ব-মুসলিম সেই শোকে রোয়ে রোয়ে॥
মনে পড়ে আসগরে আজ পিয়াসা দুধের বাচ্চায়
পানি চাহিয়া পেল শাহাদৎ হোসেনের বক্ষে র'য়ে॥
একহাতে বিবাহের কাঙন একহাতে কাশেমের লাশ,
বেহোঁশ্ খিমাতে সকিনা অসহ বেদনা স'য়ে॥
ঝরিছে আঁখিতে খুন হায় জয়নাল বেহোঁশ কেঁদে,
মানুষ বলে সহে এত পাথরও যেত ক্ষয়ে॥
শূন্য পিঠে কাঁদে দুলদুল্ হজরত হোসেন শহীদ্,
আস্মানে শোকের বারেষ্ ঝরে আজি খুন হয়ে॥

১১৮৫. রাগ: সিন্ধু মিশ্র, তাল : খেমটা

এলো ফুলের মহলে ভ্রমরা গুন্‌গুনিয়ে।
ও-সে কুঁড়ির কানে কানে কি কথা যায় শুনিয়ে॥
জামের ডালে কোকিল কোতুহলে
আড়ি পাতি' ডাকে কু কু ব'লে,
হাওয়ায় ঝরা পাতার নূপুর বাজে রুনঝুনিয়ে॥
'ধীরে সখা ধীরে' কয় লতা দু'লে,
জাগিও না কুঁড়িরে কাঁচা ঘুমে তুলে,
গেয়ো না গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ সুরে প্রেমে ঢুলে ঢুলে।'
নিলাজ ভোম্‌রা বলে, 'না-না-না-না', ফুল দুলিয়ে॥

১১৮৬. গীতি আলেখ্য : 'শারদশ্রী'

এলো শারদশ্রী কাশ-কুসুম-বসনা রসলোক-বাসিনী
ল'য়ে ভাদরের নদী সম রূপের ঢেউ মৃদু মধু-হাসিনী॥
যেন কৃশাঙ্গী তপতী তপস্যা শেষে
সুন্দর বর পেয়ে হাসে প্রেমাবেশে,
আমন ধানের শিষে মন ভোলানো কোন্ কথা কয় সে মঞ্জুল-ভাষিণী॥
শিশির স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণ ওকি উত্তরী তার,
অরণ্য কুন্তলে খদ্যোত মণিকা মালতীর হার।
তার আননের আবছায়া শতদলে দোলে
হংসধ্বনিতে মায়া মঞ্জীর বোলে,
সে আনন্দ এনে কেঁদে চলে যায় বিজয়ায় বেদনার বেদমতী সন্ন্যাসিনী॥

১১৮৭. রাগ: পিলু, তাল : কাহার্‌বা

এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে
মেলিয়া পাখা নীল গগনে॥
একা কিশোরী লাজ বিসরি'
তোমারে স্মরি সঙ্গোপনে,
এসো গোধূলির রাঙা লগনে॥
পাতার আসন শাখায় পাত,
বালিকা কলির মালিকা গাঁথা,
দিনু গন্ধ-লিপি ভোর-পবনে॥

১১৮৮. রাগ: পুরিয়া-ধানেশ্রী, তাল : কাহার্‌বা

এলো ঐ শারদ রাতি!
শেফালি-সুগন্ধে ভরিয়া পবনে, জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥
বরষার জলধারা ত্যজিল সে-খরবেগ
ঝরঝর ঝরণে রিক্ত হইল মেঘ,
শ্বেত-হংস খেলে, সারঙ্‌ সুরে মাতি'॥
আবরণ-হীনা মেঘ ভেসে যায় বাতাসে
কাহার আগমনী প্রকাশে আভাসে,
কদম্ব রেণু মাখি', এসো প্রিয় সাথী॥

১১৮৯. নাটক : 'কাফন-চোরা'

এলো মিলন-রাতি
জ্বলে বাসর-বাতি
ওগো পরান-সাথী
এসো পরাণে॥
প্রেম-কুসুম গাঁথি
ছিনু আসন পাতি
ছিনু হরষে মাতি
তব বরণ-গানে॥
প্রেম-মদির-আঁখি
আঁখিতে রাখি,
শুধু চাহিয়া থাকি
তব মুখের পানে॥

১১৯০. রাগ: ভৈরবী, তাল : একতাল

এসো এসো রস-লোক বিহারী এসো মধুকর-দল।
এসো নভোচারী — স্বপন-কুমার এসো ধ্যান-নিরমল॥
এসো হে মরাল কমল-বিলাসী,
বুল্‌বুল্‌ পিক সুর-লোক-বাসী,
এসো হে স্রষ্টা এসো অ-বিনাশী এসো জ্ঞান-প্রোজ্জ্বল॥
দীওয়ানা প্রেমিক এসো মুসাফির —
ধূলি-ম্লান তবু উন্নত শির,
অমরা-অমৃত-জয়ী এসো বীর আনন্দ বিহ্বল॥
মাতাল মানব করি' মাতামাতি
দশ হাতে যবে লুটে যশ খ্যাতি,
তোমরা সৃজিলে নব দেশ জাতি অগোচর অচপল॥
খেল চির-ভোলা শত ব্যথা স'য়ে
সংঘাত ওঠে সঙ্গীত হ'য়ে,
শত বেদনার শতদল ল'য়ে লীলা তব অবিরল॥
ভুলি' অবহেলা অভাব বিষাদ
ধরণীতে আনো স্বর্গের স্বাদ,
লভি' তোমাদের পুণ্য প্রসাদ পেনু তীর্থের ফল॥

১১৯১. নাটক : 'সাবিত্রী', রাগ : টোড়ি, তাল : কাওয়ালি

এসো এসো তব যাত্রা-পথে
শুভ বিজয়-রথে ডাকে দূর-সাথী।
মোরা তোমার লাগি', হেথা রহিব জাগি'
তব সাজায়ে বাসর জ্বালি' আশার বাতি॥
হের গো বিকীর্ণ শত শুভ চিহ্ন পথ-পাশে নগর-বাটে,
স-বৎসা ধেনু গো-ক্ষুর-রেণু উড়ায়ে চলে দূর মাঠে।
দক্ষিণ-আবর্ত-বহ্নি, পূর্ণ-ঘট-কাঁখে তন্বী,
দোলে পুষ্প-মালা, ঝলে' শুক্লা রাতি॥
হের পতাকা দোলে দূর তোরণ-তলে, গজ তুরগ চলে।
শুক্লা ধানের হের মঞ্জরী ঐ, এসো কল্যাণী গো,
আনো নব-প্রভাতী॥

১১৯২.

এসো এসো বন ঝরনা উচ্ছল-চল-চরণা
সর্পিল ভঙ্গে লুটায়ে তরঙ্গে ফেন-শুভ্র-ওড়না॥
পাষাণ জাগায়ে এসো নির্ঝরিণী
এসো প্রাণ-চঞ্চলা জল-হরিণী
মরু-তৃষিতের বুকে ঢালো ধারা জল-শ্যাম মেঘ-বরণা॥
এসো বুনো পথ বেয়ে অকারণ গান গেয়ে,
গভীর অরণ্যের মৌনব্রত ভেঙে ভয়হীন পাহাড়ি মেয়ে।
নৃত্য পরা পায়ে ছন্দ আনো
আনন্দ আনো মৃত প্রাণ জাগানো,
অনাবিল হাসির ঝরাফুল ছড়ায়ে এসো মঞ্জুলা মনোহরণা॥

১১৯৩.

এসো প্রিয়তম এসো প্রাণে।
এসো সুদূর মোর অভিমানে॥
এসো কম্পিত হৃদয়ের ছন্দে
এসো বিরহের বিধুর আনন্দে,
এসো বেদনার চন্দন-গন্ধে —
মম পূজার বন্দনা-গানে॥
সুখ-স্বপন হয়ে এসো ঘুমে
এসো হৃদয়েশ, মালার কুসুমে,
এসো তপনের রূপে আঁখি চু'মে —
ঘুম ভাঙায়ো নিশি-অবসানে॥
এসো মাধবী-কাঁকন হ… হাতে
এসো কাজল হয়ে আঁখি-পাতে,
এসো পূর্ণিমা চাঁদ হয়ে রাতে —
এসো ফুল-চোর মালতী-বিতানে॥

১১৯৪.

এসো ফিরে' প্রিয়তম, এসো ফিরে'।
আঁখির আলোক হায় জীবনের সন্ধ্যায়
ডুবে যায় নিরাশা-তিমিরে॥

আসে যে-পথে প্রভাতী আলোর ধারা
যে-পথে আসে চাঁদ, রাতের তারা,
নিতি সেই পথে চাই
যদি তব দেখা পাই —
শুধাই তোমার কথা দক্ষিণ সমীরে॥
খুঁজে' ফিরি ঝরা ফুলে নদীর স্রোতে
ঘর-ছাড়া পথিক ধায় যে-পথে
তব পথ, হে সুদূর
কত দূর, কত দূর —
কোথা পাব তব দেখা (কোন্) কালের তীরে॥

১১৯৫. রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

এসো বঁধু ফিরে এসো, ভোলো ভোলো অভিমান।
দিব ও-চরণে ডারি' মোর তনু মন প্রাণ॥
জানি আমি অপরাধী
তাই দিবানিশি কাঁদি',
নিমেষের অপরাধের কবে হবে অবসান॥
ফিরে গেলে দ্বারে আসি'
বাসি কিনা ভালোবাসি,
কাঁদে আজ তব দাসী — তুমি তার হৃদে ধ্যান॥
সে-দিন বালিকা-বধূ
শরমে মরম-মধু,
পিয়াতে পারিনি বঁধু — আজ এসে কর পান॥
ফিরিয়া আসিয়া হেথা
দিও সুখ দিও ব্যথা,
সহে না এ নীরবতা — হে দেবতা পাষাণ॥

১১৯৬. রাগ : রুদ্র-ভৈরব, তাল : সুরফাক্‌তাল

এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর।
রুদ্রভৈরব! সৃষ্টি সংহর, সংহর॥
জ্ঞান-হীন তমসায় মগ্ন পাপ-পঙ্কিলা
বিশ্ব জুড়ি' চলে শিবহীন যজ্ঞের লীলা,
শক্তি যথায় করে আত্ম-বিসর্জন ঘৃণায় —
ধ্বংস কর সেই অশিব-যজ্ঞ — অসুন্দর॥
যথা দেবী শক্তি — নারী অপমান সহে
গ্লানিকর হানাহানি চলে ধরমের মোহে,
হানো সংঘাত, অভিসম্পাৎ সেথা নিরন্তর॥

১১৯৭. রাগ : ঝিঁঝিট, তাল : একতাল

এসো হৃদি-রাস-মন্দিরে এসো হে রাসবিহারী কালা।
মম নয়নের পাতে রাখিয়াছি গেঁথে অশ্রু-যূথীর মালা॥
আমি ত্যজিয়াছি কবে লাজ-মান-কুল
বহি' কলঙ্ক এসেছি গোকুল,
আমি ভুলিয়াছি ঘর শ্যাম নটবর কর মোরে গোপবালা॥

আমার কাঁদন-যমুনার নদী
শ্যাম হে ভাঁটি টানে শুধু বহে নিরবধি,
তারে বাঁশরির তানে বহাও উজানে ভোলাও বিরহ-জ্বালা ॥

১১৯৮.

চ্যাল চ্যাল চ্যাল ন্যওজ্যওয়ান চ্যল্।
ফ্যত্হেকি হো ফৌজ তুম্
ব্যহর কি হো মৌজ তুম্
ব্যখত্কে হো অওজ তুম্
তুম্মে হ্যায় জোর ব্যল্ ॥
চাক হ্যায় শ্যব কি ন্যকাব
ছোড় দো গ্যফল্যত কা খবাব,
নিকলা ওহ লো আফতাব —
তুম্ভি হো গ্যরমে অ্যস্যল ॥
ফ্যয়লনে কো বেকরার
সুরতে নূর অ্যওর নার,
জ্যল জ্যলা আফজা পুকার —
জলমকি ব্যনফ্যর অ্যম্যল ॥
চ্যল মচাকে শোর সাফে দুশমান কো তোড় ফোড়
উঠ খাড়ে হো সুব্ আজাঁ গাফিলিয়ত্ কো ছোড়,
হিম্মত না হারানা আযায়ে গ্যর অযাল ॥

১১৯৯.

এসেছে রে অর্ধমের আজ শেষ বিচারের দিন।
কাপরুষ মোরা মোদেরি দোষে
অধর্ম আজ রক্ত শোষে,
আজ সে ক্ষুদ্রে রুদ্র রোষে — করব চরণ-লীন ॥

১২০০. রাগ : মালগুঞ্জ, তাল : ত্রিতাল

এসেছি তব দ্বারে ভক্তি-শূন্য প্রাণে।
করুণাময় প্রভু! কর হে পূর্ণ দানে ॥
শক্তি বিহীন করে ধরেছি নিশান তব
বহিতে পারি যেন দিও সে-গৌরব,
দিবাকর কর সম ছড়ায়ে অভিনব
অস্তে যাই যেন জীবন-বিহানে ॥
সাঁঝের আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ সম
রাঙাও আঁধার হৃদি-প্রেমের জোছনা বানে ॥

১২০১. রাগ : বেহাগ খাম্বাজ, তাল : দাদ্রা

ঐ কাজল-কালো চোখ ॥
আদি কবির আদি রসের যেন দু'টি শ্লোক ॥
দু'টি কুসুম আছে ফু'টে
পুষ্প-লতার পত্র-পুটে,
সেই আলোকে রেঙে উঠে — বনের গহন লোক ॥

রূপের সাগর সাঁত্‌রে বেড়ায় পানকৌড়ি পাখি
ঐ কাজল-কালো আঁখি,
মদির আঁখির নীল পেয়ালায় শরাব বিলাও নাকি,
ওগো কাজল-কালো আঁখি।
তোমার দু'টি আঁখি-তারা
তারার মত তন্দ্রাহারা,
আমার মুখে চেয়ে চেয়ে অশ্রু-সজল হোক॥

১ হাসিতে

১২০২. রাগ : সুরদাসী-মল্লার, তাল : ত্রিতাল

এলো বরষা শ্যাম সরসা প্রিয়-দরশা।
দাদুরী পাপিয়া চাতকী বোলে নব জলধারা-হরষা॥
নাচে বন-কুন্তলা যামিনী উতলা
খুলে পড়ে গগনে দামিনী মেখলা,
চলে যেতে ঢ'লে পড়ে অভিসারে চপল যৌবন-মদ — অলসা॥
একা কেতকী বনে কেকা কুহরে,
বহে পুব-হাওয়া কদম্ব শিহরে।
দুরন্ত ঝড়ে কোন্‌ অশান্ত চাহি রে
ঘরে নাহি রহে মন, যেতে চায় বাহিরে,
যত ভয় জাগে তত সুন্দর লাগে শ্রাবণ-ঘন-তমসা॥

১২০৩. রাগ : নাগসরাবলী, তাল : ত্রিতাল

এসো চির-জনমের সাথী,
তোমারে খুঁজেছি দূর আকাশে জ্বালায়ে চাঁদের বাতি॥
খুঁজেছি প্রভাতে গোধূলি-লগনে
মেঘ হয়ে আমি খুঁজেছি গগনে,
ঢেকেছে ধরণী আমার কাঁদনে অসীম তিমির রাতি॥
ফুল হয়ে আছে লতায় জড়ায়ে মোর অশ্রুর স্মৃতি,
বেণু বনে বাজে বাদল-নিশীথে আমারি করুণ-গীতি।
শত জনমের মুকুল ঝরায়ে
ধরা দিতে এলে আজি মধু-বায়ে,
ব'সে আছি আশা-বকুলের ছায়ে বরণের মালা গাঁথি॥

১২০৪. রাগ : মনোরঞ্জনী (টিমা), তাল : ত্রিতাল

ওগো বৈশাখী ঝড়! ল'য়ে যাও অবেলায় ঝরা এ মুকুল।
ল'য়ে যাও বিফল এ জীবন — এই পায়ে দলা ফুল॥
ওগো নদীজল লহো আমারে
বিরহের সেই মহা-পাথারে,
চাঁদের পানে চাহে যে পারাবারে — অনন্তকাল কাঁদে বিরহ-ব্যাকুল॥

১২০৫.

[ওম সর্বমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥]

জয় দুর্গা, জননী, দাও শক্তি
শুদ্ধ জ্ঞান দাও, দাও প্রেম-ভক্তি,
অসুর-সংহারি কবচ-অস্ত্র দাও মা, বাঁধি বাহুতে॥

অর্থ-বিভব দাও, যশ দাও মাগো, প্রতি ঘরে দাও শান্তি,
পরম-অমৃত দাও, দূর কর' মৃত্যু-সম বাঁচিয়া থাকার এই ক্লান্তি।
শ্রান্তিবিহীন উৎসাহ দাও কর্মে
নবীন দীক্ষা দাও শক্তির ধর্মে
মোদের রক্ষা কর' বরাভয় বর্মে, চিন্ময় জ্যোতি দাও প্রতি অণুতে॥

১২০৬. রাগ : দরবারী কানাড়া, তাল : ত্রিতাল

ওর নিশীথ-সমাধি ভাঙিও না।
মরা ফুলের সাথে ঝরিল যে ধূলি-পথে —
সে আর জাগিবে না, তারে ডাকিও না॥
তাপসিনী-সম তোমারি ধ্যানে
সে চেয়েছিল তব পথের পানে,
জীবনে যাহার মুছিলে না আঁখিধার আজি তাহার পাশে কাঁদিও না॥
মরণের কোলে সে গভীর শান্তিতে পড়েছে ঘুমায়ে,
তোমারি তরে গাঁথা শুকানো মালিকা বক্ষে জড়ায়ে
যে মরিয়া জুড়ায়েছে, ঘুমাইতে দাও তারে জাগিও না॥

১২০৭. রাগ : খাম্বাজ-পিলু, তাল : কাহার্‌বা

ঐ পথ চেয়ে থাকি আর কত বনমালী।
করে কানাকানি লোক, দেয় ঘরে পরে গালি॥
মোর কুলের বাঁধন খুলে
হায় ভাসালে অকূলে,
শেষে লুকালে গোকুলে — এ কি রীতি চতুরালি॥

১২০৮. 'শ্রীমতীর মুরলী শিক্ষা'

রাধা ঐ শ্যাম মুরলী বাজায়।
কৃষ্ণ রাধা রাধা বলে ডাকো বাঁশি রাধিকায়॥
রাধা এসেছি রাঙ্গা পায় বড় সাধ মনে বাঁশি শিখিব শ্যামরায়।
যে বাঁশির সুরে হরি কুল ভোলে ব্রজনারী
বাজাতে তেমনি বাঁশি শিখাও হে রাধিকায়॥
কৃষ্ণ : তবে অধরে ধর বাঁশি রাই।
রাধা : যে সুরে হে শ্যামরায় যমুনা উজান ধায় ভোলে রাধা কুলমান লাজ,
শুনি যে মোহন বেণু তৃণ নাহি খায় ধেনু সে সুর শিখাও ব্রজরাজ,
কৃষ্ণ : বাঁশি রাধা নাম সাধা ব'লে শুধু রাধা শ্যাম-নাম কহিতে না জানে'
যতই ডাকিবে শ্যামে ততই সে রাধা নামে ফুকারিবে সুমধুর তানে।
রাধা : তাহে নাই নাই হরি বাধা, আজ আমি শ্যাম তুমি রাধা
কৃষ্ণ : মুরলী হইল শেখা ঐ ডাকে কুহু কেকা
রাই এসো নাচি দুঁহু আনন্দে নূপুর মধুর ছন্দে॥

১২০৯.

ঐ চলে তরুণী গোরী গরবী।
ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন পার —
লালসে ঝরে তার পায় রাঙা করবী॥

চলে বালা দুলে দুলে
এলো খোঁপা পড়ে খুলে,
চাহি ভ্রমর কুসুম ভুলে — তনুর তার সুরভি ॥
নাচের ছন্দে দোলে
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ বেভুল —
মায়া লোক বিহারিনী রচি' চলে ছায়াছবি ॥

১২১০. রাগ : বেহাগ

ঐ নন্দ নন্দিনী দুহিতা, চির-আনন্দিতা।
যেন প্রথম কবির প্রথম লেখা কবিতা ॥
তব চরণের নূপুরধ্বনি
মধুকর গুঞ্জর তোলে যে রণি,
মন মোর ভোলে হেরি তোমারে যে গো ঐ যে যৌবন-গর্বিতা ॥
দোলায় দোদুল দুল তব নৃত্য
আবেশে আকুল হয় মোর চিত্ত,
নৃত্যশেষে তব পায়ে নূপুর
গ্রহ তারকায় রয় আকাশে সুদূর,
সুরলোক উর্বশী তুমি যে আমার রও চির-অনিন্দিতা ॥

১২১১.

ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার হলুদ-রাঙা উত্তরী.
উত্তরী-বায় গো —
ঐ আকাশ-গাঙে পাল তুলে যায় নীল সে পরীর দূর-তরী ॥
তা'র অবুঝ বীণার সবুজ সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে,
ঐ গহন বনের পথটি ঘু'রে — আস্‌ছে দূরে কচিপাতা দূত্ ওরি ॥
মাঠ-ঘাট তার উদাস চাওয়ায় হুতাশ কাঁদে গগন মগন
বেণুর বনে কাঁপ্‌চে গো তার দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন ॥
তার বেতস-লতায় লুটায় তনু
দিগ্বিলয়ে ভুরুর ধনু,
সে পাকা ধানের হীরক-রেণু
নীল নলিনীর নীলিম-অণু — মেখেছে মুখ-বুক্-ভরি ॥

১২১২. রাগ পাহাড়ি, তাল : কাহারবা

ও কে উদাসী আমায় হায়
ডাকে আয় আয়
গোধূলি-বেলায় বাজায়ে বাঁশরি।
তা'র পাহাড়ি সুরে
মোর নয়ন ঝুরে
মম কুল-লাজ গৃহ-কাজ যাই পাশরি' ॥
তা'র সুরের মায়ায় আকাশ ঝিমায়,
চাঁদের চোখে তিমির ঘনায় —
তা'র বিরহে মধুর মোহে জীবন মরণ পলকে বিসরি ॥

১২১৩. রাগ : পিলু, তাল : খেমটা

কূল রাখ না-রাখ সে তুমি সে জান।
গোকুলে তোমার কাজ কূল ভোলানো॥
মহতের পিরিতি বালির বাঁধ সম।
কভু হাতে দাও দড়ি কভু চাঁদ আন॥
কভু তুমি রাধার, চন্দ্রাবলীর কভু
তুমি যখন যা'র তখন তা'র দিকে টান।
রাজার অপরাধের নালিশ কোথায় করি।
তুমি জান শুধু[১] বাঁশিতে মন-ভেজানো॥

১ তুমি শুধু জান।

১২১৪.

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্ রসনা রাধা রাধা বল্,
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বল্॥
যোগে খোঁজেন শিব কৃষ্ণ-গোবিন্দে
ব্রহ্মা পূজেন রাধা-চরণারবিন্দে,
অধরা যুগল চাঁদে ধরিল প্রেমের ফাঁদে গোপ গোপীদল॥
(মোর) শ্রীকৃষ্ণে থাকে যেন অটল মতি
সেই মতি দেন্ মোর রাধা শ্রীমতী,
মন-বৃন্দাবনে ফোটে কৃষ্ণ নামের ফুল —
ঝরায়ে সে-ফুল রাই দেন সবে প্রেম-ফল॥
রাধাকৃষ্ণ বল্ ওরে নর-নারী
সংসার বনে তোরা যেন শুক-সারী,
তার, পরাণে নিত্য রাস-রসের উল্লাস —
যাহার হৃদয়ে দোলে মূরতি যুগল॥

১২১৫

কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি।
যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র-ব্রহ্মা-মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী-ঋষি-সুরাসুর-নর,
এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার পায় নাকো খুঁজি —
আমি জীবনে মরণে যেন সেই নামই ভজি॥
যাঁর অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্ত প্রকাশ
মধু কৈটভ মর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
ন্যায় পাণ্ডবের হলেন সখা সারথি সাজি'
এই পাপ কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারেই খুঁজি॥
যাঁর মুখে গীতা হাতে বাঁশি নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়,
ফেরে প্রেম-যমুনার তীরে চির-রাধিকায় খুঁজি'
মোর মন গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি'॥

১২১৬.

কৃষ্ণ-প্রিয়া লো! কেমনে যাবি অভিসারে?
সে বিরহী রহে মানস সুরধুনী 'পারে॥
সে এ পারে রহে না

পারাপারের অতীত সে, এ পারে রহে না,
এ পারে না, ও পারেও রহে না, কোন পারে রহে না॥
গগনে গুরু গুরু মেঘ গরজে অবিরল বাদল ঝর ঝর ঝরে,
আঁখি-জলে আঁখি তোর টলমল সই অন্তর দুরুদুরু করে।
পথ দেখিবি কেমনে
আঁখি-জলে পিছল আঁখি, পথ দেখিবি কেমনে।
তোর আঁখি পিছল পথও পিছল পথে যাবি কেমনে,
তোর অন্তরে মেঘ, বাহিরে মেঘ পথ দেখিবি কেমনে।
একে কুহু-যামিনী তাহে কুল-কামিনী পথে পথে কালনাগিনী (লো),
আছে আড় পেতে শাশুড়ি ননদিনী লো।
তুই চাতকীর মত কেতকীর মত রাই
মেঘ দেখে মত্ত হইলি ভয় নাই,
যার প্রেমের পথে বাধা বিধির অভিশাপ — সাপেরে সে ভয় করে না॥

১২১৭.

কে এলি মা টুকটুকে লাল রক্ত-চেলি প'রে।
সারা গায়ে আবির মেখে ভুবন আলো ক'রে মা ত্রিভুবন রূপে ভ'রে॥
পায়ে লাল জবার ফুল
কানে ঝুমকো জবার দুল,
লাল শাপলার মালা প'রে দুলিয়ে এলোচুল —
শুভ্র-বরণ শিবকে ফাগের রঙে রঙীন ক'রে॥
ওমা! যোগমায়া, তোর রঙে রসের ব্রজে এলো হোরি,
(তোর) নাচের তালে আনন্দ কুঙ্কুম প'ড়ে ঝরি'।
তোর চরণ-অরুণ রাগে
মা প্রভাত-রবি রাঙে
মণিপুর-কমলে গায়ত্রী জাগে।
(সেই) অনুরাগের রঙীন ধারা পড়ুক বুকে ঝ'রে॥

১২১৮. তাল : তেওড়া

কে বলে মোর মাকে কালো, মা যে আমার জ্যোতির্মতী।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা নিত্য করে যার আরতি॥
কালো রূপের মায়া দিয়ে
মহামায়া রয় লুকিয়ে,
মায়ের শুভ্ররূপ দেখেছে শুভ্র শুচি যার ভকতি॥
যোগীন্দ্র যাঁর চরণ-তলে ধ্যান করে রে যাঁর মহিমা,
দু'টি নয়ন-প্রদীপ জ্বেলে খুঁজি সেই অসীমার সীমা।
সাজিয়ে কালী গৌরী মাকে
পূজা করি তমসাকে,
মায়ের শুভ্ররূপ দেখেছে শুভ্র শুচি যার ভকতি॥

১২১৯.

কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধু কূলে।
মোর ক্ষুদ্র ঘটে এ সিন্ধু-জল কেমন ক'রে নেবো তুলে॥

চতুর্বেদে এই সিন্ধুর জল
ক্ষুদ্র চারিবিন্দু হয়ে করছে টলমল,
এই বাণীরই বিন্দু যে মা গ্রহ তারা গগন মূলে।
ইহারই বেগ ধরতে শিরে, শিবের জটা পড়ে খুলে॥
অনন্তকাল রবি-শশী এই সে-মহাসাগর হ'তে,
সোনার ঘটে রসের ধারা নিয়ে ছড়ায় ত্রিজগতে।
বাঁশিতে মোর স্বল্প এ আধারে
অনন্ত সে-বাণীর ধারা ধরতে কি মা পারে?
শুনেছি মা হয় সীমাহীন ক্ষুদ্র তোর চরণ ছুঁলে॥

১২২০.

কেন ঝুলনাতে একেলা দোলে রাইকিশোরী।
বুঝি মেঘের মাঝে হারিয়ে গেল মেঘ-বরণ হরি॥
সই দধির মাঝে ননী থাকে
মোরা মথন করে আনি তাকে,
মোরা নিঙড়ে মেঘের সাগর, শ্যামে আনব বাহির করি'॥
ঐ কালাকে সই ভালো জানি, জানি তাহার ঢং,
তার কৃষ্ণ রূপের আঁধার খরা শুধু রাধার রং।
যে না থাকিলে রাধার মাঝে
দোলনাতে রাই দুলত না যে
সই মেঘ যদি না থাকে সই কেন চমকায় বিজরী॥

১২২১.

কেন মরিতে আসিলাম যমুনায়, ললিতা কেন বিপরীত হেরিলাম।
কৃষ্ণ-যমুনা-জলে কারে ল'য়ে কুতুহলে জল-খেলা করে ঘনশ্যাম॥
কালো মেঘের যেন খেলে বিজলি
সোনার-প্রতিমার প্রতিবিম্ব কালো জলে
কালো মেঘে যেন খেলে বিজলি।
হিরন্ময়ী জ্যোতির্ময়ী সতিনীর রূপ আমি যত দেখি গো তত মজি সখি গো!
অতি জ্যোতি গর্বিতা যেন পতি সোহাগিনী সতীসম কে এ সতিনী, ললিতে,
মোর শ্যাম অঙ্গে অপরূপ ভঙ্গে আমারই সমুখে করে খেলা, মোরে ছলিতে।
ও কি কায়া না ছায়া!
ও কি কৃষ্ণ রূপের চঞ্চল জল-তরঙ্গ মায়া?
সখি মান ভাঙাতে মোর এসেছিল গোপনে শ্যাম আজি প্রভাতে (সখি),
শ্যাম-তনুমুকুরে হেরিলাম বিরাজে গৌর-বর্ণা নারী অপরূপ শোভাতে।
এলো অভিমান মনে, তাই
মনে হলে যমুনায় ডুবিয়া ললিতা শান্তি 'দি পাই।
এখানেও দেখি সেই গৌরী কিশোরী আছে শ্যামে জড়ায়ে।
(ও কি কায়া না মায়া ও কি কৃষ্ণেরই রঙ্গ না আমারই ছায়া কায়া না মায়া।)
কোন্ দেশে যাব সখি কোন্ খানে পাব শ্যামে একাকী।
আন-নারীরে ছেড়ে কেবল রাধার হয়ে দেবে না দেখা কি (সখী গো)॥

১২২২.

কেন হেরিলাম নব ঘনশ্যাম কালারে কাল্ কালিন্দী-কূলে।
(সে যে) বাঁশরির তানে সকরুণ গানে ডাকিল প্রেম-কদম্ব মূলে॥

কেন কলস ভরিতে গেনু যমুনা-তীরে,
মোর কলস সাথে গেল ভাসি, লাজ-কুল-মান আকুল নীরে।
কলসীর জল মোর নয়নে ভরিয়া সই আসিনু ফিরে॥
সখি হে তোদের সে রাই নাই, গোকুলের রাই গোকুলেই নাই,
এ-কূলে নাই ও-কূলে নাই, গোকুলের রাই গোকুলে নাই।
সে যে হারাইয়া গেছে শ্যামের রূপে লো নবীন নীরদে বিজলি প্রায়।
সে রবি-শশী সম ডুবিয়া গেছে লো সুনীল রূপের গগন-গায়॥
হরি-চন্দন-পঙ্কে লো সখি শীতল ক'রে দে জ্বালা,
দুলায়ে দে গলে বল্লভ-রূপী শ্যাম পল্লব মালা।
নীল কমল আর অপরাজিতার , শেজ্ পেতে দে লো কোমর বিথার
পেতে দে শয্যা পেতে দে, নীল শয্যা পেতে দে পেতে দে!
আমার শ্যামের স্মৃতির নীল শিখী-পাখা, চূড়া বেঁধে কেশে গেঁথে দে!
পরাইয়া দে লো সখি অঙ্গে নীলাম্বরী, জড়াইয়া কালো বরণ আমি যেন মরি॥

১২২৩.

কেহ বলে তুমি রূপ সুন্দর, কেহ বলে তুমি জ্যোতি!
আমি জানি প্রভু তুমি যে আমার চির-জনমের পতি॥
কেহ বলে তুমি চিরদিন দূরে রহ
কেহ বলে, আছে অন্তরে অহরহ,
যার যাহা সাধ ডাকে সেই নামে (প্রভু) তোমার নাহিক ক্ষতি॥
অন্ধ দেখে না চন্দ্র-সূর্য তবু জানে আলো আছে,
(আমি) দেখিনি, তবুও তোমার প্রকাশ সহজ-আমার কাছে।
রূপ কি অরূপ কাহারেও নাহি দুষি,
নাই দেখি ফুল সুরভি পেয়েই খুশি,
(আমি) অঞ্জলি ভরি' অমৃত চাই, পাত্রে নাহিক মতি॥

১২২৪. রাগ : পাহাড়ি, তাল : কাহারবা

কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান্, সে যে রে তোরই মাঝে রয়,
চেয়ে দেখ সে তোরই মাঝে রয়।
সাজিয়া যোগী ও দরবেশ খুঁজিস্ যায় পাহাড় জঙ্গলময়॥
আঁখি খোল্ ইচ্ছা-অন্ধের দল নিজেরে দেখ্ রে আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে নিরাকার তাঁহার পরিচয়॥
ভাবিস্ তুই ক্ষুদ্র কলেবর, ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন রহে সে বিশ্ব-চরাচর।
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর বেহেশ্‌তে স্বর্গে কোথাও নয়॥
এই তোর মন্দির-মস্‌জিদ এই তোর কাশী-বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন!
এই তোর মক্কা-মদিনা, জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়॥

১২২৫.

কোন্ কুসুমে তোমায় আমি পূজিব নাথ বল বল।
তোমার পূজার কুসুম-ডালা সাজায় নিতি বনতল॥
কোটি তপন চন্দ্র তারা
খোঁজে যাঁ'রে তন্দ্রাহারা,
খুঁজি তাঁ'রে ল'য়ে আমার, ক্ষীণ এ-নয়ন ছলছল॥

বিশ্ব-ভুবন দেউল যাহার
কোথায় রচি মন্দির তাঁর,
লও চরণে ব্যথায়-রাঙা আমার হৃদয়-শতদল ॥

১২২৬.

কোন রস-যমুনার কূলে বেণু-কুঞ্জে
হে কিশোর বেণুকা বাজাও।
মোর অনুরাগ যায় সেথা, তনু যেতে নারে,
তুমি সেই ব্রজের পথ দেখাও ॥
মোর অন্ধ আঁখি কাঁদে চাঁদের তৃষায়
তব পানে হাত তুলে[১] রাত কেটে যায়,
বঁধু, এই ভিখারিনী সেই মাধুকরী চায় —
মধুবনে, গোপীগণে যে মধু দাও ॥
প্রেমহীন-নীরস জীবন ল'য়ে
পথে পথে ফিরি বৈরাগিনী হয়ে,
বুঝি আমি চাই তব প্রেম নাহি পাই —
কৃপা কর প্রেমময়, তুমি মোরে চাও ॥

১ চেয়ে

১২২৭.

কেন আজ নতুন ক'রে পরাণ তোমারে পাইতে চায়।
এত কাছে আছো তবু কেন বুকে অসহ বিরহ হায় ॥
রূপ-সরসীতে ফুটালে পদ্মিনী বঁধু
দিলে সুরভি রসঘন মধু,
তবু শীর্ণা তনু কেন চায় গোধূলি রাঙা-শাড়ি —
আল্‌তা পরিতে কেন সাধ যায় ॥
বনশ্রী কাঁদে প্রেম কণ্ঠ জড়ায়ে ওলো নিরাভরণা
অথই জলে কাঁদে প্রেম ঘন কমল খোঁপায় কেন পর না,
কেন তব সুরের কপোতী মুক্তামালা চুড়ি কাঁকন পরায় ॥

১২২৮. রাগ : বেহাগ-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

কেন উচাটন মন পরাণ এমন করে।
কেন কাঁদে গো বধূ বঁধুর বুকে বাসরে ॥
কেন মিলন-রাতে
সলিল আঁখি-পাতে,
কেন ফাগুন-প্রাতে সহসা বাদল ঝরে ॥
ডাকিলে অনুরাগে
কেন বিদায় মাগে
(কেন) মরিতে সাধ জাগে — পিয়ার বুকের 'পরে ॥
ডাকিয়া ফুলবনে
থাকে সে আন্‌মনে,
কাঁদায়ে নিরজনে — কাঁদে সে নিজের[১] তরে ॥
কবি, তোরে কে কবে
সাধিল বেণুর রবে,
ধরিতে গেলি যবে — বিঁধিল কুসুম-শরে ॥

১. কিসের

১২২৯. নাটক : 'আলেয়া'

কেন ঘুম ভাঙালে প্রিয় যদি ঠেলিবে পায়ে
বৃথা বিকশিত কুসুম কি যাবে শুকায়ে,
একা বন-কুসুম ছিনু বনে ঘুমায়ে ॥
ছিল পাশরি' আপন-বেভুল কিশোর-হিয়া,
বধূর বিধুর-যৌবন কে দিলে জাগায়ে ॥
প্রিয় গো প্রিয় —
আকাশ-বাতাস কেন ব্যথার রঙে তুমি দিলে রাঙায়ে ॥

১২৩০.

কেন চঞ্চল অঞ্চল দুলিয়া ওঠে রহি' রহি'।
মুহু মুহু কুহু কুহু কুহু যে কহে এলে কে বিরহী ॥
কেন নূপুর বেজে ওঠে ছন্দে
দোলা লাগে অঙ্গে আনন্দে,
দখিন হাওয়া কেন অধীর হল হেন —
কুসুমের কানে যায় কি কথা কহি' ॥

১২৩১. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা/কাহারবা

কেন নিশি কাটালি অভিমানে।
ডুবে গেল চাঁদ দূর বিমানে ॥
মান-ভরে চাতকী এ বাদলে
মিটালি না পিয়াসা মেঘ-জলে,
কোথা রবে এ মেঘে কেবা জানে ॥
রহে চাঁদ দূরে অমা নিশীথে
তবু ফোটে কুমুদী সরসীতে,
রহে চাহি' কলঙ্কী শশী-পানে ॥
যে ফাগুনে ফুল ফুটিল রাতে
রবে না সে-ফাগুন কালি প্রাতে,
যে ফুটিল না, সে শুকাবে বাগানে ॥

১২৩২. নাটক : 'আলেয়া'

কেন বারে বারে আমি এসে' ফিরে যাই তাহারি দুয়ারে।
পাষাণ ভাঙিয়া বহিবে গো কবে নির্ঝর শত ধারে ॥
পাষাণে গঠিত দেবতা বলিয়া গলে না হিয়া হায়,
বৃথা বেদীতলে কুসুম শুকায় দেউল আঁধারে ॥

১২৩৩. নাটক : 'আলেয়া' (মদালসার গান)

কেন রঙীন নেশায় মোরে রাঙালে
কেন সহজ ছন্দে যতি ভাঙালে ॥
শীর্ণা তনুর মোর তটিনীতে কেন
আনিলে ফেনিল জল-উচ্ছ্বাস হেন,
পাতাল-তলের ক্ষুধা মাতাল এ যৌবন —
মদির-পরশে কেন জাগালে ॥

১২৩৪.

কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর।
মিটিল না সাধ উঠিল না চাঁদ ফিরিল কেঁদে চকোর॥
শিয়রের দীপ নিভিয়া আসে
ভোরের বাতাস কাঁদে হতাশে,
মালার ফুল ঝরে নিরাশে — যেন মোর আঁখি লোর॥
আমার নয়নে নয়ন রাখি'
চাহে শুকতারা ছলছল আঁখি,
পাপিয়ার সনে পিয়া পিয়া ডাকি — এসো এসো চিতচোর॥

১২৩৫. রাগ : পিলু-বারোয়াঁ, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

কোকিল, সাধিলি কা বাদ।
নিশি অবসান হল না মিটিতে সাধ॥
মিলনের মোহ কেন
ডাকিয়া ভাঙিলি হেন,
তুই রে সতিনী যেন — চন্দ্রাবলীর ফাঁদ॥
সারা নিশি অভিমানে
চাহিনি শ্যামের পানে,
জেগে দেখি কুহু-তানে — নাহি শ্যামচাঁদ॥
ননদিনী কুটিলা কি
পাঠায়েছে তোরে পাখি,
সুরের বাসরে ডাকি' — আনিলি বিষাদ॥

১২৩৬.

কোন্ অজানা জনে দিব প্রাণ মোর
নেবে আমার মালা সে-কোন কিশোর॥
কাহার লাগি' একেলা জাগি
কোথা সে আমার প্রেম-অনুরাগী,
কোন্ কাননে রয় সে বনমালী চোর॥
পরি' বধূর সাজ ভুলিয়া কুল লাজ
বৃথা আছি ব'সে কোথা হৃদয়-রাজ,
মম যৌবন-নিশি জেগে হল ভোর॥

১২৩৭. রাগ : ভৈরবী মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

কোন্ দূরে ও-কে যায় চ'লে যায়, স ফিরে ফিরে চায় করুণ চোখে।
তার স্মৃতি মেশা হায়, চেনা-অচেনায় তারে দেখেছি কোথায়
যেন সে-কোন্ লোকে॥
শুনি স্বপ্নে তারি যেন বাঁশি মন-উদাসী
তারি বার্তা আসে নব মধু-মাসে, পলাশ অশোকে॥
কৃষ্ণচূড়া তার মালা লুটায় — চৈত্র-শেষে বনের ধূলায়
কান্না-বিধুর তার ভৈরবী সুর প্রভাতী তারায় অশ্রু ঘনায়,
চির-বিরহী চিনি ওকে॥

১২৩৮. রাগ : জংলা, তাল : কাহার্‌বা

কোন্ বন হ'তে করেছ চুরি হরিণ-আঁখি (গো ঐ)।
যেন আননে বেঁধেছে বাসা কানন-পাখি (ভীরু)॥
চুরি করা ঐ নয়ন কি তাই ভয় এত চোখে।
নীল সাগর বলে, ডাগর ও-চোখ আমারি নাকি॥
চিরকালের বিজয়িনী ও-উজল নয়নে।
(তুমি) দু'ধারী তলোয়ার রেখেছ জহর মাখি'॥
পুড়িল মদন তোমার ঐ চোখের দাহে।
সে গেছে তোমার ঐ চোখে তার ফুল-বাণ রাখি'॥

১২৩৯. নাটক : 'বন্দিনী বিরহিনী সীতা'

কোন্ সে-সুদূর অশোক-কাননে বন্দিনী তুমি সীতা।
আর কতকাল জ্বলিবে আমার বুকে বিরহের চিতা॥
সীতা — সীতা!!
বিরহে তোমার অরণ্যচারী
কাঁদে রঘুবীর বল্কলধারী,
ঝরা চামেলির অশ্রু ঝরায়ে ঝুরিছে বন-দুহিতা॥
সীতা — সীতা!!
তোমার আমার এই অনন্ত অসীম বিরহ নিয়া,
কত আদি কবি কত রামায়ণ রচিবে, কে জানে প্রিয়া!
বেদনার সুর-সাগর তীরে
দয়িতা আমার এসো এসো ফিরে,
আবার আঁধার হৃদি-অযোধ্যা হইবে দীপান্বিতা॥
সীতা — সীতা!!

১২৪০. রাগ : ভৈরবী মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

খোদার হবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে।
ঝুঁকে' প'ড়ে আর্শ কুর্শী, চাঁদ সুরয তাঁয় দেখতে আসে॥
ভেঙে পড়ে মূরত মন্দির, লা'ত মানাত, শয়তানী তখ্‌ত্,
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উঠিছে তক্‌বীর আকাশে॥
খুশির মউজ তুফান তোরা দেখে যা মরুভূমে,
কোহ-ই-তুরের পাথরে আজ বেহেশ্‌তী ফুল ফুটে' হাসে॥
য়েতিম-তারণ য়েতিম হয়ে এলো রে এই দুনিয়ায়,
য়েতিম মানুষ-জাতির ব্যথা নৈলে বুঝ্‌ত না সে॥
সূর্য ওঠে, ওঠে রে চাঁদ, মনের আঁধার যায় না তায়,
হৃদ-গগন যে কর্‌ল রওশন্, সেই মোহাম্মদ ঐ রে হাসে।
আপন পুণ্যের বদ্‌লাতে যে মাগিল মুক্তি সবার,
উম্মতি উম্মতি ক'য়ে দেখ্ আঁখি তাঁর জলে ভাসে॥

১২৪১.

খোদার রহম চাহ যদি নবীজীরে ধর।
নবীজীরে মুর্শিদ কর নবীর কলমা পড়॥
আল্লা যে ভাই অসীম সাগর
কয়জন জানে তাঁহার খবর,
(যদি) এ সাগরে যাবে, নবী নামের নায়ে চড়॥

নবীর সুপারিশ বিনা আল্লার দরবারে কেউ যেতে নাহি পারে,
ও ভাই আল্লা যেন সুর সেই সুরে সুমধুর বাজে নবীর বীণা তারে।
আল্লা নামের ঝিনুকে ভাই মুক্তা যেন নবী
আল্লা নামের আসমানে ভাই নবী যেন রবি,
প্রিয় মোহাম্মদের নামরে ভাই আল্লা তালার চাবি
খোদা দয়া করবেন সদা নবীরে সার কর॥

১২৪২. নাটিকা : 'বিজয়া'

খড়ের প্রতিমা পূজিস্ রে তোরা, মাকে ত' তোরা পূজিস্ নে!
প্রতি মা'র মাঝে প্রতিমা বিরাজে (ঘরে ঘরে ওরে)
হায় রে অন্ধ, বুঝিস্ নে॥
বছর বছর মাতৃ পূজার ক'রে যাস্ অভিনয়
ভীরু সন্তানে হেরি লজ্জায় মাও যে পাষাণময়,
মাকে জিনিতে সাধন-সমরে সাধক ত'কেহ বুঝিস্ নে।
মাটির প্রতিমা গ'লে যায় জলে, বিজয়ায় ভেসে যায়,
আকাশে-বাতাসে মা'র স্নেহ জাগে অতন্দ্র করুণায়।
তোরই আশে-পাশে তাঁর কৃপা হাসে —
কেন সেই পথে তাঁরে খুঁজিস্ নে॥

১২৪৩. রাগ : দেবগান্ধার

খেলে নন্দের-আঙিনায় আনন্দ দুলাল।
রাঙা চরণে মধুর সুরে বাজে নূপুর-তাল॥
নবীন নাটুয়া বেশে
নাচে কভু হেসে হেসে,
যাশোমতীর কোলে এসে দোলে কভু গোপাল॥
'ননী দে' বলিয়া কাঁদে কভু রোহিনী-কোলে,
জড়ায়ে ধ'রে কদম তরু তমাল-ডালে দোলে।
দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে
বাজায় মুরলী ল'য়ে,
কভু সে চরায় ধেনু বনের রাখাল॥

১২৪৪.

খেলো না আর আমায় নিয়ে, প্রিয় অলস খেলা।
নিঠুর খেলা খেল এবার ফুরায় খেলার বেলা॥
(তুমি) অন্ধকারের আড়াল হতে
লও হে টানি' বাহির পথে
চঞ্চলতার বিপুল স্রোতে, দাও ভাসাতে ভেলা॥
(তুমি) সবার চেয়ে ভালোবাসো, আঘাত যারে হানো,
স্মরণ যারে করো তারে মরণ টানে টানো॥
ঠাই যারে দাও চরণ-তলে
ভোলাও না তায় সুখের ছলে,
মালার নামে দাও না গলে তোমার অবহেলা॥

১২৪৫. রাগ : কামোদ-শ্রী, তাল : দাদ্‌রা

খর রৌদ্রের হোমানল জ্বালি' তপ্ত গগনে জাগি।
রুদ্র তাপস সন্ন্যাসী বৈরাগী॥

সহসা কখন বৈকালী ঝড়ে
পিঙ্গল মম জটা খু'লে পড়ে,
যোগী শঙ্কর প্রলয়ঙ্কর জাগে চিত্তে ধেয়ান ভাঙি'[1] ॥
শুষ্ক কণ্ঠে শ্রান্ত ফটিক জল
ক্লান্ত কপোত কাঁদায় কানন-তল,
চরণে লুটায় তৃষিতা ধরণী আমার শরণ মাগি' ॥

১ মম চিত্তে মাতে নৃত্যে যোগী শঙ্কর ধ্যান ভাঙি।

১২৪৬.

খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা।
কাঁদিও না, কাঁদিও না — তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা ॥
খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে
খেলা শেষ হলে এসো[1] মোর কাছে,
প্রেম-যমুনার তীরে ব'সে রব লইয়া শূন্য ভেলা ॥
যাহারা আমার বিচার করেছে — ভুল করিয়াছে জানি,
তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গানখানি।
হই কলঙ্কী, হোক মোর ভুল
বালুকার বুকে ফুটায়েছি ফুল,
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে-কথা — হানো যত অবহেলা ॥

১ যেও

পাঠান্তর

খেলা শেষ হল, শেষ হয় নাই বেলা।
কাঁদিও না, কাঁদিও না — তব তরে রেখে গেনু প্রেম-আনন্দ মেলা।
খেলো খেলো তুমি আজো বেলা আছে
খেলা শেষ হলে এসো মোর কাছে,
প্রেম-যমুনার তীরে ব'সে রব লইয়া শূন্য ভেলা ॥
যাহারা আমার বিচার করেছে আর তাহাদের কেহ,
দেখিতে পাবে না কলঙ্ক কালিমাখা মোর এই দেহ।
হই কলঙ্কী হোক মোর ভুল
পৃথিবীতে আমি এনেছি গোকুল,
তুমিও ভুলিতে নারিবে সে-কথা হানো যত অবহেলা ॥

[গানটি ১৯৬৫ সালে জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে রেকর্ডের সময় প্রশিক্ষক কমল দাশগুপ্ত বাণীর কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। যথা : ১ খেলা শেষ হলে যেয়ো, যেয়ো মোর কাছে,
২. হোক অপরাধ হোক মোর ভুল]

১২৪৭.

গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে — কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবনে।
থির সৌদামিনী রাধিকা দোলে নবীন ঘনশ্যাম সনে;
দোলে রাধা শ্যাম ঝুলন-দোলায় দোলে আজি শাওনে ॥
পরি' ধানী রং ঘাগরি, মেঘ রং ওড়ানা
গাহে গান, দেয় দোল্ গোপীকা চল-চরণা,
ময়ূর নাচে পেখম খুলি' বন-ভবনে ॥
গুরু গম্ভীর মেঘ-মৃদঙ্গ বাজে আঁধার অম্বর তলে,
হেরিছে ব্রজের রসলীলা অরুণ লুকায়ে মেঘ-কোলে।
মুঠি মুঠি বৃষ্টির ফুল ছুঁড়ে হাসে
দেব-কুমারীরা হেরে অদূর আকাশে,
জড়াজড়ি করি' নাচে, তরুলতা উতলা পবনে ॥

১২৪৮.

গঙ্গার বালুতটে খেলিছে কিশোর গোরা।
চরণতলে চলে পুলকে বসুন্ধরা॥
পড়িল কি রে খসি
ভূতলে রাকা শশী
ঝরিছে অঝোর ধারায় রূপের পাগল-ঝোরা॥
শ্রীমতি ও শ্রীহরি খেলিছে এক অঙ্গে,
দেব-দেবী নর-নারী গাহে স্তব এক সঙ্গে।
গঙ্গায় জোয়ার জাগে
তাহারি অনুরাগে,
ফিরে এলো কি নদীয়ায় ব্রজের ননী-চোরা॥

১২৪৯.

গভীর ঘুম ঘোরে স্বপনে শ্যাম-কিশোরে হেরে' প্রেমময়ী রাধা।
রাধারে ত্যজিয়া আঁধার নিশীথে চন্দ্রার সাথে বাঁধা। (শ্যাম-চাঁদ)
যেন চাঁদের বুকে কলঙ্ক গো নির্মল শ্যাম-চাঁদের বুকে চন্দ্রা যেন কলঙ্ক গো॥
অরুণ নয়ানে মলিন বয়ানে জাগিল অভিমানিনী
(ভাবে) রাধার হৃদয় আধার যাহার সে কেন ভজে কামিনী।
শ্রীরাধার মান ভয়হীন, তাই শ্রীরাধা অভিমানিনী,
পরম শুদ্ধ প্রেম শ্রীরাধার, নির্ভয় অভিমানিনী॥
কৃষ্ণকেও সে ভয় করে না, নির্ভয় অভিমানিনী রাধা বুঝতে নারে গো
চির-সরল অমৃতময় গরল কেন হয় বুঝতে নারে গো।
কাঁপে থরথর সারা কলেবর, ভাবে রাধা একি বিপরীত।
প্রেম ভিক্ষু কহে, বুঝি বুঝিবার নহে চঞ্চল শ্যামের রীত॥
বোঝা যে যায় না চঞ্চল শ্যামের রীত
অবুঝ মনের বোঝা যায় না তাতে তবু কখন সে রাধার, কখন সে চন্দ্রার॥

১২৫০. রাগ : পিলু মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

গত রজনীর কথা পড়ে মনে রজনীগন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন-মালিকা জড়ায়ে ছিল সে কবরী-বন্ধে॥
বাহুর বল্লরী জড়ায়ে তার গলে
আধেক আঁচলে বসেছি তরুতলে,
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥
মুখরা 'বউ কথা কও' ডেকেছে বকুল-ডালে,
লাজে ফুটেছে লালী গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মেটেনি আজো যে সই
জাগিছে তা'রি স্মৃতি চাঁদের কপোলে ঐ,
কাঁদিছে নন্দন আজি নিরানন্দে॥[১]

১ হাসিছে নন্দন আজি পরমানন্দে॥

১২৫১. রাগ : রবিকোষ, তাল : ত্রিতাল

গভীর রাতে জাগি' খুঁজি তোমারে।
দূর গগনে প্রিয় তিমির-'পারে॥

জেগে যবে দেখি বঁধু[১] তুমি নাই কাছে
আঙিনায় ফুটে' ফুল ঝ'রে প'ড়ে আছে,
বাণ-বেঁধা পাখি সম আহত এ প্রাণ মম —
লুটায়ে লুটায়ে কাঁদে অন্ধকারে॥
মৌনা নিঝুম ধরা, ঘুমায়েছে সবে,
এসো প্রিয়, এই বেলা বক্ষে নীরবে।
কত কথা কাঁটা হ'য়ে বুকে আছে বিঁধে
কত অভিমান কত জ্বালা এই হৃদে,
দেখে যাও এসো প্রিয়[২] কত সাধ ঝ'রে গেল —
কত আশা ম'রে গেল হাহাকারে॥

১ হায় ২ দেখিবে এসো প্রিয়

১২৫২.

গম্ভীর আরতি নৃত্যের ছন্দে।
হে প্রভু! তোমারে প্রকৃতি বন্দে॥
চন্দ্র সূর্য কত শত গ্রহ তারা
তোমারে ঘিরি' নাচে প্রেমে মাতোয়ারা,
অনন্ত কাল ঘোরে ধূমকেতু উল্কা আগুন জ্বালায়ে বুকে উগ্র আনন্দে
লীলায়িত সিন্ধু অবোধ[১] উল্লাসে[২],
মেঘ হ'য়ে উড়ে যেতে চায় তব পাশে।
নব নব সৃষ্টি বৃষ্টিধারার প্রায়
সেই ছন্দের তালে অবিরাম ঝ'রে যায়,
ধরণীর গোপান অনুরাগ ভক্তি ফুটে ওঠে নীরব পুষ্প-সুগন্ধে॥

১ প্রেম ২ ভাব উল্লাসে

১২৫৩.

গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
গাও দেহমন শুক সারি, গাও রে ব্রজের নরনারী
গাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
গাও তাঁরি নাম যমুনার বারি
গাও কুহু কেকা ধেনু বন-চারী,
গাহরে শ্রীদাম গাহ সুদাম॥
গাহ রে সজল শ্যামল গগন
কদম্ব-তরু তমাল কানন,
গাহ রে ভ্রমর মাধবী-লতা কৃষ্ণ-কথা, শ্রবণ অভিরাম॥
গাহ লো বিশাখা, গাহ লো ললিতা
গাহ শ্যাম-দয়িতা চন্দ্রাবলী (শ্যাম নাম),
গাহ লো চন্দ্রাবলী,
ভুবন ছাপিয়া গগন ব্যাপিয়া উঠুক কাঁপিয়া নাম-কাকলি।
(শ্যাম-নাম কাকলি।) তোরা গেয়ে যা গেয়ে যা।
হয়ে শ্যাম-নামে বিবাগী পথে পথে ধেয়ে যা।
ঘনশ্যাম পল্লবে মনো-বন ছেয়ে যা।
বহিয়া যাক শ্যাম-নাম সুরধুনী
মধুর হোক মৃত্যু শ্যাম নাম শুনি'॥

১২৫৪.

গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম।
মহাকাল যে নামের করে প্রাণায়াম ॥
যে নামের গুণে কংস কারার খোলে দ্বার।
বসুদেব যে নামে যমুনা হ'ল পার।
যে নাম মায়ায় হল তীর্থ ব্রজধাম ॥
দেবকীর বুকের পাষাণ গলে,
যে নাম দোলে যশোদার কোলে।
যে নাম ল'য়ে কাঁদে রাই রসময়ী,
কুরুক্ষেত্রে যে নামে হল পাণ্ডব জয়ী।
গোলকে নারায়ণ ভূলোকে রাধাশ্যাম ॥

১২৫৫.

গাহে আকাশ পবন নিখিল ভুবন (গাহে) তোমারই নাম।
সাগর নদী বন উপবন (গাহে) তোমারই নাম ॥
মধুর তোমার গানের নেশায়
ঘোর লাগে ঐ গ্রহ-তারায়,
অনন্ত কাল ঘুরিয়া বেড়ায় -- ঘিরি' অসীম গগন ॥
তোমার প্রিয় নামে, হে বঁধু,
ফুলের বুকে পুরে মধু।
তোমার নামের মাধুরী মাখি'
গান গেয়ে যায় বনের পাখি,
নিখিল পাগল ও নাম ডাকি' -- কোটি চন্দ্র তপন ॥

১২৫৬.

গুরুমন্ত্র তোমার উঠল জ্ব'লে হোমের শিখার মত।
এই নিমেষে ভস্ম হ'ল পাপ-তাপ মোর যত।
চির-আঁধার ছিল আমার হিয়া
তুমি এলে মন্ত্র-প্রদীপ নিয়া,
হল চকিতে সেই দীপালোকে মনের আঁধার গত ॥
উজ্জ্বল মোর মন-দেউলে কোন্ সে আদি ঋষি,
গভীর উদার মন্ত্র তোমার জপে দিবা-নিশি।
রিপু দানব যথা ক'রত বাস
সেই মন হ'ল আজ আনন্দ-কৈলাস,
সে-কৈলাসে তুমি শিব, আমি দীন প্রণত ॥

১২৫৭.

গোঠের রাখাল, বলে দে রে কোথায় বৃন্দাবন।
(যথা) রাখাল-রাজা গোপাল আমার খেলে অনুক্ষণ ॥
(যথা) দিনে রাতে মিলন-রাসে
চাঁদ হাসে রে চাঁদের পাশে,
(যা'র) পথের ধূলায় ছড়িয়ে আছে শ্রীহরি-চন্দন ॥
(যথা) কৃষ্ণ-নামের ঢেউ ওঠে রে সুনীল যমুনায়,
(যা'র) তমাল-বনে আজো কানুর নূপুর শোনা যায়।
আজো যাহার কদম-ডালে

বেণু বাজে সাঁঝ-সকালে,
নিত্য লীলা করে যথা মদন-মোহন ॥

১২৫৮. রাগ : মেঘ, তাল : ত্রিতাল
গগনে সঘন চমকিছে দামিনী
মেঘ-ঘন-রস রিমঝিম বরষে।
একেলা ভবনে বসি' বাতায়নে
পথ চাহে বিরহিণী কামিনী ॥
পূবালী পবন বহে দাদুরী ডাকে,
অভিসারে চলে খুঁজে' কাহাকে।
বৈরাগিনী সাজে উন্মনা যামিনী ॥

১২৫৯.
গাগরী ভরণে চলে চপলা ব্রজনারী
যৌবন-লাবনি অঙ্গে বিথারি'।
কাজল-কালো নয়ন গরল মাখানো বাণ,
চকিত চাহনি হানে চতুরা শিকারী ॥
চঞ্চল-অঞ্চল উড়ায়ে সাঁঝের বায়
আধো আলো আধো ছায়া লুকোচুরি খেলে যায়,
রাঙা তপন হেসে লুকায় লতার পাশে কাঁদে দরশ-ভিখারী ॥

১২৬০. রাগ : মালগুঞ্জ
গুঞ্জা-মঞ্জরী-মালা।
অঞ্চলে শুকায় অভিমানে কালা ॥
সহিতে পারি না আর তোমার বিরহ
ধর গিরিধারী মোর বেদনা অসহ,
ভোলাও নীরদ-ঘন-শ্যাম-কৃষ্ণ! তৃষ্ণার জ্বালা ॥

১২৬১. তাল : দাদ্‌রা
গুণ্ঠন খোলো পারুল মঞ্জরী।
বল গো মনের কথা বনের কিশোরী ॥
চৈতালী চাঁদের তিথি যে ফুরায়
কাঁদিয়া কোয়েলিয়া পরদেশে যায়,
মধুমাখা নাম তব, মধুকর গায় মৃদুল গুঞ্জরি ॥
বনমালী নিতি আসি' ভাঙায় ঘুম
বনদেবী গাহে জাগো দুলালী কুসুম,
কত মল্লিকা বেলি বকুল চামেলি
বিলায়ে সুবাস হের গিয়াছে ঝরি' ॥

১২৬২.
গান ভুলে যাই, মুখ পানে চাই, সুন্দর হে (সুন্দর মোর!)।
তব নয়ন পানে চাহি' কণ্ঠের সুর কাঁপে থর থর হে (সুন্দর মোর!) ॥
তোমার অনুরাগে, ওগো বুলবুল্
মোর গানের লতায় ফোটে কথার ফুল,
অশ্রু হয়ে সেই ফুল তব পায়ে ঝরিতে চায় ঝর ঝর হে ॥
এ নহে গান প্রিয়, কান্না এ যে তব বিরহে,
অন্তর-শিলাতলে রোদনের সুরধুনী সুর হয়ে বহে।

প্রিয়, এ নহে গানের ছন্দ,
এ যে আনন্দে-বিষাদে মনের দ্বন্দ্ব,
(এ যে) রাগিণীর তলে তব অনুরাগিণীর মর্মের ক্রন্দন-বিলাপ মর্মর হে॥

১২৬৩. রাগ: মাঢ়-খাম্বাজ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝগগনে।
মিলনের বাজে বাঁশি আজি বিদায়ের লগনে॥
এতদিন কেঁদে কেঁদে ডেকেছি নিঠুর মরণে
আজি যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥
আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে।
হইল ধন্য প্রিয় মরণ-তীর্থ মম
সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে শেষ জীবনে,
এলে কে মোর সাঁঝ গগনে॥

১২৬৪.

গোধূলির শুভ লগন এনে সে কেন বিদায়ের বাঁশি বাজায়।
ওর মিলনের মালা ভালো লাগে না বুঝি গো, ও-শুধু বিরহের অশ্রু চায়॥
কে জানিত ও-বিরহ-বিলাসী
সকালের ফুল চায়, সন্ধ্যায় উদাসী,
দিনে যে ধরা দেয় দীনের মতন রাতে সে শূন্যে কেন মিশে যায়॥
ঘরে এনে কেন ভোলাতে চায় ঘর
আত্মা জড়ায়ে কাঁদে, আত্মীয়ে করে পর,
প্রেম-কৃপা-ঘন সে নাকি সুন্দর — কেন তবে অসহ দুঃখ দিয়ে কাঁদায়॥

১২৬৫.

গ্রামের শেষের মাঠের পথে গান গেয়ে কে যায়
একা বাউল আনমনা।
তার সুরে সবুজ ধানের ক্ষেত্রে ঢেউ খেলিয়া যায়
গায় সাথে চপল-ঝরনা॥
চলে নূপুর মুখর পায়
সুর বাজিয়ে একতারায়,
তাথৈ তাথৈ হাততালি দেয় সাথে তালবনা॥
শান্ত নদীর কূলে হঠাৎ জোয়ার উঠে দুলে,
বালুচরে চমকে চখা চাহে নয়ন তুলে।
ওঠে রেঙে আকাশ কোল্
লাগে শাখায় শাখায় দোল্ লাগে দোল্,
মনের মাঝে এঁকে সে যায় সুরের আল্‌পনা॥

১২৬৬. রাগ : দেশ, তাল : ত্রিতাল

ঘন গগন ঘিরিল ঘন ঘোর।
শাওন-ধারা ঘন-শ্যাম-বরণ চরণ লাগি' ঝর ঝরে অঝোর্॥
কুহু কেকা গাছে চম্পা শাখে (গো)
বিরহী বেণু ডাকে প্রিয়তমাকে[১] (গো),
মেঘ-মাঝে খুঁজে ফিরে সৌদামিনী কোথা লুকালো প্রিয়-ঘন চিতচোর॥

রহে না মন ঘরে অন্ধকারে
অভিসারে যেতে চায় বন-'পারে,
ঝুরে মৌন ব্যথায় কাননে কেতকী কাঁদে চিত-চাতকী কোথা শ্যাম কিশোর ॥

১ কাহাকে

১২৬৭. রাগ : দেশ জয়জয়ন্তী, তাল : একতাল

ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে ঘনশ্যাম ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়।
ধরিতে ধরার ভার নাশিতে এ হাহাকার আরবার এসো এ ধরায় ॥
নিখিল মানবজাতি কলহ ও দ্বন্দ্বে
পীড়িত শ্রান্ত আজি কাঁদে নিরানন্দে,
শঙ্খপদ্ম হাতে এ ঘোর তিমির-রাতে তিমির-বিদারী এসো অরুণ-প্রভায় ॥
বিদূরিত কর এই নিরাশা ও ভয়, মানুষে মানুষে হোক প্রেম অক্ষয়।
কলিতে দলিতে এসো এই দুখ-পাপ-তাপ আন[১] বর সুন্দর, শেষ হোক অভিশাপ,
গদা ও চক্র করে অরিন্দম এসো, হত-মান দুর্বল মাগিছে সহায় ॥

১ দেহ

১২৬৮.

ঘনশ্যাম কিশোর নয়ন-আনন্দ
ব্রজপুর চন্দ শ্রী ব্রজপুর চন্দ।
বনমালা-ভূষিত কৌস্তুভ শোভিত
শ্রীচরণে ঝংকৃত নূপুর-ছন্দ ॥
অলকা-তিলক-ধারী কানন-বিহারী
শিরে শিখী-পাখা বামে রাধা-প্যারী,
বিকশিত ফুলে যাঁর তনুর সুগন্ধ ॥
কদম্ব-মূলে যমুনার কূলে
বাঁশরি বাজায়ে নাচে হেলে দুলে,
যাঁর প্রেমে গোপিনীরা কেঁদে হ'ল অন্ধ ॥
সেই হরি মম, সখা প্রিয়তম
(সে) হৃদয়ে উদয় হ'য়ে হাসে মৃদু-মন্দ ॥

১২৬৯. 'সতী'

ঘর ছাড়াকে বাঁধতে এলি কে মা অশ্রুমতী!
লীলাময়ী মহামায়া দাক্ষায়ণী সতী ॥
কে মাগো তুই কার দুলালী
যোগীন্দ্রেরও যোগ ভুলালি,
তোর ছোঁওয়াতে স্নিগ্ধ হ'ল শিবের তপের জ্যোতি ॥
সৃষ্টিরে তোর বাঁচাতে মা করিস্ কতই রঙ্গ,
তোর মায়াতে শঙ্করেরও ধ্যান হ'ল তাই ভঙ্গ।
শুদ্ধ শিবে মুগ্ধ ক'রে
চঞ্চলা তুই গেলি স'রে,
হরের যদি জ্ঞান হরিস্ মা মোদের কোথায় গতি।
আমরা যে তোর মায়ায় অন্ধ জীব দুর্বল মতি —
ওমা কোথায় মোদের গতি ॥

১২৭০.

ঘন ঘোর বরিষণ মেঘ-ডমরু বাজে
শ্রাবণ রজনী আঁধার।

বেদনা-বিজুরি-শিখা রহি' রহি' চমকে
মন চাহে প্রেম অভিসার ॥
কোথা তুমি মাধব কোথা তুমি শ্যামরায়?
ঝরিছে নয়ন-বারি অঝোর ধারায়,
কদম-কেয়া-বনে
ডাহুকী আনমনে —
সাথী বিনা কাঁদে অনিবার ॥

১২৭১.

ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথহারা ওরে ঘর-ছাড়া ফিরে আয়।
ফেলে যাওয়া তোর বাঁশরি রে কানাই কাঁদে লুটায়ে ধূলায় ॥
ব্রজে আয় ফিরে ওরে ও-কিশোর
কাঁদে বৃন্দাবন কাঁদে রাধা তোর,
বাঁধিব না আর ওরে ননীচোর — অভিমানী মোর ফিরে আয় ॥
তোর মা'র মতন ল'য়ে শূন্য কোল্
জাগে শূন্য মাঠ গ্রহ শোক-বিভোল,
ঝরে যায় যে ফুল মরে যায় ফসল — ওরে শ্যামল তোর বেদনায় ॥
আসিলে ফিরে ওরে পথ-বেভুল
আবার উঠবে রোদ, আবার ফুটবে ফুল,
ধানে ভরবে মাঠ আবার বসবে হাট — জোয়ার বইবে হৃদ-যমুনায় ॥

১২৭২. চলচ্চিত্র : 'চৌরঙ্গী'

ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ আয় রে।
জাফ্‌রানি রঙের পরাব পিরান তোর গায়ে রে ॥
আস্‌মানে যেতে চায় তারা হয়ে আমার নয়ন-তারা
(তোর) খেলার সাথী কাঁদে শাপ্‌লার ফুল, ফিরে আয় পথ-হারা,
দু'নয়ন ঘুমে ঢুলে, হৃদয় ঘুমায় না, কাছে পেতে চায় রে ॥
চোখের কাজল তোর চাঁদ-মুখে লেগেছে, (আয়) মুছাব আঁচলে
দেখ্‌ মায়ের তোর স্নেহের সাগর আছে উথলে,
(মোর) মনের ময়না! ঘরে মন রয় না, পথ চেয়ে রাত কেটে যায় রে ॥

১২৭৩. নাটক : 'মদিনা'

ঘরে যদি এলে প্রিয় নাও একটি খোঁপার ফুল।
আমার চোখের দিকে চেয়ে ভেঙে দাও মনের ভুল ॥
অধর কোণের ঈষৎ হাসির আলোকে
রাঙিয়ে দাও আমার গহন কালোকে,
যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দুলিয়ে যেয়ো দুল ॥
একটি কথা ক'য়ে যেয়ো একটি নমস্কার
সেই কথাটি গানের সুরে গাইব বার বার,
হাত ধরে মোর বন্ধু ভুলো তোমার মনের সকল ভুল ॥

১২৭৪.

ঘুম টুটেছে ফুল-কলিদের রঙ লেগেছে ফুলবনে।
দখিনা বাতাস আভাসে জানায় আগমনী তোর মোর মনে ॥

মন উচাটন, মনে রয় না রয় না
তার বিনা, কথা আর, কয় না কয় না,
নয়নে ঘুম আর সয় না সয় না — শুধাই তা'র কথা জনে জনে ॥
রাঙা রঙের ছোঁয়া লাগে লাজ-রাঙা মোর মনে।
নিশীথ-রাতে পলাশ-বনে মিল্‌ব কি বঁধুর সনে ॥

১২৭৫. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমুপরী স্বপনপরীর গান)

ঘুম আয় ঘুম, ঘুম ঘুম ঘুম।
আকাশ-বাতাস জল থল উপবন সব হোক নিঝ্‌ঝুম ॥
শান্ত হোক সব অশান্ত কলরোল
রে পথিক! জীবন-পথের ক্লান্তি ভোল্‌
নয়নে লাগুক সুখ-স্বপনের কুঙ্কুম ॥

১২৭৬. চলচ্চিত্র : 'চৌরঙ্গী'

ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভ'রে পান দেবো গাল ভ'রে খেয়ো।
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম ॥
ঘুম আয় রে, দুষ্টু খোকায় ছুঁয়ে যা
চোখের পাতা লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে যা,
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম ॥
মেঘের মশারিতে রাতের চাঁদ পড়ল ঘুমিয়ে,
খোকার চোখের পাপড়ি পড়ুক ঘুমে ঝিমিয়ে।
শুশুনি শাক খাওয়াব, ঘুম পাড়ানী আয়
ঝিঁঝিঁ পোকার নূপুর খোল, খোকা ঘুম যায়,
ঘুম আয় রে, ঘুম আয় ঘুম ॥

১২৭৭.

ঘুম আয় ঘুম!
নিশুতি দুপুর নিশীথ নিঝুম ॥
টুলটুল ঝিঙেফুল ঘুমে ঝিমায়
ঝুমকো লতায় ঝিঁঝিঁ আলসে ঘুমায়,
খোকনের চোখে দেয় ঘুমপরী চুম ॥

১২৭৮. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমপরীর গান)

ঘুম যবে ভাঙবে কন্যা (সুখ) স্বপন যাবে টুটে।
ফুল-শয্যার ফুটবে কাঁটা প্রভাতবেলা উঠে ॥

১২৭৯. রাগ : জঙ্গোলা, তাল : ত্রিতাল

ঘুমে জাগরণে বিজড়িত প্রাতে।
কে এলে সুন্দর আমারে জাগাতে ॥
শাখে শাখে ফুলগুলি হাসিছে নয়ন মেলি'
শিহরিছে উপবন ফুলেল হাওয়াতে ॥
দেখিনি তোমায় তবু অন্তর কহে,
ছিলে তুমি লুকায়ে আমার বিরহে।
চম্পার পেয়ালায় রস উছলিয়া যায় —
ঝরিয়া পড়ার আগে ধর তা'রে হাতে ॥

১২৮০.

চঞ্চল ঝর্না সম হে প্রিয়তম আসিলে মোর জীবনে।
নীরব মনের উপবন মর্মরি' উঠিল অধীর হরষণে॥
যে মুকুল ঘুমায়ে ছিল পত্রপুটে
অনুরাগে ফুল হয়ে উঠিল ফুটে,
তনুর কূলে কূলে ছন্দ উঠিল দুলে আকুল শিহরণে॥
অলকানন্দা হ'তে রসের ধারা তুমি আনিলে বহি',
অশান্ত সুরে একি গাহিলে গান, হে দূর বিরহী।
মায়ামৃগ তুমি হেসে চ'লে যাও
তব কূলে যে কাঁদে তারে ফিরে নাহি চাও,
কত বন ভূমিরে আঁখি-নীরে ভাসাও —
হে উদাসীন আনমনে॥

১২৮১. নাটক : 'অন্নপূর্ণা'

চঞ্চল মলয় হাওয়া শোন শোন মিনতি।
গুণ্ঠন খুলো না মোর, আমি নব যুবতী॥
অঙ্গে জাগেনি যার আজিও অনঙ্গ
অসময়ে কেন তার কর রস ভঙ্গ,
লুকায় মুকুল হের পাতার আঁচলে
ভোমরার ভয়ে ভীরু বন-মালতী॥

১২৮২. রাগ : গৌড় সারং, তাল : কাওয়ালি

চম্পক-বরণী
টলমল তরণী,
চলে শ্যামা তরুণী
যৌবন-গরবী॥
ডাকে দূর পারাবার
ডাকে তা'রে বন-'পার,
লালসে ঝরে তার —
পায়ে রাঙা করবী॥
চলে বালা দুলে দুলে
এলো খোঁপা পড়ে খুলে,
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে' —
তনুর তার সুরভি॥
নাচের ছন্দে দোদুল
টলে তা'র চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-বেভুল —
মায়া-লোক-বিহারিণী রচি'
চলে ছায়া-ছবি॥

১২৮৩. নাটিকা : 'সেতু-বন্ধ', রাগ : খাম্বাজ, তাল : আড় খেম্টা

চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে মথিয়া চলি গো প্রাণ।
মর্তের মাটি মহিমান করি স্বর্গেরে করি ম্লান॥
চিতার বিভূতি মাখিয়া গায়
লজ্জা হানি গো অন্নদায়,

বাঁধিয়াছি বিদ্যুল্লতায় — দেবরাজ হতমান।
পাতাল ফুঁড়িয়া করি গো মাতাল রসাতল-অভিযান॥

১২৮৪. নাটিক : 'হরপার্বতী'

চল জয়যাত্রায় চল বাসন্তী-বাহিনী
চল রচিতে বুকে বুকে নব প্রেম-কাহিনী॥
যথা উদাসীন পুরুষ তপস্যা-মগ্ন
জাগো সেথা সুরত রতি অতি লগ্ন —
যার বাসনা ফুরায় মনে — চলো তার তপোবনে
চল কামনার কামিনী॥

১২৮৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

চল মন আনন্দ-ধাম।
চল মন আনন্দ-ধাম রে,
চল আনন্দ ধাম॥
লীলা-বিহার প্রেম লোক
নাই রে সেথা দুঃখ শোক,
সেথা বিহরে চির-ব্রজ-বালক —
বন্‌শিওয়ালা শ্যাম রে
চল আনন্দ-ধাম॥
নাহি মৃত্যু নাহি ভয়
নাহি সৃষ্টি, নাহি লয়,
খেলে চির-কিশোর চির-অভয় —
সঙ্গীত ওম্‌ নাম রে
চল আনন্দ ধাম॥[১]
নাহি চরাচর নাহি রে ব্যোম
লীলা-সাথী গ্রহ রবি ও সোম,
সঙ্গীত 'ওম্‌' নাম রে
চল আনন্দ ধাম॥

১ অবাঙ্‌মনস-গোচরম

১২৮৬. রাগ : মিশ্র সুর (ধুন্‌), তাল : দাদ্‌রা

চম্পা-বনে বেণু বাজে — বাজে বাজে।
কে গো চঞ্চল? এলে মনোহর সাজে —
কিশোর নাটুয়ার[১] সাজে॥
আঁখি মেলিয়া চাহে মালতীর কলি
ভবন-শিখী নাচে 'কে গো' বলি',
ছড়ায় সমীরণ ফুল-অঞ্জলি —
তোমার পথ-মাঝে॥
নূপুর শুনি বনে নাচে কুরঙ্গ
মানস-গঙ্গায় জাগে-তরঙ্গ,
সরসীতে কমলিনী থরথর অঙ্গ —
রক্তিম হ'ল লাজে॥
লুকায় ফুলধনু মেঘের কোলে
রাখিয়া কপোল চাঁদের কপোলে,
হেরে তরুণ রসরাজে॥

১. মনোহর

১২৮৭.

চির-আপনার তুমি হে হরি।
তুমি ভুলো না যদি আমি রই পাশরি'॥
আমি ভুলিয়া যদি কভু রহি ঘুমে
তুমি ঘুম ভাঙাও মোর আঁখি চুমে,
তুমি আমি এক তরীতে তরি॥
আমার বাঁধন মোচন মাঝে
হরি হে তোমারও মুকুতি রাজে,
তুমি জীবনে আমার আছ প্রাণ ধরি'॥

১২৮৮. লেটো : 'চাষার সঙ'

চাষ কর হে দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি 'উগালে'
রোজাতে জমি 'সামালে',
কমেলায় জমিতে মই দিলে চিন্তা কি হে এই ভবেতে॥
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাতে
বীজ ফেল্ তুই বিধি-মতে,
পাবি 'ঈমান' ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে॥
নয়টা নালা আছে তাহার
ওজুর পানি সিয়াত যাহার,
ফল পাবি নানা প্রকার —
ফসল জন্মিবে তাহাতে॥
যদি ভালো হয় সে-জমি
হজ্ জাকাত লাগাও তুমি,
আরো সুখে থাকবে তুমি —
কয় নজরুল এসলামেতে॥

১২৮৯. রাগ : চাঁদনী কেদারা, তাল : ত্রিতাল

চাঁদিনী রাতে মল্লিকা লতা।
আবার কহিতে চাহে কোন কথা॥
আবার ভ্রমর-নূপুর বাজে
কী যেন হারানো হিয়ার মাঝে,
আবার বেণুর উতল' রবে ব্যাকুল হ'য়ে
ওঠে গোপন ব্যথা॥
তনু পিঞ্জর ভাঙিয়া কেন হায়,
না-জানা-আকাশে হৃদয় যেতে চায়।
বায়ুরে ডেকে বলে, বহিতে নারি আর
যে দিল, তা'রে দিও সুরভি মধু-ভার,
কৃপা কর, আমি ঝরিয়া ম'রে যাই
সহিতে পারি না মাটির মমতা॥

১২৯০. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : কাওয়ালি

চাঁদের পিয়ালাতে আজি জোছনা-শিরাজি ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশীথিনী সে-শরাব পান ক'রে॥
সবুজ বনের জলসাতে
তৃণের গালিচা পাতে,
উতল হাওয়া বিলায় আতর চাঁপার আতরদানি ভ'রে॥
সাদা মেঘের গোলাব-পাসে ঝরিছে গোলাব-পানি,
রজনীগন্ধার গেলাসে রজনী দেয় সুরা আনি'।
কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু,
সুরের নেশা সুরার নেশা লাগে আজি চরাচরে॥

১২৯১.

চাঁদের মত নীরবে এসো প্রিয় নিশীথ রাতে।
ঘুম হয়ে পরশ দিও হে প্রিয়, নয়ন-পাতে॥
তব তরে বাহির-দুয়ার মম
খুলিবে না এ-জনমে প্রিয়তম,
মনের দুয়ার খুলি' গোপনে এসো বিজড়িত রহিও স্মৃতির সাথে॥
কুসুম-সুরভি হ'য়ে এসো নিশি-পবনে,
রাতের পাপিয়া হয়ে পিয়া পিয়া ডাকিও[1] বন-ভবনে।
আঁখি-জল হয়ে আঁখিতে আসিও
বেণুকার সুর হয়ে শ্রবণে ভাসিও,
বিরহ হ'য়ে এসো হে চির-বিরহী আমার অন্তর-বেদনাতে॥

১ ডাকে

১২৯২. রাগ : সুরাট মিশ্র, তাল : ঝাঁপতাল

চির-কিশোর মুরলীধর কুঞ্জবন-চারী॥
গোপনারী-মনোহারী বামে রাধা প্যারী॥
শোভে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে,
গোষ্ঠ-বিহারী কভু, কভু দানবারি॥
তমাল-তলে কভু কভু নীপ-বনে,
লুকোচুরী খেল হরি ব্রজ-বধূ সনে।
মধুকৈটভারি কংস-বিনাশন,
কভু কণ্ঠে গীতা, শিখী-পাখা-ধারী॥

১২৯৩.

চিরদিন পূজা নিয়েছ দেবতা এবার মোদের পূজিতে হবে।
বৃথাই কেঁদেছি বৃথাই সেধেছি সহেছি দুঃখ শোক নীরবে॥
টলেনি পাষাণ বলনি কথা
কাঁদিয়েছ চিরকাল নিঠুর দেবতা,
কাঁদিতে হবে আজ আমাদের ঘরে সে-পূজার ঋণ সুধিবে এ ভবে॥

১২৯৪.

চুম্বক পাথর হায় লোহারে দেয় গালি,
আমার গায়ে ঢ'লে প'ড়ে কুলে দিলে কালি॥
লোহা বলে, হায় পাষাণী
তুমিই লহ বুকে টানি'

(কেন) সোনা-রূপা ফেলে দিয়ে আমায় টান খালি ॥
চুম্বক আর লোহায় চলে দ্বন্দ্ব সারা বেলা,
কেঁদে মরে, বুঝতে নারে (এ) কোন্ নিঠুরের খেলা।
হঠাৎ তাদের দৃষ্টি গেল খুলে
উর্দ্ধ পানে চায় নয়ন তুলে,
(দেখে) খেলেন তাদের নিয়ে রস-শেখর বনমালি ॥

১২৯৫.

ও কে কলসি ভাসায়ে জলে আনমনে।
তীরে ব'সে কী ভাবে আর ঢেউ গণে ॥
নিয়ে শিথিল আঁচল খেলে উতল সমীর
তার আল্তা পায়ের মুছে নেয় নদী-নীর,
খুলে কবরী জড়ায় হাতের কাঁকনে ॥
সে জল্‌কে আসার ছলে নদী-তীরে
শুধু ওপার পানে চাহে ফিরে ফিরে,
খুলে পায়ের নূপুর ফেলে দেয় সে নীরে —
আসে ঘরে ফিরে নিয়ে জল নয়নে ॥

১২৯৬.

ও কে বিকাল বেলা ব'সে নিরালা বাঁধিছে কেশ।
হেরি' আর্শিতে নিজেরই চারু-মুখ (চোখে) জাগে আবেশ ॥
বসনের শাসন নাই অঙ্গে তাহার
উথ্‌লে পড়ে মুক্ত-দেহে যৌবন-জোয়ার,
খুলে' খুলে' পড়ে কেশের কাঁটা বেণীর লেশ ॥
আঙুলগুলি নাচের ভঙ্গিতে,
খেলে বেড়ায় বেণীর বিনুনিতে।
কভু বাঁকায় ভুরু কভু বাঁকায় গ্রীবা
ঠিক্‌রে পড়ে আয়নায় রূপের বিভা,
জাগে সহসা গালে তা'র সিঁদুর-ডিবার রঙের রেশ ॥

১২৯৭.

ও ভাই হাজি! কোন্ কাবা ঘর হজ্ব করিয়া এলে।
গিয়ে কি ভাই খোদায় পাওয়ার পথের দিশা পেলে ॥
খোদার ঘরের দিদার পেয়ে বল কেমন ক'রে
ফিরে এলে দুনিয়াদারীর এই না-পাক ঘরে,
কেউ বলেছে কি কোন্ কাবাতে গেলে খোদায় মেলে ॥
খেলেছিলেন নবীজী যে-মক্কা মদিনায়
বেহোঁশ হয়ে পড়নি কি পৌঁছিয়া সেথায়,
কেমন ক'রে ফিরে এলে সেই মদিনা ফেলে ॥
এই দুনিয়ার কারবালাতে অধিক তৃষা আরো
এনেছ কি আব্‌হায়াতের পানি? দিতে পারো?
মোর আঁধার ঘরে দিতে পারো নূরের চেরাগ জ্বেলে?

১২৯৮.

ও মন চল অকূল পানে, মাতি হরিপ্রেম-গুণগানে।
নদী যেমন ধায় অকূলে কূল যত তায় টানে ॥

তুই কোন্ পাহাড়ে ঠেক্‌লি এসে কোন্ পাথারের জল
হরির প্রেমে গ'লে এবার সেই অসীমে চল্,
তুই স্রোতের বেগে দুল্‌বি রে কূল-বাধা যদি হানে ॥
এ পারের সব যাত্রী যাবে তোর বুকে ওপারে
তোর কূলে শ্যাম বাজিয়ে বাঁশি আস্‌বে অভিসারে,
শ্যামের ছবি ধর্‌বি বুকে মাত্‌বি প্রেম-তুফানে ॥

১২৯৯.

ও মেঘের দেশের মেয়ে।
কোথা হ'তে এলি রে তুই কেয়াপাতার খেয়া বেয়ে ॥
ধারা নূপুর রুনঝুনিয়ে
কানে কদম দুল দুলিয়ে
ফুল কুড়াতে এলি কি তুই মোর কাননে ধেয়ে ॥
পুব-হাওয়াতে উড়ছে আঁচল নীলাম্বরী,
তুমি বুঝি ভাই রূপকাহিনীর মেঘ্‌লা-পরী
তোর কণ্ঠে বাজে যে গান মধুর
তারি' তালে নাচে ময়ূর,
মেঘ-বাদলের সাথে ওঠে আমারও মন গেয়ে ॥

১৩০০.

ও সে বাঁশরি বাজায় হেলে দুলে যায়
গোঠে শ্যামরায় নওল কিশোর।
জোছনা পিয়াসে চাঁদ মুখ পাশে।
ঘোরে গোপিনীর নয়ন-চকোর ॥
নীল উৎপল ভ্রমে মধুকর
উড়ে চলে সাথে, ছাড়ি' সরোবর,
অঙ্গে গোপী-চন্দন বাস
লুটিয়া পলায় সমীর-চোর ॥
চরণ-কমলে ভ্রমরের প্রায় —
সোনার নূপুর গুঞ্জরিয়া যায়।
শ্যামেরে নবীন নীরদ ভাবিয়া
নাচিছে ময়ূর কলাপ মেলিয়া,
ঢেউ তুলে যেন চলে রূপের সায়র ॥

১৩০১.

ওঁ শঙ্কর হর হর শিব সুন্দর।
কোটি ভাস্কর জ্যোতি শূলপাণি নটবর ॥
রজত গিরিনিভ কান্তি মনোহর।
জটা ভূষণ ত্রিনয়ন শশীশেখর ॥
বাঘাম্বর যোগীন্দ্র ডমরুধর।
প্রসীদ আশুতোষ রুদ্র মহেশ্বর ॥

১৩০২.

ও কি ঈদের চাঁদ গো। চলে মদিনারই পথে গো!
যেন হাসিন্ য়ুসোফ্ ফিরে এলো ফিরদৌস হতে গো ॥

যাহারা তার রূপ দেখে তারা ঝুরিছে আস্‌মানে
গুল্‌ ভুলে তাই বুল্‌বুলি চেয়ে আছে গুলিস্তানে।
বুঝি বেহেশ্‌তেরই বাদশাজাদা এলো সোনার রথে গো॥
সাদা কবুতরের মত চরণ দুটি ছুঁয়ে,
গোলাপ চাঁপা উঠছে ফুটে ধূলিমাখা ভুঁয়ে গো।
সেই চাঁদের মুখে জোছনা সম খোদার কালাম ঝরে
তা'র রূপ দেখে, তা'র গুণ শুনে মোর মন রহে না ঘরে লো,
আমি উন্মাদিনী সেই মাদানী নবীর মোহব্বতে গো॥

১৩০৩.

ও কে সোনার চাঁদ কাঁদে রে হেরা গিরির 'পরে।
শিরে তাঁহার লক্ষ কোটি চাঁদের আলো ঝরে॥
কী অপরূপ জ্যোতির ধারা নীল আসমান হ'তে
নামে বিপুল স্রোতে,
হেরা পাহাড় বেয়ে বহে সাহারা মরু পথে,
সেই জ্যোতিতে দুনিয়া আজি ঝলমল করে॥
আগুন বরণ ফেরেশ্‌তা এক এসে,
'খোদার হাবিব, জাগো জাগো', বলে হেসে হেসে।
নবুয়তের মোহর দিল বাজুতে তাঁর বেঁধে
তাজিম ক'রে কদমবুসি করে কেঁদে কেঁদে,
সেই নবীরই নামে আজি দুনিয়া দরুদ পড়ে॥

১৩০৪. নাটক : 'নরমেধ'

ওগো ঠাকুর! বলতে পার কোথায় তোমার দেশ।
সেই দেশেতে যাব আমি করবো দুখের শেষ॥
কাঁদবো তোমার পায়ে ধ'রে
আমার বাবা-মায়ের তরে,
দেখতে নারি ঠাকুর, তাদের আর এ দীন বেশ॥

১৩০৫.

ওমা তোর চরণে কি ফুল দিলে পূজা হবে বল্‌।
রক্ত-জবা অঞ্জলি মোর হ'লো যে বিফল॥
বিশ্বে যাহা আছে মাগো
তাতেও পূজা হবে নাকো,
তাই তো দুঃখে নয়নে মোর শুধুই আসে জল॥
মনের কোণে অর্ঘ্য রচি' আঁধার ঘরে একা,
ডাকলে তোরে সকল ভুলে দিবি না তুই দেখা।
তখন কি মা দুঃ-, হরা
শেষ হবে না অশ্রুধারা,
কি ফুলে তোর পূজা হবে বল — কেন করিস্‌ ছল॥

১৩০৬. রাগ : দরবারী-কানাড়া, তাল : দাদ্‌রা

ওমা ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে যে-চোখ তোরে দেখতে পায়।
সে নয়ন-তারায় কাজ কি তারা যে-তারা লুকায় মা তারায়॥
আমি চাইনে সে-চোখ যে-চোখ দেখে মায়া
অনিত্য এই সংসারেরই ছায়া,

যে-দৃষ্টি দেখে নিত্য তোরে সেই দৃষ্টি দে আমায়॥
ও মা নিবিয়ে দে এই নয়ন-প্রদীপ দেখায় যাহা দুঃখ শোক,
এই আলেয়া পথ ভুলিয়ে যায় মা নিয়ে নরক-লোক।
তোর সৃষ্টি চির-আনন্দময় নাকি
দেখব সে-লোক, দে মোরে সেই আঁখি,
দেখে না রোগ-মৃত্যু-জরা তোর সন্তান সেই দৃষ্টি চায়॥

১৩০৭. রাগ : বাগেশ্রী-বাহার, তাল : ত্রিতাল

ওমা দনুজ-দলনী মহাশক্তি নমো অনন্ত কল্যাণ-দাত্রী (নমো)।
পরমেশ্বরী মহিষ-মর্দিনী চরাচর-বিশ্ব-বিধাত্রী (নমো নমঃ)॥
সর্বদেব-দেবী তেজোময়ী
অশিব-অকল্যাণ-অসুর-জয়ী,
দশভুজা তুমি মা, ভীতজন-তারিণী জননী জগৎ-ধাত্রী॥
দীনতা ভীরুতা লাজ গ্লানি ঘুচাও, দলন কর মা লোভ দানবে,
রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, মান দাও, দেবতা কর ভীরু মানবে।
শক্তি বিভব দাও, দাও মা আলোক
দুঃখ-দারিদ্র্য অপগত হোক্,
জীবে জীবে হিংসা, এই সংশয় (মাগো) দূর হোক পোহাক এ দুর্যোগ রাত্রি॥

১৩০৮.

(ওমা) দুঃখ-অভাব-ঋণ্ যত মোর (শ্যামা) রাখলাম তোর পায়ে।
(এবার) তুই দিবি মা, ভক্তের তোর সকল ঋণ মিটায়ে॥
মাগো সমন হাতে মোর মহাজন
ধরতে যদি আসে এখন,
তোরই পায়ে পড়বে বাঁধন ছেলের ঋণের দায়ে॥
ও মা সুদ আসলে এ সংসারের বেড়েই চলে দেনা,
এবার ঋণ মুক্তির তুই নে মা ভার, রইব তোরই কেনা।
আমি আমার আর নহি ত
(আমি) তোর পায়ে যে নিবেদিত,
এখন তুই হয়েছিস্ জামিন আমার দে ওদের বুঝায়ে॥

১৩০৯.

ওমা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে তোর মত কেউ নাই
তোর পায়ে মা তাই রক্তজবা গায়ে শ্মশান-ছাই॥
দৈত্য-অসুর হনন ছলে
ঠাঁই দিস্ তুই চরণ তলে,
(আমি) তামসিকের দলে মা গো তাই নিয়েছি ঠাঁই॥
কালো ব'লে গৌরী তোরে কে দিয়েছে গালি,
(ওমা) ত্রিভুবনের পাপ নিয়ে তোর অঙ্গ হ'ল কালি।
অপরাধ না করলে শ্যামা
ক্ষমা যে তোর পেতাম না মা,
(আমি) পাপী ব'লে আশা রাখি চরণ যদি পাই॥

১৩১০.

ওমা ফিরে এলে কানাই মোদের এবার ছেড়ে দিস্‌নে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে বাঁধ্‌ব সে-ননী চোরায়॥

(তা'রে) তুই যখন মা রাখতিস্ বেঁধে
ছাড়ায়েছি কেঁদে কেঁদে,
তখন জান্‌তো কে, যে খুললে বাঁধন পালিয়ে যাবে মথুরায়॥
এবার আমরা এসে ডাকলে শ্যামে গোঠে যেতে দিস্‌নে তায়,
ঐ পথে অক্রুর মুনির সাথে পালিয়ে যাবে শ্যামরায়॥
মোরা কেউ যাব না বনে মা আর খেল্‌ব তার এই আঙিনায়,
শুধু খেলব লুকোচুরি লো আগ্‌লাতে চোরের রাজায়॥

১৩১১.

ওমা যা কিছু তুই দিয়েছিলি ফিরিয়ে দিলাম তোকে।
তুই ছাড়া আর বলতে আপন (কেউ) রইল না ত্রিলোকে॥
তুই কোলে নেবার দায় এড়িয়ে
রেখেছিলি মন ভুলিয়ে খেলনা দিয়ে,
তুই পালিয়েছিলি ঘুম পাড়িয়ে (মায়ার) কাজল দিয়ে চোখে॥
কোটি জনম কাট্‌ল কেঁদে মাগো তোকে ভুলে,
(মা) তোরে মনে পড়েছে আজ, (এবার) নে মা কোলে তু'লে।
এই পুত্র জায়া মায়ার ছবি
তুই ছাড়া মা মিথ্যা সবই,
ভুলব না আর এবার আমি জড়াব না দুঃখ-শোকে॥

১৩১২. নাটক : 'অর্জুন-বিজয়'

(ওরা) মানুষের তরে মালা গাঁথে, তাই সে-মালা শুকিয়ে যায় গো!
সে-মালা শুকায় না কভু যারা দেয় শ্রীহরির পায় গো॥
হরির চরণে নিবেদিত যার আত্মা ও তনুমন,
এই সংসার তার কাছে হায় নিত্য বৃন্দাবন;
(তার) হারায় না কিছু গো সকলই সে পায় শ্রী হরির করুণায়॥

১৩১৩.

ওরে অবোধ আঁখি! আর কতদিন রইবি রূপে ভুলে।
অরূপ সাগর দেখলি না তুই দাঁড়িয়ে রূপের কূলে॥
যে সুন্দর চুপে চুপে
লীলা করেন রূপে রূপে,
তুই দেখলি না সেই অপরূপে রূপের দুয়ার খুলে॥

১৩১৪.

ওরে আজই না হয় কালই তোরে কালী কালী বল্‌তে হবে।
তুই কাঁদ্‌বি ধ'রে কালীর চরণ মহাকাল আসিবে যবে॥
তুই জন্মের আগে ছিলি শিখে মা বল্‌তে মা কালীকে,
তুই ভুল্‌লি আদি-জননীকে দু'দিন মা পেয়ে ভবে॥
তুই কালি দিয়ে লিখ্‌লি হিসাব কেতাব-পুঁথি শিখ্‌লি পড়া,
তোর মাঠে ফসল ফুল্ ফুটালো কালো মেঘের কালি-ঝরা।
তোর চোখে জ্বলে কালীর কালো তাই জগতে দেখিস্ আলো,
(কালি) প্রসাদ গুণে সেই আলো তুই হৃদ্‌পদ্মে দেখ্‌বি কবে॥

১৩১৫.

ওরে আলয়ে আজ মহালয়া মা এসেছে ঘর।
তোরা উলু দে রে, শঙ্খ বাজা, প্রদীপ তুলে ধর্॥
(এলো মা, আমার মা)
মাকে ভুলে ছিলাম ওরে
কাজের মাঝে মায়ার ঘোরে,
আজ বরষ পরে মাকে ডাকার মিলল অবসর॥
মা ছিল না ব'লে সবাই গেছে পায়ে দ'লে,
মার খেয়েছি যত তত ডেকেছি মা ব'লে।
মা এসেছে ছুটে রে তাই
ভয় নাইরে আর ভয় নাই,
মা অভয়া এসেছে রে দশ হাতে তাঁর বর॥

১৩১৬.

ওরে তরু তমাল শাখা।
আছে পল্লবে তোর মোর বল্লভ কৃষ্ণ কান্তি মাখা।
আমি তাইতো তমাল কুঞ্জে আসি
তাইতো তমাল ভালোবাসি,
তোর পথ-ছায়ায় আছে যে তার (কৃষ্ণ) চরণ-চিহ্ন আঁকা।
তোর চূড়ায় ময়ূর নাচে,
যেন কৃষ্ণ-ময়ূর পাখা তাই দেখে পরাণ বাঁচে —
কৃষ্ণহারা পরাণ আমার বাঁচে।
তোর শাখাতে স্বর্ণ-লতা দোলে
আমি ভাবি শ্যামের পীত বসন বলে,
মোর অঙ্গ যেন থাকে রে তোর কালো ছায়ায় ঢাকা
তোর ছায়া নয় রে শ্যামের ছোঁওয়া, যেন শ্যামের শীতল ছোঁওয়া॥

১৩১৭.

ওরে ব্যাকুল বেণুবন!
তোকে দিয়েই হতো শ্যামের মুরলি মোহন॥
তোর শাখাতে লেগে আছে শ্যামের হাতের ছোঁওয়া।
আজো কি তার পরশ-লোভে ডালগুলি তার নোওয়া।
আমার পড়লো মনে তোরে দেখে ও-বেণুবন পড়লো মনে,
বৃন্দাবনে যে সাতটি সুর বাজাত শ্যাম বাঁশির সনে॥
তার প্রথম সুরে আয় আয় ব'লে গোপিকায় ডাকে দূরে,
তার দ্বিতীয় সুরে বহে যমুনা উজান ব্রজকুমারী ঝুরে।
তার তৃতীয় সুরে সেই সুরে বাজে তার পায়ের নূপুর
সেই সুর শুনে নাচে বনের ময়ূর।
শুনি চতুর্থ সুর গুরু-গম্ভীর রোল,
মেঘে মৃদঙ্গ বাজে লাগে ঝুলনায় দোল্।
পঞ্চম সুরে তার কোয়েলা বোলে
ব্রজ-বসন্ত আসে মাতে হোরির রোলে।
ষষ্ঠ সুরে কেঁদে ডাকে সে রাধায়
সপ্তমে নিষাদ সে ভুবন কাঁদায়।

আখর : [নিষাদ সে তাই সাধ মিটিল না
ডাকিয়া বাঁশির সুরে বধে হরিণীরে — নিষাদ সে
তারে ভালোবেসে সাধ মেটে না — নিষাদ সে ॥]

১৩১৮.

ওরে মথুরা-বাসিনী, মোরে বল্।
কোথায় রাধার প্রাণ — ব্রজের শ্যামল ॥
আজও রাজ-সভা মাঝে
(সে) আসে কি রাখাল-সাজে?
আজিও তার বাঁশি শুনে যমুনার জল হয় কি উতল ॥
পায়ে নূপুর কি পরে শিরে ময়ূর-পাখা,
আছে শ্রীমুখে কি অলকা তিলক আঁকা।
রাধা রাধা ব'লে কি গো
কাঁদে সেই মায়া-মৃগ?
নারায়ণ হয়েছে সে তোদের মথুরা এসে মোদের চপল ॥

১৩১৯.

ওরে যোগ-সাধনা পরে হবে নাম জপ্ তুই আগে।
সকল কাজে সকাল সাঁঝে গভীর অনুরাগে ॥
ওরে যে ঠাকুরে পরাণ যাচে
সে নামের মাঝে লুকিয়ে আছে,
যেমন বীজের মাঝে মহাতরু সঙ্গোপনে জাগে ॥
বীজ না বুনে আগে ভাগেই ফসল খুঁজিস্ তুই,
তোর কোন্ পথ নাম জপের শেষে
দেখিয়ে দেবেন তিনিই এসে,
তোর জীবন হবে প্রেমে রঙীন রঙ যদি রে লাগে
তাঁর মধুর নামের রং যদি রে লাগে ॥

১৩২০.

(ওরে) হতভাগী রক্ত-খাগী, কোথায় ছিলি বল্!
(তোর) দেখে ছিরি ভয়ে মরি চোখে আসে জল ॥
বেণী খুলে এলোকেশে
বেড়াস্ এ কোন্ পাগল-বেশে,
চাঁদকে ফেলে নীল আকাশে আন্লি কোন্ অনল ॥
(কপালে জ্বাল্লি কোন্ অনল)
(ঐ) সদা ফোঁটা পদ্মফুলে কে মাখাল কালি?
মা আমারি কপাল মন্দ কারে দিব গালি।
রাজ-দুলালী আদর পেয়ে
সাজ্লি ছি ছি নাগর মেয়ে,
(তোরে) চিন্তে পারি, গৌরী দেখে রাঙা পদতল ॥

১৩২১.

ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে, দে এই পথের ধূলি দে।
যে পথে শ্যামের রথ চ'লে গেছে, দে সেই পথের ধূলি দে ॥
আখর : [ধূলি নয় ধূলি নয়, এ যে হরি-চন্দন ধূলি নয়,
এ যে হরি-চন্দন, অঙ্গ শীতল করা।

ওর ভাগ্য ভালো, রাধার চেয়ে ওর ভাগ্য ভালো —
ঐ ধূলি মাথায় তুলে দে লো।]
ঐ পথের বুকে গেছে কৃষ্ণের রথ, সখী আমি কেন হই নাই ঐ ধূলি-পথ।
আখর : [বধূ, চ'লে যে যেত গো আমার, হিয়ার উপর দিয়া চ'লে যে যেত
আমার, সকল জনম সফল হ'ত, চ'লে যে যেত গো]
অনুরাগের রজ্জু দিয়া বাঁধিতাম সে-রথে
নিয়ে যেতাম সে-রথ প্রেমপথে (ওলো ললিতে)
আখর : [নিয়ে যেতাম, অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে,
প্রেমের পথে, অনুরাগ-রজ্জুতে বেঁধে।]

১৩২২. 'কলহ-কলহান্তরিতা'

শ্রীরাধা : ওলো বৃন্দে! গোবিন্দে আর দিস্‌নে ব্যথা, দিস্‌নে।
ওর দু নয়নে লো অঝোর ধারে বারি ঝরে, চোখে কি দেখিস্ নে?
চোখের মাথা খেলি নাকি?
[ঐ সজল কালো চোখ দেখে তুই ঐ ডাগর চোখের চাওয়া দেখে তুই]
ওর অশ্রুত নিবেদন অশ্রুতে ঝরে, ওরে কাঁদিতে দেখিলে মন কেমন করে।
আমি রইতে নারি — [হ'য়ে নারী সইতে নারি ওর নয়ন-বারি]।
মোর পায়ে ধরার সাধে পদে-পদে অপরাধে আপনারে বাঁধে,
কলঙ্ক হতে,সখি অধিক জোছনা দেয় কলঙ্কী-চাঁদে।
ওরে তাই ভালোবাসি গো — [ত্রিভুবন ভালোবেসে ওরে]।
এ-কূলে ও-কূলে যত নারী আছে, বৃন্দে, গোবিন্দে সকলে চায় —
ও সকলের প্রিয় তবু কারো সে নয় কভু,
প্রেমময় প্রেম দিয়ে কেবলি কাঁদায়, ওরে কে ধ'রে রাখবে?
[ঐ দুরন্তরে বল্ ঐ উড়ন্ত পাখির]
আমারি প্রিয়তমে সকলে বাসে ভালো গরবিনী আমি সেই গরব-ভরে।
নিন্দা করি', 'বৃন্দা, বৃন্দাবনে লো — মনে মনে ক্ষমা চাই চরণ ধ'রে।
ওর মন যে জানি লো, [ও চন্দ্রা'র বুকে কাঁদে 'রাধা, রাধা' ব'লে]
ওর মনে যদি থাকত কিছু আবেশে, এ বেশে কি আসত?
[চোর কি নিজে দেয় ধরা সই? অ-ধরা, ধরায়, ধরা পড়ত না সই]
ও অত মুখ্য নয় লো'
[কোটি কোটি মুমুক্ষেরে মোক্ষ দেয় যে, সে অত মুখ্য নয় লো]
প্রাণ গোবিন্দে, আন্ লো বৃন্দে — জুড়াক এ বুকের জ্বালা।
বনমালী-কণ্ঠে নাহি জড়ালে সখি, প্রাণ-হীন আমি বনমালা!
মোর কৃষ্ণ প্রাণ লো
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ অভিমান — কৃষ্ণ প্রাণ লো!
মোর কৃষ্ণ বিরহ, কৃষ্ণ কলহ, কৃষ্ণ প্রাণ লো।

১৩২৩.

ওগো পিয়া তব অকরুণ ভালোবাসা
অন্তরে দিল বিপুল বিরহ, কবিতায় দিল ভাষা।।
মোর গানে দিল সুর
করুণ ব্যথা বিধুর,
বাণীতে দিল সুদূর স্বর্গের পিপাসা।।
তুমি ভালো করিয়াছ ভালোবাস নাই মোরে,
রাখ নাই ধ'রে আমারে তোমার করে।

মম বিরহের বেদনাতে
তাই ত্রিভুবন কাঁদে সাথে,
ভুলেছি সবারে চেয়ে তোমারে পাবার আশা ॥

১৩২৪. তাল : দাদ্‌রা

ওগো মুর্শিদ পীর! বলো বলো রসুল কোথায় থাকে।
কোথায় গেলে কেমন ক'রে দেখতে পাব তাঁকে ॥
বেহেশ্‌ত-'পারে দূর আকাশে
তাঁহার আসন খোদার পাশে,
সে এতই প্রিয়, আপনি খোদা লুকিয়ে তারে রাখে ॥
কোরান পড়ি হাদিস শুনি, সাধ মেটে না তাহে,
আতর পেয়ে মন যে আমার ফুল দেখতে চাহে।
সবাই খুশি ঈদের চাঁদে
আমার কেন পরাণ কাঁদে,
দেখ্‌ব কখন আমার ঈদের চাঁদ — মোস্তফাকে ॥

১৩২৫.

ওগো সুন্দর! তুমি আসিবে বলিয়া বনপথে পড়ে ঝরি'
(রাঙা) অশোকের মঞ্জরি।
হাসে বনদেবী বেণীতে জড়ায়ে মালতীর বল্লরী,
নব কিশলয় পরি' ॥
কুমুদী-কলিকা ঈষৎ হেলিয়া
চাঁদেরে নেহারি হাস মুচকিয়া,
মহুয়ার বনে ভ্রমর-ভ্রমরী ফিরিতেছে গুঞ্জরি' ॥
যাহা কিছু হেরি ভাল লাগে আজ লুকাইতে নারি হাসি,
কাজ করি আর শুনি যেন কানে মিঠে পাহাড়িয়া বাঁশি।
এক শাড়ি খুলে পরি' আর শাড়ি
বারে বারে মুখ মুকুরে নেহারি,
দুরু দুরু হিয়া উঠে চমকিয়া, অকারণে লাজে মরি ॥

১৩২৬.

ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী নামলো আমার সাহারায়।
বক্ষে কাঁদার বান ডেকেছে, আজ হিয়া কূল না হারায় ॥
কণ্ঠে চেপে শুষ্ক তৃষা
মরুর সে-পথ তপ্ত সীসা,
চ'লতে একা পাইনি দিশা ভাই;
বন্ধ নিঃশ্বাস — একটু বাতাস্!
এক ফোঁটা জল জহর-মিশা! মিথ্যা আশা, নাই সে নিশানাই
হঠাৎ ও-কার ছায়ার মায়া রে —
যেন ডাক-নাম আজ গাল্-ভরা ডাক ডাকছে ঐ মা-হারায় ॥
লক্ষ যুগের বক্ষ-ছায়া[1] তুহিন্ হ'য়ে যে ব্যথা আর কথা ছিল ঘুমা,
কে সে ব্যথায় বুলায় পরশ রে?
ওরে গলায় তুহিন্ কাহার কিরণ-তপ্ত সোগাহ-চুমা?
ওরে ও-ভূত, লক্ষ্মী-ছাড়া
হতভাগা বাঁধন-হারা,

কোথায় ছুটিস্! একটু দাঁড়া, হায়!
ঐ ত তোরে ডাক্‌ছে স্নেহ
হাতছানি দেয় ঐ ত গেহ,
কাঁদিস্ কেন পাগল-পারা তায়?
এত ডুক্‌রে' কিসের তিক্ত কাঁদন তোর?
অভিমানী! মুখ ফেরা দেখ্ যা পেয়েছিস্ তা'ও হারায়!
হায়, বুঝবে কে যে স্নেহের ছোঁওয়ায় আমার বাণী রা' হারায়॥

১ ছাপা

১৩২৭. রাগ : যোগিয়া, তাল : একতাল

ওরে ও-স্রোতের ফুল!
ভেসে ভেসে হায় এলি অসহায় কোথায় পথ-বেভুল॥
কোল্ খালি ক'রে কোন্ লতিকার
নিভাইয়া নয়নের জ্যোতি কা'র,
বনের কুসুম অকূল পাথারে খুঁজিয়া ফিরিস্ কূল॥
ভবনের স্নেহ নারিল রাখিতে ঠেলে ফেলে দিল যা'রে,
সারা ভুবনের স্নেহ কি কখনো তাহারে ধরিতে পারে।
জল নয়, তোর জননী যে ভুঁই
অভিমানী! সেথা চল্ ফিরে তুই,
ধূলিতেও যদি ঝরিস্ সেথায় স্বর্গ সেই অতুল॥

১৩২৮.

ওরে ও-চাঁদ! উদয় হ'লি কোন্ জোছনা দিতে!
দেয় অনেক বেশি আলো আমার নবীর পেশানীতে॥
ওরে রবি! আলোক দিস্ যত তুই দগ্ধ করিস্ তত
আমার নবী স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মত,
সে নাশ করেছে মনের আঁধার ঈষৎ হাসিতে॥
ওরে আসমান! তুই সুনীল হলি জানি কেমন ক'রে
আমার নবীর কালো চোখের একটুকু নীল হ'রে।
ওরে তারা! তোরা জ্যোতি পেলি নবীজীর চাউনিতে॥
ওরে বসরা গোলাব! অনেক বেশি খোশবু তোদের চেয়ে
সেই ধূলিতে মোর নবীজী যেতেন যে পথ বেয়ে,
সেই বারতা ফুলকে শোনায় বুলবুলি সঙ্গীতে॥

১৩২৯. রাগ : ইমন-কল্যাণ, তাল : কাহারবা

ও-রে সাদা মেঘ! তোর পাখা নাই তবু কেমনে
ভাসিয়া বেড়াস্ শান্ত শারদ-গগনে॥
আমি তোর মত লঘু হ'ব
আমি ধূলির ঊর্দ্ধে রব,
আমি দেখিয়া গৌরী-শঙ্কর-শোভা গলিয়া পড়িব চরণে॥
আমি নিশির কপোলে শিশিরের স্বেদ হেরিব,
আমি রামধনু হ'য়ে চাঁদের চাহনি ঘেরিব।
সে কি নিশীথে বাঁশিতে ডাকে তাই
সে কি জানে, মেঘ হতে কেন চাই,
যদি আমার বুকে দামিনী পায় — সে নবীন নীরদ-বরণে॥

১৩৩০. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমপরীর গান)

ওলো এক চাঁদকে সৃষ্টি ক'রে বিধির পুঁজি শেষ।
এই চাঁদের পাশে চাঁদ শোভা পায় আছে সে-কোন্ দেশ ॥

১৩৩১.

করিও ক্ষমা হে খোদা আমি গুণাহগার অসহায়।
কাজের মাঝে অবসর পাই না ডাকিতে তোমায় ॥
যতবার তোমার পথে হে খোদা যেতে চেয়েছি
বাহির ভিতর হ'তে হাজারো বাধা পেয়েছি,
তোমার পথের দুশমন ঘরে-বাহিরে-দুনিয়ায় ॥
দুঃখ-শোক-ব্যাধির তাড়নায় শুনিয়াও শুনিনি আজান,
বান্দার সে-অপরাধ করিও ক্ষমা হে রহমান।
আমি যে কাঙাল ভিখারি পুণ্যের পুঁজি নাহি
শূন্য হাতে আমারে ফিরায়ো না হে ইলাহি,
করো না নিরাশ যদিও শরণ যাচি অবেলায় ॥

১৩৩২. তাল : কাহার্‌বা

কা'বার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়।
আমার সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওজায় ॥
হাজিদের ঐ যাত্রা-পথে
দাঁড়িয়ে আছি সকাল হ'তে,
কেঁদে' বলি, কেউ যদি মোর সালাম নিয়ে যায় ॥
পঙ্গু আমি, আরব সাগর লাঙ্ঘ কেমন ক'রে,
তাই নিশিদিন কাবা যাওয়ার পথে থাকি প'ড়ে।
বলি, ওরে দরিয়ার ঢেউ
মোর সালাম নিয়ে গেল না কেউ,
তুই দিস্ মোর সালামখানি মরুর 'লু'-হাওয়ায় ॥

১৩৩৩. তাল : লাউনী

কাজরী গাহিয়া চল[১] গোপ-ললনা।
শ্রাবণ-গগনে দোলে মেঘ-দোলনা ॥
পর সবুজ-ঘাগরি চোলি নীল ওড়না,
মাখো অধরে মধুর হাসি, চোখে ছলনা ॥
কদম-চন্দ্রহার প'রে এসো চন্দ্রাবলী
তমাল-শাখা-বরণা এসো বিশাখা-শ্যামলী,
বাজায় করতাল দূরে তাল-বনা ॥
লাবনি-বিগলিতা এসো সকরুণ ললিতা
যমুনা-কূলে এসো ব্রজবধূ কুল-ভীতা,
অলকে মাখিয়া নব জল-কণা ॥

১ এস

১৩৩৪. রাগ : রাগেশ্রী (খাম্বাজ ঠাট), তাল : ত্রিতাল

কার অনুরাগে শ্রী-মুখ উজ্জ্বল!
কার সঙ্গে মধুনিশি যাপিলে চঞ্চল ॥
তব আঁখি মনোহর
যুগল নিষাদ শর,

প্রখর সে-আঁখি কেন সকরুণ ছলছল ॥
যে পায়ের নূপুর শুনি' কুহু পঞ্চমে বোলে,
হে নিপট, চঞ্চল সে-পা কেন নাহি চলে।
কোন্ ধ্বনি দিল বঁধু
সুর-গরল মধু,
কোন্ সুধা মাগি' রস-নিধি হইলে বিফল ॥

১৩৩৫. রাগ : হাম্বীর-কেদারা, তাল : দ্রুত একতাল দাদ্‌রা

কে এলো ওরে কে এলো শুকানো মানস-মাধবী-কুঞ্জে।
জানাইতে মোরে কার আগমনী চরণে নূপুর-মুঞ্জে ॥
তারি সাথে জাগে নব কিশলয়
ধীরি ধীরি ধীরি বহিল মলয়,
ফোটা ফুলে ফুলে সুখে দুলে দুলে অলিকুল মধুগুঞ্জে ॥
গেছে কত যুগ-যুগান্ত,
এলো ফিরে ফিরে হৃদয়প্রান্ত।
পিক সুকণ্ঠে গায় আবাহন
বন-শোভা-গণ করিছে বরণ,
মিলনের তরে খুঁজিছে পিয়ারে ফুটিল কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে ॥

১৩৩৬. রাগ : কালাংড়া, তাল : কাহার্‌বা-দাদ্‌রা

কে এলো।
ডাকে চোখ গেল ॥
ওলো ও-ডাকে কি ও
ঘুমের সতিনী ও,
ও যে চোখের বালি
ঘুম ভাঙায় খালি ॥
সখি আঁখি মেল —
মেল আঁখি মেল ॥

১৩৩৭. তাল : দাদ্‌রা

কুল্ মখলুক গাহে হজরত বালাগাল উলা বেকামালিহি।
আঁধার ধরায় এলে আফতাব কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি ॥
রৌশনীতে আজো ধরা মশ্‌গুল
তাই তো ওফাতে করি না কবুল,
হাসনাতে আজো উজ্জালা জাহান সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি ॥
নাস্তিরে করি' নিতি নাজেহাল
জাগে তৌহীদ দ্বীন্-ই-কামাল,
খুশ্‌বুতে খুশি দুনিয়া বেহেশ্‌ত্ সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি ॥

১৩৩৮.

কে গো গানে গানে হিয়া ভরালে।
নিরাশা ভুলায়ে আশা ধরালে ॥
বল বল মোরে
কেন এমন ক'রে,
পলকে পুলকে আঁখি ঝরালে ॥

১৩৩৯. রাগ : দুর্গা (দিবা), তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

কেন আসিলে যদি যাবে চলি'।
গাঁথিলে না মালা ছিঁড়ে ফুল-কলি॥
কেন বারে বারে আসিয়া দুয়ারে
ফিরে গেলে 'পারে কথা নাহি বলি',
কী কথা বলিতে, আসিয়া নিশীথে,
শুধু ব্যথা-গীতে গেলে মোরে ছলি'॥
প্রভাতের বায়ে কুসুম ফুটায়ে,
নিশীথে লুকায়ে উড়ে গেল অলি॥
কবি শুধু জানে, কোন্ অভিমানে,
চাহি যারে গানে কেন তা'রে দলি॥

১৩৪০. রাগ : খাম্বাজ, তাল : মধ্যমান

কেন আসে, কেন তা'রা চ'লে যায় ক্ষণেক তরে।
কুসুম না ফুটিতে কেন ফুল-মালি
ছিঁড়িয়া সাজি ভরে, কানন ক'রে খালি,
কাঁটার স্মৃতি বেঁধে লতার বুকে, হায়, ব্যথা-ভরে॥
ছাড়িয়া স্নেহ-নীড় সুদূর বনছায়
বিহগ-শিশু কেন সহসা উ'ড়ে যায়,
কাঁদে জননী তা'র ঝরা পালকখানি বুকে ধ'রে॥

১৩৪১. রাগ : যোগিয়া

কেন গো যোগিনী! বিধুর অভিমানে।
যৌবনে মগন গভীর ধ্যানে॥
হের গো কুসুম ঝরিয়া পায়ে,
চাহিয়া রহে ধরণীর পানে॥

১৩৪২. রাগ : গৌরী, তাল : ত্রিতাল

কেন মনে জাগে উদাসিনী গৌরী উমার স্মৃতি!
আর কত দূরে কত দেরী আনন্দময়ীর আসার তিথি॥
কেন পদ্মদীঘি দুলে ওঠে হৃদয়ে
মোর নন্দিনী মা আসে কি রাঙা চরণ ল'য়ে?
কেন নয়নের বাতায়নে উতলা হ'ল, অশ্রুর ভ্রমর-বীথি॥
তার মন নাই, উন্মনা চিন্ময়ী সে, তাই ছেলের কথা মনে নাই,
শারদ-শ্রী এলো, পরমা-শ্রী কই — কাঁদি আর পথ-পানে চাই।
ওকি ঘরে এসে, নাম ধরে, ডেকে চ'লে যায়
শিউলির অঞ্জলি ফেলে আঙিনায়,
ভোরের ভৈরবী বুকে মোর কাঁদে গো, ওকি তার করুণ-গীতি॥

১৩৪৩. রাগ : মালকোষ, তাল : ত্রিতাল

কোন্ মহাব্যোমে ধ্বনি ওঠে ওম্, আদি আকাশ বাণী।
কোন্ মহামৌনীর ধ্যান ভাঙে কোন্ বিরহের বীণাপাণি —
নাহি জানি নাহি জানি॥

নিথর শূন্য অসীমে কোথায়
কে সে প্রণব-শঙ্খ বাজায়,
সেই ধ্বনি বুঝি জ্যোতির্জ্জগতে বাহিরে আনিছে টানি ॥
কোন্ অজানার অলখ-জটায় কথার গঙ্গা কাঁদে
কোন্ মায়াতীত সুন্দর হ'ল পড়িয়া মায়ার ফাঁদে।
কার সাথে এত কথা কহিবার
এত সে-গোপন সাধ ছিল তার,
তাহারি বাঁশরি-ধ্বনির কথা কি ব্রজে হয় কানাকানি ॥

১৩৪৪. রাগ : খাম্বাজ

কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে।
নব মুকুলিত আমের শাখে ॥
যাহার দরশ লাগি'
একেলা কুটীরে জাগি,
মোর সাথে পাখিও কি ডাকিছে তাহাকে ॥
চাঁদিনী নিভে যায় আমার চোখে,
চাঁদে মনে পড়ে চাঁদের আলোকে।
কুহু স্বর প্রাণে মম
বাজিতেছে তার সম,
চাঁদিনী নিশীথ মোর বিষাদ-মেঘে ঢাকে ॥

১৩৪৫.

কঠিন ধরায় ফোটাতে ফসল-ফুল।
কে জানে মহা-সিন্ধু কেন গো হইয়া ওঠে ব্যাকুল ॥
মেঘ হ'য়ে কেন আকাশ ভরিয়া
বারিধারা রূপে পড়ে গো ঝরিয়া,
কত লোক ভাবে উৎপাত এলো, কত লোক ভাবে ভুল ॥
কার বাঁধা-ঘর ভেঙে গেল হায় বোঝে না'ক তাহা মেঘ,
কূলে কূলে আনে ফুলের বন্যা তাহার প্রেমের বেগ.
জানে না কাহার করিল সে ক্ষতি
সে জানে স্নিগ্ধ হ'ল বসুমতী,
যে অকূলের পথে টানে, সে বোঝে না ভাসিল কাহার কূল ॥

১৩৪৬. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহারবা

কত কথা ছিল বলিবার, বলা হ'ল না।
বুকে পাষাণ সম রহিল তারি বেদনা ॥
মনে রহিল মনের আশা
মিটিল না প্রাণের পিপাসা,
বুকে শুকালো বুকের ভাষা — মুখে এলো না ॥
এত চোখের জল, এত গান
এত আদর সোহাগ অভিমান,
কখন সে[1] হ'ল অবসান — বোঝা গেল না ॥
ঝরিল কুসুম যদি হায়!

১. যে

কেন স্মৃতির কাঁটাও নাহি যায়,
বুঝিল না কেহ কাহারো মন বিধির ছলনা॥

১৩৪৭. নাটক : 'মহুয়া'

কত খুঁজিলাম নীল কুমুদ তোরে।
আছে নীল জল শূন্যে সরসী ভ'রে॥
উঠেছে আকাশে চাঁদ, ফুটেছে তারা
আছে সব একা মোর কুমুদ হারা,
অভিমানে সে কি গিয়াছে ঝ'রে॥

১৩৪৮.

কত দূরে তুমি, ওগো আঁধারের সাথী।
হাত ধর মোর নিভিয়া গিয়াছে বাতি॥
চলিতে চলিতে তোমার তীর্থ-পথে
হারায়ে গিয়াছি অন্ধকারের স্রোতে,
এসে তু'লে লও তোমার সোনার রথে —
(লহ) প্রভাতের তীরে, শেষ হয় যথা রাতি॥
যে ধ্রুব-তারার পথ দেখাইয়া নীরবে চলেছ তুমি,
সে-পথ ভুলিয়া আসিলাম মায়া-তৃষ্ণার মরুভূমি।
সাড়া নাহি পাই আর আজ ডেকে ডেকে
কাঁদিছ কি তুমি মোরে সাথে নাহি দেখে?
হয়ত ফিরিবে অমৃতের তীর থেকে —
সেই আশে আছি পথ পানে আঁখি-পাতি'॥

১৩৪৯.

কত যুগ যেন দেখিনি তোমারে দেখি নাই কতদিন।
তুমি যে জীবন, তোমারে না হে'রি', হয়েছিনু প্রাণহীন॥
তুমি যেন বায়ু, বায়ু যবে নাহি হয়
আমি ঢুলে পড়ি আয়ু মোর নাহি রয়,
তুমি যেন জল, বাঁচিতে পারি না জল বিনা আমি মীন॥
তুমি জান নাগো তব আশ্রয় বিনা আমি কত অসহায়,
তুমি না ধরিলে আমার এ তনু বাতাসে মিশায়ে যায়।
তাই মোর দেহ পাগলের প্রায়
তোমার অঙ্গ জড়াইতে চায়,
তাই উপবাসী তনু মোর হের দিনে দিনে হয় ক্ষীণ॥

১৩৫০. রাগ : দুর্গা-মান্দ, তাল : দাদ্‌রা

কত সে-জনম কত সে-লোক পা হয়ে এলে, হে প্রিয় মোর।
নিভে গেছে কত তপন-চাঁদ তোমারে খুঁজিয়া, হে মন-চোর॥
কত গ্রহে, প্রিয়, কত তারায়
তোমারে খুঁজিয়া ফিরেছি, হায়!
চাহ এ নয়নে হেরিবে তায়, সে-দূর স্মৃতির স্বপন-ঘোর॥
আজো অপূর্ণ কত সে-সাধ
অভিমানী তাহে সেধো না বাদ!
না মিটিতে সাধ, স্বপন-চাঁদ, মিলনের নিশি ক'রো না ভোর॥

১৩৫১.

কদম কেশর পড়ল ঝরি তখন তুমি এলে।
বাদল মেঘে গগন ঘেরি ঝড়ের কেতন মেলে।।
ঝরিয়ে বন-কেয়ার রেণু
বজ্ররবে বাজিয়ে বেণু,
বৃষ্টি ভেজা দূর্বা দ'লে অরুণ-চরণ ফেলে।।
নদীর দু'কূল ভাঙল যবে অধীর স্রোতের জলে,
তখন দেখি হে অশান্ত তোমার তরী চলে।
যূথীর নীরব অশ্রু ঝরে
শ্যামল তোমার চরণ 'পরে,
আকাশ চাহে তোমার পথে তড়িৎ প্রদীপ জ্বেলে।।

১৩৫২. রাগ : পিলু বারোয়াঁ, তাল : ত্রিতাল

উভয়ে : কপোত কপোতী উড়িয়া বেড়াই সুদূর বিমানে আমরা দু'জনে।
কানন-কান্তর শিহরি' ওঠে মোদের প্রণয়-মদির কূজনে।।
স্ত্রী : ভ্রমর গুঞ্জে মঞ্জুল গীতি, হেরিয়া আমার বঁধুর প্রীতি,
পুরুষ : আমার প্রিয়ার নয়নে চাহি' কুসুম ফুটে ওঠে বিপিনে বিজনে।।
স্ত্রী : তোমা ছাড়া স্বর্গ চাহি না, প্রিয়!
মোদের প্রেমে চাঁদ আসে নেমে মাটির পাত্রে পান করি অমিয়।
পুরুষ : বিশ্ব ভুলায়ে ও-রাঙা পায়ে আমারে বেঁধেছে জীবনে মরণে।।

১৩৫৩.

কবি সবার কথা কইলে, এবার নিজের কথা কহ।[১]
(কেন) নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দহ।।
কে তোমারে হান্‌ল হেলা, কবি!
(হায়!) সুরে সুরে আঁক কি গো সেই বেদনার ছবি?
কা'র বিরহ রক্ত ঝরায় বক্ষে অহরহ।।
কোন্ ছন্দময়ীর ছন্দ দোলে আমার গানে গানে,
তোমার সুরের স্রোত ব'য়ে যায় কাহার প্রেমের টানে গো —
কাহার চরণ পানে?
কাহার গলায় ঠাঁই পেল না ব'লে
(তব) কথার মালা ব্যথার মত প্রতি হিয়ায় দোলে,
(তোমার) হাসিতে যে বাঁশি বাজে, সে ত' তুমি নহ।।

১ সবার কথা কইলে কবি নিজের কথা কহ।

১৩৫৪.

কাহার তরে হায় নিশিদিন কাঁদে মন-প্রাণ।
জানে শুধু সেই, জানে মোর হৃদি ব্যথা-ম্লান।।
কমল-পাতে যেন জল, —প্রণয় তার সই
বুলবুলি চপল দ'লে যায় লতিকা বিতান।।
জানে শুধু সে নিতে মন, দিতে জানে না
ছলিয়া চলে সে-মুকুল, বারণ মানে না।
জীবন ল'য়ে সে খেলে মরণ-খেলা,
সকালে যারে চাহে তাহে বিকালে হেলা।

কুসুম-সমাধি রচে সে নিঠুর পাষাণ॥
চাহি শুধু এই, — যেন সে বাসিয়া ভালো
এমনি ব্যথা পায় সে ওগো ভগবান॥

১৩৫৫. রাগ : ধানশ্রী, তাল : একতাল

কাঁদিছে তিমির-কুন্তলা সাঁঝ আমার হৃদয় গগনে।
এসো প্রিয়া এসো বঁধু-বেশে এই বিদায়-গোধূলি-লগনে॥
দিনের চিতার রক্ত-আলোকে
শুভ-দৃষ্টি গো হবে চোখে চোখে,
আমার মরণ-উৎসব-ক্ষণে শঙ্খ বাজুক সঘনে॥
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া হের খুঁজিছে মোদেরে তারাদল,
সজল-বসনা বাদল-পরীর নয়ন করিছে ছল ছল॥
মরণে তোমারে পাইব বলিয়া
জীবনে করেছি আরাধনা প্রিয়া,
এসো মায়ালোক-বিহারিণী মোর কুহেলি-আঁধার-স্বপনে॥

১৩৫৬. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : একতাল

কাঁদিতে এসেছি, আপনারে ল'য়ে কাঁদাতে আসিনি হে প্রিয়, তোমারে।
এ মম আঁখি-জল[১] আমারি নয়নের[২], ঝরিবে না এ জল তোমার দুয়ারে॥
ভালো যদি বাসি একাকী বাসিব
বিরহ-পাথারে একাকী ভাসিব,
কভু যদি ভুলে আসি তব কূলে, চমকি' চলিয়া যাব দূর পারে॥
কাঁটার বনে মোর ক্ষণেকের তরে
ফুটেছে রাঙা ফুল শুধু লীলা-ভরে,
মালা হয়ে কবে[৩] দুলিবে গলে কা'র।
জাগিব একাকী ল'য়ে স্মৃতি কাঁটার
কেহ জানিবে না, শুকাল কে কোথা
কা'র ফুলে কা'রে সাজালে দেবতা,
নিশীথ-অশ্রু মোর ঝরিবে বিরলে তব সুখ-দিনে হাসির মাঝারে॥

১ মম আঁখি বারি, ২ থাকুক আমারি, ৩. গলে

১৩৫৭. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমপরীর গান)

কী অনল জ্বলে লো সই কী অনল জ্বলে।
নয়ন ভরল জলে লো সই আমার হিয়ার তলে॥
(আমি) উদাসী পাগল হ'য়ে না ত্যজিলাম কায়া
এই চাঁদের মুখে পড়ল আমার রাহুর প্রেমের ছায়া,
মোর বুকের মাঝে সাত সিন্ধুর একি ঢেউ উথলে॥

১৩৫৮. রাগ : মিশ্র খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

কিছু নাহি যার তোমারে দিবার কি তার ভিক্ষা লবে!
তুমি কেঁদে গেলে আমারে শুধুই নীরবে কাঁদিতে হবে॥
হেথা একদিন কিশোর বেলায়
বেঁধেছিনু ঘর পুতুল-খেলায়,
সে সাথী আমার ফিরিবে না আর নব বসন্ত-উৎসবে॥

একদা হেথায় ফুটেছিল হেনা,
সে-ফুল আবার ফুটিবে হেথায় সে তো আর আসিবে না
ওগো ভিখারি কি দিব তোমায়
শূন্য দেউলে কুসুম শুকায়,
ক্ষমিও আমার শত অপরাধ, ভিখারিণী আমি ভবে॥

১৩৫৯.

পুরুষ — কিশোরী বাসন্তী ডাকিছে তোমায় ফুলবন।
স্ত্রী — ডাকে হে শ্যাম, তোমায় তাল ও তমাল বন শন্ শন্॥
পুরুষ — তুমি ফুলের বারতা
স্ত্রী — তুমি বন-দেবতা,
উভয়ে — আমরা আভাস ফাগুনের, দূর স্বর্গের পরশন॥
পুরুষ — কল্প-লোকের তুমি রূপ-রানী গো প্রিয়া,
অপাঙ্গে ফোটাও যূই-চম্পা-টগর-মোতিয়া।
স্ত্রী — নিঠুর পরশ তব (হায়) যাচিয়া জাগে বনভূমি
ফুলদল পড়ে ঝরি' তব চারু পদ চুমি',
উভয়ে — আমরা ফুলশর-উর্বশী দেব-সভার মোরা হরষণ॥

১৩৬০.

কী হবে জানিয়া কে তুমি বঁধু, কি তব পরিচয়?
আমি জানি তুমি মোর প্রিয়তম, সুন্দর প্রেমময়॥
জগৎ তোমার পায়ে প'ড়ে আছে
তুমি এসে কাঁদ' এ দাসীর কাছে,
হে বিজয়ী, আমার বিজয়ী আমি শুধু জানি,
তুমি হার মানি' আমারে করেছ জয়॥
কত যে বিপুল মহিমা তোমার জানতে দিয়ো না প্রিয়,
জনমে জনমে প্রিয়া ব'লে মোরে বক্ষে টানিয়া নিয়ো।
প্রভাত-সূর্য ভাবি নারায়ণ
বিশ্ব-প্রণাম করে গো যখন,
একমুঠো কমলিনী হেসে বলে আমি চিনি
ও-যে মোর প্রিয় ও-তোর নারায়ণ নয়॥

১৩৬১.

কুসুম ফুলের মালা গেঁথে দুলিয়ে দিছি গলে।
অশ্রু দিয়ে গাঁথা মালা রইলো বুকের তলে॥
বন্ধু আমার আস্‌বে যখন ফিরে' বিজয় রথে
মরা ফুলের সাথে আমি রইবো প'ড়ে পথে,
যাবার বেলা চরণ দিয়ে যাবে আমায় দ'লে॥
তাহার প্রিয়ার মুখে দেবো আমার হাসি ল'য়ে
রইব না গো তাহার সুখে পথের কাঁটা হ'য়ে,
তা'র বাসরে আলো দেবো প্রদীপ হ'য়ে জ্ব'লে॥

১৩৬২.

কুহু কুহু কুহু ব'লে মহুয়া-বনে।
মাধবী চাঁদ এলো পূব-গগনে॥

দুলে ওঠে বনান্ত আসিলে কে পান্থ,
তব পদধ্বনি অশান্ত — হে শুনি মম মনে।।
বাতায়নে প্রদীপ জ্বালি'
আসা-পথ চাহি', প্রহর গণি, গান গাহি'।
এলে আজি নিশীথে দেখা দিতে তৃষিতে,
শুনি দশ-দিশিতে — বাঁশি তব ক্ষণে ক্ষণে।।

১৩৬৩. রাগ : বসন্ত

কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জরি-কর্ণে।
আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে।।
মোরে চেন কি?
মোর আঁচলে চাঁপা, হেনা যূঁই অতসী।
মোর বনের সাজিতে ভরা পলাশ বকুল
নব আমের মুকুল,
মম উত্তরী ঝলমল কিশলয়ে পর্ণে।।
আনি' মলয়-গিরি হ'তে চন্দন-গন্ধ
হৃদয়-উদাস-করা সমীর সুমন্দ
ছড়াই আবির হাসি জোছনার স্বর্ণে।।

১৩৬৪.

কৃষ্ণা নিশীথ নাচে ঝিল্লির নূপুর বাজে।
রিমিঝিমি রিমিঝিমি মৃদু আওয়াজে।।
আঁধারের চাঁচর চিকুর খুলিয়া
আপন মনে নাচে হেলিয়া দুলিয়া,
মুঠি মুঠি হিম-কণা তারা-ফুল তুলিয়া
ছুঁড়ে ফেলে ধরণী মাঝে।।
তার মণি-হার খুলে পড়ে উল্কা-মানিক,
তার নাচের নেশায় ঝিমায় দশদিক।
আধো-রাতে আমি শুনি স্বপনে
তার গুঞ্জন-গীত কানে-কথা গোপনে,
কালো-রূপের শিখা, ওকি শ্যামা বালিকা নাচে
নাচে জাগাইতে নটরাজে।।

১৩৬৫. রাগ : বেহাগ-মান্দ, তাল : কাহার্‌বা

কে এলে মোর চিরচেনা অতিথি দ্বারে মম।
ফুলের বুকে মধুর মত পরাগে সুবাস সম।।
বর্ষা-শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জোছনা-ধারায় নিখিল ভুবন ছাইয়া অনুপম।।
হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে দেখিনি,
তায়, মন বলে, প্রিয়তম।।

১৩৬৬.

কে এলে হংস-রথে কোথা যাও?
তার লিপি এনেছ কি? দাও মোরে দাও ॥
যা'র বিরহে মোর হৃদয়-কমল
অশ্রু-সরসী-নীরে কাঁপে টলমল,
শুনেছি তার সাথে তুমি কথা কও —
কার কথা হয় সেথা — শোনাও শোনাও ॥
আনন্দ-দূত তুমি, লিপি আন নাই?
দেখিতে কি আসিয়াছ — কত দুঃখ পাই?
সে এত প্রেম দিয়ে কেন লুকিয়ে থাকে
কেন দেখা দেয় না এত যে ডাকে,
কেন মোর আর ভালো লাগে না কিছুই?
মনে ক'রে বলো যদি তার দেখা পাও ॥

১৩৬৭. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

কে ডাকিলে আমারে আঁখি তুলে'।
এই প্রভাতে তটিনী-কূলে কূলে ॥
ঐ ঘুমায়ে সকলি, জাগেনি কেউ
জল নিতে এখনো আসেনি বউ,
শুধু তব নদীতে জেগেছে ঢেউ —
মেলেছ নয়ন কানন-ফুলে ॥
যে সুবাস ঝরে ও-এলোকেশে
কমলে তা' দিলে নাহিতে এসে',
তব তনু-বাস দীঘিতে ভেসে' —
মাতাইছে, মধুপ পথ ভুলে ॥
ও শিশির-কপোল-স্বেদ বারি
পড়িল ঝরি' নয়নে আমারি,
জাগিয়া হেরি রূপ-মনোহারী —
দাঁড়ায়ে উষসী তোরণ-মূলে ॥

১৩৬৮. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

কে তুমি এলে হেলে দুলে।
প্রাণের গাঙে লহর তুলে ॥
তোমার চটুল চরণ ছন্দে
মন-ময়ূর নাচে আনন্দে,
ঝরে ফুলদল বেণীর বন্ধে —
মেঘের মাধুরী এলোচুলে ॥
আমার গানে আমার সুরে
প্রাণে আনে তব নূপুরে,
রূপ-তরঙ্গ খেলিছে রঙ্গে —
ব্যাকুল তনুর কূলে কূলে ॥

১৩৬৯. রাগ : ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

কে পাঠালে লিপির দূতী গোপন লোকের বন্ধু গোপন।
চিন্‌তে নারি হাতের লেখা মনের লেখা চেনে গো মন॥
গান গেয়ে যাই আপন মনে
সুরের পাখি গহন বনে,
সে সুর বেঁধে কার নয়নে — জানে শুধু তা'রি নয়ন॥
কে গো তুমি গন্ধ-কুসুম
গান গেয়ে কি ভেঙেছি ঘুম,
তোমার ব্যথার নিশীথ নিঝুম — হেরে' কি মোর গানের স্বপন॥
নাই ঠিকানা নাই পরিচয়
কে জানে ও-মনে কি ভয়,
গানের কমল ও-চরণ ছোঁয় — তাইতে মানি ধন্য জীবন॥
সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে,
সকল আঁখির অগোচরে — না দেখাতে মোদেল মিলন॥

১৩৭০.

কমলা রূপিণী, শক্তি-স্বরূপিণী
পতিব্রতা সতী ধর্মবিধায়িনী — সীতা, জয় সীতা।
জনক দুলারী রাজকুমারী
লব-কুশ-জননী, রাম-কী পিয়ারী — সীতা, জয় সীতা॥
আওধ-প্রজাকুল শান্তি-বিধায়িনী
পতি-অনুগামিনী, তপোবন,
অশোক-কানন উজ্জ্বলকারিণী — সীতা, জয় সীতা॥
বসুমতী অঙ্ক সমুজ্জ্বল-কারিণী
সতীকে তেজ-বল-অগ্নিনিবারণী,
সুখ-দুখ্‌মে পতি-চরম ভিখারিণী — সীতা, জয় সীতা॥

১৩৭১.

করুণা তোর জানি মাগো আসবে শুভদিন।
হোক না আমার চরম ক্ষতি থাক না অভাব ঋণ॥
আমায় ব্যথা দেওয়ার ছলে
টানিস্‌ মা তোর অভয় কোলে,
সন্তানে মা দুঃখ দিয়ে রয় কি উদাসীন॥
(তোর) কঠোরতার চেয়ে বেশি দয়া জানি ব'লে,
ভয় যত মা দেখাস্‌ ত লুকাই তোরই কোলে।
সন্তানে ক্লেশ দিস্‌ যে এমন
হয়ত মা তার আছে কারণ,
তুই কাঁদাস্‌ ব'লে বল্‌ব কি মা হ'লাম মাতৃহীন॥

১৩৭২.

কলহংসিকা বাহনা পদ্মিনী-পাণি
মণি মঞ্জরী শোভনা, ছন্দিতা বাণী।

বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দা-বন-চন্দে
মত্ত-ময়ূর-ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ॥
পল্লব-ঘন চক্ষে ঝরে অশ্রু-রস-ধারা
পূব হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথ-হারা,
রুমঝুম ঝুম্ মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণি বন্ধে ॥
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ কেকা-বন ঘন বর্ষে
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দালোক হর্ষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর তাল বাজে শূন্যে মেঘ মন্দ্রে ॥

১৩৭৩. নাটক : 'বিষ্ণুপ্রিয়া' (নিত্যানন্দ ও নিমাইয়ের গান)

নিত্যানন্দ : কানাই রে কই তোর চূড়া বাঁশরি!
তুই নাকি সেই নন্দদুলাল এলি নদীয়ায় ব্রজ পাশরি' ॥
নিমাই : কি পুছসি আমারে ভাই
এবার চূড়া বাঁশরি নাই,
ব্রজের খেলা বাঁশির তান
ন'দের খেলা হরি-গান।
ব্রজের বেশ ধড়াচূড়া
ন'দের বেশ কৌপীন পরা,
ব্রজের খেলা রাখাল হয়ে,
ন'দের খেলা ধূলি ল'য়ে।
নিত্যানন্দ : নদীয়াতে বিষ্ণুপ্রিয়া, ব্রজের রাইকিশোরী ॥

১৩৭৪.

কাল কাল ক'রে গেল কতকাল কালের নাহিক শেষ।
কাল যাই যথা বন্ধু রে ল'য়ে যাব আমি সেই দেশ ॥

১৩৭৫.

'কালী কালী' মন্ত্র জপি ব'সে শোকের ঘোর শ্মশানে।
মা অভয়ার নাম গুণে শান্তি যদি পাই এ প্রাণে ॥
এই শ্মশানে ঘুমিয়ে আছে
যে ছিল মোর বুকের কাছে,
সে হয়ত আবার উঠবে জেগে মা ভবানীর নাম-গানে ॥
সকল সুখ শান্তি আমার নিল হ'রে যে-পাষাণী,
শূন্য বুকে বন্দী ক'রে রাখব আমি তারেই আনি[1]।
মোর, যাহা প্রিয় মাকে দিয়ে
জাগি আশার দীপ[১] জ্বালিয়ে,
মা'র সেই চরণের নিলাম শরণ, যে-চরণে মা আঘাত হানে ॥[২]

১. বুকে চিতা, ২ যে চরণে প্রলয় আনে

১৩৭৬. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব' (ধ্রুবের গীত)

কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে মা, আমি মা তোর দুঃখ ঘুচাব।
বসন-ভূষণ দেব এনে মা তোর চোখের জল মুছাব ॥
তুই হবি মা রাজ-জননী
এনে দেব রত্ন-মণি,
রাজার আসন আনব ছিনি তোরে সেই আসনে বসাব ॥

১৩৭৭.

কী দিয়ে পূজি ভগবান!
আমার ব'লে কিছু নাহি হরি সকলি তোমারি যে দান॥
মন্দিরে তুমি, মূরতিতে তুমি
পূজার ফুলে তুমি, স্তব-গীতে তুমি,
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা করিতে — তুমি যদি ভাব অপমান॥
কেমন তব রূপ দেখিনি হরি
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি,
কাঁদ না হাস তুমি সে-রূপ হেরি — বুঝিতে পারি না আমি তাই কাঁদে প্রাণ॥
কোটি রবি-শশী আরতি করে যারে,
প্রদীপ জ্বালিয়া খুঁজি আমি তারে।
বনডালা যাঁর পূজার সম্ভার, যোগী মুনি করে যুগযুগ ধ্যান।
কোথা শ্রীমুখ তব কোথা শ্রীচরণ, চন্দন দিব কোন্‌খান॥

১৩৭৮.

কিশোর গোপ-বেশ মুরলিধারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ।
দ্বিভুজ শ্যাম সুন্দর মূরতি অপরূপ অনিন্দ্য॥
পরমাত্মারূপী পরম মনোহর
গোলকবিহারী চিন্ময় নটবর,
ময়ূর পাখাধারী চিকুর চাঁচর মণি-মঞ্জীর শোভিত শ্রীচরণারবিন্দ॥
গলে দোলে নব বিকশিত কদম ফুলের মালা
খেলে ঘিরে যাঁরে প্রেমময়ী গোপবালা,
শোভিত স্বর্ণবর্ণ পীতবাসে
ওঙ্কার বিজড়িত শ্রীরাধার পাশে,
পদ্মপলাশ আঁখি মৃদু-হাসে — যেরূপ ধেয়ায় মুনি ঋষি দেববৃন্দ॥

১৩৭৯.

কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী।
চির-কিশোর আরাধিকা শ্রীমতী॥
কমলা গোলোকে
গোপিনী ভুলোকে,
সেবিকা প্রকৃতি পরমা তপতী॥
শ্যাম ভুবন কালো
রাই অরুণ আলো,
হরি পূজারিণী প্রেম মূর্ত্তিমতী॥
ব্রজধাম বাসিনী
লীলা বিলাসিনী,
শ্যাম নাম ভাষিণী বিরহ ভারতী॥
শ্যাম মেঘ গলে
রাই বিজলী দোলে,
শ্যাম পত্র কোলে রাই ফুল আরতি॥
লয়ে যাঁহার নাম
হরি হন রাধা শ্যাম,
সুর নর অবিরাম করে যাঁর প্রণতি॥

১৩৮০. রাগ : কালেংড়া, তাল : খেমটা

কুমকুম আবির ফাগের ল'য়ে কালিকা।
খেলেছি 'রসিয়া' হোরি ব্রজ-বালিকা॥
হোরির অনুরাগে,
যমুনায় দোলা লাগে,
মাধব সনে ঐ খেলে মাধবিকা॥
রঙের গাগরীতে
রঙিলা ঘাগরিতে,
রঙের মাতন লাগায় নাগর-নাগরিকা॥
জেগেছে রঙের নেশা
মাধবী মধু-মেশা,
মনের বনে দোলে রাঙা ফুল-মালিকা॥

১৩৮১.

চোখের বাঁধন খুলে দে মা খেলব না আর কানামাছি।
আমি মার খেতে আর পারি না মা এবার বুড়ি ছুঁয়ে বাঁচি॥
তুই পাবি অনেক মেয়ে ছেলে
যাদের সাধ মেটেনি খেলে খেলে,
তুই তাদের নিয়েই খেল্‌না না মা গো শ্রান্ত আমি রেহাই যাচি।
দুঃখ-শোক-ঋণ-অভাব ব্যাধি মায়ার খেলুড়িরা মিলে,
শত দিকে শত হাতে আঘাত হানে তিলে তিলে।
চোর হয়ে মা আর কত দিন
ঘুরব ভবে শান্তিবিহীন,
তোর অভয় চরণ পাই না কেন মা তোর এত কাছে আছি॥

১৩৮২. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

চলো সামলে পিছল পথে গোরী।
ভরা যৌবন তায় ভরা গাগরী॥
নীর ভরণে এসে সখি নদী-তীর
তীর খেয়ো না হৃদয়ে ডাগর আঁখির,
জলে ভাসিবে নয়ন কিশোরী॥
হৃদি নিঙাড়ি এ পথে প্রেমিক কত
সখি করেছে রুধির-পিছল এ পথ,
কেহ উঠিল না এ পথে পড়ি'॥
তব ঘটের সলিল চাহিয়া সই
কত তৃষ্ণা-আতুর পথিক দাঁড়ায়ে ঐ,
মরুভূমে তুমি মেঘ-পরী॥

১৩৮৩.

চলে কুসুমী শাড়ি পরি' বসন্তের পরী
নবীনা কিশোরী হেসে হেসে।
হেলিয়া দুলিয়া সমীরণে ভেসে ভেসে॥
রঙ্গীলা রঙ্গে নৃত্য-ভঙ্গে চলিছে চপলা এলোকেশে।
পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' ডাকে শাখে তাহারে ভালোবেসে॥

মদির চপল বায়, অঞ্চল উড়ে যায়,
সে বৈকালী সুর যেন চৈতী বেলাশেষে ॥
মনে সে নেশা লাগায়, বনে সে আঁখির ইঙ্গিতে ফুল ফোটায়।
বেনুবনে তারি বাঁশি বাজে, তারি নাম গুঞ্জরে ভ্রমর
তার ঝির্‌ঝির্‌ মিরমির বাজে মঞ্জির নাচের আবেশে
তার ঝুমুর ঝুমুর নূপুর-ধ্বনি হাওয়াতে মেশে ॥

১৩৮৪. রাগ : মীনাক্ষী (নজরুলসৃষ্ট রাগ), তাল : ত্রিতাল

চপল আঁখির ভাষায়, হে মীনাক্ষী ক'য়ে যাও।
না-বলা কোন্‌ বাণী বলিতে চাও ॥
আড়ি পাতে নিঝ্‌ঝুম বন
আঁখি তুলি' চাহিবে কখন,
আঁখির তিরস্কারে ঐ বন-কান্তারে ফুল ফোটাও ॥
নিটোল আকাশ টোল খায় তোমারি চাওয়ায়, হে মীনাক্ষী,
নদী-জলে চঞ্চল সফরী লুকায়, হে মীনাক্ষী!
ওই আঁখির করুণা
ঢালো রাগ অরুণা,
আঁখিতে আঁখিতে ফুল-রাখি বেঁধে দাও ॥

১৩৮৫. রাগ : দেশ, তাল : ত্রিতাল

চমকে চপলা মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি' রহি' অশনি সঘন ॥
লুকায়েছে গ্রহ-তারা দিবসে ঘনায় রাতি
শূন্য কুটিরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত-চিত, সচকিত শ্রবণ ॥

১৩৮৬.

চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে নিশীথিনী।
মদির হাওয়ার তালে নাচন লাগে ডালে ডালে —
ঝিল্লি-নূপুর পরি' পায় নাচে কানন বিহারিণী ॥
নেশার ঘোর লাগে বনে পাপিয়া জাগে
'চোখ গেল চোখ গেল' গেয়ে ওঠে গুল-বাগে,
একেলা বাতায়নে হায় জাগে বিরহিণী ॥
মহুয়া বকুল ফুলে মদির সুবাস ঘনায়,
চাঁদের ওই মুখ মদের ছিটে লাগে কনক চাঁপায়।
শান্ত হৃদয় মম দুলিছে সাগর সম,
এমন রাতে সে কোথায় আমি যার অনুরাগিণী ॥

১৩৮৭. রাগ : সারঙ্ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

চাঁপা রঙের শাড়ি আমার যমুনা-নীর ভরণে গেল ভিজে।
ভয়ে মরি আমি, ঘরে ননদী, কহিব শুধাইলে কি যে ॥
ছি ছি হরি, একি খেল লুকোচুরি
একেলা পথে পেয়ে কর খুনসুড়ি,
রোধিতে তব কর ভাঙিল চুড়ি — ছলকি গেল কলসী যে ॥

ডাঁশা কদম্ব দিবে বলি হরি
ডাকিলে-তরুতলে কেন ছল করি',
কাঁচা বয়সী পাইয়া কিশোরী — মজাইলে, মজিলে নিজে॥

১৩৮৮. রাগ : খাম্বাজ, তাল : কাহারবা

চারু চপল পায়ে যায় যুবতী গোরী॥
আঁচলের পাল তুলে সে চলে ময়ূর-পঙ্খী-তরী॥
আয়রে দেখবি যদি
ভাদরের ভরা নদী,
চলে কে বে-দরদী — ভেঙে কূল গিরি-দরী॥
মুখে চাঁদের মায়া
কেশে তমাল-ছায়া,
এলোচুলে দুলে দুলে নেচে চলে হাওয়া-পরী॥
নয়ন-বাণে মারে প্রাণে
চরণ-ছোঁয়ায় জীবন দানে,
মায়াবিনী যাদু জানে — হার মানে উর্ব্বশী অপ্সরী॥

১৩৮৯.

চৈত্র পূর্ণিমা রাত্রি, মাধবী কানন মধুক্ষরা।
মধুর আনন্দ উল্লাসে রাত্রে ভাসে বসুন্ধরা॥
মুকুল-সৌগন্ধ ভারে দখিনা পবন
নৃত্যের ছন্দে চলে মর্মরিয়া বেণু-বন।
তটিনী ঊর্মির মর্ম নিয়া
শত ভঙ্গে চন্দ্রে নিবেদিয়া —
দুর্নিবার প্রেমোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ-কল-গীতে ভরা॥
মধুর পূর্ণিমা নিশি, পূর্ণপাত্র শিরাজি হস্তে যেন সাকি,
জোছনার মদির স্বপ্নে মুকুলিত মাধবীর আঁখি॥
গোলাপের স্নিগ্ধগন্ধে অস্থির অন্তর
আজি রাত্রি হাসিছে সমাহিত প্রসন্ন সুন্দর।
পরিতৃপ্ত চকোরের রুদ্ধ-কণ্ঠ[১] লড়িতে চন্দ্রর
পান করি শারাব গেলাস-ভরা

১ সম্ভবত এখানে কবি আরো কিছু শব্দ যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

১৩৯০.

চোখে চোখে চাহ যখন তোমরা দু'টি পাখি।
সেই চাহনি দেখি আমি অন্তরালে থাকি'॥
মনে জাগে, অনেক আগে
এম্‌নি গভীর অনুরাগে,
আমার পানে চাইত কেহ এম্‌নি অরুণ-আঁখি॥
ঘুমাও যখন তোমরা দু'জন পাখায় বেঁধে পাখা,
আমি দূরে জেগে থাকি, যায় না কাঁদন রাখা।
পরশ যেন লেগে আছে
শূন্য আমার বুকের কাছে,
তোমার মতন ঘুমাত কেউ এই বুকে মুখ রাখি'॥

১৩৯১.

ছয় লতিফার উর্ধ্বে আমার আরফাত ময়দান।
তারি মাঝে আছে কারা জানে বুজর্গান॥
যবে হজরতেরি নাম জপি ভাই হাজার হজ্জের আনন্দ পাই,
জীবন মরণ দুই উঠে ভাই দেই সেথা কোরবান্॥
আমি তুর পাহাড়ে সুর শুনে ভাই প্রেমানন্দে গলি,
ফানাফির রসুলে আমি হেরার পথে চলি।
হজরতেরি কদম চুমি হিজরে আসোয়াদ
ইব্রাহিমের কোলে চ'ড়ে দেখি ঈদের চাঁদ,
মোরে খোতবা শুনান ইমাম হয়ে জিব্রাইল কোরআন॥

১৩৯২.

ছড়ায়ে বৃষ্টির বেলফুল, দুলায়ে মেঘলা চাঁচর চুল
চপল চোখে কাজল মেখে আসিল কে॥
বাজায়ে কে মেঘের মাদল
ভাঙালে ঘুম ছিটিয়ে জল,
একা-ঘরে বিজলীতে এমন হাসি হাসিল কে॥
এলে কি দুরন্ত মোর ঝোড়ো হাওয়া,
চির-নিঠুর প্রিয় মধুর পথ-চাওয়া।
হৃদয়ে মোর দোলা লাগে
ঝুলনেরই আবেশ জাগে,
ফেলে-যাওয়া বাসি মালায় — আবার ভালোবাসিল কে॥

১৩৯৩.

ছাড়িয়া যেও না আর।
বিরহের তরী মিলনের ঘাটে[১] লাগিল যদি আবার॥
কত সে-বিফল জনমের পর
পথ-চাওয়া মোর ফিরে এলে ঘর,
এলো শুভ দিন, কাটিল অসহ রাতের অন্ধকার॥
দেবতা গো ফিরে চাও,
মোর বেদনার তপস্যা-শেষ, মিলনের বর দাও।
ল'য়ে জীবনের সঞ্চিত ব্যথা
তোমার চরণে হলাম প্রণতা,
লহ পূজা মোর নয়নের লোর শীর্ণা তনুর হার॥

১ তীরে

১৩৯৪.

ছল্‌কে গাগরি গোরি ধীরে ধীরে যাও,
পলকে পরাণ নিতে বাঁকে ফিরে চাও॥
যৌবন-ভার-নত
ক্ষীণ তনু সহে কত,
পরাণের বিনিময়ে তব ভার মোরে দাও॥
ঝলকে বিজলি-জ্বালা মদির নয়ন তলে
পতঙ্গ পোড়ে অনলে তবু সে পড়ে না জলে,
নয়নে চাহিয়া দহি, নয়ন ফিরায়ে নাও॥

১৩৯৫. রাগ : বিভাস মিশ্র, তাল : একতাল

জবা কুসুম-সঙ্কাশ ঐ উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয় জয় হে জ্যোতির্ময়॥
জননীর সম স্নেহ-সজল, নীল গাঢ় গগন-তল
সুপেয় বারি প্রসূন ফল —
তব দান অক্ষয়, অপহৃত সংশয়
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

১৩৯৬.

জয় উমানাথ শিব মহেশ্বর
চির-ভোরা আশুতোষ স্বয়ম্ভু শঙ্কর॥
তুমি ভগবান জীব-কল্যাণ লাগি
শ্মশানে রহ শিবলোক তেয়াগি
বিশ্বেশ্বর হয়ে তুমি বৈরাগী হে মহাভিক্ষু দিগম্বর॥
স্বর্গের দেবতারে অমৃত দিয়া
তুমি নাচো আনন্দে গরল পিয়া,
ধুতুরার ফুল শিঙ্গা ডমরু নিয়া —
ভস্ম মাখিয়া রহ গঙ্গাধর॥

১৩৯৭. রাগ : আনন্দ-ভৈরব, তাল : ঝাঁপতাল

জয়, আনন্দ-ভৈরব ডমরু পিনাক-পাণি,
গঙ্গাধর চন্দ্রচূড় শিব তীব্র-ধ্যানী॥
তব সূর্যকান্তি রাগে
প্রাণে প্রভাত-শান্তি জাগে,
পর প্রধান পূর্ণরূপ, হে শুদ্ধ জ্ঞানী॥
সরল মতি শঙ্কর হে, নাচো গরল পিয়ে,
আশুতোষ তুষ্ট তুমি বিল্বদল নিয়ে।
মৃত্যু-ভীত বিশ্বজনে
তমসা মগন ভুবনে,
শোনাও আনন্দিত মাভৈঃ অভয়বাণী॥

১৩৯৮. রাগ : নিশাশাগ, তাল : ঝাঁপতাল

জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার, কভু কৃতান্ত করাল॥
কভু পার্থ-সারথি-হরি
বংশীধারী কংস-অরি,
কভু গোপাল বনমালী কিশোর রাখাল॥
বিপুল মহা-বিরাট কভু বৃন্দাবন-বিলাসী,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাণি মুখে মধুর হাসি।
সৃষ্টি বিনাশে
লীলা-বিলাসে,
মগ্ন তুমি আপন ভাবে অনাদিকাল॥

১৩৯৯. রাগ : শিব-সরস্বতী, তাল : ত্রিতাল

জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী।
জয় ধ্রুব জ্যোতি, জয় বেদবতী ॥
জয় আদি কবি, জয় আদি বাণী
চয় চন্দ্রচূড়, জয় বীণাপাণি,
জয় শুদ্ধজ্ঞান শ্রীমূর্তিমতী ॥
শিব! সঙ্গীত সুর দাও, তেজ আশা,
দেবি! জ্ঞান শক্তি দাও, অমর ভাষা।
শিব! যোগধ্যান দাও, অনাশক্তি
দেবী! মোক্ষলক্ষ্মী! দাও পরাভক্তি,
দাও রস অমৃত, দাও কৃপা মহতী ॥

১৪০০. রাগ : অরুণ ভৈরব, তাল : ঝাঁপতাল

জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো হে শিব-ধ্যানী।
শোনাও তিমির-ভীত-বিশ্বে নব দিনের বাণী ॥
তোমার তপঃ-তেজে, শিব
দগ্ধ বুঝি হয় ত্রিদিব,
শরণাগত চরণে তব — হের নিখিল প্রাণী ॥
ধ্যান হোক ভঙ্গ তব শক্তি ল'য়ে সঙ্গে,
সৃষ্টির আনন্দে, হর, লীলা কর রঙ্গে।
ললাটের বহ্নি ঢাকো
শশী-লেখার তিলক আঁকো,
ফণি হোক মণিহার, হে পিনাক-পাণি ॥

১৪০১. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : চৌতাল

জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী।
কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা, কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী ॥
আনো আরবার ন্যায়ের দণ্ড
দৈত্য-ত্রাসন ভীম প্রচণ্ড,
অসুর-বিনাশী উদ্যত অসি ধর ধর দানবারি ॥
ঐ বাজে তব আরতি বোধন,
কোটি অসহায় কণ্ঠে রোদন!
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ
বেদনা-বিহারী এসো নারায়ণ,
রুদ্ধ কারার অন্ধ প্রাকার-বন্ধন অপসারি' ॥

১৪০২. রাগ : বিরাট-ভৈরব, তাল : ত্রিতাল

জাগো বিরাট ভৈরব যোগ সমাধি মগ্ন।
ভুবনে আনো নব দিনের শুভ প্রভাত লগ্ন ॥
অনন্ত শয্যা ছাড়ি' অলখ লোকে
এসো জ্যোতির পথে,
দেব-লোকের তিমির-কারা-প্রাচীর কর ভগ্ন ॥
ভয়হীন, দ্বিধাহীন উদার আনন্দে,
তোমার আবির্ভাব হোক প্রবল ছন্দে।

হোক মানব স্বপ্রকাশ আপন স্বরূপে
বিরাট রূপে, সফল কর আমার সোহং স্বপ্ন ॥

১৪০৩.

বিদায় বেলায় করুণ সুরে গাইছ কেন গান।
সুরের সাথে হল আকুল পাষাণ পরাণ ॥
আজকে ব্যথায় উঠল ভ'রে
মালার কুসুম পড়ল ঝ'রে,
পরাণ আমার কেমন করে নেবে তব দান ॥
বৃথায় ফুলে সাজাও মোরে
ভাসাও যত নয়ন লোরে,
প্রাণের ঠাকুর ডাকেন মোরে কাঁদে মম প্রাণ ॥

১৪০৪. লেটো : 'চাষার সঙ'

জীবন যাপন করিতে
চাষ কর বিধিমতে,
র'বে যদি সুখেতে —
এ পৃথিবী মাঝার ॥
জমি 'উগালে' 'সামালে'
বীজ ফেলাও কুতুহলে,
পাবে তবে সেই ফসলে —
মেহনতের সার ॥
লাগাও ধান প্রধান ফসল
তরকারী কলাই সকল,
দাও সময় মত জল —
যাতে প্রাণ বাঁচে তার ॥
অরি হতে ফসলে
রক্ষা কর সকলে,
নজরুল এসলাম বলে —
নইলে বাঁচা হবে ভার ॥

১৪০৫. 'শ্রীতুলসী-বন্দনা'

জয় কৃষ্ণ-ভিখারিণী তুলসী হরি-শিব-বিহারিণী তুলসী।
জয় কল্পতরু সমা বিষ্ণুর মনোরমা কলির কলুষ-বারিণী তুলসী ॥
অভীষ্ট-দায়িনী তুমি বসুধায়
শ্রেষ্ঠ পুষ্প তুমি দেব-পূজায়,
তপে ও জপে তুমি মন্ত্র-শক্তিরূপা ভক্তি-প্রেম সঞ্চারিণী তুলসী ॥
তীর্থসমূহ মাগো তোমার কাছে
আত্মশুদ্ধি তরে শরণ যাচে,
সকল কর্ম হয় নিষ্ফল ত্রিলোকে তোমার প্রসাদ বিনা তারিণী তুলসী ॥
শুদ্ধসত্ত্বা রূপা তপস্যা মগ্না
বিরাজ দীনা বেশে মন্দির-লগ্না,
হে হরি-বল্লভে, তব দীন পল্লবে অনন্ত নারায়ণ-ধারিণী তুলসী ॥

১৪০৬. নাটক : 'বিদ্যাপতি' (স্তব)

জয়-জগৎ-জননী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বন্দিতা,
জয় মা-ত্রিলোক তারিণী।
জয় আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী নন্দন-লোক-নন্দিতা
জয় দুর্গতিহারিণী॥
তোমাতে সর্বজীবের বসতি, সর্বাশ্রয় তুমি মা,
জয় হয় সব বন্ধন পাপ-তাপ তব পদ চুমি' মা।
তুমি শাশ্বতী, সৃষ্টি-স্থিতি, তুমি মা প্রলয়কারিণী॥
তুমি মা শ্রদ্ধা, প্রেম, ভক্তি তুমি কল্যাণ সিদ্ধি
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তুমি তিন-জন ঋদ্ধি,
জয় বরাভয়া ত্রিগুণময়ী দশ-প্রহরণ-ধারিণী॥

১৪০৭.

জয় জয় মা গঙ্গা পতিত পাবনী ভাগীরথী।
হর-শির-বিহারিণী সুরেশ্বরী অগতির গতি॥
মৃত্যু সাগরের দেশে প্রাণদাত্রী তুমি
তোমার পুণ্যে হল তীর্থ ভারতভূমি,
পাপ-নিবারিণী কলুষ-হারিণী ত্রিলোকতারিণী
মাগো লহ প্রণতি॥

১৪০৮. রাগ : জৌনপুরী, তাল : কাহার্‌বা

জনম জনম তব তরে কাঁদিব।
যত হানিবে[১] হেলা ততই সাধিব॥
তোমারি নাম গাহি'
তোমারি প্রেম চাহি',
ফিরে ফিরে নিতি তব চরণে আসিব॥[২]
জানি জানি বঁধু, চাহে যে তোমারে,
ভাসে সে চিরদিন নিরাশা-পাথারে।
তবু জানি হে স্বামী[৩]
কোন্ সে-লোকে আমি,
তোমারে পাব বুকে বাহুতে বাঁধিব॥

১ যত করিবে, ২ ফিরে ফিরে আমি তব চরণে আসিব ৩. জীবন-স্বামী

১৪০৯. তাল : মন্দাকিনী (১৬ মাত্রা)

জল ছল ছল এসো মন্দাকিনী।
রস-ঢলঢল বারি-সঞ্চারিণী॥
হৃদয়-গগন আজি তৃষ্ণা-ভরে,
উতল হইল প্রেম-গঙ্গা-তরে,
মুদিত নয়ন খোলো বৈরাগিনী॥
বিরস ভুবন রাখ সঞ্জীবিতা
সজল সলিল আলো হিল্লোলিতা,
ঝর ঝর ঝর স্রোত-উন্মাদিনী॥

১৪১০.

জল দাও, দাও জল!
মরু-পথে মরি তৃষ্ণায় সাহারার মত হৃদি-তল॥
আঁখিজল পিয়া, পিয়া এতদিন —
বেঁচেছিনু, সে-আঁখি আজ জলহীন!
সে কি ছল? তব নয়ন সদাই করিত যে ছল ছল॥

১৪১১. রাগ : ভৈরবী মিশ্র, তাল : আড়খেম্‌টা

জাগো কৃষ্ণকলি, জাগো কৃষ্ণকলি।
মধুকরের মিনতি মানো, ডাকে জাগো বলি',
বিহগ-কাকলি॥
তব দ্বারে বারে বারে মন-উদাসী
ভোরের হাওয়া এসে বাজায় বাঁশি,
ফিরে গেল ভ্রমরা মউ-পিয়াসী —
অযথা বিতানে কানে কথা বলি॥
হের হাতের তার ফুলঝুরি ফেলে' ধূলায়
উদাসী[১] বসন্ত মাগে বিদায়,
দীরঘ-শ্বাস ফেলি' ঝরা পাতায়।
চাহে রঙীন উষা তব রঙের আভাস
তব লাল আভায় লজ্জা পায় হিঙুল পলাশ।
এলো কোকিল তোমার রঙে খেলতে হোলি॥

১ অতিথি

১৪১২. রাগ : ভৈরবী ভূপাল, তাল : যৎ

জাগো জাগো, পোহাল রাতি।
গগন-আঙনে ম্লান চাঁদের বাতি॥
মধুমাছি মধু বোলে
ফুলমুখী ঘুম ভোলে,
শরমে নয়ন খোলে — শয়ন-সাথী॥
সলিল লুটায় ঘটে
বধূর বুকে তটে,
বাজে বাঁশি ছায়ানটে — আবেশ মাতি'॥

১৪১৩. রাগ : ভৈরবী, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

জাগো — জাগো বধূ নব-বাসরে
গৃহ-দীপ জ্বালো কল্যাণ-করে॥
ভুবনের ছিলে, এলে ভবনে
স্বপন হ'তে এলে জাগরণে,
শ্রীমতী আসিলে শ্রীহীন ঘরে॥
স্বপন-বিহারিণী অকুণ্ঠিতা
পরিলে গুণ্ঠন সলাজ ভীতা',
কমলা আসিলে কাঁকন প'রে॥

১৪১৪. নাটক : 'মধুমালা' (বন-বালিকাদের গান)

জাগো বনলক্ষ্মী! জোছনা বিগলিত[১] চৈতালী নিশীথে।
রাঙাও দশদিশি লজ্জা-অরুণ রূপ-সজ্জায় বনশ্রীতে॥

তব আলোছায়ার ডুরে শাড়ির আঁচল
লুটাক বকুল তলে সুখ-বিহ্বল,
তব লতা কবরী হের পুষ্প ভারে হ'ল —
অবনমিতা অগ্নি অসম্বৃতে॥
পর গিরি-ঝর্নার শতনরী হার হে বনলক্ষ্মী!
বিহর-শীর্ণা দেহে (নব যৌবনের) জাগুক জোয়ার হে বনলক্ষ্মী!
ঝংকৃত হোক বনভূমি নিঃঝুম্
পুষ্পিত মাধবীর পর কঙ্কণ,
আলতা পর কলি পলাশ রঙ্গন — ভ্রমর-গুঞ্জন-নূপুর-গীতে॥

১ বির্হগত

১৪১৫. নাটক : 'আলেয়া' (কাকলি ও বন্দিনীগণের গান)

জাগো যুবতী! আসে যুবরাজ।
অশোক-রাঙা বসনে সাজ॥
আসন-পাতা-বনে অঞ্চল আধো
বন্দনা-গীতি-ভাষা বাধো বাধো,
কপোলে লাজ॥
উছলি' ওঠে যৌবন আকুল তরঙ্গে,
খেলিছে অনঙ্গ নয়নে, বুকে, অঙ্গে আকুল তরঙ্গে।
আগমনী-ছন্দ মেঘ-মৃদঙ্গে
ভবন-শিখী গাহে বন-কুহু সঙ্গে,
বাজো হৃদি-অঙ্গনে বাঁশরি বাজো॥

১৪১৬. নৃত্য-সঙ্গীত, নাটক : সর্বহারা

জাগো রূপের কুমার, কেন অলস ঘুমে কাটাও রাতি।
হের দুয়ারে দাঁড়ায়ে বধূর সাজে তব জাগার সাথী॥
আসে বারেবারে সে যে অভিসারে
তার বুকের ভাষা মুখে কইতে নারে,
মোর বাসর ঘরে এলাম জ্বাল্‌তে বাতি॥

১৪১৭. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : লাউনী

জোছনা-হসিত মাধবী নিশি আজ।
পর পর প্রিয়া বাসন্তি-রাঙা সাজ॥
রাঙা কমল-কলি দিও কর্ণ-মূলে
পর সোনালি চেলি নব সোনাল্‌ ফুলে,
স্বর্ণলতার প'র সাতনরী-হার আজি উৎসব-রাত,
রাখ [illegible] গৃহ-কাজ॥
পর কবরী-মূলে নব আমের মুকুল
হাতে কাঁকন পর গেঁথে অতসীর ফুল,
দূরে গাহুক ডাহুক পাখি সখি, মুখর নিলাজ॥

১৪১৮.

ঝরঝর অঝোর ধারায় ঝরছে মনে রঙের ঝুরি।
দোলন-খোঁপায় দোল্‌ দিয়ে যায় দুলাল-চাঁপার তরুণ কুঁড়ি॥

চঞ্চলতার আবেশ লেগে আঁচল আমার রয় না গায়ে,
জরীন্ ফিতার বাঁধন টু'টে ব্যাকুল বেণী লুটায় পায়ে।
খেল্‌ছে চোখে মন্মথ আজ রতির সাথে লুকোচুরি,
নাচের তালে আপনি বাজে চপল হাতে কাঁকন চুড়ি॥

১৪১৯.

ঝর্ঝর নির্ঝর ধারা বহে, পাহাড়ি পথে।
যেন বন-দেবীর বীণা বাজে ভোর আলোতে॥
ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি প্রভাতী তারা
শোনে সেই জল-ছলছল সুর তন্দ্রাহারা,
গ'লে পড়ে আনন্দে তুষার ধারা গিরি-শিখর হ'তে॥
রঙীন প্রজাপতি অলস মনে,
হাল্‌কা পাখায় ফেরে দোপাটি-বনে।
শোনে মঞ্জীর বনলক্ষ্মীর, কঙ্কণ চুড়ি বাজে নুড়ির তালে,
পাষাণ-জাগানো ঝরনা-স্রোতে॥

১৪২০. রাগ : রামদাসী মল্লার, তাল : ত্রিতাল

ঝরঝর ঝরে শাওন ধারা।
ভবনে এলো মোর কে পথহারা॥
বিরহ রজনী একেলা যাপি
সঘনে বহে ঝড় সভয়ে কাঁপি,
উথলি' উঠে ঢেউ কুটীরে নাহি কেউ —
গগনে নাহি মোর চন্দ্রতারা॥
নিভেছে গৃহদীপ নয়নে বারি,
আঁধারে তব মুখ নাহি নেহারি।
তোমার আকুল কুন্তল বাসে
চেনা দিনের স্মৃতি স্মরণে আসে,
আজি কি এলে মোর প্রলয়-সুন্দর —
ঝলকে বিদ্যুতে আঁখি-ইশারা॥

১৪২১. রাগ : দেশ, তাল : ত্রিতাল

ঝরে বারি গগনে ঝুরু ঝুরু।
জাগি একা ভয়ে নিদ্ নাহি আসে,
ভীরু হিয়া কাঁপে দুরু দুরু।
দামিনী ঝলকে, ঝনকে ঘোর পবন
ঝরে ঝর ঝর নীল ঘন।
রহি' রহি' দূরে কে যেন কৃষ্ণা মেয়ে
মেঘ পানে ঘন হানে ভুরু॥
অতল তিমিরে বাদলের বায়ে
জীর্ণ কুটীরে জাগি দীপ নিভায়ে,
দূরে দেয়া ডাকে গুরু গুরু॥

১৪২২. রাগ : মিয়া-কি-মল্লার, তাল : ত্রিতাল

ঝড়ের বাঁশিতে কে গেলে ডেকে হে তরুণ অশান্ত।
গুরু গুরু বাজিল মেঘ-মৃদঙ্গ দুলিয়া উঠিল বন-বনান্ত॥

সাগর তরঙ্গ মাঝে
তব মণি-মঞ্জির বাজে,
অম্বর ব্যাপিয়া দোলে ধূলি-গৈরিক তব বসন-প্রান্ত ॥
শাওন-ঘন তব লাবনি
বিন্দু বিন্দু ঝরি' ভরিল অবনী,
কৃষ্ণ-চূড়ার রাঙা অঞ্জলি ঝরে চঞ্চল তব চরণে হে কান্ত ॥

১৪২৩. রাগ : খাম্বাবতী

ঝিল্লি-নূপুর বাজে।
বিভাবরী নাচে বন-শবরী সাজে ॥
তিমির কুন্তলে-ফোঁটা ললাট-মাঝে ॥
দোলে নদী-জল অঞ্চল ধীরে
বন-বেণী দোলে চঞ্চল-সমীরে।
জাগে দুরন্ত নিশীথ-বসন্ত
ঘুমন্ত নববধূ রেঙে ওঠে লাজে ॥

১৪২৪. রাগ : আশাবরী মিশ্র, তাল : লাউনী

ঝর্‌ল যে-ফুল ফোটার আগেই তারি তবে কাঁদি, হায়!
মুকুলে যার মুখের হাসি চোখের জলে নিভে যায় ॥
হায় যে-বুল্‌বুল্‌ গুল্‌বাগিচায় গোলাপ কুঁড়ির গাইত গান,
আকুল ঝড়ে আজ সে প'ড়ে পথের ধূলায় মুরছায় ॥
সুখ-নদীর উপকূলে বাঁধিল যে সোনার ঘর,
আজ কাঁদে সে গৃহ-হারা বালুচরে নিরাশায় ॥
যাবার যারা, যায় না তারা — থাকে কাঁটা, ঝরে ফুল।
শুকায় নদী মরুর বুকে, প্রভাত আলো মেঘ ছায় ॥

১৪২৫. রাগ : পিলু, তাল : লাউনী

ঝরা ফুল-বিছানো পথে এসো বিজন-বাসিনী।
জোছনায় ছড়ায়ে হাসি এসো সুচারু-হাসিনী ॥
এসো জড়ায়ে তব তনুতে
গোধূলী রামধনুতে,
পাপিয়া-পিক-কূজনে গাহিয়া মধু-ভাষিণী ॥
ছন্দ-দোদুল্‌ গতি
এসো নোটন্‌ কপোতী,
বহায়ে মনের মরুতে আনন্দ-মন্দাকিনী ॥

১৪২৬. নাটক : 'ঝিলিমিলি', রাগ : দেশ-সুরট, তাল : লাউনী

ঝরে ঝরঝর কোন্‌ গভীর গোপন ধারা এ শাওনে।
আজি রহিয়া রহিয়া গুমরায় হিয়া একা এ আঙনে
ঘনিমা ঘনায় ঝাউ-বীথিকায় বেণু-বন-ছায় রে —
ডাহুকীরে খুঁজি' ডাহুক কাঁদে আঁধার-গহনে ॥
কেয়া-বনে দেয়া তূণীর বাঁধিয়া,
গগনে গগনে ফেরে গো কাঁদিয়া।
বেতস-বিতানে নীপ-তরুতলে
শিখী নাচ ভোলে পুচ্ছ-পাখা টলে,

মালতী-লতায় এলাইয়া বেণী কাঁদে বিষাদিনী রে —
কাজল-আঁখি কে নয়ন মোছে তমাল-কাননে।।

১৪২৭. রাগ : মালবশ্রী মিশ্র, তাল : লাউনী

ঝুমকো-লতার চিকন পাতায়
হেরেছি তোমার লাবনি প্রিয়া।
মহুয়া-ফুলের মদির গন্ধে
তোমারই মুখ-মদের অমিয়া।।
শুকতারায় তব নয়নের মায়া,
তমাল-বনে তারি স্নিগ্ধ-ঘন-ছায়া।
তাল পিয়ালে হেরি দীঘল তনু তব,
ইহুদী দুল্ দুলে শশী-লেখায় নব।
ডালিম-দানাতে তব গালের লালী,
তোমারি সুরে গাহে পিয়া-পাপিয়া।।

১৪২৮. চলচ্চিত্র : 'দিকশূল'

ঝুম্‌কো লতায় জোনাকি, মাঝে মাঝে বৃষ্টি।
আবোল-তাবোল বকে কে, তারও চেয়ে মিষ্টি।।
আকাশে সব ফ্যাকাশে, ডালিম-দানা পাকেনি
চাঁদ ওঠেনি কোলে তার, মা ব'লে সে ডাকেনি।।
রাগ করেছে বাঘিনী, বারো বছর হাসে না
স্বপ্ন তাহার ভেঙ্গে যায়, খোকা কেন আসে না।।
পাথর হয়ে আছে ঝিনুক, দুধের বাটি, দোলনা!
মাকে বলে 'খোকা কই?' কিছুই খেলা হ'ল না।।
তেমনি আছে ঘরের জিনিস, কিছুই ভাল লাগে না
পা আছড়ে মা কেঁদে কয় 'খোকা কেন আসে না!'

১৪২৯. রাগ : দুর্গা (খাম্বাজ ঠাট্), তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

টলমল টলে হৃদয়-সরসী।
নীর ভরণে এলে কে ষোড়শী।।
এলে কি নাহিতে, পরশ চাহিতে
এলে কি অলস তরণী বাহিতে,
এলে কি ভুলিতে কমল তুলিতে —
আমার স্বপন-মানসী।।

১৪৩০.

টুটি' স্বপন-বিলাস ফুটিল রৌদ্র-দগ্ধ মরুর কাতরতা,
ছিল লুকায়ে ব্যথা — প্রাণে গোপন অন্তরালে।
তুমি পরশি' সে-ব্যথা সহসা প্রকাশ-আলোকে জাগালে।।
একি বেদনা একি ভাষা!
আকাশের পাখি ব্যথার ধূলায় মানুষের দুখে বাঁধিল বাসা।
তুমি সৃজিলে বেদনা-গীতা
ভস্ম-বিভূতি হে শিব এ কোন্ সাধনা জ্বালিয়া চিতা?
তুমি ভৈরব যুগ-সম্ভব, তুমি সুন্দর,

আরো শোনাও তোমার উদাত্ত সুর
বিপুল বেদনার মন্থর, ওহে সুন্দর ॥

১৪৩১. রাগ : ভীমপলশ্রী মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

ডেকো না আর দূরের প্রিয়া থাকিতে দাও নিরালা।
কি হবে হায় বিদায়-বেলায় এনে সুধার পিয়ালা ॥
সুখের দেশের পাখি তুমি কেন এলে এ বনে,
আজ এ বনে জাগে শুধু কণ্টকের স্মৃতির জ্বালা ॥
মরুর বুকে কি ঘোর তৃষ্ণা বুঝিবে কি মেঘ-পরী,
মিটিবে না আমার তৃষ্ণা ঐ আঁখি-জলে বালা ॥
আঁধার ঘরের আলো তুমি আমি রাতের আলেয়া,
ভোলো আমায় চিরতরে, ফিরিয়ে নাও এ ফুল-মালা ॥

১৪৩২. রাগ : মাঢ়, তাল : কাহার্‌বা

ঢল ঢল তব নয়ন-কমল কাজল তোমারেই সাজে।
শোভে তোমারেই চাঁদের হাসি হিঙুল অধর-মাঝে ॥
ফিরোজা-রঙ শাড়ি চাঁপা রঙে তব
সেজেছে প্রিয়া কি অভিনব,
সুনীল গগনে গোধূলি রঙ্ যেন মিশেছে আসিয়া উষা ও সাঁঝে ॥
কোমলে কড়িতে বাজে কাঁকন চুড়ি
শিথিল আঁচল ল'য়ে খেলে হাওয়া লুকোচুরি,
উষ্ণ কপোল ছুঁয়ে থল্-কমলী আঁউরে গেল যে লাজে ॥

১৪৩৩.

ঢল ঢল নয়নে স্বপনের ছায়া গো।
কোন্ অমরার কোন মায়া গো ॥
মনের বনের 'পারে
চকিতে দেখেছি যারে,
সে এলে কি আজ ধরি' কায়া গো ॥

১৪৩৪. নাটক : 'দেবী দুর্গা'

ঢালো মদিরা মধু ঢালো, (ঢালো আরো)
মদ রঞ্জিত হোক পান্‌সে চাঁদের আলো ॥
সারা দিনমান গেল বিফল কাজে,
জাগে হৃদয়ে আনন্দ তৃষ্ণা সাঁঝে।
চাহে পরাণ বিধুর সুরা আর সুর —
আর অনুরাগ রাঙা দু' নয়ন কালো ॥

১৪৩৫. রাগ : আশা, তাল : কাহার্‌বা

ঢের কেঁদেছি ঢের সেধেছি, আর পারিনে, যেতে দে তা'য়।
গ'ল্‌ল না যে চোখের জলে গ'ল্‌বে কি সে মুখের কথায় ॥
যে চ'লে যায় হৃদয় দ'লে
নাই কিছু তার হৃদয় ব'লে,
তারে মিছে অভিমানের ছলে — ডাক্‌তে আরো বাজে ব্যথায় ॥

বঁধুর চ'লে যাওয়ার পরে
কাঁদব লো তার পথে প'ড়ে,
তার চরণ-রেখা বুকে ধ'রে — শেষ করিব জীবন সেথায়॥

১৪৩৬. রাগ : মিশ্র রাগেশ্রী, তাল : ত্রিতাল

তব ঐ দু'টি চঞ্চল আঁখি।
আদর সোহাগ প্রেম-অনুরাগ —
মান অভিমান মাখামাখি॥
বুঝিতে পারি না তারই ভাষা
তবু মনে বুঝিবার আশা,
তাই বুঝি হায় নিল বাসা —
ওরই মাঝে মোরই আঁখি॥
মুদিত কমলে ভ্রমর যেন
বন্দি হইয়া রহি হেন
আঁখি ফিরাতে পারি না কেন —
ওরই মাঝে ডুবে থাকি॥

১৪৩৭. রাগ : চাঁদনী কেদারা, তাল : ত্রিতাল

তরুণ অশান্ত কে বিরহী।
নিবিড় তমসায় ঘন ঘোর বরষায় —
দ্বারে হানিছ কর রহি রহি॥
ছিন্ন পাখা কাঁদে মেঘ-বলাকা
কাঁদে ঘোর অরণ্য আহত-শাখা
চোখে আশা-বিদ্যুৎ
এলে কোন মেঘদূত,
বিধুর বঁধুর মোর বারতা বহি'॥

১৪৩৮. রাগ : দুর্গা (বেলাওল ঠাট), তাল : আদ্ধা কাওয়ালি

তব ফুলহার নহে মোর নহে।
ভুলায়ো না আর মালার মোহে॥
মালার সাথে যদি না মেলে হৃদয়
হানে আরো জ্বালা, মালা সে নয়,
আরো কাঁদায় বিরহে॥

১৪৩৯. রাগ : কাফি মিশ্র

তরুণ-তমাল-বরণ এসো শ্যামল আমার।
ঘন শ্যাম তুলি বুলায়ে মেঘ-দলে এসো দুলায়ে আঁধার॥
কাঁদে নিশীথিনী তিমির কুন্তলা
আমারি মত সে উতলা,
এসো তরুণ দুরন্ত ভাঙি' হৃদয় দুয়ার॥
তপ্ত গগনে ঘনায়ে ঘন দেয়া
ফুটায়ে কদম কেয়া,
আমার নয়ন-যমুনায় এসো জাগায়ে জোয়ার॥

১৪৪০. রাগ : গৌরী (পূর্বী ঠাট), তাল : ত্রিতাল

তাপসিনী গৌরী কাঁদে বেলা শেষে,
উপবাস-ক্ষীণ তবু যোগিনী বেশে॥
বুকে চাপি' করতল বিল্বপত্র-দল,
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে শিব-আবেশে॥
অস্ত রবি তা'র সহস্র করে
চরণ ধ'রে বলে ফিরে যেতে ঘরে,
'শিব দাও শিব দাও বলে লুটায় ধূলি-তলে —
কৈলাস-গিরি পানে চাহে অনিমেষে॥

১৪৪১. তাল : ছন্দবৃষ্টি প্রপাত (৪৮ মাত্রা)

তারকা-নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন্ ছন্দিতার।
সৃষ্টিময় বৃষ্টি হয় নৃত্য সেই নন্দিতার॥
সাগরে নদীতে ঢেউ তোলে সেই দেবীর মুক্তকেশ।
সঙ্গীতের হিন্দোলে তাঁর আঁখির প্রেম-আবেশ।
পবনে পবনে হিল্লোলে নীল আঁচল চঞ্চলার
ছন্দোময় আনন্দময় চরণশ্রী বন্দি তাঁর॥

১৪৪২.

তোমার বীণার মূর্ছনাতে বাজাও আমার বাণী।
তোমার সুরে শোনাও আমার গানের আধেকখানি॥
শুনব শুধু তোমার কথা
এবার আমার নীরবতা,
আমার সুরের ছবি আঁকুক তোমার পদ্মপাণি॥

১৪৪৩

তব চলার পথে আমার গানের ফুল ছড়িয়ে যাই গো।
তারা ধুলায় প'ড়ে কেঁদে বলে 'তোমার পরশ (আল্‌তা) হ'তে চাই গো॥
ওরা রাঙা হ'য়ে অনুরাগের রসে
তোমার চরণ-তলে পড়ে খ'সে,
ওদের দ'লে যেও, নাই যদি হয় বক্ষে তোমার ঠাঁই গো॥
ওরা বুক পেতে দেয় পায়ের কাছে, অশ্রু-টলমল,
বলে 'ধূলির পথে চলো না গো, ফুলের পথে চল।'
(তুমি) চরণ ফেল কেন ভয়ে ভয়ে
বিরহ মোর ফুটেছে ফুল হ'য়ে,
কাঁটা আছে আমার বুকে, ফু… কাঁটা নাই গো॥

১৪৪৪.

তব মাধবী-লীলায় কর মোরে সঙ্গী (হে বন-লক্ষ্মী)।
তব অপাঙ্গে হইব ভ্রূভঙ্গী॥
মোরে জ্বালায়ে জ্বালো,
মোরে নূপুর করি' বাঁধ চরণে তারি —
নাচে তোমার সভায় যে কুরঙ্গী॥

তর রূপের দেশে
এনু বাউল বেশে,
যেন ফিরে নাহি যাই
আঁখি-প্রসাদ পাই —
হব কেশে তব বেণীর ভুজঙ্গী ॥

১৪৪৫. তাল : বারোয়াঁ, তাল : কাউনী[১]

তব যাবার বেলা ব'লে যাও মনের কথা।
কেন কহিতে এসে চলে যাও চাপিয়া ব্যথা ॥
কেন এনেছিলে ফুল আঁচলে দিতে কাহারে,
কেন মলিন ধূলায় ছড়ালে সে ফুল অযথা ॥
পরি' খয়েরী শাড়ি আসিলে সাঁঝের আঁধারে,
ওকি ভুল সবই ভুল, নয়নের ও-বিহ্বলতা ॥
তুমি পুতুল ল'য়ে খেলেছ বালিকা-বেলা,
বুঝি আমারে ল'য়ে তেমনি খেলিলে খেলা।
তব নয়নের জল সে কি ছল, জানাইয়া যাও,
এই ভুল ভেঙ্গে দাও[২] সহে না এ নীরবতা ॥

১ পিলু সিন্ধু -- কাহারবা, ২. যাও

১৪৪৬. নাটক : 'মধুমালা'

তুমি কে গো (কে কে কে) তুমি মোদের বন-দেবতা।
আমরা বনশ্রী, তোমার পূজারিণী ধ্যান-রতা — হে বন-দেবতা ॥
১মা : আমি মালতি মুকুল
২য় : আমি ব্যাকুলা বকুল
৩য়া, ৪র্থা, ৫মা : মোরা গুণহীনা অশোক-পলাশ-শিমুল।
৬ষ্ঠা : আমি (আঁখি) জলের কমল
৭মা : আমি মাধবীলতা ॥
৮মা : আমি গিরি-মল্লিকা
৯মা : আমি হাস্নুহানা
১০মা : আমি ছোট ডুমো ফুল, রই চির-অজানা
১১শী : আমি ঝর্নাধারা, কেঁদে কেঁদে ব'য়ে যাই।
১২শী : আমি দিনের ভাদ্র-বৌ, চাঁদের কুমুদ
১৩শী : আমি পাখির গান, বনভূমির কথা ॥

১৪৪৭.

তুমি কোন্ পথে এলে হে মায়াবী কবি
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি।
এলো রাজ-সভা ছাড়ি' ছুটি,
গুণিজন তোমার সে সুরে পাশরি' ॥
তোমার চলার শ্যাম-বনপথ
কদম-কেশর-কীর্ণ,
তুমি কেয়ার বনের খেয়াঘাটে হলে
গোপনে কি অবতীর্ণ?
তুমি অপরাজিতার সুনীল মাধুরী

দু'চোখে আনিলে করিয়া কি চুরি?
তোমায় নাগ-কেশরের ফণী-ঘেরা মউ
পান করাল কে কিশোরী?
জনপুরী যবে কল-কোলাহলে
মগ্নোৎসব রাজ সভাতলে,
তুমি একাকী বসিয়া দূর নদী-তটে
ছায়া-বটে বাঁশি বাজালে,
তুমি বসি' নিরজনে ভাঁট ফুল দিয়া
বালিকা বেণীরে সাজালে॥
যবে রুদ্র আসিল ডম্বরু-করে
ত্রিশূল বিঁধিয়া নীল অম্বরে,
তুমি ফেলিয়া বাঁশরি আপনা পাশরি,
এলে সে-প্রলয় নাটে গো,
তুমি প্রাণের রক্তে রাঙালে তোমার
জীবন-গোধূলি পাটে গো॥
হে চির-কিশোর, হে চির-তরুণ,
চির-শিশু চির-কোমল করুণ।
দাও অমিয়া আরো অমিয়া,
দাও উদয়-উষারে লজ্জা গো তুমি
গোধূলির রঙে রাঙিয়া।
প্রখর রবি-প্রদীপ্ত গগনে,
তুমি রাঙা মেঘ খেল আনমনে,
উৎসব-শেষে দেউলাঙ্গনে
নিরালা বাজাও বাঁশরি,
আমি স্বপন-জড়িত ঘুমে সেই সুর
শুনিব সকল পাশরি'॥

১৪৪৮. নাটিকা : 'লায়লী-মজনু'

(হায়) তুমি চ'লে যাবে দূরে লায়লী তব মজনু কাঁদিবে একা।
বুঝি পাব না তোমায় জীবনে বুঝি এই নিয়তির লেখা॥

১৪৪৯. রাগ : পিলু-কাফি, তাল : কাহারবা

তুমি নন্দন-পথ ভোলা॥
তুমি মন্দাকিনী-ধারা উতরোলা॥
তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠ্‌ল জেগে,
দোলন-চাঁপায় লাগে দোলা॥
তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি'
বকুল বনের ঘুমহারা পাখি,
ধরার চাঁদ তুমি চির-উতলা॥

১৪৫০.

তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী।
শিশির-সজল ভোরের আকাশে ভাসে তোমারি উদাস ছবি

বিষাদ গভীর কার কল্পনা
রূপ ধ'রে তুমি ফের আনমনা,
তোমারি মূরতি ধেয়ায় স্বপনে বিরহী সুরের কবি ॥
তুমি ধরা দিতে যেন আস নাই ধরণীতে,
একা-একা খেলা খেল সারাবেলা সাথীহীন তরণীতে।
আঘাত হানিয়া সে-কোন্ নিঠুর
জাগাবে তোমাতে আশাবরী সুর,
পাষাণ টুটিয়া গলিয়া পড়িবে অশ্রুর জাহ্নবী ॥

১৪৫১. রাগ : সিন্ধু মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা, তুমি যূথিকা-অশ্রুমতী।
তুমি কুহেলি-মলিন ঊষা, তুমি বেদনা-সরস্বতী ॥
কদম-কেশর-কীর্ণা
তুমি পুষ্প-বীথিকা শীর্ণা,
হ'লে ধরণীতে অবতীর্ণা —
ক্ষীণ তারকা স্নিগ্ধ জ্যোতি ॥
মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী তুমি কি অলকানন্দা,
আঁধারের কালো-কুন্তল-ঢাকা তুমি কি ধূসর সন্ধ্যা?
পাষাণ-দেবতা চরণে
তুমি মরেছ অমর মরণে,
তুমি অঞ্জলি ঝরা কুসুমের, তুমি ব্যর্থ ব্যথা-আরতি ॥

১৪৫২.

তুমি বহু জনমের সাধ মিটালে এ বিরহীরে কাঁদাইয়া।
কভু অবহেলা, কভু অনাদর কভু সে আদর দিয়া ॥
ভিক্ষা পেয়েও দাঁড়াইয়া থাকে দ্বারে
ক্ষমা করো তুমি তারে,
ভিখারির মন নাহি ভরে যদি হাতের ভিক্ষা নিয়া ॥
ধনীর প্রাসাদে গেল না ভিখারি তোমার কুটিরে এসে,
ভিক্ষা-পাত্র তুলিয়া ধরিল কেন আঁখি-জলে ভেসে'।
জানে না কে তারে পথ দেখাইল,
কোন্ সুন্দর যেন ব'লে দিল;
আপনারে দিতে সব কিছু নিয়া
জাগিছে রে তোর (চিরজনমের) প্রিয়া ॥

১৪৫৩. তাল : দাদ্‌রা

তুমি যে আমার আধখানি চাঁদ, আধখানি ঐ আকাশে।
তুমি হাস যবে মোর বুকে থাকি' ঝলকে জোছনা হাসে ॥
কত বেদনায় মোর হিয়াতল
ঘন হয়ে আসে যেন দীঘিজল,
তারি বুকে তুমি অমল কমল — দুলিছ দখিনা বাতাসে ॥
আমি যে বাঁধিনু খেলাঘরখানি, তুমি যে পুতুল তারি,
বাহিব সেথায় তরণী আমার — তুমি যে অসীম বারি।

পথগুলি মোর মিশিল যেথায়
আসিনু ফিরিয়া সেই মোহনায়,
ভালোবাসা তব জীবনে আমার সৌরভ হ'য়ে ভাসে ॥

১৪৫৪.

(তুমি) যে-হার দিলে ভালোবেসে সে-হার আমার হ'ল ফাঁসি।
(প্রিয়) সেই হার আজ বক্ষে চেপে আকুল নয়ন-জলে ভাসি ॥
তুমি জান অন্তর্যামী
দান তো তোমার চাইনি আমি,
তোমায় শুধু চেয়েছিলাম[১] সাধ ছিল মোর হ'তে দাসী ॥
দুখের মালা কেড়ে নিয়ে কেন দিলে মতির মালা,
মালায় শীতল হবে কি নাথ! শূন্য আমার বুকের জ্বালা?
(মোরে) রেখো না আর সোনার রথে
ডাকো তোমার তীর্থ-পথে,
(আমার) সুখের ঘরে আগুন জ্বালো শোনাও বাঁশি সর্বনাশী ॥

১ চেয়েছিলাম তোমায় স্বামী

১৪৫৫. নাটক : 'মধুমালা' (স্বপনপরীর গান)

তুমি যেয়ো না তুমি যেয়ো না।
মিলনের সাধ না মিটিতে চাঁদ বিদায় চেয়ো না ॥
শোনো গো আমার বক্ষের মাঝে
সাত সাগরের ক্রন্দন বাজে,
জোয়ারের তরী এখনই বন্ধু ভাটার স্রোতে বেয়ো না ॥

১৪৫৬.

তুমি সুখে থাক প্রিয়া আমি আজ চ'লে যাই।
তোমারে চাহিয়া জনমে জনমে এই ব্যথা যেন পাই ॥
দুদিনের সাথী দু'দিনের লাগি'
এসেছিনু আমি তব অনুরাগী,
হৃদয় বাণীতে চেয়েছিনু শুধু আর কিছু চাহি নাই ॥
আকাশে তব দিয়ে গেনু ফুল কণ্ঠে গানের মালা,
হয়তো একদা অন্তরে তব জাগিবে স্মৃতির জ্বালা।
হয়তো বা তব নয়নের কোণে
নতুনের ছায়া জাগিবে গোপনে,
স্মৃতিটি আমার মুছে যাবে জানি তবু কিছু ক্ষতি নাই —
এই ব্যথা যেন পাই ॥

১৪৫৭.

তুমি সুন্দর হতে সুন্দর মম মুগ্ধ মানস-মাঝে।
ধ্যানে, জ্ঞানে, মম হিয়ার মাঝারে তোমারি মূরতি রাজে ॥
তোমারি বিহনে হৃদয় আঁধার
তোমারি বিরহে বহে আঁখি-ধার,
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে বেদনার বাঁশি বাজে —
পাব কি গো দেখা বারেকের তরে আমার জীবন-সাঁঝে ॥

১৪৫৮. নাটক : 'মধুমালা'

তুমি হেসে চ'লে গেলে বন্ধু তোমার কাঁটার পথে।
কাঁদিতে আমায় রেখে গেলে একলা ফুলের রথে॥
ও পথের বন্ধু! তোমার পথে যদি নিয়ে যেতে
পথের কাঁটা ঢেকে দিতাম আমার এ বুকে পেতে,
আজ সুখের রথে কাঁদি বন্ধু (তোমার) দুখের সাথী হ'তে॥

১৪৫৯. রাগ : বৃন্দাবনী সারং, তাল : কাহারবা

তৃষিত আকাশ কাঁপে রে।
প্রখর রবির তাপে রে॥
চাহিয়া তৃষ্ণার বারি
চাতক ওঠে ফুকারি'
করুণ-শান্ত বিলাপে রে॥
রুদ্রযোগী ও-কে দূর বিমানে,
নিমগ্ন রহিয়াছে যেন ধ্যানে।
শকুন্তলা সম ভয়ে
কাঁপে ধরা র'য়ে র'য়ে,
অগ্নি-ঋষির অভিশাপে রে॥

১৪৬০.

তেমনি চাহিয়া আছে নিশীথের তারাগুলি।
লতা-নিকুঞ্জে কাঁদে আজও বন-বুলবুলি —
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥
ঘুমায়ে প'ড়েছে সবে, মোর ঘুম নাহি আসে
তুমি যে ঘুমায়ে ছিলে সেদিন আমার পাশে,
সাজানো সে-গৃহ তব ঢেকেছে পথের ধূলি —
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥
আমার চোখের জলে মুছে যায় পথ-রেখা
রোহিণী গিয়াছে চলি', চাঁদ কাঁদে একা একা,
কোন্ দূর তারা-লোকে কেমনে রয়েছে ভুলি' —
ফিরে এসো, ফিরে এসো প্রিয়তম॥

১৪৬১. রাগ : দেশ, তাল : একতাল

তোমাদের দান, তোমাদের বাণী পূর্ণ করিল অন্তর।
তোমাদের রস-ধারায় সিনানি' হ'ল তনু শুচি-সুন্দর॥
শান্ত উদার আকাশের ভাষা
মলিন মর্ত্যে অমৃত পিপাসা,
দিলে আনি', দিলে অভিনব আশা — গগন-পবন-সঞ্চর॥
বুলায়ে মায়ার অঞ্জন চোখে
ল'য়ে গেলে দূর কল্পনা-লোকে,
রাঙাল কানন পলাশে অশোকে — তোমাদের-মায়া-মন্তর॥
ফিরদৌসের পথ-ভোলা পাখি
আনন্দ-লোকে গেলে সবে ডাকি',
ধূলি-ম্লান মন গেলে রঙে মাখি' — ছানিয়া সুনীল অম্বর॥

১৪৬২. গীতি-আলেখ্য : 'আকাশবাণী'

তোমার কথার পারাবতগুলি আকাশে উড়িয়া যায়।
অঞ্চল মেলি' চঞ্চল মন তাহারে ধরিতে চায়॥[1]
ব্যাকুল বক্ষে কোন্ তরুণীর
উহারা কি কভু বাঁধিবে না নীড়?
(ওরা) শূন্য মনের কথা কি গো তাই শূন্যে মিলায় হায়॥
গানের আড়ালে ওগো ও-সুরের দেবতা[2] কেন এ লুকিয়ে রাখা,[3]
কেন কামনার কপোতগুলি ছড়াও দিগ্বিদিকে পরায়ে সুরের পাখা!
যে বুকে জাগে এ সুর, এত কথা
সারা বিশ্বের বিরহের ব্যথা,
বল বল সেথা একটি হৃদয় ঠাঁই কেন নাহি পায়॥

১ ভবনে বসিয়া উন্মুখ মন তাহারে ধরিতে চায়, ২ কবি, ৩. থাকা

১৪৬৩.

তোমার গানের চেয়ে তোমায় ভালো লাগে আরো।
(মোর) ব্যথায় আস প্রিয় হয়ে, কথায় যখন হারো॥
(তব) সুর যবে দূরে যায় চ'লে
তখন আস মোর আঁখির জলে,
ভালোবাসায় যে মধু দাও বঁধু তা কি ভাষায় দিতে পার॥
আমায় যখন সাজাও সুরে ছন্দে অলংকারে,
তখন তুমি থাক যেন কোন্ গগনের পারে।
গান থামিয়ে একলা ঘরে
আস যখন আমার তরে,
সেই ত আমার আনন্দ, তাহা ছন্দে দিতে নারো॥

১৪৬৪. নাটিকা : 'লায়লী-মজনু'

তোমার ডাক শুনেছি নিশীথ রাতের অন্ধকারে।
এবার মোদের চির মিলন ধূলির ধরার পরপারে॥

১৪৬৫. রাগ : আশোয়ারী, তাল : দাদ্‌রা

তোমার ফুলের মতন মন।
ফুলের মত সইতে নার একটু অযতন॥
ভুল ক'রে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটি রাতের তরে হেথায় ফুলের জীবন॥
গাঁথবে মালা প'রবে গলায়
অর্ঘ্য দেবে দেব্‌তা-পায়,
ফেলে দেবে পথের ধূলায় মিট্‌লে প্রয়োজন॥

১৪৬৬. নাটিকা : 'লায়লী-মজনু'

তোমার বিবাহে আপনার হাতে (প্রিয়)
আমি দেব হার পরায়ে।
মোর চোখে যদি জল করে টলমল
আমি দু'হাতে দেব গো সরায়ে॥

১৪৬৭. নাটিকা : 'লায়লী-মজনু'

তোমার সজল চোখে লেখা মধুর গজল গান
চেয়ে চেয়ে তাই দেখে গো আমার দু'নয়ান॥
আমার পুঁথির আখর যত
তোমার মালার মোতির মত,
তাই দেখি আর পাঠ ভুলে যাই, আকুল করে প্রাণ॥
যেমন বুলবুলি আর রঙিন গোলাব
লায়লী-মজনু দুইজনে ভাব,
ওদের প্রেমে ধূলির ধরা হল গুলিস্তান॥

১৪৬৮. রাগ : ভৈরবী : তাল : কাহারবা

তোমার হাতের সোনার রাখী আমার হাতে পরালে।
আমার বিফল বনের কুসুম তোমার পায়ে ঝরালে॥
খুঁজেছি তোমায় তারার চোখে
কত সে-গ্রহে কত সে-লোকে,
আজ কি তৃষিত মরুর আকাশ বাদল-মেঘে ভরালে॥
দূর অভিমানের স্মৃতি কাঁদায় কেন আজি গো!
মিলন-বাঁশি সহসা ওঠে ভৈরবীতে বাজি' গো!
হেনেছে হেলা, দিয়েছ ব্যথা
মনে পড়ে আজ কেন সে-কথা,
মরণ-বেলায় কেন এ গলায় মালার মতন জড়ালে॥

১৪৬৯.

তোমারেই আমি চাহিয়াছি প্রিয় শতরূপে শতবার।
জনমে জনমে চলে তাই[১] মোর অনন্ত অভিসার॥
বনে তুমি যবে ছিলে বনফুল
গেয়েছিনু গান আমি বুলবুল,
ছিলাম তোমার পূজার থালায় চন্দন ফুলহার॥
তব সঙ্গীতে আমি ছিনু সুর নৃত্যে নূপুর-ছন্দ,
আমি ছিনু তব অমরাবতীতে পারিজাত ফুল-গন্ধ।
কত বসন্তে কত বরষায়
খুঁজেছি তোমারে তারায় তারায়,
আজিও এসেছি তেমনি আশায় ল'য়ে প্রীতি-সম্ভার॥

১ তাই চলে

১৪৭০. নাটক : 'সাবিত্রী', রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : একতাল

তোর বিদায়-বেলার বন্ধুরে দেখে নে নয়ন পুরে'।
সে যায় মিশে' ঐ কোন্ দূরে দিন শেষের' — শেষ সুরে॥
ঘুমের মাঝে বন্ধু তোর
ছিঁড়বে বাহুর বাঁধন-ডোর,
যাবে নয়ন, রবে নয়ন-লো — যায় রে বিহগ যায় উড়ে॥
(তুই) বহাবি নদী কেঁদে
পাষাণে হৃদয় বেঁধে,
তবু যেতে হবে তায় অসহায় অচিন্ পুরে॥

১৪৭১. নাটক : 'নরমেধ'

দাও আরো আরো দাও সুরা আর সুর।
প্রাণের পাত্র কর সুখে ভরপুর॥
বাজুক অধীর হ'য়ে
নূপুর জলদ লয়ে,
সমতালে তাল দিক কাঁকন-কেয়ূর॥
সুর ও সুরার ঝোঁক
ধরায় অমর হোক,
এই সে-স্বর্গলোক আয় তৃষাতুর॥

১৪৭২. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : একতাল

দারুণ পিপাসায়
মায়া-মরীচিকায়
চাহিতে এলি জল বনের হরিণী।
দগ্ধ মরুতল
কে তোরে দেবে জল
ঝরিবে আঁখি-নীর তোরই নিশিদিনই॥
নিবায়ে গৃহ-দীপ আপন-নিশাসে
আলেয়ার পিছে এলি সুখ-আশে,
সে-সুখ অবসান
সুমুখেতে শ্মশান —
পিছনে অন্ধকার চির-নিশীথিনী॥
কেন তুই বনফুল বিলাস-কাননে
করিয়া পথ ভুল এলি অকারণে।
ছিঁড়ে সাঁঝে তোরে
মালা গাঁথি' ভোরে
দলিল বিলাসী পথ-ধূলি সনে।
সন্ধ্যা-গোধূলির রাঙা রূপে ভুলে'
আসিলি এ কোথায় তমসার কূলে।
শ্রাবণ-মেঘ হায়
ভাবিয়া কুয়াশায়
হারালি পথ তোর রে হতভাগিনী॥

১৪৭৩. রাগ : দেশ, তাল : দাদ্‌রা

দুপুর বেলাতে একলা পথে,
ও কে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।
ক্ষ্যাপা হাওয়াতে উড়িছে আঁচল,
খোঁপা খুলিয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়॥
ছল ক'রে জল যায় সে আনিতে
দেখিয়া গুরুজন ঘোমটা দিতে,
ও সে ভুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া যায়॥
কাহার গলার মালার তরে
আপন মনে আঁচল ভ'রে,
ফুল তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া যায়॥

কার বিরহে পরাণ দহে
কিসের নেশায় মদির মোহে,
ও সে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া যায়॥

১৪৭৪. নাটক : 'হরপার্বতী' (কন্দর্পের গান)

দু'হাতে ফুল ছড়ায়ে মন রাঙায়ে ধরায় আসি।
প্রথম যৌবনেরই ঘুম ভাঙাতে বাজাই বাঁশি॥
আমি কই, দেখরে চেয়ে, নেইরে জরা
আজিও চির নূতন — সেই পুরাতন বসুন্ধরা,
মাধবী চাঁদের চোখে আঁকা আজো বাঁকা হাসি॥
ফুটাই আশার কোলে শুকনো ডালে
অবসাদ আসে যবে সাধ ফুরালে,
আমি কই, এই ত' সুরাপাত্র-পূরা রস-পিয়াসী॥

১৪৭৫. রাগ : দেশ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

দুলিবি কে আয় মেঘের দোলায়।
কুসুম দোলে পাতার কোলে পূবালী হাওয়ায়॥
অলকা-পরী অলক খু'লে
কাজরী নাচে গগন-কূলে,
বলাকা-মালার ঝুলন ঝুলায়॥
দাদুরী বোলে, ডাহুকী ডাকে
ময়ূরী নাচে তমাল শাখে,
ময়ূর দোলে কদম-লতায়॥
তটিনী দুলে ঢেউয়ের তালে,
নিবিড় আঁধার ঝাউয়ের ডালে,
বেণুর ছায়া ঘনায় মায়া পরাণ ভোলায়॥

১৪৭৬. রাগ : যোগিয়া, তাল : আদ্ধা কাওয়ালি

দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে আজ শরতের ভোর হাওয়ায়।
শিশির-ভেজা শিউলি ফুলের গন্ধে কেন কান্না পায়॥
সন্ধ্যা বেলার পাখির সম মন উড়ে যায় নীড়-পানে।
নয়ন-জলের মালা গাঁথে বিরহিণী একলা, হায়॥
কোন্ সুদূরে নওবতে কার বাজে সানাই যোগিয়ায়।
টলমল টলিছে মন কমল-পাতে শিশির-প্রায়॥
ফেরেনি আজ ঘরে কে হায় ঘরে যে আর ফিরিবে না।
কেঁদে কেঁদে তারেই যেন ডাকে বাঁশি, 'ফিরে আয়'॥

১৪৭৭.

দৃষ্টিতে আর হয় না সৃষ্টি আগের মত গোলাপ ফুল।
কথায় সুরে ফুল ফুটাতাম, হয় না এখন আর সে-ভুল॥
বাসি হাসির মালা নিয়ে
কি হবে নওরোজে গিয়ে,
চাঁদ না দেখে আঁধার রাত্তি বাঁধে কি গো এলোচুল॥

আজো দখিন হাওয়ায় ফাগুন আনে
বুল্‌বুলি নাই গুলিস্তানে,
দোলে না আর চাঁদকে দেখে' বনে দোলন-চাঁপার দুল্‌॥
কী হারালো! নাই কি যেন
মন হয়েছে এমন কেন,
কোন্‌ নিদয়ের পরশ লেগে' হয় না হৃদয় আর ব্যাকুল॥

১৪৭৮.

দেখলে তোমায় বাসতে ভালো হয় না কারো ভুল।
রূপ-দীপালি দোদুল দেহ প্রেম ঢুল্‌ ঢুল্‌॥
সোহাগ কথার মায়ার ফাঁদে
ব্যাকুল হিয়া সবাই কাঁদে,
রই চেয়ে ঐ বদন-চাঁদে চকোর আকুল॥
সুনীল চোখের মায়া দেখি সজল আকাশে,
কাজল-কালো অলক-লতা মেঘেতে ভাসে।
গোলাপ বনে গেলে সখি
তোমায় যবে পাশে দেখি,
আমার ভুল হয়ে যায় কোন্‌টি তুমি, কোন্‌টি গোলাপ ফুল॥

১৪৭৯. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হায় ফুল ফোটাতে।
মৌমাছি যে ফুলও ফোটায় হুল ফোটানোর সাথে সাথে॥
আঘাত দিলে, দিলে বেদন
রাঙাতে হায়, পারলে না মন,
প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই পড়ল ঝ'রে নিরাশাতে॥
আমায় তুমি দেখলে নাকো, দেখলে আমার রূপের মেলা,
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা।
শয়ন-সাথী হলে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে॥
ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা
ত্যজি' সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা,
নিশ্বাস ফেলে নিভাইলে যে-দীপ আলো দিত রাতে॥

১৪৮০.

তুমি রহিমুর্‌ রহমান আমি গুণাহগার বান্দা॥
হাত ধ'রে মোর পথ দেখাও য়্যা আল্লাহ্‌ আমি আন্ধা॥
মোর সারা জীবন গেল কেটে
পাঁচ ভূতেরই বেগার খেটে,
(এখন) শেষের বেলা ঘুচাও আল্লা এই দুনিয়ার ধান্দা॥
(আল্লা) আমি তোমার বনের পাখি, কেন আমায় ধ'রে —
রাখ্‌লে মায়ার শিক্‌লি বেঁধে এই দেহ-পিঞ্জরে।
ব'লে এদের বাঁধা বুলি
আল্লা তোমায় গেছি ভুলি',
(এবার) শিক্‌লি কেটে কাছে ডাকো শেষ কর এই কান্দা॥

১৪৮১.

তোমার নাম নিয়ে খোদা আমি যে কাজ করি।
আমার তা'তে নাই লাজ ভয় মরি কিম্বা তরি॥
আমার ভালো মন্দ তুমি খোদা জানো,
(তাই) দুখের শমন দিয়ে এমন বুকের কাছে টানো, (খোদা)
(আমি) দুঃখ দেখে তোমার থেকে না যেন যাই সরি'॥
সুখ-দুঃখ যশ নিন্দা মান ও অপমান
আমার ব'লে নাইতো কিছু সবই তোমার দান,
(যত) বাইরে আঘাত আসে তত তোমায় যেন ধরি॥
(এই) ফেরেববাজীর দুনিয়া ভরা কেবল মায়া ফাঁকি
(তাই) তোমার নামের বাতি জ্বেলে বুকের কাছে রাখি,
ঐ নামের আঁচের আমি যেন মোমের মত ঝরি।
খোদা তোমার প্রেমে গ'লে যেন মোমের মত ঝরি॥

১৪৮২.

তোমার গরবে গরব আমার আল্লা পরম স্বামী।
(মোর) অন্তর বাহির জুড়িয়ে থেক যেন দিবাযামী॥
আমি যদি পথ ভুলি, আল্লা, হাত ধ'রে ফিরাইও
মোর নিবেদিত দেহ-মন-প্রাণ কবুল করিও প্রিয়,
(তবে) পরমাশ্রয় ছেড়ে যেন আর ধূলি পথে নাহি নামি॥
প্রেম যদি মোরে নাহি দাও, খোদা, পরম বিরহ দিও,
পাষাণ এ প্রাণ তোমার বিরহে তিলে তিলে গলাইও।
কোথায় দুনিয়া কোথায় আখেরাতে, তুমি ছাড়া কিছু নাই
তুমি লা-শরিক — এই বিশ্বাস চিরদিন যেন পাই,
রহমত দিয়া ফুল ফুটাইও ভুল যদি করি আমি॥

১৪৮৩.

তোমার নূরের রওশনী মাখা নিখিল ভুবন, অসীম গগন।
তোমার অনন্ত জ্যোতির ইশারা গ্রহ-তারা-চন্দ্র-তপন॥
তোমার রূপের ইঙ্গিত খোদা
ফুটিছে বনের কুসুমে সদা,
তোমার নূরের ঝলক হেরি' মেঘে বিজলি চমকে যখন॥
প্রাণের খুশি শিশুর হাসি
মধুর তোমার রূপ দেয় প্রকাশি',
তোমার জ্যোতির সমুদ্রে খোদা আলোর ঝিনুক মোর এ দু'টি নয়ন॥
ধানের খেতে নদী-তরঙ্গে
দুলে তোমার রূপ মধুর ভঙ্গে,
নিতি দেখা দাও হাজার রঙ্গে অরূপ নিরাকার তুমি নিরঞ্জন॥

১৪৮৪.

তোমারি প্রকাশ মহান, রে নিখিল দুনিয়া জাহান্।
তোমারি জ্যোতিতে রওশন্ নিশিদিন জমিন ও আস্‌মান্॥
নিভিল কোটি তপন চাঁদ তোমারে খুঁজিয়া প্রভু,
কত দাউদ ঈশা মুসা করিল তব জয়গান॥

তোমারে কত নামে হায় ডাকিছে বিশ্ব শিশুর প্রায়,
কত নামে পূজে তোমায় ফেরেশতা হুর পরী ইনসান্।।

১৪৮৫.

(তোমায়) যেমন ক'রে ডেকেছিল আরব মরুভূমি।
ওগো আমার নবী প্রিয় আল্ আরবী —
তেমনি ক'রে ডাকি যদি আস্‌বে নাকি তুমি।।
যেমন কেঁদে' দজলা ফোরাত নদী
ডেকেছিল নিরবধি,
হে মোর মরুচারী নবুয়তধারী!
তেমনি ক'রে কাঁদি যদি আসবে নাকি তুমি।।
(যেমন) মদিনা আর হেরা পাহাড়
জেগেছিল আশায় তোমার,
হে হজরত মম, হে মোর প্রিয়তম!
তেমনি ক'রে জাগি যদি আসবে না কি তুমি।।
মজলুমেরা কাবা ঘরে
কেঁদেছিল যেমন ক'রে,
হে আমিনা-লালা, হে মোর কম্‌লিওয়ালা!
তেমনি ক'রে চাহি যদি আস্‌বে নাকি তুমি।।

১৪৮৬. রাগ : জংলা তাল : দাদ্‌রা

দরিয়ায় ঘোর তুফান, পার কর নাইয়া।
রজনী আঁধার ঘোর, মেঘ আসে ছাইয়া।।
যাত্রী গুনাহ্‌গার, জীর্ণ তরণী,
অসীম পাথারে কাঁদি পথ হারাইয়া।।
হে-চির কাণ্ডারী, পাপে তাপে বোঝাই তরী,
তুমি না করিলে পার, পার হব কেমন করি',
সুখ-দিনে ভুলে' থাকি, বিপদে তোমারে স্মরি —
ডুবাবে কি তব নাম আমারে ডুবাইয়া।।
মা'র কাছে মার খেয়ে শিশু যেমন মাকে ডাকে
যত দাও দুখ শোক, ডাকি ততই তোমাকে,
জানি শুধু তুমি আছ, আসিবে আমার ডাকে —
তোমারি এ তরী প্রভু, তুমি চল বাহিয়া।।

১৪৮৭.

দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি',
হে হজরত বাদশাহ হয়েছিলে উপবাসী।
(তুমি) চাহ নাই কেহ হইবে আমীর, পথের ফকির কেহ
(কেহ) মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই, কাহারো সোনার গেহ,
ক্ষুধার অন্ন পাইবে না কেহ, কারো শত দাস-দাসী।।
(আজ) মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই
ধনী মুস্‌লিম ভোগ ও বিলাসে ডুবিয়া আছে সদাই,
(তাই) তোমারেই ডাকে যত মুসলিম গরীব শ্রমিক চাষী।।

বঞ্চিত মোরা হইয়াছি আজ তব রহমত হ'তে
সাহেবী গিয়াছে, মোসাহেবী করি ফিরি দুনিয়ার পথে,
আবার মানুষ হব কবে মোরা মানুষেরে ভালবাসি'॥

১৪৮৮. রাগ : মিশ্র সুর, তাল : দাদ্‌রা

দীনের নবীজি শোনায় একাকী কোরানের মধু-বাণী।
আয়েশা খাতুন শোনেন বসিয়া, নয়নে ঝরিছে পানি॥
বে-দ্বীন দিওয়ানা হ'য়ে
কাঁদে যে কোরান ল'য়ে,
বিশ্ববাসী আনিল ঈমান যে পাক কোরান মানি'॥
চন্দ্র-তারকা-গ্রহ আদি ঐ তরুলতা মরু-বায়,
কোরানের সেই আয়াত শুনিয়া লুটায় নবীর পায়।
কোরানে জাগাও ওরে
জ্ঞান-গরিমায় মোরে,
মরিতে আমায় দিও গো ল'য়ে বক্ষে কোরানখানি।

১৪৮৯. রাগ : বারোয়াঁ

দিও ফুলদল বিছায়ে পথে বধূঁর আমার।
পায়ে পায়ে দলি' ঝরা সে-ফুলদল আজি তার অভিসার॥
আমার আকুল অশ্রুবারি দিয়ে
চরণ দিও তার ধোয়ায়ে,
মম পরাণ পুড়ায়ে জ্বেলো দীপালি তাহার॥

১৪৯০. তাল : দীপক-মালা (১৬ মাত্রা)

দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে পারিজাত কই॥
আনত আঁখি তোলো তোলো গো!
বেদন-জ্বালা ভোলো ভোলো গো!
মান-ভুলানো এলো রাত সই॥
কাজল আঁকো নীল আঁখিতে
চেয়ো না লাজে আঁখি ঢাকিতে,
আসন প্রাণে পাত পাত সই॥

১৪৯১. রাগ : দেবযানী (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : নবনন্দন (২০ মাত্রা)

দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে।
কাঁপে অধর-আঁখি অরুণ অনুরাগে॥
নব-ঘন-পরশে
কদম শিহরে যেন হরষে,
ভীরু বুকে তা'র তেমনি শিহরণ[১] লাগে॥
দেব-গুরু-কুমার ভোলে সঞ্জীবনী-মন্ত্র,
তপোবনে তার জাগে ব্যাকুল বসন্ত।
নব-সুর-ছন্দ
আনিল অজানা আনন্দ,
পূজা-বেদী তার রাঙিল চন্দন-ফাগে॥

১. হরষণ

১৪৯২. রাগ : দেশ-গৌড়, তাল : তেওড়া

দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ গগনে এলো বুঝি সমর-সাজে।
তাহারি মেঘ-মৃদঙ্গ গুরু গুরু আষাঢ়-প্রভাতে সহসা বাজে॥
গহন কৃষ্ণ ঐরাবত-দল
রবিরে আবরি' ঘিরিল নভতল,
হানে খরশর বৃষ্টি ধারা জল — পবন-বেগে প্রতি ভবন-মাঝে॥
বনের এলোকেশ বিজলি-পাশে,
বাঁধিয়া দেব্-সেনা অট্টহাসে।
শ্যামল গৌড়ের অমল হাসি
শস্যে-কুসুমে ওঠে প্রকাশি',
অঙ্গে তাহার আঘাত-রাশি — দেব-আশীর্বাদ হয়ে বিরাজে॥

১৪৯৩. রাগ : দোলন-চাঁপা (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

দোলন-চাঁপা বনে দোলে দোল্-পূর্ণিমা-রাতে চাঁদের সাথে।
(শ্যাম) পল্লব-কোলে যেন দোলে রাধা লতার দোলনাতে॥
(যেন) দেব-কুমারীর শুভ্র হাসি
ফুল হয়ে দোলে ধরায় আসি'
আরতির মৃদু জ্যোতি প্রদীপ-কলি দোলে যেন দেউল-আঙিনাতে॥
বন-দেবীর ওকি রূপালী ঝুমকা চৈতী সমীরণে দোলে,
রাতের সলাজ আঁখি-তারা যেন তিমির-আঁচলে।
ও যেন মুঠিভরা চন্দন-গন্ধ
দোলে রে গোপিনীর গোপন আনন্দ,
ও কি রে চুরি করা শ্যামের নূপুর, চন্দ্রা-যামিনীর মোহন হাতে।

১৪৯৪. রাগ : দেশী টোড়ী, তাল : ত্রিতাল

(সে) ধীরে ধীরে আসি'
(সে) আধো ঘুমে বাজাল বাঁশি।
(সে) ফুল-রাখি দিল বাঁধি হাসি॥
জাগিয়া নিশি-ভোরে
না হেরি বাঁশির কিশোরে,
(সে) চাঁদ-তরী বেয়ে গেল ভাসি॥

১৪৯৫. রাগ : শুদ্ধ সারং, তাল : ত্রিতাল

ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে।
আমার প্রলয় সুন্দর এলে॥
পথে-পথে ঝরা কুসুম ছড়ায়ে
রিক্ত শাখায় কিশলয় জড়ায়ে,
গৈরিক উত্তরী গগনে উড়ায়ে —
রুদ্ধ ভবনের দুয়ার ঠেলে॥
বৈশাখী পূর্ণিমা চাঁদের তিলক
তোমারে পরাব,
মোর অঞ্চল দিয়া তব জটা নিঙাড়িয়া
সুরধুনী ঝরাব।

যে-মালা নিলে না আমার ফাগুনে
জ্বাল তারে তব রূপের আগুনে,
মরণ দিয়া তব চরণ জড়াব
হে মোর উদাসীন, যেয়ো না ফেলে॥

১৪৯৬. রাগ : মিশ্র খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

ধানের ক্ষেতের ঢেউ লেগে আজ প্রাণের বাঁধন ভাঙল রে!
আমার মনের পুঞ্জিত মেঘ অরুণ-রঙে রাঙল রে॥
নাচ ভুলেছে বনের কেকা
দ্বন্দ্ব ভুলে' হলাম একা,
ময়ূরকণ্ঠী শুভ্র-হংস-মালার পরশ লাগল রে॥
মেহেদি ফুলের মঞ্জরি মোর মন কেবলি রঙ লুকায়,
শিলায় দলি' রূপের কলি, আল্‌তা হবো তাহার পায়।
জ্বাল দীপালি খোল রে দুয়ার
আসে শারদ-জ্যোতির জোয়ার,
আবার আনন্দিনীর আগমনের কৃপার আশা জাগল রে॥

১৪৯৭. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

ধীরে চল চরণ টলমল
সখি নতুন মদের নেশা
পিয়েছে বিষ-মেশা,
চল্‌তে পথে উঠি চ'ম্‌কে।
একি খাওয়ালো মুখপোড়া কালো ছোঁড়া
ওঠে অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ছ'ম্‌কে।
গুরুজনের কাছে ঢ'লে ঢ'লে পড়ি,
গেল কুলমান আমি লাজে মরি।
ও সে কদম-তলায়, বাঁশি বাজায়, আড় চোখে চায়,
পেলে একলা পথে আগ্‌লে দাঁড়ায় সে থ'ম্‌কে॥

১৪৯৮. রাগ : টোড়ি, তাল : ত্রিতাল

নয়ন মুদিল কুমুদিনী হায়!
তাহার ধ্যানের চাঁদ ডুবে যায়॥
ভরিল সরসী তা'রি আঁখি-জলে
ঢলিয়া পড়িল পল্লব-তলে,
অকরুণ নিষাদের তীর সম অরুণ-কিরণ বেঁধে এসে গায়॥
কপোলের শিশির অভিমানে শুকালো,
পাপড়ির আড়ালে পরাগ লুকালো।
সরসীর জলে পড়ে আকাশের ছায়া
নাই সেথা তারা-দল, চাঁদের মায়া,
জলে ডুবে মেটে না প্রাণের তৃষা হৃদয়ের মধু তার হৃদয়ে শুকায়॥

১৪৯৯. রাগ : নটমল্লার, তাল : ত্রিতাল

নাচে নন্দ-দুলাল।
নদী-তরঙ্গে অধীর রঙ্গে — বাজে মঞ্জির চঞ্চল তাল॥

চরণের নূপর খুলে
ফুল হয়ে ঝরে তরুমূলে,
পূবালী পবনে বন-ভবনে দোলে সে-ছন্দে পিয়াল তমাল ॥
মধুকর কল-গুঞ্জনে
কাজরী গাহে নীপবনে,
ময়ূর পাপিয়া উঠিল মাতিয়া বাজে বৃষ্টির বীণা করতাল ॥

১৫০০. রাগ : শুদ্ধ-কল্যাণ (কল্যাণ ঠাট), তাল : একতাল

নিত্য শুদ্ধ কল্যাণ রূপে আছ তুমি মোর সাথে।
সান্দ্র নিবিড় সন্ধ্যায় যেই পথ ভুলি', ধর হাতে ॥
প্রদোষে স্বরগ-পাশে
তোমার করুণা ভাসে,
স্নিগ্ধ শান্ত চাঁদ হ'য়ে, প্রভু, আঁধারে পথ দেখাতে ॥
মান ত্যজিয়া যে যায় প্রভু তোমার চরণ-তলে,
পূর্ণ-রূপে নেমে আস তার হৃদয়-পদ্ম-দলে।
অবতার হও ভুপালিতে প্রভু
প্রেম-যমুনার পারে রহ কভু,
দগ্ধ-পরাণে বিরাজ হে স্বামী, দুঃখ-জ্বালা জুড়াতে ॥

১৫০১. রাগ : শিবরঞ্জনী-বসন্তপঞ্চম

নিদাঘের খর তাপে ক্লান্ত এ ধরণী।
মাধুরী হারায়ে হল পাণ্ডুর বরণী ॥
পিঙ্গল জটাজাল, তেজ তার অশনি।
বৈশাখী ভোরে স্মর' রুদ্রাণী জননী ॥
ধূলি-ধূসরিত প্রসারিত অম্বর
বুক-ভরা তৃষা তার, চাহে সে নটবর,
শ্যামলী মেঘ-মালা, সেই তার জলধর —
দাহনের অবসানে জুড়াইবে আপনি ॥

১৫০২. রাগ : মল্লার, তাল : কাওয়ালি

নিরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ গগন।
অশান্ত-ধারে জল ঝরে অবিরল,
ধরণী ভীত-মগন ॥
ঝঞ্ঝার ঝল্লরী বাজে ঝনন্ননন
দীর্ঘশ্বাসি' কাঁদে অরণ্য শনশন,
প্রলয় বিষাণ বাজে ঘনে ঘনঘন —
মূর্ছিত মহাকাল-চরণে মরণ ॥
শুধিবে না কেহ কি গো এই পীড়নের ঋণ,
দুঃখ-নিশি-শেষে আসিবে না শুভদিন।
দুষ্কৃতি বিনাশায় যুগ-যুগ-সম্ভব
অধর্ম নিধনে এসো অবতার নব,
'আবিরাবির্ম এধি' ঐ ওঠে রব —
জাগৃহি ভগবন্, জাগৃহি ভগবন্ ॥

১৫০৩. রাগ : গৌড়-সারং, তাল : যৎ

নিশীথ নিশীথ জাগি' গোঁয়ানু রাতি।
জ্বলিয়া জ্বলিয়া নেভে শিয়রের বাতি॥
সারাদিন গাঁথি মালা তুলিয়া কুসুম
পথ চাহি চাহি কার চোখে আসে ঘুম,
রহে পড়ি' নব শেজ কুসুমের পাঁতি॥
আমার কাননে আসি' অলি যায় ফিরে
গাহি গান ফেরে সাঁঝে পাখি সব নীড়ে,
একেলা রহি গো শুধু আমি বিনা সাথী॥

১৫০৪. রাগ : বাঙ্গাল ভৈরব, তাল : ঝুমরা

নৃত্যকালী শঙ্কর সঙ্গে নাচে অতি রুদ্র-বিহঙ্গে।
ছন্দ ঝরে ঝর্ঝর ধারায় মন্দাকিনী গঙ্গা তরঙ্গে॥
মুক্তবেণী ধূর্জটি-জটা বিধূনিত অম্বরে দোলে
সসাগরা ভীতা পৃথ্বী কাঁপে মহাবিষ্ণুর কোলে,
বাজে ঘোর ডম্বরু শিঙ্গা উল্কা ছোটে ভ্রূকুটি ভঙ্গে॥
দ্বাদশ রবি-গ্রহ-শশী-তারা গ্রাসে দোঁহে ভৈরব রভসে,
মৃত্যু-ক্ষুধা জাগিল একি রে, সৃষ্টি-স্থিতি সংহার মানসে।
পঞ্চভূত চিত্ত অহঙ্কার ব্রহ্মা-হরি লয় হ'ল ব্রহ্মে
উগ্র তারা রুদ্রেরে আবরি' নাচে একা উন্মাদ দম্ভে,
একি হেরি মূর্ছিতা শক্তি সোহম্ শিব আমারি অঙ্গে॥

১৫০৫. নাটক : 'সর্বহারা'

নবীন বসন্ত যে যায় যায় যায় রে।
ফুলদল অবিরল, ঝ'রে পড়ে পায়,
তার ঝ'রে পড়ে পায় রে॥
আছে এখনো বেলা এখনো আছে ফুলের মেলা
আয় নেচে গেয়ে খেলিয়া যাই ভুলের খেলা,
আপন প্রেমে আপনি যে জন করিল হেলা।
সেই উদাসী পানে ধায় কেন মন —
হায়, কেন প্রাণ তারে চায় চ'লে যায় যায় রে॥

১৫০৬.

পুরুষ : নবীন বসন্তের রানী তুমি গোলাব-ফুলী রং।
স্ত্রী : তব অনুরাগের রঙে আমি উঠিয়াছি আজ রেঙে
প্রিয় এই অপরূপ ঢং॥
পুরুষ : পলাশ কৃষ্ণচূড়ার কলি
রাঙা ও-পায়ে এলে কি দলি'?
স্ত্রী : বেয়ে প্রেমের পথের গলি
এলাম কঠোর হৃদয় দলি'
হের পায়ে তাহারি রং॥
পুরুষ : হায়, হৃদয়-হীনা হৃদয়-সাথী হয় না তা জানি,
অবুঝ হৃদয় তবু চাহে তায় জানে সে-পাষাণী।

স্ত্রী : ধরিয়া পায়ে প্রেম জানায়ে
যাও পালায়ে শেষে কাঁদায়ে
কাঁদাই যতই, কাঁদি যে ততই;
পুরুষ : বায়ু কেঁদে যায় ফুল ঝরায়ে।
স্ত্রী : না, না, যাও যাও মন চেয়ো না
গন্ধ লহ, ফুল চেয়ো না;
আছে কাঁটা ফুলের সঙ্গ॥
উভয়ে : যাই চল সেই কাননে
নাই কাঁটা ফুলের সনে
যথা নাই বিরহ, শুধু মিলন॥

১৫০৭. রাগ : কাফি মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

নয়ন যে মোর বারণ মানে না।
বারণ মানে না মন কাঁদন মানে না॥
নিশিদিন তব আশে
আছি চেয়ে পথ পাশে,
দুকূল বেয়ে সলিল আসে কাজল মানে না॥
সবার মাঝে থেকেও একা
আমি তাই তো তোমার চাই গো দেখা,
মরম যে গো, তোমায় ছাড়া কারেও জানে না॥

১৫০৮. রাগ : মালবশ্রী, তাল : কাওয়ালি

নয়নে ঘনাও মেঘ, মালবিকা!
গগনে জাগাও তব নীরদ-লিখা॥
বিদ্যুৎ হানে যদি গরজায় বাজ
সুন্দর মৃত্যুরে নাহি ভয় আজ,
আমার এ বনে এসো মনোবালিকা॥
ঝরুক এ শিরে মোর ঘন বরষা
ফুটিবে কাননে ফুল আছে ভরসা,
এসো জল-ছল-ছল পথে অভিসারিকা॥

১৫০৯. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাওয়ালি

না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়।
গভীর আঁধার ছেয়ে আজো হিয়ায়॥
আমার নয়ন ভ'রে
এখনো শিশির ঝরে,
এখনো বাহুর 'পরে বঁধু ঘুমায়॥
এখনো কবরী-মূলে
কুসুম পড়েনি ঢুলে,
এখনো পড়েনি খুলে' মালা খোঁপায়॥
নিভায়ে আমার বাতি
পোহাল সবার রাতি,
নিশি জেগে' মালা গাঁথি, প্রাতে শুকায়॥

১৫১০. রাগ : বেহাগ-খাম্বাজ, তাল : কাহার্‌বা

নাচন লাগে ঐ তরুতলায় পাতায় ফুলে।
ফুল-সৌখিন দখিন হাওয়া নাচে দু'লে দু'লে॥
নাচে অথির-মতি রঙীন-পাখা প্রজাপতি,
বন দুলায়ে মন ভুলায়ে, ঝিল্লি-নূপুর বাজায়ে
নাচে বনে নিশীথিনী এলোচুলে॥
মৃণাল-তনু কমল নাচে এলো খোঁপায় নীল জলে,
ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজে নির্ঝর পাষাণ-তলে।
বাদ্‌ল হাওয়ায় তাল্‌বনা ঐ বাজায় চটুল্‌ দাদ্‌রা তাল,
নদীর ঢেউ-এ মৃদং বাজে, পান্‌সী নাচে টাল্‌মাটাল্‌।
নেচে নেচে গ্রহতারা দিশাহারা নটরাজের নাট-দেউলে॥

১৫১১. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

নাচে সুনীল দরিয়া আজি দিল্‌-দরিয়া পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে।
কূলে তার ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে মিঠে আওয়াজে
নাচে জল্‌-পরীর মেয়ে॥
তার জল-ছলছল্‌ কূলে কূলে
ফেনিল যৌবন ওঠে দু'লে,
চাঁদিনী উজল্‌ তনু ঝলমল্‌
পরাণে উছল জাগে জোয়ার —
আধো ঘুমে আসে তার নয়ন ছেয়ে॥
জল-বালা মুক্তা-মালা গাঁথে নিরালা চাঁদের তরে,
কাজল-বরণী তরুণী তটিনী চলেছে ধেয়ে॥

১৫১২. নাটক : 'আলেয়া' (বৃষ্টিধারার গান)

নামিল বাদল! রুমু রুমু ঝুমু নূপুর চরণে
চল লো বাদল-পরী, আকাশ-আঙিনা ভরি'
নৃত্য-উছল॥
চামেলি কদম যূথী মুঠি মুঠি ছড়ায়ে
উতল পবনে দে অঞ্চল উড়ায়ে,
তৃষিত চাতক-তৃষ্ণারে জুড়ায়ে চল্‌ ধরাতল॥

১৫১৩. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহার্‌বা

নাহি কেহ আমার[১] ব্যথার সাথী,
জ্বলি পিলসুজে একা মোমের বাতি।
পতঙ্গ সুখি, পুড়ে এক নিমেষে —
পুড়িয়া মরি আমি সারা রাতি॥
আসে যে সুখের দিনে বন্ধু রূপে,
অসময়ে যায় স'রে চুপে চুপে।
উড়ে গেছে অলি
ফুল ঝরেছে বলি' —
কাঁদি একাকী কণ্টক-শয্যা পাতি'॥
কেহ কারো নয় তবু প্রাণ কাঁদে

১ মোর

চকোর চাহে যেন সুদূর চাঁদে,
শুধু বেদনা পাই প্রেম-মোহে মাতি'॥

১৫১৪.

নিতি নিতি মোরে ডাকে সে স্বপনে,
নিরাশার আলো জ্বালিয়া গোপনে।
জানি না মায়াবিনী কী মায়া জানে
কেবলি বাহিরে পরাণ টানে,
ঘুরে ঘুরে মরি আঁধার-গহনে॥
শত পথিকে ও-রূপে ছল হানে,
অপরূপ শতরূপে শত গানে।
পথে পথে বাজে তাহারি বাঁশি,
সে-সুরে নিখিল-মন উদাসী;
দহে যাদুকরী বিধুর দহনে॥

১৫১৫. নাটক : 'মধুমালা'

নিশির পাহারা ভেঙে চোর এসেছে ঘর,
ধরতে গিয়ে দেখি ওলো চোর নয় সে বর।
বর এসেছে, বর এসেছে, বর এসেছে বর॥
এ পালিয়েছিল চুরি ক'রে মোদের সখির নিদ্,
(এই) হৃদয়-বনের শিকারীকে নয়ন দিয়ে বিঁধ্।
এ যে ফুলের মালায় বন্দী ক'রে পরাল টোপর —
বর এসেছে, বর এসেছে, বর এসেছে বর॥

১৫১৬.

নিশীথ জাগিয়া সে কি মোর গান শোনে।
যে গান ভাসিয়া যায় আজি নিশি-পবনে॥
বলাকা মালার মত আকাশের কোলে,
তারা যেতে যেতে হায়,
ছায়া ফেলিয়া কি যায় —
তার মন-বাতায়নে॥
মোর কুণ্ঠিতা বাণী সুরের গুণ্ঠনে শিহরায় আবেশে,
শুনিয়া আমার গান আমার চেয়ে কি গো মোর কথা ভাবে সে।
আমার সঙ্গীত-ইঙ্গিত তাহারে,
আনিবে না কি মোর পথের ধারে।
সুমুখে যে কথা তায়,
বলিতে পারি না হায় —
গানের আড়ালে তাই জানাই গোপনে॥

১৫১৭. রাগ : বেহাগ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

নিশীথ রাতে ডাক্‌লে আমায়, কে গো তুমি কে?
কাঁদিয়ে গেলে আমার মনের বনভূমিকে,
কে গো তুমি কে॥
তোমার আকুল করুণ স্বরে
আজকে তা'রেই মনে পড়ে,

এম্‌নি রাতে হারিয়েছি যে হৃদয়-মণিকে ॥
দুয়ার খু'লে চেয়ে আছি[১] তারার পানে দূরে,
আর একটিবার ডাকো ডাকো তেম্‌নি করুণ সুরে।
একটি কথা শুনব ব'লে
রাত কেটে যায় চোখের জলে,
দাও সাড়া দাও, জাগিয়ে তোলো আঁধার পুরীকে ॥

১ থাকি

১৫১৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

নিশীথ-স্বপন তোর ভু'লে যা নিশি-শেষে।
বাদল-অবসানে আকাশ উঠেছে হেসে ॥
চখার পাশে আসে বিরহ-রাতের চখী
আঁধার লুকাল ঐ দূর বনে এলোকেশে ॥
শরম-রাঙা গালে জাগিল কুমারী উষা,
তরুণ অরুণ ঐ এলো রাঙা বর-বেশে ॥

১৫১৯. রাগ : ভৈরবী মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

নিশীথ হয়ে আসে ভোর, বিদায় দেহ প্রিয় মোর।
রজনী-গন্ধার বনে হের গুঞ্জরিছে ভ্রমর ॥
হের ঐ তন্দ্রা ঢুলু ঢুলু, জড়ায়ে হাতে এলোচুল।
বধূ যায় সিনান-ঘাটে পথে লুটায় বসন-আকুল ॥
খোল খোল বাহুর মালা, মোছ মোছ প্রিয়া আঁখি,
শোন্ কুঞ্জ-দ্বারে তব কুহু কুহু মুহু ওঠে ডাকি'।
হের লো, শিয়রে তব প্রদীপ হয়ে এলো ম্লান,
দাঁড়াল রাঙা উষা ঐ রঙের সাগরে করি' স্নান।
আকাশ-অলিন্দে কাঁদে পাণ্ডুর-কপোল শশী,
শুকতারা নিবু-নিবু ঐ, মলয়া উঠে উছসি,।
কাঁদে রাতের আঁধার মোর বুকে মুখ রাখি' ॥

১৫২০. নাটক : 'সাবিত্রী'

নিশুতি রাতের শশী গো।
ঘুমায় সকলে নিশীথ নিঝুম
হরিল কে নয়নেরই ঘুম,
কার অভিসারে জাগো গগন-পারে —
চাঁদ ভুলানো সে-কোন্ রূপসী ॥
লুকায়ে হেরি আমি অভিসার তব
তারকারা হেরে লুকায়ে নীরব,
কপট ঘুম ভেঙে হের হাসিছে সব —
দূর অলকার বাতায়নে বসি' ॥

১৫২১.

নীরব সন্ধ্যা, নীরব দেবতা খোলো মন্দির দ্বার।
ম্লান হ'ল বেদনায় অঞ্জলি নিশি-গন্ধার।
নিভিয়া যায় হায় অঞ্চল-তলে
নয়নের প্রদীপ নয়নের জলে,

শুকাইল নিরাশায় চন্দন ফুলদল তোমার বরণ ডালার॥
মৌন র'বে আর কতকাল বল পাষাণ-বেদীতে,
কত জনম কত পূজারিণীর আয়ু-দীপ নিভাইতে।
দিনের তপস্যার শেষে সাঁঝ-লগনে
আশার চাঁদ কি গো উঠিবে না গগনে,
আমার শেষ বাণী তোমার চরণে —
নিবেদনের ক্ষণ পাব নাকি আর॥

১৫২২. রাগ : মিশ্র সুর, তাল : দাদ্‌রা

নীল আকাশের কোলে শুয়ে হেরে শ্রান্ত মেঘের দল,
পল্লবে-ফুলে পূর্ণ হ'লো কি ধরণীর অঞ্চল॥
দেয়া গরজে না, উপবনে তাই
বেণী-বন্ধনে কেয়া ফুল নাই,
গুণ্ঠন খুলি' প্রকৃতি হাসিছে, মেলি' এলো-কুন্তল॥
সায়র ছেয়েছে শাপ্‌লা শালুকে, 'নায়রে' চলেছে বৌ,
বৌ-কথা-কও ডাকে ফুলবনে, ঝরে মমতার মৌ।
বাজে আনন্দ-বেণু শারদীয়া
মিলন পিয়াসী ডাকে পিয়া পিয়া,
সৌরভ-মধু ভারে বেদনায় কার প্রেম-শতদল, করে টলমল॥

১৫২৩.

নীল সরসীর জলে চতুর্দশীর চাঁদ ডোবে আর উঠে গো।
এলোকেশে ঢেউয়ে জড়াজড়ি ক'রে পড়ে লুটে গো॥
নীল-শাড়ি-বিজড়িত কিশোরী
কলসী ল'য়ে ফেরে সাঁতরি'
চাঁদ ভেবে মুদিত কুঁড়ি হেসে ওঠে ফুটে গো॥
সরসির পড়শি পলাশ, পারুল
সুরভিত সমীরণ হাসিয়া আকুল,
কলসে কঙ্কণে রিনিঝিনি সুর
বাজে তরঙ্গে সজল বিধুর,
কমলিনী হরষে ঢ'লে পড়ে পরশে অধর-পুটে গো॥

১৫২৪.

নিশিদিন জপে খোদা দুনিয়া জাহান — জপে তোমারি নাম।
তারায় গাঁথা তস্‌বি ল'য়ে নিশীথে আসমান — জপে তোমারি নাম॥
ফুলের বনে নিতি গুঞ্জরিয়া
ভ্রমর বেড়ায় তব নাম জপিয়া,
হাতে ল'য়ে ফুলকুঁড়ির তস্‌বি ফুলের বাগান — জপে তোমারি নাম॥
সাঁঝ সকালে কোকিল পাপিয়া
মধুর তব নাম ফেরে গাহিয়া,
ছল ছল সুরে ঝর্নার ধারা নদীর কলতান — জপে তোমারি নাম॥
বৃষ্টি ধারার তস্‌বি ল'য়ে
তব নাম জপে মেঘ ব্যাকুল হয়ে,
সাগর-কল্লোল, সমীর-হিল্লোল বাদল ঝড়-তুফান — জপে তোমারি নাম॥

১৫২৫.

পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ-শিখায় লহ আমার শেষ আরতি।
ওগো আমার পরম-গতি, ওগো আমার পরম-পতি॥
বহু সে-কাল বাহির-দ্বারে
দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকারে,
এবার দেহের দেউল ভেঙে দেখ্‌ব নিঠুর, তোমার জ্যোতি॥
আমি তোমায় চেয়েছিলাম, শুধু এই সে অপরাধে,
ধ্যান ভেঙেছ আমার, ফেলে নিত্য নূতন মায়ার ফাঁদে।
আজ মায়ার ঘরে আগুন জ্বেলে
পালিয়ে গেলাম পাখা মেলে,
জীবন যাহার মিথ্যা স্বপন মরণে তার নাই ক ক্ষতি॥
কেটে দিলাম নিঠুর হাতে যে বাঁধনে বেঁধেছিলে,
রইল না আর আমার ব'লে কোনো স্মৃতি এ-নিখিলে।
আবার যদি তোমার মায়ায়
রূপ নিতে হয় নতুন কায়ায়,
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায় সেথায় যেন না হয় গতি॥

১৫২৬. রাগ : পরজ, তাল : ত্রিতাল

পরজনমে যদি আসি এ ধরায়॥
ক্ষণিক বসন্ত যেন না ফুরায়॥
মিলনে নাহি যেন রহে অবসাদ[1]
ক্ষয় নাহি হয় যেন চৈতালী-চাঁদ,
কণ্ঠ-লগ্ন মোর প্রিয়ার বাহু
খুলিয়া[2] না পড়ে যেন, নিশি না পোহায়॥
বাসি নাহি হয় যেন রাতের মালা,
ভরা থাকে যৌবন-রস-পেয়ালা।
জীবনে না রহে যেন মরণ-স্মৃতি
পুরাতন নাহি হয় প্রেম-প্রীতি,
রবে অভিমান রহিবে না বিরহ,
ফিরে যেন আসে প্রিয়া মাগিয়া বিদায়॥

১. মিলনে যেন নাহি আসে অবসাদ, ২. টলিয়া

১৫২৭.

পরদেশী প্রিয়তম, এসো ফিরে মোর ঘরে
গোধূলি-গগনের সজল কাজল মেঘ ভরে॥
দিগন্তে বনান্তে হেরি' তব আগমনী
নীপবন শিহরিত মত্ত পবন-শরে॥
বিরহ-গগন মম ঢাকা যে কালো মেঘে,
আকুল এ-প্রাণ মম ঝুরিছে তোমারে মেগে'।
এসো প্রিয়, ঝড়ের রাতে, এ শূন্য ঘরে —
বিরহী পরাণ মন কাঁদিছে তোমারি তরে॥

১৫২৮.

পরো সখি মধুর বধূ-বেশ
বাঁধো আকুল চাঁচর কেশ॥

বাঁকা ভুরুর মাঝে পর খয়েরি টিপ বকুল-বেলার হার,
ছাড় মলিন বাস শাড়ি চাঁপা রং পর পর আবার।
অধর রাঙাও সলাজ হাসিতে মোছ নয়ন-ধার —
বিদেশী বন্ধু তোমারে স্মরিয়া ফিরে এলো নিজ দেশ॥
মিলন-দিনে আর সাজে না মুখ-ভার ভোলো ভোলো অভিমান,
মধুরে ডাক কাছে তায়, জুড়াও তাপিত প্রাণ।
অরুণ-রাঙা হোক অনুরাগের রঙে করুণ সজল নয়ান —
মরম বীণায় উঠুক বাজিয়া মিলন-মধুর রেশ॥

১৫২৯.

পরাজিত হ'ল অপরাজিতার কাছে গোলাপের রূপ হায়।
পথের ধূলিতে ঢেকে দে গোলাপ-বন, আয় ঝোড়ো হাওয়া আয়॥
বসিল না মোর ময়ূর-সিংহাসনে বনের সে প্রজাপতি,
কোহিনূর ফেলে দেখিল পথের ফুলে সে-কোন্ প্রেমের জ্যোতি।
হে প্রেম-ভিখারি! তোমার ধূলির পথে
ডাক দিলে যদি চির-ভিখারিণী হ'তে,
মরণের ক্ষণে দুটি ফোঁটা আঁখি-জল সে যেন ভিক্ষা পায়॥

১৫৩০.

পুরুষ : পরাণ হরিয়া ছিলে পাশরিয়া
কেমনে প্রিয়া আনন্দে।
স্ত্রী : হায় ছিনু কি যেন স্বপনে মগ্না,
পুরুষ : হায় আজি হবে কি এ কণ্ঠলগ্না,
স্ত্রী : না — না —
পুরুষ : হায় ফুল ফুটবে নাকি এ বসন্তে,
স্ত্রী : না — না —
উভয়ে : হায় বাঁশরি বাজে ব্যাকুল ছন্দে,
ফুল জাগানো হাওয়ার সাথে।
পুরুষ : মালঞ্চে পাপিয়া উঠিছে ডাকিয়া
স্ত্রী : বিরহিণী হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
পুরুষ : হৃদয় চাপিয়া থেকো না আর
খোল গো মনের দ্বার
স্ত্রী : মুখে আসে না বুকের ভাষা,
ওগো কেমনে জানাই ভালোবাসা
পুরুষ : প্রেমের দরিয়া ওঠে উছলিয়া
স্ত্রী : কে করে সে-প্রেমের আশা
পুরুষ : চাও — চাও
স্ত্রী : যাও — যাও —
উভয়ে : খেলিব দুজনে মানে অভিমানে
এমনি মধুর দ্বন্দ্বে॥

১৫৩১. তাল : কাহার্‌বা

প'রো প'রো চৈতালী-সাঁজে কুসুমী শাড়ি
আজি তোমার রূপের সাথে চাঁদের আড়ি॥

প'রো ললাটে কাঁচপোকার টিপ,
তুমি আল্‌তা প'রো পায়ে হৃদি নিঙাড়ি'॥
প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে,
ভাঙা ভুরু জোড়া দিও রাতুল শোভাতে।
বেল-যূথিকার গ'ড়ে মালা প'রো খোঁপাতে
দিও উত্তরীয় শিউলি-বোঁটার রঙে ছোপাতে,
রাঙা সাঁঝের সতিনী তুমি রূপ-কুমারী॥

১৫৩২. রাগ : শঙ্করা, তাল : একতাল[1]

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ বউ-কথা-কও উঠ্‌ল ডেকে।
শিশ্‌ দিয়ে যায় উদাস হাওয়া নেবু-ফুলের আতর মেখে॥
এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো আমার[2] জাগার সাথী,
ফুল-হারা মোর কুঞ্জ-বীথি — কাঁটার স্মৃতি গেছে রেখে॥
শূন্য মনে একলা গুণি
কান্না-হাসির পান্না-চুণী,
বিদায়-বেলার বাঁশি শুনি — আস্‌ছে ভেসে ওপার থেকে॥

১ শঙ্করা মিশ্র অথবা, ২ সাথে

১৫৩৩. রাগ : দুর্গা, তাল : দাদ্‌রা

প্রণমি তোমায় বনদেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল-বারতা — দেবতা॥
তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
লীলা-সাথী রয় নিশিদিন,
বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন —
তরু ও লতা — দেবতা॥

১৫৩৪. রাগ : প্রদীপকী, তাল : ত্রিতাল

প্রদীপ কি জ্বলিল আবার।
দিন কি গো শেষ হল মোর নিরাশার॥
বিরহ দাহন কি গো ফুরালো
বৈকালি বায়ে তনু জুড়ালো,
উঠিবে কি চাঁদ আর রবে না আঁধার॥
সে কি গো রাধারে ত্যজিয়া ব্রজপথে
আরোহিবে মথুরার রথে,
যমুনায় আবার কি বহিবে জোয়ার॥

১৫৩৫. রাগ : 'সুরের দুলাল'

পাকা ধানের গন্ধ-বিধুর হেমন্তের এই দিন-শেষে,
সুরের দুলাল, আসলে ফিরে দিগ্‌বিজয়ীর বর-বেশে।
আজো মালা হয়নি গাঁথা হয়নি আজো গান রচন,
কুহেলিকার পর্দা-ঢাকা আজো ফুলের সিংহাসন।
অলস বেলায় হেলাফেলায় ঝিমায় রূপের রংমহল,
হয়নি ক' সাজ রূপ-কুমারীর, নিদ্‌ টুটেছে এই কেবল।

আয়োজনের অনেক বাকি — শুনুনু হঠাৎ খোশ্‌খবর,
ওরে অলস, রাখ্‌ আয়োজন, সুর-শা'জাদা আস্‌ল ঘর।
ওঠ্‌ রে সাকি থাক্‌ না বাকি ভর্‌তে রে তোর লাল গেলাস,
শূন্য গেলাস ভরব — দিয়ে চোখের পানি মুখের হাস।
দম্ভ ভরে আস্‌লো না যে ধ্বজায় বেঁধে ঝড়-তুফান,
যাহার আসার খবর শুনে গর্জাল না তোপ-কামান।
কুসুম দলি' উড়িয়ে ধূলি আস্‌লো না যে রাজপথে,
আয়োজনের আড়াল তারে করব গো আজ কোন মতে।
সে এলো গো যে-পথ দিয়ে স্বর্গে বহে সুরধুনী,
যে পথ দিয়ে ফেরে ধেনু মাঠের বেণুর রব শুনি'।
যেমন সহজপথ দিয়ে গো ফসল আসে আঙিনায়,
যেমন বিনা সমারোহে সাঁঝের পাখি যায় কুলায়।
সে এলো যে আমন-ধানের নবান্ন উৎসব-দিনে,
হিমেল হাওয়ায় অঘ্রাণের এই সুঘ্রাণেরি পথ চি.নে।
আনেনি সে হরণ ক'রে রত্ন-মানিক সাত-রাজার,
সে এনেছে রূপকুমারীর আঁখির প্রসাদ কণ্ঠহার।
সুরের সেতু বাঁধ্‌ল সে গো, ঊর্দ্ধে তাহার শুনি স্তব,
আস্‌ছে ভারত-তীর্থ লাগি' শ্বেত-দ্বীপের ময়-দানব।
পশ্চিমে আজ ডঙ্কা বাজে পুবের দেশের বন্দীদের,
বীণার গানে আমরা জয়ী, লাজ মুছেছি অদৃষ্টের।
কণ্ঠ তোমার যাদু জানে, বন্ধু ওগো দোসর মোর!
আস্‌লে ভেসে গানের ভেলায় বৃন্দাবনের বংশী-চোর।
তোমার গলার বিজয়-মালা বন্ধু একা নয় তোমার,
ঐ মালাতে রইল গাঁথা মোদের সবার পুরস্কার।
কখন আঁখির অগোচরে বস্‌লে জুড়ে হৃদয়-মন,
সেই হৃদয়ের লহ প্রীতি, সজল আঁখির জল্‌-লিখন

১৫৩৬. নাটক : 'সর্বহারা'

পাপিয়া আজ কেন ডাকে সখি, পিয়া পিয়া।
শুনি', পিয়া পিয়া বোল্‌ ঝুরিছে আমার হিয়া॥
এমনি মধুরাতি, ছিল সে মোর সাথী,
সেদিন পাপিয়া এমনি উঠিত ডাকিয়া
সে কি আজ এলো তবে, চাঁদের মত নীরবে
হাসির জোছনাতে তার দশদিশি রাঙাইয়া॥

১৫৩৭. রাগ : পিলুমিশ্র, তাল : রূপক

পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়।
ডাকছে উদার নীল-পারাবার আয় তটিনী আয় নেমে আয়॥
বেলাভূমে আছড়ে প'ড়ে
কাঁদছে সাগর তোরই তরে,
তরঙ্গেরি নূপুর প'রে জল-নটিনী আয় নেমে আয়॥
দুই ধারে তোর জল ছিটিয়ে, ফুল ফুটিয়ে আয় নেমে আয়,
শ্যামল-তৃণে চঞ্চল-অঞ্চল লুটিয়ে আয় নেমে আয়॥
ডাগর[১] তোর চোখের চাওয়ায়

সাগর-জলে জোয়ার জাগায়,
সেই নয়নের স্বপন দিয়ে বন-হরিণী আয় নেমে আয়॥

১. সজল যে

১৫৩৮.

পিয়া পিয়া পিয়া পাপিয়া পুকারে।
চোখ গেল[১] বিরহিণীর বধূর মনের কথা —
কাঁদিয়া বেড়ায় বাদল-আঁধারে॥
প্রথম বিরহ অল্প-বয়সী
ভুলি' গৃহকাজ রহে বাতায়নে বসি',
পাখির পিয়া-স্বর বুকে তার তোলে ঝড় —
অঞ্চলে আঁখি-জল মোছে বারে বারে॥
পরেনি বেশ, বাঁধেনি কেশ ম্লান-মুখী বালিকা,
নীরব দেহে যেন শুকায়ে যায় ওগো মালতীর মালিকা।
বনের বিহঙ্গ[২] ছাড়ি' বিহগীরে
যায় না বিদেশে, রহে সুখ-নীড়ে,
বলো কেমনে, ওগো প্রেমের বিধাতা —
বিরহ-দাহ সহি' হিয়ার মাঝারে॥

পাঠান্তর- বলো বলো ওগো প্রেমের বিধাতা
কেন বিরহ দিলে হিয়ার মাঝারে
১ ও যেন ২ বিহগ

১৫৩৯. নাটিকা : 'লায়লী-মজনু' (মজনুর গান)

পিয়াল তরুতে হেরিয়াছিল প্রিয়া তোমার দীঘল তনু।
ফুল-ভারনত শাখাতে তাহার বাঁকা তব ভুরু-ধনু॥

১৫৪০.

পিয়াল ফুলের পিয়ালায় বঁধু অন্তর-মধু ঢেলে পিয়াব তোমায়।
রচিব হৃদয়ে মাধবী-কুঞ্জ বাহিরে ফাগুন যদি যেতে চায়॥
বেল-ফুল যায় যদি ঝরে
প্রেম-ফুল দিব ডালি ভ'রে,
নিশি জেগে আমি গান শোনাব বনের বিহগ যদি মাগে বিদায়॥
আর যদি নাহি বহে দখিনা বাতাস
(বঁধু) অঞ্চল আছে মোর, আছে কেশ-পাশ,
যায় যদি যাক্ ডুবে চৈতালী চাঁদ আমার চাঁদ যেন চ'লে নাহি যায়।

১৫৪১. রাগ : পিলু

পিয়াসী প্রাণ তারে চায়, এনে দে তা'য়।
জনম জনম বিরহী প্রাণ মম
সাথীহীন পাখি সম কাঁদিয়া বেড়ায়॥
চাঁদের দীপ জ্বালি' খুঁজিছে আকাশ তা'রে
না পেয়ে তাহার দিশা কাঁদে সে বাদল-ধারে।
ঝরে অভিমানে ফুল তারে না-দেখতে পেয়ে,
বহে কাঁদন-নদী পাষাণ গিরি বেয়ে।
আসিব ব'লে সে গেছে চ'লে —
(আমি) আজো আছি বেঁচে তারি আশায়॥

১৫৪২. মিশ্র সুর, তাল : কাহারবা

পুষ্পধনুর ইঙ্গিতে হায় হারানো হিয়ার বনে,
মন দেয়া-নেয়া খেলা চলে নিরজনে।
মায়া-মৃগ যেন রচিত ছলনার কায়া,
বাঁধা পড়িল নিজে? একি রে প্রেমের মায়া॥
দু-জনে রচিত মিলন-স্বর্গ ধূলিতলে রমণীয়,
দু'জনের কাছে বন্দী দু'জনে প্রিয়তমা আর প্রিয়।
আঁখির মিলনে সারা দিন-যামী ক্লান্ত না হয় আঁখি,
আঁখির কুলায় চলে গো আঁখির পাখি।
দু'জনে কূজনে একটি গানের কলি,
অনাহত সুরে বারে বারে যায় বলি'॥

১৫৪৩.

পুষ্পিত মোর তনুর কাননে হায়।
ওগো ফুলধনু, লগ্ন যে ব'য়ে যায়॥
আজি ফাগুন ঋতু উৎসবে
এ দেহ দেউল শূন্য কি রবে,
রতির আরতি ধূপ কি পুড়িবে বিফল কামনায়॥

১৫৪৪. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমপরীর গান)

পূব সাগরে ডুব দিয়ে ঐ সোনার রবি উঠ্‌ল রে।
রাতের চোখের অশ্রু ঝ'রে কুসুম হয়ে ফুট্‌ল রে॥
যাত্রী ওরে যেতে হবে
গভীর ব্যথা পেতে হবে,
তাই মিলন রাতের বালুর মালা জাগরণে টুট্‌ল রে॥

১৫৪৫. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

পূরবের তরুণ অরুণ পূরবে আস্‌লো ফিরে।
কাঁদায়ে মহাশ্বেতায় হিমানীর শৈল-শিরে॥
কুহেলির পর্দা ডারি'
ঘুমাত রূপ-কুমারী,
জাগালে স্বপনচারী — তাহারে নয়ন-নীরে॥
তোমার ঐ তরুণ গলার শুনি গান সিন্ধু-পারে,
দুলিছ মধ্যমণি সুরমার কণ্ঠ-হারে।
ধেয়ানী দিলে ধরা
হ'ল সুর স্বয়ম্বরা,
এলে কি পাগল-ঝোরা — পাষাণের বক্ষ চিরে'।

১৫৪৬. রাগ : কানাড়া মিশ্র, তাল : কাওয়ালি

পেয়ে আমি হারায়েছি গো আমার বুকের হারামণি।
গানের প্রদীপ জ্বেলে তা'রেই খুঁজে ফিরি দিন-রজনী॥
সে ছিল গো মধ্যমণি আমার মনের মণি-মালায়,
রেখেছিলাম লুকিয়ে তায়, মানিক যেমন রাখে ফণী॥
স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে সে মোর এসেছিল দগ্ধ বুকে,
অসীম আঁধার হাতড়ে ফিরি খুঁজি তারি রূপ-লাবণি॥

হারিয়ে যে যায় হায় কেন সে যায় হারিয়ে চিরতরে,
মিলন-বেলাভূমে বাজে বিরহেরই রোদন-ধ্বনি ॥

১৫৪৭. নাটক : 'আলেয়া' (ভোরের হাওয়ার গান)

পোহাল পোহাল নিশি খোল গো আঁখি।
কুঞ্জ-দুয়ারে তব গাহিছে[১] পাখি,
ওই গাহিছে পাখি ॥
ওই বংশী বাজে দূরে
শোন ঘুম ভাঙানো সুরে,
খোল দ্বার লহ বঁধুরে ডাকি ॥[২]

১ ডাকিছে, ২ 'খুলি' দ্বার বঁধুরে লহ গো ডাকি' ॥

১৫৪৮.

প্রদীপ নিভায়ে দাও, উঠিয়াছে চাঁদ।
বাহুর ডোর[১] আছে, মালায় কি সাধ ॥
ফুল আনিও না ভবনে
কেশের সুবাস তব ঘনাক মনে,
হৃদয়ের লাগি মোর হৃদয় কাঁদে চন্দন লাগে বিস্বাদ ॥
খোলো গুণ্ঠন, ফেলে দাও আভরণ,
হাতে রাখ হাত, তোলো আনত নয়ন।
বাহিরে বহুক বাতাস
বক্ষে লাগুক মোর তব ঘন শ্বাস,
চম্পার ডালে ব'সে মোদেরে দেখে,
কুহু আর পাপিয়ায় করুক বিবাদ ॥

১ বাহু-বন্ধন বা বাহুর বাঁধন

১৫৪৯.

(মম) প্রাণ নিয়ে নিঠুর খেল এ কি খেলা (হায়)।
ক্ষণে ভালোবাসা হায় ক্ষণে অবহেলা ॥
সকালে গাঁথিয়া মালা পায়ে দল বিকালে তায়।
তেমনি দলিতে চাহ আমার পরাণ কি হায়।
সহিতে পারি না আর এই হেলাফেলা ॥
জলরূপী একি কোন্ মরীচিকা তুমি কি গো।
ডেকে এনে মরুভূমে বধিবে এ বনমৃগ।
বুঝিয়াছি এখন হায় ফুরায়েছে বেলা ॥

১৫৫০.

প্রাণে জাগে হিন্দোল গানে জাগে হিল্লোল,
প্রেমের চামেলি বনে জাগিল মুকুল।
মনের গোপন রাগে রঙীন স্বপন জাগে,
ফুল-ভরা গুল্‌বাগে গাহে বুলবুল ॥
রূপে ধরা ঝলমল্ রসে ভরা টলমল্,
ঢলো ঢলো অনুরাগে আঁখি ঢুলঢুল্।

পাপিয়ার কলগানে কোকিলের কুহুতানে,
যৌবনে মৌবনে দিল্ মস্‌গুল্॥

১৫৫১. রাগ : দুর্গা-মান্দ, তাল : কাওয়ালি

আসল যখন ফুলের ফাগুন, গুল-বাগে ফুল চায় বিদায়।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায়॥
মালঞ্চে আজ ভোর না হতে বিরহী বুলবুল কাঁদে,
না ফুটিতে দলগুলি তার ঝর্‌ল গোলাব হিম-হাওয়ায়॥
পুরানো গুল-বাগ এ ধরা, মানুষ তাহে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালী আয়ুর শাখা হতে তায়॥
এই ধূলিতে হল ধূলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা অনেক নূতন বধূ ঝরল জীবন-ভোরবেলায়॥
এ দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁজ না হতেই যায় ঝ'রে,
হাজার আফ্‌সোস, নূতন দেহের দেউল ছেড়ে প্রাণ পালায়॥
সামলে চরণ ফেলো পথিক, পায়ের নীচে মরা ফুল
আছে মিশে এই সে ধরার গোরস্থানে এই ধূলায়॥
হল সময় — লোভের ক্ষুধা মোহন মায়া ছাড় হাফিজ,
বিদায় নে তোর ঘরের কাছে দূরের বঁধু ডাকছে আয়॥

১৫৫২.

প্রেম আর ফুলের জাতি কুল নাই,
বুলবুলি সে কথা ভুলিল কি হায়।
সে কেন তবে আসে না
রাতের ফুল মোর হাতে শুকায়॥
রাজ-বাগিচার ফুল হোক যত গরবী
পথের ফুলেও আছে তা'রি মত সুরভি,
রসের পুতলী হয় পথের ভিখারিণী
যদি প্রেম পায়॥

১৫৫৩.

প্রেমের হাওয়া বইল যখন মুকুল গেল ঝ'রে।
প্রদীপ নিভে রইল, যখন তুমি এলে ঘরে॥
তোমার আসার স্বপ্ন এলো
যে-দিন আশা ফুরিয়ে গেল,
মন গিয়াছে ম'রে যখন পেলাম মনোহরে॥
আঘাত দিয়ে দিয়ে যে-দিন করলে পাষাণ মোরে,
সেদিন নিয়ে বসালে হায়! তোমার ঠাকুর ঘরে।
তোমার শুভ দৃষ্টি লাগি'
বহু সে-যুগ ছিলাম জাগি',
আজি কি বেলা-শেষে তুমি এলে স্বয়ম্বরে॥

১৫৫৪.

পাঠাও বেহেশ্‌ত হ'তে হজরত্ পুন সাম্যের বাণী,
(আর) দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি ॥
বলিয়া পাঠাও, হে হজরত
যাহারা তোমার প্রিয় উম্মত,
সকল মানুষে বাসে তা'রা ভালো খোদার সৃষ্টি জানি' —
সবারে খোদারই সৃষ্টি জানি ॥
আধেক পৃথিবী আনিল ঈমান (তোমার) যে উদারতা-গুণে,
শিখিনি আমরা সে-উদারতা, (কোরানে হাদিসে) কেবলি গেলাম শুনে'।
তোমার আদেশ অমান্য ক'রে
লাঞ্ছিত মোরা ত্রিভুবন ভ'রে
আতুর মানুষে হেলা ক'রে বলি, 'আমার খোদারে মানি' ॥

১৫৫৫.

পাপে তাপে মগ্ন আমি জানি জানি তবু।
পাপের চেয়ে তোমার ক্ষমা অনেক অধিক প্রভু ॥
শিশু যেমন সারা বেলায় ধূলা মাখে
খেলার শেষে সন্ধ্যাবেলায় মাকে ডাকে,
(ওগো) ধূলায় মলিন সে ছেলেরে মা কি ত্যজে কভু ॥
তোমার ক্ষমা যে দেখেছে হে মোর প্রেমময়,
অশেষ পাপে পাপী হলেও করে না সে ভয়।
মুছবে তুমি তুমিই যদি মাখাও ধূলি
কাঁদাও যদি তুমি নেবে কোলে তুলি,
আমি তাই করি যা করাও তুমি হে লীলাময় প্রভু ॥

১৫৫৬. রাগ : সিংহেন্দ্র মধ্যম (দক্ষিণী রাগ)

পরদেশী মেঘ যাও রে ফিরে।
বলিও আমার পরদেশী রে ॥
সে দেশে যবে বাদল ঝরে
কাঁদে নাকি প্রাণ একেলা ঘরে,
বিরহ-ব্যথা নাহি কি সেথা বাজে না বাঁশি নদীর তীরে ॥
বাদল-রাতে ডাকিলে 'পিয়া পিয়া পাপিয়া',
বেদনায় ভ'রে ওঠে নাকি রে কাহারো হিয়া।
ফোটে যবে ফুল, ওঠে যবে চাঁদ
জাগে না সেথা কি প্রাণে কোন সাধ,
দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা সে দেশে বুঝি কুলবতী রে ॥

১৫৫৭. রাগ : রূপমঞ্জরি (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

পায়েলা বোলে রিনিঝিনি।
নাচে রূপ-মঞ্জরি শ্রীরাধার সঙ্গিনী।
ভাব-বিলাসে
চাঁদের পাশে,
ছড়ায়ে তারার ফুল নাচে যেন নিশীথিনী ॥

নাচে উড়ায়ে নীলাম্বরী অঞ্চল,
মৃদু মৃদু হাসে আনন্দ রাসে শ্যামল চঞ্চল।
কভু মৃদুমন্দ
কভু ঝরে দ্রুত তালে সুমধুর ছন্দ,
বিরহের বেদনা মিলন-আনন্দ —
ফোটায় তনুর ভঙ্গিমাতে ছন্দ-বিলাসিনী॥

১৫৫৮. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : কাহারবা

বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধ্‌ব গো
পাষাণ-বুকে নিঝর হয়ে কাঁদব গো॥
কূলের কাঁটায় স্বর্ণলতার দুল্‌ব হার,
ফণির ডেরায় কেয়ার কানন ফাঁদ্‌ব গো॥
ব্যাধের হাতে শুন্‌ব সাধের বংশী-সুর,
আস্‌লে মরণ চরণ ধ'রে সাধব গো॥

১৫৫৯.

ফিরদৌসের শিরনি এলো ঈদের চাঁদের তশতরীতে।
লুট ক'রে নে বনি আদম ফেরেশ্‌তা আর হুরপরীতে॥
চোখের পানি হারাম আজি
চলুক খুশির আতস বাজি,
(তার) মউজ লাগুক দূর সেতারা জোহরা আর মোশ্‌তরীতে॥
দুশমনে আজ দোস্ত মেনে নে তারে তুই বক্ষে টেনে
হস্‌নে নারাজ দরাজ হাতে দৌলত তোর বিলিয়ে দিতে॥

১৫৬০. নাটক : 'মহুয়া'

ফণির ফণায় জ্বলে মণি কে নিবি তাহারে আয়।
মণি নিতে ডরে না কে ফণির বিষ জ্বালায়॥
করেছে মেঘ উজালা বজ্র মানিক মালা,
সে-মালা নেবে কি কালা মরিয়া অশনি যায়॥

১৫৬১.

ফিরিয়া যদি সে আসে আমার খোঁজে ঝরা গোলাবে।
আনিয়া সমাধি পাশে আমার বিদায় বাণী শোনাবে॥
বলিও তারে এখানে এসে
ডাকে যেন মোর নাম ধ'রে সে,
রবাব যবে কাঁদিবে রমল সুরের কোমল রেখাবে॥
তৃষিত মরুর ধূসর গগন
যেমন হেরে মেঘের স্বপন,
তেমনি দারুন তিয়াসা লয়ে কাটিল আমার বিফল জীবন —
একটি ফোঁটা আঁখি-জল ঝরে যেন তার হাতের শরাবে॥

১৫৬২. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

ফিরে ফিরে আসে যায় কে নিতি।
তার অধরে হাসি আর নয়নে প্রীতি॥
দোদুল্‌ তাহার কায়া ঘনায় চোখে মায়া,
জেগে ওঠে দেখে তা'য় পুরানো স্মৃতি॥

তাহার চরণ-পাতে তাহার সাথে সাথে,
আসে আঁধার রাতে শুক্লা চাঁদের তিথি ॥
গেলে মন দিতে চাহে না সে নিতে,
ধরিতে গেলে চোখে সে কী তার ভীতি ॥
ডাকি প্রিয় ব'লে তবু যায় সে চ'লে,
পায়ে পায়ে দ'লে হৃদয় ফুল-বীথি ॥

১৫৬৩. নাটক : 'আলেয়া', রাগ : জৌনপুরী, তাল : দাদ্‌রা

ফুল-কিশোরী! জাগো জাগো, নিশি হ'ল ভোর।
দুয়ারে দখিন-হাওয়া — খোলো খোলো পল্লব-দোর ॥
জাগাইয়া ধীরে ধীরে
যৌবন তনু-তীরে,
চ'লে যাবে উদাসী কিশোর ॥
চিনি গো দেবতা চিনি
ও নূপুর-রিনিঝিনি,[১]
ভেঙো না ভেঙো না ঘুম-ঘোর,
মধু মাসে আসে সে যে ফুলবাস-চোর।
প্রভাতে ফুটায়ে আঁখি নিশীথে বহাবে আঁখি-লোর ॥

১ 'চিনি ও-নূপুরে চিনি পায়ে দ'লে মন ছিনি'

১৫৬৪.

ফুল চাই — চাই ফুল — টগর চম্পা চামেলি
ফিরি ফুলওয়ালী নিয়ে ফুল ডালি —
মল্লিকা মালতী যূঁই বেলি ॥
যার প্রাণে বিরহ জ্বালা
লহ এ অশোক মাধবী মালা,
এ হাস্নুহানা নেবে যে বালা —
কাটিবে জীবন তার হাসি খেলি ॥
মোর এই বকুল মালা পরে যে আদর ক'রে
বঁধু তার ব্যাকুল হয়ে ফিরিয়া আসে ঘরে।
আমার এই পলাশ জবা রঙন ও কৃষ্ণচূড়া
বিনোদ বেণীতে খোঁপায় পরে নববধূরা,
শুনি মোর ফুলের বাণী সন্ধ্যারানী পরে গোধূলি রাঙা চেলি ॥

১৫৬৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

ফুল-ফাগুনের এলো মরশুম বনে বনে লাগল দোল্।
কুসুম-সৌখিন দখিন হাওয়ার চিত্ত গীত-উতরোল ॥
অতনুর ঐ বিষ-মাখা শর নয় ও-দোয়েল শ্যামার শিস্,
ফোটা ফুলে উঠ্‌ল ভ'রে কিশোরী বনের নিচোল ॥
গুল্‌বাহারের উত্তরী কার জড়াল তরু-লতায়,
মুহু মুহু ডাকে কুহু তন্দ্রা-অলস, দ্বার খোল।
রাঙা ফুলের ফুল্ল-আনন দোলে কানন-সুন্দরী,
বসন্ত তার এসেছে আজ বরষ পরে পথ-বিভোল্ ॥

১৫৬৬. মিশ্র সুর, তাল : কাহার্‌বা

ফুলবনে যদি বসন্ত এলো
মনবনে নাহি এলো,
কেন মনবনে নাহি এলো ॥
বিবশা এ হিয়া উঠিছে রাঙিয়া
মধুর পরশন মাগিয়া,
ফুরাবে সবই কি, বিফল-চাওয়া চাহিয়া ॥
তৃষিত এ প্রাণ চাহে যাহারে
গগন-পারে খোঁজে তাহারে,
অ-ধরা কি রবে পিয়া রে ॥

১৫৬৭. তাল : দাদ্‌রা

ফিরে গেছে সই এসে (নন্দকুমার)
অভিমানে ডাকিনি হেসে (নন্দকুমার) ॥
হানিয়া অবহেলা
একি হ'ল জ্বালা,
ডাকি আমি তাহারেই নয়ন-জলে ভেসে (নন্দকুমার) ॥

১৫৬৮. রাগ : নটমল্লার, তাল : ত্রিতাল

ফিরে নাহি এলে প্রিয় ফিরে এলো বরষা।
মুঞ্জরিল বনে বিরহিণী লতিকা—
আমারি আশালতা হ'লো না গো সরসা ॥

১৫৬৯. রাগ : পিলু-বারোয়াঁ

ফুলমালিনী! এনেছ কি মালা।
এনেছ কি মালা ভরি, তনু-ডালা ॥
এনেছ পসারিণী নয়ন-পাতে
প্রেমসুধা-রস মালারই সাথে,
অধরের অনুরাগ রাঙা-পেয়ালা ॥
এনেছ প্রীতির মালতী বকুল,
রসে টলমল রূপের মুকুল।
গাঁথ পরাণ মম তব ফুলহারে
মালার বিনিময়ে লহ আমারে,
বৃথা না যায় শুভ লগ্ন নিরালা ॥

১৫৭০. নাটক : 'সাবিত্রী'

ফুলে ফুলে বন ফুলেলা।
ফুলের দোলা ফুলের মেলা
ফুল-তরঙ্গে ফুলের ভেলা ॥
ফুলের ভাষা ভ্রমর গুঞ্জে
দোলন চাঁপার ঝুলন কুঞ্জে,
মুহু মুহু কুহরে কুহু
সহিতে না পারি ফুল-ঝামেলা ॥

১৫৭১.

ফুলের বনে ফুলের সনে
ফুলেল হাওয়া নাচে দুলিয়া দুলিয়া।
টগর হেনা চামেলি মালতি বেলি
ফুটিল দল মেলি' শরম ভুলিয়া॥
মউ বিলাসী প্রজাপতি
নেচে ফেরে অথির মতি,
নাচে হরিণ চপল গতি —
চটুল আঁখি তুলিয়া॥

১৫৭২.

ফুলের বনে আজ বুঝি সই
রূপসায়রের ঢেউ লেগেছে।
ঘুমিয়ে পড়া শ্যাম-ভ্রমরা
গুন্‌গুনিয়ে গান ধ'রেছে॥
কুড়িয়ে পাওয়া কুসুম দলে
ডুবিয়ে নিয়ে শিশির-জলে,
পরতে ধরা আপন গলে মালা গেঁথেছে॥
প্রেম-পিয়াসীর বুকের কাঁদন
জাগিয়ে দিল মলয় পবন,
পরাণ-বঁধুর কাজল নয়ন মনে জেগেছে॥

১৫৭৩.

ফিরি ক'রে ফিরি আমি আল্লাহ্ নবীর নাম।
দেশ-বিদেশে পথে ঘাটে হাঁকি সুবহ্-শাম॥
কল্‌মা শাহাদাতের বাণী
যে বারেক বলে একটুখানি,
সে চাওয়ার অধিক দেয় আমারে মোর সওদার দাম॥
দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারীর দামী জিনিস চায়,
অমূল্য এই আল্লারই নাম কেউ চাহে না হায়।*
আল্লাহ্ নামের ফেরিওয়ালায়
ডাকে ওরা শেষের বেলায়।
ঐ নাম দিয়ে সে আখেরে পায় বেহেশ্‌তী আরাম॥

*দাম দিয়ে সব দুনিয়াদারীর মিটায় দেনা, / অমূল্য এই আল্লাহর নাম কেউ চাহে না?

১৫৭৪. রাগ : পিলু মিশ্র, তাল : কাহারবা

ফিরি পথে পথে মজনুঁ দীওয়ানা হয়ে।
বুকে মোর এ্যায় খোদা তোমারি এশ্‌ক ল'য়ে॥
তোমার নামের তস্‌বিহ্ ল'য়ে ফিরি গলে
দুনিয়াদার বোঝে না মোরে পাগল বলে,
ওরা চাহে ধনজন, আমি চাহি প্রেমময়ে॥
আছ সকল ঠাঁয়ে শু'নে বলে সবে
এমনি চোখে তোমার দিদার কবে হবে
আমি মনসুর নহি যে পাগল হব 'আনাল্ হক' ক'য়ে॥

তোমার হবিবের আমি উম্মত্ এ্যায় খোদা
তাই ত দেখিতে তোমায় সাধ জাগে সদা,
আমি মুসা নহি যে বেহোঁশ্ হয়ে পড়ব ভয়ে ॥
তোমারি করুণায় যাবই তোমায় জেনে
বসাব মোর হৃদে তোমার আর্শ এনে,
আমি চাই না বেহেশ্‌ত, র'ব বেহেশতের মালিক ল'য়ে ॥

১৫৭৫.

পুরুষ : বন-দেবী এসো গহন-বন-ছায়ে।
স্ত্রী : এসো বসন্তের রাজা নূপুর-মুখর পায়ে ॥
পুরুষ : তুমি কুসুম-ফাঁদ
স্ত্রী : তুমি মাধবী চাঁদ,
উভয়ে : আমরা আবেশ ফাগুনের ভাসিয়া চলি স্বপন-নায়ে।
পুরুষ : কল্প-লোকের তুমি রূপবাণী লো প্রিয়া,
আপাঙ্গে ফোটাও যুঁই চম্পা টগর মোতিয়া।
স্ত্রী : নিষ্ঠুর পরশ তব (হায়) যাচিয়া জাগে বনভূমি
ফুলদল পড়ে ঝরি' তব চারু পদ চুমি',
উভয়ে : সুন্দরের পথ সাজাই ঝরা-কুসুম-দল বিছায়ে ॥

১৫৭৬.

বন-দেবী জাগো সহকার-করে বাঁধে বল্লরী-কঙ্কণ।
আকাশে জাগাও তব নব কিশলয়-কেতন-কম্পন ॥
অশান্ত দক্ষিণা সমীরণ
গেয়ে যাক বসন্ত আবাহন,
বনে বনে হোক ফুল-আল্‌পনা-অঙ্কন ॥
মধুপ গুঞ্জরে ঝিল্লীর মণি-মঞ্জিরে তোলো ঝংকার,
মুহু মুহু কুহু রবে আনো আনন্দিত ছন্দ ধরণীতে অলকানন্দার।
ঝরা পল্লব মর্‌মরে
মৃদু ঝরনার ঝর্‌ঝরে
মুখরিত হোক তব বন-ভূমি-অঙ্গন ॥

১৫৭৭. রাগ : বন-কুন্তলা (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

বন-কুন্তল এলায়ে বন-শবরী ঝুরে সকরুণ সুরে।
বিষাদিত ছায়া তার চৈতালি সন্ধ্যার চাঁদের মুকুরে ॥
চপলতা বিসরি' যেন বন-যৌবন
বিরহ-ক্ষীণ আজি উদাস উন্মন,
তোলে না ঝঙ্কার আর ঝরা পাতার মর্মর নূপুরে ॥
যে কুহু কুহরিত মধুর পঞ্চমে বিভোর ভাবে,
ভগ্ন কণ্ঠে তার থেমে যায় সুর করুণ রেখাবে ॥
কোন্ বন-শিকারির অকরুণ তীর
আলো হ'রে নিল ওই উজল আঁখির —
ফেলে যাওয়া বাঁশি তা'র অঞ্চলে লুকায়ে —
গিরি-দরি-প্রান্তরে খোঁজে সে নিঠুরে ॥

১৫৭৮. তাল : মধুমতী (৮ মাত্রা)

বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী!
ঢল ঢল নয়নে রস-ঘন মিনতি ॥
রুমুঝুমু ঘুমুরে ঘুমুঘুমু বিবশা
নিথর বসুমতী, নিশিমদ-অলসা,
মুরছিত চরণে শত মদন রতি ॥
রস-ছলছল গো তব মধু কলসে
ঝরঝর ঝরনা অনুখন বরষে,
অরুণিত নয়না মধুর রসবতী ॥[১]

১ ধ্বধ্বম মধ্বম মধুর রসবতী।

১৫৭৯. চন্দ্রকৌশ, তাল : ত্রিতাল

বনপথে কে যায়।
মনে হয় যেন তারে চিনি আমি হায় ॥
ছন্দে জাগায়ে সে-নিশীথ নিঝুম
বাজে নূপুর তার রুমা ঝুমা ঝুম,
জাগে নিশীথিনী এলোচুলে পাষাণ বুকে নির্ঝর জাগায় ॥

১৫৮০. রাগ : কাফি

বনে চলে বনমালী বনমালা দুলায়ে।
তমালে কাজল মেঘে শ্যাম-তুলি বুলায়ে ॥
ললিত মধুর ঠামে
কভু চলে কভু থামে,
চাঁচর চিকুরে বামে —
শিখি-পাখা ঢুলায়ে ॥
ডাকিছে রাখাল-দলে
'আয় রে কানাই' ব'লে,
ডাকে রাধা তরুতলে —
ঝুলনিয়া ঝুলায়ে ॥
যমুনার তীর ধরি'
চলিছে কিশোর হরি,
বাজে বাঁশের বাঁশরি[১] —
ব্রজনারী ভুলায়ে ॥

১ বাজিছে বাঁশের বাঁশি

১৫৮১. রাগ : খাম্বাজ

বরণ করেছি তারে সই বারণ ক'রো না
মরম সঁপেছি তারে নিতে মরণ যাতনা ॥
গোপনে সঁপেছি মন
গোপনে করি যতন,
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, মিলিতে বাসনা ॥

১৫৮২. রাগ : রক্তহংস সারং, তাল : আদ্ধা

বল রাঙা হংসদূতি তা'র বারতা।
দাও তার বিরহ-লিপি, বল সে কোথা ॥

কেমনে কাটে তা'র অলস বেলা
আজো কি গাঙের ধারে কাঁদে একেলা,
দু'জনের আশা-তরী ডুবিল যথা ॥
দীপ জ্বালেনি কি কেউ তাহার ঘরে,
ভাঙা ঘর বেঁধেছে কি নূতন ক'রে।
দেখা হ'লে তা'রে কহিও নিরালায়
আমি মরিয়াছি — মোর প্রেম মরেনি, হায়!
(মোর) অন্তরে সে আজো অন্তর-দেবতা ॥

১৫৮৩. রাগ : আনন্দী

বলেছিলে ভুলিবে না মোরে।
ভুলে গেলে হায়, কেমন ক'রে ॥
নিশীথের স্বপনে কে যেন কহে
ধরণীর প্রেম সে কি স্মরণে রহে,
ফুলের মতন ফুটে যায় রে ঝ'রে ॥
বোঝে না বিরহী মন অসহায়,
যত নাহি পায় তত জড়াইতে চায়।
যত দূরে যাও তত, তব গাওয়া গান
কেন স্মৃতিপথে এসে কাঁদায় এ প্রাণ,
আঁখিতে দেখি না দেখি আঁখির লোরে ॥

১৫৮৪. রাগ : টৌড়ি, তাল : তেওড়া

আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো।
আমি অপ্সরা-মায়া ধ্যানভঙ্গের
যোগী মহেন্দ্রের চিত্তে গো।
আমি পঞ্চশর-তূণে রক্তমাখা শর,
অমৃত-পাত্রে গো স্মর-গরল খর
আমি উর্বশীর খল-চরণ-নূপুর
উদাসিনী দেব-চিত্তে গো ॥

১৫৮৫. রাগ : বসন্ত মুখারী, তাল : ত্রিতাল

বসন্ত মুখর আজি।
দক্ষিণ সমীরণে মর্মর গুঞ্জনে
বনে বনে বিহ্বল বাণী ওঠে বাজি' ॥
অকারণ ভাষা তার ঝর ঝর ঝরে
মুহু মুহু কুহু কুহু পিয়া পিয়া স্বরে,
পলাশ বকুলে অশোক শিমুলে —
সাজানো তাহার কল-কথার সাজি ॥
দোয়েল মধুপ বন-কপোত কূজনে,
ঘুম ভেঙে দেয় ভোরে বাসর শয়নে।
মৌনী আকাশ সেই বাণী-বিলাসে
অস্ত চাঁদের মুখে মৃদু মৃদু হাসে,

বিরহ-শীর্ণা গিরি-ঝর্নার তীরে —
পাহাড়ি বেণু হাতে ফেরে সুর ভাঁজি'॥

১৫৮৬. রাগ : ছায়ানট, তাল : ত্রিতাল

বিরহী বেণুকা যেন বাজে সখি ছায়ানটে।
উথলি' উঠিল বারি শীর্ণা যমুনাতটে॥
নীরব কুঞ্জে কুহু
গেয়ে ওঠে মুহু মুহু,
আঁধার মধু বনে বকুল চম্পা ফোটে॥
সহসা সরস হল বিরস বৃন্দাবন,
চন্দ্রা যামিনী হাসে খুলি মেঘ-গুণ্ঠন।
সে এলো, তারে নিরখি'
পরাণ কি রবে সখি,
আবেশে অঙ্গ মম থরথর কেঁপে ওঠে॥

১৫৮৭. রাগ : বিষ্ণু-ভৈরব

বিষ্ণুসহ ভৈরব
অপরূপ মধুর মিলন শম্ভু মাধব।
দক্ষিণে শঙ্কর শ্রীহরি বামে,
মিলিয়াছে যেন রে কানু বলরামে
দেখি এক সাথে যেন দেখি রে
স্বয়ম্ভু কেশব॥
বিমল চেতনা আনন্দ মদন
শিব-নারায়ণের যুগল মিলন,
এক সাথে ব্রজধাম শিবলোকে
অরূপ স্বরূপ নেহারি চোখে —
শোন্ রে একসাথে বেণুকার প্রণব॥

১৫৮৮. রাগ : বৃন্দাবনী-সারং, তাল : ত্রিতাল

বৃন্দাবনী কুঙ্কুম আবির রাগে যেন মোর অন্তর বাহির রাঙে॥
রস-যমুনা যেন বহে
কভু মধুর মিলনে কভু বিধুর বিরহে,
রস-তৃষাতুরা ব্রজ-নাগরী যেন গাগরীতে সেই রস মাগে॥
যেন মোর কুঞ্জ-দুয়ারে,
ভাব-বিলাসিনী শ্রীমতী আসে অভিসারে।
যেন মোর নিবিড় ধ্যানে
মুরলী-ধ্বনি শুনি কানে,
বিরহের বরষায় আশা-নীপ-শাখায় যেন ঝুলনের দোলা লাগে॥

১৫৮৯. রাগ : বৃন্দাবনী-সারং, তাল : কাওয়ালি

বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরি বাজে
গোপিনী উন্মনা, মন নাহি কাজে॥
কুলবধূ-ঘটে-ঘটে সে-বাঁশি স্বনে

উছলি' উছলি' উঠে নীর ক্ষণে ক্ষণে,
নয়ন-সলিল ঝরে গাগরি-মাঝে॥

১৫৯০. রাগ : বেণুকা (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

বেণুকা ও-কে বাজায় মহুয়া বনে।
কেন ঝড় তোলে তার সুর আমার মনে॥
বলে আয় সে দুরন্তে সখি
আমারে কাঁদাবে সারা জনম ও-কি,
সে কি ভুলিতে তারে দেবে না জীবনে॥
সখি, ভাল ছিল তার তীর-ধনুক নিঠুর,
বাজে আরো সকরুণ তা'র বেণুকার সুর।
সখি, কেন সে বন-বিলাসী
আমারই ঘরের পাশে বাজায় বাঁশি,
আছে আরো কত দেশ, কত নারী ভুবনে॥

১৫৯১.

বন-মল্লিকা ফুটিবে যখন গিরি-ঝর্নার তীরে।
সেই চৈতালী গোধূলি-লগনে এসো তুমি ধীরে ধীরে —
গিরি-ঝর্নার তীরে॥
বনের কিশোর এসো সেথা হেসে হেসে
সাজায়ো আমায় বন-লক্ষীর বেশে,
ধোওয়াব তোমার চরণ-কমল বিরহ-অশ্রু নীরে॥
ঘনালে গহন সন্ধ্যার মায়া আসিও সোনার রথে,
অতি সুকোমল শিরীষ, কুসুম বিছায়ে রাখিব পথে।
মালতী-কুঞ্জে ডাকিবে পাপিয়া পাখি
তুমি এসে বেঁধো আলোক-লতার রাখি,
ভ্রমরের সম পিপাসিত মোর আঁখি কাঁদিবে তোমারে ঘিরে॥

১৫৯২. রাগ : পিলু, তাল : খেম্‌টা

বন-হরিণীরে তব বাঁকা আঁখির।
ওগো শিকারী, মেরো না তীর॥
ভীরু-হরিণী বনের ছায়ায়,
(চপলা) খেলে বেড়ায় সে অধীর।
তার সুখ-হাসি-সাধ ল'য়ে হে নিষাদ
দিও না নয়নে নীর॥
আজো বোঝে না সে বাঁকা-চোখের ভাষা,
পিয়ার লাগি' জাগেনি পিয়াসা।
সরল চোখে তার প্রেমের লালী
(নয়নে) ফোটেনি আবেশ মদির।
তার আয়নার প্রায় স্বচ্ছ হিয়ায়
আঁকিও না হায়, দাগ গভীর॥

১৫৯৩. রাগ : ভৈরবী, তাল : সেতার-খানি

বনে বনে জাগে কি আকুল হরষণ।
ফুল-দেবতা এলো দিতে ফুল-পরশন॥

হরিৎতর আজি পল্লব বন-বাস
মুকুল-জাগানিয়া সমীরণ ফেলে শ্বাস,
বেপথু লতা যাচে মধুপের দরশন ॥
কিশোর-হিয়া-মাঝে যৌবন-দেবতা
গোপনে আনে নব জাগরণ-বারতা,
বধূর সাথে খোঁজে বঁধু বন-নিরজন ॥

১৫৯৪. নাটক : 'লায়লী-মজনু'

বনের হরিণ বনের হরিণ ওরে কপট চোর।
কেমন ক'রে করলি চুরি প্রিয়ার আঁখি মোর ॥
লায়লীরে তুই দেখ্‌লি কখন
কর্‌লি বদল তোদের নয়ন,
ওরে বন হয়েছে স্বর্গ আমার হেরি নয়ন তোর ॥

১৫৯৫. রাগ : মিশ্র গান্ধারী, তাল : ত্রিতাল

বরণ করে নিও না গো নিও হরণ ক'রে।
ভীরু আমায় জয় কর গো তোমার মনের জোরে ॥
পরাণ ব্যাকুল তোমার তরে
চরণ শুধু বারণ করে,
লুকিয়ে থাকি তোমার আশায় রঙিন বসন প'রে ॥
লজ্জা আমার ননদিনী জটিলারই প্রায়,
যখনই যাই, শ্যামের কাছে দাঁড়ায়ে আছে ঠায়।
চাইতে নারি চোখে চোখে
দেখে পাছে কোন লোকে,
নয়নাকে তাই শাসন[১] করি অশ্রুজলে ভ'রে ॥

১ বদন

১৫৯৬. রাগ : পিলু-কাফি মিশ্র

বরষ মাস যায় — সে নাহি আসে, বরষ মাস যায়।
সখি রে সেই চাঁদ ওঠে নভে ফুলবনে ফুল ফোটে বৃথায় ॥
একা সহি' মৌন হৃদয়-ব্যথা,
আমার কাঁদন শুনি' সে মোর যদি ব্যথা পায় ॥
মর্মর ধ্বনি শুনি' পল্লবে চমকিয়া উঠি সখি
ভাবি বুঝি বঁধু মোর আসিল।
সে যায় চলিয়া, চলিয়া সে যায় চিরতরে
ফিরে আর আসে না সে হায় ॥

১৫৯৭.

বরিষণ-শেষে ডাকিয়া যূথীরে কহিলা মালতি-কলি —
'আমি দুলিব পিয়াল-কোলে পিয়া, পিয়া বলি' ॥
চাহিয়া বারেক রবিকরে
তুমি ঝরিবে ধূলির 'পরে,
সৌরভ তব থরে থরে, তবু আসিবে না তব অলি ॥
সিক্ত বাতাসে চাঁদের আবেশে
শ্বেত পুষ্পের স্নিগ্ধ সুবাসে,
প্রেম ও প্রীতির সুরভি-আকাশে — যূথী-দল প'ড়ে ঢলি' ॥

বিদায়-বেলায় যূথিকা কহিল 'নিজেরে বিলাতে আমি
আসিনু ধরায় নামি',
প্রেমের মিলন-বাসরে, আমারে যেয়ো গো দলি'॥

১৫৯৮. নাটক : 'লায়লী-মজনু'

বরের বেশে আসবে জানি আজ মম সুন্দর।
পার হ'য়ে দূর বিরহ-লোক বহু যুগের পর॥
আসে সে ঐ চুপে চুপে
আমার মধুর মরণ রূপে,
আর সে ছেড়ে যাবে না গো আমার-ঘর॥

১৫৯৯. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

বল্ রে তোরা বল্ ওরে ও-আকাশ-ভরা তারা।
আমার নয়ন-তারা কোথায়? কোথায় হ'ল হারা॥
দৃষ্টিতে তার বৃষ্টি হ'ত তোদের অধিক আলো
আঁধার ক'রে আমার ভুবন কোথায় সে লুকালো,
হাত্‌ড়ে ফিরি আকাশ ভুবন, পাইনে তাহার সাড়া॥
খানিক আগে মানিক আমার ছিল রে এই চোখে,
আলোর কুঁড়ি পড়ল ঝ'রে কোন্ সে গহন-লোকে।
বলিস্ তোরা আলোর রাজায়
তাঁহার অসীম আলোকসভায়,
কম হ'ত কি আলো, আমার আঁখির আলো ছাড়া॥

১৬০০. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাওয়ালি

বল্লরী-ভুজ-বন্ধন খোলো।
অভিসার-নিশি অবসান হ'ল॥
পাণ্ডুর চাঁদ হের অস্তাচলে
জাগিয়া শ্রান্ত-তনু পড়েছে ঢ'লে,
মল্লিকা[১] মালা ম্লান বক্ষতলে —
অভিমান-অবনত আঁখি তোলে॥
উতল সমীর আমি নিমেষের[২] ভুল,
কুসুম ঝরাই কভু[৩] ফুটাই মুকুল।
আলোকে শুকায় মোর প্রেমের শিশির
দিনের বিরহ আমি মিলন নিশির,
হে প্রিয়, ভীরু এ স্বপন-বিলাসীর —
অকরুণ প্রণয় ভোলো ভোলো॥

১ মিলনের, ২. ক্ষণিকের, ৩. আমি

১৬০১.

বলেছিলে তুমি ভালোবাস মোরে, মোর হাতখানি ধ'রে।
সেই দুটি কথা ভুলিতে পারি না, নিশিদিন মনে পড়ে॥
সেই কথা যবে মনে জাগে
সারা দেহে শিহরণ লাগে,
মোর হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি অশ্রু হইয়া ঝরে॥
পথ চেয়ে থাকি' মনে মনে ডাকি, তেমনি সন্ধ্যা হল,

সেদিন যে কথা বলেছিলে বঁধু, আবার সে কথা বল।
প্রিয় সেদিনের মত এসে
মোর হাত ধর ভালোবেসে,
হের ছিন্নলতার মত সেই হাত প'ড়ে আছে অনাদরে ॥

১৬০২.

বসন্ত আজ আস্‌ল ধরায় ফুল ফুটেছে বনে বনে।
শীতের হাওয়া পালিয়ে বেড়ায় ফাল্গুনী মোর মন-বনে ॥
ফুলগুলি হায় ঝরেছিল হিমেল হাওয়ার পরশনে,
দখিন হাওয়ার হিল্লোলে আজ প্রিয়তমের স্পর্শ নে'।
উদাসী এই মাতাল বাতাস
জাগায় ধরায়, মাতায় আকাশ,
হাসিতে তার কিসের আভাস মন জানে, মনে মনে ॥

১৬০৩.

বসিয়া বিজনে কে গো বিমনা
নিরালায় বাসনা-তূলিকায় আঁকিছ কোন্ আল্‌পনা ॥
অনামিকায় কভু জড়াও অঞ্চল
(কভু) ভাসাও স্রোতে মালার ফুলদল,
কভু আনমনে চাহ গগন-কোণে যেন কোন্ উদাসী কামনা ॥
পলক নাই চোখে, মুখে নাহি বাণী
ফেলে যাওয়া যেন, কার বাঁশরিখানি।
তাহারি আগমনী অন্তরে শুনি'
উছলি' উঠিবে মৌন সুরধুনী,
বাজিবে মধু-মুরছনা ॥

১৬০৪. নাটক : 'মধুমালা' (ঘুমপরী স্বপনপরীর গান)

বন্ধু বিদায় —
যাই চ'লে যাই — তোমার গলার মালা পরায়ে তোমায় ॥
ফুল ঝ'রে যে পথে হারায়
অশ্রু ঝ'রে যে পথে লুকায়,
যাই যাই — যে আঁধার পথে আশার বাতি নিভে যায়
বন্ধু বিদায় ॥

১৬০৫.

বঁধু মিটিল না সাধ ভালোবাসিয়া তোমায়।
তাই আবার বাসিতে ভাল আসিব ধরায় ॥
আবার বিরহে তব কাঁদিব
আবার প্রণয়-ডোরে বাঁধিব,
শুধু নিমেষেরি তরে আঁখি দুটি ভ'রে —
তোমারে হেরিয়া ঝ'রে যাব অবেলায় ॥
যে গোধূলি-লগ্নে নববধূ হয় নারী,
সেই গোধূলি-লগ্নে বঁধু দিল আমারে গেরুয়া শাড়ি।
বঁধু আমার বিরহ তব গানে
সুর হয়ে কাঁদে প্রাণে প্রাণে,

আমি নিজে নাহি ধরা দিয়ে —
সকলের প্রেম নিয়ে দিনু তব পায় ॥

১৬০৬. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : আদ্ধা কাওয়ালি

বাজিছে বাঁশরি কার অজানা সুরে।
ডাকিছে সে যেন তার সুদূর বঁধুরে ॥
তারা-লোকের সাথীরে যেন সে চাহে ধরাতে,
তারি কাঁদন যেন ঝরা কুসুমে ঝুরে ॥
চাঁদের স্বপন ল'য়ে জাগে সে নিশীথ একা,
নিরালা গাহে গান গায় বিষাদ-মধুরে ॥
তাহারি অভিমান যেন উঠিছে বাতাসে কাঁপি',
তাহারি বেদনা দূর আকাশে ঘুরে ॥

১৬০৭. রাগ : কাফি, তাল : ত্রিতাল

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি
সেই চির-চেনা সুরে।
যে সুরে বিরহী প্রাণ আজও ঝুরে ॥
যে সুরে হৃদয়ে হোরির রং লাগে
ভুলে যাওয়া যৌবন-স্মৃতি মনে জাগে,
আকাশ কাঁদে যে সকরুণ রাগে —
যে সুর ঘুমায়ে আছে প্রিয়ার নূপুরে ॥
যে সুর শুনি আজো পল্লীর প্রান্তে
মল্লিকা-কুঞ্জে শ্রান্ত দিনান্তে,
বিরহ বিধুর দূর হারানো দিনের —
ছায়া ফেলে যে-সুর মনের মুকুরে ॥

১৬০৮. রাগ : পিলু-বারোয়াঁ, তাল : ত্রিতাল

বাদল ঝর ঝর আসিল ভাদর
বহিছে তরলতর পূবালি পবন।
মেঘলা যামিনী, দামিনী চমকায়
কালো মেয়ের ভীরু প্রেমের মতন ॥
আমি ভুলে গেছি, মেঘেরা ভোলেনি
সেই কালো চোখ, সেই বিনুনী-বেণী,
প্রিয়ার দূতী সম, স্মরণে আনে মম
এসেছিল একদিন এমন শুভ-লগন ॥
আর কিছু ছিল কি, ছিলনা ত' স্মরণে,
শুধু জানি দুই জন ছিনু এই ভুবনে।
সহসা মোদের মাঝে ছু'টে এলো পারাপার
কে কোথায় হারাইনু, কূল নাহি পেনু আর,
মনে পড়ে বরষায়, তার সেই অসহায়
বিদায় বেলার আঁখি অশ্রু-সঘন ॥

১৬০৯. রাগ : দেশ, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

বাদল বায়ে মোর নিভিয়া গেছে বাতি।
তোমার ঘরে আজ উৎসবের রাতি ॥

তোমার আছে হাসি, আমার আঁখি-জল
তোমার আছে চাঁদ, আমার মেঘ-দল,
তোমার আছে ঘর, ঝড় আমার সাথী ॥
শূন্য করি' মোর মনের বন-ভূমি,
সেজেছ সেই ফুলে রানীর সাজে তুমি।
নব বাসর-ঘরে
যাও সে-সাজ প'রে,
ঘুমাতে দাও মোরে কাঁটার সেজ পাতি' ॥

১৬১০. রাগ : সারং মিশ্র, তাল : কাওয়ালি

বাদল-মেঘের মাদল-তালে ময়ূর নাচে দু'লে দু'লে।
আকাশে নাচে মেঘের পরী বিজ্‌লি-জরীন্ ফিতা পড়ে খুলে' ॥
কদম্ব-ডালে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে
বনের বেণী কেয়াফুল দুলায়ে,
তাল তমাল বনে কাজল বুলায়ে — বর্ষারানী নাচে এলোচুলে ॥
তরঙ্গ-রঙ্গ নাচে নটিনী
ভরা-যৌবন ভাদর-তটিনী,
পরি' ফুলমালা নাচে বনমালা — সবুজ সুধার লহর তু'লে ॥

১৬১১.

বাসনার সরসীতে ফুটিয়াছে ফুল।
মধু-লোভী মদালস এসো অলিকুল ॥
ভোগের পাত্রে মধু
প্রাণ ভরে পিও বঁধু,
আনন্দে হয় যদি হোক দিক ভুল ॥

১৬১২. গীতি আলেখ্য : 'আকাশবাণী', তাল : দাদরা

বাঁশি তার কোথায় বাজে!
বাজে মোর দহন-জ্বালায়, বাজে মোর ব্যথার মাঝে ॥
বাজে মোর মিলন-তৃষায়, না পাওয়াতে
বাজে তার আসার আশায়, পথ চাওয়াতে,
বাজে মোর রাতের ঘুমে, বাজে মোর দিনের কাজে ॥
বাজে মোর অন্তরে গো বাজে মোর বাহির-দ্বারে,
বাজে মোর ব্রজের[১] পথে, মথুরায়[২] কারাগারে।
সুরে যায় গভীর প্রেমের পরশ লভি'
আঁকি গো কল্পনাতে যাহার ছবি,
সে কখন আঁখির আগে আস্‌বে চির-কিশোর সাজে ॥

১ প্রেমের, ২. বেদনার

১৬১৩.

বাঁশির কিশোর লুকায়ে হেরিছে একেলা।
পিয়াল বনের পথে নিরালা সাঁঝের বেলা ॥
হেলে দুলে চলে কে কাঁখে গাগরি,
কাহার ঝিয়ারি, ও কাহার পিয়ারি ওই নবীনা নাগরি ॥
নূপুর মিনতি করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া

আমারে রাখিও চরণে বাঁধিয়া,
পিয়া পিয়া ব'লে ডেকে ওঠে পাপিয়া।
অঙ্গ জড়ায়ে দোলে আনন্দে ঘাগরি॥
চাঁদের মুখে যেন চন্দন মাখিয়া
কাজল কালো চোখের কলঙ্ক আঁকিয়া —
আকাশ সম ওরে রেখেছে ঢাকিয়া নীলাম্বরী॥

১৬১৪.

বিজলি খেলে আকাশে কেন — কে জানে গো কে জানে।
কোন্ চপলের চকিত চাওয়া চমকে বেড়ায় দূর বিমানে॥
মেঘের ডাকে সিন্ধু-কূলে
অশান্ত স্রোত উঠ্‌লে দুলে,
সজল ভাষায় শ্যামল যেন কইল কথা কানে কানে॥
বারি-ধারায় কাঁদে বুঝি
মোর ঘনশ্যাম মোরে খুঁজি',
আজ বরষার দুখের রাতে বন্ধুরে মোর পেলাম প্রাণে॥

১৬১৫. তাল : দাদ্‌রা

বিজলি চাহিনী কাজল কালো নয়নে।
রহি' রহি' কেন হানিছ ক্ষণে ক্ষণে॥
ভীরু প্রণয় মম
ঝড়ের পাখির সম,
শরণ মাগে তোমার মনো-বনে॥
আমার প্রণয়-প্রদীপ-শিখা তোমারে শ্বাসে থেকে থেকে,
কেঁপে মরে, ওগো প্রিয়, বাঁচাও তারে আঁচল-ঢেকে।
ধ্যান যাহার ওই রাঙা চরণ, বেঁধো না তারে বেণীর ফাঁদে,
কি হবে পিঞ্জরে রাখি', বেঁধেছ যা'য় বাহুর বাঁধে,
কেন হান আঘাত যে হেরে আছে রণে॥

১৬১৬. রাগ : পূরবী, তাল : ত্রিতাল

বিদায়ের বেলা মোর ঘনায়ে আসে।
দিনের চিতা জ্বলে অস্ত আকাশে॥
দিন শেষে শুভদিন এলো বুঝি মম
মরণের রূপে এলে মোর প্রিয়তম,
গোধূলির রঙে তাই দশ দিশি হাসে॥
দিন গুণে নিরাশার পথ-চাওয়া ফুরালো,
শ্রান্ত এ জীবনের জ্বালা আজ জুড়ালো।
ওপার হ'তে কে এলো তরী বাহি'
হেরিলাম সুন্দরে, আর ভয় নাহি,
আঁধারের 'পারে তার চাঁদ-মুখ ভাসে॥

১৬১৭.

পুরুষ বিদেশী অতিথি সিন্ধু পারে পথহারা ফিরি দ্বারে দ্বারে।
স্ত্রী বাইরে হিম ঝরে ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ বন্ধু এসো এপারে॥
পুরুষ তোমারে বুঝি না বুঝি বা আধেক

স্ত্রী : নয়নের ভাষা বঁধু সব দেশে এক,
পুরুষ : তুমি উষা, ল'য়ে তুষার কর খেলা — ভোরবেলা।
স্ত্রী : পুবের তপন সম রাঙাও জীবন মম তোমার কিরণধারে ॥
পুরুষ : তব কণ্ঠে সুর শুনি হায় সকরুণ স্মৃতি জাগায়,
স্ত্রী : বিদেশী চেরী-কুসুমের মালিকা লহ গলায়।
উভয়ে : চল যাই যেথা নাই দেশের বন্ধন
নাহি গো ক্রন্দন,
নিরুদ্দেশের পথে প্রেম অভিসারে ॥

১৬১৮.

বিদেশী তরী এলো কোথা হ'তে
প্রভাত-ঘাটে, আলোর স্রোতে ॥
অসীম বিরহ-রাতের শেষে
কে এলো কিশোর-নাইয়ার বেশে,
বাঁশরি বাজায়ে দুয়ারে এসে —
ডাকে হেসে অকূল-পথে ॥
অঙ্গনে এলো শুভ দিনের আলো,
বুঝি মোর নিরাশার শর্বরী গো পোহালো।
আশাবরী সুরে বেণুকা বাজে
চির-চাওয়া এলো অভিসারে-সাজে,
পূর্বাচলের ঘাটে অরুণ-রথে ॥

১৬১৯. রাগ : পূরিয়া, তাল : ত্রিতাল

চল সখি জল নিতে চল ত্বরিতে।
শ্রান্ত দিনের রবি ডোবে সরিতে ॥
ঘিরিছে আঁধার
তটিনী-কিনার,
গোধূলির ছায়া পড়ে বন-হরিতে ॥
ধেনু ডাকা বেণু বাজে বংশী-বটে,
পাখি ওড়ে, আঁকা যেন আকাশ-পটে।
বধূ ঘাটে যায়,
বঁধু পথে যায়,
চিনি চিনি বাজে চুড়ি গাগরিতে ॥

১৬২০. রাগ : সাহানা, তাল : একতাল

বিরহের নিশি কিছুতে আর চাহে না পোহাতে ওগো প্রিয়।
জাগরণে দেখা দিলে না নাথ স্বপনে আসিয়া দেখা দিও ॥
হেরিব কবে সে-মোহন রূপ
শুকায়েছে মালা, পুড়েছে ধূপ,
নিভে যদি যায় জীবন-দীপ তুমি এসে নাথ জ্বালাইও ॥
তব আশা-পথ চাহি' বৃথাই
দিবস মাস বরষ যায়,
এ জনমে যদি ভুলিলে হায় — পর জনমে না ভুলিও ॥

১৬২১. রাগ : ভৈরবী মিশ্র, তাল : কাহারবা

বুকে তোমায় নাই বা পেলাম রইবে আমার চোখের জলে।
ওগো বঁধু! তোমার আসন গভীর ব্যথায় হিয়ার তলে॥
আসবে যখন তিমির রাতি
রইবে না কেউ জাগার সাথী,
আসবে সে-দিন জ্বালব বাতি — মুছব নয়ন-জল আঁচলে॥
নাইবা হলাম প্রিয় তোমার, বন্ধু হ'তে দোষ কি বঁধু?
মুখের 'মধু'র তৃষ্ণা শেষে আমি দিব বুকের মধু।
আমি ভালোবাসিনি ত', ভালোবাসা পাবার ছলে॥
বাহুর পাশে প্রিয়ায় বেঁধে'
আমার তরে উঠ্‌বে কেঁদে,
সেই তো আমার জয় গো, প্রিয়, অন্তরে রই, রই না গলে॥

১৬২২.

বুনো পাখি, বুনো পাখি চোখে তোর নেই কেন ঘুম।
ঘুমায় তেপান্তর আকাশ সাগর বন নিঝ্‌ঝুম॥
জোছনা-আঁচল জড়াইয়া গায়
শ্রান্ত ধরণী অঘোর ঘুমায়,
ঘুমায় ভ্রমর লতার কোলে মাখিয়া পরাগ-কুম্‌কুম্‌॥
আমিও জাগি তোরই মত পাখি
বিরহ-শয়নে ভবনে একাকী,
হুতাশ পবনে ছড়ায় সুরভি বিফল মালার কুসুম॥

১৬২৩. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : একতাল

বুনো ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে।
নাম-না-জানা গানের পাখি, তোমার গানের সুরে॥
জানাতে হায় এলে কোথা
বনের ছায়ার মনের ব্যথা,
তরুর ছায়া ফেলে এলে মরুর বুকে উড়ে॥
এলে চাঁদের তৃষ্ণা নিয়ে কৃষ্ণা তিথির রাতে,
পাতার বাসা ফেলে এলে সজল নয়ন-পাতে।
ওরে পাখি, তোর সাথে হায়
উড়তে নারি দূর অলকায়,
বন্ধনে যে বাঁধা আমি মলিন মাটির পুরে॥

১৬২৪. রাগ : নৌরোচকা, তাল : ত্রিতাল

বুল্‌বুলি নীরব নার্গিস বনে।
ঝরা বন-গোলাপের বিলাপ শোনে॥
শিরাজের নওরোজে ফাল্গুন মাসে
যেন তার প্রিয়ার সমাধির পাশে,
তরুণ ইরান-কবি কাঁদে নিরজনে॥
উদাসীন আকাশ থির হ'য়ে আছে,
জল-ভরা মেঘ ল'য়ে বুকের কাছে।
সাকির শরাবের পিয়ালার 'পরে

সকরুণ অশ্রুর বেল ফুল ঝরে,
চেয়ে আছে ভাঙা চাঁদ মলিন-আননে ॥

১৬২৫.

বেদনার পারাবার করে হাহাকার
তোমার আমার মাঝে হে প্রিয়তম।
অনন্ত এই বিরহের নাহি পার,
হবে না মিলন আর এ জনম ॥
এই বুঝি হায়, বিধির লিখন
দু'কূলে থাকি' কাঁদিব দু'জন
রাতের চখা-চখীর সম ॥
বাতায়নে জ্বালি' আশা-দীপ
চাহিব তোমার আসার পথে
বিফল মালার মলিন কুসুম
ভাসাব নদীর ভাটীর স্রোতে।
নিশুতি রাতের তারার চোখে,
দলিত ফুলে ঝরা-কোরকে
খুঁজিও আমায় ফিরিয়া যদি
আসি এ-ঘরে প্রিয় মম[১] ॥

১ আস হে কন্ত হে বন্ধু মম

১৬২৬.

বেদনার বেদীতলে পেতেছি আসন, হে দেবতা!
সেথা আর কেহ নাই আমরা দু'জন, কহিব কথা ॥
বাহির ভুবনে তব কত পূজারী
সেথায় মনের কথা কহিতে নারি,
তাই হৃদয় দেউলে রেখে' দিয়েছি আগল —
সেথা তোমার চরণ-তলে জানাব গোপন প্রাণের ব্যথা ॥
পূজা-মন্দির হ'তে এসে চুপে চুপে
হে দেবতা! সাজায়েছি প্রিয় রূপে!
সবার সমুখে তাই মালা দিতে লাজ পাই —
প্রেমের বাসর ঘরে পরাব বরণ-মালা, হব প্রণতা ॥

১৬২৭.

বেলোয়ারি চুড়ি কে নিবি আয় পুর-নারী।
চুড়িওয়ালী আমি এনেছি চুড়ি রকমারি ॥
যৌবন যা'র হল বাসী
বঁধু যার পরবাসী,
এই চুড়ি-কবচ তারি' ॥
কে আছ বিরহিণী
এই রেশমি চুড়ি কিনি,
ভোলো বিরহ ভোলো ভোলো।
মিলনের রাখি কাঁচের এ চুড়ি
কালো মেয়ে হবে তাঁর স্বামীর প্যারী ॥

যাদু জানে এই চুড়ি বশ হয় ননদ-শাশুড়ি,
এ চুড়ি পরলে হাতে রাঙা বর পায় যত আই-বুড়ি।
চাই চুড়ি চাই — আয় বধূ আয়,
আয় কিশোরী, আয় কুমারী।
নে ভোলা মনের এই চুড়ি মনোহারী॥

১৬২৮.

বেলা শেষে গিরি-পথের ছায়ে।
কলস ভরে কুঁড়েয় ফেরে
সার বেঁধে ঐ বনের কালো মেয়ে॥
তাদের পায়ে বাজে মল
চলন-দোলায় নয়ন ভোলায় উছ্‌লে পড়ে জল,
তারা আপন মনে পথের টানে চলে রে গান গেয়ে॥
গাইল যে রে উদাস-করা গান,
বিভোর ক'রে বনের মন-প্রাণ,
সুরে ভুবন হ'ল মগন, আকাশ গেল ছেয়ে॥
তাদের ফুলে বাঁধা কেশ
কাজল-নয়ন, হৃদয়-হরণ বন-দেবীর বেশ,
তাদের কালো রূপের ধারায় নেয়ে পাষাণ রহে চেয়ে॥

১৬২৯.

ব্যথা দিয়ে প্রাণ ব্যথা না পায় —
ওগো, অকরুণ, লহ বিদায়॥
এ পথে যায় না পথিক, ভুল করে রূপ-সন্ধানে,
এ মেঘে নাই বরিষণ, চম্‌কে চিকুর বাজ হানে।
কাঁটা-নিকুঞ্জে মোর আর না মুকুল মুঞ্জরে,
উদাসীর মন বেঁধে না আর নয়নের ফুল-শরে।
ভুলে গেছে পাখি তার সুর-সাধায়॥
আমারে চাও না যদি চাও মালিকার বন্ধনে,
পূজারীর প্রাণ না চাও খালি ধূপ-চন্দনে।
ফিরে যাও যাও মধুকর, আর নিলাজের গুঞ্জনে,
ছলনার জাল বুনো না এই বেদনার-ফুল-বনে।
মিছে চেয়ে থাকা মোর মন কাঁদায়॥

১৬৩০. রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : একতাল

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান॥
মুখেতে কল্‌মা হাতে তলোয়ার
বুকে ইসলামী জোশ্‌ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্‌ আল্লার —
চল্‌ আগে চল বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ বাঁধা যে রে তোক পাক কোরান॥
নহি মোরা জীব ভোগ বিলাসের
শাহাদত ছিল কাম্য মোদের

ভিখারির সাজে খলিফা যাদের —
শাসন করিল আধা জাহান।
তা'রা আজ প'ড়ে ঘুমায় বেহোঁশ, বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান॥
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর —
মাগরিবের আজ শুনি আজান।
জমাত-শামিল হও রে এশাতে এখনো জামাতে আছে স্থান
শুকনো রুটিরে সম্বল ক'রে
যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে,
ফিরেছি জগৎ মন্থন ক'রে —
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহ আকবর রবে পুন কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান॥

১৬৩১. নাটিকা : 'ঈদ' (মাহ্‌তাবের গান)

বিদায় বেলায় সালাম লহ মাহে রমজান রোজা।
(তোমার) ফজিলতে হালকা হ'ল গুনাহের বোঝা॥
ক্ষুধার বদলে বেহেশ্‌তী ঈদের সুধা তুমি দিলে
খোদার সাধনার দুঃখে কি সুখ তুমি শিখাইলে,
(তুমি) ইশারাতে খোদায় পাওয়ার পথ দেখালে সোজা॥
ভোগ-বিলাসী মনকে আনলে পরহেজগারীর পথে
দুনিয়াদারী করেও মানুষ যেতে পারে জান্নাতে,
কিয়ামতে তোমার গুণে ত্রাণ করবেন বদরুদ্দোজা।

১৬৩২.

ভক্তি ভরে পড় রে তোরা কলমা শাহাদাত।
আরশ হতে আনলেন নবী বেহেশ্‌তী দাওয়াত
এই কল্‌মা শাহাদাত॥
পাপে তাপে আছিস্ ডুবে একবার বল ভুলে
কলমা শাহাদাতের বাণী, অমনি উঠবি কূলে,
নিভবে দোজখের আগুন পাবি শাফায়ত॥
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র তাবিজ বেঁধে হাতে
চল রে পথে দেখবি — আছেন নবীজী তোর সাথে,
(তোর) ইহলোকের পরলোকের মিটবে রে হসরত্॥

১৬৩৩. রাগ : কাফি

ভবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রঙ।
রাঙিল, মাতিল ধরা অভিনব ঢং॥
রাঙা বসন্ত হাসে নন্দন-আনন্দে
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস-ছন্দে,
নাচিছে পরাণে আজি তরুণ দুরন্ত বাজায়ে মৃদং॥
কামোদে নটে আমোদে ওঠে গান,
মাতিয়া ওঠে প্রাণ।
উতঙ্গ যমুনা-জল-তরঙ্গ,

অঙ্গে অপাঙ্গে আজি খেলিছে অনঙ্গ,
পরাণে বাজে সারং সুর কাফির সঙ্গ ॥

১৬৩৪.

ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে কেতকী পাতার তরণী কে আসে গো।
বলাকার রং পালক কুড়ায়ে বাহি ছায়া-পথ-সরণী কে আসে গো ॥
দলি শাপলা শালুক শতদল
আসে রাঙায়ে কাহার পদতল,
নীল লাবনি ঝরায়ে ঢলঢল — ভরাইয়া সারা ধরণী কে আসে গো ॥
মৃদু মধুর মধুর হাসিয়া
সমীরণ সম ভাসিয়া,
আসে কার ভালোবাসিয়া — বলো কার মনোহরণী কে আসে গো।

১৬৩৫.

ভালোবাসি কলঙ্কী চাঁদ মেঘের পাশে।
মোর ফুল আরো ভালো লাগে ভ্রমর সে ফুলে যদি আসে ॥
ভালোবাসি নিঝুম রাতি
যদি রহে সুন্দর সাথী,
সেই সুন্দর সাথী প্রিয়তম হয়, যবে চঞ্চল হয়ে ওঠে প্রণয় পিয়াসে ॥

১৬৩৬. রাগ : মিশ্র খাম্বাজ, তাল : কাহার্‌বা

ভাল লাগার স্মৃতি ভোলা নাহি যায়।
তাই বারে বারে আসি ফিরে তব আঙিনায় ॥
আজো ওঠে বাঁকা চাঁদ নীল গগনে
আজো ফোটে রাঙা ফুল মম কাননে,
'পিয়া পিয়া' গাহে পাখি পিয়াল শাখায় ॥
যে আলো বাজালে বেণু রঙীন ঊষায়,
তাহারি পুলকে আজি পরাণ মাতায়।
মরুর কামনা আজো দীপ-শিখা সম
পরাণে লাগে জাগিয়া আছে ওগো প্রিয়তম,
অনুরাগে লাগে দোল, দোল দেহ-যমুনায় ॥

১৬৩৭. রাগ : তিলক-কামোদ, তাল : রূপক

ভালোবাসার ছলে আমায় তোমার নামে গান গাওয়ালে।
চাঁদের মতন সুদূর থেকে সাগরে মোর দোল খাওয়ালে ॥
কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে উড়ে গেল গানের পাখি,
যুগে যুগে আমায় তুমি এমনি ক'রে পথ চাওয়ালে ॥
আঁকি তোমার কতই ছবি, তোমায় কতই নামে ডাকি,
পালিয়ে বেড়াও, তাই ত তোমায় রেখার সুরে ধ'রে রাখি।
মানসী মোর! কোথায় কবে আমার ঘরের বধূ হবে,
লোক হ'তে গো লোকান্তরে সেই আশে তরী বাওয়ালে ॥

১৬৩৮.

ভুল করিলে বনমালী এসে বনে ফুল-ফোটাতে।
বুলবুলি সে ফুলও ফোটায় বন-মাতানোর সাথে সাথে ॥

আঘাত দিলে, দিলে বেদন
রাঙাতে হায় পারলে না মন,
প্রেমের কুঁড়ি ফুটলো না তাই, পড়লো ঝ'রে নিরাশাতে॥
আমায় তুমি দেখলে নাকো, দেখলে আমার রূপের মেলা
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা,
শয়ন-সাথী হ'লে আমার, রইলে নাকো নয়ন-পাতে॥

১৬৩৯. রাগ : শিবানী-ভৈরবী, তাল : ত্রিতাল

ভগবান শিব জাগো জাগো, ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবানী সতী।
শক্তিহীন আজি সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্য তারা হীন-জ্যোতি॥
হে শিব, সতীহারা হ'য়ে নিষ্প্রাণ
ভূ-ভারত হইয়াছে শবের শ্মশান,
কোলে ল'য়ে প্রাণহীন জড়-সন্তান — শিবনাম জপে ধরা অশ্রুমতী॥

১৬৪০. রাগ : ভিখার, তাল : ত্রিতাল

ভিখারির সাজে কে এলে।
তৃতীয় প্রহর নিশি নিঝ্‌ঝুম দশ দিশি —
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে এলে কে এলে॥
সুন্দর হাতে কেন ভিক্ষার ঝুলি
চাঁদের অঙ্গে কেন পথের ধূলি?
আমার কবরীর যূঁই ফুলগুলি —
তব চরণের পানে আছে আঁখি মেলি'।
বনভূমি কাঁদে ঝরা-ফুল-পল্লব ছড়ায়ে,
হে তরুণ সন্ন্যাসী! বসন্ত কাঁদে তব দুই কর জড়ায়ে।
ওগো উদাসীন! কোন্ নিঠুর সাধে
বিভূতি মাখায়ে হায়! চৈতালী চাঁদে।
আমার এমন ফাগুন-নিশীথে ধুতুরা-আসব কেন দিলে ঢেলে॥

১৬৪১. রাগ : বেহাগ-খাম্বাজ

ভোলো অতীত-স্মৃতি ভোলো কালা।
কি হবে কুড়ায়ে এ ছিন্ন মালা॥
মিছে রোধি' পথ
মিনতি করিছ কত,
জাগায়ে পুরানো ক্ষত — দিও না জ্বালা॥

১৬৪২. রাগ : মিশ্র তিলং, তাল : কাহারবা

ভোলো ভোলো ভোলো মান, ভোল আমারে।
আঁধারে যে ফুল ফোটে, ভোলো তাহারে॥
ভুলিতে যদি গো লাগে বুকেতে ব্যথা'
নিঠুর মরম-বাণে না ক'য়ো কথা,
দরদী গো সে-ব্যথারে রাখিবি কাহারে॥

১৬৪৩. তাল : রুচিরা (১৮ মাত্রা)

ভ্রমর-নূপুর পরিহিতা কৃষ্ণ-কুন্তলা।
বলয়-কাঁকন ঝনকিতা ছন্দ-চঞ্চলা॥

মলয়-সমীর ঝিরি ঝিরি অঙ্গে গুঞ্জরে
কদম-কেশর[1] ঝুরুঝুরু চম্পা মুঞ্জরে,
চটুল নয়ন চমকিত জোছনা-অঞ্চলা ॥
বিধুর কোকিল-কুহরিত আম্রকুঞ্জে[2] গো
রূপের পরাগ ঝরে তব পুঞ্জে পুঞ্জে গো,
নিখিল-ভুবন তব রাস-নৃত্য হিন্দোলা ॥

১ আমের মুকুল, ২. কদম কুঞ্জে

১৬৪৪. তাল : মত্ত ময়ূর (২২ মাত্রা)

মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে!
রুমু ঝুম্‌ঝুম্ মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণিবন্ধে ॥
রিমঝিম্ রিমঝিম্ ঝিম্ কেকা-বর্ণ ঘন বরষে
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দনলোকে হরষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতলে বাজে শূন্যে মেঘ-মন্দ্র ॥
পল্লব ঘন-চক্ষে ঝরে অশ্রু-রসধারা
পূব হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথহারা,
বন্দে দামিনী বর্ণা রাধা বৃন্দাবন চন্দে ॥

১৬৪৫. রাগ : খাম্বাজ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

ভুল করে আসিয়াছি অপরাধ যেয়ো ভুলে।
দেবতা চাহে কি ফুল মরে যবে পদমূলে ॥
ভুলে গেছি স্বপন-ঘোরে
তুমি যে ভুলেছ মোরে,
তবু খুঁজি স্মৃতির রেখা ভাঙন-ধরা মনের কূলে ॥
নাহি মনে — ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
বিশ্ব আমার শূন্য ক'রে কবে বঁধু বিদায় নিলে,
হাসি-মুখখানি শুধু মনে ওঠে দুলে দুলে ॥
আমার স্মৃতির চিতা পুড়িয়ে সে-কত বাকি
দেখিয়া চলিয়া যাব যে দেশে নাই তোমার আঁখি,
তুমি থাক হাসির দেশে, আমি হতাশার কূলে ॥

১৬৪৬. রাগ : মাঢ় মিশ্র, তাল : লাউনী

ভুল ক'রে কোন্ ফুল-বিতানে গানের পাখি পথ হারালি।
প্রেম-সমাধির বুকে এ-যে সাজানো ম্লান ফুলের ডালি ॥
বাণ-বেঁধা বুক ল'য়ে কোথায়
উড়ে এলি শান্তি-আশ[illegible],
চোখের জলের নদীর পাশেই রয় নিরাশার চোরা-বালি ॥
জানিস্‌নে তুই ফুলের বনে
কাল-সাপিনী রয় গোপনে,
তৃষ্ণা-কাতর হৃদয়ে তোর বিষের জ্বালা দিলি ঢালি ॥
আলেয়ারই আলোয় ভুলে
এলি এ কোন্ মরণ-কূলে,
হৃদয়ের এ শ্মশান-ভূমে প্রেমের চিতা জ্বলছে খালি ॥

১৬৪৭. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

ভেঙো না ভেঙো না বঁধু তরুণ চামেলি-শাখা।
ফুলের নজ্‌রানা এর আজিও পাতায় ঢাকা॥
কুঞ্জ-দ্বারে থাকি' থাকি'
বৃথা এত ডাকাডাকি,
আজিও এ বনের পাখি ঘুমায় হের গুটিয়ে পাখা॥
অসময়ে হে রসময়
ভাঙিয়ো না লতার হৃদয়,
তনুতে এলে অনুরাগ হেরিবে না ফাঁকা ফাঁকা॥
আসছে-ফাগুন মাসে
আসিও ইহার পাশে,
আজ যে-লতা কয় না কথা, সেদিন তা'য় যাবে না রাখা॥

১৬৪৮. নাটক : 'মধুমালা'

ভোরের তরুণ অরুণে আর পূর্ণিমার চাঁদে।
পাশাপাশি শুয়ে লো দেখ এক শয্যায় কাঁদে।
রাজার কুমার গড়া যেন ভোরের আলো দিয়ে
রাজকন্যার সৃষ্টি যেন পদ্ম পাঁপড়ি নিয়ে,
(আমি) দেখি সুন্দর বিধাতারে এ দুই রূপের ফাঁদে॥

১৬৪৯. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : লাউনী

ভোলো প্রিয় ভোলো ভোলো আমার স্মৃতি।
তোরণ-দ্বারে বাজে করুণ বিদায়-গীতি॥
তুমি ভুল ক'রে এসেছিলে ভুলে ভালবেসেছিলে,
ভুলের খেলা ভুলের মেলা তাই প্রিয় ভেঙে দিলে।
ঝরা ফুলে হের ঝুরে কানন-বীথি॥
তব সুখ-দিনে তব হাসির মাঝে অশ্রু মম
রবির দাহে শিশির সম শুকাইবে প্রিয়তম,
হাসিবে তব নিশীথে নব চাঁদের তিথি॥
ফোটে ফুল যায় ঝ'রে গহন বনে অনাদরে
গোপনে মোর প্রেম-কুসুম তেমনি গেল গো মরে,
আমার তরে কাঁটার ব্যথা কাঁদুক নিতি॥

১৬৫০.

ভোলো ভোলো গো লায়লী মজনুর ভালোবাসা।
সেই তো প্রেমিক প্রেম কয় তারে,
প্রিয়া যদি কয় ভোলো সে-প্রিয়ারে।
আজি হতে তাই ছাড়িলাম আমি তোমারে পাবার আশা
ভোলো মজনুর ভালোবাসা॥

১৬৫১. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : কাহারবা

ভুবন-জয়ী তোরা কি হায়, সেই মুসলমান।
খোদার রাহে আনলো যারা দুনিয়া না-ফরমান।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তক্‌বীর
হুঙ্কারিল, উড়ল যাদের বিজয়-নিশান॥

যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খান-খান ॥
শুকনো রুটি খোরমা খেয়ে যাদের খলিফা,
হেলায় শাসন করিল রে অর্ধেক জাহান ॥
যাদের নবী কম্‌লিওয়ালা শাহানশাহ্ হয়ে,
আজকে তা'রা বিলাস-ভোগের খুলেছে দোকান ॥
সিংহ-শাবক ভুলে আছিস্ শৃগালের দলে,
দুনিয়া আবার পায়ে কি তোর হবে কম্পমান ॥

১৬৫২. রাগ : মিশ্র সুর, তাল : কাহার্‌বা

মওলা আমার সালাম লহ এ সংসারের কাজে।
দ্বীন-দুনিয়ার দুই কাজে মোর থেকো হিয়ার মাঝে ॥
কাজা ক'রে নামাজ রোজা
না বই যেন পাপের বোঝা,
দুনিয়াদারী ভুলে যেন দহি' দুঃখ-লাজে ॥
সঞ্চিত দৌলতের কিছু দান জাকাতে যেন ফের,
দান ক'রে মোর সব না হারাই, শক্তি রেখো দানে।
কোরান হ'তে নীতি নিয়ে
কাজে যেন দেই বিলিয়ে,
যে কাবার পথে হই বিবাগী মোসাফিরের সাজে ॥

১৬৫৩.

মদির অধীর দখিন হাওয়া।
ফিরে গেল, এলো না (মোর) পথ-চাওয়া ॥
ফুরাইয়া যায় পরাণের ফাগুন, আসিল না জীবন-দেবতা,
ঝরা পল্লব-প্রায় সাধ আশা ঝ'রে যায় শুকাল এ তনু-লতা।
শ্রান্ত গানের পাখি ডেকে ডেকে চ'লে যায় চির-বসন্ত যথা ॥
আকাশে আজিও ঝরে জোছনার-ঝর্না,
তুমি আসিবে বলি' এ দেহ চাঁপার কলি আজও আছে বঁধু চন্দন-বর্ণা।
নিরাশার সায়রে আজিও একটি দু'টি কুসুম ফোটে,
কৃষ্ণা-তিথি, তবু আধেক রাতের পরে আজও চাঁদ ওঠে।
এ চাঁদ উঠিবে না, এ ফুল ফুটিবে না আর এ জীবন-তটে ॥
এসো ফিরে, এসে লহ প্রিয়তম
তোমারে নিবেদিত অঞ্জলি মম,
রূপের প্রেমের অঞ্জলি মম — এসো ফিরে, এসে লহ প্রিয়তম ॥

১৬৫৪. নাটক . 'মধুমালা'

মধুর মধুর! আজি সকলি মধুর!
মধুর মালা গলে মধুর বঁধুর ॥
মধুর চাঁদের পাশে মধুর রোহিণী হাসে
মধুর ফুলের মুখে মধু ভরপুর ॥
মধুর মিলন রাতি মধুর জাগার সাথী
মধুরতর হ'ল মধুরতর ওলো
কাছে এসে বিধুর সুদুর ॥

১৬৫৫.

মধুর রসে উঠ্‌ল ভ'রে মোর বিরহের দিনগুলি।
হেলায় খেলায় দিবস ফুরায় অতীত স্মৃতির ফুল তুলি'॥
ক্ষণেকের তরে পেয়েছিনু কাছে
সেই আনন্দে প্রাণ ভ'রে আছে,
আমার মনের চাঁপা গাছে গাহিছে গানের বুলবুলি॥
পাইনে ব'লে নিত্য জাগে পরাণে পাওয়ার আশা,
বাসি হ'ল নাকো মোর ফুলহার আমার এ ভালোবাসা।[১]

১ গানটি মূল পাণ্ডুলিপিতে এ পর্যন্তই আছে।

১৬৫৬. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

মন কার কথা ভেবে এমন উদাস করে।
দেখেছি ভোর বেলা স্বপ্নে কা'রে, জেগে তায় মনে নাহি পড়ে॥
কবে সে ভোর বেলাতে গেছিলাম ফুল কুড়াতে
পথে কার নয়ন-ফণি দংশিল বুকের 'পরে,
আজি কে সেই চাহনির বিষের জ্বালা উঠিল ব্যথায় ভ'রে॥
মনে করিতে তারে শিহরি' উঠি ভয়ে
ভুলিতে গেলে আরো ব্যথা বাজে হৃদয়ে,
এমনি ক'রে কি গো বন-মৃগ মরুতে ছুটে' মরে॥

১৬৫৭.

মনে পড়ে আজও সেই নারিকেল-কুঞ্জ গুবাক্ তরুর ঘন-কেয়ারি
বালুচর, বেত-বন, দেখা হ'ত দুইজন, মন হ'ত উন্মন দোঁহারি॥
গাছ থেকে টুপ্‌টাপ্ ঝরিত কালো জাম
জাম ফেলে চুপচাপ মেঘ পানে চাহিতাম,
গাব নিয়ে কাড়াকাড়ি, ভাব হ'ত, হ'ত আড়ি দু'জনে —
আমি ছিনু ধনিকের ছেলে গো ছিলে ভুঁইমালিদের তুমি ঝিয়ারী॥
ভুঁইমালিদের ঘরে ভুঁইচম্পার কলি ডুমা-পরা উমা সম খেলিতে,
আমার দালান ঘরে দোতালায় কেন গো উতলা মনে ছায়া ফেলিতে।
সহসা হেরিনু তব বধূরূপ, ভাঙা চালা, হাতে তব চালুনি,
পার্শ্বে দামাল ছেলে কাঁদিছে, হেরিয়া পান্তাভাত আলুনি।
ঘোমটা টানিয়া দিলে আমারে হেরিয়া
উদাস চোখে এলো কালো মেঘ ঘেরিয়া,
তা'রে চিনতে কি পেরেছিলে প্রণাম যে করেছিল কল্যাণী রূপ তব নেহারি'॥

১৬৫৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

ওগো সুন্দর আমার।
সুন্দর আমার, এ কি দিলে উপহার॥
আমি দিনু পূজা-ফুল,
বর দিতে দিতে ভুল,
ভাঙিল আমার কূল তব স্রোতধারা॥
গরল দিলে যে এই
অমৃত আমার সেই,
শুকাল নিশি-শেষেই রাতের নীহার॥
তোমারি সুখ-ছোঁওয়ায়

ফুটেছে ফুল শাখায়,
তোমারি উতল বায় ঝরিল আবার ॥

১৬৫৯. রাগ : রামকেলি, তাল : কাহার্‌বা

মম আগমনে বাজে আগমনীর সানাই।
সহসা প্রাতে আমি এসেছি, জানাই ॥
আমি আনি দেশে দশভূজার পূজা
কোজাগরী নিশি জাগি আমি অনুজা।
বুকে শাপ্‌লা-কমল
মালা দোলে টলমল,
আমি পরদেশী বন্ধুরে স্বদেশে আনাই ॥

১৬৬০. রাগ : ময়ূর-সিংহাসন

মম তনুর ময়ূর-সিংহাসনে এসো রূপকুমার[১] ফর্‌হাদ্‌।
(মোর) ঘুম যবে ভাঙিল, প্রিয়, গগনে ঢলিয়া পড়িল চাঁদ ॥
আমি শিঁরি — হেরেমের নন্দিনী গো
ছিনু অহঙ্কারের কারা-বন্দিনী গো,
ভেবেছিনু তুমি শুধু রূপের পাগল —
বুঝি নাই কা'রে বলে প্রেম-উন্মাদ ॥
গিরি-পাষাণে আঁকিলে তুমি যে ছবি মম, দিলে যে মধু,
সেই মধু চেয়ে, সেই শিলা বুকে লয়ে কাঁদি,
ফিরে এসো, ফিরে এসো বঁধু।
ল'য়ে যাও সেই প্রেম-লোকে, বিরহী
কাঁদিছে যথায় 'শিঁরি শিঁরি কহি' —
আজ ভরিয়াছে বিষাদের বিলাপে গোলাপের সাধ ॥

১ বাদশাহ

১৬৬১.

মম বেদনার শেষ হ'ল কি এতদিনে।
বুঝি তাই এলে প্রিয় পথ চিনে ॥
বরষার নবধারা ছন্দে
এলে বন-মুকুলের গন্ধে,
তব চরণ ছোঁয়ায় আজি বাজিল কি সুর মোর মনো-বীণে ॥
কত যুগ ধ'রি চেয়ে আছি পথ আজি কি হ'ল সফল,
তাই সহসা কানন মোর মৌন বিহগ-তানে মুখর চপল।
তৃষিত চাতক-হিয়া সম
কাঁদে হায়! 'এসো প্রিয়তম',
হের শূন্য এ অন্তর-মন্দির মোর তোমা-বিনে ॥

১৬৬২. নাটক : 'কাফন চোরা'

মরণ ডাকে — 'আয় রে চ'লে!' জীবন বলে — 'যাই গো যাই।'
জীবনে তায় পায়নি ব'লে (আমার) মরণে তাই চাই গো চাই ॥
জীবন শুধু কাঁটায় ভরা
তাই বুঝি সে দেয়নি ধরা,

ফুল-বিছানো কবরে তার মধুর পরশ পাই গো পাই।
মরণ-বঁধুর ডাক শুনে আর জীবনে সাধ নাই গো নাই॥

১৬৬৩. নাটক : 'সর্বহারা'

মলয় হাওয়া আসবে কবে ফুল ফোটাতে।
বকুল চাঁপার বেল যূথিকার ঘুম ভাঙাতে॥
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
নাচবে তুমি, এসে সাঁঝ-সকালে,
কোকিল ডাকে, আজকে এসো, চাঁদনী রাতে॥

১৬৬৪

মহান তুমি প্রিয়!
এই কথাটির গৌরবে মোর চিত্ত ভ'রে দিয়ো॥
অনেক আশায় ব'সে আছি যাত্রা শেষের পর,
তোমায় নিয়েই পথের 'পরে বাঁধবো আমার ঘর —
হে চির-সুন্দর!
পথ-শেষে সেই তোমায় যেন করিতে পারি ক্ষমা,
হে মোর কলঙ্কিনী প্রিয়তমা!
সেদিন যেন বলতে পারি, – 'এসো এসো প্রিয়,
বক্ষে এসো, এসো আমার পূত কমনীয়॥'
হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! পথ ভুলেছ ব'লে
চির-সাথী যাবে তোমার মুখ ফিরিয়ে চ'লে?
জান্ ওঠে হায় মোচড় খেয়ে, চলতে পড়ি ট'লে
অনেক জ্বালায় জ্বলে' প্রিয় অনেক ব্যথায় গলে'।
বারে বারে নানান রূপে ছ'ল্‌তে আমায় শেষে,
কলঙ্কিনী! হাতছানি দাও সকল পথে এসে,
কুটিল হাসি হেসে?
ব্যথায় আরো ব্যথা হানাই যে সে!
তুমি কি চাও তোমার মতই কলঙ্কী এই আমি?
এখন তুমি সুদূর হ'তে আসবে ঘরে নামি'।
হে মোর প্রিয়া হে মোর বিপথ-গামী!
পথের আজো অনেক বাকী, তাই যদি হয় প্রিয় —
পথের শেষে তোমায় পাওয়ার যোগ্য করেই নিও॥

১৬৬৫.

মহুয়া ফুলের মদির ঘন সুবাসে,
নয়ন ঝিমিয়ে আসে॥
মাতাল পাপিয়া 'পিয়া পিয়া' ডাকে
দোলন-চাঁপার ঝুলন শাখে,
ঝিরিঝিরি হাওয়ায় মন উদাসে॥
নিদালি ছাওয়া চৈতালী হাওয়া,
স্বপনের ঘোর লাগে আকাশে
মৌমাছির পাখা জড়িয়ে আসে॥

১৬৬৬. নাটক : 'মদিনা'

মদিনা! মদিনা! মদিনা!
তোমায় ছাড়া আর কারেও ভালোবাসি না॥
মদিনা! তব আর একটা নাম কি
কেউ বলে 'হাস্‌নাহেনা' আমি তোমায় মদিনা ব'লে ডাকি।
মদিনা! আমি তোমায় ছাড়া আর কারেও জানি না॥
মদিনা! তুমি রইবে চিরদিন মোর ঘরে এসে
তোমায় আমায় মিলন হবে ভালোবেসে,
মদিনা! আমার ছেলে দু'টির ডাক নাম সানি ও নিনি, ওরা দুটি ভাই
'সানি' ও 'নিনি'রে যেন আপন ছেলের মত ভালোবেসো, এই আমি চাই।
আমি নওজোয়ান, আমি কবি সুন্দর, সুন্দরের পূজারি,
আমায় ভালোবাসে বাঙলার সব নরনারী।
আমার কথার ফুলে মদিনা তোমার গানের ডালা সাজাই।
মদিনা! মদিনা! মদিনা!
তোমায় ছাড়া আর কারেও ভালোবাসি না॥

১৬৬৭. নাটক : 'মদিনা'

মম তনুর ময়ূর সিংহাসনে এসো রূপকুমার কবি নৌজোয়ান।
মোর ঘুম যবে ভাঙিল, প্রিয়তম, উঠিল পূর্ণিমা চাঁদ,
জোছনায় হাসিল আসমান॥
আমি মদিনা হেরেমের নন্দিনী যে
আমি প্রাসাদে বন্দিনী যে,
ভেবেছিনু তুমি শুধু রূপের পাগল —
যদি সমান ভালোবেসে থাকো,
তা হলে আমায় শিখাও এসে তোমার গান॥
তুমি অনেক ছবি এঁকেছ যে মম, মোরে দিলে যে মধু,
সেই মধু চেয়ে, সেই মধু বুকে ল'য়ে বলি
ফিরে এসো ফিরে এসো বঁধু।
আমার ঘরে এসো হে প্রেমিকা বিরহী
কেন গান গেয়ে ফির 'মদিনা মদিনা কহি',
চ'লে গেছে বিষাদের বিলাপ, ভাঙাও এসে মোর অভিমান॥

১৬৬৮. নাটক : 'মদিনা'

মহুয়া বনে আধো নিশীথ রাতে বেণুকা বাজায়ে
ডাকে গো মোরে কোন বিরহী
সে মানা মানে না, সখি সে কি জানে না
আমি ভবনের বধূ বন-বালিকা নহি॥
বন-কেতকী ব'লে তারে চাতকী জানে
তাই কাঁদিয়া মরে চেয়ে মেঘের পানে,
বলে যমুনার জল, ওর ডাক সে যে ছল,
তাই রোদনের স্রোত হয়ে অকূলে বহি॥

১৬৬৯. রাগ : কলাবতী, তাল : প্রিয়া

মহুয়া বনে বন-পাপিয়া
একলা ঝুরে নিশি জাগিয়া॥

ফিরিয়া কবে প্রিয় আসিবে
ধরিয়া বুকে কহিবে প্রিয়া॥
শুনি নীরবে, গগনে বসি'
কহ যে কথা বিরহী শশী,
তব রোদনে বঁধু, এ মনে
যমুনা বহে কূল-প্লাবিয়া॥

১৬৭০. রাগ : তিলক-কামোদ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

মাধবী-লতার আজি মিলন সখি
শ্যাম সহকার তরুর সাথে।
আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদের জলসা
হের গো তাই আজি চৈতালী রাতে॥
ফুলে ফুলে তা'র ফুল্ল তনুলতা
গাহিয়া ওঠে পাখি 'বউ গো কও কথা',
স্বর্ণলতার সাতনরী[1] হার
দুলিছে গলায় রাতুল শোভাতে॥
তা'রি আমন্ত্রণ-লিপি থরে থরে,
শ্যামল পল্লবে কুসুম-আখরে।
তরুলতা দুলে পুলকে নাচি' নাচি'
মিলন-মন্ত্র গাহিছে মৌমাছি,
আল্পনা আঁকে আলো ও ছায়াতে॥

১ শতনরী

১৬৭১. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া আসা
ঝরা পাতায় বাজে
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা॥
আসার কথা জানায়
ঐ যে ফুলের আখর সবুজ পাতায়,
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী
ঐ ঐ তার ভালোবাসা॥
মদির সমীরণে
তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে,
সবুজ বসন ফেলি'
পরল ঐ বন কুসুমী রাঙা চেলি।
তাই বসুন্ধরায় জাগে অরুণ আশা —
ঐ ঐ যে আলোকের পিপাসা॥

১৬৭২. রাগ : সৌরাষ্ট্র ভৈরব, তাল : ত্রিতাল

মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে।
অরুণ-বিভাসিত অম্বর মাঝে॥
কোন্ মহামৌনীর ধ্যান হ'ল ভঙ্গ?
নেচে' ফেরে অশান্ত মায়া-কুরঙ্গ,
তপোবনে রঙ্গে অনঙ্গ বিরাজে॥

নিদ্রিত রুদ্রের ললাট-বহ্নি,
পাশে তা'র নেচে ফেরে বনবালা তন্বী।
বিজড়িত জটাজুটে খেলে শিশু শশী
দেয় মালা-চন্দন ভীরু উর্বশী,
শঙ্কর সাজিল রে নটরাজ-সাজে॥

১৬৭৩. রাগ : শঙ্করা, তাল : ত্রিতাল

মধুর নূপুর রুমুঝুমু বাজে।
কে এলে মনোহর নটবর-সাজে॥
নিশীথের ফুল ঝরে রাঙা পায়ে
মাধবী রাতের চাঁদ এলে কি লুকায়ে,
'পিয়া পিয়া' বলে পাখি ডাকে বন-মাঝে॥

১৬৭৪. রাগ : শুদ্ধ সারং, তাল : একতাল

মন কেন উদাসে (এই) ফাগুন বাতাসে।
যাহারে না পাইনু কভু এ জীবনে
সে কেন গো কাঁদাতে আসে নিতি স্মরণে,
কুসুমের গন্ধে গো তারি সুবাস বাসে॥
কেন এ সমীরে সে আসে ফিরে ফিরে,
নয়ন নদীতীরে কেন জল উছাসে॥

১৬৭৫. তাল : মণিমালা (২০ মাত্রা)

মঞ্জু মধু ছন্দা নিত্যা তব সঙ্গী।
সিন্ধুর তরঙ্গ নৃত্যের কুরঙ্গী॥
গুঞ্জা বেলা পদ্ম পুঞ্জীভূত বক্ষে
অশ্রু-লাজ কুণ্ঠা শঙ্কা-ঘন চক্ষে,
অঙ্গে শ্যামাকান্তা! মন্দাকিনী-ভঙ্গী॥
অঙ্গুলিতে বন্দী অঙ্কুরিত ছন্দ
কণ্ঠে সুর-লক্ষ্মী বৃন্দাবনানন্দ,
গঙ্গা এলে বক্ষে সন্ধ্যারাগে রঙ্গী॥

১৬৭৬. রাগ : বিভাস (মারোয়া ঠাট)

মরালী-গমনশ্রী মদ-অলস চরণে।
কে পূর্ণ-যুবতী গো চল নীর-ভরণে।
বেণী-বিলম্বিতা
উন্মনা অসম্বৃতা,
দেশকার লোভাতে চল মুনি-মন হরণে॥
পূর্বাচল-বিভাসিত গো তব গৌরী অঙ্গে,
ব্রজে তুমি কি বিরাজ কর গোপী-মাধব সঙ্গে।
পঞ্চমে পাপিয়া বোলে
চমকি' থাম তরুতলে,
সরসী-নীরে কমল রাঙে তব অরুণ-বরণে।

১৬৭৭. রাগ : মূলতানী, তাল : ত্রিতাল

মুকুর ল'য়ে কে গো বসি'।
হেরিছে আপন ম্লান-মুখ-শশী॥

সখিরা ডাকে বেলা ব'য়ে যায়
দোপাটির ফুল ঝরে আঙিনায়'
ধূলাতে লুটায় কাঁখের কলসী॥
হেরিয়া তারি অলস ছবি,
ডুবিতে নারে সাঁঝের রবি।
কমল-কলি ল'য়ে আঁচলে
ডাকিছে তারে গাঁয়ের সরসী॥

১৬৭৮. রাগ : আশা-ভৈরবী (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ, আছে শুধু প্রাণ।
অনন্ত আনন্দ হাসি অফুরান॥
নিরাশার বিবর হ'তে
আয় রে বাহির পথে,
দেখ্ নিত্য সেথায় — আলোকের অভিযান॥
ভিতর হ'তে দ্বার বন্ধ ক'রে,
জীবন থাকিতে কে আছিস্ ম'রে।
ঘুমে যারা অচেতন
দেখে রাতে কু-স্বপন,
প্রভাতে ভয়ের নিশি হয় অবসান॥

১৬৭৯. রাগ : পিলু-বারোয়াঁ, তাল : দাদ্‌রা

মালা গাঁথা শেষ না হ'তে তুমি এলে ঘরে
শূন্য হাতে তোমায় বরণ করব কেমন ক'রে॥
লজ্জা পাবার অবসর মোর
দিলে না হে চঞ্চল, চোর
সজ্জা-বিহীন মলিন তনু দেখলে নয়ন ভ'রে॥
বিফল মালার ফুলগুলি হায় কোথায় এখন রাখি,
ক্ষণিক দাঁড়াও, ঐ কুসুমে (তোমার) চরণ দু'টি ঢাকি।
আকুল কেশে পা মুছিয়ে
করব বাতাস আঁচল দিয়ে,
(মোর) নয়ন হবে আরতি-দীপ তোমার পূজার তরে॥

১৬৮০.

মালার ডোরে বেঁধো না গো বাহুর ডোরে বাঁধো।
কাঁদোই যদি, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো॥
তোমার পূজার আসন হতে
নামাও এবার ধূলির পথে,
দেবতা ব'লে সেধো না গো, প্রিয় ব'লে সাধো॥
পূজারিণী, জাগো জাগো — হৃদয় দুয়ার খোলো।
নিবেদনের ফুলে বরণ-মালা গেঁথে তোলো॥
যে বন্ধুরে বক্ষে চাহি প্রাণে তব শান্তি নাহি।
শুনাও তা'রে রানী এবার বানী আধোআধো॥

১৬৮১. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : কাহারবা

মিলন রাতের মালা হব তোমার অলোকে
সজল কাজল-লেখা হব আঁখির পলকে॥

জলকে যাওয়ার কলস হব অলস সন্ধ্যায়,
ছল ক'রে গো অঙ্গে তোমার পড়ব ছলকে॥
তাম্বুল রাগ হব তোমার অরুণ অধরে
দুল্‌ব স্বপন-কমল হ'য়ে ঘুমের সায়রে,
জ্যোতি হব তোমার রূপের বিজ্‌লি-ঝলকে॥
বক্ষে তোমার হার হব গো নূপুর চরণে
গোপন প্রেমের দাগ হব গো হিয়ার ফলকে॥

১৬৮২.

মুখের কথায় নাই জানালে জানিও গানের ভাষায়।
এসেছিলে মোর কাছে হে পথিক, কিসের আশায়॥
তোমার মনের কামনারে
রাখলে আড়ালে অন্ধকারে,
আপনি তুমি করলে হেলা আপন ভালোবাসায়॥
সাধ ছিল যে হাত দিয়ে গো পরিয়ে দেবে হার,
দ্বিধা ভরে সেই হাতে হায় করলে নমস্কার।
নিশুত রাতে ব'লো সুরে
কেন থাক দূরে দূরে,
কেন এমন গোপন কর বুক-ভরা পিপাসায়॥

১৬৮৩.

মেঘের ডমরু ঘন বাজে।
বিজলী চমকায়
আমার বনছায়,
মনের ময়ূর যেন সাজে॥
সঘন শ্রাবণ গগন-তলে
রিমি ঝিমি ঝিম্‌ নবধারা জলে,
চরণ-ধ্বনি বাজায় কে সে —
নয়ন লুটায় তারি লাজে॥
ওড়ে গগন-তলে গানের বলাকা,
শিহরণ জাগে উজ্জ্বল পাখা।
সুদূরের মেঘে অলকার পানে
ভেসে চ'লে যায় শ্রাবণের গানে,
কাহার ঠিকানা খুঁজিয়া বেড়ায় —
হৃদয়ে কার স্মৃতি রাজে॥

১৬৮৪. রাগ : পিলু-কাফি, তাল : দাদ্‌রা

মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব-হাওয়াতে দোলা।
কে দুলিবি এ-দোলায় আয় আয় ওরে কাজ-ভোলা॥
মেঘ-নটীর নূপুর
ঐ বাজে ঝুমুর ঝুমুর,
শীর্ণা-তনু ঝর্না তরঙ্গ-উতরোলা॥
ফুল-পসারিণী ঐ দুলিছে বনানী
বিনিমূলে বিলায় সে সুরভি, ফুল ছানি

আজ ঘরে ঘরে ফুল-দোল্ সব বন্ধ দুয়ার খোলো ॥
জলদ-মৃদঙ্ বাজে
গভীর ঘন আওয়াজে,
বাদল-নিশীথ দুলে ঐ তিমির-কুন্তলা ॥

১৬৮৫. রাগ : খাম্বাজ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

মেরো না আমারে আর নয়ন-বাণে।
কী জ্বালা ব্যাধের বাণে বনের হরিণই জানে ॥
একে এ পরাণ দহে
মদির ও-আঁখির মোহে
চাহনির যাদু মাখা তায়।
জ্বলিছে আলেয়া-শিখা
নয়ন-জলের মরীচিকা
পিয়াসী পথিক ছোটে হায় — তাহারি টানে ॥

১৬৮৬.

মোর গানের কথা যেন আলোকলতা, যেন স্বর্ণলতা।
মূল নাই ফুল নাই আছে শুধু বনের বিহ্বলতা ॥
আকাশ-বনস্পতি জড়ায়ে
ধরণীর বুকে পড়ে গড়ায়ে,
কখন কি আবেশে কার কথা ভাবে সে — কে জানে কেন অযথা ॥
রহে কারো বক্ষে, রহে কারো চক্ষে বিরহের অশ্রুজলে,
কণ্ঠলগ্না কারো রহে সে গীত-কলি মুঞ্জরে অধরতলে।
রাখি হয়ে কারও হাতে বাঁধে সে
কাহারও চরণতলে কাঁদে সে,
সুরে সুরে গুঞ্জিত ও-যেন পুঞ্জিত — অকারণ মৌন ব্যথা ॥

১৬৮৭.

মোর দেহ মন বিভব রতন প্রিয়া তুমি নাও তুমি নাও।
পথের ধূলায় মুক্ত আকাশ-তলে আমারে থাকিতে দাও ॥
সাজাইয়া হীরা মানিকের ফুলদানি
সাধ যায় রাখি' সেথা তোমারে*
সোনার দালান — প্রাণহীন, সে যে ভুল আমি
মাটিতে জন্ম আমি যে মাটির ফুল কেন তা ভুলাতে চাও ॥
মাটির রসে যে প্রেমের কুসুম ফোটে
তারি কাছে এসে মধুকর গেয়ে ওঠে,
মোর কাছে এসো — যদি কোন দিন সে-মাটির মধু পাও ॥

* পঙ্‌ক্তিটি অসম্পূর্ণ

১৬৮৮. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

মোর ধেয়ানে মোর স্বপনে
পরাণ-প্রিয়, দিও হে দেখা।
মোর শয়নে মোর নয়নে
লিখিয়া যেয়ো সলিল-লেখা ॥
পথ চলিতে আসিলে ভুলে'
নিও না তুলে' তব দেউলে,

হবে না পূজা এ বন-ফুলে —
দেবতা মম, ঝরিব একা ॥

১৬৮৯.

মোর ধ্যানের সুন্দর এলে কি ফিরে।
আসে চন্দন-গন্ধ মৃদুল-সমীরে ॥
আবার শূন্য এ হৃদি-মাঝে
কা'র নাম ধ'রে বাঁশি কেন বাজে,
কাঁদে ভ্রমর মাধবী-কুঞ্জ ঘিরে ॥
পাপিয়া কেন 'পিয়া পিয়া' ডাকে
কেন দোলা লাগে তনুর চম্পা-শাখে,
কেন অন্ধ আঁখি ভাসে অশ্রু-নীরে ॥

১৬৯০.

মোর নিশীথের চাঁদ ঘন মেঘে ঢাকিয়াছে।
আর[১] দূরে থাকিও না এসো এসো আরো কাছে ॥
মোর ভবন-কপোতগুলি উড়িয়া গিয়াছে ভয়ে
কাঁপিছে মালতী-লতা মুকুল-বক্ষে ল'য়ে,
মোর আশার প্রদীপ-শিখা হের ঝড়ে নিভিয়াছে ॥
হের ঘোর ঘন ঘটা সব লাজ দিল ঢেকে,
বিজলি তোমারে হেরি' চমকায় থেকে থেকে।
বাহিরে আলেয়া ডাকে ধর হাত ধর মম
আঁধারে দেখাও পথ তুমি ধ্রুবতারা সম,
ঐ শোনো গো ফটিক জল তৃষ্ণার বারি যাচে ॥

১ আঙ

১৬৯১.

মোর বুক-ভরা ছিল আশা প্রাণ ভরা ভালোবাসা।
হায় আসিল সে যবে কাছে মুখে সরিল না ভাষা ॥
আমি পেয়েছিলাম তায় একা
ছিল চোখে তাহার প্রেম-লেখা,
তবু বলিতে পারিনি তারে কাঁদে প্রাণে কি দুরাশা ॥
এসে ভরা নদীর তীরে
পান না করিয়া বারি,
আমি আসিলাম ফিরে —
ছিল তৃষ্ণা-কাতর এ প্রাণে মরুভূমির পিপাসা ॥

১৬৯২.

মোর ভুলিবার সাধনায় কেন সাধ বাদ।
কেন নিরাশা-আঁধারে জ্বালো আশার চাঁদ ॥
যে প্রেম লভিয়াছে সমাধি
কি হবে সেথায় আর কাঁদি',
বাঁচিবে না নয়নের জলে সে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যার সুখ-সাধ ॥
যে তরুর কাটিয়াছ মূল, কেন ফুল সেথা চাও,

নির্জন অরণ্যে বিরহ-তাপে তা'রে শুকাইতে দাও।
শুভ লগ্নের ক্ষণ ভুবনে
একবার আসে শুধু জীবনে,
ব'য়ে গেছে সেই শুভ দৃষ্টির শুভক্ষণ আর পাইব না তব আঁখির প্রসাদ॥

১৬৯৩.

মোর যাবার বেলায় বল বল তুমি চিনিতে পেরেছ মোরে।
গানের সুরের আড়ালে খুঁজিতে যে-প্রেম সুন্দরে॥
যাহার বিরহ যাহার আদর চেয়ে
বীণা-সম তব তনু সুরে সুরে যেত ছেয়ে,
সে তার নামখানি তোমার চরণে লিখে গেল আঁখি লোরে॥
ফিরায়ে দিলাম তোমারে তোমার ঘরে,
আমি চ'লে যাই আমার নীলাম্বরে।
বল বল, মনে আর নাই কোন ভয়
যত কলঙ্ক হল চন্দনময়,
নন্দনবন-পারিজাত-প্রেম পাইয়াছি অন্তরে॥

১৬৯৪.

মোর স্বপ্নে যেন বাজিয়েছিলে করুণ রাগিণী।
হে রূপকুমার! ঘুমিয়েছিলাম, সেদিন জাগিনি॥
যেন আধোঘুমের ঘোরে
দেখেছিলাম চুরি ক'রে,
চাইতে গিয়ে চোখের জলে চাইতে পারিনি॥
তন্দ্রা আমার টুটল তবু শরম ভরে,
(হে) চির-চাওয়া! পারিনি'ক ডাকতে আদরে।
চেয়ে চেয়ে আমার পানে
চ'লে গেলে অভিমানে,
(তোমার) পথের-ধূলি হইনি কেন হতভাগিনী॥

১৬৯৫. রাগ : পাহাড়ি, তাল : দাদ্‌রা

মোর হৃদি-ব্যাথার কেউ সাথী নাহি।
ল'য়ে আহত প্রাণ একা গান গাহি॥
দিবস বরষ মাস
বুকে চাপি' হা-হুতাশ,
চলি মরুপথে মেঘ-ছায়া চাহি'॥
কানন রচি বৃথা কুসুম নাহি ফোটে
বাসি হয় গাঁথা মালা পথের ধূলায় লোটে,
কবে বহিবে নিঝর-ধারা পাষাণ বাহি'॥

১৬৯৬. নাটিকা : 'প্রীতি-উপহার'

উভয় : মোরা ছিলাম একা আজি মিলিনু দুজন।
পাপিয়ার পিয়া বোল্‌ কপোত-কূজন॥
বর : তুমি সবুজের স্রোত এলে ঊষর দেশে
বধূ : তুমি বিধাতার-বর এলে বরের বেশে,
বর : তুমি গৃহে কল্যাণ

বধূ : তুমি প্রভু মম ধ্যান,
উভয় : সুন্দরতর হ'ল সুন্দর ত্রিভুবন॥

১৬৯৭. নাটক : 'আলেয়া'

কিশোরীরা : মোরা ফুটিয়াছি বঁধু হের তোমারি আশায়।
১ম কিশোরী : আমি অনুরাগ-রাঙা, আমি গোলাব-শাখায়॥
২য় কিশোরী : বন-কুন্তলে গরবী, আমি কানন-করবী।
৩য় কিশোরী : আমি সরসী-কমলা, আমি ষোড়শী কমলা
৪র্থ কিশোরী : আমি চম্পক খোঁপায়॥
নিভিল আলেয়া-আলো পথ চলিতে,
প্রজাপতিদ্বয় : তোমরা আসিলে কি গো মন ছলিতে।
কিশোরীরা : মোরা অনির্বাণ-শিখা দীপ্তিমতী,
আমরা কুসুম-রাঙা আমরা জ্যোতি।
প্রজাপতিদ্বয় : আমরা চাহি নাকো প্রেম, চাহি মোহিনী মায়ায়॥

১৬৯৮. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

জাগিলে 'পারুল' কিগো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে।
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে॥
চলিলে সাগর ঘু'রে'
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায় জীবনের ফুল্ল-শাখে॥
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা, টুটে ঐ বন্ধ কারা!
থেকো না স্বর্গে ভু'লে
এ পারের মর্ত্য-কূলে,
ভিড়ায়ো সোনার তরী আবার এই নদীর বাঁকে॥

১৬৯৯.

মোরে মেঘ যবে জল দিল না, তখন তুমি আঁখিজল দিলে।
যারে বন ছায়া দিল না, তাহারে অঞ্চলে জড়াইলে॥
অসীম আকাশ ধরিতে নারিল যারে
তোমার নয়ন কেমনে ধরিল তারে,
বল কেন ভিখারির শূন্য পাত্রে অমৃত ঢালিয়া দিলে॥
বল বল চির-বৈরাগিণী গো, তোমার কি ক্ষতি তায়,
পৃথিবী হইতে মোর নাম যদি চিরতরে মুছে যায়।
চাওনি কিছুই মোর কাছে তুমি কভু
কেন ফিরাইতে চাহ বক্ষে ধরিয়া তবু,
তব গৈরিক-বাসে এ প্রেম-প্রবাহ কেমনে রাখিয়াছিলে॥

১৭০০.

মৌরী ফুলের মিঠে সুবাস বাতায়নে এলো ভেসে
পথ দিয়ে কি সোনার মেয়ে জলকে গেল এলোকেশে॥
(কি) ফুল ছিল তার কবরীতে
মদির তাহার সুরভিতে,
উদাস ক'রে মনকে আমার নিয়ে গেল ফুলের দেশে॥

দখিন হাওয়া মর্মরিয়া খোঁজে তারে বনে বনে,
ভ্রমর ফেরে গুঞ্জরিয়া তারি তরে আনমনে।
কালো দীঘির কালো জলে
তারি তরে ঢেউ উথলে,
তারি পায়ের আল্‌তা হতে আকাশ রাঙে দিনের শেষে॥

১৭০১.

মদিনাতে এসেছে সই নবীন সওদাগর।
সে হীরা জহরতের চেয়ে অধিক মনোহর॥
সই দেখতে তারে লাখো হাজার লোক ছুটেছে পথে
সে কোহিনূর মানিক এনেছে কোহ-ই-তুর হ'তে,
সে কোরান-জাহাজ বোঝাই ক'রে এনেছে সোনার মোহর॥
একবার যে কল্‌মা প'ড়ে আল্লা বলে এসে
তারে বিনি-মূলে সল্‌মা চুনি বিলিয়ে দেয় সে হেসে,
দুলিয়ে সে দেয় নামাজ রোজার হীরের তাবিজ বুকের পর॥
সে বেহেশ্‌তের কুঞ্জি ল'য়ে ডাকে অহরহ
বলে ঈমান এনে বেহেশ্‌ত যাবার সোনার চাবি লহ,
আমি প্রাণ দিয়েছি নজ্‌রানা, সই, দেখে' তারে এক নজর॥

১৭০২. রাগ : বেহাগ, তাল : কাহারবা

মার্‌হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল্‌-আরবী।
বাদ্‌শারও বাদশাহ্‌ নবীদের রাজা নবী।
ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহমদ হয়ে
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ ল'য়ে,
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে —
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি যে বেহেশ্‌তী ছবি॥
পাপের জেহাদ-রণে দাঁড়াইলে তুমি একা
নিশান ছিল হাতে 'লা-শরীক আল্লাহ্‌' লেখা,
গেল দুনিয়া হতে ধুয়ে মুছে পাপের রেখা —
রহিল খুশির তুফান উদিল পুণ্যের রবি॥

১৭০৩.

মরুর ফুল ঝরিল অবেলাতে
ফোরাত নদী কাঁদে বেদনাতে।
সাকিনা কাঁদে প'ড়ে ধূলায়
হাতের মেহদী মুছিয়া হায়,
কেয়ামত এলো যেন কারবালাতে॥
খুনের বাদল ঝরিছে আসমানে
হুরপরী কাঁদে থির নাহি মানে।
কাঁদিছে আলি ফাতেমা কাঁদে
ঘেরিল মেঘে সুরয চাঁদে
ঝরিছে আঁসু রসুলের আঁখি-পাতে॥

১৭০৪.

মা গো আমায় শিখাইলে কেন আল্লা নাম।
নাম জপিলে আর হুঁশ থাকে না, ভুলি সকল কাম ॥
লোকে বলে, আল্লাতালায় যায় না নাকি পাওয়া
ও নাম জপিলে প্রাণে কেন বহে দখিন হাওয়া
ও-নাম জপিলে হিয়ার মাঝে কেন এত ব্যথা বাজে,
কে তবে মা আমার বুকে কাঁদে অবিরাম ॥
পুরুষরা সব মস্‌জিদে যায় আমি ঘরে কাঁদি
কে যেন কয় কানের কাছে তুই যে আমার বাঁদি —
তাই ঘরে রাখি বাঁধি'।
মা গো আমার নামাজ রোজা খোদায় ভালোবাসা
ঐ নাম জপিলেই মেটে আমার বেহেশ্‌তের পিয়াসা,
শত ঈদের চাঁদও দিতে নারে আল্লাহ্‌ নামের দাম ॥

১৭০৫.

মাঠে আমার ফল্‌ল ফসল মনের ফসল কই
শূন্য মনে আল্লা তোমার পানে চেয়ে রই ॥
আরব মরুভূমে নবীজীরে পাঠাইলে
আমার মনের মরুভূমি বিফল রাখিলে,
গরীব ব'লে আমি কি গো বান্দা তব নই ॥
চাই না যশ মান আমি চাহি না দৌলৎ,
আমি চাহি শুধু — তোমার নামেরি সরবত
যে যাহা চায় তুমি নাকি তারে তাহাই দাও
আমার মানত পূর্ণ ক'রে পরাণ বাঁচাও,
আমি যেন আল্লা নামের তস্‌বি শুধু বই ॥

১৭০৬. তাল : দাদ্‌রা

যতদিন রবে প্রাণের প্রদীপে প্রেমের শিখাটি জ্বা[illegible],
ফুরাবে না, প্রিয় ফুরাবে না তোমারে পাওয়ার আ[illegible]।
চামেলির মত ঝুরিব জনম জনম,
না ফুরাবে কভু, তোমারে ঘেরিয়া সুখ-কল্পনা মম।
শত তরঙ্গে সাগর-বক্ষে ঝলকি' উঠিবে তুমি,
সাগর-নীলে এলায়ে নিজেরে তোমার স্মৃতিরে চুমি।
তোমারি তরে, শুধু তোমারি তরে এই যাওয়া-আসা ॥
যদি কোনোদিন সাধ জাগে তব মনে
মোর লাগি', প্রিয়, ঝুরিও পুবালি পবনে,
বাদল-বরিষে আমি আছি জেন লাগি' তব ভালোবাসা ॥

১৭০৭.

(যবে) আঁখিতে আঁখিতে ওরা কহে কথা দু'টি বনের পাখি।
শুধু শিরাজি ঢালি, আমি চোখের বালি আমি পাষাণ সাকি ॥
রিক্ত ওদের হৃদয় পেয়ালায় আমি অমৃত ঢালি
আমারই অন্তর শুধু পাইল না প্রেম-মধু রহিল খালি,
আমি রহি আভরণ-হীনা বাঁধি' ওদের হাতে প্রেমের রাখি ॥
আমি হাসিয়া রচি যার কুঞ্জ-বাসর দুয়ারে দাঁড়ায়ে তারি' জাগি রাতি,
আমি শিয়রে রহি' হায় নিজেরে দহি যেন মোমের বাতি।

আমি গাঁথিয়া মালা, দিই সখির হাতে
দেখি কে দেয় কার মালা কার গলাতে,
শিরাজি ঢালিতে হায় পিয়ালা ভাঙিয়া যায় —
নিরালায় বন্ধুর মিলন-ছবি আমি হৃদয়ে আঁকি ॥

১৭০৮. রাগ : পিলু, তাল : দাদ্‌রা

যমুনা-সিনানে চলে তন্বী মরাল-গামিনী।
লুটায়ে লুটায়ে পড়ে পায়ে বকুল কামিনী ॥
মধু বায়ে অঞ্চল
দোলে অতি চঞ্চল,
কালো কেশে আলো মেখে খেলিছে মেঘ দামিনী ॥
তাহারি পরশ চাহি'
তটিনী চলেছে বাহি,'
তনুর তীর্থে তারি আসে দিবা ও যামিনী ॥

১৭০৯.

যারে আঘাত দিয়ে ফিরায়েছ তুমি কেন ডাক তারে বারে বারে।
যে ফুল হেলায় দলিয়াছ পায়,
আজো রেখেছ অনাদরে কেন পেতে চাওয়া তারে ॥
প্রথম প্রণয় জেগেছিল যবে
চাঁদ উঠেছিল মোর হৃদি-নভে,
শুধু দুটি কথা কহিতে তোমারে ভাসিনু আঁখি-ধারে ॥
পরাজিত হল তব ভালোবাসা মোর ভালোবাসা-কাছে,
দলিত যে ফুল পথের ধূলায় সে-ফুল আজো কি আছে।
ভাসিয়াছি আমি নয়নের জলে
বহিবে সে ধারা তব হিয়া-তলে
যে জন আমায় বাসিয়াছে ভাল তারে বাঁধিব প্রেম-ডোরে ॥

১৭১০.

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই কেন মনে রাখ তা'রে।
ভুলে যাও মোরে[১] ভুলে যাও একেবারে ॥
আমি গান গাহি আপনার দুখে
তুমি কেন আসি' দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিও না আর নিশীথ-অন্ধকারে ॥
দয়া কর, মোরে দয়া কর, আর আমারে লইয়া খেলো না নিঠুর খেলা,
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না প্রিয়[২] শুভ লগনের বেলা।
আমি ফিরি পথে, তাহে কার ক্ষতি
তব চোখে কেন সজল মিনতি,
আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে' দাঁড়ায়েছি তব দ্বারে ॥

১. তারে ২. সেই

১৭১১. নাটক : 'মধুমালা'

যেন দুধ-সাগরের ননী দিয়ে তৈরী লো এর গা।
পৃথিবী কি শিউরে ওঠে, এ রাখে যখন পা ॥

১৭১২. রাগ : বেহাগ, তাল : খেমটা

যেন ফিরে না যায় এসে আজ বঁধুয়া ফিরে না যায়।
সখি দিস্‌নে তোরা তা'রে লাজ বঁধুয়া ফিরে না যায়॥
পথ ভুল ক'রে যায় আন-ঘরে জানি সই,
তবু আমারি সে রাজাধিরাজ বঁধুয়া ফিরে না যায়॥
ফুল চুরি ওর পেশা ও শুধু চোখের নেশা, জানি সই,
একা আমারি ছবি তার হিয়া-মাঝ বঁধুয়া ফিরে না যায়॥
সুন্দর ব'লে তায় সকলে পাইতে চায়,
সে পরালো মোরে প্রেমের তাজ বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

১৭১৩. নাটক : 'আলেয়া'

যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছল্‌ছল্।
ধরণীর তরণী টলমল টলমল্॥
কূলের বাঁধন খোল্
আয় কে দিবি রে দোল্,
প্রাণের সাগরে রোল ওঠে ঐ কলকল্॥
তটে তটে ঘট-কঙ্কণে নট-মল্লারে ওঠে গান
মুখে হাসি বুকে শ্মশান,
আজিও তরুণী ধরা রঙে-রূপে ঝলমল,
রূপে-রসে ঢলঢল্॥

১৭১৪. রাগ : সিন্ধু, তাল : ত্রিতাল

যৌবন-সিন্ধু টলমল্, প্রেমের ইন্দু আকাশে টলমল্।
হৃদয়-তটিনী জোয়ারে নেচে যায়, তরঙ্গ-রঙ্গে ছল্ ছল্ ছল্ ছল্॥
অন্তর-মন্দির-বাসিনী আজি
আসিল আলোকে ফুল-সাজে সাজি',
নাচিয়া ছন্দে চলে সে আনন্দে মৃদুল মন্দে দুলায়ে বন-তল॥
মল্লিকা, অতসী ওঠে বনে বিকশি' তার তনু-চন্দন-গন্ধে
বাজে চুড়ি ও কঙ্কণ মণি-বন্ধে,
কোকিল কুহরে 'কুহু কুহু' অবিরল॥

১৭১৫. নাটক : 'আলেয়া'

যৌবনে যোগিনী, আর কতকাল র'বি অভিমানিনী।
ফিরে ফিরে গেল কেঁদে মধু-যামিনী॥
ল'য়ে ফুলডালি এলো বনমালী,
জ্বালিল আকাশ তারার দীপালি,
ভাঙিল না ধ্যান মন্দির-বাসিনী॥

১৭১৬. রাগ : কাফি, তাল : ঝাঁপতাল

যায় ঢু'লে ঢু'লে এলোচুল কে বিষাদিনী।
তার চোখে চেয়ে চেয়ে ম্লান হয়ে যায় গো চাঁদিনী॥
তার সোনার অঙ্গ অনাদরে হয়েছে কালি
হায় ধূলায় লুটায় নবীন যৌবন ফুলের ডালি,
কোন্ মদির আঁখির খেয়েছে তীর বন-হরিণী॥
তার চটুল চরণ নাচত যেন নোটন-কপোতী

মরুর বুকে ফুল ফোটাত তার দোদুল গতি,
আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের মৃদুল তটিনী ॥

১৭১৭.

যূঁই-কুঞ্জে বন-ভোমরা কেন গুঞ্জে গুনগুন্।
প্রেম-ঝর্নার মধু-মঞ্জীর বাজে বক্ষে রুনুঝুন্ ॥
মন-গোলাপের পাপড়ি কাঁপে কেন গো
স্বপন দেখে পালিয়ে যাওয়া বুলবুলি যেন গো,
চুড়ি কঙ্কণে কোন্ আন্‌মনা সাকি পেয়ালা বাজায় ঠুনঠুন[১] ॥
ছল ছল চোখে চাঁদ আসমানে জলসায়
সঙ্গিনী তারাদের ভুলে ধরার কুমুদীর পানে কেন চায়,
হৃদয়ের এই নির্দয় খেলা দেখে ঐ হাস্নুহানা হেসে খুন ॥

১ ঠুনঠুন

১৭১৮.

যে অবহেলা দিয়ে মোরে করিল পাষাণ।
সখি কেন কেঁদে ওঠে তারি তরে মোর প্রাণ ॥
যে ফুল ফুটায়ে তার মধু নিল না
মোরে ধরার ধূলিতে এনে ধরা দিল না,
কেন তার তরে বুকে এত জাগে অভিমান ॥
মোর প্রেম-অঞ্জলি সে যত যায় দলি'
তারে তত জড়াতে চাই, শ্যাম-সুন্দর বলি',
চাঁদ সে যে আকাশের সে ধরা দেয় না
তবু চকোরীর ভুল হয় নাকো অবসান ॥

১৭১৯.

যে রসুল বলতে নয়ন ঝরে সেই রসুলের প্রেমিক আমি।
চাহে আমার হৃদয়-লায়লী সে-মজনুঁরে দিবস-যামী ॥
ফর্‌হাদ সে, আমি শিঁরি
ঐ নামের প্রেমে পথে ফিরি,
ঈমান আমার রইল কিনা জানেন তিনি অন্তর্যামী ॥
প্রেমে তাঁর দীওয়ানা হ'য়ে গেল দুনিয়া আখের সবি,
কোথায় রোজা, কোথায় নামাজ, কেবল কাঁদি — 'নবী নবী।'
রোজ-কেয়ামত আসবে কবে
কখন তাঁহার দিদার হবে,
নিত্য আমার রোজ-কেয়ামত বিনে জীবন-স্বামী ॥

১৭২০. রাগ : মূলতান, তাল : ষৎ

তুমি মলিন বাসে থাক যখন সবার চেয়ে মানায়!
তুমি আমার তরে ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়!
জানি প্রিয়ে জানি জানি,
তুমি হ'তে রাজার রানী,
খাটত দাসী বাজত বাঁশি তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ ক'রে আজ ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায় ॥

দেবী! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারিকে ভালোবেসে সাজ্‌লে ভিখারিণী।
সব ত্যজি' মোর হ'লে সাথী,
আমার আশায় জাগ্‌ছ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ ক'রে মোর ভিখারিণী, সেই কথা সে জানায়॥

১৭২১. রাগ : আশাবরী-পিলু, তাল : কাহার্‌বা

রাখিস্‌নে ধরিয়া মোরে, ডেকেছে মদিনা আমায়।
আরফাত্‌-ময়দান হতে তারি তক্‌বির শোনা যায়॥
কেটেছে পায়ের বেড়ি, পেয়েছি আজাদী ফরমান,
কাটিল জিন্দেগী বৃথাই দুনিয়ার জিন্দান-খানায়॥
ফুটিল নবীর মুখে যেখানে খোদার বাণী
উঠিল প্রথম তক্‌বীর 'আল্লাহ্‌ আকবর' ধ্বনি,
যে দেশে পাহাড়ে মুসা দেখিল খোদার জ্যোতি —
রব না দারুল হরবে যেতে দে যেতে দে সেথায়॥
যে দেশে ধূলিতে আছে হজরতের চরণ-ধূলি
সে ধূলি করিব সুর্মা চুমিব নয়নে তুলি',
যে দেশের মাটিতে আছে নবীজীর মাজার শরিফ —
নবীজীর দেহের পুষ্প ভাসে রে যে দেশের হাওয়ায়॥

১৭২২. রাগ : চিত্রা-গৌরী

রবে না এ বৈকালী ঝড় সন্ধ্যায়।
বহিবে ঝিরিঝিরি চৈতালী বায়॥
দুপুরে যে ধরেছিল দীপক তান
বেলাশেষে গাহিবে সে মুলতানে গান,
কাঁদিবে সে পূরবীতে গোধূলি-বেলায়॥
নওবতে বাজিবে গো ভীম-পলাশী,
উদাস পিলুর সুরে ঝুরিবে বাঁশি,
বাজিবে নূপুর হয়ে তটিনী ও-পায়॥

১৭২৩. রাগ : মালকৌশ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

রাত্রি-শেষের যাত্রী আমি যাই চ'লে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার চোখের জলের লেখা॥
ফোটার আগে ঝরে যে ফুল
সঙ্গী আমার সেই সে-মুকুল,
ছায়াপথে জাগে আমার বিদায় পথ-রেখা॥
অনেক ছিল আশা আমার অনেক ছিল সাধ,
ব্যর্থ হ'ল না পেয়ে কা'র আঁখির পরসাদ।
দীপ নেভানো শূন্য ঘরে
এসো না আর খুঁজতে মোরে,
তারার দেশে চন্দ্রলোকে হবে আবার দেখা॥

১৭২৪. নাটক : 'অর্জুন বিজয়'

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘন দেয়া বরষে।
কাজরি নাচিয়া চল, পুর-নারী হরষে॥
কদম তমাল ডালে দোলনা দোলে
কুহু পাপিয়া ময়ূর বোলে,
নট-শ্যাম সুন্দর মেঘ পরশে॥
হৃদয় যমুনা আজ কূল জানে না গো।
মনের রাধা আজ বাধা মানে না গো,
ডাকিছে ঘরছাড়া ঝড়ের বাঁশি
অশনি আঘাত হানে দুয়ারে আসি',
গরজাক গুরুজন ভবনবাসী —
আমরা বাহিরে যাব ঘনশ্যাম দরশে॥

১৭২৫. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা

রিমি ঝিম্ রিমি ঝিম্ ঐ নামিল দেয়া।
শুনি শিহরে কদম, বিদরে কেয়া॥
ঝিলে শাপ্‌লা কমল
ওই মেলিল দল,
মেঘ-অন্ধ গগন, বন্ধ খেয়া॥
বারি-ধারে কাঁদে চারিধার
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার,
তেপান্তরে নাচে একা আলেয়া॥
কাঁদে চখাচখি, কাঁদে বনে কেকা
দীপ নিভায়ে কাঁদি আমি একা,
আজ মনে পড়ে সেই মন দেয়া-নেয়া॥

১৭২৬. রাগ : শ্যামকল্যাণ, তাল : ত্রিতাল

রস-ঘনশ্যাম-কল্যাণ-সুন্দর।
প্রশান্ত সন্ধ্যার উদার শান্তি দাও —
শ্রান্ত মনের ভার হর, হে গিরিধর॥
যে নিবিড় সমাধির গভীর আনন্দে
হিমালয় লীলায়িত নীরব ছন্দে,
সেই মহাযোগে কর মোরে মগ্ন —
যে মহাভাবে ভোর মৌন নীলাম্বর॥
অপগত-দুখশোক নিশীথ সুষুপ্তির মাঝে,
নিথর সিন্ধুর অতল তলে যে শান্তি বিরাজে।
যে সুধা লভিয়া ঋষি মধুছন্দা
আনিল বেদবাণী অলকানন্দা
অন্তরে বাহিরে সেই অমৃত দাও —
কর পুরুষোত্তম অজর অমর॥

১৭২৭. রাগ : পঞ্চম মিশ্র, তাল : কাওয়ালি

রহি' রহি' কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে তা'য় চাহি যত, তত স্মৃতি কেঁদে মরে॥

দিয়েছি তাহারে বিদায় ভাসায়ে নয়ন-নীরে,
সেই আঁখি-বারি আজো মোর নয়নে ঝরে ॥
হেনেছি যে অবহেলা পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া,
তারি ব্যথা পাষাণ সম রহিল বুকে চাপিয়া।
সেই বসন্ত ও বরষা আসিবে গো ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে ॥

১৭২৮. রাগ : মিশ্র মল্লার, তাল : ত্রিতাল

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ ঝরে শাওন ধারা।
গৃহকোণে একা আমি ঘুমহারা ॥
ঘুমন্ত ধরা মাঝে
জল-নূপুর বাজে,
বিবাগী মন মোর হল পথহারা ॥
চেনা দিনের কথা ভেজা সুবাসে,
অতীত স্মৃতি হ'য়ে ফিরে ফিরে আসে।
এমনি ছলছল ভরা সে-বাদরে
তোমারে পাওয়া মোর হয়েছিল সারা ॥

১৭২৯. রাগ : নির্ঝরিণী (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

রুম্ ঝুম্ রুম ঝুম্ কে বাজায় জল ঝুমঝুমি।
চমকিয়া জাগে ঘুমন্ত বনভূমি ॥
দুরন্ত অরণ্যা গিরি-নির্ঝরিণী
রঙ্গে সঙ্গে ল'য়ে বনের হরিণী,
শাখায় শাখায় ঘুম ভাঙায় ভীরু মুকুলের কপোল চুমি' ॥
কুহু-কুহু কুহরে পাহাড়ি কুহু পিয়াল-ডালে,
পল্লব-বীণা বাজায় ঝিরিঝিরি সমীরণ তা'রি তালে তালে।
সেই জল-ছলছল সুরে জাগিয়া
সাড়া দেয় বন-পারে বাঁশি রাখালিয়া',
পল্লীর প্রান্তর ওঠে শিহরি' বলে — 'চঞ্চলা কে গো তুমি' ॥

১৭৩০.

রুমু রুমঝুম্ জল-নূপুর বাজায়ে কে —
মোরে বর্ষার প্রভাতে গেলে ডেকে ॥
কে গো আনন্দিনী, কাহার নন্দিনী
শ্রবণ মন বলে তোমারে চিনি চিনি,
তব আসার আশে, চির-বিরহিণী —
পথ চেয়ে আছি কবে থেকে ॥
মনের মধুবনে সহসা পাপিয়া
'পিয়া পিয়া' ব'লে উঠিল ডাকিয়া,
তোমার স্মৃতি আজি উদাস-আকাশে —
মেঘের কাজল দিল মেখে ॥

১৭৩১.

রূপের কুমার জাগো, নিশি হয় অবসান।
গাহিছে আলোক কুমারীরা, শোন ঘুম-ভাঙানিয়া গান॥
তুমি জাগিছ না বলি'
ফোটে না আলোর কলি,
তব ঘুমন্ত আঁখির পাতায় ঘুমায় আলোর প্রাণ॥

১৭৩২.

রূপের দীপালি-উৎসব আমি দেখেছি তোমার নয়ন অঙ্গে।
শত ফুলশর মুরছায় প্রিয়া, তোমার নয়ন-ভঙ্গে॥
যে আঁখি পরম সুন্দরে দেখিয়াছে
সেই আঁখি কাঁদে তোমার পায়ের কাছে,
দেখেছে সে-আঁখি, বিশ্ব দুলিছে তোমার রূপ-তরঙ্গে॥
তোমারে দেখিতে আমার আকাশ আনত হইয়া কাঁদে,
(তব) মণিহার হ'তে বিবাদ করে গো কোটি গ্রহ তারা চাঁদে।
তুমি দেখিতে যদি গো আপন রূপের আলো
আমারে ভুলিয়া নিজেরে বাসিতে ভালো,
তোমারে আড়াল করিয়া গো তাই ছায়া-সম ফিরি সঙ্গে॥

১৭৩৩. রাগ : গৌড় সারং, তাল : কাওয়ালি

রেশমি চুড়ির তালে কৃষ্ণচূড়ার ডালে
'পিউ কাহাঁ পিউ কাহাঁ' ডেকে ওঠে পাপিয়া॥
আঙিনায় ফুল-গাছে
প্রজাপতি নাচে,
ফেরে মুখের কাছে আদর যাচিয়া॥
দুলে দুলে বনলতা
কহিতে চাহে কথা,
বাজে তারি আকুলতা কানন ছাপিয়া॥
শ্যামলী-কিশোরী মেয়ে
থাকে দূর নভে চেয়ে,
কালো মেঘ আসে ধেয়ে — গগন ব্যাপিয়া॥

১৭৩৪.

রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি' —
নাচিছে আরবি নাটিনী বাঁদি॥
বেদুঈনী সুরে বাঁশি বাজে
রহিয়া রহিয়া তাঁবু মাঝে,
সুদূরে সে-সুরে চাহে ঘোমটা তুলিয়া শাহজাদী॥
যৌবন-সুন্দর নোটন কবুতর নাচিছে মরু-নটী
গাল যেন গোলাপ কেশ যেন খেজুর-কাঁদি॥
চায় হেসে হেসে চায় মদির চাওয়ার,
দেহের দোলায় রং ঝ'রে যায় ঝরঝর,
ছন্দে দুলে ওঠে মরু মাঝে আঁধি॥

১৭৩৫. নাটক : 'অর্জুন বিজয়
লহ রাজ রাজ, আনিয়াছি মালা।
আনিয়াছি মালা, ভরি' তনু-ডালা॥
এনেছি ছলছল নয়ন-পাতে
প্রেম-সুধা-রস মালার সাথে,
অধরে অনুরাগ-রাঙা পিয়ালা॥
এনেছি প্রীতির মালতী-বকুল
রস টলমল রূপের মুকুল,
(যেন) বৃথা না যায় শুভলগ্ন নিরালা॥

১৭৩৬.
লায়লী গো এসো এসো শুভ লগ্ন বহিয়া যায়।
মিলনের ক্ষণ আসে, আজি জীবনের সন্ধ্যায়॥

১৭৩৭.
লীলা-চঞ্চল ছন্দ দোদুল চল-চরণা।
হেলে দুলে এলে কে গো গিরি-ঝরনা॥
দুলিয়ে জলের জরিন বেণী নাচো আনন্দে
রামধনুতে ওড়ে তব রাঙা ওড়না॥
বুল্‌বুলিরে গান গাওয়াও গো, নাচাও ময়ূরে,
ফুল-ভূষণে সাজে কানন নিবাভরণা॥
চাহিয়া আছি তোমার পথে, শুনেছি নূপুর।
কবে মিলবে আমার প্রেম-পাথারে সাগর-শরণা॥

১৭৩৮.
শত জনম আঁধারে আলোকে তারকা-গ্রহে লোকে লোকে
প্রিয়তম! খুঁজিয়া ফিরেছি তোমারে॥
স্বপন হয়ে রয়েছ নয়নে
তপন হ'য়ে হৃদয়-গগনে,
হেরিয়া তোমারে বিরহ-যমুনা, প্রিয়তম! দুলিয়া উঠে বারে বারে॥
হে লীলা-কিশোর' ডেকেছে আমারে তোমার বাঁশি,
যুগে যুগে তাই তীর্থ-পথিক ফিরি উদাসী।
দেখা দাও, তবু ধরা নাহি দাও
ভালোবাস ব'লে তাই কি কাঁদাও,
তোমারি শুভ্র পূজার-পুষ্প প্রিয়তম! ফুটিয়া ওঠে অশ্রুধারে॥

১৭৩৯
শারদ নিশির হিমেলা বাতাস, তারা-ভরা এই অসীম আকাশ।
স্বপ্ন-বিলাসিনী চাঁদের আবাস, কাশ ফুলে দোলে কার নিশ্বাস্॥
শিউলি-মালা গলে শরত-রানী
লাবনি-মাখা যে গো তাহারি বাণী,
তোমার বেণু বিনা, আমার এ বীণা সুর তোলে যেন দীরঘ-শ্বাস॥
এমনই চাঁদের তিথি, এমনই শারদ-রাতি
মৌন-মুখর ধরা, তব সুর ছিল সাথী,

রাখিখানি যবে হায় নিয়েছিলে কর পাতি' —
এসো গো ধেয়ানে মম ত্যজিয়া সে-পরবাস ॥

১৭৪০. রাগ : গৌরী, তাল : ত্রিতাল

শারদ-সন্ধ্যা সমীরে দোলা লাগে ধরণীর বিহ্বল-চিত্তে।
এসো পুরবাসী করি' সজ্জা, ভরাও ভুবনে গীত-নৃত্যে ॥
পুঞ্জিত মেঘ হ'ল রিক্ত
অবিরল ধারে ধরা সিক্ত,
মেহেদী ফুলের মঞ্জরি ল'য়ে, সাজাও ভবনে অনুপম বিত্তে ॥

১৭৪১.

লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদশাহ, জয় আখেরি নবী।
পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে হে নবীকুলের রবি ॥
তুমি আসার আগে ধরার মজলুম
করিত ফরিয়াদ, চোখে ছিল না ঘুম,
ধরার জিন্দানে, বন্দী ইনসানে আজাদি দিতে এলে হে প্রিয় আল-আরবি ॥
তব দামন ধরি' যত গুনেহগার,
মাগিল আশ্রয়, তুমিই করিবে পার।
মানুষ ছিল আগে বন্য পশু প্রায়
কাঁদিত পাপে তাপে অভাব ও বেদনায়,
শান্তি-দাতা রূপে সহসা এলে তুমি ফুটিল দুনিয়াতে নব বেহেশ্‌তের ছবি ॥

১৭৪২.

শহীদী ঈদগাহে দেখ্ আজ জমায়ত ভারি।
হবে দুনিয়াতে আবার ইসলামী ফরমান জারি ॥
তুরান ইরান হেজাজ মেসের হিন্দ মোরক্কো ইরাক,
হাতে হাত মিলিয়ে আজ দাঁড়ায়েছে সারি সারি ॥
ছিল বেহোঁশ যারা আঁসু ও আফসোস ল'য়ে,
চাহে ফিরদৌস তারা জেগেছে নওজোশ লয়ে।
তুইও আয় এই জমাতে ভুলে যা' দুনিয়াদারী ॥
ছিল জিন্দানে যারা আজকে তারা জিন্দা হয়ে,
ছোটে ময়দানে দারাজ-দিল আজি শমশের ল'য়ে।
তকদির বদলেছে আজ উঠেছে তকবির তারি ॥

১৭৪৩.

শিউলি-মালা গেঁথেছিলাম তোমায় দেব ব'লে।
না নিয়ে সে-মালা নিঠুর তুমি গেলে চ'লে ॥
প্রণাম ক'রে উদ্দেশে তাই
সেই মালিকা জলে ভাসাই,
তোমার ঘাটে লাগে যদি নিও চরণ-তলে ॥
এলো শুভদিন যবে মোর দুখের রাতির শেষে,
তোমার তরী গেল ভেসে সুদূর নিরুদ্দেশে।
দিন ফুরাবে শিউলি ফোটার
মোর শুভদিন আসবে না আর,
ভরলো বিফল পূজার থালা নীরব চোখের জলে ॥

১৭৪৪. রাগ : কালাংড়া-ভৈরোঁ, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

শুকালো মিলন-মালা, আমি তবে যাই।
কি যেন এ নদী-কূলে খুঁজিনু বৃথাই॥
রহিল আমার ব্যথা
দলিত কুসুমে গাঁথা,
ঝুরে' বলে ঝরা পাতা — 'নাই কেহ নাই'॥
যে-বিরহে গ্রহ-তারা সৃজিল আলোক,
সে-বিরহে এ জীবন জ্বলি' পুণ্য হোক।
চক্রবাক চক্রবাকী
করে যেমন ডাকাডাকি,
তেমনি এ কূলে থাকি' ও-কূলে তাকাই॥

১৭৪৫. রাগ : গৌড়-সারং, তাল : কাওয়ালি, নাটক : সাবিত্রী

শুক্লা জোছনা তিথি, ফুল্ল পুষ্পবীথি গন্ধ-বন-গীতি আকুল উপবন।
চিত্ত স্বপ্নাতুর, অঙ্গ চুর চুর মাগে হৃদি-পুর সুন্দর-পরশন॥
চন্দন-গন্ধিত মন্দ দখিনা-বায়
নন্দন-বাণী ফুলে ফুলে ক'য়ে যায়,
তনুমন জাগে রাঙা অনুরাগে, মনে লাগে আজ (আজি মাধবী) বাসর-জাগরণ॥

১৭৪৬. রাগ : শঙ্করী (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : একতাল

শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগ মায়া শঙ্করী শিবানী।
বালিকা-সম লীলাময়ী নীল-উৎপল-পাণি॥
সজল-কাজল-ঝর্না
মুক্ত বেণী অপর্ণা,
তিমির বিভাবরী স্নিগ্ধা শ্যামা কালিকা ভবানী॥
প্রলয় ছন্দময়ী চণ্ডী শব্দ-নূপুর-চরণা,
শাম্ভবী শিব-সীমান্তিনী শঙ্করাভরণা।
অম্বিকা দুঃখহারিণী
শরণাগত-তারিণী,
জগদ্ধাত্রী শান্তিদাত্রী প্রসীদ মা ঈশানী॥

১৭৪৭. রাগ : যোগিনী (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

শান্ত হও, শিব, বিরহ-বিহ্বল
চন্দ্রলেখায় বাঁধো জটাজুট পিঙ্গল॥
ত্রি-বেদ যাহার দিব্য ত্রিনয়ন
শুদ্ধ-জ্ঞান যা'র অঙ্গ-ভূষণ,
সেই ধ্যানী শম্ভু — কেন শোক-উতল॥
হে লীলা-সুন্দর, কোন্ লীলা লাগি',
কাঁদিয়া বেড়াও হ'য়ে বিরহী-বিবাগী।
হে তরুণ যোগী, মরি ভয়ে ভয়ে
কেন এ মায়ার খেলা মায়াতীত হ'য়ে,
লয় হবে সৃষ্টি — তুমি হলে চঞ্চল॥

১৭৪৮. রাগ : গৌরী (ভৈরব ঠাট), তাল : ত্রিতাল

শিব-অনুরাগিণী গৌরী জাগে।
আঁখি অনুরঞ্জিত প্রেমানুরাগে॥
স্বপনে কি শিব এসে
বর দিল বর-বেশে,
বালিকা বলিতে নারে, শরম লাগে॥
'কি হয়েছে উমা তোর' — গিরিরানী সাথে,
কে মাখালো কুমকুম্ ভোরের চাঁদে?
লুকায় মায়ের বুকে
বলিতে বাধে মুখে,
পাগল শিব ঐ রূপ-ভিক্ষা মাগে॥

১৭৪৯. রাগ : সন্ধ্যামালতী (নজরুল সৃষ্ট), তাল : সেতারখানি

শোন্ ও-সন্ধ্যা-মালতী, বালিকা তপতী
বেলা শেষের বাঁশি বাজে, বাজে।
শোনো মাধবী চাঁদের মধুর মিনতি
উদাস আকাশ মাঝে॥
তব মৌন ব্রত ভাঙো কও কথা কও
মোর নৃত্য আরতির সঙ্গিনী হও,
মাধবী হেনা হের এলো বাহিরে —
রসরাজে হেরি' রাস-নৃত্যের সাজে॥
তুমি যার লাগি' সারাদিন, বিরহ ধ্যান-লীন একাকিনী কুঞ্জে,
হের সে-মাধব, নিশীথ--ভ্রমর হয়ে তব পাশে গুঞ্জে।
সুন্দর দাঁড়ায়ে তব দ্বারে আঁধারে
মঞ্জরি-দীপ জ্বালো ঢালো (তারে)
বুকের চন্দন-সুরভি ঢালো (তারে),
বুকের চন্দন-সুরভি ঢালো —
পাতার আঁচলে মুখ ঢেকো না লাজে॥

১৭৫০. রাগ : মালকৌষ, তাল : সেতারখানি

শোনো লো বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম।
গুমরিয়া কাঁদে বাঁশি ল'য়ে 'রাধা রাধা' নাম॥
পিঞ্জরে পাখি যেন
লুটাইয়া কাঁদে মন,
আশে পাশে গুরুজন বাম॥

১৭৫১. রাগ : মেঘ, তাল : ত্রিতাল

শ্যামা-তন্বী আমি মেঘ-বরণা।
দৃষ্টিতে' বৃষ্টির ঝরে ঝরনা॥
অম্বরে জলদ মৃদঙ্গ বাজাই
কদম-কেয়ায় বন-ডালা সাজাই,
হাসে শস্যে পুষ্পে ধরা নিরাভরণা॥
পুবালি হাওয়ায় ওড়ে কালো কুন্তল

বিজলি ও মেঘ — মুখে হাসি চোখে জল,
রিমিঝিমি নেচে যাই চল-চরণা॥

১. মোর দৃষ্টিতে

১৭৫২. রাগ : জৌনপুরী টোড়ি, তাল : দাদ্‌রা

শেষ হ'ল মোর এ জীবনে ফুল ফোটাবার পালা।
ওগো মরণ, অর্ঘ্য লহ সেই কুসুমের ডালা॥
কাটলো কীটে ঝরলো যে-ফুল
শুকালো যে আশার মুকুল,
তাই দিয়ে হে মরণ তোমার গেঁথেছি আজ মালা॥
সুন্দর এই ধরণীতে কতই ছিল সাধ বাঁচিতে,
হঠাৎ তোমার বাজলো বেণু বিদায়-করুণ ভৈরবীতে।
তোমার আঁধার-শান্ত কোলে
শ্রান্ত তনু পড়ুক ঢ'লে,
আর সহে না কুসুম-বিহীন কন্টকের জ্বালা॥

১৭৫৩.

শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে কাঁদে যবে।
কে এলে প্রদীপ ল'য়ে আঁধার ঘরে নীরবে॥
গোধূলি লগনে এসে
দাঁড়ালে বঁধুর বেশে,
জীবনেরই বেলা শেষে হে প্রিয় এলে কি তবে॥
যে হাতের মালা তব চেয়েছিনু, প্রিয়তম
রাখ সেই হাতখানি তপ্ত ললাটে মম,
তোমার পরশে মোর মরণ মধুর হবে॥

১৭৫৪.

শ্রান্ত হৃদয় অনেক দিনের অনেক কথার ভারে।
হে বিরহী, গেলে চ'লে, শুনলে নাকো তারে॥
আমার মুখের সে-কথা, হায়!
শুনতে এলে অনেক আশায়,
ফুটেছে সেই কথার মুকুল বিজন অন্ধকারে॥
যে কথা, হায়! বলতে এলে, গেলে নাকো ব'লে,
মালা গাঁথার ফুলগুলিরে গেলে পায়ে দ'লে।
সেই ফুলে আজ মালা গাঁথি'
তোমার আশায় জাগি রাতি,
তোমার চ'লে যাওয়ার পথ ধুয়ে দিই আকুল নয়ন-ধারে॥

১৭৫৫.

সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু, হে মোহসীন।
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আল্লার ঋণ॥
'ভাগ করনিক' বিপুল বিত্ত পেয়ে
ভিখারি হইলে শুধু আল্লারে চেয়ে,
মহাধনী হ'লে আল্লার কৃপা পেয়ে —

দুনিয়ায় তাই রহিলে কাঙাল দীন ॥
মানুষের ভালোবাসায় দেখিলে আল্লার ভালোবাসা,
সৃষ্টির তরে কাঁদিয়া পুরালে তব স্রষ্টার আশা।
তব দান তাই ফুরায়ে নাহি ফুরায়
বিত্ত হইলে নিত্য এ দুনিয়ায়,
শিখাইয়া গেলে, মুসলিম তারে কয় —
অর্থ যাহারে কিনিতে পারে না যে নহে লোভ-মলিন ॥

১৭৫৬.

সর্ব প্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো বারিতালা।
তারপরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে আলা ॥
সকল পীর আর দেবতা-কূলে
সকল গুরুর চরণ-মূলে,
জানাই সালাম হস্ত তুলে
দোওয়া কর তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজালা।
সর্ব প্রথমে বন্দনা গাই তোমারই ওগো খোদাতা'লা ॥

১৭৫৭. রাগ : হাম্বীর মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

সাহারাতে ডেকেছে আজ বান দেখে যা।
মরুভূমি হ'ল গুলিস্তান, দেখে যা ॥
সেই বানেরই ছোঁওয়ায় আবার আবাদ হল দুনিয়া,
শুকনো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ, দেখে যা ॥
বিরান মুলুক আবার হ'ল গুলে গুলে গুলজার,
মক্কাতে আজ চাঁদের বাগান, দেখে যা ॥
সেই দরিয়ায় পারাপারের তরী ভাসে কোরআন,
ওড়ে তাহে কলেমার নিশান, দেখে যা ॥
কাণ্ডারী তার বন্ধু খোদার হজরত মোহাম্মদ,
যাত্রী যারা এনেছে ঈমান, দেখে যা ॥
সেই বানে কে ভাসবি রে আয়, যাবি রে কে ফিরদৌস্‌
খেয়াঘাটে ডাকিছে আজান, দেখে যা ॥

১৭৫৮.

সই চাঁদ কত দূরে।
ফাগুন সন্ধ্যার রজনীগন্ধা সম —
পথ চেয়ে রই, আঁখি ঝুরে ॥
সন্ধ্যা মালতীর কলি
ফুটিতে গিয়া নিরাশায় পড়িয়াছি ঢুলি,
বাজিয়া শ্রান্ত হয়ে থামিয়াছে সুর ভ্রমর নূপুরে ॥

১৭৫৯. রাগ : ভূপালি, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে ॥
দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে,
আকাশ-আঁখি চাহে তব পানে

দোলে ধরাতল, দীপ ঝলমল
নহবতে ভূপালি বাজে॥

১৭৬০. রাগ : উদাসী ভৈরব (নজরুল-সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে।
বিষাণ ত্রিশূল ফেলি' গভীর বিষাদে॥
জটাজুটে গঙ্গা
নিস্তরঙ্গা,
রাহু যেন গ্রাসিয়াছে ললাটের চাঁদে॥
দুই করে দেবী-দেহ ধরি' বুকে বাঁধে,
রোদনের সুর বাজে প্রণব-নিনাদে।
ভক্তের চোখে আজি ভগবান শঙ্কর —
সুন্দরতর হ'ল — পড়ি' মায়া ফাঁদে॥

১৭৬১. রাগ : বেলাবল, তাল : একতাল

সন্ধ্যা-আঁধারে ফোটাও দেবতা, শুভ্র রজনীগন্ধা।
নিরাশা-শুষ্ক পরাণে বহাও প্রেমের অলকানন্দা॥
অশ্রু-জলের অকূল সায়রে
ফুটুক কমল তব শুভ্র বরে
বেদনা-আহত কবির চিত্তে বাণী দাও মধু-ছন্দা॥
দুঃখ আসিলে, সে-দুখ ভুলিলে
দাও আনন্দ দুঃখীর চিতে,
আঁধার-গহন নিবিড় নিশীথে ভাঙিয়ো না সুখ-তন্দ্রা॥

১৭৬২. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : ত্রিতাল

সন্ধ্যার গোধূলি রঙে নাহিয়া।
কে এলে কাহারে চাহিয়া॥
মধুর লগনে অপরূপ বেশে
কেন দাঁড়ালে মম দ্বারে এসে,
দিনের শেষে ঝরা ফুলের দেশে —
আসিলে চাঁদের তরী বাহিয়া॥
অস্ত রবির রঙ ল'য়ে কোন্ যাদুকর
নিরমিল তোমার মূরতি মনোহর,
মনের পদ্ম-বনে বাণীর মধুকর —
'সুন্দর! সুন্দর!' — ওঠে গাহিয়া॥

১৭৬৩. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : কাওয়ালি

ঘোর তিমির ছাইল রবি শশী গ্রহ তারা।
কাঁপে তরাসে ভীতা ধরণী অসীম আঁধারে হারা॥
প্রলয়ে মহাকাল, এলায়েছে জটাজাল
নাচিছে ঝড়ের বেগে সুরধনী-জলধারা॥
চমকি চমকি ওঠে চপলা চপল-ফণা,
লুকাইয়া শিশু-শশী, মূরছিতা দিগঙ্গনা।
চাতকী চাতক-বুকে বিভল কাঁদিয়া সারা॥

১৭৬৪.

সেই মিঠে সুরে মাঠের বাঁশরি বাজে।
নিঝুম নিশীথে ব্যথিত বুকের মাঝে॥
মনে প'ড়ে যায় সহসা কখন
জল ভরা দু'টি ডাগর নয়ন,
পিঠ-ভরা চুল সেই চাঁপা ফুল ফেলে ছু'টে যাওয়া লাজে॥
হারানো সে-দিন পাব না গো আর ফিরে,
দেখিতে পাব না আর সেই কিশোরীরে।
তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়েছি ভোলেনি সে যেন,
গোমতীর তীরে পাতার কুটীরে (সে) আজও পথ চাহে সাঁঝে।

১৭৬৫.

(প্রিয়া) স্বপনে এসো নিরজনে।
(প্রিয়া) আধো রাতে চাঁদের সনে॥
রহিব যখন মগন ঘুমে
যেয়ো নীরবে নয়ন চুমে',
মধুকর আসে যখন গোপনে মল্লিকা চামেলি বনে॥
বাতায়নে চাঁপার ডালে
এসো কুসুম হয়ে নিশীথ কালে,
ভীরু কপোতীর সম এসো হৃদয়ে মম মালা হয়ে বাসর শয়নে॥

১৭৬৬.

সখি আর অভিমান জানাব না বাসব ভালো নীরবে।
যে চোখের জলে গল্‌ল না, (তার) মুখের কথায় কি হবে॥
অন্তর্যামী হয়ে অন্তরে মোর
দিবা-নিশি রহে যে চিত-চোর,
অন্তরে মোর কোন্‌ সে-ব্যথা বোঝে না সে, কে ক'বে॥
সখি এবার আমার প্রেম নিবেদন গোপনে,
সূর্যমুখী চাহে যেমন তপনে।
কুমুদিনী চাঁদে ভালোবাসে
তাই চিরদিন অশ্রুর সায়রে ভাসে,
চির জীবন জানি কাঁদিতে হবে তাহারে চেয়েছি যবে॥[1]

১. শেষ পাঁচ চরণের পাঠান্তর :
সখি এবার আমার প্রেম নিবেদন আপন মনে গোপনে,
সূর্যমুখী চাহে যেমন চাওয়ার নেশায় তপনে।
কুমুদিনী চাঁদে ভালোবাসে
তাই সে অশ্রু সায়রে ভাসে,
হাজার জনম কাঁদিতে হইবে তাহারে চেয়েছি যবে॥

১৭৬৭. নাটক : 'সর্বহারা'

সখি দখিনা মলয় ঝিরি ঝিরি বয় কানে কথা কয় ধীরে ধীরে ধীরে।
চোখের মতন কেন ঘোরে অকারণ আমার ফুলবন ঘিরে॥
সখি! ব'লে দিস্‌ মলয়ারে, যেন সে আসে না
চাঁদের প্রিয়া আমি চৈতালি হেনা,
করুণা যাচে কেন মোর কাছে ফিরে ফিরে॥

১৭৬৮. রাগ : দুর্গা

সজল কাজল মেঘ ব'য়ে এলো কার বাণী
পড়িল মনে মিনতি তারি — 'খুলো না যেন এই রাখীখানি'.
সেদিন সেই নবমেঘে, তব অনুরাগে
অশান্ত মন মোর হেরেছিল তব অনুপম ছবিখানি ॥
বারে বারে ধরণীতে আসে বরষা
শুষ্ক যূথীরেণু হয় সরসা,
গৈরিক প্রান্তর শ্যাম-পরশা
স্মরণে আসে গত সব সহসা।
অতীত হয়েছে কত মধু-তিথি
স্মৃতির মুকুরে তারা-সকরুণ গীতি,
জানি তোমারি ছায়া-আঁচল ঘিরিবে এই আকুল পরাণ-খানি ॥

১৭৬৯.

সজনে তলায় ও-সজনী! যাস্‌নে ভুলে আজ।
অবাক হয়ে রইলি চেয়ে ভুল্‌লি সকল কাজ ॥
হাত ধ'রে তোর বল্‌ছি সোনা
ফুলের বাসে আর ভুলো না,
প্রজাপতি বসলে গালে হঠাৎ পাবি লাজ ॥
দখিনা আজ দামাল ছেলে দ'ল্‌ছে শাখে ফুল,
ভুল করে তুই যাস্‌নে ওরে খুলবে খোঁপার চুল।
লাগলো কাঁপন অধর-পুটে
মনের বচন তাও না ফোটে,
ওড়না ধ'রে টানলে বালা খোয়াবি সব লাজ ॥

১৭৭০.

সপ্ত-সিন্ধু ভরি' গীত-লহরী।
হিল্লোলি' হিল্লোলি' ওঠে দিবা বিভাবরী ॥
এসো এসো বিরহী
আমি এনেছি বহি',
(সেই) সিন্ধুতে সাঁতরিতে সোনার তরী ॥
কেন তীরের বালুকা ল'য়ে খেলিছ খেলা,
গাহন করিবে এসো (হের) ফুরায় বেলা।
বল বল সে কবে
অভিষেক হবে,
হে বিজয়ী! শুকাইল তী[illegible]-জলের গাগরী ॥

১৭৭১.

স্বপন-বিলাসে চাঁদ যবে হাসে কুমুদ ফোটে দীঘিতে।
সেই আধো রাতে নয়ন-পাতে ঘুম হ'য়ে এসো নিভৃতে ॥
আমার তন্দ্রার মাঝে
যেন তব বাঁশরি বাজে,
মম দেহ-বীণায় ঝঙ্কার তুলিও গভীর করুণ গীতে ॥

যে বিফল- মালা শুকায় নিরালা বাতায়ন লগ্না
পরশ ক'রো এসে রহিব যবে আমি ঘুম-নিমগ্না।
শিশিরের মানিক দুলে
যখন হেনার মুকুলে,
হে সুদূর পথিক! এসো ভু'লে নীরব সেই নিশীথে॥

১৭৭২. নাটক : 'মধুমালা'

সাগর জলে খেলতে এলো তোর আকাশের চাঁদ।
এবার যেন পালিয়ে না যায় বাঁধ লো ওরে বাঁধ॥
ঘুমাস্‌-নে লো ঘুমাস্‌-নে আর
চোর এলো ঐ ভাঙলো দুয়ার,
(এখন) চোরকে বেঁধে বাহুর ডোরে পরাণ ভ'রে কাঁদ॥

১৭৭৩. রাগ : সিন্ধু মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

সাগর হ'তে চুরি ডাগর তার আঁখি।
গভীর চাহনীতে করুণা মাখামাখি॥
সফরী সম তাহে ভাসিছে আঁখি-তারা,
তাহারি লোভে যেন উড়িছে ভুরু-পাখি॥
দুলে তরঙ্গ তাহে কভু ঘোর কভু ধীরে,
আঁখির লীলা হেরি' আঁখিতে আঁখি রাখি॥
ভীরু হরিণ-চোখে অশনি হান কেন,
শারাব-পিয়ালাতে জহর কেন সাকি॥
আঁখির ঝিনুকে কবে ফলিবে প্রেম-মোতি,
ডুবিবে আঁখি-নীরে সেদিনের নাহি বাকী॥

১৭৭৪.

সাঁঝের আঁচলে রহিল হে প্রিয় ঢাকা।
ফুলগুলি মোর বেদনার রং মাখা॥
আসিবে যখন ফিরে
আবার এ মন্দিরে,
চরণে দলিও আলপনা মোর অশ্রুর জলে আঁকা॥
বিরহ -মলিন বন-তুলসীর শুকানো মালিকাখানি,
ফেলিবার আগে ধন্য করিও একটু পরশ দানি'।
যেতে এই পথ 'পরে
যদি মোরে মনে পড়ে,
যমুনার জলে ভাসাইয়া দিও একটি মাধবী শাখা॥

১৭৭৫.

সাঁঝের প্রদীপ কেন নিভে যায়।
আমারি দীরঘ-নিঃশ্বাসে হায়॥
মালতীর মালা কেন কাঁদে হয়ে যায় ম্লান
অকারণ অভিমানে কেন কাঁদে প্রাণ,
বহু দূরে শুনি কা'র বিদায়ের গান —
কহে যেন — এ জনমে পাব না তোমায়॥

হৃদয়ের পদ্মিনী মেলেছিল দল
শুকাইয়া গেল হায় সরসীর জল,
হে বঁধু, ফিরে যদি আস কোনদিন —
ফুল যদি না পাও কাঁটা নিও পায়॥

১৭৭৬. নাটক : 'কাফন চোরা'

স্বাগত হে অতিথি!
ধর হৃদি-ফুলহার নব উপহার তব বরণ-গীতি!
ওগো প্রিয় বরণীয় অতিথি॥
বন্দিনী গাহে শোনো বন্দনা গান
কণ্ঠে তরঙ্গিত তরলিত তান,
গীতি-মধু গুঞ্জনে
নিতি মধু ভুঞ্জনে,
অঞ্জলি লহ মম পরম প্রীতি!
ওগো প্রিয় অতিথি॥

১৭৭৭.

স্বগতা কনক-চম্পক বর্ণা।
ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্না॥
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে
যেন ও-চরণ-নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে
এসো গো বিরহ-নীরস-রাতে,
হে প্রিয়া করিব প্রাণ অপর্ণা॥

১৭৭৮. রাগ : মেঘ, তাল : ত্রিতাল (দ্রুতগতি)

ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে।
বিহ্বল ধরণী,
দশ দিশি কাঁপে তরাসে॥
বিদ্যুৎ ঝলকে,
ঝামর অলকে,
ঝমঝম ঝাঁঝর বাজে ঘন আকাশে॥
শিখী নাচে হরষে
বারিধারা বরষে,
চাতক চাতকী পাগল পিয়াসে॥

১৭৮

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার আসিলে কি এত দিনে।
বাজালে দুপুরে বিদায়-পূরবী আমার জীবন-বীণে॥
ভয় নাই রানী, রেখে গেনু শুধু চোখের জলের লেখা,
রাতের এ লেখা শুকাবে প্রভাতে, চ'লে যাব আমি একা।
* * *

দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন।
ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,

মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ?

১৭৮০. নাটক : 'মধুমালা'

সুন্দর! সুন্দর! অপরূপ! নন্দন-আনন্দ! মনোহর!!
একহাতে মালা তার একহাতে তরবার
শুভ্র পদ্মজ্যোতিঃ ও-কি দেব-সেনাপতি।
ও কি রতির পতি কিশোর মুরলীধর॥

১৭৮১. রাগ : সরফর্দা, তাল : একতাল

সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন।
হউক দূর অকল্যাণ, সকল অশোভন॥
এ প্রাণ প্রভাতী-তারার প্রায়
ফুটুক উদয়-গগন-গায়,
দুঃখ নিশায় আন পূর্ণ চাঁদের স্বপন॥
সকল বিরস-হৃদয়-মন সরস কর হে,
আশার সূর্যে মৃত্যু-গহন বিপদ হর হে।
কাঁটার ঊর্ধ্বে ফোটাও ফুল
ভোলাও পথের দুঃখ ভুল,
এ বিশ্ব হোক পূজা-দেউল পবিত্র-মোহন॥

১৭৮২. রাগ : মান্দ্ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

সুরের ধারার পাগল-ঝোরা নামিল সখি মোর পরাণে।
ভরি' মোর নিশীথ নিঝুম
বাজে নূপুর কার রুমঝুম,
মোর চোখে নাহি ঘুম—
পাষাণ টুটে লো যায় ছুটে মন-তটিনী মোর সাগর পানে॥
পান্‌সে চাঁদের জোছনাতে ঐ বেলের কুঁড়ি মুঞ্জরে,
মন যেতে চায় ফুল-বিছানো বকুল-বীথির পথ ধ'রে।
আজ চাইবে যে, দিব তাকে
সেই ফুল ছুঁয়ে এই আপনাকে,
অরুণ-রাগে হৃদয় জাগে, ভাসিয়া যাব নৃত্যে গানে॥

১৭৮৩. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

সে প্রিয় কেন গো এলো আজি বল আমারি হৃদিতলে হায়।
আমি যে সহিতে পারিনা সখি হায়॥
সে প্রিয় আসে আমারি পাশে
আঁখি দু'টি জলে কেন গো ভাসে,
সখি গো আন্ তারে যায় চলে মানভরে বঁধুয়া হায়॥

১৭৮৪. রাগ : ঝিঁঝিট, তাল : কাহার্‌বা

সেই পুরানো সুরে আবার গান গেয়ে কে যায় নিতি।
গেয়েছিল এমনি সুরে একদা এক অতিথি॥
কণ্ঠে তাহার এমনি, মায়া প্রাণ-মাখানো এমনি,
গাইত হতাশ তরুণ পথিক, এমনি করুণ-গীতি॥

এনেছিল বাসন্তি রং তার ছোঁওয়া আমার প্রাণ,
মুছে গেছে রঙের সে-দাগ, কে জাগায় ফের তার স্মৃতি ॥
চ'লে গেছে তাহার সাথে বসন্ত মোর অকালে,
ভ'রে গেছে ঝরা ফুলে শুকনো পাতায় বন-বীথি ॥
ভুলিয়াছিলাম ভালো তাই কি পুন কাঁদাতে
আসিল সে সিঁদুর-রাগে রাঙাতে সাঁঝের সিঁথি ॥

১৭৮৫.

সেদিন ছিল কি গোধূলি-লগন শুভদৃষ্টি ক্ষণ।
চেয়েছিল মোর নয়নের পানে যেদিন তব নয়ন ॥
সেদিন বকুল শাখে কি গো আঙিনাতে
ডেকে উঠেছিল কুহু-কেকা এক সাথে,
অধীর নেশায় দুলে উঠেছিল মনের মহুয়া বন ॥
হে প্রিয়, সেদিন আকাশ হতে কি তারা পড়েছিল ঝ'রে,
যেদিন প্রথম ডেকেছিলে তুমি মোর ডাকনাম ধ'রে।
(প্রিয়) যেদিন প্রথম ছুঁয়েছিলে ভালবেসে
আকাশে কি বাঁকা চাঁদ উঠেছিল হেসে,
শঙ্খ সেদিন বাজায়েছিল কি পাষাণের নারায়ণ ॥

১৭৮৬.

সেদিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে হেসেছ বুকে মোর মধু-হাসিনী।
পরেছ গলায় আমার দেওয়া ফুল সে কি গো সবি ভুল বিজন-বাসিনী।
যেচেছ কত না আদর সোহাগ
ক্ষণে অভিমান ক্ষণে অনুরাগ,
কত প্রিয় নামে ডেকেছ আমায় সে কি গো গেছ ভুলে মধুভাষিণী ॥
আমার সাধ-আশ-সাধনা-সুখ হাসি
তোমার সনে প্রিয় সকলি গেছে ভাসি,
কেন ফেলে দিলে নিরাশার কূলে, কোন্ অপরাধে বল উদাসিনী ॥

১৭৮৭. নাটক : 'মধুমালা'

সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপার খাটে কেশ।
ময়ূরপঙ্খী যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ ॥
তার নামের চেয়ে রূপে সখী অনেক বেশী মউ,
নবলক্ষের মালা পাবে সে হবে যার বউ।
তারায় তারায় ছড়িয়ে আছে তারি রূপের রেশ,
ময়ূরপঙ্খী যাও উড়ে সেই মধুমালার দেশ ॥

১৭৮৮.

সোজা পথে চল রে ভাই, ঈমান থেকো ধ'রে।
খোদার রহম মেঘের মত ছায়া দেবে তোরে ॥
তুমি বিচার করো না — কেউ করলে তোমার ক্ষতি
এক সে-বিচার-করনেওয়ালা ত্রিভুবনের পতি,
তোর ক্ষতির ডালে ধরবে মোতি তাঁর বিচারের জোরে ॥
সকল সময় ধ'রে থেকো আল্লা নামের খুঁটি

তিনি তোমার হেফাজতে দিবেন ক্ষুধার রুটি,
ইয়াকিন দিলে থেকো তুমি, নিবেন তোমায় ত'রে ॥

১৭৮৯. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : কাহারবা

জনম জনম গেল আশা- পথ চাহি'।
মরু-মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি ॥
বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে,
পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে।
জ্বালিয়া আলেয়া-শিখা, নিরাশার মরীচিকা
ডাকে মরু-কাননিকা শত গীত গাহি' ॥
এ মরু ছিল গো কবে সাগরের বারি
স্বপন হেরি গো তারি আজো মরুচারী।
সেই সে সাগর-তলে, যে তরী ডুবিল জলে
সে তরী- সাথীরে খুঁজি মরু-পথ বাহি' ॥

১৭৯০.

হে মোহাম্মদ এসো এসো আমার প্রাণে আমার মনে।
এসো সুখে এসো দুখে আমার বুকে মোর নয়নে ॥
আমার দিনের সকল কাজে
যেন তোমার স্মৃতি রাজে,
এসো আমার ঘুমের মাঝে —
এসো আমার জাগরণে ॥
কোরান দিলে, দিলে ঈমান, বেহেশ্‌তের দিশা দিলে,
পাপে তাপে মগ্ন আমায় খোদার রাহে ডেকে নিলে।
তোমায় আমি ভুলব কিসে
আছ আমার রুহে মিশে,
আমি তোমার প্রেমের পাগল রেখো আমায় ঐ চরণে ॥

১৭৯১. রাগ : খাম্বাজ, তাল : কাওয়ালি

হাওয়াতে নেচে' নেচে' যায় ঐ তটিনী।
পাহাড়ের পথ-ভোলা কিশোরী নটিনী ॥
তরঙ্গ আঁচল দুলায়ে
বনভূমির মন ভুলায়ে,
চলেছে চপল পায়ে একাকিনী উদাসিনী ॥
এঁকে বেঁকে থম্‌কে গিয়ে,
হরিণীরে চম্‌কে দিয়ে।
ছুটিয়া যায় সুদূরে
আয় আয় বলি, ডাকে কে কূলের বধূরে,
নেচে চলে পথ বেভুল ঘর-ছাড়া বিবাগিনী ॥

১৭৯২.

হাসি মুখে বাসি ফুল ফেলে দাও ভোরে।
মোর মন নিয়ে ফেলে দিলে তেমনি ক'রে ॥
কেন ডেকেছিলে তব উৎসব সভাতে
অবহেলা ভরে যদি ফেলে দিবে প্রভাতে,

অকারণ অকরুণ বাণ হানিতে কেন —
বনের পাখিরে এনেছিলে পিঞ্জরে॥
গান গেয়ে চলেছিনু আপনার পথে,
কেন তব হৃদয়ে ঠাঁই দিলে আমারে এনে পথ হতে।
পুতুল খেলার মত মোরে ল'য়ে খেলিলে
বক্ষে রাখিয়া শেষে পায়ে দ'লে ফেলিলে,
দেবতার পূজা শেষে বিগ্রহ ল'য়ে —
ডুবাইলে নদী-জলে নিষ্ঠুর করে॥

১৭৯৩. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

হায় ঝ'রে যায় মোর আশা-কুসুম বারে বারে।
ফিরে যায় কেঁদে বসন্ত কুঞ্জ-দুয়ারে॥
বহিল বৈশাখী ঝড়, ঝরিয়া গেল বনফুল,
বিঁধিছে কণ্টক স্মৃতির, উড়িয়া গেল গো বুল্‌বুল্।
যেন কার ব্যথিত নিশ্বাস শ্বসিয়া ফিরিছে হেথা,
দলিত রাঙা গোলাপে জাগিছে তাহারি ব্যথা।
মুরছায় দশ দিশি যেন ব্যথা-ভারে॥
ছিল যথায় রাঙা ফুল-মেলা
আজি পাতা ঝরার সেথা খেলা,
অবেলায় বাজে বিদায়-বাঁশি বন-পারে॥

১৭৯৪. রাগ : মাঢ়, তাল : পাঞ্জাবী ঠেকা

হায় স্মরণে আসে গো অতীত কথা।
নয়নে জল ভরে তাই হৃদয় করে ব্যথা,
মুখ তার রহি' রহি পড়ে মোর মনে॥
তার স্মৃতি ভুলিতে চাহি যতই
সখি মনে পড়ে তারে ততই,
সে কাঁদায় সখি মোরে ঘুমে জাগরণে॥
তার সাথে গেছে প্রাণ, দেহ আছে প'ড়ে,
বাঁচার অধিক আমি সখি গো আছি ম'রে।
নাহি ফুল, আছে কাঁটার স্মৃতি
নাহি আর সে-চাঁদিনী তিথি,
নাহি আর সুখ শান্তি সখি এ জীবনে॥

১৭৯৫. রাগ : বড় হংসে সারং, তাল : ত্রিতাল

হংস-মিথুন ওগো যাও ক'য়ে যাও।
বৈশাখী তৃষ্ণার জল কোথা পাও॥
কোন্ মানস-সরোবর জলে
পদ্মপাতার ছায়া-তলে,
পাখায় বাঁধিয়া পাখা দু'জনে প্রখর বিরহ দাহন জুড়াও॥
অলস দুপুর মোর কাটে না একা,
ঝ'রে যায় চন্দন-পত্রলেখা।
কখন আসিবে মেঘ নভে

মিটিবে আমার তৃষ্ণা কবে,
তৃষায় মূর্চ্ছিতা চাতকী কোথায় তাহার ঘনশ্যাম, ব'লে দাও॥

১৭৯৬. রাগ : অরুণ রঞ্জনী (নজরুল সৃষ্ট), তাল : ত্রিতাল

হাসে আকাশে শুকতারা হাসে।
অরুণ-রঞ্জনী-উষার পাশে॥
ওকি উষসীর সাথী
বাসর ঘরে জাগে রাতি,
(ওকি) সখীর মনের কথা জানে আভাসে॥
হাসির ছটায় ওর আঁখি কেন নাচে,
রবির রথের ধ্বনি ওকি শুনিয়াছে।
(ও) কেন দিবা আসিবার আগে
শ্রান্ত বধূর ঘুম ভাঙে,
(ওকি) ধরার সূর্যমুখী ফুটেছে নভে —
প্রিয়তমে প্রথম দেখার আশে॥

১৭৯৭. রাগ : আশাবরী, তাল : ত্রিতাল

হে নট-ভৈরবী আশাবরি।
ওঠো গো অরুণ গান বিসরি'॥
চেয়ে আছ জলভরা নয়নে,
তীব্র নিদাঘ তাপ কোমল করি'॥
পঞ্চমে কোয়েলিয়া ক'য়ে যায়
প্রথম প্রহর দিবা ব'য়ে যায়,
গুরু গঞ্জনা দিতে আসে ঐ —
মুখ ভার করি' তব ননদিনী তোড়ী॥

১৭৯৮. রাগ : রাগেশ্রী, তাল : সুরফাঁক্তাল

হে প্রবল দর্পহারী কৃষ্ণ-মুরারি।
শরণাগত আর্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ —
যুগ যুগ সম্ভব নারায়ণ দানবারি॥
ভূ-ভার হরণে এসো জনার্দন হৃষিকেশ,
কল্কীরূপে অধর্ম নিধনে এসো দনুজারি —
কংসারি গিরিধারী ডাকে ভয়ার্ত নরনারী॥
দুর্বল দীনের বন্ধু, জন-গণ ত্রাতা
নিঃস্বের সহায় পরমেশ বিশ্ব-বিধাতা,
তিমির-বিদারি এসো মহা-ভারত-বিহারী॥
এসো উৎপীড়িতের নীরব রোদনে এসো
এসো বীরের আত্মদানে প্রাণ-উদ্বোধনে এসো,
দেশ-দ্রৌপদীর লজ্জাহারী, দৈত্য-গর্ব-খর্ব-কারী —
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী॥

১৭৯৯. তাল : ত্রিতাল

হে প্রিয়তম অন্তরে মম রোদনের একি ঢেউ নিশিদিন দুলে।
নদী-স্রোতের মত মোরে টানিয়া আনিলে কোন্ বিরহের সাগর কূলে॥

আঁধার বনে ছিনু বনলতা একা
কেন ফুল ফোটালে কেন দিলে দেখা,
অসহ বেদনার এত মধু দিলে যদি বুকে কেন নিলে না তুলে'॥
বাহির ভুবনে রহ যেন তুমি উদাসী
অন্তরে বসি' চোর বাজাও বাঁশি,
এই মন হয়ে ওঠে বিরহ-বৃন্দাবন লোক লাজ গৃহ কাজ সব যাই ভুলে॥

১৮০০.

হৃদয় চুরি করতে এসে পড়লো ধরা চোর।
বন্দী থাকো এই হৃদয়ে এবার জীবন ভোর॥
মনের দুয়ার ভেঙে এবার
পালিয়ে যেতে পারবে না আর,
প্রহরী যে পলক-হারা নয়ন দু'টি মোর॥
হে চোরের রাজা! করলে চুরি ত্রিভুবনের মন,
এনেছি তোমার সাজার বিপুল আয়োজন।
আকুল কুন্তল দিয়ে
রইনু তোমার পা জড়িয়ে,
তোমায় নিঠুর হাতে শিক্‌লি দিলাম আমার গলার ফুল-ডোর॥

১৮০১. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : একতাল

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যত পালাতে চাই নিকট ততই বাঁধে॥
স্বপন শেষে বিদায় বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায় ভোরের করুণ চাঁদে॥
বাহির আমার পিছল হ'ল কাহার চোখের জলে,
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যত চলে।
পার হতে চাই মরণ-নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি',
আমায় ওগো বে-দরদী ফেলিলে কোন্ ফাঁদে॥

১৮০২. রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা

হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি' গত নিশি।
নিশি-শেষে চাঁদ পূর্ণিমা চাঁদ গেল মিশি॥
নয়ন মুদি কুমুদী ঐ
কাঁদে প্রিয় কই,
পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ, পিউ কাহাঁ দশ দিশি॥

১৮০৩.

হে অশান্তি মোর এসো এসো —
(তব) প্রবল প্রেমের লাগি ভবন হ'তে।
বৈরাগিনী বেশে এসেছি বাহির পথে॥
কুণ্ঠা ভুলায়ে দাও, খোলো গুণ্ঠন,
দস্যু-সম মোরে কর লুণ্ঠন,

তৃণ সম মোরে ভাসাইয়া ল'য়ে যাও —
কূল-ভাঙা বিপুল বন্যা-স্রোতে॥
নদীরে যেমন ক'রে টানে পারাবার,
তেমনি মরণ-টানে আমারে টানো, হে বন্ধু আমার।
প্রলয়-মেঘের বুকে বিজলী সম
তোমারে জড়ায়ে রব, হে প্রিয়তম,
হবে শুভদৃষ্টি তোমায় আমায় —
মরণ-হানা অশনির আলোতে॥

১৮০৪. নাটক : 'মধুমালা'

(এসো এসো) হে হিজয়ী! হে না-দেখা রূপের কুমার।
তন্দ্রা-অলস এই চন্দ্রা নিশির ভাঙো ভাঙো দ্বার॥
স্বপন কুমারীর খোলো গুণ্ঠন
ঘুম-কিশোরীর আনো জাগরণ,
দস্যুসম এসে কর লুণ্ঠন
কুণ্ঠিত প্রেম-মধুনিশি গন্ধার॥

১৮০৫.

হের গোধূলি-বেলা সই ঘনিয়ে এলো ওই
(ঐ হের গোধূলি) কি ভয়ে কি জানি উঠ্‌ল অঙ্গ ছ'ম্‌কে।
কেন জল নিতে এলাম সই অবেলা
একে অল্প বয়স তাহে একেলা,
কাঁধে কাঁখে ঘড়া দেহে ডালি-ভরা
যৌবন-পসরা উঠি চ'ম্‌কে॥
পিছে পিছে আসিছে যেন কে হাসে চটুল চোখে।
আর চল্‌তে নারি সখি ধর ধর
কাঁপে দেহলতা কেন থর থর,
ঐ কলঙ্কী কালারে বল্ যেতে বল্
দেশ ভরিবে মোদের কলঙ্কে।
বল্ কারে, জল নিতে কাল হ'তে —
আস্‌ব না আর এ পথে॥

১৮০৬. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

হেরি আজ শূন্য নিখিল, প্রিয় তোমারি বিহনে।
কোথা হায় তুমি কোথায় উঠিছে কাঁদন পবনে॥
কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে,
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে॥
কান্তা-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে,
সে কোথায় গেছে উড়ে' সাথী তার কোন গগনে।
আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি,
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে॥
ভাসিয়া চলেছি আজ স্রোতের কুসুম সম,
নিরাশার পাথার-জলে তোমারি অন্বেষণে॥

১৮০৭. রাগ : বেহাগ-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

হেলে দুলে নীর ভরণে ও-কে যায়।
(কিশোরী) ছল ক'রে কলসী নাচায়॥
দুলে দোদুল্‌ তনু-লতা, বাহু দোলে, দুলে অঞ্চল চঞ্চল বায়.
দুলে বেণী, দুলে চাবি আঁচলায়॥
নাচে জল-তরঙ্গে তটিনী রঙ্গে জলদ্‌ দাদ্‌রা বাজায়,
(তার পায়) মম পরাণ নূপুর হতে চায়॥

১৮০৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : খেম্‌টা

হেসে হেসে কল্‌সি নাচাইয়া কিশোরী চলে।
রিনি ঠিনি কলস-কাঁকনে কি কথা বলে॥
নেচে চলে যেন ঝরনা চাঁপা-বরণা বাহু দোলাইয়া,
নয়ন-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ নদীর জলে॥
এত রূপ লাখ চোখে ধরে না তারে দেখি কি ক'রে,
বিধি দিল দু'টি আঁখি আমারে তাহে হায় পলক পড়ে।
গ্রামের পথ চাহে তারে
ডাকে বাঁশি বন-পারে,
গিরি-দরী চাহে যারে —
চাহি তারে কোন্‌ ছলে॥

১৮০৯.

য়্যা এলাহি, য়্যা এলাহি
তোমার রাহে কর মোরে রাহী॥
ফরজ ওয়াজেব আমি জানি না হে স্বামী
তোমার নামে মশগুল দিবা যামী,
চাহিনা শাফায়ৎ বেহেশ্‌তে দৌলত হে প্রভু শুধু তোমার চাহি॥
পতঙ্গ যেমন ধায় দীপ পানে
তোমার জ্যোতি মোরে তেমনি টানে,
তোমার বিরহে নিশিদিন কাঁদি পরাণে আমার শান্তি নাহি॥
আমারে রাখ তব প্রেমে ছেয়ে
বিশ্ব ভুলি যেন তোমারে পেয়ে,
নদী যেমন যায় সাগরে ধেয়ে —
তেমনি ছুটি যেন তব নাম গাহি'॥

১৮১০.

ক্ষমা সুন্দর আল্লা, মোদের ভয় দেখিও না আর।
দোজখের ভয়ে হতে পারিনা হে প্রিয়তম, বেড়াপার॥
কেন দুনিয়ায় পাঠাইলে
কেন গুণাহের বোঝা দিলে,
তুমি তো জানিতে দুনিয়ায় পুড়ে মরিব যে তিলে তিলে।
হেথা পদে পদে করি অপরাধ
তোমারে পাওয়ার তবু জাগে সাধ,
অপরাধ শুধু দেখ কি গো তুমি, রোদন দেখনা তার॥

হে পরম প্রিয়, তোমারে খুঁজিতে গিয়া মোরা কত ভুল পথে চলি
তুমি ভেবে খেলি সুন্দর মায়া নিয়া পরে বিষের দাহনে জ্বলি॥
তুমি জান স্বামী তব পথে কত কন্টক, কত বাধা,
যে পথে যাই সেই পথে লাগে দুনিয়ার ধুলো-কাদা।
জন্ম-অন্ধ জানিনা কাহারে
তুমি ভেবে হাত জড়াইয়া ধরে,
দু'চোখে নূরের তৃষ্ণা ল'য়ে কি পাব দোজখের নীর॥

১৮১১. নাটক : 'ধ্রুব' (ধ্রুব ও সুনীতির গীত)

উভয়ে : জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর মদন মনোহর কাননচারী।
গোপী-চন্দন আমোদিত তনু বনমালী হরি বংশীধারী॥
ধ্রু : চাঁচর চিকুরে শোভে শিখী-পাখা,
বাঁকা ত্রিভঙ্গিমা চারু নয়ন-বাঁকা।
সু : ও বাঁকা রূপ যেন মর্মে রহে আঁকা
মনে বিরহ কালা বন-বিহারী॥
সু : ভক্তি প্রেম প্রীতি তব রাঙা পায়
ধ্রু : নূপুর হ'য়ে হরি, যেন বাজিয়া যায়,
সু : জনমে জনমে কৃষ্ণ-কথা গায়
যেন এ দেহ মন শুকসারী॥

১৮১২. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : কাওয়ালি

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে,
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে॥
তোমারি সে নিদেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে॥
করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে 'আদমেরে' করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী!
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে ত গো তার পাওনা জানি'
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে॥

১৮১৩. রাগ : ভৈরোঁ, তাল : কাওয়ালি

পিও শরাব পিও!
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে
সে তিমির-পুরে
তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া রবে না সাথে॥
পিও নিমেষ-মধু!
পুন গাহিব না কা'ল আজি যে গাহি।
শোনো শোনো মোর গান —
'রাতে শুকাল যে গুল্ হাসিবে না সে প্রাতে'॥
ওরা কহিছে সদাই —
'পাবি মোহিনী হুরী', শোনো আমার বাণী —

'ওরে মধুরতর
এই আঙুর-পানি এই পান্‌শালাতে॥
ধর্‌ নগ্‌দা যা পাস্‌,
মিছে র'স্‌নে ব'সে বাকি পাওনা-আশায়,
দূরে মৃদং বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মনে ভোলাতে।

১৮১৪. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

কানন গিরি সিন্ধু-পার ফির্‌নু পথিক দেশ-বিদেশ।
ভ্রমিনু কতই রূপে এই সৃজন ভুবন অশেষ॥
তীর্থ-পথিক এই পথের ফিরিয়া এলো না কেউ,
আজ এ পথে যাত্রা যার, কা'ল নাহি তার চিহ্ন লেশ॥
রাত্রি দিবার রংমহল চিত্রিত এ চন্দ্রাতপ
দু'দিনের এ পান্থবাস এই ভুবন – এ সুখ-আবেশ॥
ভোগ-বিলাসী, 'জমশেদের' জল্‌সা ছিল এই সে দেশ,
আজ শ্মশান, ছিল যথায় ''বহ্‌রামের'' আরাম আয়েশ॥

১৮১৫. রাগ : ভূপালি মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

আজ বাদে কাল আসবে কি না
কে জানে ভাই কে জানে।
ভোল রে ব্যথা বেদন-আতুর,
লাল শারাব-ভরপুর-প্রাণে॥
ঝরছে শারাব জোছনা-উজল,
হাসতেছে চাঁদ ঝলমল,
কালকে এ চাঁদ খুঁজবে বৃথাই,
হারিয়ে যাব কোন্‌খানে॥
প্রেমিক যত আমার মতো
মদের রঙে হোক রঙীন,
হোক দীওয়ানা মস্‌ত্‌ নেশায়
নিমেষ-সুখের সন্ধানে॥
এম্‌নি চোখে হেরি ধরায়
দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই,
কালের কথা আজ ভুলে যাই
দুখ্‌-ভুলানো মদ পানে॥

১৮১৬. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা

যেদিন লব বিদায় ছাড়ি ধরায়।
ধুয়ো 'লাশ' আমার লাল পানি দিয়ে॥
শেয়র : শারাবী জম্‌শেদী গজল 'জানাজায়' গাহিও আমার
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারাবী ঐ শারাব-খানার!
'রোজ-কিয়ামতে' তাজা উঠবো জিয়ে॥
শেয়র : এমনি পিইব শারাব ভেসে যাবো তাহার স্রোতে,
উঠিবে খোশবু শারাবের আমার ঐ গোরের পার হতে;
টলি' পড়বে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে॥

১৮১৭. রাগ : কালাংড়া, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

কোন্ মাটিতে আমার কায়া
সৃজিলে হায় প্রভু মোর।
মস্‌জিদে মোর ঠাঁই নাহি পাই,
সকল দেউল বন্ধ-দোর ॥
ফিরি নগর-নারীর মতো
কাফের দরবেশ বদ্-নসীব,
নাই বেহেশ্‌তের আশা আমার,
দীন ও দুনিয়া শত্রু ঘোর ॥
বেড়াই শ্রীহীন, দেয় অভিশাপ
যে হেরে সেই আমারে,
রূপ-পূজারী ভুলতে নারি
মোর প্রতিমার মুখ কিশোর ॥
চাইব শারাব, প্রিয়ার অধর
মরব যেদিন পানশালায়,
কোথায় নরক, কোথায় স্বরগ,
শারাব-নেশায় রইব ভোর ॥

১৮১৮. রাগ : বেহাগ, তাল : দাদ্‌রা

রে অবোধ! শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটির ধরা।
শূন্য ঐ অসীম আকাশ রংবেরং-এর খিলান-করা ॥
হাওয়াতে শূন্য নিমেষ নিমেষে যার হ'য়ে শেষ।
এসেছি পথিক এ পর-দেশ জীবন-মৃত্যু ভরা ॥
হুরী আর গানের প্রিয়া, সাথে তার শারাব নিয়া
চল ঐ সবুজ-বিথার ঝর্না-কিনার গোলাব-ঝরা ॥
এর অধিক সুখের বিলাস স্বরগে করিসনে আশ
সে স্বরগ নাই রে কোথাও এমন উধাও দুখ্-পসরা ॥

১৮১৯. রাগ : মান্দ, তাল : কাহার্‌বা

আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা ॥
অকুণ্ঠিত চিত্তে ব'স নিরালা ভোর হাওয়ার সাথে,
পূরাও আশা পিয়ে সুধা নিতুই নূতন অধর-ঢালা ॥
কর ত্বরা, এ আব-খোরা ভরাও নূতন শারাব দিয়ে,
নাহি গো মোর সাকির হাতে চাঁদির গেলাস, চাঁদের থালা ॥
কি স্বাদ পেলে জীবন-মধুর শারাব যদি না হয় সাথী,
স্মরণে তার আরো তাজা আনো শারাব ভর-পিয়ালা ॥
আরো নূতন রঙে রেখায় গন্ধে রূপে, দিল-পিয়ারা
আমার প্রিয়া! আমার তরে কর এ নিখিল উজ্জ্বালা ॥
প্রিয়ার ছায়া-বীথির পথে যাবে যখন, ভোরের হাওয়া,
নূতন করে শুনায়ো তায় হাফিজের এ গান নিরালা ॥

১৮২০. রাগ : বাগেশ্রী-কাফি, তাল : কাহার্‌বা

আমরা পানের নেশার পাগল, লাল শারাবে ভর গেলাস
পান-বেহুঁশে আয় রেখে ঐ সাকির বিলোল্ আঁখির পাশ ॥

চাঁদ পিয়ালায় রবির কিরণ ঢালার মতো শারাব ঢাল,
ছায় না যেন দিনের আনন কস্তুরী-কেশ খোঁপার ফাঁস ॥
শারাবখানার সদর-ঘরে বসো খানিক ধর্মাধিপ,
এই আনন্দ-ধারায় নেয়ে নাও ধুয়ে সব পাপের রাশ ॥
মোমের বাতির মতো, সুফী কেঁদে গলাও আপনাকে!
এই বিষাদ এই ব্যথার পারে দাও আনন্দ ভর্-আকাশ ॥
নূতন দিনের বধূ যদি আসে তোমার, খোশ-নসীব!
যৌতুক তায় দিও লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস ॥

১৮২১. রাগ : পিলু, তাল : কাওয়ালি

ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে বলো গো সেই হরিণীরে।
আর কত দিন দিশাহারা ঘুরব একা মরুর তীরে ॥
মিষ্টি চিনির পসরিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,
এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায় না ফিরে ॥
গোলাব লো! তোর রূপের গরব দেয় না বুঝি জিজ্ঞাসিতে,
প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে ॥
চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,
চপল পাখি ধরতে সে গো বিছায় না জাল আকাশ ঘিরে ॥
বঁধুর পাশে বসে তোমার ঢাল্‌বে যেদিন রঙীন শারাব
স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে ॥
শেয়র : সরল-তনু, কাজল-আঁখি, চাঁদের মালা ললাট-কূলে —
রঙীন্ প্রেমের লাগল না রঙ কেন গো সে রূপের ফুলে।
তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা —
মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা!
হাফেজী এই গজল যদি পৌঁছে আকাশ, নয় সে কিছু,
গাইবে সে গান 'জোহরা' তারা, নাচবে 'ঈশা' সে সুর মীড়ে ॥

১৮২২. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাওয়ালি

আজ সুদিনের আসল উষা, নাই অভাব আজ নাই অভাব।
অরুণ রবির মতন রাঙা পেয়ালা ভরি' আন্ শারাব ॥
ঊষার করে পেয়ালা রবির, উপচে পড়ে কিরণ-মদ,
মধুর উজল সময় এমন, আজ করো না দিল্ খারাব ॥
শান্ত কুটির, বন্ধু সাকি, মধুর-কণ্ঠ গায় গজল,
আয়েশ সুখের আরাম গো তায় নৌ-জোয়ানী বে-হিসাব ॥
নাচছে প্রিয়া সাকির সাথে, সুর-পিয়াসি দেয় তালি,
সাকির আঁখির মদির লীলা টুটায় মদের বদ্-খোয়াব ॥
মদের নেশার মিঠার লোভে, সাবাস চতুর ফুল-মালী —
লুকিয়ে রাখ সবুজ পাতায় শারাব-মধুর লাল গোলাব ॥
পর্‌ল প্রিয়া যেদিন কানে গানের মোতি হাফিজের,
সেদিন হতে উর্বশী মোর শুনছে গানের বীণ্-রবাব্ ॥

১৮২৩. রাগ : খাম্বাজ-পিলু, তাল : পোস্তা

ঐ লুকায় রবি লাজে হেরি মম প্রিয়ার।
ঐ এলো রূপের রবি তোর আঁধার থাকে কি আর ॥

মোর অকলঙ্ক শশী খোলে ঘোম্‌টা যবে মুখের,
হেরি, দুলে রবি শশী কানে দুল্‌ হয়ে যেন তার ॥
যবে অধীর মাতাল হিয়া, রয় পর্দানশীন্‌ প্রিয়া,
মদে বেহুঁশ হয়ে দরবেশ যবে জল্‌সা হল গুলজার ॥
মোর শরম ভরম সবি হায় দিলাম শারাব লাগি'
হেরি নয়ন-জলে ভেসে এ সুরা শোণিত হিয়ার ॥
বয় যাহার অশ্রু-চোখে ঐ বাদল-রাতের ধারা,
বয় বর্ষা সম তাহার নীল অঞ্চলে ফুল-বাহার ॥
মালা গাঁথিস্‌নে তুই হাফিজ ঐ শুষ্ক উপদেশের,
ফেলে অপরাধের কাঁটা তুই গাঁথ্‌ মালা ফুল হিয়ার ॥

১৮২৪. রাগ : ভৈরবী, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

দোষ দিয়ো না প্রবীণ জ্ঞানী হেরি' খারাব শারাব-খোর।
তাহার যে পাপ তারি একার, হয় না লেখা নামে তোর ॥
মন্দ ভালো যা হই আমি, তুই করে যা কাজ আপন,
কাট্‌ব তাহাই — যে ফসলের বীজ বুনেছি ক্ষেত্রে মোর ॥
হউক মসজিদ হউক মন্দির প্রেমের গতি সবখানেই,
গাইছে একই প্রেমের গীতি — কেউ সজাগ কেউ নেশায় ভোর ॥
জন্মদিনের ললাট-লেখা হবেই হবে পূর্ণ মোর
কেউ জানে না পর্দা-আড়ে আলোক না সে আঁধার ঘোর ॥
শেয়র : ভেঙেছি দ্বার, ফিরব না আর পুণ্যশালার জেল-খানায়,
আদিম পিতা আদমও ত স্বর্গ পেয়ে ছাড়ল তায়।
পুণ্যফলের ভরসা করে কাটিয়ো না কেউ বৃথাই কাল,
তোমার ললাট-লেখার বন্ধু, তুমিই নহ ওয়াকিফ্‌-হাল।
বেহেশ্‌তের ঐ কুঞ্জ-কানন মধুর, তবু হুঁশিয়ার!
ঝাউ-এর ছায়া, তরীর কিনার — তাই নিয়ে থাক্‌ সুখ-বিভোর ॥
মরণ-ক্ষণে যদি, হাফিজ, রয় হাতে তোর শারাব-জাম
মলিন ধরা হতে তোরে তুরন্ত নেবে বেহেশ্‌ত-দোর ॥

১৮২৫. রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : কাওয়ালি

চাঁদের মতন রূপ পেল তোমার রৌশন্‌ রূপ-বিভায়।
অপরূপ সে হল তোমার চিবুক গালের টোল খাওয়ায় ॥
তোমার রূপের পিয়াসি প্রাণ এলো হের অধর-তীর,
জানাও আদেশ ফিরুক সে প্রাণ, নয় বুঝি সে ছেড়ে যায় ॥
শেয়র : কখন মঞ্জুর হবে, প্রভু, এই ব্যথিতের আর্জি পেশ।
কোন্‌ মোহনায় এক হবে মোর হৃদয় ও তার আকুল কেশ।
নাই গো তাহার শান্তি ও সুখ হের্‌ল যারে ওই আঁখি,
তাহার চেয়ে চটুল ও-চোখ পর্দাতেই রাখ ঢাকি'।
রক্ত- রাঙা পথ হতে মোর বাঁচিয়ে চ'লো নীল আঁচল,
তোমার প্রেমের শহীদ অনেক রাঙিয়েছে ঐ পথতল।
ফুল্লমুখী ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিও ভোর-বায়ে,
তোমার দেশের ফুল-কাননের গন্ধ পাব সেই হাওয়ায় ॥
প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ — শুনেওয়ালা কও, 'আমীন'!
প্রিয়া আমার মৌ-মিঠে তার চূণীর ঠোঁটের চুম বিলায় ॥

১৮২৬. তাল : লোফা

আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল!
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায়!
যুগে যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল॥
আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥
সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়, আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব, আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ, রক্তে করি পথ পিছল।
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠা-বিহীন নিত্য-কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত-কমল।
আমরা ছাত্রদল॥
ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ-শতাব্দীর!
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল॥
আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

১৮২৭. রাগ : ইমন বেলাওল, তাল : তেওড়া

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোর ভাঙা তরী॥
মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো-মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁওয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চারি'॥
নব জীবনের 'ফোরাত'-কূলে গো কাঁদে 'কারবালা' তৃষ্ণাতুর,

ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ুরোপ — 'এজিদের' সেনা এপার ওপার নিকট দূর,
এরি মাঝে মোরা 'আব্বাস' সব পানি আনি প্রাণপণ করি'॥
যখন জালিম 'ফেরাউন' চাহে 'মুসা' ও সত্যে মারিতে ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই,
আজো 'নমরুদ' 'ইব্রাহিমেরে' মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী॥
ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা-জীর্ণের যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী॥
নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হতে।
ভবিষ্যতের স্বাধীন-পতাকা উড়িবে যে দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে ওগো তোমাদের সুখ স্মরি'॥

১৮২৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহারবা

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি!
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হালকা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী!
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বলল দীপালি॥
তালি-বন ঝুমকি বাজায় গায় 'মোবারক-বাদ' কোয়েলা।
উলসি' উপচে প'ল পলাশ-অশোক-ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোলনাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠ্‌ল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এলো কি অলখ্ আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্-রশীদ।
এলো কি আল্-বেরুণী, হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গাজ্জালী॥
সানাইয়া ভয়রোঁ বাজায়, নিঁদমহলায় জাগ্‌ল শাহজাদী।
কারুনের রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আস্‌ল রূপ-ওয়ালী॥
খুশির এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে, ফরহাদ ও শিরি।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি রে ফুল-মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় করে দে ফুল-ডালি॥

১৮২৯. মার্চের সুর

অগ্রপথিক হে সেনাদল জোর্ কদম্ চল্ রে চল।
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাথিয়ার জোয়ান,
হান্‌রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ।
কোথায় হাতুড়ি কোথা শাবল?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল রে চল॥
কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ রে সাজ!

আর বিলম্ব সাজে না চালাও কুচকাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল, জোর্ কদম্ চল রে চল্।।
প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব-উচ্চশির!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু- সঞ্চর গতি চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল, জোর্ কদম্ চল রে চল্।।
স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তারা, মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ,
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল, জোর কদম্ চল্ রে চল্।।
আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান্
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নব যুগের স্রষ্টাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।।
অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমেষে.
জয় করি সব তসনস্ করি' পায়ে পিষে —
অসীম সাহসে ভাঙি' আগল!
না-জানা পথের নকীব-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।।
পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল।
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।।
আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হতে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি হয়েছি বা'র;
পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্র-বাহিনী পথিক দল, জোর কদম্ চল্ রে চল্।।

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন্!
মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণ-শীল বুড়োরা করিছে তাহারি স্তব,
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিক-দল, জোর কদম্ চল্ রে চল্॥
আরো — আরো আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে? হ' আগুয়ান,
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান!
জ্বাল্ রে মশাল জ্বাল্ অনল!
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥
ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া, ওগো ভগিনীরা! ডাকে সঙ্গীরা!
তোমরা নাই গো, লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জির ঘন বাজি'
আমাদের পথে চল-চপল।
অগ্র-পথিক তরুণ-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥
নেমেছে কি রাতি, ফুরায় না পথ সুদুর্গম?
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম?
বসে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দুদিন ভোলে যদি লোকে — ভুলুক তাই!
মোদের লক্ষ্য চির-অটল।
অগ্রপথিক ব্রতীর দল, বাঁধ রে বুক, চল্ রে চল্॥
শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন ঊষার উদয়-সুসংবাদ!
ওরে ত্বরা কর্! ছুটে চল্ আগে — আরো আগে!
গান গেয়ে চল অগ্রবাহিনী, ছুটে চল্ আরো পুরোভাগে!
তোর অধিকার কর দখল!
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল! জোর কদম্ চল্ রে চল্॥

১৮৩০. রাগ : সিন্ধুরা, তাল : একতাল

কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী॥
ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
'ম্যায় ভুখা হুঁ'র ক্রন্দন-রবে নাচায়ে তুলিলে ধমনী॥
এসো বাংলার চাঁদ-সুলতানা বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের বীর-নারীদের ছায়া গো।
শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাংলার কাটুক আঁধার রজনী॥

১৮৩১. রাগ : বেহাগ খাম্বাজ, তাল : কাওয়ালী

অমর কানন মোদের অমর-কানন।
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন
আমাদের তপোবন॥
এর দক্ষিণে 'শালী' নদী কুলুকুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুল-ময়,
হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন॥
দূর-প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দূব-ঘাস,
উপরে মায়ের মতো চাহিয়া আকাশ,
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ॥
মোরা নিজ হাত মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুশি-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি ভেঙে হরিতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় পাখি, গানের মাতন॥
প্রহরী মোদের ভাই 'পূরবী' পাহাড়,
'শুশুনিয়া' আগুলিয়া পশ্চিম দ্বার,
ওরে উত্তরে উত্তরী কানন বিথার,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালি-বন॥
হেথা ক্ষেত-ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন॥
মোরা বটের ছায়ায় বসি করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন॥

১৮৩২. রাগ : রামকেলি, তাল : ত্রিতাল

ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন-পাতে।
ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি কুণ্ঠিত ভাষা
গুণ্ঠিতারে শুনাতে॥
হিম-শিশিরে মাজি' তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আন ভরি' দু' পাণি,
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি
বিশ্ব-সুষমা সভাতে॥

১৮৩৩. রাগ : পিলু, তাল : কাওয়ালি

কোথা চাঁদ আমার!
নিখিল ভুবন মোর ঘিরিল আঁধার॥
ওগো বন্ধু আমার, হ'তে কুসুম যদি,
রাখিতাম কেশে তুলি' নিরবধি,

রাখিতাম বুকে চাপি হ'তে যদি হার ॥
আমার উদয়-তারার শাড়ি ছিঁড়েছে কবে,
কামরাঙা শাঁখা আর হাতে কি রবে।
ফিরে এসো, খোলা আজো দখিন-দুয়ার ॥

১৮৩৪. রাগ : তিলোক-কামোদ-পিলু, তাল : কাওয়ালি

আধো ধরণী আলো আধো আঁধার।
কে জানে দুখ-নিশি পোহাল কার ॥
আধো কঠিন ধরা আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল।
আধো সুর, আধো সুরা — বিরহ, বিহার ॥
আধো ব্যথিত বুকের আধেক আশা,
আধেক গোপন আধেক ভাষা!
আধো ভালোবাসা আধেক হেলা
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত বেলা
আধো রবির আলো — আধো নীহার ॥

১৮৩৫. রাগ : তিলোক-কামোদ-দেশ, তাল : কাওয়ালি

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে।
মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়াছে ভ'রে ॥
কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে ॥
কেতকী ভাদর-বধূ ঘোমটা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণি-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনী ফুল মানা মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে ॥
গন্ধ-মাতাল চাঁপা দুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজী টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে ॥

১৮৩৬. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : কাওয়ালি

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের-কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে ॥
লতায় পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীলা রে।
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির-চেনা রে ॥
ফাগুন মাঠে শিস দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।
সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইশারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই ত আমার চির-চেনা রে ॥

১৮৩৭. রাগ : সাহানী, তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায় বেলায় সন্ধ্যা-তারা পূবের অরুণ রবি, —
তুমি ভালোবাস ব'লে ভালোবাসে সবি ॥
আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন তোমার প্রাণের হবি।
আমার বাণী, জয়মাল্য, রানি! তোমার সবি ॥

১৮৩৮. রাগ : ভীমপলাসী, তাল : মধ্যমান

আমি শ্রান্ত হয়ে আস্‌ব যখন পড়ব দোরে ট'লে
আমার লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধর্‌বে কি ঐ কোলে?
বাড়িয়ে বাহু আস্‌বে ছুটে?
ধর্‌বে চেপে পরাণ-পুটে!
বুকে রেখে চুম্‌বে কি মুখ নয়ন-জলে গ'লে?
তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা,
তা ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা?
বল বল জীবন-স্বামী,
সেদিনও কি ফিরব আমি?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না ঐ চরণের তলে?

১৮৩৯. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাওয়ালি

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
যেন এমনি কাটে আস্‌ছে-জনম তোমায় ভালোবেসে ॥
এম্‌নি আদর, এম্‌নি হেলা,
মান-অভিমান এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি ব্যথার বিদায়-বেলা এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন খণ্ড মিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে।
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সফল প্রেমে মেশে ॥
যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামী,
এবার এক হয়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি।
আপন সুখকে বড় ক'রে
যে-দুখ পেলেম জীবন ভ'রে
এবার তোমার চরণ ধ'রে নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে ॥

১৮৪০. রাগ : দেশ-পিলু, তাল : দাদ্‌রা

আঁধার রাতে কে গো একেলা
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা॥
কাঁদিয়া কারে খোঁজ ওপারে
আজো যে তোমার প্রভাত বেলা॥
কি দুখে আজি যোগিনী সাজি'
আপনারে ল'য়ে এ হেলা-ফেলা॥
সোনার কাঁকন ও-দুটি করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।
খুলিয়া ধূলায় ফেলো না গো তায়,
সাধিছে নূপুর চরণ ধ'রে।
হের গো তীরে কাঁদিয়া ফিরে
আজি ও-রূপের রঙের মেলা॥

১৮৪১. রাগ : সিন্ধু-ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া উতল্ হাওয়া কেশের বাসে॥
উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে,
কমল দুলে সূর্য শশী নিশীথ্-চুলে আঁধার-রাশে॥
চরণ-ছোওয়ায় পাতার ঠোঁটে
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,
আঁখির পলক পতন-ছাঁদে নিশীথ্ কাঁদে দিবস হাসে॥
গ্রহের মালা অলখ্-খোঁপায়
কপোল শোভে তারার টোপায়,
কুসুম-কাঁটায় আঁচল-বাধে রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে॥
সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে
বালার বিহগ কাঁকন বাজে,
জীবন তাহার সোনার স্বপন দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে॥
তোমার লীলা-কমল ক'রে
নিখিল-রানী! দুলাও মোরে।
ঢুলাও আমার সুবাসখানি তোমার মুখের মদির-শ্বাসে।
[সঙ্কিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

১৮৪২. রাগ : নটমল্লার-ছায়ানট, তাল : কাওয়ালি

হাজার তারার হার হয়ে গো দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই নাচাই শিখী কদম-তলে॥
'বৌ কথা কও' ব'লে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি' নামি বধূর নয়ন-জলে॥
ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ ক'রে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলাপটে ধরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে ॥

১৮৪৩. রাগ : ভৈরবী, তাল : যৎ

কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে
তুমি তো ঘুমায়ে আছ সুখে ফুল-শয়নে ॥
তুমি কি বুঝিবে বালা কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা কেহ ঝরে পবনে ॥
আকাশের আঁখি ভরি' কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গো ঝরি', ঝরে বারি শাওনে।
নিশীথে পাপিয়া পাখি এমনি তো ওঠে ডাকি'
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি বা অকারণে ॥
কে শুধায়, আঁধার চরে চখা কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক-তরে মেঘ ঝুরে গগনে ॥
কারে মন দিলি কবি, এ যে রে পাষাণ-ছবি
এ শুধু রূপের রবি নিশীথের স্বপনে ॥

১৮৪৪. রাগ : কালাংড়া, তাল : কাশ্মিরী খেমটা

রেশ্‌মি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিমঝিমিয়ে মরম কথা
পথের মাঝে চম্‌কে' কে গো থম্‌কে' যায় ঐ শরম-নতা ॥
কাঁখ-চুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উল্‌সি' ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা ॥
অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পরদেশী কে
হান্‌লে দিঠি পিয়াস-জাগা পথ্‌বালা এই উর্বশীকে
শূন্য তাহার কন্যা হিয়া
ভর্‌ল বঁধুর বেদ্‌না নিয়া,
জাগিয়ে গেল পর্‌দেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা ॥

১৮৪৫. রাগ : বিভাস মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল।
চল লো মেলি' পাখা রঙীন লঘু চপল ॥
যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি — ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল
কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বিঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল ফুলঝরা বনতল ॥
চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি,
সেই সে পথে চলি যে পথে আলেয়া-ছল ॥

১৮৪৬. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : কাহার্‌বা

পথে পথে ফের সাথে মোর বাঁশরিওয়ালা।
নওলকিশোর বাঁশরিওয়ালা ॥

তোমার নূপুর আমার চরণে
আপনি সাধিয়া পরালে কালা ॥
নিভাইয়া মোর ভবন-প্রদীপ
দেখালে নিখিল ভুবনে আলা ॥
কুল লাজ মান সকল হরি'
হরি করিলে মোরে ব্রজের বালা ॥

১৮৪৭. রাগ : কাফি-সিন্ধু, তাল : কাহার্‌বা

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়া রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে ॥
অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে ॥
ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সে তারা চন্দে ॥
মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা, আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে মাতি' কদম্ব-গন্ধে ॥
একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাঝে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া কেয়া-বেণীর বন্ধে ॥
দিনান্তে বসি' কবি একা পড়িস্ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে ॥

১৮৪৮. রাগ : ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী, তাল : কাহার্‌বা

রঙমহলের রঙমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালি।
রূপের কাননে আমরা ফুলদল কুন্দ মল্লিকা শেফালি ॥
রূপের দেউলে আমি পূজারিণী
রূপের হাটে মোর নিতি বিকিকিনি,
নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরি,
আমি সাঁঝে কাঁদি ভূপালী ॥
আমি শরম-রাঙা চোখের নেশা,
লাল শারাব আমি আঙুর-পেষা,
আঁখিজলে গাঁথা আমি মোতি-মালা,
দীপাধারে মোরা প্রাণ জ্বালি ॥

১৮৪৯. রাগ : সিন্ধু-কাফি-খাম্বাজ, তাল : যৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধূলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তারে মনে ॥
তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে ॥
আঁখিজলে ভাসি' গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি' 'আসিয়াছি ফিরে।

(আজি) সুখ-মধুমাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে ॥
কার সুখ লাগি' রে কবি বিবাগী,
সকল তেয়াগি' সাজিলি ভিখারি।
(তুই) কার আঁখিজলে বেঁচে র'বি ব'লে
ফুলমালা দ'লে লুকালি গহনে ॥

১৮৫০. রাগ : বাহার, তাল : মধ্যমান

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি-পাতে ॥
কেন কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদর বাজে?
কোন ক্রন্দন্ হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি' ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে ॥
মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীতে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।
ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পূরবীর বেদনাতে ॥

১৮৫১. রাগ : দেশ-সুরট, তাল : ত্রিতাল

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদ্না হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে ॥
বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মতো
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
বে শ'য়ে যায় কানে কানে ॥
উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অম্‌নি নামে কাজল ছায়া ॥
দুইটি হিয়াই কেমন কেমন —
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন,
বাজ্‌লো শুধু সাঁঝের গানে,
পূবের বায়ুর হুতাশ তানে ॥

১৮৫২. তাল : কাওয়ালি

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায় ॥
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায় ॥
আমারি মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায় ॥
আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।
আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে-মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায় ॥

১৮৫৩. রাগ : গৌড়মল্লার, তাল : কাওয়ালি

আজ নতুন কা'রে পড়লো মনে মনের মতনে
এই শাওন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে ॥
কার কথা আজি তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন-শিখায়
ভোলা যে মোর দায় হ'ল হায় বুকের রতনে।
এই শাওন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে ॥
আজ উতল ঝড়ের ঝংরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জলো-হাওয়ার ঝাপ্টা লেগে
অনেক কথা উঠলো জেগে,
আজ পরাণ আমার বেড়ায় মেগে একটু যতনে।
এই শাওন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে ॥

১৮৫৪. তাল : পোস্তা

আদর-গরগর
বাদর দরদর,
এ তনু ডরডর
কাঁপিছে থরথর।
নয়ন ঢলঢল
কাজল-কালো জল
ঝরে লো ঝরঝর ॥
ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে।
বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ-তনু পাখি সম
বরিষা-জরজর ॥

১৮৫৫. তাল : খেমটা

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপ্‌লো দুরুদুরু॥
মিট্‌লো না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক কর্‌লে শুরু অথির বিদায় কুহু
'উহু উহু উহু!'
হাতছানি দেয় রাতের শাওন,
অর্মনি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন —
আমি খুঁজি কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি, ছুটছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু,
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মতন, দেয়ার গুরু গুরু॥
পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে!
কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ?'
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্টা মারে
নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ!
'তালবনে'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগলী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায়
হীরের চুড়ি, ঘরি' ঘুরি' ঘুরি'
(ও সে) সকল আকাশ জুড়ি'।
থামলো বাদল-রাতে কাঁদা,
ভোরের তারা কনক গাঁদা,
ফুট্‌লো, ও মোর টুট্‌লো ধাঁধা —
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো!
থামলো নূপুর, ভোরের তারাও বিদায় নিল ঝুরি .
এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথে গো!
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু॥

১৮৫৬. তাল : খেমটা

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে॥
এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল-মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে॥
আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হল্‌দে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে!
ঐ বাবলা-ফুলে নাকছাবি তার,
গা'য় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে॥

১৮৫৭. তাল : দাদ্‌রা

কোন সুদূরের চেনা বাঁশির ডাক শুনেছিস ওরে চখা?
ওরে আমার পলাতকা!
তোর পড়লো মনে কোন্ হানা-ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা?
ওরে আমার পলাতকা॥
তোর জল ভ'রেচে চপল চোখে,
বল কোন্ হারা-মা ডাক্‌লো তোকে রে
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায় —
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায় —
উতল পাগল! চিনিস্ কি তুই চিনিস ওকে রে?
যেন বুক-ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়,
ওরে আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা!
ওরে আমার পলাতকা॥'
দখিণ হাওয়ায় বনের কাঁপনে —
দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ?
এতদিনে চিনলি কি রে পর ও আপনে!
নিশিভোরেই তাই কি আমার নাম্‌লো ঘরে সাঁঝ?
ধানের শীষে, শ্যামার শিষে —
যাদুমণি! বল্ সে কিসে রে,
তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন!
চোখ ভরা তোর উছলে কাঁদন রে!
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে!
যেন আচমকা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
'ওরে আয় আয় আয় —
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা।'
ওরে চপল পলাতকা॥

১৮৫৮. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে?'

ব্রজশ্যাম হে, আর জনমে হয়ো রাধা।
আমার পরাণ, তোমার পরাণ
এক সুরে আছে বাঁধা॥
তখন বুঝিবে হে মনে মনে,
কি ব্যথা রমণীর মনে,
তোমার বিরহে কাতর কত রাধা॥
আমি ব্রজ শ্যাম হব।
বাঁশরিতে সুর দিব,
তুমি সুর শুনে হারাইবে দিশা॥
গাগরি লইয়া কাঁখে
ডাকিবে ললিতাকে,
সাথে যাবে বড়ায়ি বিশাখা॥

না পেয়ে আপন জনে,
খুঁজিবে বনে বনে,
বনফুলে গেঁথো মালা ॥
মোর মত হবে দশা,
সদা শ্যাম শ্যাম নেশা,
ভ্রমর কূজনে মনে ব্যথা ॥

['দুখুমিয়ার লেটোগান', সংগ্রহ ও সম্পাদনা : মুহম্মদ আয়ুব হোসেন,
বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০০৩]

১৮৫৯. তাল : লোফা

পউষ এলো গো!
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো —
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে ॥
সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ — হা) মলিন চোখে চায়
পথ চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে।
পউষ এলো গো —
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নূতন আসার ভয়।
পউষ এলো গো! পউষ এলো —
শুক্‌নো নিশাস্ কাঁদন ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ — হা) ভাঙা গলার সুর
ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছড়ায়ে ॥

১৮৬০. তাল : কাহার্‌বা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে
উদাস পথিক ভাবে ॥
'ঘরে এসো' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে,
পথের পথিক পথেই ব'সে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চা'বে —
উদাস পথিক ভাবে ॥
বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাখায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে —
উদাস পথিক ভাবে ॥
বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,

একলা থাকার গানখানি সে গাবে —
উদাস পথিক ভাবে॥
হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধার আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়,
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে —
উদাস পথিক ভাবে॥

১৮৬১. রাগ : হিন্দোল, তাল : সাদ্রা

হিন্দোলি' হিন্দোলি'
ওঠে নীল সিন্ধু
গগনে উঠিল তার
কোন্ পূর্ণ ইন্দু॥
শত শুক্তি-আঁখি দিয়া
পিইছে চাঁদ-অমিয়া,
শিশির রূপে ঝরিয়া
পড়ে জোছনা-বিন্দু॥

১৮৬২. রাগ : হিন্দোল

দুলে চরাচর হিন্দোল-দোলে
বিশ্বরমা দোলে বিশ্বপতি-কোলে॥
গগনে রবি-শশী গ্রহ-তারা দুলে,
তড়িত-দোলনাতে মেঘ ঝুলন ঝুলে।
বরিষা-শত-নরী
দুলিছে মরি মরি,
দুলে বাদল-পরী
কেতকী-বেণী খোলে॥
নদী-মেখলা দোলে, দোলে নটিনী ধরা,
দুলে আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।
করিয়া জড়াজড়ি দোলে দিবস-নিশা,
দোলে বিরহ-বারি, দোলে মিলন-তৃষা।
উমারে লয়ে বুকে
শিব দুলিছে সুখে,
দোলে অপরূপ
রূপ-লহর তোলে॥

১৮৬৩. রাগ : মালকোষ, তাল : তেওড়া

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।
সে-নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি'
শোনাও নব বাণী,

তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ-শম্ভু।
ললাট-শশী টলি' জটায় পড়ে ঢলি',
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি'।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মূরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।
আঁধারে পথহারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু॥

১৮৬৪. রাগ : যোগিয়া, তাল : ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি'
তরুণ বিবাগী॥
হের তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া তব প্রেম মাগি'
তরুণ বিবাগী॥
ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো!
যোগী, যোগ ভোলো!
এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো! নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী॥

১৮৬৫. রাগ : দেশ

কে শিব-সুন্দর শরত-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি'
ভরিল নভোতল ক্রন্দনে॥
বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান চারী নব,
দিগ্ দিগন্তরে জীবন-৬ .সব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে॥
মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি' ফণি আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বল ওগো ও চির-ভোলা!
কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্তন জাগে চরাচরে,

ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে ॥
পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যারূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এলো নেমে
মর্ত্যে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে ॥

১৮৬৬.

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু
(সে) লইল মিঞার ঘরে।
আমার কালী মা ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে
বুঝি মুসলিম করে ॥
আমায় বুঝি মুসলিম করে গো —
মুর্গীর লোভে দর্গায় এসে
বুঝি টিকি মোর হরে গো।
আমার শিখা ক'রে দূর রেখে দেবে নূর,
জবাই করিবে পরে গো!
আমি বাসব ভাবিয়া রাসভে পূজিনু
স্বর্গে যাইতে সোজা,
সে যে লয়ে এঁলো ঘাটে আছড়ায় পাটে
ভাবিয়া ধোবির বোঝা!
হ'ল হিতে-বিপরীত সবি গো!
আমি ভবানী বলিয়া করিতে প্রণাম
হেরি বাগ্‌দিনী ভবী গো!
আমি শীতল হইতে চাহিনু, আনিল
শীতলা-বাহনে ধরি' গো!
বাবা শিবের বাহন বলিয়া বৃষভ —
লাঙুল ঠেকানু ভালে,
হায় নিল না সে পূজা, শিং দিয়ে সোজা
গুঁতায়ে ফেলিল খালে!
আমার কপাল এমনি পোড়া গো!
আমি শালগ্রাম ভেবে রাখিনু চক্ষে
হেরি ঝাল-মাখা নোড়া গো।
আমার ভাগ্য বেজায় ফুটো গো,
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুঁটো গো!
আমার মহিষী-গৃহিণী খুশি হবে ভেবে
মহিষ কিনিয়া আনি,
বাবা মরি এবে ত্রাসে শিং নেড়ে আসে
মহিষ, মহিষীরানী!
আমি কেমনে জীবন ধরি গো!

আমি   হরি বোল ব'লে ডাকিতে হরিরে
হয়ে যায় 'বল হরি' গো॥

১৮৬৭. রাগ : বেহাগ, তাল : দাদ্‌রা

কোরাস :
ডুবু ডুবু ধর্ম-তরী, ফাট্‌ল মাইন সর্‌দা'র
সামাল সামাল পড়ল সাড়া ব-মাল মেয়ে মর্দার॥
এ কোন্ এলো বালাই, এবে পালাই বল কোন্ দেশ,
গাছের নীচে ঘ'ড়েল শেয়াল, কাকের মুখে সন্দেশ।
কন্যা-ডোবা বন্যা এলো, ভাস্‌ল বুঝি ঘর-দ্বার॥
আয়েস্ ক'রে ধুম্‌ড়ো মেয়ের বাড়বে বয়েস চৌদ্দ
বাপের বুকের তপ্ত-খোলায়? দিব্যি গেয়ান-বোধ তো!
হন্দ হ'লেন বৌদি ভেবে, ছাড়ল্ নাড়ী বড়দা'র॥
দিব্যি স্বর্গ-মার্গে যেত গৌরী-দানের মারফৎ
যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফার্‌খত!
(হ'ল) নৈকষ্য কস্য এখন, জাত গেল 'মেল-খড়দা'র॥
দেব্‌তা বুড়ো শিব যে মাগেন আট-বছরী নাতনি,
চতুর্দশী মুক্তকেশী — ক'নে নয়, সে হাত্‌নী!
পুঁটুলি নয় — এঁটুলি সে, কিংবা পুলিশ-সর্দার॥
সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গি মেয়ে বৌ হবে কি? বাপ্ রে!
প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণেই হয়ত দিবে থাপ্‌ড়ে।
লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দার॥
সম্বন্ধ ভুলে শেষে যা-তা বলে ডাকব?
বধূ তো নয়, যদুর পিসি! কোথায় তারে রাখব?
ধর্মিণী নয়, জার্মানী শেল! গো স্বামী, খবরদার॥
টাকাতে নয়, ভাব্‌নাতে শেষ মাথাতে টাক পড়বে,
যোদ্ধা বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়বে,
যেই পাবে না সেমিজ, বডিস, কৌটো পানের জর্দার॥
স্বামীকে সে বলবে নাথ, রাখ্‌বে না মান দুর্গার,
হয়ত কবে বল্‌বে, 'পিও, ঝোল রেঁধেছি মুর্গার!'
আন্‌বে কে বাপ গুর্খা-সেপাই দন্ত-নখর-বর্দার॥
গট্‌মটিয়ে কইবে কথা, কট্‌মটিয়ে চাইবে,
'বামা' সে নয়, 'ডাইনে সে যে, ডাইনে' সদা ধাইবে!
নিতুই নিতুই চাইবে যেতে সিমলা শিলং হর্‌দ্বার॥
ভেবেছিলাম জাত নিয়েছিস জাতিটা নয় যাক্‌গে,
গৃহিণীরূপ গ্রহণী রোগ, তাও ছিল শেষ ভাগ্যে!
দোক্তা ফেলে গিন্নি কাঁদেন, কর্তা করেন ঘর-বার॥

১৮৬৮. রাগ : হিন্দোল, তাল : কাওয়ালি

নাচে মাড়োবার লালা, নাচে তাকিয়া।
(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে ঝোপে থাকিয়া॥
পায়জামা প'রে যেন নাচে গণ্ডার,
নাচে সাড়ে পাঁচমণী ভুঁড়ি পাণ্ডার,

গঙ্গার ঢেউ নাচে বয়া ঝাঁকিয়া॥
গামা নাচে, ধামা নাচে, মুট্‌কি নাচে,
জামা পরি' ভল্লুক নাচিছে গাছে।
ঝগ্‌ড়েটে বামা নাচে থিয়া তাথিয়া॥
'ছোট মিঞা' 'বড় মিঞা' ডাকি' কোলা ব্যাং
থাপুস থুপুস্‌ নাচে নড়বড় ঠ্যাং।
(নাচে) গুজরাতী হস্তিনী কাদা মাখিয়া॥

১৮৬৯. রাগ : সোহিনী, তাল : একতাল

কোরাস্‌ :
থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা,
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥
গর্বের শির খর্ব মোদের? চরণ তেমনি লম্বা!
শৈশব হ'তে আ-মরণ চলি সবারে দেখায়ে রম্ভা।
সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট-মার হাতে করে আসে তাড়ায়ে
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদ প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে॥
বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং প্রয়োজনমতো বাড়ে গো!
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর-পাড়ে গো!
লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায় গিরি দরি বন সিন্ধু,
ঐ এক পথে মিলিয়াছি মোরা, সব মুসলিম-হিন্দু॥
কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই।
পশ্চাত দিয়ে ছুটে কেউ? হেসে মরিব কি দম ফেটে ছাই?
ছুটি যবে মোরা সুমুখেই ছুটি, পশ্চাতে পাশে হেরি না,
সামনে ছোটারে পিছু হাঁটা বল? রাঁচি যাও, আর দেরি না।
আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ্‌ বার হয়ে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়ে।
মোরা দেবজাতি ছিনু যে একদা — আজো তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো যেন উড়ে চলি নভে, থাকে নাকো ধুতি পরণে॥
বাপ-পিতামোর প্রদর্শিত এ পথ মহাজন-পিষ্ট,
গোস্বামী-মতে পরাহেও বাবা এ পথে মিলিবে ইষ্ট!
ম'রে যদি যাও, তাহ'লে তো তুমি একদম গেলে মরিয়াই!
পলাইল যেই বেঁচে গেল সেই, জনম চরণ ধরিয়াই॥

১৮৭০. 'প্যাক্ট'

কোরাস্‌ :
বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব-প্যাক্টের আশনাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥
আঁটসাট ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা হ'ল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো! তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে!
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁঠ হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে॥
বুকে বুকে মিল হ'ল নাকো, মিল হ'ল পিঠে পিঠে? তাই সই।
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর?' আর বাবু কন, 'মিঞাভাই কই?'

বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়-চোখা-চোখী, কি মধু-মিলন হইল!
বাবু কন, 'দ্যাখো, তোমারে তুষিতে খাই নিষিদ্ধ কুঁকড়ো!'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুকরো!
মোদের মুর্গী রামপাখি হ'ল, দাদা তাও হল শুদ্ধি?
গেছে বাদশাহী, মুর্গীও গেল, আর কার জোরে যুদ্ধি'!'
বাবু কন, 'পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে!
মিঞা কন, 'ফেজে রাখি, চৈতনী-ঝাণ্ডা সেই সে খুসিতে।
বহু মিঞাভাই বসবাস করে তোমাদের বারাণসীতে,
(আর) বাত হ'লে তাই ভাত খাই নাকো আজো তাই একাদশীতে!'
বাবু কন, 'মোরা চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগ্‌রা ধরেছি!'
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হ'তে তাই দাদা তরেছি।'
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা।'
মিঞা কন, 'দাদা, মুর্গী তো নাই, কি দিয়া খাইব ং.রটা!'
বাবু কন, 'গরু কোর্‌বানি করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
(তোরে) সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মা'র মন্দিরে নিয়ে যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞারে নাহি শোনাও ও হরিনাম,
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে, যা হয় হবে সে পরিণাম।'
'সারা রারা রারা' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছোর্‌রা!
লাগে টানাটানি হেঁইয়ো, হাঁইয়ো টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে কোলাকুলি করে নব-প্যাক্টেরি পুণ্যে!
বদ্‌না-গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল, 'হা হন্ত!'
উচ্চে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত!
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু.
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা, করুণ চন্দ্রবিন্দু॥

১৮৭১. রাগ : কেদারা-হাম্বীর, তাল : কাওয়ালি

ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন
বননী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী
কাঁদিছে পড়ি চরণে শনশন শনশন॥
দোলে ধূলি-গৈরিক পতাকা গগনে,
ঝামর কেশে নাচে ধূর্জটি সঘনে।
হর-তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে রনরন রনরন॥

১৮৭২. রাগ : ধবলশ্রী, তাল : মধ্যমান

নাইয়া কর পার।
কূল নাহি নদী-জল সাঁতার॥
দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,
নামিছে আঁধার; মরি তরাসে!
দাও দাও কূল কূলবধূ ভাসে
নীর পাথার॥

১৮৭৩. রাগ : দেশ, তাল : একতাল

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতর হ'ল নিখিল ভুবন
আজি কপোত-কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নূতন জগৎ মোরা করেছি সৃজন॥
মরিতে চাহি না, পেয়ে জীবন-অমিয়া!
আসিব এ কুটিরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন॥
আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষীর শ্রী লয়ে আসিল অরণ্যা,
মঙ্গল-ঘটে এলো নদীজল-বন্যা,
পার্বতী পরিয়াছে গৌরী-ভূষণ॥

১৮৭৪. রাগ : আড়ানা, তাল : কাওয়ালি

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এলো চাঁদের জোয়ার॥
সঙ্কেত-বাঁশরি বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দুলে সাগর পাথার॥
জেগে ওঠে কাননে ডেকে ওঠে পাখি
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
অসহ রূপের দাহে ঝলসি' গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল!
ঘুমন্ত যৌবন, তনু মন, জাগো!
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো।
চল বিরহিণী অভিসারে বঁধুয়ার॥

১৮৭৫. রাগ : বেহাগ-বসন্ত, তাল : একতাল

ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান আসিবে আজি বন্ধু মোর!
স্বপন মাখিয়া সোনায় পাখায় আকাশে উধাও চিত-চকোর॥
হিজল-বিছানো বন-পথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া।
নদীর পারে বন-কিনারে ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর॥
চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো-ছায়ায় বহিছে পবন গন্ধ-চোর॥

১৮৭৬. রাগ : দরবারি কানাড়া, তাল : কাওয়ালি

আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি' নাচে ধীরি ধীরি তারা অগণন॥

প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনী-দলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো গো নিঁদ-মহল-আবরণ॥
ঘুরে ঘুরে গ্রহ, তারা, বিশ্ব, আনন্দে
নাচিছে নাচুনি ঘূর্ণির ছন্দে।
লুকোচুরি-নাচ[১] মেঘ তারা মাঝে
নাচিছে ধরণী আলোছায়া-সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমুঝুমু বাজে
খুলি' খুলি' পড়ে ফুল-আভরণ॥

১ খেলা

১৮৭৭. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : কাওয়ালি

চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে॥
হেরিছে রজনী — রজনী জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাঁহা পিউ কাঁহা ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে॥
না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া।
কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরণী।
চির-বিরহিণী রোহিণী ভরণী
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

১৮৭৮. রাগ : কেদার, তাল : একতাল

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত রাবন-রণে
জাগছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে॥
উঠিল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল — বাঁধ-ভরা জল শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আন্‌মনে॥
কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।
আসবে কি আর পথিক-বালা?
পরবে আমাব মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা জ্বলবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধ্‌বে কে কঙ্কণে॥

১৮৭৯. রাগ : ইমনকল্যাণ, তাল : একতাল

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু, এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলাশেষে শুধু হাতে হাতে পরশন॥
নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হ'লে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,

আসনি বিজয়ী — এলে সখা হয়ে, হেসে হ'রে নিলে প্রাণ-মন ॥
রাজাসনে বসি' হওনিকো রাজা, রাজা হলে বসি' হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশি ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।
আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হয়ে,
হ'লে পরিজন চির-পরিচয়ে — পুন পাব তব দরশন ॥

১৮৮০. রাগ : ছায়ানট, তাল : ঝাঁপতাল

পথিক ওগো চল্‌তে পথে
তোমায় আমায় পথের দেখা।
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায়
জাগ্‌ল প্রেমের গভীর রেখা ॥
এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন্ দেশে,
কে জানে ভাই কখন কে সে
চল্‌ব আবার পথটি একা ॥
এই যে মোদের একটু চেনার
আবছায়াতেই বেদন জাগে
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া
পূবের হাওয়ার কাঁপন লাগে।
হয়ত মোদের শেষ দেখা এই
এম্‌নি ক'রে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার-বেদন নিবিড় লেখা ॥

১৮৮১. রাগ : পরজ, তাল : একতাল

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥
এ জনমে যাহা বলা হ'ল না,
আমি বলিব না, তুমিও ব'লো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥
হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝ'রে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয় ॥
হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি'
মিলনে হারাই দু'দিনেতে ভুলি',
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

১৮৮২. রাগ : মধুমাত সারাং, তাল : কাওয়ালি

মাধবী-তলে চল মাধবিকা-দল
আইল সুখ-মধুমাস।

বহিছে খরতর থরথর মরমর
উদাস চৈতী-বাতাস॥
পিককুল কলকল অবিরল ভাষে,
মদালস মধুপ পুষ্পল বাসে।
বেণু-বনে উঠিছে নিশাস॥
তরুণ নয়ন সম আকাশ আনীল,
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে স্বপন-বিলাস॥

১৮৮৩. রাগ : নাগধ্বনি কানাড়া, তাল : মধ্যমান

দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহতা॥
ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হ'ল বা দ্বার, একা কুলবালা।
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা॥
জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে।
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা॥

১৮৮৪. রাগ : আড়ানা, তাল : যৎ

বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী,
কে চল জল-পথে উদাসিনী॥
পথিকে ডেকে বল 'ছল্ গো ছলছল'
ছুঁতে উছলে জল গরবিণী॥
তোমার কোল মাগি' কূলের হতভাগী
রহে ও কূলে জাগি' নিশীথিনী॥
বুকেতে বহে তরী, চাহ না জল-পরী,
চল সাগরে স্মরি' পূজারিণী॥

১৮৮৫. রাগ : টোড়ী, তাল : যৎ

জাগো জাগো, খোলো গো আঁখি।
নিকুঞ্জ-ভবনে তব জাগিল পাখি॥
তোমার রাতের ঘুমে
রবির কিরণ চুমে,
বাঁধিল কানন-ভূমে ফুলের রাখী॥
স্বপনে হেরিছ যারে
সে এলো পূরব-দ্বারে,
বাতায়ন খুলি' তারে লহ গো ডাকি'॥

১৮৮৬. রাগ : খাম্বাজ, তাল : একতাল

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী
জয় বিশ্বলোক-বিহারিণী॥
সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্রদল কিরণ বিথারি'
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি' মানস-মরাল-বাহিনী।

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি,
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি'
ছিন্ন চরণ[১]-শতদলরাজি কহিছে বিষাদ-কাহিনী ॥
বারতা শোনাও কমলাসীনা,
করে ধর পুন তব রুদ্রবীণা
নব সুর তানে বাণী ও বীণায় জাগাও অমৃত-ভাষিণী ॥

১ বক্ষ কমল

১৮৮৭.

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী ॥
যজ্ঞাহুতির হোমশিখা সম,
তুমি তেজস্বী তাপস পরম
ভারত-অরিন্দম নমো নমঃ বিশ্বমঠ বিহারী ॥
(মদ) গর্বিত বল-দর্পীর দেশে মহাভারতের বাণী
শুনায়ে বিজয়ী ঘুচাইলে স্বদেশের অপযশ গ্লানি।
(নব) ভারতে আনিলে তুমি নব বেদ
মুছে দিলে জাতিধর্মের ভেদ
জীবে ঈশ্বরে অভেদ আত্মা জানাইলে হুঙ্কারি[১] ॥

১ উচ্চারি

১৮৮৮.

জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ঙ্কর;
ভৈরব শ্মশানচারী শিব প্রমথনাথ শঙ্কর।
ভয়াল করাল দানব
এসো পরিহর মানব।
ধূর্জটি রুদ্র মহেশ, জয় জয় শিব শঙ্কর ॥

১৮৮৯. রাগ : ইমন, তাল : কাওয়ালি

জয় মর্ত্যের অমৃতবাদিনী চির আয়ুষ্মতী!
জয় নারী-রূপা দেবী পুণ্যশ্লোকা সতী!
জয় অগ্নিহোত্রী অয়ি দীপ্তা উগ্রতপা জ্যোতির্ময়ী।
জয় সুরালোক-বাঞ্ছিতা, সতী মহিমার গীতা, মৃত্যু-জয়ী।
জয় সীমান্ত নবারুণ, ধরণী অরুন্ধতী ॥
চির শুদ্ধাচারিণী, চির পবিত্রা সুমঙ্গলা,
চির অবৈধব্য-যুত। তুমি চিরপূজ্যা মা, নহ অবলা।
মা গো যুগে যুগে চির ভাস্বর তুমি উদীচি জ্যোতি ॥
তব সীমন্ত-সিন্দুর মাগে মা গো, বিশ্ব-বধূ,
মা গো, মৃত্যুঞ্জয়ী তব তপস্যা দাও, দাও আশিষ-মধু।
সব কন্যা জায়া যাচে তব বর, করে প্রণতি ॥

১৮৯০.

জয় মহাকালী, জয় মধু-কৈটভ বিনাশিনী।
জয় যোগনিদ্রা জয় মহামায়া ধর্ম প্রদায়িনী ॥

ভয়াতুর ব্রহ্মা অসুর-আশঙ্কায়
বিষ্ণু নিদ্রাতুর তোমার মায়ায়,
রাজসিক সাত্ত্বিক দুই মহাদেবতায়
রক্ষা কর মা তুমি মহাভয় হারিণী॥
নীল জ্যোতির্ময়ী অসীম তিমির-কুন্তলা মা গো,
আসন্ন প্রলয়-পয়োধির উর্ধ্বে দেখা দাও, জাগো!
দশ পায়ে দশ দিকে আঘাত হানো,
দশ হাতে দশবিধ আয়ুধ আনো,
দশ মুখকমলে অভয়বাণী
শোনাও আর্তজনে বিপদ-বারিণী॥

১৮৯১.

জয় মুক্তিদাত্রী কাশী বারানসী।
নিত্য দেবাদিদেব শিব শোভিতা বেষ্টিতা বরুণা অসি॥
তব পুণ্যে মর্ত্য হল স্বর্গভূমি,
সকল তীর্থের তীর্থ তুমি।
যোগী-ঋষি-বাঞ্ছিতা ত্রিলোক পূজিতা
বিভূষিতা ত্রিশূল অর্ধশশী॥

১৮৯২.

জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা রক্তদন্তিকা
নমো রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা ভীষণা উগ্রচণ্ডিকা॥
রক্ত-কেশা রক্ত ভূষণা
রক্ত রসনা রক্ত-দশনা,
জয় দাড়িম্বকুসুমোপমা দনুজ-দলনী অম্বিকা॥
জয় সর্বভয় অপহারিণী জয়
জয় অতি রৌদ্রা নিস্তারিণী জয়।
জয় মা পৃথিবী-পালিনী।
ভক্তের তুমি জননী রূপিণী
করুণাময়ী অভয়-দায়িনী মা গো জয় অসুর-মুণ্ডমালিনী।
অখিল ব্যাপ্ত যোগেশ্বরী
আমি দেখি রূপ এক মরি মরি
চেলী-পরা লাল টুকটুকে মেয়ে আনন্দিনী বাসন্তিকা॥

১৮৯৩.

জয় শঙ্কর-শিষ্যা, কশ্যপ-দুহিতা মনসা।
জয় নাগেশ্বরী জয় অনন্ত নাগ-গণ পুজিতা মনসা॥
প্রখর তপস্বিনী নাগেন্দ্র-বন্দ্যে
সর্প-নৃত্যময়ী বিচিত্র ছন্দে
জ্যোতি সঞ্চারিণী পাতাল-রন্ধ্রে
ফণি-মণি-বিভূষণে ভূষিতা মনসা॥
সর্বলোকে রিপু-নাগ-ভয়-হারিণী

ব্রহ্ম তেজোময়ী প্রদীপ্তা যোগিনী
অনন্ত-অনুজা আস্তিক-জননী
জরুৎকারু-ঋষি-দয়িতা মনসা ॥
হরি-হর-সেবিকা বিষহরি মাগো
এ দেহের পাপ-বিষ হর হর জাগো!
(সব) মন্ত্র-অধীশ্বরী ধুতুরা-বর্ণা
প্রসীদ যোগী মুনি-সেবিকা মনসা ॥

১৮৯৪. রাগ : শিবরঞ্জনী

জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী।
শিব-জটা হতে সুরধুনী স্রোতে ঝরি' শতধারে ভাসাও অবনী।
দিবা দ্বিপ্রহরে প্রথম বেলা কাফি-সিন্ধুর তীরে কর খেলা
দীপ্ত নিদাঘে সারঙ্গ রাগে অগ্নি ছড়ায় তব জটার ফণি ॥
কভু ধানশ্রীতে মায়া রূপ ধর,
জ্ঞানী শিবের তেজ কোমল কর
পিলু বারোঁয়ার বিষাদ ভোলানো
নূপুরের চটুল ছন্দ আনো
বাগীশ্বরী হ'য়ে মহিমা শান্তি ল'য়ে
আসো গভীর যবে হয় রজনী ॥
বরষার মল্লারে মেঘে তুমি আসো,
অশনিতে চমকাও, বিদ্যুতে হাসো
সপ্ত সুরের রঙে সুরঞ্জিতা ইন্দ্রধনু-বরণী ॥

১৮৯৫.

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নমঃ
সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়-কারী নর-রূপে অবতার পুরুষ পরম ॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস জানকীর প্রায়
বন্দিনী ছিল কামনার লঙ্কায়
উদ্ধারিলে তারে তোমার তপস্যায় শক্তিরে জাগাইয়া শ্রীরাম-সম ॥
তোমার কথামৃত কলির নববেদ একাধারে রামায়ণ গীতা
বিবেকানন্দ মাঝে লক্ষণ অর্জুন শক্তি করিলে পুনর্জীবিতা।
ভূভারতের কলহের কুরুক্ষেত্রে
দাঁড়াইলে তুমি আসি সকরুণ নেত্রে
বাজালে অভয় পাঞ্চজন্য শঙ্খ,
বিনাশিলে অধর্ম, হিংসা, আতঙ্ক
প্রেম-নদীয়ায় তুমি নব-গৌরাঙ্গ সকল জাতির সখা, প্রিয়তম ॥

১৮৯৬. নাটিকা : 'ভূতের ভয়'

জাগো জাগো দেব-লোক,
এলো স্বর্গে কি মৃত্যুর ভয় দুখ-শোক ॥
সাত সাগরের গড়খাই পার হ'য়ে ঐ,
এসে পিশাচ-প্রেতের দল নাচে থৈ থৈ,
জাগো সুর-ধীর দেব-বালা মাভৈঃ, মাভৈঃ

নব মন্ত্র-পূত নব-জাগরণ হোক॥
ওরা আনিয়েছে পাতালের ভীতি, মারীভয়,
মোরা ভয়ে শুধু পরাজিত, শক্তিতে নয়;
ওঠ, ওঠ বীর উন্নত-শির দুর্জয়,
ভেদি' কুয়াশা মায়ার, আনো আশার আলোক॥

১৮৯৭.

জাগো দেবী দুর্গা, চণ্ডিকা মহাকালী।
মধুকৈটভ মহিষাসুর শুম্ভ নিশুম্ভ-বিনাশিনী প্রলয়ঙ্করী করালী॥
ভারত-শ্মশানে শবের মাঝে শিব জাগাও,
তাথৈ তাথৈ নৃত্যে পাষাণের ঘুম ভাঙাও,
রক্তরাগে মাগো দশ দিক রাঙাও রাঙাও।
দৈত্য-কারাগারে আগুন জ্বালি (কালী)॥
যুগে যুগে তুমি আসি, দৈত্য-ভীতি বিনাশি'
সন্তানে দিয়াছ অভয় করুণা প্রকাশি।
আবার ধরণীতে হও অবতীর্ণা শ্রীচণ্ডী
বরাভয় শিবশক্তি নৃমুণ্ডমালী॥

১৮৯৮. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

(জাগো) ব্যথার ঠাকুর ব্যথার ঠাকুর জাগো হে পাষাণ-দেবতা।
তুমি না হরিলে, হরি, কে হরিবে প্রাণের ব্যথা॥
তুমি সব হরিলে, ওহে নিখিল-হরণ সব হরিলে!
আমার যা কিছু ছিল প্রিয়তম হরি হে, সে সব হরিয়া নিলে॥
আমি হয়েছি পথের ভিখারিনী,
রাজার রানী নেমেছি ধূলায়, হয়েছি পথের ভিখারিনী।
তাই শাপ দিই বড় দুঃখে,
তুমি এই দুখিনীর সন্তান হ'য়ে আসিবে আমার বুকে।
তুমি আমার বক্ষে হাসিবে, কাঁদিবে খেলিবে, কহিবে কথা
ব্রজের গোপাল! সেদিন ভুলিব আমার প্রাণের ব্যথা॥

১৮৯৯. রাগ : যোগিয়া, তাল : একতাল

জাগো বৃষ ভানু নন্দিনী জাগো গিরিধারী।
জাগাইতে দুখ পাই, তবুও জাগাই — মোরা শুকসারী॥
তোমরা না জাগিলে ভুবন ভ গ না,
সংসার ধর্ম কর্ম থাকে না,
তোমরা কুঞ্জে যদি নিত্য মধু হয়ে, মহাভাব-নিমগ্ন।
আর কে বাজাবে বেণু আর কে চরাবে ধেনু
কে আনিবে আনন্দলগ্ন।
কে আনিবে রাসলীলা হরির মাতন
কে আনিবে ফুলদল মধুর ঝুলন।
রাই জাগো, জাগো জাগো, শ্যাম রাই জাগো জাগো॥

১৯০০. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : যৎ

জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা আবার রণ-চণ্ডী সাজে।
তুই যদি না জাগিস্ মা গো ছেলেরা তোর জাগবে না যে॥
অন্নদা! তোর ছেলেমেয়ে
অন্নহারা ফেরে ধেয়ে,
বাঁচার অধিক আছি ম'রে দেখে কি প্রাণে না বাজে॥
শ্মশান ভালোবাসিস যে তুই, ভূ-ভারত আজ হ'ল শ্মশান,
এই শ্মশানে আয় মা নেচে, কঙ্কালে তুই জাগা মা প্রাণ!
চাই মা আলো মুক্তবায়ু,
প্রাণ চাই, চাই পরমায়ু,
মোহ-নিদ্রা ত্যাগ কর্ মা শিব জাগা তুই শবের মাঝে॥

১৯০১. রাগ : যোগিয়া, তাল : একতাল

জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী,
কাঁদে ধরা দুখ-জরজর!
জাগো গৌরী, জাগো হর॥
আজি শস্য-শ্যামলা তোদের কন্যা
অন্নবস্ত্র হীনা অরণ্যা
সপ্ত সাগর অশ্রু-বন্যা,
কাঁপিছে বুক থর থর॥
আর সহিতে পারি না অত্যাচার,
লহ এ অসহ ধরার ভার।
গ্রাসিল বিশ্ব লোভ-দানব,
হা হা স্বরে কাঁদিছে মানব,
জাগো ভৈরবী জাগো ভৈরব
ত্রিশূল খড়্গ ধর ধর॥

১৯০২.

ঝাঁপিয়া অঞ্চলে কেন বিধুবদন অবনত কাছে নয়ান।
অভিমান পরিহর হরি-হৃদি বিহারিণী প্রেম দিয়া জুড়াও এ প্রাণ।
তুয়া বিনা নয়নে অন্যে না হেরি
একই রাধা আছে ত্রিভুবন ঘেরি'
('আমি রাধা ছাড়া জানি' না'
অনন্ত বিশ্বে রাধারই রূপধারা,
রাধা ছাড়া দেখি না)
ভৃঙ্গার ভরি' তুমি শৃঙ্গার রস
করাও পান, তাই হই যে অবশ॥
তুমি রাধা হয়ে মধু দিলে মাধব হই,
তুমি ধারা হয়ে নামিলে সৃষ্টিতে রই
রাধা, সকলি তোমার খেলা
তবে কেন কর অভিমান, কেন কর হেলা।
প্রতি দেহ-বিশ্বে তোরি
পদতলে হর হয়ে রহি তাই ছবি।

হরিরত হর-জ্ঞান মহামায়া হরিণী
(এ যে) তোমারই ইচ্ছা, আমি নিজে নিজে রূপ ধরিণী।
ভোল মানের খেলা
দূরে থেকোনা, দাও চরণ ভেলা
আমি তরে' যাই, তরে' যাই
রাধা-প্রেম-যমুনায় ডুবিয়া মরে' যাই॥

১। পাঠান্তর : রেকর্ডের জন্য কবি এই গানটির বহু অংশ বর্জন করেন।
বর্জিত অংশগুলো এই :
গলে দিয়া পীতধড়া গো, পদতলে দিয়া শিখী-চূড়া গো
পদযুগ ধরিয়া চাহি ক্ষমা, ক্ষম অপরাধ প্রিয়তমা।
হরি মনোরমা ক্ষমা কর গো॥
তব প্রেমে অবগাহন করি সব দাহন চিরতরে জুড়াব
কদম তরু তলে চিরদিন তোমার প্রেম কণা কেশর কুড়াব॥

১৯০৩.

ঝুলনের এই মধু লগনে।
মেঘ দোলায় দোলে; দোলে রে বাদল গগনে॥
উদাসী বাঁশির সুরে ডাকে শ্যামরায়,
ব্রজের ঝিয়ারি আয়, পরি নীল সাড়ি আয়,
নীল কমল কুঁড়ি দোলায়ে শ্রবণে॥
বাঁশির কিশোর ব্রজগোপী চিতচোর,
অনুরাগে ডাকে আয় দুলিবি কে ঝুলনে॥
মেঘ মৃদং বাজে, বাজে কী ছন্দে,
রিমঝিম বারিধারা ঝরে আনন্দে।
বুঝি এলো গোকুল ব্রজে নেমে
কৃষ্ণ রাখাল প্রেমে শুনি বাঁশি তায়
ফোটে হাসি গোপীজন আননে॥

১৯০৪. তাল : কাহার্‌বা

ঝুলনের হিন্দোলা দোলে, আনন্দ-কিশোর কোলে,
ইন্দ্র-কিশোরী দোলে, মহাভাবে বিহ্বলা, দোলে দোলে।
ঝম্ ঝম্ ঝম্ করে বাদল মেঘ বাদল মেঘ-বরণ ফুল —
ঝরে ধরার অঞ্জলি কেয়া-কদম্ব-বকুল।
বিজুরির ডুরি ধা'র, বরষা চঞ্চলা, দোলে দোলে।
সৃষ্টির যত চাঁদ আজ ঝুলনে, দলে দলে দোলে রাধাকৃষ্ণ সনে
বৃন্দাবনে ভাব-বিলাসে দোলে প্রেম-ব্রজবাসী
পুব-হাওয়ায় শুনি সরলা গোপিনীর তরল হাসি।
আধার নূপুর বাজে রুধির ধারায়,
হৃদি-যমুনায় হানে তাল, তরঙ্গ উতরোলা॥

১৯০৫.

মণি : ঠাকুর তোমায় মালা দেব ফুল তুলি আজ তাই
কৃষ্ণ : যত তুলি তত ভাবি আরো যদি পাই॥
মণি : ফুল তুলি আর আমি ভাবি
অনেক বেশি আমার দাবি

ফুলের সাথে আমায় তোমার পায়ে দিও ঠাঁই।
ওগো ঠাকুর! আমায় তোমার পায়ে দিও ঠাঁই॥

১৯০৬.

তব চরণ-প্রান্তে মরণ-বেলায় শরণ দিও, হে প্রিয়।
তুমি মুছায়ে ক্লান্তি, ঘুছায়ে শ্রান্তি (প্রাণে) শান্তি বিছায়ে দিও॥
বরণের ডালা সাজিয়ে, হে স্বামী,
সারাটি জীবন চেয়ে আছি আমি;
তুমি নিমিষের তরে মোর দ্বারে থামি' সে ডালা চরণে নিও॥
তারপর আছে মোর চির-সাথী
অকূল আঁধার অনন্ত রাতি,
ক্ষোভ নাই, যদি নিভে যায় বাতি, — তুমি এসে জ্বালাইও॥
যে যাহা চেয়েছে, পেয়েছে সে কবে;
আশা ঝ'রে যায় নিরাশে নীরবে,
আঘাত-বেদনা, বঁধু, সব স'বে (শুধু) একবার দেখা দিও॥

১৯০৭.

তব বাঁশরি কি হরি শুনিতে পাব না পাশরিয়া আছি বলে।
তব রাস উৎসবে ভিখারির মত বসে আছি পথ তলে॥
যে ডাকে, যদি তারি হও একা
ডাকে না যে, সে কি পাইবে না দেখা,
কাঁদে না যে ছেলে জননী কি তারে ডাকিয়া লয় না কোলে॥
(হরি!) পথ ভুলিয়া যে ঘোরে অরণ্যে দেখাবে না তারে পথ
(তুমি) সেদিনো ফিরায়ে দাওনি কংস দুর্যোধনের রথ।
হরি! তুমি যদি নাহি ডাক আগে
তাহার কি কভু হরি-প্রেম জাগে?
না শুনিয়া বাঁশি ব্রজবাসিনীরা যেত কি যমুনার জলে॥

১৯০৮. নাটিকা : 'বিষ্ণু প্রিয়া'

তা'র কে গড়িল গৌর-অঙ্গ চাঁদে চন্দন মাখিয়া গো।
আমি শান্তি না পাই তা'রে কোথাও রাখিয়া গো॥
এই বুঝি হবে চুরি সদা ভয় ভয়,
হৃদয়ে পাইয়া তবু কাঁপে এ হৃদয়।
নয়নে পেয়ে যে চাঁদে, তবু এ নয়ন কাঁদে
কোথা পাব হেন ঠাঁই, যথা আর কেহ নাই
থাকিবে দু'জন, গৌর আর গৌর-প্রিয়া গো॥

১৯০৯. তাল : দাদ্‌রা

তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে পারবি না মা ফাঁকি দিতে।
ঐ অসীম আঁধার হয় যে উজল মা তোর ঈষৎ চাহনিতে॥
মায়ের কালি মাখা কোলে
শিশু কি মা, যেতে ভোলে?
আমি দেখেছি যে, বিপুল স্নেহের সাগর দোলে তোর আঁখিতে॥
কেন আমায় দেখাস মা ভয় খড়্গ নিয়ে, মুণ্ডু নিয়ে?
আমি কি তোর সেই সন্তান ভুলাবি মা ভয় দেখিয়ে।

তোর সংসার কাজে শ্যামা,
বাধা আমি হব না মা,
মায়ার বাঁধন খুলে দে মা ব্রহ্মময়ী রূপ দেখিতে॥

১৯১০. রাগ : কাফি, তাল : দাদ্‌রা

তুই পাষাণ গিরির মেয়ে হ'লি পাষাণ ভালোবাসিস্ ব'লে।
মা গ'লবে কি তোর পাষাণ-হৃদয় তপ্ত আমার নয়ন-জলে।
তুই বইয়ে নদী পিতার চোখে
লুকিয়ে বেড়াস লোকে লোকে
মহেশ্বরও পায় না তোকে প'ড়ে মা তোর চরণতলে॥
কোটি ভক্ত যোগী ঋষি ঠাঁই পেল না তোর চরণে,
তাই ব্যথায়-রাঙা তা'দের হৃদয় জবা হ'য়ে ফোটে বনে।
আমি শুনেছি মা ভক্তি ভরে
মা ব'লে যে ডাকে তোরে
(তুই) অমনি গ'লে অশ্রু-লোরে ঠাঁই দিস তোর অভয় কোলে॥

১৯১১. রাগ : মিশ্র কামোদ, তাল : যৎ (৭ মাত্রা)

তুই বলহীনের বোঝা বহিস্ যেথায় ভৃত্য হ'য়ে।
যথা, দাসী হয়ে করিস্ সেবা, যা মা সেথায় ল'য়ে
(মোরে) যা মা সেথায় ল'য়ে।
(যথা) দুঃখী পিতার সাথে কাঁদিস উপবাসী র'য়ে
(মোরে) যা না সেথায় ল'য়ে॥
শ্রমিক, চাষার তরে যথা আঁধার খাদে মাঠে।
ক্ষুধার অন্ন নিস্ মা ব'য়ে নে মা তাদের হাটে
(মোরে) নে মা তাদের হাটে॥
তুই, ত্রিজগতের পাপ কুড়ালি
(তাই) সোনার অঙ্গ হ'ল কালি
তোরে সেই কালোতে পাব মহাকালীর পরিচয়ে॥

১৯১২.

তুমি আঘাতে দিয়ে মন ফেরাবে এই কি তোমার আশা?
আমার যে নাথ অনন্ত সাধ, অনন্ত পিপাসা॥
দাহন তুমি করবে যত
প্রেমের শিখা জ্বলবে তত
সে যে আমার মন্ত্র পূজার তোমার কঠিন ভাষা॥
ফুলমালী! ফুলের শাখা কাটো যত পার,
আহত সেই ফুল-শাখাতে ধ'রবে কুসুম আরো।
হানলে আঘাত নিথর জলে,
অধীর বেগে ঢেউ উথলে,
তোমার অবহেলায় বিপুল হ'ল ভীরু ভালোবাসা।
আমার ভীরু ভালোবাসা॥

১৯১৩.

তুমি কাঁদাইতে ভালোবাস আমি তাই নিশিদিন কাঁদি। (শ্যাম)
তুমি নিত্য নূতন বেদনার ডোরে রেখেছ আমারে বাঁধি। (বঁধু)

বঁধু তোমারি ক'রে রেখেছ আমারে বাঁধি' যদি সংসার-কাজে ভুলে যাই
তব নাম নিতে যদি ভুলে যাই
তুমি আঘাতের ছলে পরশ দিয়া জানাও তুমি ভোল নাই
জানাও তুমি ভোল নাই।
তুমি যে রাধার আরাধনা, নাথ তুমি যে আমার সাধনা,
মিলন তোমার মধুর হে প্রিয় অধিক মধুর বেদনা॥

১৯১৪.

তুমি কি পাষাণ বিগ্রহ শুধু কহ গিরিধারী কহ।
জাগিবে না তুমি? তুমি কি আমার অন্তর্যামী নহ?
তুমি কি আমার পরাণের ব্যথা?
বুঝিবে না তুমি কহিবে না কথা?
কথা কও বঁধু সহিতে পারি না অসীম এই বিরহ॥

১৯১৫.

তুমি দিলে দুঃখ অভাব তুমিই কর ত্রাণ
দীনের বন্ধু, মঙ্গলময় শরণাগত প্রাণ॥
যখন পরম নির্ভরতায়,
শরণ যাচি তোমারি পায়
তুমি, আপন হাতে বিনাশ কর সকল অকল্যাণ॥
আমি অহঙ্কারে রাখতে যাহা চাই হে আমার ব'লে
হরণ ক'রে লও তুমি তা' ভাসিয়ে চোখের জলে।
তাই তো আমার সংসার ভার,
প্রভু তোমায় দিলাম এবার
আমার ব'লে-রইল শুধু তোমার নাম-গান॥

১৯১৬.

তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই তোমায় ততই নিবিড় করে ধরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥
আমি শূন্য করে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি,
আমি করব দুঃখের অবসান আজ সকল দুঃখ বরি॥
কত সে মন কত কিছুই
হজম করে ফেলি নিতুই,
এক মনই তো দুঃখ দেবে তারে নাহি ডরি॥
তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল,
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর সকল শূন্য হরি॥

১৯১৭. রাগ : মিশ্র ছায়ানট, তাল : একতাল

তুমি যতই দহ না দুখের অনলে আছে এর শেষ আছে।
আগুনে পুড়িব নির্মল হব যাব চরণের কাছে?
দহনের শেষে বরষা আসিবে
করুণা ধারায় হৃদয় ভাসিবে,

এ-দিন রবে না, কুসুম ফুটিবে আবার শুষ্ক গাছে॥
তব ললাটের আগুন যখন পেয়েছি হে সুন্দর!
পাইব করুণা-জাহ্নবী-ধারা শীতল চাঁদের কর।
(ওগো) মঙ্গলময়, আঘাতের ছলে
স্মরণ করায়ে দাও পলে পলে
এতদিন পরে আবার আমারে তব মনে পড়িয়াছে॥

১৯১৮.

তুমি যুগে যুগে নাথ আসিলে
দুখ নাশিলে ভালোবাসিলে
হে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ হরি।
তুমি ধরাধামে আস শত নামে
রাম পরশুরাম শ্যাম কংস-অরি।
ধরি পীড়িত মানবের বেদনার পথ
আসে বিপদ-তারণ তব দুর্জয় রথ[১]

১ অসমাপ্ত।

১৯১৯.

তুমি রাজা, নহ শুধু দ্বারকার,
ত্রিলোকের রাজা তুমি সম্রাট গ্রহ রবি শশী তারকার॥
ছিলে রাজা মথুরায়, রাজা ব্রজধামে;
শ্যাম, রাজা ছিলে তুমি কিশোরী বামে।
তুমি বনে রাজা, তুমি মনে রাজা
শিশু নটরাজ তুমি কোলে যশোদার॥

১৯২০.

তুমি সংহারে টানো যবে আমি হই শিব,
তুমি সৃষ্টিতে আনো যবে হই জড় জীব।
যবে স্থিতিতে রহ সাথে, হই নারায়ণ
দাস হয়ে সৃষ্টি তব করি গো পালন।
আমি নিত্য চরাই তব সৃষ্টি ধেনু
যবে ধেনু ভালো লাগে না গো বাজাই বেণু।
বলি, রাধা প্রেম ভিক্ষা দাও
ধেনু চরায়ে শ্রান্ত আমি — রাধাপ্রেম ভিক্ষা দাও
ছড়াও শ্রান্ত তনু — রাধা প্রেমানন্দ দাও।
এই বেণুকার সুর, প্রেম-ভিক্ষা অভিসারে আহ্বান,
যবে সংসার তাতে ছাড়ে না, আনি দুর্যোগ অভিযান।

১৯২১.

তুমি সুন্দর যবে নব রূপ ধর হও সুন্দরতর।
অধর-চাঁদ ধরা দাও যবে ধরা ধামে লীলা কর॥
আমাদের সাথে যবে কাঁদ হাস
প্রিয় হয়ে সখা হয়ে ভালোবাস
বিভূতি তোমার লুকাইয়া আস রাখালিয়া সাজ পর॥

শঙ্খ-চক্র-গদা ও পদ্ম ফেলি যবে ধর বাঁশি
তখনি তোমার প্রেমে উন্মাদ গোপী রূপে ছুটে আসি।
বিরাট বিপুল তুমি চিন্ময়
ভাবিতে ও রূপ মনে লাগে ভয়
মোর কাছে তুমি চির মধুময় মদন মনোহর॥

১৯২২. রাগ : সাজগিরি, তাল : ত্রিতাল

তুষার-মৌলি জাগো জাগো গিরি-রাজ।
পঙ্গু তোমারে আজি হানিতেছে লাজ॥
রুদ্র ও রুদ্রাণী অঙ্কে যাহার,
দৈত্য হরিছে আজ সম্মান তার।
হে মহা-মৌনী, জাগো, পর নব সাজ॥
স্বর্গ তোমার শিরে, পদতলে হায়,
আর্যাবর্ত কাঁদে চির অসহায়
মেঘ-লোকে হ'তে হান দৈত্যেরি বাজ॥

১৯২৩. রাগ : পিলু-খাম্বাজ, তাল : কাহার্‌বা

তোমা বিনা মাধব রহিতে পারি না আর।
বায়ু বিনা যেমন বাঁচে না জীবন তেমনি আপন তুমি যে আমার॥
মেঘ বিনা চাতকিনী মরে যায়,
জল বিনা যেমন শতদল ঝরে যায়,
তিল্ তিল্ করি মরিতেছি আমি যে তেমনি বিরহে তোমার॥
তুমি ছাড়া প্রীতম্ মনে হয় কেহ মোর নাহি এ নিখিলে;
নিভে গেছে রবি-শশী, ডুবে গেছে পৃথিবী প্রলয়-সলিলে।
আর সকলের, তুমি প্রভু, ধ্রুব-জ্যোতি,
কৃষ্ণ নয়ন-তারা তুমি যে মীরার॥

১৯২৪. রাগ : ভৈরবী

তোমার আঘাত শুধু দেখলো ওরা দেখলো নাকো তোমাকে
দেখলো না হে করুণাময় তোমার অশেষ ক্ষমাকে॥
ওরা একটু কিছু যদি হারায়
কৃপণসম কেঁদে ভাসায়
খরচ শুধু দেখলো ওরা দেখলো নাকো জমাকে॥
মায়ের মারকে ভয় করে না মাকে ভালোবাসে যে,
সেই সে মায়ের স্বরূপ চেনে শাসন দেখে হাসে সে,
দুঃখ দেওয়ার দারুণ দুখে
কী যে ব্যথা তোমার বুকে,
ওরা দেখলো না তা দেখলো না,
ওরা দেখলো না ভৈরবের পাশে সুমঙ্গলা উমাকে॥

১৯২৫.

তোমার নামের মহিমা শ্রীহরি নাহি হয় যেন ম্লান।
তব নাম গেয়ে বেড়াই জগতে, সে নামের সম্মান
হরি নাহি হয় যেন ম্লান॥

তব নাম লয়ে করিব যে কাজ
হরি, তাহে যেন নাহি পাই লাজ
তোমার নামের দুধ বেচে যেন মদ নাহি করি পান।।
আমারে নরকে পাঠায়ো শ্রীহরি যদি অপরাধ করি,
তব নাম শু'নে ও নামের গুণে পাপী যায় যেন তরি'।
(যেন) মোর কর্মের দোষে, মাধব!
(কারও) অবিশ্বাস না আসে নামে তব
হরি মোরে মুচি ক'রো, শুচি হোক সবে শুনে তব নাম গান।।

১৯২৬.

তোমার পূজার ফুল ফুটেছে মাগো আমার মনে।
তুমিই এসে লহ সে ফুল তোমার শ্রীচরণে।।
কখন তুমি মনের ভুলে
চরণ দিয়ে হৃদয় ছুঁলে,
কমল হয়ে ফুটল হিয়া তোমার পরশনে।।
মাগো, সে ফুল ঠাঁই পাবে কি তোমার গলার মালায়।।
সে ফুল কবে রাখব তোমার নিবেদনের থালায়?
তোমার চলার পথের ধূলি
ছেয়ে দিলাম সে ফুল তুলি'
কবে তারে দলবে পায়ে চলতে আনমনে।।

১৯২৭.

তোমার প্রেমে সন্দেহ মোর দূর কর নাথ ভক্তি দাও।
যেখানে হোক তুমি আছ — এই বিশ্বাস শক্তি দাও।।
যে কোন জনমে আমি
পাইব পাব তোমার স্বামি
অবিশ্বাসের আঁধার রাতে তোমায় পাওয়ার পথ দেখাও।।
শত দুঃখ ব্যথার মাঝে এইটুকু দাও শান্তি নাথ।
কাঁদিবে তুমি আমার দুঃখে আজকে যতই দাও আঘাত।।
হয়ত কোটি জনম পরে
পাব তোমায় আমার করে,
তোমায় আমায় মিলন হবে এই আশাতেই মন দোলাও।।

১৯২৮.

তোমার মদন মোহন রূপেরই দোষ সুন্দর শ্যাম চাঁদ
মুনির যদি মন টলে নাথ তাদের নয় সে অপরাধ।।
তোমার রূপমাধুরী দেখি যত
রূপের তৃষ্ণা বাড়ে তত
হায় দু'দিনের জীবন দিয়ে সাধলো বিধি বাদ
কোটি জনম ও রূপ দেখে মিটবে না সে সাধ।।
হে অপরূপ চির মধুর
কি দোষ দেব কুলবধূর
যে দেখেছে ভুবন-মোহন তোমার রূপের ফাঁদ
সাধ করে সে ভুলেছে নাথ কুল মানের বাঁধ।।

১৯২৯.

তোমার লীলারসে হে কৃষ্ণ গোপাল ডুবিয়ে রাখ মোরে।
তোমার আনন্দ-ব্রজে হে নন্দ-দুলাল রাখিও সাথী ক'রে॥
যে গোঠে চরাও ধেনু কিশোর রাখাল
(সেথা) রাখাল বালক যেন হই চিরকাল,
যে ফুলের গেঁথে মালা পরায় ব্রজের বালা
(যেন) লুকায়ে থাকি সেই ফুলের ডোরে॥
যে যমুনা-জলে যে কদম-তলে তুমি বিহর, প্রিয়
যেথা রাধার সনে রহ নিরজনে সেথা মোরে ডাকিও।
লাখো জনম ল'য়ে লাখো যুগ আসিব
(তব) নিত্য-রাসলীলা রসে ভাসিব
মোক্ষ মুক্তি আমি চাহি না জীবন-স্বামী
হেরিব তোমারে শুধু নয়ন ভ'রে॥

১৯৩০.

তোমরি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ আর মোরে রাখিও না দূরে।
তুমি যেন ছেড়ো না মোরে ঘনশ্যাম মোরে বাঁধো তব চরণ নূপুরে॥
বিরহের বেদনা অন্তরে ঘনায় শান্তি দাও ব্যথা-বিধুরে।
তব চিত্তে মিলাও প্রভু চিত্ত এ মম
তব অঙ্গে মিলাও মোর অঙ্গ প্রিয়তম
জনম জনম মীরা তোমারি দাসী হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি ঝুরে
শত গীতে শত সুরে॥

১৯৩১.

তোমারি চরণে শরণ যাচি হে নারায়ণ
জানি নাথ তব করুণায় হবে সব শাপ বিমোচন॥
রূপ শিখা মোর ধূলির ধরায়
দিনে দিনে নাথ ম্লান হয়ে যায়
শুনিয়াছি তব নামে হয় সব পাপ-তাপ নিবারণ।
নারায়ণ, নারায়ণ॥

১৯৩২.

তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন।
ঢাকতে নারে ৺ রূপ, কোটি চন্দ্র ও তপন॥
মাখিয়ে আলো আমার চোখে
লুকিয়ে রাখিস তোর কালোকে,
তোর অতল কালো রূপে মাগো বিশ্ব নিমগন॥
আঁধার নিশীথ সে যেন তোর কালো রূপের ধ্যান
তোর গহন কালোয় গাহন ক'রে জুড়ায় ধরার প্রাণ।
হেরি তোর কালো রূপ স্নিগ্ধ-করা
শ্যামা হ'ল বসুন্ধরা,
নিবল কোটি সূর্য, তোরে খুঁজে অনুক্ষণ॥

১৯৩৩.

তোর জননীরে কাঁদাতে কি মেয়ে হয়ে এসেছিলি।
তুই কোন শিবলোক করলি আলো, উমা মাকে শুধু দুঃখ দিলি॥
তোর সেই খেলনা আছে পড়ে, তুই শুধু নেই খেলা ঘরে,
তোর সেই খেলনা বুকে ধরে কাঁদব কত নিরিবিলি॥
শুনেছি মা, পূজায় যাহার মেয়ে নাহি ফেরে ঘরে
তুই নাকি তার শূন্য বুকে আসিস মেয়ের মূর্তি ধরে।
মা কোথায় আছিস সে কোন রূপে
সেই রূপে আয় চুপে চুপে,
কোন মাকে তোর শান্তি দিয়ে, আপন মাকে কাঁদাইলি॥

১৯৩৪.

তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা, বুঝতিস তোর মায়ের ব্যথা।
যেমন বাবা তেমনি মেয়ে, এতটুকু নাই মমতা॥
ওমা কেউ আছে কি ত্রি-সংসারে
এই চাঁদমুখ ভুলতে পারে
মোর ঘর-বিবাগী জামাই গাহেন পঞ্চমুখে তোরই কথা॥
ওমা দিন গুনে আর পথ চেয়ে মোর যে অনলে পরাণ জ্বলে —
তুই যদি তা জানতিস উমা, তোর পাষাণ হিয়াও যেত গ'লে।
তোর আগমনীর বাঁশি বাজে,
নিশিদিন মোর বুকের মাঝে
আমি কেঁদে কেঁদে শুধাই সবে — আসবি কবে — সেই বারতা॥

১৯৩৫. রাগ : কাফি-সিন্ধু, তাল : যৎ

তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল।
ভজন, পূজন জানি না মা হয়ত হবে কতই ভুল॥
দাঁড়িয়ে দ্বারে 'মা মা' বলে
ভাসি আমি নয়ন জলে।
ভয় হয় মা ছুঁই কেমনে মা তোর পূজার বেদী-মূল॥
আশ্রয় মোর নাই জননী ত্রিভুবনে কোথাও হায়।
দাঁড়াই মাগো কাহার কাছে তুইও যদি ঠেলিস পায়।
হানে হেলা সবাই যা'রে
তুই নাকি কোল দিস্ মা তা'রে
আমি সেই আশাতে এসেছি মা অকূলে তুই দে মা কূল॥

১৯৩৬. রাগ : মিশ্র ঝিলং, তাল : দাদ্‌রা

তোর নামেরই কবচ দোলে দোলে আমার বুকে, হে শঙ্করী।
কি ভয় দেখাস্? আমি তোকেও ভয় করি না, ভয় করি না ভয়ঙ্করী॥
মৃত্যু প্রলয় তাদের লাগি
নয় যারা তোর অনুরাগী।
(মাগো) তোর শ্রীচরণ আশ্রয় মোর (দেখে) মরণ আছে ভয়ে মরি'॥
তোর যদি না হয় মা বিনাশ, আমিও মা অবিনাশী;
(আমি) তোরই মাঝে ঘুমাই জাগি, তোরই কোলে কাঁদি হাসি।

তোর চরণ ছেড়ে পলায় যারা (মা)
মায়ার জালে মরে তারা
তোর মায়া-জাল এড়িয়ে গেলাম মা তোর অভয়-চরণ ধরি, মা।।

১৯৩৭.

(মা) তোর স্নেহ-প্রেম-বন্যা ঝরে ঘরে ঘরে কন্যা হয়ে।
তোর সৃষ্টি রাখেন সজীব, এঁরাই গঙ্গাধারার মত বয়ে।।
ঝর্না ঝরায় এদের স্নেহে
পুরুষ প্রাণে প্রতি গেহে
(এঁরাই) সতী শিব সীমন্তিনী প্রেম-মগ্ন পতি লয়ে।।

১৯৩৮.

তোরা দেখে যা আমার কানাই সেজেছে নবীন নাটুয়া সাজে।।
তালেতালে রুমুঝুমু রুমুঝুমু চরণে নূপুর বাজে।।
ত্রিভঙ্গ হয়ে নাচে হেলে দুলে
টলে শিখী-পাখা চূড়া পরে টলে
হেসে পড়ে ঢলে গোপীদের কোলে
অপরূপ এই রসরাজে দেখে গলে যায় চাঁদ লাজে।।
রসের অমিয়া সাগর মথিয়া
মেঘ গলাইয়া আকাশ ছানিয়া
কে গড়িল কৃষ্ণ চাঁদে
সে যখন নাচে চরণের কাছে ত্রিভুবনবাসী কাঁদে
এ কোন অপরূপ রূপধার এলো আমার আঙিনা মাঝে।।

১৯৩৯.

তোরা মা বলে ডাক তোরা প্রাণ ভরে ডাক মা বলে রে
রইবে না আর দুঃখ শোক।
আমার মুক্তকেশী মায়ের নামে মুক্তি লভে সর্বলোক।।
নাম জপে যে বরাভয়ার
ত্রিভুবনে ভয় কি রে তার।
সে অন্তবিহীন অন্ধকারে দেখতে পায় আশার আলোক।।

১৯৪০.

তোরা যা লো সখি মথুরাতে দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম।
তোরা কুবুজা[১]-সখির কাছে নিসনে লো নিসনে রাধা নাম।।
তারে রাধার কথা স্মরণ করায়ে দিয়ে দিসনে লাজ দিস্‌নে ব্যথা।
বড় বাজ্‌বে ব্যথা —
মোর শ্যাম যদি লো পায় ব্যথা তা'র দ্বিগুণ ব্যথা বাজবে বুকে
সে অভাগিনী রাধায় ভু'লে যে দেশে হোক আছে সুখে।। সখি গো —
দেখে তোরে বিন্দে লো, বৃন্দাবনের কথা গোবিন্দ শুধায় সে যদি? (সখি লো)
বলিস্‌ — হে মাধব, মাধবী-কুঞ্জ তব ভেঙে গেছে শুকায়েছে যমুনা নদী (সখা হে)
যমুনা শুকাইয়া শ্যাম তব শোকে হে,
লভিয়াছে আশ্রয় শ্রীরাধার চোখে হে।
ব্রজে বাজে না কো বেণু, চরে না কো ধেনু, ঝুল-দোল রাস বন্ধ,
আর ময়ূর নাচে না তমাল-চূড়ায়, কেঁদে লুটায় যশোদা-নন্দ

বলিস্ — তুমি আসার সাথে শ্যাম পু'ড়ে গেছে ব্রজধাম।
গেছে জ্বলিয়া পুড়িয়া
গেছে গোকুলের খেলাঘর অকুলে ভাসিয়া!
বলিস্ — কি হবে শুনে সে কথা, তুমি রাখাল নও ত আর,
এখন তুমি রাজাধিরাজ, এখন তুমি কুব্জার॥

১ কুব্জা

১৯৪১. নাটিকা : 'বিদ্যাপতি'

তোরে সেই দেশে লয়ে যাব যথা না শুনিবি শ্যাম নাম।
যথা শ্যামের স্মিরিতি নাই শ্যামের পিরিতি নাই
যথা বাজে না শ্যামের বাঁশি নাই ব্রজধাম॥

১৯৪২.

ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখরে দেখ চেয়ে
পাহাড়ি বাবার পাশে রাজদুলালী মেয়ে॥
দেবতা মোদের হর পরম মনোহর
হরমনোহারিণী তার চেয়ে সুন্দর
যেন ঝরে রূপের পাগল ঝোরা ধবল গিরি বেয়ে॥
বরফের পাহাড় ঘিরে ভোরের সোনার আলো
আছে থির হয়ে যেন দেখে চোখ জুড়াল;
চাঁদ যেন লো লতা হয়ে (আছে) চন্দ্রচূড়ে ছেয়ে॥

১৯৪৩. কোরাস

থির সৌদামিনী থির কৃষ্ণ মেঘে অপরূপ শোভা।
হের প্রেম-পিয়াসি গোপ গোপিনী সব রূপ মনোলোভা।
যুগল-মিলন দেখ দেখ রূপ মনোলোভা॥
রাধা কৃষ্ণ মিলন হ'ল অপরূপ শোভা।
বল, রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ
পরম-আমির পরম-তুমির সাথে মিল হল
পরম প্রেমের পরম প্রেমময়ের মিলন হল
বল, রাধা কৃষ্ণ
জয় রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ॥

১৯৪৪.

থেকো প্রিয় পাশ সাঁঝ-পাখা আসে নেমে
আঁধার ঘনায় প্রভু, থেকো পাশে প্রেমে
যবে ছেড়ে যায় সবে — সুখে নাহি হাসে,
অনাথের নাথ, তুমি থেকো মোর পাশে।
জীবনের ছোট দিনখানি হয় মায়া ধরণীর খেলা দীপ মেলা হয় ছায়া ....
মরণে অচিরে সবই ঝরে অবিকাশ হে চিরন্তন তুমি থেকো মোর পাশে॥
পলক আড়াল নয় — থেকো কাছে কাছে
তুমি ছাড়া আর বলো কে আমার আছে?
তুফানে কে আর তারা — দিশা উদ্ভাসে?
আঁধারে আলোকে তুমি থেকো মোর পাশে।
কাছে এসো — যবে আঁখি হে শেষে

দেখায়ো আকাশ কালো বুকে আলো রেশে
ধরা ছায়া সরে — অ-ধরার উষা আসে জীবনে মরণে নাথ, থেকো মোর পাশে ॥

১৯৪৫. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

দাও দেখা দাও দেখা হরি পদ্ম-পলাশ-লোচন!
এত কাঁদি, ডাকি, তবু শোন নাকি হে প্রভু ব্যথা-বিমোচন!
শুনিয়াছি হরি জননীর কাছে
তুমি আছ যার, তার সব আছে
তুমি অনাথের নাথ —
কেহ নাই যার তুমি আছ তার অনাথের নাথ!
(আমি) অনাথ বালক, জগৎ জগৎ-পালক, দাও শ্রীচরণ শরণ ॥

১৯৪৬.

দ্বারকার সাগর তীর হতে সই।
মধুর মুরলী ধ্বনি ভেসে আসে ঐ ॥
রহি রহি সেই সুর নিশি দিন বাজে,
মোদের সখির অন্তর মাঝে।
(সখি) সকলে আসিল সেই বাঁশুরিয়া কই ॥

১৯৪৭.

দিন গেল, কই দীনের বন্ধু, এলে না ত দিন শেষে।
(মোর) নয়নে রবে কি, হে কৃষ্ণ, চির-কৃষ্ণা তিথির বেশে ॥
মোর নয়নের আলো নিভায়েছ প্রিয়তম
কৃষ্ণচন্দ্র হইয়াছে তাই আকাশের চাঁদ মম,
সে কৃষ্ণচাঁদ হৃদয়-গগনে উঠিবে কখন হেসে ॥

১৯৪৮.

দুর্গতি-নাশিনী আমার শ্যামা মায়ের চরণ ধর।
ঘোর বিপদে তরে যাবি মাকে বারেক স্মরণ কর ॥
তোর সংসার ভাবনার ভার
সঁপে দে রে চরণে মা'র
যে চরণে বক্ষ পেতে আছেন ভূমানন্দে মেতে
দেবাদিদেব দিগম্বর ॥
যে দিয়েছে এ সংসারের শিকল পায়ে বেঁধে
(সেই) মহামায়ার শ্রীচরণে শরণ নে তুই কেঁদে।
কেটে যাবে সকল মায়া
পাবি মায়ের চরণ ছায়া
শান্তি পাবি রোগে শোকে, অন্তে যাবি মোক্ষ-লোকে
শিবানীরে বরণ কর ॥

১৯৪৯.

দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে
মুরলিধারী পায়ে ধরে সাধে ॥
মানের গুণে তুই গুণময়ী হয়ে লো ভুল দেখিস বুঝি সবই।
স্বচ্ছ শ্যাম তনু দর্পণে দেখেছিলি রাধা আপনারই ছবি।

(সে যে ছায়া রাধা তারই আপনার মায়া
মহামায়াময়ী মায়া-রাধা। সে যে ছায়া-রাধা ॥)
এই বৃন্দাবন রূপ তোরই যে স্বরূপ তোরই রূপ ললিতা বিশাখা।
তুই পীতাম্বর কিশোরের বেণুকা তুই বনমালা, তুই শিখি পাখা।
শ্যামের চরণে তুই নূপুর রুনুঝুনু ভ্রমরী তুই তাঁর চরণ-কমলে
অরুণ-বর্ণা হয়ে তুই যে চন্দ্রা হস ভুলাইলি মোরে কোন ছলে।
(আজ সব কথা বল্‌ব তোর লীলার আজ সব কথা বল্‌ব।
হাটের মাঝে ভাঙব হাঁড়ি, সব কথা বল্‌ব।
তুই আপনি নাচিস কৃষ্ণে নাচাস নাচাস্ গোপিনীদের সব কথা বল্‌ব।)
নিত্য প্রেমময়ী তুই নিত্য প্রেমময়ের সাথে খেলিস যে খেলা,
(সবই জানি ব্রজ-রানী সবই জানি গো।
তোর প্রেমের এক কণা পেয়ে, সবই জানি গো।)
দিনে তুই কুণ্ঠিতা কুলবধূ নিশীথে নিলাজ সাথে নিলাজে খেলা।
যেমন নিলাজ শ্যাম তেমনি তোর অপরূপ লীলা।
যে বুঝেছে তোর খেলা প্রেমে সে গলে গেছে
যে বোঝেনি হয়ে আছে পাষাণ শিলা ॥

১৯৫০. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহার্‌বা

দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে।
আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ-সম্ভার তোমারি নয়নে ॥
তুমি পলকে ধর নাথ সংহার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিধান পরমেশ।
নাথ ভরা যেন বিষ অমৃতের ভাণ্ডার তোমার দুই নয়নে ॥
ওগো মহা-শিশু, তব খেলা-ঘরে
একি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমিই হে নাথ, সংসার তোমারি নয়নে ॥
তুমি নিমেষে রচি নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহাকবি,
করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন-সঞ্চার তোমারি নয়নে ॥
তুমি ব্যাপক ব্রহ্ম চরাচরে
জড় জীবজন্তু নারী-নরে,
কর কমল-লোচন, তোমার রূপ বিস্তার হে আমারি নয়নে ॥

১৯৫১. রাগ : ভিখার, তাল : ত্রিতাল

ধর হাত, নামিয়া এসো শি[illegible]-লোক হ'তে
শিব-ভিখারি পড়িয়া আছি, অশিব মায়া-পথে ॥
তব চরণে পাইতে নারি, মায়ার সাথে কেবলই হারি।
তুমি আসিয়া তুলিয়া লহ ধ্রুব-জ্যোতির রথে ॥
বারে বারে জ্ঞান-দীপ যায় নিভিয়া ঝড়ে
তমসা-ভীত চিত্ত সম কাঁপে তোমার তরে।
জন্ম ও মৃত্যুর যাতন মম কর দূর --
আর ভাসিতে নারি তৃণসম জোয়ার-ভাঁটা স্রোতে ॥

১৯৫২.

ধারা জলের ঝালর ঢাকা শ্যাম চাঁদের মুখে।
দোলার ছলে অমন করে পড়িস নে রাই ঝুঁকে॥
যে বনমালার ছোঁয়ার আশে,
দুলি মোরা আশে পাশে,
সেই বনমালা দু-হাত দিয়ে জড়াস নে লো বুকে॥
রাই নূপুর কেন থামায় লো তার পায়ে দিয়ে পা;
আঁচল দিয়ে ঝাঁপিস নে লো শ্যামের আদুল গা।
মোরা চোখে চোখে বাঁধব রাখি,
ঢাকিস্ নে ওর কাজল আঁখি,
আজ পরাণ ভ'রে দেখব মোরা পরাণ বঁধুকে॥

১৯৫৩. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

ধূলার ঠাকুর, ধূলার ঠাকুর! তোমার সাথে ক'রব খেলা।
ধূলার আসন, ধূলার ভূষণ, ধূলি নিয়ে হেলাফেলা॥
অনেক দূরে গহন বনে
খেলব দু'জন আপন মনে,
খেলার নেশায় সকাল কখন হয়ে যাবে বিকাল বেলা॥
খুঁজতে মাতা আসলে রাতে
দু'জন গিয়ে ধরব হাতে,
বলব ঠাকুর আছেন সাথে ভয় কি গো মা নই একেলা॥

১৯৫৪. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : মধ্যমান

ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু
তুমি যোগ শিখাইতে এলে।
কানন-পথে শ্যাম যে প্রেম-বাণী
মধুকর-করে পাঠালে;
হে গুরু, কি যোগ আমি শিখিব তা ফেলে।
তুমি যোগ শিখাইতে এলে॥

১৯৫৫.

নওল কিশোর শ্যামল এলো মধু-জ্যোৎস্নায় নাহিয়া।
নবনী-গলানো লাবনি ঝরে রস-বিগ্রহ বাহিয়া॥
বনে উপবনে কুসুম ছড়ায়ে
নীরদ-কণ্ঠে বিজলি জড়ায়ে
বেণু বাজায়ে ধেনু চরায়ে 'রাধা রাধা' গান গাহিয়া॥
আমার হৃদয়-ব্রজধামে একি রাস-উৎসব, সজনী,
নিশিদিন আমি শুধু চাঁদ হেরি, পোহায় না মোর রজনী।
তারে কালো ব'লে কে করে উপহাস
আনে যে এমন আনন্দ রস,
যত দেখি তত বাড়ে যে তিয়াস (ঐ) ঘনশ্যাম পানে চাহিয়া॥

১৯৫৬.

নওল শ্যাম তনু গোরীর পরশে গো গলে পড়ে নবনীর প্রায়।
কোমল শিরীষ ফুল ঝরিয়া পড়ে যেন মৃদুল আলতো হাওয়ায়॥

দুহু তনু থর থর গরগর গরবে প্রেম'রস আলসে,
মাধবী শ্রী যেন লতা হয়ে জড়াল মাধবে লালসে।
(রাই শ্যাম জড়াল; পাষাণ শিলার বুকে বিগলিত হয়ে যেন চন্দন গড়াল,)
কোলের হরিণ ফেলে আকাশের চাঁদ নীল উৎপল নিল কোলে
হরিদ্রা রঙে হরি অঙ্গ আর্দ্রা হয়ে পীত বসন রূপে দোলে,
(দোলে দোলে গো — প্রীতির রঙে পীত বসন হ'য়ে হরি দোলে দোলে গো।)
আঁধারের কোলে হেন রসের প্রদীপ
কালো কদম গাছে যেন ফুটিয়াছে নীপ
রতন দেউল যেন নীলার বিগ্রহ — রাই হৃদে কৃষ্ণ কিশোর
কৃষ্ণ ফাঁদ যেন ধরেছে সোনার চাঁদে চোর আজি ধরিয়াছে চোর।
(চোরে চোর ধরেছে গো — ননী-চোর আজি বাঁশি চোর ধরেছে গো
বসন-চোরা আজি নূপুর চোর ধরেছে গো)
পীত ধড়া বিগলিত নীল সাড়ি বিজড়িত সিন্দূরে চন্দনে মাখামাখি গো
কে যে শ্যাম, কে যে রাই চেনার উপায় নাই,
(শ্রী) চরণ দেখিয়া শুধু চেনে এ আঁখি গো।

১৯৫৭.

নন্দলোক হতে (আনন্দলোক হতে) আমি এনেছি রে মহামায়ায়।
এনেছি মা মহামায়ায়।
বন্ধ যথায় বন্দী কত কংসরাজার অন্ধকারায়॥
বন্দী জাগো! ভাঙো আগল,
ফেল রে ছিঁড়ে পায়ের শিকল;
বুকের পাষাণ ছুঁড়ে ফেলে মুক্তলোকে বেরিয়ে আয়॥
আমার বুকের গোপালকে রে রেখে এলাম 'নন্দালয়ে'
সেইখানে সে বংশী বাজায় আনন্দ-গোপ-দুলাল হয়ে।
মা'র আদেশে বাজাবে সে
অভয় শঙ্খ দেশে দেশে,
(তোরা) নারায়ণী সেনা হবি, এবার নারায়ণীর কৃপায়॥

১৯৫৮. রাগ : ধানী, তাল : ত্রিতাল

নন্দ-দুলাল পিয়াল-তমাল বনচারী,
মম নয়ন-মন তব দরশন-ভিখারি।
এসো হে ঘনশ্যাম বরিষণে, নীলমণি
এসো ননী-চোর শিখি-পাখা-ধারী॥
এসো হেলে দুলে নূপুর পায়ে যমুনা-তীরে।
এসো নয়ন-নীরে নিরজনে ঘন তিমিরে।
শ্যামল ব্রজরাজ মদন-মনোহারী গিরিধারী
এসো হরি ডাকে কাঁদি' গোপনারী॥

১৯৫৯. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

নব কিশলয় শ্যাম তনু ঢল ঢল অভিরাম
অপরূপ রূপমাধুরী হেরিয়া মুরছিত কোটিকাম॥
গলে বনমালা শিরে শিখি পাখা

নীপধরা কিশোর ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
বাজায় মুরলী 'রাধা রাধা' বলি নওল কিশোর শ্যাম ॥

১৯৬০.

নব দূর্বাদল-শ্যাম জপ মন নাম শ্রীরঘুপতি রাম।
সুরাসুর কিন্নর যোগী মুনি ঋষি নর,
চরাচর যে নাম জপে অবিরাম ॥
সজল-জলদ-নীল নব-ঘন-কান্তি
নয়নে করুণা, আননে প্রশান্তি
নাম শরণে টুটে যায় শোক-তাপ-শ্রান্তি
রূপ নেহারি মূরছিত কোটি কাম ॥

১৯৬১.

নবনীতে সুকোমল লাবনি তব শ্যাম
অবনীতে টলে টলমল।
পত্রে পুষ্পে বনে সুনীল গগন কোণে
সেই লাবনির মায়া ঝলে ঝলমল ॥
বিল ঝিল, তড়াগ, পুকুর
সাগর, নদীতে তব শ্যামলিমা হেরি ভরপুর।
শিশির-মুকুরে তব করুণ ছায়া, শ্যাম, করে ছলছল।
নীলের সাগরে তব যেন বিন্দু প্রায়
কোটি গ্রহ তারকা ভাসিয়া ভাসিয়া যায়;
বিশ্ব ব্রহ্মালোক অহরহ করে ধ্যান
শ্যামসুন্দর তব রূপ ঢল ঢল ॥

১৯৬২.

নব নীরদ ঘনশ্যাম হে!
মোর চোখের চাতক রূপের তৃষ্ণায় ঝুরে মরে অবিরাম হে!
মোর মনের মাধবী শুকাইয়া যায় না হেরি কৃষ্ণ মেঘে,
মোর রাতের স্বপন দিবসে মিলায় প্রেম রহে একা জেগে।
ফেলে ফুল-মালা করি জপমালা প্রিয় নাম হে!
যবে আমার মনের মাধবী-বিতানে আসিবে হে বনমালী,
যদি ফুল নাহি থাকে ফুলের মতন আপনারে দিব ডালি।
মোর তনু হবে তব পূজার কুসুম মোর প্রাণ হবে ব্রজধাম হে!

১৯৬৩.

নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী বীণাপাণি।
শতদল-বাসিনী সিদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী ॥
এসো অমল ধবল শুভ সাত্ত্বিকী বর্ণে,
হংস-বাহনে লীলা উৎপল কর্ণে,
এসো বিদ্যারূপিণী মা শারদা ভারতী এসো ভীতজনে বরাভয় দানি ॥
শুদ্ধ জ্ঞান দাও শুভ্র আলোক
অজ্ঞান তিমির অপগত হোক।
মৃতজনে সঙ্গীত-অমৃত দাও মা বীণাতে মাভৈঃ ঝঙ্কার হানি।

১৯৬৪. তাল : দাদ্‌রা

নমি গোকুল-গোপাল গোবিন্দ।
কীর্তনে নাম যার অমিয় লিখনে, জগতে জাগে নবছন্দা!
যে গুণ-গানে পাখি বিভোর হয়ে যায়,
ফুল ঝরে যায় যে নামে বনছায়;
যার পদ-রজঃ মেখেছে সারা ব্রজ —
সে নামে গোরাচাঁদ ঘুচাল দ্বন্দ্ব॥
যে বেণু স্বননে গোপী উতলা,
যে-নামে ডেকে ওঠে বনে কোয়েলা।
যে-নাম অবিরাম জপিছে মহাকাল,
ত্রি-কাল ধরি' পায় চির-আনন্দ॥

১৯৬৫.

নমো নটনাথ! এ নাট-দেউলে
কর হে কর তব শুভ চরণ-পাত।
তোমার সঙ্গীতে নৃত্য-ভঙ্গিতে
হউক হেথা নব জীবন সঞ্জাত॥
তব প্রসাদে দেব-দেব হে আদি কবি,
বাক-মুখর হ'ল মূক এ ছায়া-ছবি,
আজি এ ছবি পটে, তব মহিমা রটে,
আলো ছায়া দুলে স্বপন-রাঙা-রাত॥
তব আশিসে হে মহেন্দ্র দিক আনি
অভিনব আশা প্রাণ এ রূপ-বাণী।
হৃদয়ে সকলের দাও হে ঠাঁই এর,
আনুক এ রূপ-লোকে নবীন প্রভাত॥

১৯৬৬. রাগ : দুর্গা, তাল : গীতাঙ্গী

নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ
নব ভবনে কর শুভ চরণ-পাত॥
নৃত্য-ভঙ্গীতে
সৃজন-সঙ্গীতে
বিশ্বজন-চিতে আনো নব-প্রভাত॥
তোমার জটাজুটে বহে যে জাহ্নবী
তাঁহারি সুরে-প্রাণ জাগাও, আদি কবি।
শুচি ললাট-তলে যে শিশু-শশী ঝলে
তারি আলোকে হর দুখ-তিমির রাত॥
হে চির-সুন্দর, দেহ আশীর্বাদ —
হউক দূর সব অতীত অবসাদ।
লঙ্ঘি' সব বাধা তব পতাকা বহি',
ফুল্ল মুখে সহি সকল সংঘাত॥
নব জীবনে ল'য়ে আশা অভিনব,
ভুলি সকল লাজ গ্লানি পরাভব,
এ নাট-নিকেতনে আরতি করি তব
হে শিব, কর নব-জীবন সঞ্জাত॥

১৯৬৭.

নমো যাদব নমো মাধব নমো দ্বারকা পতি।
নমো শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ শ্রীহরি অগতির গতি॥

১৯৬৮.

নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা সিন্ধু বিশাল।
কভু প্রশান্ত উদার কভু কৃতান্ত করাল॥
বিরাট বিপুল তব মহা বিশ্বে,
অনন্ত প্রকাশ অনন্ত দৃশ্যে,
গদাপদ্মধারী কভু গোলকবিহারী
কভু গোপাল ব্রজদুলাল কিশোর রাখাল॥

১৯৬৯. নাটিকা : 'সেতুবন্ধ', রাগ : বৃন্দাবনী সারং, তাল : ঝাঁপ

নমো হে নমো যন্ত্রপাতি নমো নমো অশান্ত
তন্ত্রে তব ত্রস্ত ধরা, সৃষ্টি পথভ্রান্ত॥
বিশ্ব হ'ল বস্তুময় মন্ত্রে তব হে,
নন্দন-আনন্দে তুমি গ্রাসিলে মহাধ্বান্ত॥
শঙ্কর হে, সে কোন্ সতী-শোকে হ'য়ে নৃশংস
বসেছ ধ্যানে, হয়েছ জড়, সাধিতেছ এ ধ্বংস
রুক্ষ তব দৃষ্টি-দাহে শুষ্ক সব হে,
ভীষণ তব চক্রাঘাতে নির্জিত যুগান্ত॥

১৯৭০. নাটক : 'আলেয়া', রাগ : মাঢ় মিশ্র, তাল : কাওয়ালি

নাচিছে নটনাথ, শঙ্কর মহাকাল।
লুটাইয়া পড়ে দিবা-রাত্রির বাঘছাল
আলো-ছায়ার বাঘ ছাল॥
ফেনাইয়া ওঠে নীল-কণ্ঠের হলাহল,
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি-নাগিনী দল।
দোলে ঈশান-মেঘে ধূর্জটী-জটাজাল॥
বিষম ছন্দে বোলে ডমরু নৃত্য-বেগে,
ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে
চরণ-আঘাত লেগে শ্মশান কঙ্কাল॥
সে নৃত্য-ভঙ্গে গঙ্গা-তরঙ্গে
সঙ্গীত দুলে ওঠে অপরূপ রঙ্গে,
নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল॥
সে নৃত্য-ঘোরে ধ্যান-নিমীলিত ত্রিনয়ান
প্রলয়ের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন,
জোছনা-আশিস্ ঝরে উছলিয়া শশী-থাল॥

১৯৭১. রাগ : খাম্বাজ, তাল : কাহার্‌বা

নাচে ঐ আনন্দে নন্দ-দুলাল
তাতা থৈ তাতা থৈ — নাচে বৃন্দাবনে হরি ব্রজ-গোপাল॥
ছন্দ নামে, দক্ষিণে বামে,

টলে বাঁকা শিখী-পাখা।
উছল যমুনা-জলে বাজিছে তাল। নাচে নন্দ-দুলাল॥
বিরাট খেলে হের আজ শিশুর রূপে,
স্বর্গে কাঙাল করি' ধরায় এলো চুপে চুপে।
এত রূপ কেমনে দেখি,
দিলে কেন দুটি আঁখি
তাহে আবার পলক পড়ে;
আজি বিশ্ব-পালক হ'ল বালক রাখাল॥

১৯৭২.

নাচে গৌরীদিবা হিম-গিরি-দুহিতা।
নাচে দিপ্তিমতী নাচে উমা তপতী নাচে রে চির-আনন্দিতা॥
তার কিরণ-আঁচল দোলে ঝলমল
গিরি-পাষাণ অটল করে টলমল
গলিয়া তুষার ঝরে নির্ঝর জল
তার চরণ-ছন্দ-চকিতা॥
তার নাচের মায়ায় প্রাণ পায় জড় জীব
ভুলি' বিরহ সতীর জাগে যোগীন্দ্র শিব,
জাগে কুসুম-কলি গাহে বিহগ-অলি,
তার রূপে ত্রিদিব হ'ল দীপান্বিতা।

১৯৭৩. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

নাচো বনমালী করতালি দিয়া হেলে দুলে ধিয়া তাধিয়া।
মধুর ছন্দে নাচো আনন্দে আমার প্রাণ নাচাইয়া।
একবার নাচো হে —
বাঁকা শিখী পাখা বামে হেলায়ে, বাঁকাশ্যাম একবার নাচো হে।
বাঁকা নয়ন পীত-বসন, বনমালা গলে নাচ হে।
এসো ত্রিভঙ্গ ঠামে শ্যামরায় —
'দক্ষিণে বামে ছন্দ নামে' রুমুঝুমু নূপুর-পায়॥
অলক-তিলক আঁকা, শিরে শিখী পাখা, এসো মন-বন-ছায়ায়।
ঐ শুনি তার বাজে বাঁশরি আসে ঐ আসে প্রাণের হরি॥
কোটি অমল কমল গন্ধে,
আসে দশদিক আমোদিত করি'
এলো ঐ এলো প্রাণের হরি॥

১৯৭৪. তাল . কাহারবা

নাচো শ্যাম-নটবর কিশোর-মুরলীধর অঙ্গ মিশায়ে মম অঙ্গে।
তোমার নাচের শ্রী ফুটুক আমার এই নৃত্য-বিভঙ্গে॥
মম রক্তে বাজুক তব পায়ের নূপুর
আমার কণ্ঠে দাও বাঁশরির সুর,
তব বাঁশরির সুর।
লীলায়িত হয়ে উঠুক এ তনু তোমার প্রেম-আনন্দ-তরঙ্গে॥
আমার মাঝে হরি, নাচো যবে তুমি আমি নাচি আপনা ভুলি'

শরম ভরম যায় এই দেহ যমুনায় ছন্দের হিল্লোল তুলি'।
মনে হয় আমি যেন রাসের রাধা জনম জনম আমি নাচি তব সঙ্গে॥

১৯৭৫.

নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায় — কনক পুতলী রসময় রে।
যত রূপ যত বেশ নয়নে প্রেমাবেশ (নদীয়ায়) দিনে হ'ল চাঁদের উদয় রে॥
চাঁদ উঠেছে নদীয়ায় অপরূপ চাঁদ উঠেছে, চাঁদ উঠেছে।
বিজলি জড়িত যেন চাঁদের কণিকা গো, চরণ-নখর রাঙা হিঙ্গুল রাগে;
মনোবনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো উহারি পরশ-রস মাগে।
অপরূপ বঙ্কিম চূড়ার টালনে গো, ললাট শোভিত চন্দন তিলকে,
ইন্দুলেখার মাঝে তারার বিন্দু যেন — এ সাজে এ মনোহরে সাজায়ে দিল কে।
ত্রিলোক ভুলাইতে তিলক দিল কে, চন্দন তিলকে এ শচী নন্দনে সাজায়ে দিল কে।
রতন কুঁদিয়া কে যতন করিয়া গো, নিরমিল গোরা দেহখানি?
হবে যোগিনী তারি ধ্যানে, মনের সহিত মোর, এ পাঁচ পরানী, এ পাঁচ পরানী।

১৯৭৬.

নাম জপের গুণে ফল্‌ল ফসল চোখ মেলে দেখ্ আজ।
তোর মন-দেউলে হেলে দুলে নাচেন রসরাজ
প্রেমের ঠাকুর রসরাজ॥
নামের মহামন্ত্র দিয়ে
(বেঁধে) আনলি কা'রে' দেখ্ তাকিয়ে,
ত্রি-জগৎ-পতি দাঁড়িয়ে দ্বারে প'রে কাঙাল সাজ॥
(নাম) জপের গুণে থির হল যেই চঞ্চল তোর মতি,
(মন-) দর্পণে সেই দেখা দিলেন প্রিয় জগৎ-পতি।
আর অশান্তি নাই, নাই দুঃখ শোক
আনন্দময় হ'ল ত্রিলোক,
দেখ বিশ্ব-ভুবন চন্দ্র-রবি সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি সবই
তোরই হৃদয়-মাঝ॥

১৯৭৭.

নারায়ণ! নারায়ণ!
যে নাম জপেন ইন্দ্র-চন্দ্র-ব্রহ্মা-মহেশ্বর
যে নাম করেন ধ্যান যোগী সুরাসুর নর।
সীমা যাঁহার পায় না খুঁজি অসীম চরাচর।
যাঁর করে শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র সুদর্শন,
নারায়ণ! নারায়ণ!
যাঁর অনন্ত লীলা যাঁর অনন্ত প্রকাশ
মধুকৈটভাসুর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ
কভু করাল ভীষণ কভু মদনমোহন,
নারায়ণ! নারায়ণ!
যার মুখে গীতা হাতে বাঁশি নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে কভু গোরা নদীয়ায়
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী ডাকে অনুক্ষণ,
নারায়ণ! নারায়ণ!

১৯৭৮. রাগ : নারায়ণী, তাল : ত্রিতাল

নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে
হিম-গিরির বুকে পাহাড়ি বালিকা বেশে॥
গিরি-গুহা হতে জ্যোতির ঝরনা ছুটে চলে যেন চল-চরনা,
তুষার-সায়রে সোনার কমল যেন বেড়ায় ভেসে।
— খেলে হেসে হেসে।
মাধবী চাঁদ ওঠে কৈলাস-চূড়ে,
খেলা ভুলিয়া যায়, অনিমেষ চোখে চায়
পাষাণ প্রতিমা প্রায় সেই সুদূরে।
সতী-হারা যোগী পাগল শঙ্করে
মনে পড়িয়া তার নয়নে বারি ঝরে,
শিব-সীমন্তনী পাগলিনী প্রায় 'শিব শিব' বলে ধায় মুক্তকেশে॥

১৯৭৯.

নিঠুর কপট সন্ন্যাসী — ছি ছি, লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশ তুমি জ্বালাইয়া এলে জ্বালাইতে আর দেশ॥
নীলাচলে এসে রাজ-রাজ হয়ে নদীয়া গিয়াছ ভুলে
কত কূলে তুমি কালি দিয়া শেষে আসিলে সাগর-কূলে।
(ওহে গুণের সাগর আসিলে সাগর-কূলে)
কোন্ কুজায় কু বুঝাইয়া নদীয়ার চাঁদ আনিল হরিয়া,
কারে কাঁদাইয়া পাপক্ষয় লাগি' মুড়ালে মাথার কেশ॥
তোমারে দণ্ড দিল কে ওহে দণ্ডধারী, তোমার হাতে দণ্ড দিল কে।
কোন সে নদীয়া-বাসিনীর লাগি', যৌবনে তুমি হয়েছে বিবাগী,
নব-যৌবনে সে বিষ্ণুপ্রিয়া ধরেছে যোগিনী বেশ॥

১৯৮০. রাগ : পঞ্চম, তাল : ত্রিতাল

নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে জাগো চণ্ডিকা মহাকালি।
মৃতের শ্মশানে নাচো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশক্তি দনুজ-দলনী করালি॥
প্রাণহীন শবে শিব-শক্তি জাগাও
নারায়ণের যোগ-নিদ্রা ভাঙাও
অগ্নিশিখায় দশদিক রাঙাও বরাভয়দায়িনী নৃমুণ্ডমালি॥
শ্রী চণ্ডিতে তোরই শ্রীমুখের বাণী
কলিতে আবির্ভাব হবে তোর ভবানী।
এসেছে কলি, কালিকা এলি কই
শুম্ভ-নিশুম্ভ জন্মেছে পুন ঐ
অভয়বাণী তব মাভৈঃ মাভৈঃ শু[illegible] া কবে মাগো খর করতাল॥

১৯৮১.

নিপীড়িতা পৃথিবীকে কর কর ত্রাণ।
অসুর সংহারী হে ভগবান॥
দৈত্য অত্যাচারে সন্তান তার,
অন্ন বস্ত্রহীন করে হাহাকার।
নিবস্ত্র নির্জিত শৃঙ্খল পায়
পাষাণ কারাগারে কাঁদে হতমান॥

১৯৮২.

নিশি ও প্রভাতে মিলন লগন
জাগিল অরুণ তন্দ্রা-মগন,
রাধামাধব মধুবাসরে অতি কাতর ঘুমে।
পাপিয়া কুহু ডাকিয়া কেন গো
সহসা থামিল কুঞ্জে যেন গো,
মেলিয়া আঁখি গিরিমল্লিকা কেন পড়িল ঝুমে॥
কেন চাহিতে গিয়ে ফুল চাহিতে পারে না,
যদি ফুল ফোটা দেখে রাধা জেগে ওঠে
ফুল ফুটিতে পারে না।
জটিলা কুটিলা সম কেন এলো উষা আর শুকতারা গো।
করুণ অরুণ আসিবে এখনি যেন আয়ানের পারা গো।
চাঁদের হাট এই বৃন্দাবনে কেন রবি উঠিতে চায়।
কোকিল, পাপিয়া, শুকসারী, ময়ূরের দেশে ব্যাধ কেন আসে হায়।
সে তীর কেন হানে গো,
যথা নিত্য স্থির আনন্দ, সেই বনে বিরহের তীর কেন হানে গো।
কেমনে ভাঙাব ঘুম ঘন শ্যাম কিশোরীর কেমনে করিব রসভঙ্গ সখি গো।
মহাভাবে পুঞ্জিত প্রেম ঘন মাধুরী কেমনে ছুঁইব সে অঙ্গ সখি গো॥

১৯৮৩. তাল : দাদ্‌রা

নীল যমুনা সলিল কান্তি চিকন ঘনশ্যাম।
তব শ্যামরূপে শ্যামল হল সংসার ব্রজধাম॥
রৌদ্রে পুড়িয়া তপিতা অবনী
চেয়েছিল শ্যাম-স্নিগ্ধ লাবনি,
আসিলে অমনি নবনীত তনু
ঢলঢল অভিরাম চিকন ঘনশ্যাম॥
আধেক বিন্দু রূপ তব দুলে ধরায় সিন্ধুজল
তব ছায়া বুকে ধরিয়া সুনীল হইল গগনতল।
তব বেণু শুনি,' ওগো বাঁশুরিয়া,
প্রথম গাহিল কোকিল পাপিয়া,
হেরি কান্তার-বন-ভুবন ব্যাপিয়া
বিজড়িত তব নাম; চিকন ঘনশ্যাম॥

১৯৮৪.

নীলবর্ণা নীলোৎপল-নয়না শাকম্ভরী।
শত চোখে শত নীল পদ্ম ফুটিয়াছে মরি, মরি।
দয়াময়ী মার কর-পল্লবে
ফল-মূল ফুল-পল্লব শোভে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা ও জরা নাশিনী মহাদেবী, বিষহরি॥
দারুণ দৈন্য দুর্ভিক্ষে ও অনাবৃষ্টির কালে
(এই) জননী আমার শতাক্ষীরূপে শস্যের বৃষ্টি ঢালে।
নাশি' দুর্গম দৈত্যে জননী
হলেন দুর্গা দুষ্ট-দমনী,
ইনিই পার্বতী বিশোকা চণ্ডী, কালী পরমেশ্বরী॥

১৯৮৫.

নৃত্যময়ী নৃত্যকালী নিত্য নাচে হেলে দুলে।
তার রূপের ছটায়, নাচের ঘটায় শম্ভু লুটায় চরণ-মূলে॥
সেই নাচেরি ছন্দ-ধারা,
চন্দ্র, রবি, গ্রহ, তারা,
সেই, নাচনের ঢেউ খেলে যায় সিন্ধু জলে পত্রে ফুলে॥
সে মুখ ফিরায়ে নাচে যখন
ধরায় দিবা হয় রে তখন,
এ বিশ্ব হয় তিমির-মগন মুক্তকেশীর এলোচুলে॥
শক্তি যথায়, যথায় গতি;
মা সেথাই নাচে মূর্তিমতী
কবে দেখব সে নাচ অগ্নি-শিখায় আমার শবে চিতার কূলে॥

১৯৮৬.

পথে কি দেখলে যেতে আমার গৌর দেবতারে।
যা'রে কোল যায় না দেওয়া, কোল দেয় সে ডেকে তারে॥
নবীন সন্ন্যাসী সে রূপে তার পাগল করে
আঁখির ঝিনুকে তা'র অবিরল মুক্তা ঝরে।
কেঁদে সে কৃষ্ণের প্রেম ভিক্ষা মাগে দ্বারে দ্বারে॥
জগতের জগাই-মাধাই মগ্ন যারা পাপের পাঁকে
সকলের পাপ নিয়ে সে সোনার গৌর-অঙ্গে মাখে।
উদার বক্ষে তাহার ঠাঁই দেয় সকল জাতে
দেখেছ প্রেমের ঠাকুর সচল জগন্নাথে?
একবার বললে হরি যায় নিয়ে সে ভবপারে॥

১৯৮৭. তাল : কাহারবা

পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশি
হল বিশ্ব-রাধা ঐ সুরে উদাসী॥
শুনে ঐ রাখালের বেণু
আসে ছুটে আলোক-ধেনু,
ঐ নীল গগনে রাঙা মেঘে ওড়ে গো-খুর রেণু,
ওসে শ্যাম-পিয়ারী গোপ-ঝিয়ারি গ্রহ তারার রাশি॥
সেই বাঁশির অন্বেষণে
যত মন-বধূ যায় বনে,
তাদের প্রেম যমুনায় বান ডেকে যায় কুল খোয়ায় গোপনে।
তারা রাস দেউলে রসের বা[illegible] আনন্দ-ব্রজবাসী।

১৯৮৮.

পথের শঙ্কটে কণ্টকে সখি কৃষ্ণ-প্রেমময়ী মরে না!
(যদি দেহ মরে যায়, বিদেহ প্রেম তার মরে না, মরে না!)
সখি এই ত অভিসারের লগন
গ্র[illegible]তারা মেঘে মগন।
রাধারে যেতে দেখিবে না কেহ
শ্যাম মেঘ হয়ে আবরিবে দেহ।

সখি, কৃষ্ণ — প্রেম বৃষ্টিধারায় নাইবি যদি চল
(দেখ) আকাশ-ভরা মোর বিরহীর আঁখি ছলছল।
সে অভিমানে গলেছে
(কেঁদে কেঁদে মোর বিরহে অভিমানে গলেছে!
ঝড় হয়ে সে দুলেছে, বিজলি হয়ে জ্বলেছে — অভিমানে গলেছে!)
চল্ মান ভাঙাব
আমার অভিমানীর এই বুঝি হবে শেষ
তার দেখব মধুর বেশ,
ইন্দ্রধনুর রঙে সখি কৃষ্ণ আকাশ রাঙাব॥

১৯৮৯.

পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার,
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার।
জাগালে ভারত শ্মশান তীরে
অশিব-নাশিনী মহাকালীরে
মাতৃনামের অমৃত-নীরে বাঁচালে মৃত ভারত আবার॥
সত্যযুগের পুণ্য স্মৃতি আনিলে কলিতে তুমি তাপস,
পাঠালে ধরার দেশে দেশে ঋষি পূর্ণতীর্থ-বারি-কলস।
মন্দিরে মসজিদে গির্জায়
পূজিলে ব্রহ্মে সমশ্রদ্ধায়,
তব নাম মাখা প্রেম-নিকেতনে ভরিয়াছে তাই ত্রিসংসার॥

১৯৯০.

পরমা প্রকৃতি দুর্গে শিবে, গৌরী নারায়ণী লহ প্রণতি।
লহ মা আনন্দে নৃত্যের ছন্দে উদার বন্দনা সন্ধ্যা আরতি॥
ঝরনা ধারায় নদী সিন্ধু তরঙ্গে
মৃদঙ্গ বাজে নিতি মধুর বিভঙ্গে।
অসীম অম্বর মন্দির তলে জ্বলে রবি চন্দ্রে আরতি দীপ-জ্যোতি॥
প্রসীদ শরণাগত দীন-তারিণী,
চিরমঙ্গলময়ী, দুর্গতিহারিণী,
জয় মহাকালী, জয় মহালক্ষ্মী জয় চণ্ডিকে মহাসরস্বতী॥

১৯৯১.

পাষাণ যদি হতে তুমি অনেক আগে গলে যেতে।
দেবতা যদি হতে তুমি আমার কাঁদন শুনতে পেতে॥
প্রেমিক নহ তুমি কপট
তুমি নিঠুর সুন্দর শঠ
এড়িয়ে তুমি চল সে পথ যে পথে দিই পরাণ পেতে॥
তৃষ্ণার জল নহ তুমি ছলনাময় মরীচিকা
প্রদীপ হয়ে কাছে ডেকে পুড়িয়ে মার অগ্নি-শিখা।
দেখে মোর যাতনা দিবস যামী
হয়ত তুমি গলবে স্বামী
তোমার পাষাণ বিগ্রহ তাই রেখেছি হৃদ মন্দিরেতে॥

১৯৯২. নাটিকা : 'সতী', নাট্যকার : মন্মথ রায়

পাষাণী মেয়ে! আয়, আয় বুকে আয়
জগত জননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায়॥
রাজার দুলালী কোন অভিমানে
ভিখারিনী হয়ে বেড়াস শ্মশানে
ত্রিলোকের যত পতিত অধমে ঠাঁই দিয়েছিস পায়॥
তোর সোনার বরণ হইয়াছে কালি বলে এসে কত লোকে,
কুস্বপন দেখে জেগে উঠি প্রাতে ধারা বহে মাগো চোখে —
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধরে ডাকি
তোরে যে মাগো খোঁজে মোর আঁখি প্রতি-রূপ-প্রতিমায়॥

১৯৯৩.

পায়ের বেড়ি কাটল না তোর আরো আঘাত হানতে হবে।
ওরে আরো নিষ্ঠুর হ হয়ত শিকল টুটবে তবে॥
পালিয়ে যেতে চাইবি যত
প্রহরীরা ঘিরবে তত
যত ফাঁকি চাইবি দিতে (ওরা) ততই সজাগ হয়ে রবে॥
মায়ার ডোরে বন্দী ওরে সহজে কি মুক্তি মেলে
আয় বেড়িয়ে মিথ্যা সুখের জতু গৃহে আগুন জ্বেলে।
বাঁধতে তোরে আসবে ধেয়ে
কাঁদতে কাঁদতে ছেলেমেয়ে
দেখবি না পিছনে চেয়ে (এসব) মায়ার খেলা বুঝবি যবে॥

১৯৯৪. নাটিকা : 'সুরথ উদ্ধার'

পুণ্য মোদের মায়ের আস[illegible] কলঙ্কিত করল [illegible]
কোন্ সে দুরাচার?
মায়ের কোটি সন্তান আজ করবে বিচার তার॥
কোন অশুচি দানব এসে —
স্বর্গে বসে জয়ীর বেশে
বজ্র হানি বক্ষে তাহার ভাঙব অহঙ্কার॥

১৯৯৫. রাগ : তিলং, তাল : ঝাঁপতাল

পূজা দেউলে মুরারি, শঙ্খ নাহি বাজে,
বন্ধ দ্বার, নির্বাপিত দীপ লাজে॥
ভগ্ন ঘট শূন্য থালা,
পুণ্য-লো[illegible] রক্তে ঢালা,
দৈত্য সেথা নৃত্য করে মৃত্যু-সাজে,
দাও শরণ তব চরণ মরণ-মাঝে॥

১৯৯৬.

(এই) পৃথিবীতে এত শক্তির খেলা আমরা পাই না খেলিতে।
(তোর) বিপুল ভুবনে আমাদেরই ঠাঁই নাই মা হাত পা মেলিতে॥
দশভুজা দশ দিকে একি আনন্দে
নৃত্য করিস প্রাণের[১] ছন্দে

মোরা দুর্বল তারি তালে তালে পারি না চরণ ফেলিতে।।
কোন অপরাধে কার অভিশাপে পাই এ শাস্তি বল মা
দনুজ দলনী এই শৃঙ্খল প্রবল চরণে দল মা।
নিষ্ঠুর হাতে দূরে ফেল টানি
জীবনের এই দাসত্ব গ্লানি
ঢেকে ফেল এই দারুন লজ্জা মা তোর রক্ত-চেলিতে।।

১ প্রবল

১৯৯৭. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

প্রথম যৌবনে এই প্রথম বিরহ গো।
(তাই) সহিতে না পারে রাই, কাঁদে অহরহ গো।।
ফুল শয্যারে মনে হয় কণ্টক-শয্যা,
কাঁদিতে পারে না, যত ব্যথা তত লজ্জা
প্রবাসী বঁধুরে ঘরে আসিতে কহ গো।।

২৯৯৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাওয়ালি

(প্রভু) রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন-পতি তব পদে মতি।
আঁখির আগে যেন সদা জাগে তব ধ্রুব-জ্যোতি।।
সংসার মরুমাঝে তুমি মেঘ-মায়া,
বিষাদ-শোক তাপে তুমি তরু-ছায়া,
সান্ত্বনা দাতা তুমি দুঃখ ত্রাতা অগতির গতি।।
জননীর মত আছ ঊর্ধ্বে জাগি
জলে স্থলে শূন্যে অগণিত তব দান মোদের লাগি[১]।
ঝঞ্ঝার মাঝে তব বিষাণ বাজে,
সহসা ঢলি পড় বনে ফুল-সাজে,
কোমলে কঠোরে হে প্রভু বিরাজে তব মহাশক্তি।।

১ শোকে কাঙালে নিশার কোলে / আলো-উষসী। নির্ঝর হাসে তব নির্মল জলে। ঐ পূর্ণ শশী।

১৯৯৯.

প্রিয়তম হে, আমি যে তোমারি চির-আরাধিকা
তব নাম গেয়ে প্রেম-বৃন্দাবনে ফিরি ব্রজ-বালিকা।।
মম নয়ন দুটি তব দেবালয়ে
জ্বলে নিশিদিন আরতি-প্রদীপ হয়ে
নাম-কলঙ্ক তব হরি-চন্দন মোর গলার মালিকা।।
মোরে শরণ দাও তব চরণে কর অবনমিতা,
জনমে জনমে হয়ো প্রভু তুমি, আমি হব দয়িতা।
শুধু নাম শুনি, নাথ মনে মনে
আমি স্বয়ম্বরা হয়েছি গোপনে,
বড় সাধ প্রাণে র'ব তোমারি ধ্যানে হব শ্যাম-সাধিকা।।

২০০০.

প্রেম অন্ধ হে ভিখারি, কার কাছে ভিখ চাও?
আমি তোমার মত ভিখারিনী হায় দেখিতে পাও না তাও।।
তব আহবানে তনু প্রাণ মন
চৈতালী ঝড়ে ফুলের মতন

ছড়াইয়া পড়ে দিক দিগন্তে কে তুমি বলে যাও ॥
(প্রেম) ভিক্ষার ছলে জাগাতে আসিলে এ কি প্রেম-অনুরাগ?
নীরস নয়নে বহালে যমুনা হৃদয়ে ছড়ালে ফাগ (গো)।
(আর) কর না ছলনা কে তুমি বল
(মোর) করিলে এমন রস বিহ্বল
তুমি যে প্রেমে হলে অন্ধ ভিখারি মোরে সেই প্রেম দাও ॥

২০০১.

প্রেম অনুরাগে শ্রী-মুখ উজ্জ্বল
কে তুমি সুন্দর কে তুমি চঞ্চল ॥
নয়নে মধুর মায়া অধরে হাসি,
বাঁকা ভুরু-ভঙ্গিমা শ্রীকরে বাঁশি।
চন্দ্র-আনন ঘেরি চাঁচর-কুন্তল ॥
জ্যোতির্ময় তনুললাটে প্রশান্তি
ঢলঢল সুনীল উৎপল-কান্তি
শ্রী-অঙ্গ সুনির্মল।
কম্পিত হৃদয়ে তালে তালে মম,
তোমার নূপুর বাজে হে নিরুপম,
(তব) চরণ মুছাতে চায় লুণ্ঠিত অঞ্চল ॥

২০০২.

চণ্ডীদাস : প্রেম আমার জাতি লাজ কুল মান সাথী
প্রেম-রাজ-মুকুট শিরে।
রামী : প্রেম যোগিনী হয়ে ছাড়িব সংসার
লয়ে প্রেম বিরহীরে ॥
চণ্ডীদাস : প্রেমের কলঙ্ক চন্দন সব গো
থাকুক ললাট ঘিরে।
উভয়ে : প্রেম-বাউল হয়ে ছেড়ে যাই গৃহ গো
প্রেম ডাকে বাহিরে ॥

২০০৩.

প্রেম অনুরাগ শ্রী কান্তি মধুর হে চির সুন্দর
রুচির শুভ্র শুচি অপরূপ মনোহর ॥
তব রূপে নিরুপম গগন পবন মম
হইল মধুরতম রাঙিল এ অন্তর ॥
হেরি সাধ মিটিবে না কোটি জনম যদি
কোটি নয়ন দিয়ে হেরি ও রূপ নিরবধি।
তোমার রূপের মধু পিয়াও আমারে বঁধু
যে রূপের নেশায় পাগল ত্রিভুবন চরাচর ॥

২০০৪. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

প্রেম পাশে পড়লে ধরা চঞ্চল চিত-চোর।
শাস্তি পাবে নিঠুর কালা এবার জীবন ভোর ॥
মিলন রসের কারাগারে প্রণয় প্রহরী রাখব দ্বারে,
চপল চরণে পরাব শিকল নব অনুরাগ-ডোর ॥

শিরীষ-কামিনী ফুল হানি' জরজর করিব অঙ্গ
বাঁধিব বাহুর বাঁধনে দংশিবে বেণীর ভুজঙ্গ।
কলঙ্ক-তিলক আঁকিব ললাটে হে গৌর কিশোর॥

২০০৫.

চণ্ডীদাস : প্রেমের গোকুলে কুটির বাঁধিব গো, প্রেমের যমুনাতীরে।
রামী : নীর ভরণে যাব প্রেম যমুনাতে, প্রেমের গাগরি শিরে॥
চণ্ডীদাস : প্রেম জাগরণে শয়নে স্বপনে প্রেম থাক্ পরাণ ঘিরে (মোর)।
রামী : প্রেম গলার হার, প্রেম নয়নধার, প্রেম দীপ ঘন-তিমিরে॥
চণ্ডীদাস : প্রেম পরাণ প্রিয়, প্রেম সুধা অমিয় চাহি প্রেমের প্রেমীরে।
প্রেমের লাগিয়া লাখো জনম গো আসিব ফিরে ফিরে॥
রামী : প্রেমের যমুনা তীরে॥

২০০৬.

প্রেমের প্রভু ফিরে এসো, শিখাও আবার ক্ষমা।
ধূলির ধরায় আবার বহু পাপ হয়েছে জমা॥
ভোগবতীর ফেনিল জলে ডুবল ধরা অতল তলে,
ভরল বিশ্ব হলাহলে ঘিরল নিশীথ অমা॥
শিশুর মত অবোধ এরা খেলনা নিয়ে তাই,
নিত্য করে হানাহানি, ভাইকে মারে ভাই।
তোমার ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে আবার এদের যাও বাঁচিয়ে
ভোগক্লান্ত ধরা (প্রভু, রণক্লান্ত ধরা) আবার হউক বিশ্বরমা॥

২০০৭.

ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে (ও মা) ফিরিয়ে দে মোর হারানিধি।
(তুই) দিয়ে নিধি নিলি কেড়ে মা তোর এ কোন নিঠুর বিধি॥
বল্ মা তারা কেমন করে
নয়ন-তারা নিলি হরে,
(দিলি) মা হয়ে তুই শিশুর বুকে নিঠুর মরণ-সায়ক বিঁধি॥
তরু যেন শিকড় দিয়ে তাহার মাটির মা'কে
জড়িয়ে ধরে থাকে স্নেহের সহস্র যে পাকে।
(মাগো) তেমনি করে তাহার মায়া
আঁকড়ে ছিল আমার কায়া,
(তারে) নিলি কেন মহামায়া শূন্য করে আমার হৃদি॥

২০০৮. রাগ : ছায়ানট, তাল : একতাল

ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় শূন্য এ বুকে ফিরে আয়।
সন্ধ্যা ঘনায় তুই কোথা হায় ওরে পাখি, মোর নীড়ে আয়॥
তোরে না হেরিয়ে ওরে ধ্রুবতারা,
ব্যথার পাথারে কাঁদি পথহারা,
তোরে যে হরিল নিয়ে সে হরিরে শূন্য এ মন্দিরে আয়॥

২০০৯.

ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
আর কতকাল রবি মথুরায়

তোর শ্যামলী ধবলী কাঁদে তৃণ ফেলি
বারে বারে পথে ফিরে চায়॥
রাখাল সাথীরে ফেলি কোথা আজ
রাজ্য পেয়েছ, হে রাখাল-রাজ!
তোর ফেলে-যাওয়া বাঁশি
নিয়ে যাবে আসি'
মোরা আঁখি-জলে ভাসি দেখে' তায়॥
তুই শিখী-পাখা ফেলে মুকুট মাথায়
দিয়েছিস নাকি, শুনে হাসি পায়!
তুই পীত-ধড়া ছেড়ে রাজ-বেশে ভাই
সেজেছিস নাকি, মোদের কানাই।
তুই অসি ফেলে নেচে আয় হেলে দুলে
নূপুর পরিয়া রাঙা পায়।
ফিরে আয় ননী-চোর ব্রজের কিশোর
মা বলে ডাক যশোদায়॥

২০১০. রাগ : মিশ্র সুর, তাল : কাহারবা

ফিরে এলো সেই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি, হে শঙ্খচক্রধারী!
তোমার মাভৈঃ অভয় আকাশবাণী, কেন নাহি শুনি? হে মুরারি!!
সেই ঘনঘটা দুর্যোগ-নিশি,
নিরাশা-আঁধারে ঢাকা দশদিশি;
গগনে তেমনি ঘোর দুন্দুভি বাজে, ঝরে তেমনি অশ্রু-বারি॥
আজো মানুষের আত্মা তেমনি কাঁদে আশা-যমুনার দুই পারে,
এ-পারে দেবকী ও-পারে যশোদা আজো ডাকে মুক্তির বিধাতারে।
আবার প্রেমের বংশী বাজাও,
এই হানাহানি হিংসা ভুলাও,
আর্ত-কলির গানের এ শেষ-কলি দাও শেষ করে ব্যথাহারী॥

২০১১.

ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে
থাকিতে দে লো এ পথে পড়ে
যে পথ ধরে গিয়াছে হরি চলি'
আমি যাব না আর গোকুলে,
সখি শিশিরে আর ভয় কি করি ভেসেছি যবে অকূলে
সখি দিসনে লো দিসনে লো রাখ গোপী-চন্দন,
চন্দনে জুড়ায় না প্রাণের ক্রন্দন।
দ্বিগুণ বাজায় জ্বালা নব মালতী-মালা,
ও যে মালা নয়, মনে হয় সাপিনীর বন্ধন॥
সখি যাহার লাগিয়া বসন ভূষণ, সেই গেল যদি চলে
কি হবে এ ছার ভূষণের ভার ফেলে দে যমুনা-জলে।
সকলের মায়া কাটায়েছি সখি, টুটিয়াছে সব বন্ধন,
যেতে দে আমায়, যথা মথুরায় বিহরে নন্দ-নন্দন॥
দেখব তারে, রাজার সাজে দেখব তারে
রাজার সাজে কেমন মানায় গো-রাখা রাখাল-রাজে।

২০১২. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

কাঞ্চনা : ফিরে যাও গৌর সুন্দর চঞ্চল মতি (তুয়া সনে কিসের পিরিতী)
এমন সোনার দেহ পরশ করিল কে, না জানি সে কোন রসবতী ॥
অলসে অরুণ আঁখি ঘুমে প্রেমে মাখামাখি
(আজু) রজনীতে হলে কার পতি।
বদন কমল কেন মলিন হইল হেন
ধোঁয়া দিয়ে করেছে কে তোমার আরতি ॥
নদীয়া নাগরী সনে নিশি যাপি নিরজনে
আসিলে হে নিলাজ কেমন করে!
সুরধুনী তীরে গিয়া মার্জনা করে তো হিয়া তবে যে আসিতে দিব ঘরে ॥
নিমাই : আমি হরি-বাসর-বাসি অমিয়সাগরে ভাসি কহে সখি বহু কটু ভাষ,
থাকি না যথায় গিয়া হৃদে মোর বিষ্ণুপ্রিয়া সেই মোর রাস-রানী আমি
তাঁরই দাস ॥

২০১৩. নাটিকা : 'ধ্রুব'

ফুটিল মানস-মাধবী-কুঞ্জে প্রেম কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে
মাধব, তুমি এসো হে।
হে মধু-পিয়াসী চপল মধুপ, হৃদে এসো হৃদয়েশ হে।
(নীল) মাধব, তুমি এসো হে ॥
তুমি আসিলে না বলি' শ্যামরায়
অভিমানে ফুল লুটায় ধূলায়
মাধব, তুমি এসো হে ॥
বনমালী! বনে বন-ফুল হায়
হায়! শুকাইয়া যায়, আঁখিজলে তায়
জিয়াইয়া রাখি কত আর?
এসো গোপন পায়ে! চিতচোর এসো গোপন পায়ে!
যেমন নবনী চুরি করে খেতে, এসো শ্যাম সেই গোপন পায়ে।
না হয় নূপুর খুলিও,
শ্যাম, যমুনায় থির নীরে বাঁশরির তানে না হয় লহরি না তুলিও!
যেমন নীরবে ফোটে ফুল,
যেমন নীরবে রেঙে ওঠে সন্ধ্যা-গগন-কূল —
এসো তেমনি গোপন পায়ে
অনুরাগ-ঘসা হরি-চন্দন শুকায়ে যায় —
আর রহিতে নারি, এসো হৃষিকেশ শ্যামরায় ॥[১]

১ পাঠান্তর :
মম মানস মাধবী লতার কুঞ্জে, এই তো প্রথম গুঞ্জে।
(নীল) মাধব তুমি এসো হে, হে মধু পিয়াসী চপল মধুপ
হৃদে এসো হে হৃদয়েশ হে।
তোমার আমার পথ চেয়ে হায় অভিমানে ফুল লুটায় ধূলায়
(নীল) মাধব তুমি এসো হে ॥
বনমালী বিনে বন ফুল হায়
(হায়) শুকাইয়া যায় আঁখি জলে তায় জিয়াইয়া রাখি কত আর।
চিতচোর এসো গোপন পায়ে
যেমন নবনী চুরি করে খেতে, এসো শ্যাম সেই গোপন পায়ে ॥
না হয় নূপুর খুলিও
(শ্যাম) যমুনায় থির নীরে বাঁশরির তানে না হয় লহরি না তুলিও।

(যেমন) নীরবে ফোটে ফুল,
যেমন নীরবে রেঙে ওঠে সন্ধ্যা গগন কূল।
এসো তেমনি গোপন পায়ে
অনুরাগ-ঘসা হয়ে চন্দন শুকায়ে যায়।

২০১৪.

ফোটে কমল কেমন করে, দেখিতে নিশি ভোরে, আসিনু কমল-বনে।
ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি কোথা হতে আসি গো, হুল ফোটায় অকারণে?
(কেন হুল ফোটায় গো, ফুল ফোটানো স্বভাব ছেড়ে, হুল ফোটায় গো?)
রসভরা শর্বরী বিরস কলহ করি' ফুরাল।
চাঁদের হাটে এসে, অমৃতের ঘাটে এসে দগ্ধ হিয়া নাহি জুড়াল।
আঁধার রাতে আমি আসিতে রাধার কাছে, করিনু ভুল কি?
ফাগুনের ফুল ভেবে, পরশ করিনু বুঝি আগুনের ফুলকি!
[ফাগুনের ফুল (রাগে আগুন হয়েছে গো)]
রাধার প্রেমের মহাভাবে সমাধি হইল পথে —
পাষাণ বিগ্রহ ভেবে, (দলে দলে) নারী এলো কোথা হতে।
সিন্দুর চন্দন দিয়ে পূজিল সব পূজারিণী:
কেহ বলে শ্রীনারায়ণ, কেহ বলে শ্যামা ইনি।
রাধা-প্রেমের গুণে মরে যে ছুঁইল হ'ল অবশ।
কেহ নাচে' কেহ কাঁদে — অপরূপ সে আনন্দ-রস।
চাঁচর-কেশ ঝামর হ'ল, লাগিল কাজল মুখে তাই।
কে নিল কেড়ে বসন-ভূষণ, কিছুই যে মোর মনে নাই!
সবই রাধা-প্রেমের গুণে লো —
(এই নির্গুণ নারায়ণ হ'ল এই কালো রাখাল কালি হ'ল)
কোপ পরিহর গৌরী, ভয়ে মরি হেরিয়া —
গৌরীর মত তেজোময়ী মূরতি।
যদি কলঙ্কী হয়ে থাকি, শুদ্ধ প্রেমে দাও
কলঙ্ক ধুয়ে দাও গো —
তোমার চরণে হোক্ সুমতি।
যেন রাধা জপমালা হয় শ্রীরাধা তন্ত্র, শ্রীরাধা মন্ত্র, রাধা যোগ, রাধা লয় —
রাধা নামে হই চোর, রাধা নামে কিশোর,
রাধা নামে নিপট কপট হই গো।
রাধা যদি পায়ে ঠেলে, চরণ-পরশ পাইনু বলে,
'জয় রাধা' কই গো? জয় শ্রীরাধা, জয় শ্রীরাধা, জয় শ্রীরাধা।

২০১৫.

বন-কুসুম! বল্ রে তোরা কোথায় বনমালী?
যাঁহার আশায় ফুটে থাকিস্ গহন বনের ধারে॥
(ফুটে থাকিস্ রে, ও ফুল, ফুটফুটে জোছনাতে ফুটে থাকিস রে)
তোরাও কি মোর মত চাহিয়া তার পথ ফুটে আছিস রে॥
ও যমুনা ছুটে চলিস্ কোন্ সাগরের টানে
আমার শ্যাম-সাগর কোথায় তোর সাগর কি জানে?
ওরে সাগর! দুলে উঠিস যে চাঁদকে দেখে,
সে চাঁদ যে চাঁদ হল মোর চাঁদের সুধা মেখে
(সে কোন গগনে থাকে রে? আপনাকে সে চাঁদ সুরুযের আড়াল দিয়ে রাখে রে।)

ওরে বাতাস, বাউল হয়ে দেশে দেশে খুঁজিস কারে
ওরে আকাশ, ধেয়ান-মগন চির জনম চাহিস যারে,
সেই ত আমার প্রিয়তম
জনম জনম বল্লভ সেই মোর, সাধনা মম।
আয়রে সবাই ডাকিব মোরা কেঁদে কেঁদে তারে গভীর প্রেমে,
করুণা-সিন্ধু নাম শুনি তার অবিরাম
(সে) হয়ত অনুরাগে আসিবে নেমে॥

২০১৬.

বনমালার ফুল জোগালি বৃথাই বন-লতা
বনের ডালায় কুসুম শুকায়, বনমালি কোথা॥
শুকনো পাতার শুনে নূপুর
চমকে ওঠে বনে ময়ূর,
রাস নাই আজ নিরাশ ব্রজে গভীর নীরবতা॥
যমুনা-জল উজান বেয়ে কদম-তলে আসি'
ভাটিতে যায় ফিরে, নাহি শুনে শ্যামের বাঁশি॥
তমাল-ডালে ঝুলনা আর
গোপীরা বাঁধেনি এবার,
শ্রাবণ এসে কেঁদে শুধায় ঘনশ্যামের কথা।

২০১৭.

বনে বনে খুঁজি মনে মনে খুঁজি
চঞ্চল গোকুল-চন্দে।
খুঁজি যমুনার তীরে খুঁজি আঁখি নীরে
রাখালের বাঁশরিতে নূপুর-ছন্দে॥
খুঁজি সে কৃষ্ণে কৃষ্ণাতিথিতে
খুঁজি সে মাধবে মাধবী নিশীথে
খুঁজি সে শ্যামলে তমাল কুঞ্জে
মালতী মালায় হরি-চন্দন-গন্ধে॥
কংস বলে তাঁরে মধুকৈটভারি,
উদ্ধব বলে, তিনি প্রভু মুরারি
রুক্মিণী বলে, হরি জীবন-স্বামী মোর
রাধিকা বলে তারে, প্রীতম চিত-চোর।
শুক সারি বলে, আছে সে নামে
গোপী কয় সে রয় রাধারে লয়ে বামে,
গোষ্ঠে থাকে সখা, বলে শ্রীদামে
কোলে ঘুমায়, বলে যশোদা নন্দে॥

২০১৮. রাগ : হাম্বির, তাল : কাওয়ালি

বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা।
আনো অভয়ঙ্কর শুভ-বারতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥
শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,

বিশ্বমূক ভীত, কহ গো কথা!
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী
অশ্রুতে অ-শ্রুত শঙ্খধ্বনি!
পঙ্গু, রুগ্ন নর অত্যাচারে,
ধর্ষিতা নারী কাঁদে দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা ॥

২০১৯.

বর্ষা গেল, আশ্বিন এলো, উমা এলো কই
শূন্য ঘরে কেমন করে পরাণ বেঁধে রই ॥
ও গিরিরাজ! সবার মেয়ে
মায়ের কোলে এলো ধেয়ে,
আমারই ঘর রইল আঁধার, আমি কি মা নই?
নাই শাশুড়ি ননদ উমার, আদর করার নাই (কেহ)
মা অনাদরে কালী সেজে বেড়ায় নাকি' তাই।
মোর গৌরী বড় অভিমানী,
সে বুঝবে না মার প্রাণ-পোড়ানী;
আনতে তারে সাধতে হবে তার যে স্বভাব ঐ ॥

১ প:৮

২০২০.

বল দেখি মা নন্দরানী ওগো গোকুলবালা
(ওমা) কেমন করে তোদের ঘরে (মা) এলো নন্দলালা।
(মা তুই) কোন সাধনায় দধি মথন করে
তুললি ননী হৃদয় পাত্র ভরে;
তুই সেই নবনী দিয়ে যতন করে
(মা তুই) গড়লি কি এই ননীর পুতুল আঁধার চিকনকালা ॥
অমন রসবিগ্রহ মা গড়তে পারে কে?
গোপঝিয়ারী গড়তে পারে কে?
গোকুল মেয়ে নস্ তুই মা তুই কুমারের ঝি।
(মাগো) তুই নস্ যোগিনী তবু স্বগুণ বলে
(মা তুই) শ্রীকৃষ্ণে বাঁধলি উদূখলে
(আমায়) সেই যোগ তুই শিখিয়ে দে মা বা সেই জপমালা ॥

২০২১. রাগ : সুরট মি" তাল : দাস পয়রা

বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে এসো কিশোর বংশীধারী।
চূড়ায় আঁধার ময়ূর-পাখা বামে লয়ে রাধাপ্যারী ॥
আমার আঁধার প্রাণের মাঝে
এসো অভিসারের সাজে,
নয়ন-জলের যমুনাতে উজান বেয়ে ছুটুক বারি ॥
এমনি চোখে তোমায় আমি দেখতে যদি না পাই হরি,
দেখাও পদ্মপলাশ আঁখি, তোমার প্রেমে অন্ধ করি'।
হরি হে, ঘুচাও এবার মায়ার বেড়ী,

পরাও তিলক কলঙ্কেরি,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' ভাব শ্যাম হে আর সইতে নারি॥

২০২২.

বাদলা রাতে চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণ মেঘের কোলে রে।
ব্রজ পুরে তমাল-ডালের ঝুলনাতে দোলে রে॥
নীল চাঁদ আর সোনার চাঁদে
বাঁধা বন-মালার ফাঁদে রে
এই চাঁদ হেসে আরেক চাঁদের অঙ্গে পড়ে ঢ'লেরে॥
যুগল শশী হেরি গোপী কহে, বাদলা রাতই ভালো রে,
গোকুল এলো ব্রজে নেমে ধরা হল আরো রে।
দেব-দেবীরা চরণ-তলে
বৃষ্টি হয়ে পড়ে গ'লে রে,
বেদ-গাথা সব নূপুর হয়ে রুনুঝুনু বোলে রে॥

২০২৩. নাটিকা : 'সতী', (নাট্যকার : মন্মথ রায়)

বাবার হল বিয়ে
ষাঁড়ের পিঠে চড়েরে ভাই — (সাপের) খোলস মাথায় দিয়ে॥
বাবার জটায় ছিলেন গঙ্গা এবার কোঠায় এলেন সতী
প্রাণের কোঠায় এলেন সতী
আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি পেলেন পরম পতি :
মাকে দেখে রেগে মেগে পেত্নীরা সব গেল ভেগে
(আজ) গৃহীর দীক্ষা নিলেন বাবা দাক্ষায়ণী নিয়ে॥
মোরা মা আসবার অনেক আগে জন্মে আছি ঘরে
এই অগ্রপথিক ছেলেদের মা চিনবে কেমন করে;
বাজা রে সব বগল বাজা, আর খাব না সিদ্ধি গাঁজা
এই ভূতেরা সব মানুষ হবে (মায়ের) স্নেহ সুধা পিয়ে॥

২০২৪. নাটিকা : 'বিজয়া'

বিয়জয়োৎসব ফুরাইল মাগো, ফিরে আয় ফিরে আয়।
আনন্দিনী! গিরি-নন্দিনী! শিবলোকে অমরায়॥
কৈলাশে শিব যাপিতেছে দিন
শব-সম, হয়ে শক্তি বিহীন।
সপ্ত স্বর্গ, দেবদেবী কাঁদে আঁধারে মা নিরাশায়॥

২০২৫. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

বিদায় দে মা একবার দেখে আসি।
(যে) বৃন্দাবনে রাখাল সনে কালো শশী বাজায় বাঁশি॥
সারা-দিনের কাজের মাঝে
দেখি যে সেই রাখাল-রাজে
(ওমা) বাজে শুনি নিশীথ রাতে তারি বাঁশি মন-উদাসী॥

২০২৬.

বিদায়! বিদায়! বিদায়! রহিতে নারি এ রাজ্যে আর
হেথা নাহি কল্যাণ

দেশ শ্রীহীন ম্লান,
বসিয়াছে ধর্মের পুণ্যাসনে অধর্ম অনাচার ॥

২০২৭. রাগ : দেশ মিশ্র, তাল : একতাল

বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে শান্তি ত' নাহি পাই।
রূপ ধরে এসো, দাঁড়াও সুমুখে, দেখিয়া আঁখি জুড়াই ॥
আমার মাঝারে যদি তুমি রহ
কেন তবে এই অসীম বিরহ
কেন বুকে বাজে নিবিড় বেদনা মনে হয় তুমি নাই ॥
চাঁদের আলোকে ভরে না গো মন, দেখিতে চাই যে চাঁদ,
ফুলের গন্ধ পাইলে, জাগে যে ফুল দেখিবার সাধ।
(ওগো) সুন্দর, যদি নাহি দেবে ধরা
কেন প্রেম দিলে বেদনায় ভরা
রূপের লাগিয়া কেন প্রাণ কাঁদে রূপ যদি তব নাই ॥

২০২৮.

রতি : বিশ্বে কামনার আগুন লাগাব।
মদন ভস্ম ছড়াব মনে মনে;
মৃত মদনে প্রতি ভবনে জাগাব ॥
বসন্ত : সিদ্ধ যোগীর ধ্যানে আমি হব প্রতিকূল;
ফোটাব তপোবনে বাসনা মুকুল।
উভয়ে : সন্ন্যাসীরে মোরা করিব ভোগী
লোভ, মোহ, মদে নিখিল রাঙাব ॥

২০২৯. নাটিকা : 'সতী' (নাট্যকার : মন্মথ রায়)

বিরূপ আঁখির কি রূপই তুই আঁকলি হৃদয় পটে
চাঁদের পাশে আগুন জ্বলে যাহার ললাট তটে ॥
সে সোনার অঙ্গে ভস্ম মাখিয়ে
বেড়িয়ে বেড়ায় সাপ নাচিয়ে;
এই ভবঘুরে বেদে নিয়ে তোর কলঙ্ক না রটে ॥
ঘটে ইহার বুদ্ধি হতে সিদ্ধি অনেক বেশি,
বিষ খেয়ে এঁর প্রশান্ত মুখ লীলা এ কোন্ দেশী,
আপনারে যে করে হেলা
তার সনে তোর একি খেলা,
তুই দেখলি কোথায় আত্মভোলা এই সে তরুণ নটে।

২০৩০.

বিয়ে হয়েও সাজল না বৌ শিবানী মোর তেমনি আছে।
মাথায় ঘোমটা দেয় না মেয়ে হাসে বসে শিবের কাছে।
যেমন মেয়ে তেমনি জামাই
সাজ সজ্জার নাইক বালাই
ডাকাত মেয়ের ভয় ডর নাই, দাঁড়িয়ে শিবের বুকে নাচে।
সে লাজ শরমের ধার ধারে না, বেড়ায় শিবের কোলে চড়ে,
যেন বুনো পায়রা দুটি, যেন বুনো মানিক জোড়ে।

শিবকে আধেক অঙ্গ দিয়ে
শিবের আধেক অঙ্গ নিয়ে
(আমার) ভুবন মোহিনী উমা হর-গৌরী সাজিয়াছে॥

২০৩১.

বুঝি চাঁদের আর্শিতে মুখ দেখেছে কালো মেয়ে কালিকা।
তারার নূপুর তাই ছড়িয়ে ফেলেছে নীল আকাশে বালিকা॥
অভিমানে তাই বাঁধে না কেশ
ধরেছে সে সংহারিণী বেশ,
চণ্ডী হয়ে মুণ্ডমালা পরেছে ফেলে ফুলের মালিকা॥
যত বলি তুই কালো নস গোরী গো মুখ মেখেছিস কাজলে
উমা ততই শ্যামা হয়ে ঢাকে মুখ কৃষ্ণা তিথির আঁচলে।
মোরা বুঝি তেমনি দেখি মায়া
আলোর দেহে মিথ্যা কালোর ছায়া
তোর এ কালোর খেলা এবার ভোলা মা বিশ্বভুবন-পালিকা॥

২০৩২.

বেণু বাজাই — বাজাই হৃদয় বনে।
(বৃন্দাবনে নয়, হৃদয়-বনে গো)
প্রেমে গোলক হতে ভূলোকে আসি নেমে
খেলি প্রেমিকের সনে (লুকোচুরি গো)।
মা যশোদা স্নেহ-ডোরে বাঁধিয়া রাখে মোরে,
প্রেমের গুণে কাঁদি রাধিয়া পায় ধরে —
রাখাল সেজে আমি গোঠে যাই গো-চারণে।
(প্রীতিতে-গলে মন বৈকুণ্ঠ ফেলে আমি গোঠেই যাই গো-চারণে)॥

২০৩৩.

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল, (ওরে) এখন খোল আঁখি।
তুই সোনার খনির কাছে এসে ফিরলি ধূলা-মাখি॥
এ সংসারের সার ছেড়ে তুই
সং সেজে হায়, বেড়াস নিতুই,
যে তোরে ধন-রত্ন দিলো তারেই দিলি ফাঁকি॥
ভুলে রইলি যাদের নিয়ে, তাদের পেলি কোথা হতে,
তোর যাবার বেলায় কেউ কি সাথী হবে রে তোর পথে।
এখনো তুই ডাক একবার
নাইরে সীমা তাহার দয়ার,
সে-ই করবে ক্ষমা, ঘুম পাড়াবে শীতল বুকে রাখি॥

২০৩৪.

ব্রজ কুমার গিরিধারী শ্যাম কিশোর
বনচারী নীলমণি প্রীতম মোর॥
কৃষ্ণ গোপাল লীলা-সুন্দর
রাধা মাধব নিরুপম নটবর
রস শেখর পরম মনোহর রস বিলাসী রাধিকার চিত্ত-চোর॥

মদন মোহন বন্‌শীওয়ালা
গোকুল চন্দ নন্দ-লালা
পীত বসনধারী গলে বনমালা সেই কানুরে আমি দিয়েছি প্রেম-ডোর ॥

২০৩৫.

ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা, দ্বার ছেড়ে দাও দ্বারী।
মথুরার রাজা হ'য়েছে মোদের কানাই গোঠ বিহারী ॥
রাজ-দণ্ড কেমন মানায় শোভিত যে হাতে বাঁশি
মুকুট মাথায় কেমন দেখায় শিরে শিখী-পাখা ধারী ॥
শ্যামলী ধেনুর দুগ্ধের ক্ষীর এনেছি কানুর লাগিয়া,
পাঠায়েছে তারে মথিয়া নবনী, যশোদা-নিশীথ জাগিয়া,
বনমালী লাগি নব-নীপ-মালা আনিয়াছি হের গাঁথিয়া,
কুড়ায়ে এনেছি ফেলে এসেছিল যে বাঁশরি বনচারী ॥
ব্রজের দুলাল রাখাল ব'সেছে রাজার আসন পরে,
সারা গোকুলের এনেছি আশিস তাইরে তাহার তরে।
পাঠায়েছে গোপী-চন্দন তাই রাই অনুরাগ ভরে
(পাঠায়েছে রাই অনুরাগ ভরা গোপী চন্দন,
পাঠায়েছে রাই হরির লাগিয়া হরি চন্দন।)
নয়ন যমুনা ছানিয়া এনেছি আকুল অশ্রুবারি ॥

২০৩৬.

ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার আসবে ফিরে কবে?
জাগবে কি আর-ব্রজবাসী ব্যাকুল বেণুর রবে?
বাজবে নূপুর তমাল-ছায়ায়
বইবে উজান হৃদ্-যমুনায়,
অভাগিনী রাধার কি আর তেমন সুদিন হবে? সখী গো!
গোঠে নাহি যায় রাখালেরা আর লুটায়ে কাঁদে পথের ধূলায়,
ধেনু ছুটে যায় মথুরা পানে না হেরি গোঠে রাখাল-রাজায়।
উড়িয়া গিয়াছে শুক-সারি পাখি শুনি না কৃষ্ণ-কথা (আর),
শ্যাম-সহকারে তরুরে না-হেরি শুকালো মাধবী-লতা।
শ্যাম বিনে নাই সে শ্যাম-কান্তি, শুকায়েছে সব।
কদম তমাল তরু পল্লব হাসি উৎসব শুকায়েছে সব। সখি গো —
চির-বসন্ত ছিল যথা আজ সেথা শূন্যতা হাহাকার রবে কাঁদে শ্যাম (হে)
ললিতা বিশাখা নাই, নাই চন্দ্রাবলী নাই ব্রজে শ্রীদাম সুদাম। (সখি গো)

২০৩৭.

বঁধু আমার ভুবন ঘিরিল যখন ঘন বাদল ঝড়ে
কাঁদিয়া উঠিল মন প্রাণ অভিসারে আসিবার তরে।
(মোর মনে হল কেহ নাই,
এই কৃষ্ণ আঁধার নিশীথে রাধার কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই!)
বঁধু, দিনের আলোকে পাই নাই খুঁজে, কাঁদিয়া ফিরেছি একা,
সব পথ যবে হারালো আঁধারে, তখন পাইনু দেখা!
হে পরম প্রিয়তম! বল মোরে বল
তব অভিসারে এসে সংসার-পথ চিরতরে শেষ হ'ল।

(যেন আর ফিরে নাহি যাই,
তুমি ছাড়া তব রাধা নিরাধার হয়ে যায় — যেন আর ফিরে নাহি যাই!)
হে কিশোর বলেছিলে,
তুমি নিজেরে নিঙাড়ি' আমারে মধুর রসময়ী রূপ দিলে।
বঁধু তাই জড়াইয়া ধরি
তুমি না ধরিলে সব সর মধু ধূলায় যায় যে ঝরি!
(বঁধু আনন্দ আর রয়না তখন নিরানন্দ হয় ত্রিভুবন,)
সব সাধ অবসাদ বিস্বাদ হয়,
(মূল) রস নাহি দিলে দেহ-তরু প্রেম-ফুল কি বাঁচিয়া রয়?
প্রিয়তম হে! আর ভ্রমপথে ভ্রমিতে দিও না এই অভিসার শেষে
মোরে বক্ষে লুকায়ে রেখো হে যদি খোঁজে ননদিনী এসে,
ব'লো অভাগিনী রাধা যমুনার জলে ডুবিয়া গিয়াছে ভেসে।
(ব'লো রাই আর নাই দেশে নিরুদ্দেশের বিরহিনী গেছে হারায়ে নিরুদ্দেশে)

২০৩৮.

বঁধু আঁখি জলে কস্তুরী-চন্দন ঘষিনু
শয্যা বিছাইনু সোনার পালঙ্কে।
পথ চেয়ে নিশি মোর
ভোর হতে ওগো চোর
কেন এলে শ্রীঅঙ্গ মাখিয়া কলঙ্কে॥
মুখ দর্পনে দেখ হে, ওহে দর্পহারী
শ্রীমুখ একবার দর্পণে দেখ হে।
শ্যামল তনু কেন ঝামর ভেল
চাঁচর কুন্তল কেন এলোমেলো।
ললাটে মাখা কেন সিন্দুর রেখা
কপোলে লেগেছে কার কাজল লেখা।
তব হিয়ার কলঙ্ক কালি লেগেছে কপোলে হে
কেন আঁচলে মুখ মোছ
নিলাজের লাজ কভু মোছা কি যায় হে।
ও লাজ যাবে না ধুলে শত যমুনার জলে
নিলাজের লাজ কভু মোছা কি যায় হে।
হিয়ার মাঝারে কেন আলতার শোভা
শ্যামা ভেবে কে পূজিছে দিয়ে রাঙা জবা।
অলকা তিলক কে মুছে নিল বনমালা কেন ছিন্ন।
দশ নখ ক্ষত অরুণাধর ভুজে কঙ্কন চিহ্ন।
সিঁদেল চোরের মত নিদে ঢুলুঢুলু আঁখি;
নীলাম্বর পরে এলে হলধর নাকি।
ছি ছি একি হেরি! হরি হরি হরি
পীতধড়া পরিহরি এলে নীল সাড়ি পরি
এ কি হেরি! ছি ছি এ কি হেরি!
হলে নব পরিণয় মালা বদল হয়
দেখিয়াছি ঘনশ্যাম প্রীতিতে রসময় বসন বদল হয়,
নূতন রীতি আজি হেরিলাম মাধব

শুনেছিনু পরমুখে পরপুরুষের মত তোমার রীতি হে।
তব পরাপর জ্ঞান নাই হে পরম পুরুষ
তব পরাপার জ্ঞান নাই শুনেছিনু পরমুখে
হে নিলাজ দেখে আজ হইল প্রতীতি হে, হইল প্রতীতি॥

২০৩৯.

বঁধু কি ক্ষণে হল দেখা
নয়ানে নয়ানে গো যত দেখি তত তৃষ্ণা বেড়ে যায় গো।
নদীর স্রোতের মত এ প্রেম অবিরত
কৃষ্ণ সাগর পানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধায় গো॥
নদীর এ কূল ভাঙে ও কূল থাকে
বঁধুর তোমার প্রেম যাহারে ডাকে
তার দুকূলে ভাঙে হায়
অকূলে সে কূল হারায়ে ভেসে যায়।
জ্ঞাতি কূল হারায়ে ভেসে যায় গো।
সে ফেরে না আর ঘরে গো ।
নদী স্রোতের মত সে ফেরে না আর ঘরে গো।
বৃন্দাবনের ঘরে পরে যত সবাই নিন্দা করে,
তত কৃষ্ণ প্রেমের ঢেউ ওঠে তার কলঙ্ক সাগরে।
মাধব সবই জানো, কলঙ্কিনী রাধার ব্যথা সবই জানো।
বঁধু হে, ব্রজে, সবাই কৃষ্ণ ভজে একা রাধা কলঙ্কিনী,
সতী সাজে পতির কাছে মনে মনে তোমায়,
পরম পতি তোমায় ভজে রাধা হল দ্বিচারিণী
যার আচারে দুই ভাব নাই হে,
সদা কৃষ্ণ ভাবে বিভোর থাকে সেই রাধা হল দ্বিচারিণী
বঁধু সকলেরে দিলে ঘর সংসার দিলে শ্রীচরণ তরী হে।
রাধার ধরম কিছু রাখিলে না হরি হে।
মোর সেই ত' ভালো,
গুরু গঞ্জনা দিয়ে তব প্রেমে
হরি যেন বঞ্চনা করো না।
তব কলঙ্ক পসরা বহিব মাথায় করে চন্দ্রাবলীর দল হউক সতী,
জনমে জনমে রাই কলঙ্কিনীর তুমি হয়ো পরম গতি।
মোর কৃষ্ণ বিনোদ বেণী, মোর কৃষ্ণ নয়নমণি কৃষ্ণ নীলাম্বরী অঙ্গে।
কৃষ্ণ কলঙ্কমালা কৃষ্ণ কাঁকনমালা ভাসি ডুবি কৃষ্ণ তরঙ্গে।
মতি দিও হে, যেন কলঙ্কে চন্দন ভাবি
মতি দিও হে, তোমার শ্রীমতীর সুমতি দিও হে
যেন কৃষ্ণপদে মতি থাকে, মতি দিও হে॥

২০৪০.

বঁধু তব প্রেম অনুরাগে
আমারই কাছে গো, মোর তনুমন কেন সুন্দর লাগে॥
বঁধু জ্বালাইলে কোন্ আলো
আজ তোমারই মতো আমারেও লাগে ভালো।

মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন অনঙ্গ-মঞ্জরি রূপ জাগে॥
বঁধু তুমি যবে রহ পাশে
রস-আবেশ-মাধুরীতে মন অবশ হইয়া আসে (গো),
লয়ে শত ফাগুন মধু
কিশোরী বয়স ফিরে এলো যেন বঁধু;
আজ যেদিকে তাকাই রেঙে ওঠে সেই দিক কুসুম ফাগে॥

২০৪১.

(বঁধু) জাগাইলে এ কোন্ পরম সুন্দরের তৃষা।
(মোর) হাসিয়া দিন যায় পোহায় জাগরণে নিশা।
এ ভীরু ফুলকলি জাগাও বঁধু
তোমার বুকে ছিল এ মধু
আমি পরম আনন্দ চাই দিও না মিলনে বেদনা মিশা॥

২০৪২.

বঁধু সেদিন নাহিক আর।
যবে রাধার বিহনে আঁধার দেখিতে ত্রিভুবন সংসার॥
তার বেশের লাগিয়া দেশের ফুল যে আনিতে চয়ন করি।
নিতি বেশের লাগিয়া দেশের ফুল যেন আনিতে চয়ন করি।
নিতি গোকুলের পথে, বনে, যমুনাতে বাঁশরি বাজাতে হরি।
('রাধা, রাধা' বলে ডাকিতে কতই ছলে হে রাধা ব'লে,)
আমরা সবই জানি, তোমার গুণের কথা সবই জানি সখা হে)
আজ শত সে চন্দ্রাবলী নিয়ে কর ঢলাঢলি
কত অলি-গলি ফের শ্যাম,
তাই যমুনার জলে লাজে ডুবিয়া মরেছে সখা,
যে বাঁশিতে নিতে রাধা নাম (সখা হে)
তুমি বলেছিলে হরি:
তুমি নীল তনু হ'লে স্মরিয়া রাধার নীলাম্বরী।
আজ গেছ ভুলে, সে সব কথা গেছে ভুলে,
অনেকের কাছে অনেক যে নাথ, জানে এই সংসার
তোমা বিনা আর কেহ নাই সখা অভাগিনী রাধিকার॥

২০৪৩.

(বাঁকা) শ্যাম হে তোমায় পেয়েছি আজ খুঁজে।
মথুরাতে ঠেকে আছ শ্রীকুব্জার কুঞ্জে॥
মিলেছে বেশ বাঁকায়-বাঁকায়
গোঠের শ্যাম আর মুটের ঝাঁকায়
রসিক বিনা কুঁজের এমন মর্ম কে আর বুঝে॥
ব্রজের ধেনু ফেলে মথুরাতে এলে বুঝি উট চরাতে,
একবার উঠে দাঁড়াও উঠের কুঁজ ধ'রে বাম ভুজে॥
ব্রজে গোবর্দ্ধন ধরেছিলে
এবার কুঁজের কুঁজ ধরিলে, শ্যাম হে —
ওহে কুব্জাধারী রূপ নেহারি নয়ন আসে বুঁজে।
লাজে নয়ন আসে বুঁজে॥

গয়লার বাঁক নিয়ে এসে
সাজিয়েছ কি কুব্জা বেশে?
তাই বাঁক দিয়ে শ্যাম যুগল বাঁকা বেঁকী গেলাম পুজে॥

২০৪৪.

রাধা : বাঁধিব তোমায় কুসুম বাঁধনে তমাল তলে।
কৃষ্ণ : নিদয়া প্রিয়া কি হবে কাঁদায়ে খেলার ছলে॥
রাধা : লুকায়ে বিজনে
কৃষ্ণ : তব লাগি
রাধা : কেন ফিরিছ বনমালী
কৃষ্ণ : তোমারি দরশ মাগি
রাধা : ছাড় ও চতুরালী রাঙা ফাগে রাঙাইব তোমায় রাধা সাজাইব
কৃষ্ণ : মিছে কেন কাঁদাবে
রাধা : জানিবে হিয়া কত জ্বলে।
কৃষ্ণ : লো অভিমানী এ মধু যামিনী কাটে যে কলহ-ছলে বিফলে
রাধা : ভুলি কি গো হায় মিছে ছলে
উভয়ে : মোরা ভালোবেসেছি হেসেছি ভেসেছি আঁখি-জলে॥

২০৪৫.

বাঁশরি বাজে দূর বন মাঝে উদাস সুরে ঝুরে ঝুরে।
আয় আয় প্রেম-যমুনায় কূল ছেড়ে আয় আয় আয় আয় অকূলে॥
ত্যজি' সংসার দুঃখ জ্বালায়
জুড়াইতে আয় কৃষ্ণ-ছায়ায়
গোপ-গোপীর গোকুলে
কেউ হবি মাতা কেউ হবি পিতা
সখা হবি কেহ হবি কেহ মিতা
হবি কেহ প্রিয় প্রিয়া হবি কেহ নীপ তরুমূলে॥
কেহ দিবি চন্দন কেহ দিবি মালা
আনিবি কেহ পূজা-আরতির থালা
ব্রজধামে ভেদ নাই সকলের আছে ঠাঁই
ডাকে শোন্ শ্যামরায় আয় ওরে চ'লে আয় ঘর ভুলে॥

২০৪৬.

বাঁশির কিশোর ব্রজগোপী চিত-চোর এসো এসো গোকুলে ফিরে।
তোমা বিনা গোপী সখা ঘিরিল গোকুল ঘোর ঘন-তিমিরে॥
ধেনু নাহি গোঠে যায়, শুক-সারী নাহি গায়
শিরে কর হানি হায় গোপ-বালিকা কাঁদে যমুনাতীরে॥
আঁধার আনন্দধাম
আছে রাধা নাহি শ্যাম,
শুনি না আর কৃষ্ণনাম, ভাসিল ব্রজের খেলা নয়ন-তীরে॥

২০৪৭.

ব্রজ-বনের ময়ূর! বল কোন্ বনে শ্যামের নূপুর বাজে।
ওরে গোঠের ধেনু! কোথায় বাজে বেণু (মোরে) নিয়ে চল সেই বনের মাঝে॥

ওরে নীপ-বন বল্ কোথা লুকালো শ্যামল?
বল্ যমুনার জল কই মোর চঞ্চল?
বল্ লুকালি কোথায় ওরে রাখাল আমার রাখাল-রাজে॥
ওরে কৃষ্ণ-ভ্রমর বল্ করুণা করি'
কোন্ কুঞ্জে রহে মোর কিশোর হরি?
ওগো মাধবী লতা মম মাধব কোথা
কোথা মদন-মোহন বল ব্রজ-নাগরী।
যদি দেবে না দেখা সেই কলঙ্কী চাঁদ
কেন ঘর ভুলালো পেতে মোহন ফাঁদ
কেন আনিল ব্রজে ভিখারিনী সাজে॥

২০৪৮.

ব্রহ্মময়ী পরাৎ পরা ভব ভব হরা
অসি করা অকলঙ্ক শশী-শেখরা॥
জগত-জন-জননী দনুজ-রিপু দলনী
(কভু) জীবের জীবন হর, (হর) শোক মৃত্যু জ্বরা॥
মহিষাসুর মর্দিনী ত্রিভুবন পালিনী
অশিব নাশিনী অয়ি শিব স্বয়ম্বরা॥
তব ধ্রুব পদ শিবের সাধনা ...
সৃজন-প্রলয় পায়ে যুগল নূপুর পরা॥

২০৪৯. নাটিকা : 'সরলা' (নাট্যকার : তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)

ভবানী শিবানী কালী করালী মুণ্ডমালী।
অম্বিকে অম্বিকে আদ্যাশক্তি তারা শ্যামা,
ত্রিভুবন ঈশ্বরী গো দনুজদলনী বামা;
প্রসীদ বরদা মাগো চরণে আহুতি ঢালি॥

২০৫০.

ভুবনময়ী ভবনে এসো সীমার মাঝে এসো অসীমা।
ভক্ত মনের মাধুরী দিয়ে গড়িয়াছি মা তোমার প্রতিমা॥
চিন্ময়ী গো ধর মৃন্ময়ীরূপ
কত যুগ মাগো জ্বলিবে পূজাধূপ
মানসপটে বোধন ঘটে হও চির আসীনা করুণাময়ী মা॥
সে কোন অতীতে সুদূর ত্রেতায় এসেছিলে মা অশিব নাশিনী
আসিলে না আর ধূলির ধরায় দিলে না মা বর অমৃত ভাষিণী।
কত যুগ গেল কত বরষ মাস
কত বিফল পূজা, কত কাঁদন হুতাশ
জাগ যোগমায়া যোগনিদ্রা ভোল পুন বিশ্বে প্রচার হোক্ তব মহিমা॥

২০৫১.

ভুবনে কামনার আগুন লাগাব।
রিক্ত কাননে ফাগুন জাগাব॥
বিলাস লাস্যের নৃত্যে
আনিব অনুরাগ বৈরাগী চিত্তে,
যৌবন-তরঙ্গে দুলাব রঙ্গে ধ্যানী যোগীর ধ্যান ভাঙ্গাব॥

মদ আলসে, রস লালসে
জাগে যে মুকুল প্রথম বয়সে,
তাহারি পরিমল-পরাগ-ফাগে পথধূলি রাঙাব ॥

২০৫২.

ভুবনের নাথ! এ নব ভবনে তব আশিস
ঝরুক শ্রাবণ-বারিধারা সম অহর্নিশ ॥
স্বচ্ছ আলোক নির্মল বায়ু
পূর্ণ শান্তি অক্ষয় আয়ু
অটুট স্বাস্থ্য মুক্ত প্রাণ
বিরাজ করুক সতত এ গৃহে, হে ভগবান ॥
এ নব গৃহে দশ দিক ভরি
দশদিক-পতি থাকুন প্রহরী,
থাকুন গণেশ সিদ্ধিদাতা এ ভবন-মাঝ,
যেন অচলা হইয়া লক্ষ্মী হেথায় করে বিরাজ ॥
আকাশ পৃথিবী অগ্নি পবন
রক্ষা করুন এ নব ভবন,
গ্রহ রবি শশী তারকা বরুণ উষা ও সাঁঝ
দিবা ও রাত্রি, সবার আশিস যাচি হে আজ ॥
পুণ্য প্রীতি ভক্তি ও স্নেহ,
করুণা প্রেম ও সেবায় এ গেহ
পূর্ণ হউক ধন্য হউক হে ভগবান,
নারী হোক হেথা চিরায়ুষ্মতী
পুরুষ হউক আয়ুষ্মান! হে ভগবান ॥

২০৫৩.

ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে।
(তাই) পূজিতে তোর রাঙা চরণ এলাম মনের পশু নিয়ে ॥
তুই যে বলিদান চেয়েছিস
কাম-ছাগ, ক্রোধ-রূপী মহিষ,
মা তোর পায়ে দিলাম লোভের জবা মোহ-রিপুর ধূপ জ্বালিয়ে ॥
মাগো দিলাম হৃদয়-কমণ্ডলুর মদ-সলিল তোর চরণে,
মাৎসর্য্যের পূর্ণাহুতি দিলাম পায়ে পূর্ণ মনে।
ষড় রিপুর উপচারে
যে পূজা চাস্ মা বারে বারে ॥
সেই পূজারই মন্ত্র মাগো ভক্তরে তোর দে শিখিয়ে ॥

২০৫৪. রাগ : জংলা, তাল : দাদ্‌রা

ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান হে আমার ধ্যানের দেবতা
পূজা লহ, অর্ঘ্য লহ ক'য়ো . . ক'য়ো না কথা ॥
পাষাণ মূরতি তুমি পাষাণ হইয়া থাকো,
মন্দির-বেদী হতে ধরার ধূলায় নেমো নাকো।
তুমিও মাটির মানুষ বুঝায়ে দিও না ব্যথা ॥
সহিবে সকলি স্বামী হেনো হেলা ব্যথা দিও,
সহিবে না অপমান ভালোবাসার আমার হে প্রিয়,
থাক তুমি হিয়ার মাঝে তোমার মন্দির যথা ॥

২০৫৫.

মণি-মঞ্জির বাজে অরুণিত চরণে সখি
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু মণি-মঞ্জির বাজে।
হের গুঞ্জা-মালা গলে বনমালী চলিছে কুঞ্জ মাঝে॥
চলে নওল কিশোর,
হেলে দুলে চলে নওল কিশোর।
হেরি সে লাবনি কৌস্তুভমণি নিষ্প্রভ হ'ল লাজে।
চরণ-নখরে শ্যামের আমার চাঁদের মালা বিরাজে॥ সখি গো --
বঁধুর চলার পথে পরাণ পাতিয়া র'ব চলিতে দলিয়া যাবে শ্যাম;
আমি হইয়া পথের ধূলি বক্ষে লইব তুলি' চরণ-চিহ্ন অভিরাম।
ভুলে যা তোরা রাধারে কৃষ্ণ-নিশির আঁধারে
হারায়ে সে গেছে চিরতরে,
কালো যমুনার জলে ডুবেছে সে অতল তলে
ভেসে গেছে সে শ্যাম-সাগরে॥
ঐ বাঁশি বাজিছে শোন রাধা ব'লে,
তরুণ তমাল চলে, অঙ্গ-ভঙ্গে শিখী-পাখা টলে।
তা'র হাসিতে বিজলি, কাজল-মেঘে যেন উঠিছে উছলি'।
রূপ দেখে যা দেখে যা,
কোটি চাঁদের জোছনা-চন্দন মেখে যা, মোর শ্যামলে দেখে যা।

২০৫৬.

মদনমোহন শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর যশোদা-দুলাল
নেচে নেচে চলে মঞ্জু চরণতলে বাজে সুমধুর মণি-মঞ্জির তাল
সেই সুন্দরেরই অনুরাগে
ধরণীতে উৎসব লাগে
সাগর-তরঙ্গে হিল্লোল জাগে সাথে তার মাতে নৃত্যে মহাকাল।
কোটি গ্রহতারা ভানু আলোকিত ধেনু
আসে গগন-গোঠে শুনি তা'র বেণু,
নাচে দিবা-শ্বেত-রাজহংসী তিমির-কেকা নাচে শুনি তার বংশী,
পায়ে হয় বৃষ্টি অনন্ত সৃষ্টি শোভে নব জীবনে মৃত কঙ্কাল॥

২০৫৭. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে নওল কিশোর মদনমোহন!
চারু ত্রিভঙ্গিম ঠাম বঙ্কিম, বন্দে পদ কোটি চন্দ্র তপন॥
বৃষ্টিধারা সম নব নবতম,
সৃষ্টি পড়ে ঝরি সে নাচে নিরুপম
রতন মঞ্জির বাজে রমঝম, ঘোরে গ্রহতারা ঘিরি শ্রীচরণ॥

২০৫৮.

মন জপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম নব দূর্বাদলশ্যাম নয়নাভিরাম।
সুরাসুর-কিন্নর-যোগী-মুনি-ঋষি-নর চরাচর যে নাম জপে অবিরাম॥
সজল-জলদ-নীল-নবঘন কান্তি
নয়নে করুণা, আননে প্রশান্তি।
নাম শরণে টুটে যায় শোক-তাপ-ভ্রান্তি, রূপ নেহারি মুরছিত কোটি কাম॥

২০৫৯.

মণ্ডলী রচিয়া ব্রজের গোপীগণ
করে রাস-কেলি সঙ্গে রাধাপ্যারী মদন মোহন ॥
(যেন) মেঘের কোলে সৌদামিনী খেলে
(যেন) তমাল ডালে স্বর্ণলতা দোলে,
নীল গগন-থালায় যেন জোছনারই চন্দন ॥
তারাগণ মধ্যে যেন চাঁদের উদয়
নীল কমলে যেন সোনার পরাগ রয়
নীল গিরিতে যেন ঝর্নার হরষণ ॥
পূর্ণিমা কৃষ্ণা রাতি একই তিথিতে
জড়াজড়ি করে নাচে মাধবী-বীথিতে
আনন্দ-গোলক হ'ল আজি মধুবন ॥

২০৬০.

মম জনম মরণের সাথী।
তোমারে না ভুলি যেন দিন রাতি ॥
তোমারে না হেরি আঁধার ত্রিভুবন
নিভে যায় নয়নের বাতি,
বাতায়ন খুলিয়া চাহি পথ পানে
কাঁদি কুসুম-সেজ পাতি ॥
তোমারি আশায় তেয়াগিনু সব সুখ
আর মোরে রাখিও না দূরে,
তুমি যেন ছেড় না মোরে ঘনশ্যাম
মোরে বাঁধো তব চরণ নূপুরে।
মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর
তব প্রেম-রসে রহি মাতি'
পলক না পড়ে হরি হেরি যেন নিশিদিন
অপরূপ তব মুখ-পাতি ॥

২০৬১. রাগ : মিশ্র হাম্বির, তাল : দাদ্‌রা

মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে হাত ধ'রে মোর নিয়ে যা মা।
পথ নাহি পাই যেদিকে চাই দেখি আঁধার ঘোর ত্রিযামা ॥
আমি নিজে পথ চলিতে যাই
বারে বারে পথ ভুলি মা তাই
মায়া-কূপে পড়ে কাঁদি কোথায় দয়াময়ী শ্যামা ॥
মা তুই যবে হাত ধ'রে চলিস রয় না পতন-ভয়,
তুই যবে পথ দেখাস্ মা গো সে পথ জ্যোতির্ময়।
কি হবে জ্ঞান-প্রদীপ নিয়ে সাথে
বৃথা ও দীপ জন্মান্ধের হাতে
তুই যদি হ'স নির্ভর মোর পথের ভয় আর রবে না মা ॥

২০৬২. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : তেওড়া

(মা) খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে নয়ন দিয়ে বহে ধারা (মা)
(এমন) একাধারে নিষ্ঠুরতা কৃপা তোরই সাজে তারা ॥

তোর করে অসুর-মুণ্ডরাশি
অধরে না ধরে হাসি
জানিস্ মরলে তোর আঘাতে তোরই কোলে যাবে তারা ॥
মা দুই হাতে তোর বর ও অভয় আর দু'হাতে মুণ্ড অসি,
ললাটে তোর পূর্ণিমা-চাঁদ, কেশে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
জননী-প্রায় আঘাত করে
দিস্ মা দোলা বক্ষে ধ'রে
পাপ-মুক্ত করার ছলে অসুর বধিস ভব-তারা ॥

২০৬৩. রাগ : মিশ্র দেশ, তাল : দাদ্‌রা

মা তোর চরণ-কমল ঘিরে চিত্ত ভ্রমর বেড়ায় ঘুরে[১]
(ওমা) সাধ মেটে না দেখে দেখে (যত) দেখি তত নয়ন ঝুরে ॥
(ঐ) চরণ-চিহ্ন বক্ষে এঁকে
চরণ-পরাগ ধূলি মেখে,
গ্রহ তারায় লোকে লোকে (তার) নাম গেয়ে যাই সুরে সুরে ॥
তোর চরণের ধূলি নিয়ে ললাটে মোর তিলক আঁকি।
ঐ চরণর পানে চেয়ে ধ্রুবতারা হল আঁখি।
তোর চরণের মধু যদি
পাই মা আমি নিরবধি
আমি, লক্ষ কোটি জনম নিয়ে বেড়াব ত্রিভুবন জুড়ে ॥

২০৬৪. রাগ : কাফি-সিন্ধু, তাল : জলদ একতাল

মা ব্রহ্মময়ী জননী[১] মোর (মোরে) অব্রাহ্মণ কে বলে।
শ্যামা নামের জঠরে মোর নবজন্ম ভূতলে ॥
শ্রী চণ্ডিকারে মা বলে রে আমি হলাম দ্বিজ,
[আমি দ্বিতীয় বর জন্ম নিলাম
চণ্ডিকারে মা বলে আমি দ্বিতীয় বার জন্ম নিলাম]
মা আদর করে নাম দিয়েছেন পুত্র মনসিজ।
রুদ্রাক্ষ মালার যজ্ঞোপবীত মা পরালেন মোর গলে ॥
মোরে কে কবে অস্পৃশ্য বলে দিয়েছিল গালি
আমি কেঁদেছিলাম মা বলে, তাই মা হল মোর কালি
মা হলেন ভদ্রকালী।
যারা আমায় ঘৃণা করেছিল আগে
আজ মায়ের কোলে তাহাদেরই ডাকি অনুরাগে,
চণ্ডাল আজ কমল হয়ে ফুটল মা'র চরণ-তলে[২] ॥

১ মা মহামায়া জননী
২ শেষ তিন চরণের ভিন্ন পাঠ :
মোরে পতিত বলে ঘৃণা যারা করেছিল আগে
আজ মায়ের কোলেই তাহাদেরই ডাকি অনুরাগে,
'ওরে আয় রে তোরা আয় রে চলে জগৎ-জননীর কোলে ॥'

২০৬৫.

মা মেয়েতে খেল্‌ব পুতুল আয় মা আমার খেলাঘরে।
আমি মা হয়ে মা শিখিয়ে দেব পুতুল খেলে কেমন করে ॥
কাঙাল অবোধ করবি যারে বুকের কাছে রাখিস্ তারে (মা)

[নইলে কে তার দুখ ভোলাবে
যারে রত্ন মানিক দিবি না মা, উচিত সে তার মাকে পাবে]
আবার কেউ বা ভীষণ দামাল হবে কেউ থাকবে গৃহ কোণে প'ড়ে॥
মৃত্যু সেথায় থাকবে না মা থাকবে লুকোচুরি খেলা
রাত্রি বেলায় কাঁদিয়ে যাবে আসবে ফিরে সকাল বেলা।
কাঁদিয়ে খোকায়, ভয় দেখিয়ে, ভয় ভোলাবি আদর দিয়ে (মা)
[বেশি তারে কাঁদাস না মা, মা ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে]
সে খেলে যখন শ্রান্ত হবে ঘুম পাড়াবি বক্ষে ধ'রে॥

২০৬৬.

মাকে আদর করে কালী বলি সে সত্যি কালো নয় রে।
তার ঈষৎ হাসির এক ঝলকে জগৎ আলো হয় রে,
ত্রি-জগৎ আলো হয় রে॥
(কালো নয় কালো নয়, চরণে যার মহাকাল
পায়ের নখে চাঁদের মালা, কালো নয় কালো নয়)
সত্যি কালো নয় রে॥
(আমরা) আপনভোলা পাগলী গিরিবালা
মুণ্ডমালায় মনে করে কুন্দফুলের মালা;
(রয়) মরা-ছেলে বুকে ধ'রে শ্মশানে তন্ময় রে,
রয় শ্মশানে তন্ময় রে।
শ্মশানে সে থাকে ব'লে ভয়ঙ্করী নয় রে!
(ভবের) খেলা-শেষে সকলেরে দেয় সে বরাভয় রে॥
(সে) মারে যাকে, মালা করে তারেও পরে রয় রে!
(সেই) তামসিকও যায়রে তরে (মাকে) তামসী যে কয় রে॥

২০৬৭.

মাকে আমার দেখেছে যে ভাইকে সে কি ঘৃণা করে।
ত্রিলোক-বাসী প্রিয় তাহার পরাণ কাঁদে সবার তরে॥
নাই জাতি ভেদ উচ্চ-নীচের জ্ঞান
তাহার কাছে সকলে সমান,
দেখলে গুহক চণ্ডালে সে রামের মত বক্ষে ধরে॥
মা আমাদের মহামায়া পরমা প্রকৃতি
পিতা মোদের পরমাত্মা রে তাই সবার সাথে প্রীতি
মোদের সবার সাথে প্রীতি।
সন্তানে তাঁর ঘৃণা করে মাকে করে পূজা
সে পূজা তার নেয় না কভু, নেয় না দশভুজা।[১]
(মোরা) এই ভেদ-জ্ঞান ভুলব যেদিন
মা সেই দিন আসবে ঘরে॥

১. সে পূজা তার নেয় না চতুর্ভুজা, ওরে নেয় না দশভুজা।

২০৬৮. রাগ : মিশ্র দেশ-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিব ঘরে।
শূন্য ভুবন শূন্য ভবন কাঁদে হাহাকার ক'রে॥
মা যে নদীর ঢেউ-এর মত,
পালিয়ে বেড়ায় অবিরত

হৃদয়-ঘাটে একটু থেকে অমনি সে যায় স'রে ॥
বিসর্জনের প্রতিমা এ নয়
(এরে) নিত্য কাছে রাখতে সাধ হয়
পাষাণ উতল ঘিরে রে ভাই বেঁধে ভক্তি ডোরে ॥
সে মাকে মোর ভাসিয়ে নদীর জলে
মাতৃহারা শিশুর মত কাঁদি 'মা মা' বলে
তেমন সুদিন আসবে কবে
(মোর) নিত্য আগমনী হবে বিশ্ব চরাচরে ॥[1]

১ 'বিজয়া' নাটিকার গান :
মাকে ভাসায়ে মাটির স্রোতে কেমনে রহিব ঘরে
শূন্য ভবন শূন্য ভবন কাঁদে হাহাকার ক'রে ॥
মা যে নদীর জল তরঙ্গ প্রায়
ভরা কূলে কূলে, তবু ধরা নাহি যায় :
বাঁধিতে নারিনু পাষাণীরে মোরা পাষাণ দেউলে ধ'রে ॥

২০৬৯.

মাগো আমি তান্ত্রিক নই তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা।
আমার মন্ত্র যোগ-সাধনা ডাকি শুধু শ্যামা শ্যামা ॥
যাই না আমি শ্মশান মশান
দিই না পায়ে জীব বলিদান,
খুঁজতে তোকে খুজি না মা অমাবস্যা ঘোর ত্রিযামা ॥
ঝিল্লী যেমন নিশীথ রাতে একটানা সুর গায় অবিরাম
তেমনি করে নিত্য আমি জপি শ্যামা তোমারি নাম।
শিশু যেমন অনায়াসে
জননীরে ভালোবাসে,
তেমনি সহজ সাধনা মোর তাতেই পাব তোর দেখা মা ॥

২০৭০.

মাগো আমি মন্দমতি তবু সে সন্তান তোরই
(হায়) পুত্র বেড়ায় কাঙাল বেশে মা যার ভুবনেশ্বরী ॥
তুই যে এত হানিস হেলা
(তবু) তোকেই ডাকি সারা বেলা
মার খেয়ে মা'র শিশুর মত মাগো তোকেই জড়িয়ে ধরি ॥
মা হয়ে তুই কেমন করে কোল থেকে তোর দিলি ফেলে
(মাগো) কেন দিলি ধুলায় ফেলে?
(আমি) মন্দ এত হতাম না মা মায়ের স্নেহ-সুধা পেলে।
(মা) তোর উপরে অভিমানে দু'চোখ যায় যেদিক পানে
সেই দিকে তাই ধাই মা এখন মরণ-বাঁচন ভয় না করি ॥

২০৭১.

মাগো কে তুই, কার নন্দিনী ভ্রমর ল'য়ে মা করিস্ খেলা।
তনুতে মা তোর সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনুর রঙের মেলা ॥
একি অপরূপ চিত্র-কান্তি
স্নিগ্ধ নয়নে একি প্রশান্তি
চিত্র-ভ্রমর মুঠো নিয়ে আকাশে ছড়াস্ সারাটি বেলা ॥
ভূষিতা চিত্র-আভরণে তুই তেজোমণ্ডল-বিমণ্ডিতা।

কে তুই ত্রিলোক-হিতার্থিনী ভ্রমরীরূপা আনন্দিতা।
কোন সে অসুর বধিবার আশে
ভ্রমর ছাড়িস আকাশে বাতাসে
সব উৎপাতবিনাশিনী শিবে, দে মা আমারে চরণে-ভেলা॥

২০৭২.

মাগো তোমার অসীম মাধুরী বিশ্বে পড়িছে ছড়ায়ে।
তোমার আঁখির স্নিগ্ধ লাবনি ঝরিছে গগন গড়ায়ে॥
কুমুদে কমলে দীঘি সরোবরে
তোমার পূজাঞ্জলি থরে থরে,
তব অপরূপ রূপ বিহরে নিখিল প্রকৃতি জড়ায়ে॥
অরুণ কিরণে হেরি মা তোমারি মুখের অভয় হাসি;
নাচে আনন্দে নদী তরঙ্গ প্রাণে প্রাণে বাজে বাঁশি।
আগমনী গায় সৃষ্টি অশেষ
ধ্যান ভেঙে চায় হাসিয়া মহেশ
তোমারে পূজিতে পূজারিণী বেশ ধরণীরে দিল পরায়ে॥

২০৭৩.

মাগো তোরি পায়ের নূপুর বাজে
এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে॥
জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে,
সাগর রোলে নদীর কলতানে,
সমীরণের মর্মরে শুনি সকাল সাঁঝে॥
আমার প্রতি নিঃশ্বাসে মা রক্তধারার মাঝে
প্রাণের অনুরণনে তোর চরণধ্বনি বাজে।
গভীর প্রণব ওঙ্কারে তোর কালি (মা গো মহাকালী)
সেই নৃত্যলীলার স্তবগাথা গান চরণতলে নটরাজে॥

২০৭৪.

(মা গো) ভুল করেছি, চোরের রাজায় ছেড়ে দিতে বলে।
সে এবার এলে শক্ত করে বাঁধিস উদূখলে।
(সেই খল কপটে বাঁধিস উদূখলে)॥
মা জানত কে যে এমনিভাবে
সে ছাড়া পেলেই পালিয়ে যাবে
মা ভুলব না আর সেই মায়াবীর কাজল চোখের জলে॥
প্রেম-প্রীতি-ডোর বাহুর বাঁধন করুণ চোখের জল
আনব মাগো বাঁধতে তারে (আছে) যার যাহা সম্বল।
তারে নীল যমুনা বন উপবন
সবাই মিলে ঘিরবে যখন
দেখব কেমন করে তখন পালায় সে কোন ছলে॥

২০৭৫.

মাগো মহিষাসুর সংহারিণী
অসুর কারায় শৃঙ্খলিতা।
কাঁদিছে মা গো তব দুহিতা॥

ওমা দৈত্য দলে তুই বিনাশছলে
আশ্রয় দিলি মাগো চরণতলে
অভাজনে মহামায়া দিবি নাকি পদছায়া
করুণাময়ী মাগো আশ্রিতপালিনী ॥

২০৭৬. রাগ : মালকোষ, তাল : রূপক

মাতল গগন-অঙ্গনে ঐ আমার রণ-রঙ্গিণী মা।
সেই মাতনে উঠল দুলে ভূলোক দ্যুলোক গগন-সীমা ॥
আঁধার-অসুর-বক্ষপানে
অরুণ-আলোর খড়গ হানে,
মহাকালের ডম্বরুতে উঠল বেজে মা'র মহিমা ॥
সৃষ্টি-প্রলয় যুগল নূপুর বাজে শ্যামার যুগল পায়ে,
গড়িয়ে পড়ে তারার মালা উল্কা হয়ে গগন-গায়ে।
লক্ষ গ্রহের মুণ্ডমালা দোলে গলে দোলে ঐ
বজ্র-ভেরীর ছন্দ-তালে নাচে শ্যামা তাথৈ থৈ,
অগ্নি-শিখায় ঝলকে ওঠে খড়গ-ঝরা লাল শোণিমা ॥

২০৭৭. রাগ : মিশ্র দেশ, তাল : একতাল (জলদ)

মাতৃ নামের হোমের শিখা আমার বুকে কে জ্বালালো
সেই শিখা আজ হরবে যেন মা ত্রিজগতের আঁধার কালো ॥
আজ মনে হয় দিবস যামী
অমৃতেরই পুত্র আমি মা
আনন্দময় হল ত্রিলোক যেদিকে চাই কেবল আলো ॥
সূর্য যেমন জানে না, তার আলোয় কত জগৎ জাগে,
বিকার-বিহীন তেমনি আমি, জ্বলি নামের অনুরাগে।
হয়তো আমার আলো লেগে
নতুন সৃষ্টি উঠবে জেগে,
তাই কি বিপুল আকর্ষণে সবারে চাই বাস্‌তে ভালো ॥

২০৭৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহারবা

মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোঠ-চারী গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারী।
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি হে পাপ-তাপ-দুখ-হারী ॥
কালরূপ কভু দৈত্য-নিধনে, চিকন কালা কভু বিহর বনে,
কভু বাজাও বেণু, খেল ধেনু-সনে,
কভু বামে রাধা প্যারী, গোপ-নারী মনোহারি, নিকুঞ্জ-লীলা-বিহারী ॥
কুরুক্ষেত্র-রণে পাণ্ডব-মিতা, কণ্ঠে অভয়বাণী ভগবদ্‌-গীতা,
পূর্ণ ভগবান পরম পিতা, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী,
পাপ-তারী, কাণ্ডারি ত্রিভুবন সৃজনকারী ॥

২০৭৯.

মান যদি করি প্রিয় তুমি এসে ভাঙায়ো
ক্ষমা সুন্দর পায়ে দিয়ো দিয়ো স্থান।
(স্থান দিয়ো হে, আমায় ক্ষমা সুন্দর পায়ে স্থান দিয়ো হে)
রেখো রেখো দাসীর সে মান।
রাখ চরণে তব লাখ চন্দ্রাবলী শত শত গোপীকা।

তোমার হৃদয় যেন হে প্রিয় মাধব
একাকিনী এ দাসী হয় মাধবিকা মাধব
(আমি আর কিছু চাই না
যেন রাই হয়ে মানের এ মান হারাই না, আর কিছু চাই না)
তোমার হৃদয়ে যেন হে প্রিয় মাধব
একাকিনী এ দাসী হয়ে মাধবিকা মাধব ॥

২০৮০.

(মায়ের) অসীম রূপ সিন্ধুতে রে বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে।
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা অনন্ত এই বিশ্ব জুড়ে ॥
যোগীন্দ্র শিব পায়ের তলায়
ধ্যান করে রে সেই অসীমায়।
কোটি ব্রহ্ম মহিমা গায় প্রণব ওঙ্কারের সুরে ॥
কোটি গ্রহের নিবুল জ্যোতি মহাকালীর সীমা খুঁজে
সৃষ্টি প্রলয় বলয় হ'য়ে ঘোরে শ্যামার চতুর্ভুজে।
মায়ের একটি আঁখির চাওয়ায়
যুগ যুগান্ত হারিয়ে যায়,
মায়ের রূপের ঈষৎ আভাস পেয়ে সাগর দুলে, তিমির ঝুরে ॥

২০৮১. রাগ : কৌশিক কানাড়া, তাল : একতাল

মায়ের আমার রূপ দেখে যা মা যে আমার কেবল জ্যোতি।
(মার) কৌশিকি রূপ দেখ্ রে চেয়ে, মা, শুদ্ধা মহা সরস্বতী ॥
পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।
কোটি শ্বেতশতদলে বিরাজে মা বেদবতী ॥
সপ্তসর্গ সপ্ত পাতাল শুদ্ধ হয়ে উঠল নেয়ে
সাত্ত্বিকী মোর জগন্মাতার জ্যোতির্সুধার প্রসাদ পেয়ে।
নৃত্যময়ী শব্দময়ী কালী
এলো শান্ত কল্যাণ-দীপ জ্বালি'
দেখ রে পরমাত্মায় সব জননী সে জ্যোতিষ্মতী ॥

২০৮২. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

মুকুল-বয়সী কিশোরী সেজেছে ফুল্ল ফুল-মুকুলে।
শিরে কৃষ্ণচূড়ার মুকুট, গলে মালতীর মালা দুলে ॥
যুঁথী ফুলের সিঁথি-মৌর, দোলন-চাঁপার দুল
কটিতটে চন্দ্রহার হলুদ-গাঁদার ফুল,
অশোক-কুঁড়ির রাখা নূপুর রাঙা চরণ-মূলে ॥
কদম-ফুলের রত্ন-বাজু বকুল ফুলের চুড়ি,
হাতে শোভে কেয়ূর-কাঁকন কুন্দ-বেলের কুঁড়ি।
আস্‌বে কবে বনমালী ঘুমে ফুল-বালা পড়ে ঢুলে ॥

২০৮৩.

মুরলীধ্বনি শুনি ব্রজনারী
যমুনা-তটে আসিল ছুটে

কুল মান যৌবন দিল চরণে ডারি ॥
পবন গতিহীন রয়ে
যমুনা উজান বহে
বাঁশরি শুনি' বিসরে গীত ময়ূর ময়ূরী শুক সারি ॥
চকিত হয়ে ধেনুগণ তৃণ নাহি পরশে
গলিয়া পড়ে মেঘ সুর শুনি হরষে।
বেভুল আহিরীনি
চেয়ে থাকে উদাসিনী
বাঁশরি শুনি পাশরি গেল নিতে গাগরিতে বারি ॥

২০৮৪.

মৃত্যু-আহত দয়িতের তব শোনো করুণ মিনতি।
অমৃতদায়ী মৃত্যুঞ্জয়ী হে সাবিত্রী সতী ॥
ঘন অরণ্যে বাজে মোর স্বর
মোরি রোদনে উঠিয়াছে ঝড়,
সাঁঝের চিতায় ঐ নিভে যায়, মম নয়নের জ্যোতি
হে সাবিত্রী সতী!
যুগে যুগে তুমি বাঁচায়েছ মোরে মৃত্যুর হাত হতে
দেবী সাবিত্রী সতী!
মোর হাত ধ'রে রাজপুরী ছেড়ে চলেছ বনের পথে
বিধবা অশ্রুমতী!
জীবনের তৃষা মেটেনি আমার
তুমি এসে মোরে বাঁচাও আবার,
মৃত্যু তোমারে করিবে প্রণাম, ধরার অরুন্ধতি
হে সাবিত্রী সতী ॥

২০৮৫.

মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, আমি শরণ নিয়াছি তাঁর
নাই নাই মোর চিত্তে, ওরে মৃত্যুর ভয় আর ॥
তাঁহার নামের অমৃত সুধায়
ভরিয়াছে প্রাণ কানায় কানায়,
পান করে মৃতসঞ্জীবন (হ'ল) মধুময় সংসার ॥
মৃত্যুরে আজ মনে হয় যেন ঘুমাই মায়ের কোলে,
হাসিয়া জাগিব পুনরায় নব জীবনে, প্রভাত হ'লে।
মৃত্যুর ভয় গিয়াছে যখন
মৃত্যু অমনি মরেছে তখন
(আজ), মৃত্যু আসিলে ধরিব জড়ায়ে, করি গলার হার।
মোরই ভগবান মৃত্যুর রূপে
মুখোস পরিয়ে আসে চুপে চুপে
আমি, ধরিয়া ফেলেছি এই লীলা মোর সুন্দর বিধাতার ॥

২০৮৬. তাল : তেওড়া

মৃতের দেশে নেমে এলো মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা ॥

আয় আশাহীন ভাগ্যহত,
শক্তিবিহীন অনুন্নত
(আয় রে সবাই আয়)
আয় এই অমৃতে উঠবি বেঁচে জীবনমৃত সর্বহারা ॥
ওরে এই শক্তির গঙ্গাস্রোতে অনেক আগে এই সে দেশে
মৃত সগর-বংশ বেঁচে উঠেছিল এক নিমেষে।
এই গঙ্গোত্রীর পরশ লেগে
মহাভারত উঠল জেগে,
এই পুণ্য-স্রোতেই ভেঙেছিল ভেদ-বিভেদের লক্ষ কারা ॥

২০৮৭.

মোর আদরিণী কালো মেয়ে শ্যামা নামে ডাকি।
আমার হৃদয় পিঞ্জরে সে যেন কালো পাখি ॥
কালো মেয়ে কালী সেজে ঘোরে,
তবু হাসিতে তার জোছনা পড়ে ঝরে,
সাধ হয় মোর ঐ চরণে জবা হয়ে থাকি ॥
মা কি মেয়ে বুঝতে নারি লীলা কেমন ধারা,
শুধু জানি তারা আমার কালো নয়ন-তারা।
তারে আদর করে বুকে টানি যত,
দুষ্টু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় তত,
আবার কভু মা হয়ে সে মুছায় আমার আঁখি ॥

২০৮৮.

মোর ঘনশ্যাম এলে কি আজ কালো মেঘের বেশে।
দূর মথুরার নীল-যমুনা পার হ'য়ে মোর দেশে ॥
এলে কালো মেঘের বেশে ॥
বৃষ্টি ধারায় টাপুর টুপুর
বাজে তোমার সোনার নূপুর,
বিজলিতে চপল আঁখির চমক বেড়ায় হেসে ॥
তোমার তনুর সুগন্ধ পাই, যূঁই কেতকীর ফুলে
ওগো রাজাধিরাজ! ব্রজে আবার এলে কি পথ ভুলে।
মেঘ-গরজনের ছলে
ডাকো 'রাধা রাধা' বলে
বাদল হাওয়ায় তোমার বাঁশির বেদন আসে ভেসে ॥

২০৮৯.

মোর পুষ্প-পাগল মাধবী-কুঞ্জে এই ত প্রথম মধুপ গুঞ্জে,
তুমি যেয়ো না আজি যেয়ো না।
মম চন্দ্র-হসিত মাধবী নিশীথ বিষাদের মেঘে ছেয়ো না ॥
হের তরুণ তমাল করুণ ছায়ায়
আসন বিছায়ে তোমারে সে চায়;
তোমার বাঁশির বিদায় সুরে, বন কদম্ব-কেশর ঝুরে;
ওগো অকরুণ! ঐ সকরুণ গীতি গেয়ো না।
তুমি যেয়ো না আজি যেয়ো না ॥

তোলা বন-ফুল রয়েছে আঁচলে হয়নি ক মালা গাঁথা,
বকুলের ছায়ে নব কিশলয়ে হয়নি আসন পাতা।
মুকুলিয়া মোর কামনা সলাজ
দলিও না পায়ে, হে রাজাধিরাজ!
মম অধরের হাসি করিও না বাসি, পরবাসী যেতে চেয়ো না!
তুমি যেয়ো না আজি যেয়ো না॥

২০৯০.

মোর প্রিয়জনে হরণ ক'রে তুমি প্রিয় হ'লে।
এবার ছেড়ে যেয়ো না নাথ থাক চোখের জলে॥
যারা ছিল তোমায় আড়াল ক'রে
তুমি তাদের নিলে হ'রে
এবার, ত্রিভুবনে তুমিই শুধু রইলে আমার ব'লে॥
তুমি তাদের দিয়েছিলে (তুমিই) ডেকে নিলে কাছে।
তোমার দেওয়া তুমি নিলে, মোর কি বলার আছে।
হে নাথ, ভবে রইল না আর
কারুর তরে ভাবনা আমার,
তুমি ব'সো এবার শূন্য আমার হৃদয়-পদ্ম দলে॥

২০৯১.

মোর মাধব-শূন্য মাধবী-কুঞ্জে (সখি গো)
আমি যাব না যাব না, দেখিতে পাব না সে শ্যাম নীরদ-পুঞ্জে।
মোরে থাকিতে দে গো এমনি প'ড়ে,
মোরে মাখিতে দে পথের ধূলি, চলে গেছে হেরি যে পথ ধরে॥
সখি খুলে নীল শাড়ি দে লো তাড়াতাড়ি গেরুয়া বসন পরায়ে,
ব্রজে নীলমণি নাই, কি হবে বৃথাই — নীল শাড়ি গায়ে জড়ায়ে।
তোরা খুলে নে লো মোর আভরণ,
কপাল যাহার পুড়েছে লো সই — ভস্ম যে তার ললাট-ভূষণ।
জনম যাহার যাইবে কাঁদিয়া কাঁদিতে দে তারে একাকী,
বৃথা প্রবোধ তা'রে দিস্‌নে তোরা,
জানি নয়নের জল হয়ত শুকাবে, শুকাবে ব্যথার রেখা কি?
ভুলে যা লো তোরা ভুলে যা আমায়,
যদি কৃষ্ণেরে তোরা ভুলিতে পারিস্ ভুলাতে পারিবি রাধায়॥

২০৯২.

মোর শ্যাম সুন্দর এসো।
প্রেমের বৃন্দাবনে এসো হে ব্রজধাম-সুন্দর এসো॥
এসো হৃদয়ে হৃদয়েশ মোর নয়নের আগে এসো হে।
মোর নব-অনুরাগে এসো শ্যাম কোটি-কাম-সুন্দর এসো॥
রস মানস গঙ্গার কূলে রসরাজ এসো এসো হে।
এসো মুরলী বাজায়ে এসো হে, এসো ময়ূরে নাচায়ে এসো হে মাধব,
মধু-বনমাঝে, এসো এসো হে॥
মোর মুখের ভাষায় এসো, মোর প্রাণের আশায় এসো।
নবীন নীরদ ঘনশ্যাম রূপে রূপ-পিপাসায় এসো
এসো মদন-মোহন শোভন অভিরাম-সুন্দর এসো॥

২০৯৩. নাটিকা : 'বিজয়া'

মোরা মাটির ছেলে, দু'দিন পরে মাটিতে মিশাই
আসে খড়ের প্রতিমা হয়ে মা আমাদের তাই ॥
সে কয় না কথা, দেয় না স্নেহ-কোল,
মা, মা বলে যতই কেন বাজা না ঢাক-ঢোল।
তোর ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা মেটে হয়ে শ্মশান-ছাই ॥
সে দেবতাদের চিন্ময়ী মা, অসুর পায় দেখা
মা'র অসুরও পায় দেখা,
মা'র জড় পাষাণ মূর্তি হেরে শুধু মানুষ একা
রে ভাই, শুধু মানুষ একা!
মোরা ম'রে এবার আসব অসুর হ'য়ে,
মুণ্ডু মোদের দুলবে রে ভাই মা'র কণ্ঠে র'য়ে,
নাই বিসর্জন যে জননীর, সেই মাকে মোরা চাই ॥

২০৯৪.

মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে গো
ঐ নাম ধরে গো, উঠব মোরা ব্রজধামের পথে ॥
ঐ নামেরই মন্ত্র গুণে
পথের মানুষ গোঠের বেণু শোনে গো
ভুলের কূলে কূলে খেলে যে সে ওঠে ফুলের রথে ॥
ঐ নাম পেল যে, সুমুখে তার শ্যাম গো
দেখা দেবার তরে নিতুই ঘোরে অবিরাম গো।
ঐ কৃষ্ণ নামের টানে
ধীরে ধীরে প্রেম যমুনা আনে।
ঐ নামের গুণে গঙ্গাধারা নামে হিমগিরি হ'তে ॥

২০৯৫.

মোরে ডেকে লও সেই দেশে প্রিয় যে দেশে তুমি থাক।
মোর কি কাজ জীবনে বঁধু যদি তুমি কাছে নাহি ডাক ॥
এই পৃথিবীর হাসি-গান
বঁধু সব হ'য়ে যায় ম্লান,
মধু-মাধবী রাসের তিথি হায়! মাধব এলে নাকো ॥
এত আত্মীয় প্রিয়জন মোর কিছু ভালো নাহি লাগে,
ভিড় রহে না প্রেমের নীড়ে সেথা দুটি পাখি শুধু জাগে।
ফুল তুলিয়া পূজার তরে
কেন ফেলে রা . হেলাভরে,
তার মরণের আগে বঁধু শুধু বারেক চরণে রাখ ॥

২০৯৬.

মোরে পূজারী কর তোমার ঠাকুর ঘরে হে ত্রিজগতের নাথ।
মোর সকল দেহ লুটাক তোমার পায়ে (হয়ে) একটি প্রণিপাত ॥
নিত্য যেন তোমারি মন্দিরে
চিত্ত আমার ব্যাকুল হয়ে ফিরে

গ্রহ যেমন সূর্যলোক ঘিরে ঘুরে দিবস রাত ॥
মোর নয়ন যেন তোমারি রূপ হেরে সকল দেখার মাঝে
যেন এ রসনা জপে তোমারি নাম হে নাথ সকল কাজে।
তোমার চরণ রয় যে শতদলে
তারি পানে মোর মন যেন চলে
নিত্য তোমায় নমস্কারের ছলে (যেন) যুক্ত থাকে হাত ॥

২০৯৭.

মোরে মায়ার ডোরে বাঁধিস যদি মা
তোরেই সে ডোর খুলতে হবে।
খুলিয়া মায়া ডোর মুছিবি আঁখি লোর
(আমি) আকুল হয়ে মা কাঁদব যবে ॥
ওমা তোর কালী নাম যখনই মনে হয়
মনের কালিমা অমনি হয় লয়,
অভাবে দুঃখে শোকে আমার কীবা ভয়;
আমি যে গর্ব করি তোরই গরবে ॥
শত অপরাধ করে দিনের খেলায়
ছুটে আসি তোর কোলে সন্ধ্যাবেলায়;
সংসার পথে মা মাখি যতই ধূলি,
মুছিয়ে রাঙা হাতে কোলে নিবি তুলি।
আমি সেই ভরসাতে মা হাসি খেলি ভবে ॥

২০৯৮.

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি।
তুমি ব্রজেশ্বর বালারে রাই কিশোরীরে
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি' ॥
হরি বাজায়ো বাঁশরি সেই সাথে,
যে বাঁশি শুনিয়া ধেনু গোঠে যেত উজান বহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শুনে ময়ূর নাচিত এসো হে সেই নূপুর পরি ॥
নন্দ যশোদা কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিতে, ক্ষীর ননী খেতে এসো সেই রূপে ব্রজ দুলাল।
যে পীত বসনে কদম তলায় নাচিতে এসো সে বেশ পরি ॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম,
কুরুক্ষেত্রে হলে সারথি এসো সেইরূপে এ ধরাধাম।
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ, এসো সে বিরাট রূপ ধরি ॥

২০৯৯.

যদি আমি তোমায় হারাই, তুমি যেয়ো না নাথ হারিয়ে।
আমি পথ হারালে ধ'রো আমায় আঁধারে হাত বাড়িয়ে ॥[১]
ঝড়-বাদলে নিশীথ-রাতে
লুকিয়ে চ'লো আমার সাথে,
ফুলের কাছে নিয়ে যেয়ো কাঁটার বাধা ছাড়িয়ে ॥
তোমায় দেওয়া এ প্রাণ যদি অন্যে চাহি দানিতে,
তুমি যেন 'না' বোলো না কঠোর আঘাত হানিতে।

চঞ্চল মোর চিত্ত যেন
তোমার পায়ে টেনে এনো
তোমার পূজা শিখায়ো নাথ তুমিই পাশে দাঁড়িয়ে ॥

১ 'অন্ধকারে ধরো আমায় সহসা হাত বাড়িয়ে ॥

২১০০.

যবে শুভ দরশন সূর্য নারায়ণ ওঠেন ভোরে
নারায়ণের নাম জপিয়া জাগি যেন মধুর স্বরে
হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ হরে।
সারাদিনমান কাজের মাঝে
অন্তরে যেন মোর শ্রীহরি রাজে
প্রাণে অনুখন যেন বাজে, প্রেম ভরে
হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ হরে।
বেলা শেষে নামে আঁধার যবে
পরাণ জুড়েছে যেন শ্রীহরি স্তবে,
কাজের শ্রান্তি ভুলি স্মরি যাদবে যুক্ত করে
হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে হরে কৃষ্ণ হরে ॥
গভীর নিশীথ যবে ভুবনে ঘনায়
তন্দ্রা-মগ্ন যবে আসি নিরালায়
শোনাব কৃষ্ণ নাম চন্দ্র তারায় চরাচরে বিশ্ব চরাচরে।

২১০১. রাগ : পাহাড়ি, তাল : ত্রিতাল

যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলি সখি বাজিল।
মাধব নিকুঞ্জ-চারী শ্যাম বুঝি আসে —
কদম্ব তমাল নব-পল্লবে সাজিল ॥
ময়ূর তমাল-তালে পেখম খোলে
ব্যাকুলা গোপ-বালা শুনিয়া সে তান,
যুগ যুগ ধরি' যেন শ্যাম
বাঁশরি বাজায় গো,
বাঁশিতে শ্যাম মোরে যাচিল ॥

২১০২.

যমুনার জল দ্বিগুণ হয়েছে চাঁদ কি উঠেছে গগনের
(শ্যাম-চাঁদ কি উঠেছে গগনে')
চন্দন-রজ-সুগন্ধ পাই ব্রজের মন্দ পবনে!
মৃদু মৃদু বহে মন্দ পবন
ব্রজ হ'ল যেন নন্দন-বন,
আনন্দ আজ উথলি উথলি উঠিছে ভবনে ভবনে ॥
কৃষ্ণ চূড়ার ডালে নাচে ময়ূর
তালে তালে বাজে চুড়ি কাঁকন কেয়ূর।
বন হতে ছুটে এলো হরিণী হরিণ ওরা বুঝি শুনিয়াছে শ্যামের নূপুর
শ্বসিয়া শ্বসিয়া ওঠে বেণুকার বন ও বুঝি শুনিয়াছে গো বাঁশরি কানুর।
সখি আন ঘরে যেতে হাত হতে তাই প'ড়ে গেল বুঝি থালিকা,
কাঁপে ঘন ঘন বাম নয়ন, শিহরে কণ্ঠে মালিকা।

বন-মালী কি এলো গো
অঞ্চল লয়ে খেলে কি চঞ্চল বায়ু এলোমেলো গো?
সখি কেবলই নয়ন জলে ভ'রে আসে বল্ লো কেমন ক'রে
কিশোর চাঁদের চাঁদ মুখখানি দেখিব নয়ন ভ'রে?

২১০৩.

যা যা লো বৃন্দে মথুরাতে দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম,
তুই কুব্জা সখার কাছে নিস্‌নে লো নিস্‌নে রাধা নাম॥
তারে রাধার কথা স্মরণ করায়ে দিয়ে দিস্‌নে লো দিস্‌নে ব্যথা,
বড় ব্যথা বাজবে প্রাণে
মোর হরি যদি ব্যথা পায় প্রাণে সই দ্বিগুণ ব্যথা বাজবে প্রাণে।
দেখে তোরে বিন্দে লো বৃন্দাবনের কথা গোবিন্দ সুধায় যদি
বলিস্ হে মাধব, মাধবীকুঞ্জ তব সরে গেছে শুকায়েছে যমুনার নদী॥
ব্রজে আর সুখ নাই, শুক নাই সারি নাই
শুকায়েছে সবি হায়, শুক নাই সারি নাই
সারি সারি গোপ-নারী পাগলিনী প্রায়
শূন্য যমুনাতে জল নিতে যায়
দেখে তীরের কদম-তরু আছাড়ি পড়ি
শূন্য যমুনা-বুকে মুখ রাখিয়া দুখে গিয়াছে মরি॥
ব্রজবাসী সবে উদাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছে
শুধু রাই অভাগিনী শ্মশানে আগুলি বসিয়া আছে॥

২১০৪. নাটক : 'অর্জুন বিজয়'

যার তরিবার আশা নাই, তাহার তরে আমি বাহি তরী
(মোর) শরণ যে চায় আমি অমনি তায় এসে বুকে ধরি॥
ভক্ত কাঁদিলে কাঁপে আমার আসন গো কাঁদে মোর মন —
যার অঙ্গের আঘাত ফুটে ওঠে আমার অঙ্গ ভরি॥

২১০৫.

(যারা) আজ এসেছে রইবে না কা'ল, আমার কেহ নয় ওরা কেহ নয়।
মা গো ওরা তোরে শুধু আড়াল করে রয়, ও কেহ নয়॥
ওরা মোর ইচ্ছায় আসেনিক কেহ
মোর ইচ্ছায় যায় না ছেড়ে গেহ
এ-সংসারের পান্থশালায় ক্ষণিক পরিচয়,
ও মা ওদের সাথে ক্ষণিক পরিচয়, ওরা কেহ নয়॥
যারা কেবল আছে মাগো মা ভোলাবার তরে
নে তাদের মায়া হরে,
তোর পূজার ভোগ খায় কেড়ে মা পাঁচভূতে আর চোরে।
ওরা সবাই যাবে রইবে নাক' কেউ
মিথ্যা ওরা, ক্ষণিক মায়ার ঢেউ,
ওদের মায়ায় তোকে ভোলার ভুল যেন না হয়। ওরা কেহ নয়॥

২১০৬. নাটিকা : 'বিজয়া'

যাস্‌নে মা ফিরে, যাস্‌নে জননী ধরি দুটি রাঙা পায়।
শরণাগত দীন সন্তানে ফেলি' ধরার ধূলায় (মা) ধরি দুটি রাঙা পায়॥

(মোরা) অমর নহি মা দেবতাও নহি
শত দুখ সহি' ধরণীতে রহি,'
মোরা অসহায়, তাই অধিকারী মাগো তোর করুণায়॥
দিব্যশক্তি দিলি দেবতারে মৃত্যু-বিহীন প্রাণ,
তবু কেন মাগো তাহাদেরি তরে তোর এত বেশি টান?
(আজো) মরেনি অসুর মরেনি দানব
ধরণীর বুকে নাচে তাণ্ডব,
সংহার নাহি করি' সে অসুরে চলে[১] যাস্ বিজয়ায়॥

১ কেন

২১০৭.

যুগল মুরতি দেখে জুড়ালো আঁখি
(যেন) তমাল শাখায় বাঁধা মাধবী রাখী॥
কৃষ্ণ মেঘের পাশে রুক্মিণী বিজলি,
রহিয়া রহিয়া হাসে দিগন্ত উজলি।
নীল আকাশ রঙীন হল গোধূলি মাখি,
(সোনার) গোধূলি মাখি॥

২১০৮.

যূথিকা মাধবী মল্লিকা লহ শ্যাম হে
নব বিকশিত চম্পা, লহ আরতি ফুল-গন্ধে।
যমুনা আকুলি' উঠিছে উথলি',
গুঞ্জরে অলি বিহগ-কাকলি শুকসারি আনন্দে,
ভ্রমর গুন্ গুন্ স্বরে বন্দে॥
তরুলতা সব নাচে বায়ু-ভরে
তোমার পূজার ফুল ডালা ধ'রে
হংস সারসী কমল-কাননে নাচে জলধারা ছন্দে॥
ময়ূর-ময়ূরী শঙ্খ বাজায়
বনলতা পাতা দেউল সাজায়
পূজিতে তাদের বন-দেবতায় কিশোর গোকুল-চন্দে॥

২১০৯.

(সখি) যে অঙ্গুলিতে রং গুলিয়াছ এত কুঙ্কুম ফাগ
আমার বক্ষে লাগিবে কখন সেই আঙুলের দাগ॥
যে রং ছড়াও অশোকে পলাশে
যে আবির মাখো উ[illegible] আকাশে
ফাগুন বাতাসে গো —
আমার নয়নে পড়িবে কখন সেই রঙের পরাগ॥
যে রঙের লোভে শ্যাম তব পায়ে আলতা হইতে চায়
তব শ্রীচরণ ধুয়ে সেই রং ঢেলে দাও মোর গায়।
তুমি যে প্রেমের রঙে রাঙিয়া কিশোরী
পৃথিবীতে আনো হোরির লহরি হরি-প্রেম-হোরি —
(হে) কৃষ্ণা-প্রিয়া, কবে দেবে মোরে সেই প্রেম অনুরাগ॥

২১১০.

যে কালীর চরণ পায় রে কালীর চরণ পায়।
সে মোক্ষ, মুক্তি কিছুই নাহি চায়॥
সে চায় না স্বর্গ, চায় না ভগবান
শ্রীকালীর চরণ আত্মা তাহার, দেহ-মন ও প্রাণ,
সে কালীর চরণ ছেড়ে ব্রহ্মলোকেও নাহি যায়॥
শিবের জটার গঙ্গা নিত্য চরণ ধোয়ায় যাঁর
যোগ সাধনা আরাধনা সে জানে না ভাই, ঐ চরণ তাহার সার।
ধর্মাধর্ম ভেদ জানে না, সে বলে সবাই মায়ের ছেলে
বন্ধু বলে জড়িয়ে ধরে চাঁড়াল কাছে এলে।
সে বেদ-বেদান্ত জানে না শ্রীকালীর নাম গায়॥

২১১১.

যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে।
সেই নাম তুই শিখিয়ে দে মা, ডাকব আমি তেমনি ক'রে॥
বেদ-পুরাণে যে নাম শুনি
যে নাম জপে ঋষি-মুনি
সেই নাম দে, যে নাম নিতে বক্ষ ভাসে অশ্রু-নীরে॥
ভয় যদি তোর ভক্তি দিতে, কর মা অসুর দানব মোরে
আসবি যখন শাস্তি দিতে, দেখব তোরে নয়ন ভরে॥
তোর হাতে মা মরণ হলে
ঠাঁই পাব যে তোরই কোলে
আঘাত করে ছেলেকে মা কাঁদে যেমন বক্ষে ধরে॥

২১১২. রাগ : ভৈরব, তাল : ঝাঁপতাল

যেন ভোরে জাগি তব নাম গেয়ে।
ঘুম যেন ভাঙে তব মুখ চেয়ে॥
যদি নিদ্রা মোহে
হৃদি দ্বার রুদ্ধ রহে,
আসিও হে নাথ প্রভাত আলো বেয়ে॥
সারা দিনমান সব কাজের মাঝে,
যেন স্মৃতি বীণা সম বাজে।
তব স্নিগ্ধ কান্তি
শুভ্র প্রশান্তি,
থাকে যেন নাথ প্রাণ মন ছেয়ে॥
তপনের রূপে
এসো চুপে চুপে,
যেন আঁখি খোলে তব আলো পেয়ে॥

২১১৩. রাগ : দেশ মিশ্র

যৌবনে যোগিনী সাজিয়া গো সজনী
খুঁজি বন-মালীরে বনে বনে
শুনি তার বাঁশরি কুল-লাজ পাশরি
পথে পথে যাই তারি অন্বেষণে॥

হেরেছি বৈশাখে তার মোহন-চূড়া কৃষ্ণচূড়ায়
হেরেছি ঘূর্ণি ঝড়ে চাঁচর তার চিকুর ওড়ায়।
হেরেছি আষাঢ়-মেঘে নব দূর্বাদলশ্যামে
শ্রাবণ বারিধারায় তারি নূপুর-ছন্দ নামে
রাখালিয়া বেণু শুনি ভাদর নদীতটে
বনশীওয়ালারে মোর পড়ে মনে॥
তাহারি শীতল পরশ হেমন্তিকার হিমেল হাওয়ায়
মায়াবী গুণ্ঠন তার শীতের ধূসর কুহেলিকায়।
বসন্তে দোলে তাহার বাসন্তী রং পীত ধড়া
চোখে ধরেছি তারে বুকে তবু যায় না ধরা।
জনমে জনমে সখি সে আমার আমি তার
জীবনে মরণে বিরহে মিলনে॥

২১১৪.

রঘু কুলপতি রামচন্দ্র আওধকে অধিকারী।
সুর-নর-জন পূজে চরণ, মুনি-জন ভয়হারী॥
ঝলকে অরুণ বদন-কমল,
নীল-পদ্ম নয়ন যুগল
দশরথ-সুত সীতাপতি তপবন বনচারী॥
সত্য ধর্ম পালক-প্রভু, রাজমুকুট-ত্যাগী
রত্নাকর শাসক অরু, অনুজকে অনুরাগী।
শিলা সতী অহল্যা ত্রাতা,
জগৎ-পূজ্য, জগৎ-পিতা।
লঙ্কা-পতি মোক্ষদাতা অসুর-নিধনকারী॥

২১১৫.

রাই জাগো রাই জাগো ব'লে কেঁদে কেঁদে ডাকে শুক সারী।
দেখিয়া এসেছি মথুরায় আছে মোদের মুরলী-ধারী॥
(রাই জাগো রাই জাগো
শ্যাম-নিবেদিত সোনার অঙ্গ ধূলায় লুটায়ো না গো।)
দেখিয়া এসেছি মথুরায় আছে মোদের মুরলী-ধারী॥
(সেথা মুরলীধারী আছে মুরলী তার হাতে নাই
সেথা মুরারি রূপ তার দেখে লাগে ভয় তার মুরলী হাতে নাই।
সাথে হ্লাদিনী রাধা নাই তাই মুরলী সাধা নাই)।
সে ধড়াচূড়া ফেলিয়া পরেছে রাজবেশ
তার মুখ দেখে মনে হয় কানু আর সে কানু নয়
কে যেন দিয়েছে তারে দণ্ড অশেষ।
সে রাধারে কাঁদায়েছে তাই বুঝি কে বাঁশি কেড়ে নিয়ে হাতে দণ্ড দিয়েছে।
সখি যেমনি আমরা চম্পার ডালে গাহিনু শ্রীরাধা নাম
রাজ-সভা মাঝে কাঁদিয়া লুটায়ে পড়িল শ্যাম।
রাজবেশ ছিঁড়ে ফেলে রাধা বলে মুরছিত ভেল
সে গোকুলে ভুলে নাই ভোলেনি লো তোরে রাই
চল আনিতে যাই শ্যাম চাঁদকে লো॥

২১১৬.

রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম।
যুগল রস ঘন বিগ্রহ সুন্দর হৃদি রাসমঞ্চে নেহার নিরন্তর
আনন্দে ডগমগ গাহরে অবিরাম
রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম॥
চিন্ময় মনোহর কিশোর নটবর
বামে রাধা হ্লাদিনী প্রেমাবেশে থরথর
(শোনো) ধ্বনি গভীর বনে বেণু বাজে ক্ষণে ক্ষণে
শত দিকে শত গোপ গোপিনী গাহে নাম।
রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম॥
নিত্য রাস লীলা আঁখি ভরি দেখ রে
যাবে দুখ শোক ভয় হেরি রস শেখ রে
হবে এই সংসার রসের পারাপার গৃহ হবে গোলক আনন্দ ব্রজধাম।
রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম॥

২১১৭.

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো তুমি ফিরিলে না ঘরে।
শূন্য ভবনে ভয়ে মরি মা মন যে কেমন করে॥
তোমার বিরহে মা গভীর বিষাদে
শ্মশানে মশানে মহাকাল কাঁদে
সূর্যে তেজ নাই জ্যোতি নাই চাঁদে উঠিয়াছে হাহাকার চরাচরে॥
ক্ষুধার অন্ন নাই শুধায় না কেহ —
উপবাসী চিত্ত চায় মার স্নেহ;
মাতৃহারা হয়ে বিশ্বের সন্তান ফিরে আয় ফিরে আয় ডাকে কাতরে॥

২১১৮. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : দাদ্‌রা

সংসারেরি দোলনাতে মা ঘুম পাড়িয়ে কোথায় গেলি?
আমি অসহায় শিশুর মত ডাকি মা দুই বাহু মেলি'॥
অন্য শক্তি নাই মা তারা
'মা' বুলি আর কান্না ছাড়া,
তোরে না দেখলে কেঁদে উঠি, আবার কোল পেলে মা হাসি খেলি॥
(ও মা) ছেলেকে তোর তাড়ন করে মায়ারূপী সৎমা এসে।
আবার ছয় রিপুতে দেখায় মা ভয় পাপ এলো পুতনার বেশে।[1]
মরি ক্ষুধা তৃষ্ণাতে মা
শ্যামা আমার কোলে না মা।
আমি ক্ষণে চমকে উঠি ভাবি দয়াময়ী মা কি এলি॥

১. পাপনাগী এলো দেশে।

২১১৯.

সাজে অভিনব সাজে রাই, — শ্যাম পাগলিনী
নয়ন টিপিয়া হাসে চারিপাশে আহিরিণী;
আনমনে মনের ভুলে বাঁধে চূড়া বেণী খুলে
সিঁথি-মৌর ফেলে পরে শিখী-পাখা বিনোদিনী রাই সাজে একি সাজে রে
তারে হেরিয়া কি বনে শ্যাম লুকাইল লাজে রে।

গাগরি বিসরি বাজায় সে বাঁশরি,
পায়েলা পরা-পায়ে নূপুর বাজে রে।
পরিহরি নীলশাড়ি এলো পীত ধরা পরি
হেরিয়া কিশোর হরি মুখে বলে 'হরি হরি'
আয় রে শ্রীদাম যা রে দেখে, আয় রে সুবল যা রে দেখে,
আয় বিরজা যা রে দেখে, আয় বিশাখা যা রে দেখে,
কার-চাঁদে তোরা দেখেছিস্ এবার গোরাচাঁদে তোরা যা লো দেখে।
উছলে রূপের ছটা কোটি রবি-শশী জিনি॥

২১২০.

সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিদাতা,
পূজবো তোমায় সবার আগে দিয়ে দূর্বা আর বেলপাতা॥
জীবের তরে তোমার ত্যাগ দেখে অবাক হই,
জীবের দুখে তুমিই দুখী, তোমা বিনে গতি কই
সিদ্ধি দিতে একাই তুমি — জনগণের নেতা
তুমি সিদ্ধিদাতা॥

২১২১. নাটিকা : 'বিষ্ণুপ্রিয়া'

সিনান করিতে গিয়েছিনু সই সেদিন গঙ্গা-তটে
উদয় হলেন গৌরচন্দ্র অমনি হৃদয়-পটে॥
নির্মল মোর মনের আকাশে
উঠিয়া সে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসে,
তারে লুকাইতে নারি, সখি ভয়ে মরি, বুঝি কলঙ্ক রটে॥

২১২২.

সুখ-দিনে ভুলে থাকি, বিপদে তোমারে স্মরিয়া।
ডুবাবে কি তব নাম আমারে ডুবাইয়া॥
মা'র কাছে মার খেয়ে শিশু যেমন ডাকে মাকে
যত দাও দুখ শোক ততই ডাকি তোমাকে।
জানি শুধু তুমি আছ আসিবে আমার ডাকে,
তোমারি এ তরী প্রভু, তুমি চল বাহিয়া॥

২১২৩.

সুবল সখা! এই দেখ্ এই পথে তাহার,
সোনার নূপুর আছে পড়ে, বৃন্দাবনের বনমালী গেছে রে এই পথ ধরে।
হরি চন্দন গন্ধ পথে পথে পাই
ঝরা ফুলে ছেয়ে আছে বনবীথি তাই।
ভ্রমে ভ্রমর শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে
রাঙা কমল ভ্রমে, ভ্রমে শ্রীচরণ-চিহ্ন ঘিরে।
ভাসে বাঁশির বেদন তার মদ সমীরে।
তারে খুঁজবো কোথায় — সেই চোরের রাজায় খুঁজবো কোথায়?
তারে খুঁজলে বনে, মনে লুকায়, চোরের রাজায় খুঁজবো কোথায়?
শ্রীদাম দেখেছে তারে রাখাল দলে,
গোপিনীরা দেখিয়াছে যমুনার জলে।

বাঁশরি দেখেছে তারে কদম শাখায়
কিশোরী দেখেছে তারে ময়ূর পাখায়।
বৃন্দা এসেছে দেখে রাজা মথুরায়,
যশোদানন্দ বলে কোলে সে ঘুমায়।
দে রে দেখায়ে দে কোথা ঘনশ্যাম
কবে বুকে পাব তারে, মুখে জপি যাঁর নাম॥

২১২৪.

সুরধুনী ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে;
মাগো এবার ত্রিভুবনের সকল জড়-জীবের 'পরে॥
যত মলিন আঁধার কালো
হোক সুধাময়, লভুক আলো,
সকল জীবই শিব হোক মা সেই সুধাতে সিনান ক'রে॥
তোর শক্তি-প্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমর সেনা
দিব্য জ্যোতি দেহ পাবে দানব-অসুর ভয় রবে না।
এই পৃথিবী ব্যথাহত
শ্বেত শতদলের মত
মা তোর পূজাঞ্জলি হয়ে উঠবে ফুটে সেই সাগরে॥

২১২৫.

সোনার আলোর ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে;
বাউল হাওয়ায় কানাকানি মা বুঝি ঐ আসে॥
কাশের চামর নদীর চরে
প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়ে
আনন্দেরি জোয়ার এলো ভোরের নীলাকাশে।
মোদের মা জননী আসে॥
বেণু বনের মর্মরে আজ বাজে ছুটির বাঁশি
বরষ পরে ঘরে ফিরে এলো পরবাসী।
দুঃখী ছেলেমেয়ের মুখে
হাসির আলো ফুটল সুখে
আগমনীর আনন্দ আজ কুসুম হয়ে হাসে॥

২১২৬.

সোনার বরণ মেয়ে আমার 'নন্দা' কোলে আয়।
(প'রে) সোনার বসন সোনার ভূষণ সোনার নূপুর পায়॥
(আমার) কালো মেয়ের দুখ ভোলাতে কে শ্যাম অঙ্গ সোনায় মুড়েছে,
(মা'র) গৌরীরূপ দে'খে আমার চোখ জুড়িয়ে যায়॥
(এই) হেম-বরণী বালিকাকে কালিকা কে বলে, কে ভয়ঙ্করী বলে
(তাই) আনন্দিনী রূপ দেখালো 'নন্দা' রূপের ছলে এলো কন্যা হয়ে কোলে।
গোধূলি-লগনে বধূর বেশে, দাঁড়ালি মা অঙ্গনে মোর হেসে
শিব-লোকে যাবার আগে দেখা দিয়ে যায়, বুঝি চাহিস মা বিদায়॥

২১২৭. রাগ : শ্যামকল্যাণ, তাল : একতাল

স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে রয়েছে মোদেরে ঘেরি
তব অনন্ত করুণা ও স্নেহ নিশিদিন নাথ হেরি॥

তব চন্দন-শীতল কান্তি
সৌম্য-মধুর তব প্রশান্তি
জড়ায়ে রয়েছে ছড়ায়ে রয়েছে অঙ্গে ত্রিভুবনেরই ॥
বাহিরে তুমি বন্ধু স্বজন আত্মীয় রূপী মম
অন্তরে তুমি পরমানন্দ প্রিয় অন্তরতম।
নিবেদন করে তোমাতে যে প্রাণ
সেই জানে তুমি কত মহান
যেমনি সে ডাকে সাড়া দাও তাকে তিলেক কর না দেরি ॥

২১২৮. নাটিকা : 'সেতুবন্ধ'

হর হর শঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর!
দানব-সন্ত্রাস, জয় প্রলয়ঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর!
নিপীড়িত জন-মন-মন্থন দেবতা,
আন অভয়ঙ্কর স্বর্গের বারতা!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় সংহর, জয় শিব শঙ্কর!
এসো উৎপীড়িতের রোদনের বোধনে
বজ্রাগ্নির দাহ ল'য়ে রোষ নয়নে।
ভীম কৃপাণে ল'য়ে মৃত্যুর দণ্ড,
দৈত্যারি-বেশে এসো উন্মাদ চণ্ড,
ধ্বংস-প্রতীক মরু-শ্মশান সঞ্চর! জয় শিব শঙ্কর!

২১২৯. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

হরি নামের সুধায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারি।
হরি নাম বসন, হরি নাম ভূষণ, আমি হরি-প্রেম-ভিখারি ॥
পরিয়া শ্রীহরি-নামের মালা,
ভুলিব পিতার অনাদর জ্বালা
হরিনামের সুধায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারি ॥
যাব বনে মার সনে
শ্রীহরিরে আঁখি-নীরে কব প্রাণে ব্যথা!
আমারে আর মোর জননীরে হেন,
দীনবন্ধু এত দুঃখ দাও কেন
করুণা-সিন্ধু তুমি দুঃখ হারী ॥

২১৩০. নাটিকা : 'মীরাবাঈ'

(হরি) নাচত নন্দদুলাল
শ্যামল সুন্দর মদন মনোহর
নওল কিশোর ক'নাইয়া গোপাল।
নাচত গিরিধারী ময়ূর মুকুট পরি
দিকে দিকে ছন্দ আনন্দ পড়িছে ঝরি
নাচে গোপী সখা বংশীওয়ালা হরি
রুনুঝুনু বাজাওত ঘুঙুর তাল।

২১৩১.

হরি মোরে হোরির রং দিও না, আপনি রঙ্গীলা আমি।
বঁধু তোমার প্রীতি অঙ্গে রং দিয়ে যায় দিবস যামী ॥

তব গভীর প্রেমের আবির ফাগে হরি
অরুণ-রাঙা হল নীলাম্বরী
আজ রং বদলে গেছে রাধার প্রেম-যমুনার জলে নামি ॥
রং যদি দাও ওগো শ্যামল, সেই রং দাও মোরে
যে রঙে রঙে দেখ্‌লে আমায় এমন মধুর ক'রে
রং দেবে আর কোথায় বঁধু বল
তোমার রঙে আমার ভুবন নিত্য ঝলমল।
জনমে জনমে গায়ে রং দিতে গো রেখো পায়ে
হয়ো রাধার পরম স্বামী ॥

২১৩২.

(আমি) হাত তুলেছি তোর পানে মা (তুই) মোর হাত ধরবি বলে,
(তুই) ভিক্ষা কেন দিস্ মা হাতে হাত বেঁধে রাখ্ চরণ-তলে।
আমি ভিক্ষা পেয়ে চলে যাব আসিনিত সে আশাতে ॥
তুই যবে হাত দিস মা ছেড়ে
চোরে প্রসাদ নেয় মা কেড়ে
তাইত মাগো ভিক্ষা পেয়েও দাঁড়িয়ে থাকি আঙিনাতে ॥
পথ যে আমার ফুরিয়ে গেছে জননী তোর কোলে এসে
(আমায়) এখন শুধু ধর মা বুকে পুত্র বলে ভালোবেসে।
মা যেমনি তোর কোলে যাব
নিত্য প্রেম আনন্দ পাব
দেখ্‌ব পূর্ণ চাঁদ উঠেছে মা তোর রূপের আঁধার রাতে ॥

২১৩৩.

হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতী দেশে।
(তাই) সারা গোকুল কেঁদে আকুল নয়নজলে ভেসে ॥
তার হাতে সেথা নাই রে বেণু;
সেথা নাই মধুবন নাই রে ধেনু
নাই সে বাঁকা শিখী-পাখা শ্যামের চাঁচর কেশে ॥
তার কোমল অঙ্গে লাগত ব্যথা রাখলে বুকে ক'রে
কোন্ পাষাণ তারে বসিয়েছে রে সিংহাসনের পরে।
মোদের মদন-মোহন শ্যামে,
আন ফিরিয়ে ব্রজধামে।
বৃন্দাবনের গোপালকে কি মানায় রাজার বেশে ॥

২১৩৪.

হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে।
সে যে সকল পন্থ দিগ্ দিগন্ত আগলি আছে শ্যাম বেশে ॥
শুভ্র জ্যোতিরে ঘিরিয়া আছে দেখ্ আকাশ হয়ে শ্যাম লাবনি;
অভিমানে ফিরে আসিলে হেরিবি নিম্নে শ্যামময় অবনী।
সবই শ্যামময় শ্যামময় সবই কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়
আলোর তৃষ্ণা শেষে হেরিবি সব দেশে — কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়
ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ নিম্নে কৃষ্ণ — কৃষ্ণময় কৃষ্ণময়।
(ওলো) গৌরী চাঁপার কলি, আর একটি কথা বলি
কৃষ্ণ ছেড়ে যাবি তুই কোথা।

ভাস্বর জ্যোতি যিনি ভাসুর যে হন তিনি
বলরাম আলোর দেবতা।
তুই ফিরে যে আসবি শুভ্র জ্যোতিরূপে
ভাসুরকে দেখে তুই ঘোমটা দিয়ে হাসবি, ফিরে যে আসবি।
সেই ঘোমটার আবরনে আসিবে স্মরণে ঘন শ্যাম বরণে সজনী
আসিবে ফিরে তোর মাধবী কুঞ্জে
সচন্দ্রা রজঃ নয়, সচন্দ্রা রজনী
রজঃগুণের ত্যজিয়া নির্মল সুনীল চাঁদ
আবার আসিবে ফিরে রাধা নাম ভজিয়া।
রাধা প্রেমে মজিয়া।
বলবে রাধা রাধা
তোমার প্রেমে আমি চির-বাঁধা — রাধা! রাধা! জয় রাধা! রাধা!

২১৩৫. নাটিকা : 'অর্জুন-বিজয়'

হিল্‌মিল্ হিমেল হাওয়ায় ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ দোলে ভারত সাগর তরঙ্গ!
নিম্নে নিথর পাতাল-পুরে কে বন্দী ঝুরে পীড়ন জর্জর অঙ্গ॥
রক্তে ঝরে কার অসহায় চক্ষে
পাষাণদীপ জাগে সাগর বক্ষে
নবোদিত অরুণের শতশত কিরণের অঙ্গে দংশে হায় কাল-ভুজঙ্গ।
পরিয়া রুদ্রসাজ মহেশ নটরাজ এসো এসো শোনাও অভয় মৃদঙ্গ॥

২১৩৬.

(মোর) হৃদয়-দোলায় দোলে ঘন শ্যাম।
(কভু) রূপ দোলে কভু দোলে শুধু নাম॥
একি প্রীতি জাগে নব অনুরাগে
অনুখন তনুভরি (তাঁর) ছোঁওয়া লাগে
মনে হয়ে এই দেহ তাঁর ব্রজধাম॥
ফুল চন্দন আনি থালাতে
মুখ ভার করি চায় পালাতে
বিরহ যমুনার তীরে তীরে
মোর নাম লয়ে যেন কেঁদে ফিরে।
প্রেম দাও প্রেম দাও বলে অবিরাম॥

২১৩৭.

হৃদয়েরি পটে, তোমার মূরতি রেখেছি আঁকিয়া যতনে।
ভালোবাসা দিয়ে রেখেছি ঘিরিয়ে নিভৃত পরাণে গোপনে॥
তুমি, এসো নাহি এসো ক্ষতি তাহে নাহি,
নয়ন মুদিয়া দেখিবারে চাহি
কিবা যায় আসে পাই নাহি পাই দুদিনের তরে জীবনে,
সাধ জাগে মনে দেহ অবসানে মিশাইতে তব চরণে॥

২১৩৮. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব' (ধ্রুব ও নারদের গান)

নারদ : হৃদি-পদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম।
ধ্রুব : বাঁকা শিখী-পাখা নয়ন বাঁকা বঙ্কিম ঠাম॥

নারদ : তুমি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে।
ধ্রুব : অধরে মুরলী ধরি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে॥
নারদ : সোনার গোধূলি যেন নিবিড় সুনীল নভে
পীতধড়া প'রো কালো অঙ্গে (হরি হে)
ধ্রুব : নীল কপোত সম ও রাঙা চরণ দুটি
নেচে যাক অপরূপ ভঙ্গে (হরি হে)
উভয়ে : যেন নূপুর বাজে
হরি সেই পায়ে যেন নূপুর বাজে।
বনে নয় শ্যাম মনোমাঝে যেন নূপুর বাজে।
ঐ চরণে জড়ায়ে পরাণ আমার
(যেন) মঞ্জির হয়ে বাজে॥

২১৩৯. রাগ : নট-বেহাগ

হৃদি বৃন্দাবন-বিহারিণী তিনি রাধা (শ্রীরাধা)।
(আমি) তাঁহারি গোলকে প্রেম-ভিখারি তাঁরই শ্রীচরণে বাঁধা॥
দেখিয়াছি আমি তাঁহারি রূপের মাঝে
চির-সুন্দর অপরূপ মোর শ্যাম-রূপ বিরাজে
(মোর) শত জনমের সাধ ছিল তাঁর রাধা নাম সাধা॥
তাই কৃপা করে পিয়া রূপ ধরে আসেন এ পৃথিবীতে
বিরহ-যমুনা করেন সৃজন কাঁদিতে ও কাঁদাইতে।
বুঝি তাঁরও সাধ ছিল কেমন মধুর শোনা যায়
তাঁর প্রিয় নাম কবিতা-নূপুরে আমার সুরের বেণুকায়
(তাঁর) মিলনের চেয়ে ভালো লাগে বুঝি বিধুর বিরহে কাঁদা॥

২১৪০.

হে উষা
অরুণিত আকাশ হতে এসো শোভন পথে!
যজমান আলয়ে আসুক তোমারে লয়ে।
অরুণ বরুণ কিরণ সুখ-কর-রথে॥
নন্দন নন্দিনী হে দেব কুমারী,
তুমি চির পবিত্রা মন্দাকিনী বারি।
তিমির কারারুদ্ধা ধরণী ঊর্ধ্বে চাহে,
মুক্ত করি তারে আনো উদার আলোতে॥

২১৪১.

হে কৃষ্ণ চাঁদ দাসীর হৃদয়ে কখন উদয় হবে?
তুমি চিরদিন কৃষ্ণা তিথির আঁধারে কি ঢাকা রবে?
বিফল পূজার কুসুমের প্রায়
হের দেহলতা ম্লান হল হায়,
পথ চেয়ে আর থাকিতে পারি না হে নাথ আসিবে কবে॥

২১৪২. রাগ : বেহাগ, তাল : একতাল

হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ চরণে শরণ দাও হে।
বিফল জনম কাটিল কাঁদিয়া, শান্তি নাহি কোথাও হে॥

জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়,
দুপুর ফুরাল মোহের মেলায়।
ডাকিব যে নাথ সন্ধ্যা-বেলায় ডাকিতে পারিনি তাও হে॥
এসেছি দুঃখ-জীর্ণ পথিক মৃত্যু-গহন রাতে।
কিছু নাহি প্রভু সম্বল, শুধু জল আছে আঁখি-পাতে॥
সন্তান তব বিপথগামী,
ফিরিয়া এসেছে হে জীবন-স্বামী।
পাপী তাপী তবু সন্তান আমি ধূলা মুছে-কোলে নাও হে॥

২১৪৩.

হে গোবিন্দ রাখ চরণে।
মোরা তব চরণে শরণাগত আশ্রয় দাও আশ্রিত জনে হে॥
গঙ্গা ঝরে যে শ্রীচরণ বেয়ে
কেন দুখ পাই সে চরণ চেয়ে
এ ত্রিতাপ জ্বালা হর হে শ্রীহরি, চাহ করুণা সিক্ত নয়নে॥
ভিক্ষা চাহিলে মানুষ নাহি ফিরায়
তোমারি দুয়ারে হাত পাতিল যে, ফিরাবে কি তুমি তায়।
(হরি সব তরী ডুবে যায়
তোমার চরণ তরী ত' ডোবে না হায়,)
তব চরণ ধরিয়া ডুবে মরি যদি রবে কলঙ্ক ভুবনে॥

১ বন্ধনীস্থিত পংক্তি গাওয়া হয় না

২১৪৪. নাটিকা : 'নরমেধ'

হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ
ও রাঙা চরণ কমল ঘেরি গুঞ্জরে কোটি ভক্তবৃন্দ॥
শত দুখ দিয়ে ভক্তের সাথ,
একি অনন্ত-লীলা তব নাথ
যোগী মুনি ঋষি বুঝিতে পারে না
তুমি অচিন্ত্য তুমি অনিন্দ্য লীলা-রসিক হে গোবিন্দ॥

২১৪৫. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহারবা

হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায় রূপে রূপে তব অরূপ কায়া॥
দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে,
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে।
জননীর রূপে তুমি আমাদেরে যাও চুমি', তব স্নেহ-প্রেমরূপ — কন্যা জায়া॥
হে বিরাট শিশু! এ যে তব খেলনা
নিতি নব, ভাঙা গড়া দুখ শোক বেদনা।
শ্যামল পল্লবে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ লাবনি দুলে ওঠে রঙ্গে,
বিহগের কণ্ঠে তব মধু কাকলি, মায়াময়! শতরূপে বিছাও মায়া॥

২১৪৬.

হে তরুণ, কেন এই অকরুণ খেলা।
মদালস রসঘন এসো নব যৌবন
প্রথম প্রেমের কুঁড়ি ফুটিবার বেলা॥

কেন এই কঠিন তপস্যা মগ্ন,
হের বয়ে যায় শুভদৃষ্টির লগ্ন;
এই বসন্তসেনা ফিরে আর আসিবে না
(ওগো) নবীন যোগী, তারে করিও না হেলা॥

২১৪৭. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব', রাগ : লাচ্ছাশাখ, তাল : ত্রিতাল

হে দুখ-হরণ ভক্তের শরণ,
অনাথ-তারণ হে বিধাতা!
তুমি ধ্রুবজ্যোতি, চাহ যা'র পানে
নিমেষে সে ছুটে যায় তব সন্ধানে।
বৃথা তাঁরে সংসার পিছু ডাকে বার বার,
হে মুক্তি দাতা হে বন্ধ-ত্রাতা॥

২১৪৮.

হে দেব অতিথি! এসো অলোকানন্দার তীরে।
জুড়াও শ্রান্ত তনু (জুড়াও) চন্দন সুবাসিত দখিনা সমীরে॥
সুরা লও, মধু লও যার যাহা সাধ,
বিহঙ্গ সঙ্গীত চৈতালী চাঁদ,
লহ ভীরু কুমারীর আঁখির প্রসাদ অঙ্গ রাঙাও অনুরাগ আবীরে॥
লহ সেই ফুল যাহে রসেনি ভ্রমর
চাহ যদি ফুল ফেলে লহ ফুলশর,
নিঙাড়িয়া রক্তিম নিটোল অধর কর রস পান বাহু বন্ধনে ঘিরে॥

২১৪৯.

হে নাথ তোমায় দোষ দেব না আমারি সুখ সইল না।
তুমি, চাওয়ার অধিক দিয়েছিলে আমার দোষেই রইল না
তা আমার দোষেই রইল না॥
তুমি আপন হাতে তিলে তিলে
আমার সুখের বাগান সাজিয়ে দিলে
মোর কপাল-দোষে ফুটল না ফুল (সেথা) মলয় হাওয়া বইল না॥
সুখের দোসর সুখের সাথী তোমার আপন হাতের দান
সারা জীবন আমি তাদের করেছি নাথ অসম্মান।
নাথ, বৈরাগীর এ সইবে কেন
বিভব রতন বিলাস হেন
তারে ভিক্ষা ঝুলি দাও হে তুলি সোনার স্বর্গ লইল না
যে সোনার স্বর্গ লইল না॥

২১৫০.

হে পরমাশক্তি পরা প্রেমময়ী তোমারি মধুর প্রেমে।
(আমি) চির-রূপহীন রূপ ধরে আসি সৃষ্টির বুকে নেমে (গো)॥
প্রিয়া, সেই ত' বৃন্দাবন,
(নিতি) সৃষ্টি স্থিতি সংহার লীলা করি অনুখন।
ঘোর কালো রূপ আলোময় হয়ে ওঠে যেই গো
সে যে তোমারি রূপ প্রিয়া, মোর রূপ নেই গো॥

২১৫১. রাগ : মেঘ, তাল : ত্রিতাল

হে বিধাতা! হে বিধাতা! হে বিধাতা!
দুঃখ-শোক-মাঝে, তোমারি পরশ রাজে,
কাঁদায়ে জননী-প্রায় কোলে কর পুনরায়, শান্তি-দাতা ॥
ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ-দিনে তোমারে
স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে।
দুঃখের মাঝে তাই, হরি হে, তোমারে পাই দুঃখ-ত্রাতা ॥
দারা-সুত-পরিজন-রূপে হরি, অনুখন
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন।
তুমি যবে চাহ মোরে, লও হে তাদের হ'রে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়া-ডোর, ক্রোড়ে ধর আপন।
ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে 'নারায়ণ',
নির্মম হয়ে তার পিতারও হর জীবন।
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তব বুকে হায় আসন পাতা ॥

২১৫২.

হে ব্রজকুমার শোনো শোনো মোর নিবেদন।
অনুরাগ-আবির দিয়ে রাঙাব চরণ ॥
শ্রীচরণ জড়ায়ে কাঁদিব নূপুর হয়ে
যে পথে যাইবে গোঠে, কাঁদিব সে পথে র'য়ে
চরণ-পরশে তব, হব হে মাধব, হরি-চন্দন!
হব হরি-চন্দন ॥
হে বনের কিশোর!
যে বনে চরাও ধেনু সে বন-লতায়
ফুল হয়ে প্রেম মোর ঝরিবে ও-পায়।
নাচিব ময়ূর হয়ে হে ঘনশ্যাম,
শুকপাখি হয়ে সদা গাহিব ও নাম;
পূজার ফুল হয়ে তব মুখপানে চেয়ে লভিব চরণ ॥

২১৫৩.

হে মহাশক্তি, তোমারে ফিরায়ে মায়ায় শ্মশান হতে
তোমার নিত্য রাধা রূপে আমি প্রেমের ব্রজের পথে গো।
(তুমি) না ফিরিলে শ্রীমতী, পরম শূন্যে
অভিমানে লয় হয়ে যাই।
(তুমি) ফিরে এসে কাঁদ যবে বিরহ যমুনায়,
অসীম শূন্যে খোঁজ গো আমায়
সৃষ্টিতে হয় প্রেমবৃষ্টি তখনই গো যবে তব শ্রীচরণ, বক্ষে জড়াই ॥

২১৫৪.

হে মরণ-লক্ষ্মী! খোলো অবগুণ্ঠন খোলো!
হে তিমির কুন্তলে! তোমার দিগঞ্চলে
শ্রান্ত এ জীবনের ঝরাফুল তোলো ॥
তুমি জান, সব কাজ ত্যজিয়া আমি
তব নাম জপিয়াছি দিবস যামী

কেন এত কাঁদাইলে কেন এত দুখ দিলে
শেষ ক্ষণে দেখা দিয়ে কানে কানে বলো ॥
শৈশব হতে আমি ছুটেছি তোমার পিছু
রহস্যময়ী হে তমসা-কৃষ্ণা!
জীবনে দেখেনি তবু শ্যাম মেঘ লাগিয়া
যেমন জাগিয়া রহে মরু-তৃষ্ণা।
এই মায়া-আলোকের আড়ালে কি গো
নিজেরে লুকায়ে রাখ তুমি মায়া-মৃগ?
জীবন-প্রদীপ তাই নিভাইয়া সেথা যাই
যে নিশীথ-সমাধিতে তুমি একা দোলো ॥

২১৫৫.

হে মায়াবী বলে যাও।
কেন দখিন হাওয়ার মত ফুল ফুটিয়ে চলে যাও ॥
কেন ফাগুন এনে আনো বৈশাখী ঝড়,
কেন মন নিয়ে মনে রাখ না মনোহর;
কেন মালা গেঁথে বুকে তুলে পায়ে দলে যাও ॥
কেন সাগরের তৃষ্ণা এনে দাও নাকো জল,
তুমি প্রেমময় নাকি মায়া-মরীচিকা ছল?
কেন হৃদয়-আকাশে এনে গোধূলি-লগন
অসীম শূন্যে গলে যাও ॥

২১৫৬. রাগ : ভীমপলশ্রী, তাল : কাহারবা

হে মোর স্বামী, অন্তর্যামী, লহ সকলি আমার।
লহ প্রীতি-প্রেম- পূজা লহ পায়ে গলার হার ॥
হে প্রিয়তম, সকলি লহ;
মান-অভিমান ব্যথা-বিরহ।
দুঃখের দাহ, সুখের মোহ লহ হে অশ্রু-ধার ॥
যাহা কিছু আপন, দিতে যা বাকি
যাহা কিছু গোপন, লুকায়ে রাখি
যাহা কিছু প্রিয় অঞ্চলে ঢাকি; লহ হে বঁধু এবার ॥
তোমায় চাওয়ার পাওয়ার আশা,
তোমায় না-পাওয়ার ব্যথা-নিরাশা,
তোমারে দিলাম মোর ভালোবাসা বিফলতা হাহাকার ॥

২১৫৭.

কৃষ্ণ : হের আহিরিণী মানস-গঙ্গা দুকূল পাথার।
রাধা : হরি ভয়ে মরি একা নারী কিসে হব পার ॥
কৃষ্ণ : পারের কাণ্ডারি আমি প্যারী এসো আমার নায়।
রাধা : ওগো একেলা গোপের কুলবধূ আমি, তুমিও তরুণ মাঝি তায় ॥
কৃষ্ণ : যৌবন ভার ভারি পসার রাধে! তবু নাহি ভয়।
রাধা : ওইটুকু তরী, ভয়ে মরি হরি, ভার যদি নাহি সয়।
উভয়ে : হের মানস-গঙ্গায় উঠিয়াছে ঢেউ ঝড় বহে অনিবার ॥

রাধা নাই পারের কড়ি পারে যাব কি করি,
কৃষ্ণ দিয়ে মন বাঁধা পারে চল কিশোরী।
উভয়ে মোরা ভেসেছি অকূলে প্রেমের গোকুলে কুলের ভয় কি আর।

২১৫৮.

হেলে দুলে চলে বন-মালা গলে গোঠ-বিহারী বনে বনমালী সাজে।
বঙ্কিম শিখী পাখা শোভিত অলক চন্দন তিলক ললাটে রাজে॥
পথের ধূলি হরি চরণ পরশে
হল সুরভিত হরি-চন্দন হরষে,
নিখিল-ভক্ত-প্রাণ চরণে নূপুর হয়ে রুমু ঝুমু বাজে॥
তৃণ নাহি পরশে উচাটন ধেনু সব
বংশী-বট-তলে শোনে শ্যাম বেণুরব,
অপরূপ অভিনব প্রেম অনুভব, জাগে ব্রজ-গোপীকার প্রাণের মাঝে॥

২১৫৯.

হেলে দুলে বাঁকা কানাইয়া গোকুলে চলে।
বংশী বাজায়ে সে গোকুলে চলে॥
গোপনারী ভুলি' স্বজন যৌবন মন পায়ে তা'র লুটায়,
দলে দলে গোপ-রাখাল ব্রজ-দুলাল নাচে তমাল-ছায়।
পুষ্প-মালঞ্চে বনান্তে আনন্দে গোপাল চলে॥

২১৬০.

হোরির মাতন লাগল আজি লাগল রে!
বন উপবন নিখিল ভুবন আবির রঙে রাঙল রে॥
বনের-আনন্দ ফোটে রাঙা হয়ে
রাঙা কুসুমে রাঙা কিশলয়ে
মনের খুশি রাঙা রূপ লয়ে, কুমকুম [illegible]গে জাগল রে॥
জাগিয়া ওঠে তৃষ্ণা ঘুমন্ত
অনন্ত আশা সাধ অনন্ত
আসিয়া পাগল বনের বসন্ত মনের আগল ভাঙল রে॥
মনে পড়ে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ লীলা
প্রেমের রঙে হল গোকুল রঙীলা
সেই প্রেম ফাগে আজো হৃদি রাঙে মন ব্রজ তাহারি শ্রীপদরজ মাগ্‌ল রে।

২১৬১.

হোরির রঙ লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে॥
ফাগের লালী আনিল কে,
কাজল-কালো চোখে
কামনা-আবির ঝরে রাঙা নয়নে॥
অশোক রঙন ফুলের আভা জাগে ডালিম-ফুলী গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি রসিয়ার নাচের তালে।
তাম্বুলীরাঙা ঠোঁটে ফাগুনের ভাষা ফোটে,
(তার) প্রাণের খুশির রং লেগেছে রাঙা বসনে॥

২১৬২.

আজ প্রভাতে বাহির পথে কে ডাকে কোন্ (সই) ইশারায়।
সিঁথিতে তার সিঁদুর মাখা কে পরালে নিরালায়॥
ঘুম ভরা তার নয়ন দুটি
ফুলেরি মত উঠল ফুটি,
সুখের আভায় ঢেউ খেলে যায় আজকে ধরার আঙিনায়॥
হাততালি দেয় গ্রামের বঁধু পল্লীপথের ধারে;
জলের পথে যাবার বেলায় কূলের বধূ আড়ে।
লুট করে আজ তারার আলো
গহীন রাতে আঁধার কালো
কে এলে আজ বঁধুর বেশে আমার ঘরের কিনারায়॥

২১৬৩. রাগ : বারোয়া মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

আমার বিজন ঘরে হেসে এলো পথিক মুসাফির-বেশে।
শরমে মরিয়া তারে শুধাই, তরুণ পথিক, কি তব চাই?'
সে কহে, — 'যা দাও লইব তাই॥'
দিনু তারে খোঁপার ফুল,
সে কহে, — 'এ নহে, করেছ ভুল।'
কহিনু, — 'ভিখারি কি তবে চাও?'
সে কহে, — 'গলার মালাটি দাও॥'
বসিতে তারে দিনু আসন,
দাঁড়ায়ে রহে সে করুণ-নয়ন।
কহিনু, — 'কি চাহ, ওগো শ্যামল?'
সে কহে, — তোমার আধেক আঁচল॥
কহিনু, — কেন এ আঁখি-পানে
চাহিয়া রয়েছ এক ধ্যানে?
আমার চোখে কি চাও বঁধু?
সে কহে, — অনুরাগের মধু॥
কহিনু, — 'হে প্রিয়, নাহি যে ঠাঁই,
ভাঙা কুটির, চাঁদে কোথা বসাই?'
কহিল না কথা অভিমানী —
কি হ'ল শেষে সই নাহি জানি।
হেরিনু প্রভাতে পাশে মম
ঘুমায়ে আমার প্রিয়তম॥

২১৬৪. রাগ : আশাবরী, তাল : লাউনী

আমি যেদিন রইব না গো লইব চির-বিদায়।
চিরতরে স্মৃতি আমার জানি মুছে যাবে হায়॥
এই ধরণীর খেলা-ঘরে, মনে রাখে কে কারে
দুলে সাগর চাঁদ-সোহাগে, মরু মরে পিপাসায়॥
রবি যবে ওঠে নভে, চাঁদে কে মনে রাখে
এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, মানুষের মন নদীর প্রায়।

মোর সমাধির বুকে প্রিয়, উঠবে তোমার বাসর ঘর,
হায়, অসহায় ভিখারি মন, কাঁদে তবু সেই ব্যথায়॥

২১৬৫.

আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন দিল ওহি মেরা ফঁ্যস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরীন ফিতায় আন্ধা ইশ্‌ক্ মেরা কস্ গয়ি॥
তোমার কেশের গন্ধে কখন,
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহুঁশ হো কর্ গির্ পড়ি হাথ মে বাজু বন্দ মে বস্ গয়ি॥
কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া,
আঁখ্‌, ফিরা দিয়া চোরী কর্ নিদিয়া,
দেহের দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া আউর নেহিঁ উয়ো ওয়াপস্ গয়ি॥

২১৬৬. রাগ : ভৈরবী, তাল : লাউনী

এ কুঞ্জে	পথ ভুলি কোন	বুলবুলি আজ	গাইতে এলে গান।
বসন্ত	গত মোর আজ	পুষ্প-বিহীন	লতিকা-বিতান॥
এলে কি	দলিতে আজ	ধূলি ঢাকা	ফুল-সমাধি মোর,
নাহি আর	চৈতি হাওয়া,	বহে আজি	বৈশাখী তুফান॥
সাজায়ে	ফুলের বাসর	ছিনু তব	পথটি[১] চেয়ে।
সে বাসর	বাসি হল	কেঁদে নিশি	হল অবসান॥
বাজে মোর	তোরণ দ্বারে	খেলা শেষের	বিদায়-বাঁশরি।
ফিরে যাও	শেষ-অতিথি	দাও যেতে দাও	লয়ে অভিমান॥

১ পথ

২১৬৭.

এলে কি স্বপন-মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে।
নিদাঘের দগ্ধ জ্বালা করলে শীতল পূব-হাওয়াতে॥
ছিল যে পাষাণ-চাপা আমার গানের উৎস-মুখে।
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণ-আঘাতে॥
এলে কি বর্ষারানী নিরশ্রু মোর নয়ন-লোকে।
বহালে আবার সুরের সুরধুনী বেদনাতে॥
এসেছ ঘূর্ণি হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের।
এসেছ সঙ্গে নিয়ে বজ্রভরা ঝঞ্ঝা-রাতে॥
তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ফুল ফুটাল শুষ্ক শাখে।
আকাশের তপ্ত নয়ন জুড়িয়ে গেল ঐ চাওয়াতে॥
তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী মনের গহন মেঘলা রাতে॥
এলে কি তারার দেশের হারিয়ে যাওয়া সুরের পরী
শ্রান্ত বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখির ঘুম ভাঙাতে॥
এলে আজ বাদলা শেষে ইন্দ্রধনুর রঙীন মায়া।
ছোটে সুর উজান স্রোতে, চোখ জুড়াল রূপ-শোভাতে॥

২১৬৮. রাগ : পিলু, তাল : দাদ্‌রা

এসো বসন্তের রাজা হে আমার
এসো এ যৌবন-বাসর-সভাতে॥
ফুলের দরবারে পাখির জলসাতে
বুকের অঞ্চল-সিংহাসনে মম
বসো আমার চাঁদ চাঁদনী রাতে॥
রূপের দীপালি মোর জ্বলবে তোমায় ঘিরে বঁধু,
পিয়াব তোমায় পিয়া কানে-কানে কথার মধু।
বন-কুসুমের মালা দিব বাহুর মালার সাথে
চরণে হব দাসী বন্ধু দুখ রাতে॥

২১৬৯. রাগ : পিলু-ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

ঐ ঘর ভোলানো সুরে কে গান গেয়ে যায় দূরে।
তার সুরের সাথে সাথে মোর মন যেতে চায় উড়ে॥
তা'র সহজ গলার তানে[১]
সে ফুল ফোটাতে জানে,
তা'র সুরে ভাটির-টানে নব জোয়ার আসে ঘুরে॥
তা'র সুরের অনুরাগে
বুকে প্রণয়-বেদন জাগে;
বনে ফুলের আগুন লাগে, ফুল সুধায় ওঠে পুরে॥
বুঝি সুর-সোহাগে ওরি,
পায় যৌবন কিশোরী,
হিয়া বুঁদ হয়ে গো নেশায় তার পায়ে পায়ে ঘুরে॥

১ গানে

২১৭০. রাগ : সিন্ধু, তাল : কাওয়ালি

কোন শরতে পূর্ণিমা-চাঁদ আসিলে এ ধরাতল।
কে মথিল তব তরে কোন্ সে ব্যথার সিন্ধু-জল॥
দুয়ার-ভাঙা জাগল জোয়ার বেদনার ঐ দরিয়ায়।
আজ ভারতী অশ্রুমতী মধ্যে দুলে টলমল॥
কখন তোমার বাজল বেণু প্রাণের বংশী-বট-ছায়।
মরা গাঙের ভাঙা ঘাটে ঘট ভরে গোপিনীদল॥
বিদ্যুতের বাঁকা হাসি হাসিয়া কালো মেঘে,
আসিলে কে অভিমানী বহায়ে মরুতে ঢল॥
লয়ে হাতে জিয়ন-কাঠি আসিলে কে রূপ-কুমার
উঠল জেগে রূপ-কুমারী আঁধারে ঐ ঝলমল॥
আকাশে চকোরী কাঁদে, তড়াগে চাহে কুমুদ
ঝরুক আঁখির শেফালিকা ছুঁয়ে তব পদতল॥

২১৭১. রাগ : সিন্ধু-কাফি[১] তাল : কাহার্‌বা

কেঁদে যায় দখিন-হাওয়া ফিরে ফুল-বনের গলি।
'ফিরে যাও চপল পথিক', দু'লে কয় কুসুম-কলি।
দু'লে দু'লে কয় কুসুম-কলি॥

ফেলিছে সমীর দীরঘ শ্বাস —
আসিবে না আর এ মধুমাস,
কহে ফুল, 'জনম জনম এমনি গিয়াছ ছলি'।
জনম জনম গিয়াছ ছলি'॥
কাঁদে বায়, 'নিদাঘ আসে
আমি যাই সুদূর বাসে,'
ফুটে ফুল হাসিয়া ভাসে, 'প্রিয়তম যেয়োনা চলি'।
ওগো প্রিয়তম যেয়ো না চলি'॥

সিন্ধু - ভৈরবী

২১৭২. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : লাউনী

গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি রঙিন প্রেমের গাই গজল।
অনুরাগের লাল শারাব মোর আঁখি[১] ঝলে ঝলমল (হায়)॥
আমার গানের মদির ছোঁয়ায়
গোলাপ কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়,
সে গান শুনে প্রেমে-দীওয়ানা কবির আঁখি ছলছল (হায়)॥
লাল শিরাজির গেলাস হাতে তন্বী সাকি পড়ে ঢুলে,
আমার গানের মিঠা পানির লহর বহে নহর-কূলে।
ফুটে ওঠে আনারকলি নাচে ভ্রমর রঙ-পাগল (হায়)॥
*সে-সুর শুনে দিশেহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা,
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা বনের চোখে[২] শিশির জল॥

*এই অংশ গাওয়া হয়নি

১ চোখে ২ বনের পাতায়

২১৭৩.

গোলাপ ফুলের কাঁটা আছে সে গোলাব শাখায়,
এনেছি ছিঁড়ে তায় রাতুল পরাতে তোমায় খোঁপায়।
কি হয়ে জানিয়া গোলাব কাঁদিল কি না:
হৃদয় ছিঁড়েছি যাহার, বুঝিবে না গো সে বিনা।
ভুল ভাঙায়ো না আর সাকি, ঢালো শারাব-পিয়ালা।
মতলব কহিব পিছে, নেশা ধরুক চোখে বালা॥
জানি আমি জানে বুলবুল কেন দলিয়া চলি ফুল,
ভালোবাসি যারে যতই, তারে ততই হানি জ্বালা॥
তিক্ত নহে এ শারাব বিফল মোর জীবনের চেয়ে,
শোনায়ো না নীতি-কথা, শোনাও খুশির গজল গেয়ে:
টুটিয়া আসিবে নেশা, ঢালো শারাব-পিয়ালা॥

২১৭৪.

গোলাপ গুলের পিয়ালাতে
সুরভি শরাব ঝরে চাঁদিনীরাতে॥
চামেলি ফুলের আতর মাখি
বিলাসী বুলবুল কহিছে ডাকি।

প্রেমাবেশে কার আজ ঢুলুঢুলু আঁখি
কণ্টক ফোটে কার ফুল বিছানাতে ॥

২১৭৫.

গোলাপ নেবো না, নেবো না হেনা লালা।
যে মালিকা দোলে
তোমার আঁখির কোলে,
দাও, সেই আঁখি-জল মালা ॥
চাহি না চৈতী চাঁদিনী রাতি,
শূন্য ভবনে যদি নাহি জ্বলে প্রেমের বাতি;
রূপহীন উপহার ডালা ॥

২১৭৬. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : কাহার্‌বা

ছলছল নয়নে মোর পানে চেয়ো না
যাবে যাও, নয়নে[১] জল নিয়ে যেয়ো না ॥
থাকে ব্যথা থাক বুকে, যাও[২] তুমি হাসি মুখে
আমার চাঁদিনী রাত[৩] ঘন মেঘে ছেয়ো না ॥
রঙিন পিয়ালাতে মম অশ্রু-জল ঢালি'
পানসে[৪] ক'রো না নেশা, জীবন ভরা ব্যথা খালি।
ভুলিতে চাহি যে ব্যথা, মনে এনো না সে কথা,
করুণ সুরে আর বিদায়-গীতি গেয়ো না ॥

১ ও আঁখিতে ২ যেয়ো ৩ বাতি ৪ বিষাদ

২১৭৭. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা

ছাড় ছাড় আঁচল, যেতে দাও।
বনমালী, এমনি ক'রে মন ভোলাও ॥
একা পথে দুপুর বেলা, নিরদয়, একি খেলা।
তুমি এমনি করে মায়া-জাল বিছাও ॥
পথে দিয়ে বাধা, একি প্রেম সাধা,
আমি নহি তো রাধা, বঁধু, ফিরে যাও ॥
হে নিখিল নর-নারী, তোমার প্রেম-ভিখারি
লীলা বুঝিতে নারি তব শ্যাম রাও ॥

২১৭৮. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

জাগো জাগো, রে মুসাফির হ'য়ে আসে নিশিভোর।
ডাকে সুদূর পথের বাঁশি ছাড় মুসাফির-খানা তোর ॥
অস্ত-আকাশ-অলিন্দে ঐ পাণ্ডুর কপোল রাখি'
কাঁদে মলিন ভোরের শশী, বিদায় দাও বন্ধু চকোর ॥
মরুচারী খুঁজিস সলিল অগ্নিগিরির কাছে, হায়!
খুঁজিস্ অমর ভালোবাসা এই ধরণীর এই ধূলায়।
দারুণ রোদের দাহে খুঁজিস কুঞ্জ-ছায়া স্বপ্ন-ঘোর ॥

২১৭৯. রাগ : মাঢ়, তাল : কাহার্‌বা

ঝলমল জরীণ বেণী দুলায়ে প্রিয়া কি এলে
সজল শাওন-মেঘে কাজল নয়ন মেলে ॥

কেয়া ফুলের পরিমল, ঝুরে মরে তব পথে,
হেরি দীঘল তব তনু তাল পিয়াল তরু পড়ে হেলে'॥
পরিবে বলিয়া খোঁপায় ঝরিছে বকুল চাঁপা
তোমায় খুঁজিছে আকাশ তারার প্রদীপ জ্বেলে॥
তোমারি লাবনি প্রিয়া ঝরিছে শ্যামল মেঘে,
ফুটালে ফুল মরুভূমে চঞ্চল চরণ ফেলে॥

২১৮০. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

থাক সুন্দর ভুল আমার ছলনা-মধুর তব মন।
ভুল ক'রে প্রিয় 'ভালোবাসি' বলে দিও গো ভুলের হরষণ॥
মরীচিকা থাক, না থাকুক জল,
ভোলাবে তৃষ্ণা সেই মায়া-ছল,
তাহারি আশায় আজো বাঁচি হায়, মরুভূমে ধাই অনুক্ষণ॥
রাঙা রামধনু বৃষ্টির শেষে
জানি জানি প্রিয়, সত্য নহে সে,
নিমেষে উঠিয়া নিমেষে সে মিশে তবু রেঙে ওঠে এ গগন॥
প্রভাত ভাবিয়া কাক-জোছনায়
জাগিয়া যেমন পাখি গান গায়,
তেমনি পরাণ গেয়ে যাক গান হোক সে অকাল জাগরণ॥

২১৮১.

দূর বনান্তের পথ ভুলি কোন্ বুলবুলি বুকে মোর আসিলি হেথায়।
হায় আনন্দের দূত যে তুই, তবু তোর চোখে কেন জল কি ব্যথায়।
কোথা দিই ঠাঁই তোরে ওরে ভীরু পাখি, বেদনাময় আমারও প্রাণ,
এ মরুতে নাই তরু, নাই তোর তৃষার তরে জল যে হেথায়॥
নিকুঞ্জে কার গাইতে গেলি গান, বিঁধিল বুক কণ্টকে;
হায় পুড়িয়া বৈশাখে এলি ভিজিতে অশ্রুর বরষায়॥

২১৮২. নাটক : 'আলেয়া'

ধর ধর ভর ভর এ রঙিন পেয়ালী।
আঁধার এ নিশীথে জ্বালো জ্বালো দেয়ালী॥
চাঁদনী যবে মলিন প্রখর আলোকে
প্রদীপ নব জ্বালো গো চোখে,
নতুন নেশা ল'য়ে জাগো জাগো খেয়ালী॥
ভোল ভোল রাতের স্বপন,
প্রভাত আনো নব জীবন!
শতদলে আঁখি-জলে করো গোপন,
হায় বেদনা ভরে কার তরে বৃথাই খেয়ালি॥

২১৮৩. রাগ : বারোয়াঁ-মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয়, পরাণ-প্রিয়!
চাহিতে যেমন আগের দিনে তেমনি মদির চোখে চাহিও॥

যদি গো সেদিন চোখে আসে জল,
লুকাতে সে জল করিও না ছল,
যে-প্রিয় নামে ডাকিতে মোরে সে-নাম ধরে বারেক ডাকিও ॥
তোমার বঁধু পাশে (হায়) যদি রয়[১],
মোরও প্রিয় সে, করিও না ভয়,
কহিব তা'রে, 'আমার প্রিয়ারে আমারো অধিক ভালোবাসিও ॥'
বিরহ-বিধুর মোরে হেরিয়া,
ব্যথা যদি পাও যাব সরিয়া,
রব না হ'য়ে পথের কাঁটা, মাগিব এ বর মোরে ভুলিও ॥

১ তোমার প্রিয় যদি পাশে রয়

২১৮৪. রাগ : পিলু-খাম্বাজ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

পান্‌সে জোছ্‌নাতে কে চল গো পানসি বেয়ে'।
ঢেউ-এর তালে তালে বাঁশিতে গজল গেয়ে' ॥
মেঘের ফাঁকে ফোটে বাঁকা শশীর চিকন হাসি,
উজান বেয়ে চল তুমি কি তার চোখে চেয়ে ॥
ও-পারে লুকায়ে আঁধার গভীর ঘন বন-ছায়,
আকাশে হেলান দিয়ে আলসে পাহাড় ঘুমায়।
ঘুমায়ে দূরে সে কোন গ্রাম বাসরে পল্লী-বধূর প্রায়
ছাড়ি' এ সুখ-বাস চলেছ কোথায় গো নেয়ে ॥
নদীর দু'তীরে টানে বেতস-লতা উত্তরীয়,
চমকি' উঠি' চখী ডাকে মুহু মুহু 'কিও!'
চকোরী চাঁদে ভুলি' চাহে তব মুখপানে,
কেঁদে পাপিয়া শুধায়, 'পিউ কাঁহা, কাঁহা পিও।'
তুমি যাও আপন-বিভোল স্বপনে নয়ন ছেয়ে' ॥

২১৮৫. রাগ : পিলু, তাল : দাদ্‌রা

পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে।
'পিউ পিউ পিউ কাঁহা' পাপিয়া পিয়া বোলে ॥
সে পিয়া পিয়া সুরে বাদল ঝুরে, নদী-তরঙ্গ দোলে।
কূলে কূলে কুলু কুলু নদী-তরঙ্গ দোলে।
ফুটিল দল মেলি' কেতকী, বেলি, শিখী পেখম খোলে।
দু'লে দু'লে দু'লে নেচে' শিখী পেখম খোলে ॥
পিয়ায় যা'রা নাহি পেল হেথায়, তাহারা কি
এসেছে ধরায় পুন হইয়া পাপিয়া পাখি?
দেখিয়া ঘরে ঘরে তরুণীর কালো আঁখি
'পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা' আজিও উঠিছে ডাকি'!
পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে ॥

২১৮৬.

প্রাণ চায় চোখে চাহিতে পার না, ক্যায়সি য়ো শরম তোমহারা।
পরিয়া বসন ফেল গো খুলিয়া, জেয়সি উয়ো, আ কর পুকারা ॥

পাতিয়া যতনে ফুলের শয্যা,
ডাকিতে পার না একি এ লজ্জা;
আঁখ ফেরা লেতা হ্যয় যব উয়ো তব তু করতি হ্যাম ইশারা ॥
সাধে সে যবে চরণে ধরে,
কও না কথা শরমে মরে;
রোতে হো, চলে জানে কে বাদ, হায় তুঝে শরম সে মারা ॥

২১৮৭. রাগ : হাম্বীর মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

বনে মোর ফুল-ঝরার বেলা, জাগিল একি চঞ্চলতা। (অবেলায়)
এলো ঐ শুকনো ডালে ডালে কোন অতিথির ফুল-বারতা ॥ (এলো ঐ)
বিদায়-নেওয়া কুহু সহসা এলো ফিরে,
জোয়ার ওঠে দুলে, মরা নদীর তীরে,
শীতের বনে বহে দখিনা হাওয়া ধীরে
জাগায়ে বিধুর মধুর ব্যথা ॥ (পরাণে)
রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দে, চেয়ে দেখি
হেনার মঞ্জরি আবার ফুটেছে কী?
হারানো মানসী ফিরেছে লয়ে কি
গত বসন্তের বিহ্বলতা ॥ (পরাণে)

২১৮৮. রাগ : খাম্বাজ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

বাজায়ে কাঁচের চুড়ি পরাণে দোল দিয়ে কে যায়
কাঁকনে চুড়িতে বাজে সুর মধুর আওয়াজ
নাচনের লাগিল ছোঁয়াচ্‌ এ-তনুর কাঁচ-মহলায় ॥
আঁচলে বাঁধা তার কোন্‌ বীণ্‌'
রিনিঝিন্‌ বাজে চাবির রিং,
কারে রাখি কারে শুনি চলে যায় সে যে চপল পায় ॥
চরণ-কমল ধরি' নূপুর মিনতি করে
ভ্রমর সম গুঞ্জরি' চরণ ঘেরি' গুঞ্জরে।
কারে দেখি কারে শুনি —
চলনের দোলন-গতি, না তাহার নূপুর-ধ্বনি
হিয়া মোর পথে তার লুটায় চরণ-পরশ আশায় ॥

২১৮৯. রাগ : সিন্ধু, তাল : দাদ্‌রা

বাসন্তী রং শাড়ি প'রো খয়ের রঙের টিপ্‌।
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন জ্বাল্‌বে যখন দীপ্‌ ॥
দুলিয়ে দিও দোলন্‌ খোঁপায়
আমের মুকুল বকুল চাঁপায়,
মেখ্‌লা ক'রো কটি-তটে শিউরে-ওঠা নীপ্‌ ॥
কর্ণ-মূলে দুল দুলিও দুলাল চাঁপার কুঁড়ি,
বন্‌-অতসীর কাঁকন প'রো, কনক-গাঁদার চুড়ি।
আধখানা চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক আকাশ 'পরে,
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ ধরার মণি-দীপ্‌ ॥

২১৯০.

বিঁধে গেল তীর তেরছ তার চাহনি।
বিঁধিল মরম-মূলে চাহিল যেমনি॥
হৃদয় বনের নিষাদ সে নিঠুর
তনু তার ফুলবন আঁখি তাহে ফণি।
এলো যখন স্বপন-পরী উড়ায়ে আঁচল সোনালি,
মোর খেয়ান-লোক হতে যেন এলো রূপ ধরে রূপওয়ালী।
দেহে তার চাঁদিনী-চন্দন মাখা, হায় চাহিল সে যেই
তার চোখের ঐ তীর খেয়ে কেঁদে কহিল হৃদি;
ওগো হেনে গেল তীর॥

২১৯১.

ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি ওড়না দিয়ে গুলবদন্
পিয়েই না হয় নিলে ও রূপ আঁখির ক্ষুধা আর্ত মন॥
'হারুত' সম সই হামেশা আশেক হওয়ার হয়রানি।
হায়, যদি না দেখত কভু ও রূপ আমার দুই নয়ন॥
'হারুত' কি হায় বন্দী হত চিবুক টোলের রস-কূঁয়ায়
'মারুত' যদি না কইত গো সেই রূপসীর রূপ কেমন॥
আমার মতন ও রূপ দেখে ভুল বকে কি বুলবুলি?
তোমার মুখের খোশ্‌বু লেগে ফুলের বাসে মাত্‌ল বন॥
তোমায় ভালবেসে সখি দুঃখ ব্যথার অন্ত নাই।
ঘোমটা খোলো, হাফিজ তোমার রূপ দেখে নিক মনোমোহন।

২১৯২.

যৌবনের বনে মোর কোয়েলা মত্‌ মচাও শোর।
বিরহ দাহনে জ্বলে মরি, তু ভি যোর্‌ সতানা ছোড়॥
একা বিরহিনী ফাগুন তায়
ফুলেল বায়ে আগুন ছিটায়;
ডরতা হুঁ জ্বালে না যায়ে জ্বালে হয়ে য়ো দিল্‌ তো ঔর্‌॥
তোর গানে কোয়েলিয়া
প্রাণ কাঁদে কোথায় পিয়া,
খ্যবর কর্‌ কে চলা গিয়া ফের না আয়া প্রীত-চোর্‌॥

২১৯৩. রাগ : সিন্ধু মিশ্র, তাল : কাহারবা

শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ-রাতের বুকে ঐ
এমন রাতে একলা জাগি সাথে জাগার সাথী কই।
বকুল বনে একলা পাখি,
আকুল হ'ল ডাকি' ডাকি'[১],
আমার প্রাণ থাকি' থাকি' তেমনি কেঁদে' ওঠে সই॥
কবরীতে করবী ফুল পরিয়া প্রেমের গরবিনী
ঘুমায় বঁধু-বাহু পাশে, ঝিমায় দ্বারে নিশীথিনী।
ডাকে আমায় দূরের বাঁশি কেমনে আজ[২] ঘরে রই॥

১. ডেকে, ২. আর

২১৯৪.

সাকি! বুলবুলি কেন কাঁদে গুল্‌-বাগিচায়।
ওকি মধু যাচে, কেন আসে না কাছে
অকরুণ পিয়াসে কেন মুখ-পানে চায়॥
ওর করুণ বিলাপ শুনি লতার গোলাপ আমি ঝুরিয়া মরি।
আমি কাঁটা-লতায় বাঁধা কুলবধূ, হায় যাই কেমন করি'!
ও যে-শিরাজি মাগে, দিতে ভয় লাগে,
তাহা সঞ্চিত থাক অন্তর-পেয়ালায়॥
কত চামেলি হেনা ওর আছে চেনা,
আমি কণ্টক-বিজড়িত গোলাপ-কলি,
মোর ডাক-নাম ধরে কেন ডাকে ঘুম-ঘোরে
ভিখারির বেশে চাহে প্রেমাঞ্জলি।
ও কি বুঝিতে পারে না মোর মৌন ভাষা,
রক্তিম হৃদয়ের ভালোবাসা,
ঝরার আগে সাকি ওরে আমি পাব নাকি
শুধু ক্ষণিকের তরে তৃষিত হিয়ায়॥

২১৯৫. রাগ : বাগেশ্রী, তাল : লাউনি

হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে কুড়াই ঝরা ফুল একেলা আমি।
তুমি কেন হায় আসিলে হেথায় সুখের স্বরগ হইতে নামি॥
চারিপাশে মোর উড়িছে কেবল
শুকনো পাতা মলিন ফুল-দল,
বৃথাই সেথা হায় তব আঁখিজল ছিটাও অবিরল দিবস-যামী॥
এলে অবেলায় পথিক বেভুল
বিঁধিছে কাঁটা নাহি যবে ফুল,
কি দিয়ে বরণ করি ও চরণ নিভিছে জীবন, জীবন স্বামী॥

২১৯৬. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

বয়ে যাই উতরোল অসীম সুদূরে।
অজানার লাগি' চলি অচিন সে পুরে॥
না জানি পথের কথা
উদাসী পথিক যথা
হয়েছে উদাস মন বাঁশির ঐ সুরে॥
কবে মোর হবে জয় — মম অভিসার
সফল হইবে সে মুখ, হেরি বঁধুয়ার
জানি না সে কোন্‌ দেশে
সে কোন্‌ পথের শেষে
মোর প্রিয় সনে হবে দেখা, আঁখি তাই ঝুরে॥

২১৯৭.

অসীম আকাশ হাত্‌ড়ে ফিরে খুঁজিস রে তুই কা'কে?
(তোর) দূরের ঠাকুর তোরই ঘরে কাছে কাছে থাকে॥
মা হয়ে সে কোলে করে
পিতা হয়ে বক্ষে ধরে
সে প্রিয় হয়ে বন্ধু হয়ে বিলায় আপনাকে॥

ওরে মন-কানা! তুই দেশে দেশে কোন্ তীর্থে যাবি?
তোর খুল্‌লে মনের চোখ
কত দেখ্‌বি নতুন লোক
তোরই আশে পাশে সে যে হাসে দেখ্‌তে পাবি।
তুই যাকে কেবল ভাবিস মায়া
দেখ্‌বি তাতেই তাঁহার ছায়া,
শক্র-মিত্র কত-রূপে ছদ্মবেশে চুপে চুপে সে নাম ভাঁড়িয়ে ডাকে
তোরে নাম ভাঁড়িয়ে ডাকে॥

২১৯৮.

আকাশ গঙ্গা হতে, কার গানের তরী যায় ভেসে ভেসে।
হ'ল ঘরে থাকা দায়, ওর সাথে যেতে চায় মন নিরুদ্দেশে (গো)॥
ওর সুরের মালা নিতে নাই কি গো কেউ,
ও গানে মোর বুকে কেন ওঠে ঢেউ।
ওর চাঁদ-মুখের গানে চাঁদিনী রাতি আনে গগন মগন হয় স্বপ্নাবেশে॥
ও গানের ছন্দে কারে কি কথা কয়,
ও কাহার কাছে এত মিনতি জানায়
সুরের আড়াল টেনে মনের ব্যথা, কেন লুকাইতে চায় (গো)।
কাঁটা-লতার মত ওর কথাগুলি হায়, যেন জড়াইতে চায় মোর আকুল কেশে॥

২১৯৯. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

আঁধার ঘরের আলো ও কালো শশী আঁধার ঘরের আলো।
কে বলে তোরে কালো — ওই রূপে মন-ভুলালো॥
তোরই রূপের মোহে, আমি মরি বিরহে,
যত পরাণ দহে, তত বাসি যে ভালো॥

২২০০. তাল : লোফা

আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায় বারে বারে।
তাঁর নূপুর-ধ্বনি রিনি ঝিনি বাজে বন-পারে॥
নিঝুম রাতে ঘুমাই যবে
সে ডাকে আমায় বেণুর রবে,
স্বপন কুমার আসে স্বপন-অভিসারে॥
আমি জল নিতে যাই নদী তটে এক্‌লা নাম ধ'রে সে ডাকে
ধরতে গেলে পালিয়ে সে যায় বন-পথের বাঁকে।
বিশ্ব-বধূর মনোচোরা
ধরতে সে চায়, দেয় না ধরা,
আমি তা'রি স্বয়ম্বরা, আমি সঁপেছি প্রাণ তারে॥

২২০১. তাল : কাহার্‌বা

আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠেলে'
আমি খুঁজে বেড়াই তারেই রে ভাই যে গিয়েছে আমায় ফেলে'॥
আমার, তোদের মতই ঘর ছিল ভাই এমনি গাঙের কূলে,
সেই ঘরেতে রূপের জোয়ার উঠতো দু'লে দু'লে।
সেই সোনার পরী উড়ে গেছে সোনার পাখা মেলে'॥

পায়ে চ'লে খুঁজি তা'রে গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজি,
নাইতে চলে বৌ-ঝি, আমি ভাবি সে-ই বুঝি।
চাঁদের দেশের মেয়ে সে ভাই, গেছে বাপের বাড়ি,
মাটিতে মোর পা বাঁধা ভাই, উড়ে যেতে নারি।
হারালে সব যায় পাওয়া ভাই শুধু মানুষ নাহি মেলে॥

২২০২.

আমার মন যা'রে চায় সে বা কোথায় গো সখি,
পাই না গো তা'রে।
আমার মনের দুঃখ সে বিনে কেউ জানে না রে॥
কৃষ্ণ প্রেম-বিরহানলে ঘষিয়া ঘষিয়া জ্বলে গো
অনল জ্বলে গেল দ্বিগুণ, জ্বলে নিভে না রে।
না পেলাম সেই বন্ধুর দেখা বসে কান্দি একা একা গো
আমার মন যে কেমন হ'ল রয় না ঘরে॥
আমার যে অন্তরের ব্যথা, মুখে ফুটে না বলি কথা গো —
আমার প্রাণ বিদরে বুক চিরে দুঃখ দেখাই কা'রে॥

২২০৩. তাল : কাহার্‌বা

আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন চল্‌ছি উ'ড়ে প্রাণ সই।
ছুটি উর্ধ্বশ্বাসে ঝড়-বাতাসে পড়্‌ব কোথায় কেমনে কই॥
তোর থেকে লো চ'লে এসে
আমার বুকের পাঁজ্‌রা গেছে খসে
সেই ভাঙা বুকের খাপ্‌রা ভ'রে কুল কাঠেরি আগুন বই॥
কাঁদিয়ে তোরে ও প্রেয়সী,
তোরও চেয়ে কাঁদ্‌ছি বেশি,
আমার পাকা ধানের ক্ষেতে আমি আপন হাত দিলাম মই॥
তোর কাঁদনের গাঙের তীরে,
আমি নৌকা বেয়ে আস্‌ব ফিরে,
তুই ভেজে রাখিস্‌ দুখের তাতে মন-আখাতে প্রেমের খই॥

২২০৪.

আমি বাউল হ'লাম ধূলির পথে ল'য়ে তোমার নাম।
আমার একতারাতে বাজে শুধু তোমারই গান, শ্যাম॥
নিভিয়ে এলাম ঘরের বাতি
এখন তুমিই সাঁঝের সাথী,
আমি যেখানে যাই সেই সে এখন আমার ব্রজধাম॥
আমি আনন্দ-লহরি বাজাই নূপুর বেঁধে পায়ে,
শ্রান্ত হ'লে জুড়াই তনু বন-বীথি বটের ছায়ে।[1]
ভাবনা আমার তুমি নিলে
আমায় ভিক্ষা-পাত্র দিলে
কখন তুমি আমার হবে পূরবে মনস্কাম॥

১. শ্রান্ত হলে জুড়াই তনু বংশী বটের ছায়ে।

২২০৫. তাল : লোফা

আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর অন্তরে মন্দির-গেহ॥
সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রণাম করি, বক্ষে ধরি, কভু তা'রে বিলাই স্নেহ॥
ভুলায়নি আমারি কুল, ভুলেছে নিজেও সে কুল,
ভুলে বৃন্দাবন গোকুল মোর সাথে মিলন বিরহ।
সে আমার ভিক্ষা-ঝুলি কাঁধে তুলি', চলে ধূলি-মলিন পথে,
নাচে গায় আমার সাথে একতারাতে, কেউ বোঝে, বোঝে না কেহ॥

২২০৬. তাল : কাহারবা

আমি ময়নামতীর শাড়ি দেব চল আমার বাড়ি
ওগো ভিন্‌গেরামের নারী
তোরে সোনাল ফুলের বাজু দেব চুড়ি বেলোয়ারি॥
তোরে বৈঁচী ফলের পৈঁচী দেব কল্‌মিলতার বালা,
গলায় দেবো টাট্‌কা-তোলা ভাঁট্‌ ফুলেরই মালা।
রক্ত-শালুক দিব পায়ে, পর্‌বে আল্‌তা তা'রি॥
হলুদ-চাঁপার বরণ কন্যা এসো আমার নায়
সরষে ফুলের সোনার রেণু মাখাব ওই গায়!
ঠোঁটে দিব রাঙা পলাশ মহুয়া ফুলের মউ,
বকুল-ডালে ডাক্‌বে পাখি, 'বউ গো কথা কও!'
আমি সব দিব গো, যা পারি আর যা দিতে না পারি॥

২২০৭. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

আমি যাবই যাব বনে।
বুনো বাঘের অন্বেষণে॥
ফিরি যদি, রাতের বেলা
বাঁশি নিয়ে করব খেলা —
কয়লা আমি কাটবো নাকো খাদে,
মাঠে যেতে পরাণ আমার কাঁদে। (রে)
তার চেয়ে ব্যাধ হওয়া ভালো নতুন যৌবনে॥

২২০৮. মিশ্র সুর, তাল : দাদ্‌রা

আলো-আঁধারে ফুটল যে ফুল
তা'রে চিনতে কি তুই করলি রে ভুল, মন, করলি রে ভুল॥
আঁধার কালো, উজল আলো;
আলো-কালোর দ্বন্দ্বেরে তুই হলি বেভুল।
ওই ফুলেরি সৌরভেতে
আকুল হ'য়ে মেতে,
ছুটিস্ নে তুই অলীক মায়ায় হ'য়ে ব্যাকুল, ওরে, হ'য়ে ব্যাকুল॥
সেই ফুলেরি পাপড়ি ঝরে বিছায় তোরি পথে।
পাপড়ি-দলে দ'লেরে তুই মিলন-আশায় আকুল।
ভুল ক'রে তুই আকুল হয়ে হারাবি সব কুল॥

২২০৯.

আয় লো বনের বেদিনী। (আয়-আয়-আয়)
কিংশুকে তটিনীতে জাগায়ে তরঙ্গ কাঁপাইয়া মেদিনী॥
আকাশের ঘোমটা ধরে টান্
তা'র কোলের খোকা চাঁদকে ধরে আন্।
মেঘের ঝাঁপি খুলে নাচাবি আয় লো নাচাবি বিজলি সাপিনী॥
নিশি রাতের আঁচল থেকে কুসুম কেড়ে নে
তৃষ্ণা মেটা তোর নিঙড়ে পাহাড় ঝর্না এনে।
গলার মালা আন্ সাগর ছেঁচে
আয় বনের ঘাগরি প'রে, ঘূর্ণি নেচে।
আঁখির চাওয়ায় মিলাবে আঁখি বিষ হারাবে কাল-নাগিনী॥

২২১০.

উজান বাওয়ার গান গো এবার, গাস্‌নে ভাটিয়ালি
আর গাস্‌নে ভাটিয়ালি।
নূতন আশার চাঁদ উঠেছে কুম্‌ড়ো জালির ফালি
যেন কুম্‌ড়ো জালির ফালি॥
বান এসেছে, বাঁধ ভেঙেচে, নায়ে দোলা লাগে
আড়-বাঁশিতে তান ছেড়ে তুই দাঁড় বেয়ে চল্ আগে
দেখ্ জোয়ার-জলে ডু'বে গেছে চরের চোরাবালি॥
কালো বউ-এর চোখ যেন, দেখ্ মৌরলা মাছ ভাসে
গাঙ্‌চিল আর জল-পায়রা উড়ছে মুখের পাশে,
শোন্ বৌ কথা কও পাখি, মোদের করছে দূতিয়ালি॥
জল নিয়ে বৌ দাঁড়িয়ে আছে, গাছে কচি ডাব
লোক্‌সানেরই হিসাব দেখিস, লাভের কথা ভাব্,
সাজ্ রে তামুক, নামুক দেয়া, দুক্ষু ত ইজমালি॥

২২১১.

এই বিশ্বে আমার সবাই চেনা কেউ অচেনা নাই।
যারে দেখি হয় মনে সেই বন্ধু প্রিয় ভাই॥
কোন্ সে লোকে, নাই তা মনে,
চেনা ছিল সবার সনে
দেখে এদের প্রাণ জুড়িয়ে যায় রে আমার তাই॥
চোখ যারে কয়, 'চিনতে নারি' প্রাণ কেন রে কাঁদে,
(তারেই) জড়িয়ে ধরতে চাই এই বুক, (যে) শত্রু হয়ে বাঁধে।
সব মানুষের প্রাণের কাছে
আমার চেনা লুকিয়ে আছে
(তাই) অচেনা কেউ চেনা হ'লে (এত) আনন্দ পাই॥

২২১২. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

এলো খোঁপায় পরিয়ে দে
পলাশ ফুলের কুঁড়ি লো — পরিয়ে দে বেলোয়ারি চুড়ি।
কালো-শশী বনে আবার বাজালো বাঁশুরী লো — বাজালো বাঁশুরী॥

২২১৩. তাল : কাহারবা

ও দুখের বন্ধু রে, ছেড়ে কোথায় গেলি।
ছেড়ে কোথায় গেলি রে বন্ধু, একলা ঘরে ফেলি॥
আমায় গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
আমি ভুলতে তবু নারি তোরে রে,
আমি লবণ দিতে পান্তা ভাতে হলুদ দিয়ে ফেলি॥
তোর লাঙল তোর কা'স্তে নিয়ে,
আমি খুঁজে বেড়াই মাঠে গিয়ে,
আমার চোখের জলে মাঠ ভেসে যায় তুই তবু কই এলি॥
তেল মেখে কি গায়ে তোরা
পিরিত করিস্ মনোচোরা,
ধরিতে কিনা ধরিতে যাস্ রে পিছলি'॥

২২১৪. নাটক : 'মধুমালা'

ও বন-পথ! ওরে নদী কোথায় রে তোর শেষ?
সেই শেষে কি আছে আমার মধুমালার দেশ রে,
মধুমালার দেশ॥
পাহাড় রে তোর কাল কোলে
সাগর-ঢেউ-এর মালা দোলে
সেই সাগরের তীরে বসে শুকায় কি তার কেশ,
সে শুকায় কি তার কেশ॥
ওরে আকাশ তুই কি নুয়ে,
মধুমালায় আছিস্ ছুঁয়ে
দেখি রঙীন সাঁঝে তোরই মাঝে (তার) পা'র আল্তার রেশ রে
মধুমালার দেশ॥

২২১৫.

ও বন্ধু আমার অকালে ঘুম ভাঙাইয়া গো করলে কেন দোষী।
তুমি নীল আকাশের পারা কেন পড়লে বুকে খসি॥
আমার মনের খিড়কি দুয়ার ঠেলে,
চুপে চুপে রূপের কুমার কখন তুমি এলে।
অন্ধ যেন দেখল প্রথম পূর্ণিমারই শশী॥
আমি কূলের বধূ জলে যেতাম, কেন তুমি বঁধু
কলসি কেড়ে জল ফেলে গো দিলে ফুলের মধু।
আর নদীর ঘাটে দেয় না যেতে কেউ গো
শুধু বুকে ওঠে কেন কীর্তিনাশার ঢেউ গো।
আজ তুমি কোথায়, কাঁদি আঁধার কদমতলায় বসি॥

২২১৬.

ও বাঁশের বাঁশি রে বাজে বাজে নদীর ওপারে।
(ও সে) কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় রাতের আঁধারে॥
সই বন্ধুরে মোর আয় লো দিয়ে
আমার গলায় মালা নিয়ে
আমি চেয়েছি তার বাঁশিখানি বলিস্ লো তারে॥

সই এ জনমে মিট্‌ল না সাধ, হলাম না তার দাসী,
বলিস্‌ তারে, আর জনমে হই যেন বাঁশি।
গহীন রাতে মুখে মুখে
কাঁদব দুজন মনের দুখে,
(এবার) মনের আশা ধুয়ে গেল নয়ন-ধারে ॥

২২১৭. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

ও শিকারী মারিস্‌ না তুই মানিক জোড়ার একটিকে হে।
সাথী-হারা পাখিটিও মরবে বঁধুর বিরহে ॥
একা পাখির শাপ লেগে,
(হে) যাবে সুখের ঘর ভেঙ্গে,
পাখি-মারা তীর এসে তোর বিঁধবে আমার বুকে হে ॥

২২১৮. নাটক : 'মধুমালা'

ওগো বন্ধু! দাও সাড়া দাও এই কি পথের শেষ?
এই কি তোমার স্বপ্নে দেখা মধুমালার দেশ?
মহাসাগর! সাক্ষী থেকো! আমার কথা বলো
তার বিবাহের লগ্নে আমার যাবার সময় হলো।
সে তার পথ পেল যখন
পথ হারালাম আমি তখন
যে আমায় আনল পথে সে আজ নিরুদ্দেশ ॥
তোমার শীতল জলে
তোমার অতল তলে
জুড়াও ওগো জুড়াও আমার সকল ক্লেশ ॥

২২১৯.

ওরে অবোধ! গরম জলে ঘর কি কভু পোড়ে?
আপন জনের আঘাত কি কেউ রাখে মনে ক'রে (রে)?
তুই বিদায় নিলি অভিমানে
শেষে ফিরতে হল প্রাণের টানে (রে)।
ওরে এ স্নেহ-ডোর ছিন্ন করে কোথায় যাবি সরে ॥

২২২০. নাটক : 'মধুমালা'

(ওরে ও) পদ্মা নদী বলতে পারিস্‌ কোথায় মধুমালা?
সাগর-ঘেরা সোনার পুরী কাঁদে রাজ-বালা ॥
(তার) গলায় দোলে রাজপত্রের গলার পদ্মমণি,
চাঁদের মুখে একটুখানি তাহারি লাবনি
পাথার-জলে পা ডুবিয়ে কাঁদে সে নিরালা ॥

২২২১.

ওরে ভাটির নদী লয়ে যাও মোরে সেই সাগর জলে।
যে সাগর ছুঁলে মরা গাঙে আবার জোয়ার উথলে ॥
মোর আঁখি শুকায়ে,
বিরহে বালুচরে গেছে লুকায়ে,
মোর নীরস বুকে আর জোয়ার আসে না, ওপারে তরণী আর নাহি চলে ॥

সাগরে গিয়ে মোর নাগরে কহিব বঁধু হে,
তব করুণা মেঘের জলে খালি বুক ভরে না না পেলে পরম মধু হে।
দিয়ে কেন কেড়ে নিলে স্রোতের বারি,
আর বিরহ-যাতনা সহিতে নারি।
দুয়ার ভাঙিয়া প্রেমের জোয়ারে আসিয়া লয়ে যাও চরণ-তলে॥

২২২২. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

(ওরে) শোন্ ঝুমরো, শোন্, তোর কাঁদবে যে মা-বোন।
ভাই-বোনের চেয়ে বন কিরে তোর এতই আপন জন॥
কুহু উহু উহু ব'লে দেখ্ উড়ে গেল চ'লে
কুনুর নদীর দুই কূল উঠল ভ'রে জলে,
তোর ক'নে বৌ কাঁদবে যে ভাই নিয়ে ঘরের কোণ॥

২২২৩. চলচ্চিত্র : 'সাপুড়ে'

কলার মান্দাস্ বানিয়ে দাও গো, শ্বশুর সওদাগর।
ঐ মান্দাসে চড়ে যাবে বেউলা-লখিন্দর॥
ওলো কুল-বালা নে এই পলার মালা
বর তোর ভেড়া হয়ে রইবে মালার ভয়ে
ও বৌ, পাবিনে জীবনে সতীন-জ্বালা॥
আমরা বেদেনী গো, পাহাড় দেশের বেদেনী
গলার ঘ্যাগ, পায়ের গোদ, পিঠের কুঁজ,
বের করি দাঁতের পোকা, কানের পুঁজ;
ওষুধ জানি লো হোঁৎকা স্বামীর কোঁৎকা খায় যে কামিনী
পেত্নী-পাওয়া মিন্‌সে গো ভূতে ধরা বৌ গো।
কালিয়া পেরেত মামদো ভূত শাকচুন্নি হামদো পূত
পালিয়ে যাবে বেদের কবচ লও গো॥
বাঁশের কুলো, বেতের ঝাঁপ, পিয়াল পাতার টুকি।
নাও গো বৌ, হবে খোকা খুকি॥
নাচ, নাচ, নাচ – বেদের নাচ? সাপের নাচ?
সোলেমান পাথর নেবে? রঙিন কাঁচ?

২২২৪. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

পুরুষ : কয়লা খাদে যাব না করব ধানের পাট।
স্ত্রী : মোরা পাতার পাটি বিছিয়ে শুই চাইনে পালং-খাট॥
উভয় : খড়ের পালং ধানের মরাই নিয়ে,
রাত কাটাব মহুয়ার মদ পিয়ে।
মাথার উপর হাসবে আকাশ পায়ের তলায় মাঠ॥

২২২৫.

কালো জল ঢালিতে সই চিকন কালারে পড়ে মনে।
কালো মেঘ দেখে শাওনে সই পড়ল মনে কালো বরণে॥
কালো জলে দীঘির বুকে
কালায় দেখি নীল-শালুকে
(আমি) চমকে উঠি, ডাকে যখন কালো কোকিল বনে॥

কলমিলতার চিকন পাতায় দেখি আমার শ্যামে লো
পিয়া ভেবে দাঁড়াই গিয়ে পিয়াল গাছের বামে লো।
উড়ে গেলে দোয়েল পাখি
ভাবি কালার কালো আঁকি
আমি নীল শাড়ি পরিতে নারি কালারি কারণে লো কালারি কারণে ॥

২২২৬.

কি জানি পইড়াছে বন্ধু মনে, বুক ফেটে যায় বন্ধুর বিহনে।
সখি গো, যাইতে যমুনার জলে দেখা হলো কদমতলে
কি কারণে চাইল না মোর পানে,
আমায় দেখে বাঁকা আঁখি ফিরাইল কেনে ॥
যার সনে যার ভালোবাসা, কদিন থাকে মনের গোঁসা
বাঁচি না ঐ প্রাণবন্ধু বিহনে, রাস্তাঘাটে দেখা হ'লে ডাক দিলে না শোনে।
তার সনে কইরে পিরিতি, রইল খোঁটা গেল জাতি
জলাঞ্জলি দিলাম কুলমানে তার জন্য কান্দি না সখি, কান্দি তার গুণে ॥

২২২৭. তাল : কাহারবা

কি হবে লাল পাল তু'লে ভাই 'সাম্পানের' উপর।
তোর পালে যত লাগ্‌বে হাওয়া রে
ও ভাই ঘর হবে তোর ততই পর ॥
তোর কি দুঃখ হায় ভুলতে চাস্ ভাই, ছেঁড়া পাল রাঙিয়ে,
এবার পরাণ ভ'রে কেঁদে নে তুই অগাধ জলে নেয়ে'
তোর কাঁদনে উঠে আসুক রে ঐ নদীর থেকে বালুর চর ॥
তুই কিসের আশায় দিবি রে ভাই কূলের পানে পাড়ি,
তোর দীয়া সেথা না জ্বলে ভাই আঁধার যে ঘর-বাড়ি।'
তুই জীবন-কূলে পেলি নে তায় রে এবার মরণ-জলে তালাস কর্ ॥

২২২৮.

পুরুষ : কুনুর নদীর ধার ঝুনুর ঝুনুর বাজে
বাজে বাজে লো ঘুঙুর কাহার পায়ে।
স্ত্রী : হাতে তল্‌তা বাঁশের বাঁশি মুখে জংলা হাসি
কে ঐ বুনো গো বেড়ায় আদুল গায়ে ॥
পুরুষ : তার ফিঙের মত এলোখোঁপায় ঝিঙেরি ফুল
স্ত্রী : যেন কালো ভোম্‌রার গা কালার ঝামর চুল।
দ্বৈত : ও যদি না হতো পর
দু'জনের হতো ঘর
একই গাঁয়ে গো ॥
পুরুষ : ওর বাঁকা ভঙ্গিমা দেখে
তৃতীয়ার চাঁদ ডেকে,
হতে চাহে ওর হাঁসুলি-হার।
স্ত্রী : ঝিলের শঙ্খ ঝিনুক বলে
কিনুক বিনামূলে
আমরা হব কালার কণ্ঠেরই হার।

পুরুষ : ও মেয়ে না পাহাড়ি-ঝর্নার সুর
স্ত্রী : ও পুরুষ না কষ্টি পাথরের ঠাকুর
দ্বৈত : যদি বাস্‌তে ভালো, যদি আসত কাছে
রাখতাম হিয়ায় লুকায়ে গো॥

২২২৯. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

কুনুর-নদীর ধারে — শোন্ ডাকছে বালি-হাঁস।
মানিক জোড়ের ঝুমকো প'রে হাসছে নীল আকাশ॥
ওদের সাথে হায়,
মন বাইরে যেতে চায়।
বাঁশি হাতে নিলে, পরাণ আরো হয় উদাস॥

২২৩০.

কৃষ্ণচূড়ার মুকুট পরে এলো বনমালী (এলো) এ কোন্ বনবাসী।
হাতে বাঁশের বাঁশি, তাহার মুখে কুটিল হাসি॥
চঞ্চলতার দোলা দিয়ে
দিল ব্রজের ঘুম ভাঙিয়ে
উঠল নেচে ঝিলমিলিয়ে যমুনার জলরাশি॥
এ বুঝি গো বেদের কুমার, তাই সে কালী-দহে;
নাগের ফণায় চরণ রেখে হেসে চেয়ে রহে।
সে একলা বসে কদম শাখে
বাঁশির সুরে যেমনি ডাকে,
নরনারী সব ছুটে এসে চরণে হয় দাসী॥

২২৩১. নাটক : 'মধুমালা'

কেউ বলতে পার কোথায় আমার মধুমালার দেশ?
যারা সাগর মাঝে স্বপন-পুরী মেঘ-বরণ কেশ॥
কোন মধু বাসরে এসে
(তারে) দেখেছিলাম রাতের শেষে
(আমি) স্বপ্নে আজও দেখি তারি চন্দন-রং বেশ॥
প্রথম শিকারে গিয়ে বিঁধল বিষের তীর
সেই কন্যার কাজল মাখা ডাগর আঁখির।
তার নবলক্ষের মালা দোলে
দোলেরে মোর প্রাণের তলে
আজি জেগে দেখি স্বপ্নে-দেখা সেই চোখের আবেশ॥

২২৩২.

কালিন্দী নদীর ধারে ডাকছে বালি-হাঁস গো ডাকছে বালি-হাঁস।
মানিক-জোড়ের ঝুমকো প'রে হাসছে লো আকাশ॥
চল জল আনিতে চল লো জল আনিতে চল।
শালের বনে ময়না শালিক ডাকে —
বউ-ঝিরা সব কলসি নিয়ে কাঁখে,
জল আনতে চল গো;
দেখলো পথ চেয়ে আছে পথের দূর্বো ঘাস॥

বাবলা বনের ফুল ফুটেছে ওই —
বলছে পাহাড়তলীর মেয়েরা কই —
মহুয়া বনে নিশাস ফেলে ভোরের বাতাস লো ভোরের বাতাস ॥

২২৩৩.

কোন সাপিনীর নিশাসে আশার বাতি মোর নিভে যায়।
মোর প্রথম প্রেমের ফুল ফুটিতে দিল না, কীটে কাটিল হায় ॥
মোর অন্ধ আঁখি যেন কত সাধে —
দেখেছিল প্রথম সুন্দর চাঁদে,
ডুবে গেল সে চাঁদ, হতভাগিনী কাঁদ ঝরা দোপাটি ফুলের মত আঙিনায় ॥
কেন কাছে ডেকে ভরা জলের কলসী, ভাঙিয়া নিল বিদায় ॥

২২৩৪.

গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কই
খিড়কি দুয়ার খুলে পথ-পানে চেয়ে' রই ॥
কালো জামের ডালের ফাঁকে
আমায় দেখে কোকিল ডাকে,
আজও কেন যায় না দেখা তোমার নায়ের ছই ॥
চুল বেঁধে আজ সেজেগুজে পিদিম জ্বালাই সাঁঝে,
ঠাকুরঝিরা মুচকি হাসে,আমি মরি লাজে।
বাদলা রাতে বৃষ্টি ঝরে,
মন যে আমার কেমন করে,
আমার চোখের জলে বন্ধু মাঠ করে থই-থই ॥

২২৩৫. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

গিরি মাটির দেশে গো নাই যদি আর ফিরি,
আমার কথা বলবে কেঁদে ঝরনা ঝিরিঝিরি।
কয়লাখাদে উঠবে ধোঁওয়া, চাঁদ ঢাকবে মেঘে,
(সই) চাঁদের বুকে আমার কালো ছায়া উঠবে জেগে
আমার নূপুর বাজাবে গো শিরীষ পাতা জিরিজিরি ॥
আমার কনে বৌ-এর বুকে বাজবে বাঁশি একা
রামধনুতে হারানো মোর ধনুক যাবে দেখা!
তাল-পুকুরে শালুক হয়ে, যার আশাপথ রইব চেয়ে —
দেখলে তারে অমনি ক'রে যাব ধীরি ধীরি ॥

২২৩৬. গীতিনাট্য : 'বনের বেদে'

ছন্নছাড়া বেদের দল আয় রে আয়।
কাল-বোশেখীর ঝড়তুফান, আন রে তোর দৃপ্ত পায় ॥
বর্শা কই তীর-ধনুক,
কাঁপিয়ে তোল মাটির বুক।
হুমড়ি খেয়ে নীল আকাশে দেখ্ রে মোদের সঙ্গ চায় ॥

২২৩৭. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকী।
আমরা কেমন সুখী ॥

যেন বনের মৌ-টুসী, থাকি সদাই খুশি।
বাবলা কাঁটা দিয়ে গাঁথা পিয়াল-পাতার টুকি॥

২২৩৮.

ডাল মেল, পত্র মেল, ওরে তরুলতা!
কইতে পার, কইতে পার আমার প্রাণের বন্ধু গেল কোথা (রে)॥
ও তরু, তোর পাতার কোলে
ফোটা ফুলের হাসি দোলে (রে)।
সে কি তোর কুসুমের মালা গলে বসেছিল হোথা (রে)॥
তোর ফুল ঝরে যে যথা
তোর ছায়া থাকে তথা।
ঢেউ-এর মালা গলায় পরে নাচিস নদী জল,
তরী বেয়ে বন্ধু আমার কোথায় গেল বল।
চাঁদের তিলক প'রে আকাশ
হেসে হেসে কেন তাকাস্?
তোর চাঁদ কি জানে, মোর আকাশের চাঁদেরই বারতা॥

২২৩৯.

তব রূপের সায়রে ও নয়ন শাপ্‌লা সুঁদির ফুল,
তুলিতে গিয়া ডুবিল শত যে পথিক বেভুল॥
সুন্দর ফণির শিরে ও যেন যুগল মণি,
যে গেল সে মণির মায়ায় তারে দংশিল অমনি।
শত সে হৃদয়-নদী
কেঁদে যায় নিরবধি,
সাগর-ডাগর ও আঁখি পানে॥

২২৪০. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

তালপুকুরে তুলছিল সে শালুক সুঁজির ফুল রে — শালুক সুঁজির ফুল।
ঢুলুঢুলু চোখ রে তার এলোমেলো চুল (ও তার) এলোমেলো চুল॥
(আমার) হাতের ধনুক রইলো হাতে
তীর ছুঁড়তে হয়ে গেল ভুল (ও তার) এলোমেলো চুল।
সেই ফুল-বিলাসীর তরে আমার গেল জাতিকুল রে গেল জাতি কুল॥

২২৪১.

তিয়াসের জল লইয়া আসার আশায় ব'সে আছি।
ফুলের পাত্রে রাখলাম মধু, এলো না মৌমাছি॥
জোয়ার গেল, এলো ভাটি
মাটির প্রদীপ হ'ল মাটি,
বুকে পাওয়ার আশা গেল, চোখের দেখা যাচি
এখন চোখের দেখা যাচি॥
চন্দ্র সূর্য তারার ছায়ায় আজো হেথা পড়ে
ভুলে তুমি রইলে বন্ধু মাথার দিব্যি করে।
না পেয়ে গো তোমার সহায়
দেহ-লতা ভুঁয়ে লুটায়
আবার দেখা হবে বন্ধু এবার যদি বাঁচি॥

২২৪২. নাটক : 'মধুমালা'

তুমি এতদিনে মরণ টানে টানলে বুকের কাছে (ওগো বন্ধু পরাণ বন্ধু)
তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম ত্রিভুবনে যত কিছু আমার প্রিয় আছে।
(ওগো বন্ধু পরাণ বন্ধু)॥
আমার বসন আমার ভূষণ আমার কুল মান
আমার প্রেমের অহঙ্কার গো আমার অভিমান
তোমায় দিলাম তোমায় দিলাম বন্ধু
(আজ) সকল দিয়ে বিনিময়ে তোমায় শুধু যাচে
দাসী তোমায়, তোমায় শুধু যাচে, ওগো বন্ধু পরম বন্ধু॥

২২৪৩.

তুমি পিরিতি কি কর হে শ্যাম তৈল মেখে গায়ে।
তাই ধ'রতে গেলে হাত পিছলে যাও হে পালায়ে॥
ননী চুরি ক'রে ক'রে হাত পাকিয়ে শ্যাম
নারীর মন চুরি ক'রে বেড়াও অবিরাম,
তাই রাই দিয়াছে নূপুরের বেড়ি বেঁধে পায় (লো)॥
তুমি দিনের বেলা চরাও ধেনু ভ্রমরা হও রাতে,
আর কুলবধূর রইল না কুল ব্রজে মথুরাতে
শ্যাম তোমার গুণে ঘরে ঘরে
সতীন ননদ-জায়ে, হল সতীন ননদ-জায়ে॥
তোমার হাতের বাঁশি রাতের বেলা সিঁদকাঠি যে হয়
তোমার চুরি কে ধ'রবে হে চোর মহাশয়।
কবে আমার ঘরে বন্দী হয়ে রইবে চুরির দায়ে॥

২২৪৪.

তুমি বিদেশ যাইও না বন্ধু আঁধার করে পুরী।
আমি দিন গোঁয়াতে পারব না আর একলা ঘরে ঝুরি॥
নদীতে মাছ আছে আজো ফসল ফলে মাঠে,
থাকলে তুমি কাছে দুখের দিনও হেসে কাটে।
আমি রূপার বাজু চাই না বন্ধু দিও কাঁচের চুড়ি॥
বন্ধু, কে দেখবে ঢাকাই শাড়ি (যদি) রহ বিদেশ যেয়ে,
বন্ধু বিনা প্রাণ কি জুড়ায় সোনা রুপা পেয়ে।
নারীর যৌবন বনের পাখি বনে যাবে উড়ি॥
বাণিজ্যে কে যায় রে সাধু ঘরে নারী রেখে,
আঁচল দিয়ে রাখব কত বুকের আগুন ঢেকে।
বিয়া হইয়াও হায় রে আমি রইলাম আইবুড়ি॥

২২৪৫. নাটক : 'মধুমালা'

মদন : (তোমার) চন্দন-রং উত্তরীয় মেঘ ডম্বুর সাড়ি।
কাজল-বরণ কেশ কন্যা চল আমার বাড়ি॥
চির হয়ে কি নেমে এলো চঞ্চল বিজলি
ফুটল কি আজ তোমার দেহে পূর্ণ চাঁদের কলি।
রতি কি আজ নেমে এলো পতিরে তার ছাড়ি'॥

মধু : সাগরে কি ফিরে এলে নীল সাগরের চাঁদ?
তাই কান্নার জোয়ারে তার ভাঙল কূলের বাঁধ।
দূর আকাশে লক্ষ তারা
চেয়ে আছে তন্দ্রাহারা
তারা তোমার রূপ নিয়ে কি করে কাড়াকাড়ি,
কুমার! থাক আমার বাড়ি॥

২২৪৬. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

দুখের সাথী গেলি চলে কোন সে দেশে বিহান বেলা।
ও তুই মাঠে আছিস্ লুকিয়ে বুঝি,
তাই মাটি খুঁড়ে তোরে খুঁজি,
আমায় নিয়ে যা রে, যে দেশে তুই-আমি রইতে নারি আর একেলা॥

২২৪৭. তাল : 'কাহার্‌বা'

দুধে আলতায় রং যেন তার সোনার অঙ্গ ছেয়ে
(সে) ভিন্ গেরামের মেয়ে।
চাঁদের কথা যায় ভুলে লোক তাহার মুখে চেয়ে,
ভিন্ গেরামের মেয়ে॥
ও পারে ওই চরে যখন চুল খুলে সে দাঁড়ায়,
কালো মেঘের ভিড় লেগে যায় আকাশের ওই পাড়ায়,
পা ছুঁতে তার নদীর জলে (ও ভাই) জোয়ার আসে ধেয়ে॥
চোখ তুলে সে মেঘের পানে ভুরু যখন হানে,
অমনি ওঠে রামধনু গো সেই চাহনির টানে।
কপালের সে ঘাম মুছে গো আঁচল যখন খুলে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়, দরিয়া ওঠে দুলে।
আমি চোখের জলে খুঁজি তারেই (ও ভাই) দুখের তরী বেয়ে॥

২২৪৮.

দেখি লো তোর হাত দেখি,
হাতে হলুদ-গন্ধ, এলি রাঁধতে রাঁধতে কি?
চিকন আঙুল দীঘল হাত,
দালান বাড়ি ঘরে ভাত,
হাতে কাঁকন পায়ে বেঁকী॥
ও বাবা! এ কোন ছুঁড়ি?
সাত ননদ তিন শাশুড়ি,
ডুবে ডুবে খাচ্ছে জল,
কার সাথে তোর পিরিত বল্।
চোখের জলে পারবি তারে বাঁধতে কি?
দেখি লো তোর হাত দেখি॥

২২৪৯. তাল : 'কাহার্‌বা'

নদী এই মিনতি তোমার কাছে।
ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমারে যে দেশে মোর বন্ধু আছে॥
নদী, তোমার জলের পথ ধ'রে সে চ'লে গেল একা,
আমি সেই হ'তে তার পথ চেয়ে রই, পেলাম না আর দেখা,

ধূলার এ পথ নয় সে বন্ধু থাকবে চরণ-রেখা।
আমি মীন হয়ে রহিব জলে, ছুট্‌ব ঢেউ-এর পাছে॥
আমি ডুবে যদি মরি, তোমার নয় সে অপরাধ,
কূলে থেকে পাইনে খুঁজে, তাই জেগেছে সাধ।
আমি দেখ্‌ব ডু'বে তোমার জলে আছে কি মোর চাঁদ,
বড় জ্বালা বুকে রে নদী টেনে লহ কাছে
নদী, অভাগা এই যাচে॥

২২৫০.

নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে জল নিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি॥
সেদিন তুলতে গেলাম দুপুর বেলা
কলমি শাক ঢোলা ঢোলা (সই)
হ'ল না আর সখি লো শাক তোলা,
আমার মনে পড়িল সখি, ঢল ঢল তা'র চটুল আঁখি
ব্যথায় ভ'রে উঠলো বুকের তলা।
ঘরে ফেরার পথে দেখি,
নীল শালুক সুঁদি ও কি
ফু'টে আছে ঝিলের গহীন জলে।
আমার অমনি পড়িল মনে
সেই ডাগর আঁখি লো
ঝিলের জলে চোখের জলে হ'ল মাখামাখি॥

২২৫১. নাটক : 'মধুমালা'

নিঝুমে নিদ্রা যায় রে মধুমালা রাজার ঝিয়ারি।
যায় নিদ্রা নিদ্রা যায় রূপের কেয়ারি রে
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি॥
দলমল করে কন্যার এলোকেশ
পালঙ্কে লুটায় রে তার আলুথালু বেশ
ফুল শয্যায় ঘুমায় যে চাঁদের পিয়ারি রে,
মধুমালা রাজার ঝিয়ারি॥

২২৫২.

নিম ফুলের মউ পি'য়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা।
মিঠে হাসির নূপুর বাজাও ঝুমুর নাচো তোমরা॥
কভু কেয়া কাঁটায়, কভু বাব্‌লা-আঠায়
বারে বারে ভোমরার পাখা জড়ায় গো — পাখা জড়ায়
দেখে হেসে লুটিয়ে পড়ে ফুলের দেশের বউরা॥

২২৫৩. গীতিনাট্য : 'বনের বেদে'

নিশি-ভোরের বেলা কাহার পাহাড়ি-বাঁশি বাজে।
তার বাঁশরির সুর বেদের নিঠুর তীরের মত আসি' বাজে॥

আমি ত' নহি বনের পাখি
গাঁয়ের কন্যা ভিন্‌গাঁয়ে থাকি
কেন নূপুর বাজায়ে কুসুম ঝরায়ে ঘুম ভাঙায়ে চলে যায়
সে উদাসী — বন মাঝে ॥
আসি রোজ সকালে আমার চাঁপার ডালে
কি যেন বেড়ায় খুঁজি
চাঁপার কলি দেখে অমনি দাঁড়ায় বেঁকে
সোনার নূপুর ভাবে বুঝি।
(তার) সোনার নূপুর ভাবে বুঝি।
দূরে ত্রিকূট পাহাড় চূড়াতে
ভোরের চাঁদ কাঁদে আমার সাথে
নিশীথে নিদ্রাহীন, আনমনা সারাদিন,
মন লাগে না গৃহকাজে ॥

২২৫৪. তাল : লোফা

পথ-ভোলা কোন্ রাখাল ছেলে।
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশি ফেলে ॥
কভু সাঁঝ-গগনে উদাস মনে
চাহিয়া হেরে গো কারে,
হেরে তারার উদয়, কভু চেয়ে রয়,
সুদূর বন-কিনারে।
হেরে সাঁঝের পাখি ফিরে গো যখন
নীড়ের পানে পাখা মেলে ॥
তা'র ধেনু ফিরে যায় গ্রামের পানে,
আনমনে সে বসিয়া থাকে,
ঐ সন্ধ্যাতারার দীপ যে জ্বালায়
সে যেন কোথায় দেখেছে তাকে।
তার নূপুর লুটায় পথের ধূলায়
সে ফিরে নাহি চায়, কাহারে খোঁজে,
দূর চাঁদের ভেলায় মেঘ-পরী যায়
সে যেন তার ইশারা বোঝে।
সে চির-উদাসী পথে ফেরে হায়
সকল সুখে আগুন জ্বেলে ॥

২২৫৫.

পদ্মদীঘির ধারে ধারে ঐ সখি লো কমল-দীঘির পারে।
আমি জল নিতে যাই সকাল সাঁঝে সই,
সখি, ছল ক'রে সে মাছ ধরে, আর, চায় সে বারে বারে ॥
মাছ ধরে সে, বঁড়শী আমার বুকে এসে বেঁধে,
ওলো সই বুকে এসে বেঁধে,
আর, চোখের জলে কলসি আমার সই, আমি ভরাই কেঁদে কেঁদে
সই দেখি যত তা'রে ॥

ছিপ নিয়ে যায় মাছ জলে তার, তাকায় না তা'র পানে,
মন ধরে না মীন ধরে সে সখি লো সেই জানে।
মন-ভিখারি মীন-শিকারি মুখের পানে চায়,
সখি লো চোখের পানে চায়,
আমি বঁড়শী-বেঁধা মাছের মত (গো)
সখি ছুটিয়া মরি হায়, অকূল পাথারে॥

২২৫৬. চলচ্চিত্র : 'সাপুড়ে'

মৌটুসী : পিছল পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজল ফুলের মালা।
কি করি এ মালা নিয়ে বল চিকন কালা॥
চন্দন : নই আমি সে বনের কিশোর,
তোর ফুলের শপথ, নই ফুল-চোর।
বন জানে আর মন জানে লো, আমার বুকের জ্বালা॥
ঝুমরো : ঘি-মউ মউ আম কাঁঠালের পিড়িখানি আন,
বনের মেয়ে বন দেবতার করব মালা দান।
লতাপাতার বাসর ঘরে রাখ্ ওরে ভাই বন্ধ করে,
ভুলিস্ নে ওর চাতুরিতে ওলো বনমালা॥

২২৫৭.

প্রাণ বন্ধু রে! তোমার জন্যে করলাম ক্ষয়
জ্বালা পোড়া প্রাণে আর কত সয়॥
তোমাকে ভালোবাসি এ জগতে হইলাম দোষী।
পাড়ার লোকে কত মন্দ কয় বন্ধু রে॥
শাশুড়ি ননদী বৈরী ঐ ঘরে বসতি করি,
আমায় দিন-রজনী দেখায় কত ভয়॥
তোমায় দেখব বলে ঘরের জল বাইরে ফেলে
জলে যাব যখন মনে আশা হয়, বন্ধু রে॥
কলসি যখন লই কাঁখে, শাশুড়ী ননদী দেখে।
তারা ডেকে বলে, 'কই যাও অসময়?'
না জানিয়ে প্রেম করিলে
নয়ন-জলে ভাসে সব সময়, বন্ধু রে।
জানিয়ে যে প্রেম করে ভাসে আনন্দ-সাগরে
ও তার দূরে গেছে কাল-শমনের ভয় ও বন্ধু রে॥

২২৫৮. চলচ্চিত্র : 'সাপুড়ে'

ফুটফুটে ঐ চাঁদ হাসে রে ফুল ফুটানো হাসি।
পিয়ার কাছে পিয়ায় ধরে
বলতে পারি আজ যেন রে
তোমায় নিয়া আমি হইব উদাসি॥

২২৫৯. চলচ্চিত্র : 'পাতালপুরী'

ছেলে : ফুল ফুটেছে কয়লা-ফেলা ময়লা-টবে ঝুড়িতে।
আমি বাউরি হ'য়ে উড়ে যাব উড়ে যেমন ঘুড়িতে॥
মেয়ে : তোর বিরহে ময়লা ছোঁড়া বুড়ি হ'লাম কুড়িতে,
পুড়ে হ'লাম কয়লা-পোড়া আর পারি না পুড়িতে।

ছেলে : চুরি করে নিয়ে যাব ডাগর-চোখা ছুঁড়িকে
সিঁড়ি খাদের পাতালপুরীতে ॥
মেয়ে : ঠুনকো মলের কালো -শশী, তোরে বাঁধবো নাকো --
বাঁধবো নাকো ঠুন্‌কো কাঁচের চুড়িতে,
রাখব বেঁধে বাজুর জুড়িতে ॥

২২৬০. নাটক : 'মধুমালা'

ফুলের হাওয়া যা রে ছুটে মধুমালার দেশ।
যোগিনীরে পরতে বলিস নববধূর বেশ ॥
সোনার ঘটে রাখতে বলিস আকুল চোখের জল
সেই জলে রে ধোয়াবে সে বঁধুর পদতল।
বলিস্ তারে পা মুছিয়ে বাঁধে যেন কেশ
যেন বাঁধে আকুল কেশ ॥

২২৬১.

বন্ধু, আজো মনে রে পড়ে আম কুড়ানো খেলা।
আম কুড়াইবার যাইতাম দুইজন নিশি-ভোরের বেলা ॥
জ্যেষ্ঠি মাসের গুমোট রে বন্ধু আস্‌ত নাকো নিদ্
রাত্রে আস্‌ত নাকো নিদ্
আম-তলায় এক চোর আইস্যা কাঁট্‌ত প্রাণে সিঁদ্
(আর) নিদ্রা গেলে ফেলত সে চোর আঙিনাতে ঢেলা ॥
আমরা দুইজন আম কুড়াইতাম, ডাক্‌ত কোকিল গাছে,
ভোলো যদি — বিহান বেলার সূয্যি সাক্ষী আছে,
(তুমি) পায়ের কাছে আম ফেইল্যা গায়ে দিতে ঠেলা ॥
আমার বুকের আঁচল থাইক্যা কাইড়া নিতে আম,
বন্ধু, আজও পাই নাই দাসী সেই না আমের দাম,
(আজ) দাম চাইবার গিয়া দেখি তুমি দিছ মেলা ॥
নিশি জাইগ্যা বইস্যা আছি, জ্যেষ্ঠি মাসের ঝড়ে
সেই না গাছের তলায় বন্ধু এখনো আম পড়ে
তুমি কোথায় আমি কোথায় দুইজনে একেলা ॥

২২৬২.

বল্ সই বসে কেনে একা আনমনে
চল সই সই পাতালি গাঁদা ফুলের সনে ॥
নিয়ে পাপর কুচি, আউস ধানের গুছি
অজয় নদীর ধারে খেলব নিরজনে ॥
দেখিস্ আস্‌বে ফিরে তোর চাঁদ নতুন চাঁদে,
চাঁদ-মুখ রেখে ঘরে কে সই রইতে পারে
আঁধার কয়লা খাদে!
আস্‌বে পোষা কোকিল, ডাকবে মহুল বনে ॥
কিন্‌বে ধেনো জমি এবার টাকা এনে,
সে আর যেন গয়না কাপড় না কেনে
তোর বলতে যদি লাজে বাধে মুখে
আমি বলব তারে যা তুই ভাবিস মনে ॥

২২৬৩.

বাঁকা ছুরির মত বেঁকে উঠল যে তোর আঁখি রে।
ওরে বেদের দুলাল আমার সাথে সাপ খেলাবি নাকি রে।
তোর জোড়া ভুরুর ধনুক আমি চিনি,
পাখি আমি, নই বেদিয়া, আমি যে সাপিনী,
ভয় করি না বাঁশিকে, ডর লাগে তোর হাসিকে।
তোর মনের ঝাঁপি খোলা পেলে সেথায় গিয়ে থাকি রে॥

২২৬৪.

বাঁশি কে বাজায় বনে আমি চিনি আমি চিনি,
কলসে কাঁকন চুড়ি তাল দিয়ে কয় গো রিনিঝিনি।
আমি চিনি আমি চিনি॥
বুঝি গো বন পাপিয়া তারেই দেখে
'চোখ গেল, চোখ গেল' বলে উঠে ডেকে।
ও বাঁশি বাজলে 'জলে যাস্‌নে', (ও বৌ যাসনে)
বলে 'ননদিনী' 'ননদিনী'। আমি চিনি আমি চিনি॥
মোর সেই বাঁশুরিয়ায় চেনে পাড়ার পড়শিরা
চেনে তায় যায় যমুনায় গো যত প্রেমের গরবীরা।
সে যে মোর ঘর জ্বালানো পর ভুলানো
আমার কালো বরণ গো, তমালের ডাল দুলানো।
মন কয় আমায় নিয়ে গো সেই ত খেলে ছিনিমিনি॥

২২৬৫.

বৈঁচি মালা রইল গাঁথা পিয়াল পাতা ঢাকা (লো)।
সে এলো না, সয় না লো আর একলা ঘরে থাকা (লো)॥
সে বর্শা ধনুক নিয়ে হাতে
ঘুরে বেড়ায় কাহার সাথে?
(সে) আসবে কবে, চাঁচর কেশে বেঁধে পাখির পাখা (লো)॥
(সে) বলেছিল, ডাগর হবে টগর-চারা যবে
লুকিয়ে এসে আমার হাতের বৈঁচি-মালা লবে (লো)।
আজ টগর গাছে ফুল ফুটেছে
ফাগুন মাসের চাঁদ উঠেছে!
আঙিনাতে ফুল ছড়িয়ে কাঁদে পলাশ-পাখা (লো)॥

২২৬৬. তাল : লোফা

ভাবের এই পাশা খেলায় খেল্‌তে এলি, হায় আনাড়ি।
হাতে তোর দান পড়ে না হাত খোলে না তাড়াতাড়ি।
তুই আর তোর সাথী ভাই
কাঁচা খেলোয়াড় দু'জনাই'
মায়া, রিপুর সাথে তাই নিত্য হেরে ফিরিস্‌ বাড়ি॥
তোরি সে চালের দোষে যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঁটি,
ফিরিতে হয় অমনি যেমনি যাস্‌ ঘরে উঠি।
ও হাতে হর্দম চক্ ছয়-তিন-নয় পড়ছে আড়ি॥

সংসার-ছক পেতে হায়,
ব'সে র'স মোহের নেশায়,
হেরে যে সব খোয়ালি যাস্‌নে তবু খেলা ছাড়ি ॥
প্রাণ মন এই দুই ঘুঁটিতে যুগ বেঁধে তুই যা এগিয়ে,
দেহ্ তোর একলা ঘুঠি রাখ্ আড়িতে মা'র বাঁচিয়ে।
আড়িতে মা'র খেলে তুই স্বর্গে যাবি জিত্‌বি হারি' ॥

২২৬৭. তাল : কাহার্‌বা

(হায় গো) ভালোবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল।
ফুল-শয্যা বাসি হল, বঁধু না এলো ॥
শুকাইল পানের খিলি বাঁটাতে ভরা,
এ পান আমি কারে দিব সে বঁধু ছাড়া।
(হায় গো) নীলাম্বরী শাড়ি ছি ছি পরলেম মিছে লো ॥
এবার ধ'রে দিস্ যদি তায়
রাখ্‌ব বেঁধে বিনোদ খোঁপায়,
কাঙালে পাইলে রতন রাখে যেমন লো ॥
সোঁদা-মাখা নিস্‌নে কেশে, গন্ধে যে লো তার
মনে আনে চন্দন-গন্ধ সোনার বঁধুয়ার।
এত দুঃখ ছিল আমার এই বয়সে লো ॥

২২৬৮.

মহুয়া মদ খেয়ে যেন বুনো মেয়ে
(চৈতি রাতে লো) নিশির চাঁদ ঢুলে আবেশে।
নিশুতি রাতি পেল্ তাহার চাঁদ গো,
আমার চাঁদ-কেন বিদেশে ॥
সখি, বাঁশি বাজে দূরে পাহাড়ে,
যত নেশা বাড়ে তত মনে পড়ে লো তাহারে।
আমার এলো খোঁপায় দিবে
দোপাটি ফুল কবে সে এসে ॥
বুনো হরিণ চেয়ে আছে ঝর্না তীরে,
সে অম্‌নি করে চাইত ফিরে ফিরে।
সে মাদল বাজাবে কবে আদুল গায়ে
আবার সখি আমার গা ঘেঁসে ॥

২২৬৯.

মাদল বাজিয়ে এলো বাদ্‌লা মেঘ এলোমেলো
মাত্‌লা হাওয়া এলো বনে।
ময়ূরী নাচে কালো জামের গাছে
পিয়া পিয়া বন-পাপিয়া
ডাকে গো আপন মনে ॥
বেত-বনের আড়ালে ডাহুকী ডাকে,
ডাকে না এমন দিনে কেহ আমাকে,
বেণীর বিনুনি খুলে পড়ে
একলা মন টেকে না ঘরের কোণে ॥

জঙ্গল পাহাড় কাঁপে বাজের আওয়াজে,
বুকের মাঝে তবু নূপুর বাজে॥
ঝিঁঝিঁ তার ডাক ভুলে
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টির বাজনা শোনে॥

২২৭০. তাল : খেমটা

রাখাল রাজ! কি সাজে সাজালে আমায় আজ!
আমার ঘরের ভূষণ কেড়ে নিয়ে দিলে চির-পথিক সাজ॥
তোমার পায়ের নূপুর আমায় দিয়ে ঘোরাও পথে-ঘাটে নিয়ে,
বেড়াই বাউল একতারা বাজিয়ে হে, (ও মরি হায় রে)
এই ভুবন-নাটে বেড়াই ভুলে শরম-ভরম-লাজ॥
তোমার নৃত্য-খেলার নিত্য-সাথী আনন্দেরি গোঠে হে,
জীবন-মরণ আমার সহজ চরণ-তলে লোটে হে।
আমার হাতে দিলে সর্বনাশী ঘর-ভোলানো তোমার বাঁশি,
কাজ ভুলাতে যখন তখন আসি হে' (ও মরি হায় রে)
আমার ভবন কেড়ে — দিলে ছেড়ে বিশ্বভুবন-মাঝ॥

২২৭১.

রাজার দুলাল! রাজপুত্র! বন্ধু গো আমার।
ভাঙো ভাঙো পাষাণ-পুরীর সাত মহলার দ্বার॥
সাগর-ঘেরা সোনার পুরী
আমি বন্দিনী গো একলা ঝুরি,
তুমি চাঁদের মত উদয় হয়ে ঘুচাও অন্ধকার॥
রক্ষী ঘেরা যক্ষপুরী মরি ভয়ে ভয়ে
পক্ষীরাজে এসো কুমার যাও আমারে ল'য়ে।
সোনার কাঠি ল'য়ে হাতে
এসো বন্ধু নিশুত রাতে
পথ চেয়ে আর রইতে নারি বাসি হল হার॥

২২৭২.

লাল নটের ক্ষেতে, লাল টুকটুকে বৌ যায় গো।
তার আলতা পায়ের চিহ্ন এঁকে নালতা শাকের গায় গো॥
লাল নটের ক্ষেতে মৌমাছি ওঠে মেতে
তার রূপের আঁচে পায়ের তলার মাটি ওঠে তেতে।
লাল পুঁইয়ের লতা নুয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে পায় গো॥
কাঁকাল বাঁকা রাখাল ছোঁড়া আগলে দাঁড়ায় আল।
রাঙা বৌয়ের চোখে লাগে লাল লঙ্কার ঝাল
বৌ-এর ঘেমে ওঠে গাল লাজে সরে না পা
সে মুখ ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ায় গো॥

২২৭৩. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

শাল-পিয়ালের বনে গো-পাহাড়তলির কাছে।
একটি ছেলে শিস দেয়, আর একটি মেয়ে নাচে॥
সেই ছেলেটির বুনো স্বভাব ভারি
বাঁশির সাথে বর্শা-ধনুক-ধারী॥
সেই মেয়েটি দোল্‌না বেঁধে দুলে মহুল গাছে॥

২২৭৪. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

শোন্ রে নূপুর, পাহাড়তলীর মেয়ে,
খুশি হলাম দেখতে তোরে পেয়ে॥
বন্-বরা শিকারে যাব, পঞ্চ-কোটের পাহাড়ে
মোর তীর থেমে যায় বুনো পাখির আঁখির পানে চেয়ে॥

২২৭৫.

সখি নাম ধ'রে কে ডাকে দুয়ারে।
চ'লে যাওয়া বন্ধু বুঝি ফিরে এলো জোয়ারে॥
সখি নিত্য আমার বুকের মাঝে
যাহার চরণ-ধ্বনি বাজে,
সেই পায়ের ধ্বনি কানে শুনি আমার আঙিনার ধারে॥
সাজ পরতে সাধ কেন হয়, বাম অঙ্গ নাচে,
থাকি থাকি বৌ কথাকও পাখি ডাকে গাছে।
গাঙের পারে বাজে বাঁশি
চাঁদের মুখে রাঙা হাসি
মোর মন কেঁদে কয়, সে এসেছে আন্ লো ডেকে উহারে॥

২২৭৬. তাল : কাহার্‌বা

সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।
নামিল মেঘলা মোর বাদরিয়া॥
চল কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া
চল লো গৌরী শ্যামলিয়া॥
বাদল-পরীরা নাচে গগন-আঙিনায়,
ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়।
শোনো ঝমঝম বৃষ্টি নূপুর পায়
এ হিয়া মেঘ হেরিয়া[১] ওঠে মাতিয়া॥
মেঘ-বেণীতে বেঁধে বিজলি-জরীন্ ফিতা,
গাহিব দু'লে দু'লে শাওন-গীতি কবিতা,
শুনিব বঁধুর বাঁশি বন-হরিণী চকিতা,
দয়িত-বুকে হব বাদল-রাতে দয়িতা।
পর মেঘ-নীল শাড়ি ধানী-রঙের চুনরিয়া,
কাজলে মাজি' লহ আঁখিয়া॥

১ হেরি

২২৭৭. তাল : দাদ্‌রা

সাগর আমায় ডাক দিয়েছে মন-নদী তাই ছুটছে ঐ।
পাহাড় ভেঙে মাঠ ভাসিয়ে বন ডুবিয়ে তাই তো বই॥
তরঙ্গে তাই রাত্রি দিন
গান গেয়ে যাই নিদ্রাহীন বাজিয়ে ঢেউয়ের বীণ।
বন্যা এনে মায়ার পুরী ভাসিছে নাচি তাথৈ থৈ॥

২২৭৮. তাল : কাহার্‌বা

সাত ভাই চম্পা জাগো রে, ঐ পারুল তোদের ডাকে।
ভাই আর কত ঘুমাবি সবুজ পাতা-ঘেরা শাখে॥

কি যাদু করলি তোদের বিদেশী সৎ-মায়ে,
রাজার দুলাল ঘুমিয়ে আছিস আঁধার কানন-ছায়ে,
নিজেরা না জাগলে কবে মুক্ত করবি মা'কে॥
তোদের বোন এনেছে জিয়ন-কাঠি প্রাণের পরশ-মণি,
মায়া-নিদ্রা ভোলাতে ঐ গায় সে জাগরণী।
গুবরে পোকায় মউ খেয়ে যায় তোদের ঐ মৌচাকে॥
তোদের চাঁপা রঙে চাপা আছে অরুণ-কিরণ-রেখা;
তোরা জাগবি রে যেই, অমনি পাবি দিনমণির দেখা,
বোনের সাথে ভাই জাগিলে ভয় করি আর কা'কে॥

২২৭৯. গীতিনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

হলুদ-বরণ ঝিঙে ফুলের কাছে,
দেখ্ না কেমন দুটি ফিঙে নাচে॥
দেখ্ না চেয়ে ভাই,
মোর শ্যামলী গাই।
মায়ের মতন কেমন চেয়ে আছে॥
আজ মানা বনে যেতে
আমি বসব আঁচল পেতে।
তুই বাঁশি বাজা বসে অশথ্-গাছে॥

২২৮০.

হলুদ বাটিতে হলুদবরণ গৌর মনে পড়ে (লো)
আমি ঘোমটা দিয়ে কান্না লুকাই একা রান্নাঘরে॥
ভুলি' ঘরকন্নার কাজ,
আমার রইল না লোকলাজ,
আমি ননদ নাড়া খেয়ে মরি জায়ে নালিশ করে (লো)॥
সোয়ামিতে সন্দেহ করে, দেওর-ভাসুর রাগে (গো)
যত নদীয়া-বাসিনী
সবাই আমার সতিনী
আমি যার কাছে যাই সেই পেতে চায় নদীয়া-নাগরে (গো)॥

২২৮১.

হাসে নাচে গায়, ঝাঁক বেঁধে যায় জংলা পাখি।
বিঁধব কারে তীর দিয়ে গো কারে পিঁজরায় রাখি॥
নিঠুর আমার খেলা,
দিনের বেলা আঘাত হেনে কাঁদি রাতের বেলা।
যেন সুন্দর বনের বাঘ চমকে ওঠে
দেখে বন-হরিণীর ডাগর আঁখি॥

২২৮২. 'বাঙলায় মহাত্মা'

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে, ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল ফুটানো-পা ফেলে॥
আজ প্রেম দ্বারকায় ডেকেছে বান,
মরুভূমে জাগল তুফান,

দিখিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে!
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে॥
ঐ শ্রাবস্তি ঢল আসল নেমে,
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে
ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ত হরি রাম খেলে॥
ঐ চরকা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে!
ঐ পথের ধূলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে॥
আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হল ভাই বামুন-মুচি
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হল শুচি রে!
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে' —
ওরে সব আগুন জ্বেলে॥

২২৮৩. 'বন্দী-বন্দনা'

আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে॥
ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন
নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি-শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি' ত্রিংশ কোটি ঐ মানব-কল্লোলে॥
ওরা দু'পায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে' চলে'
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে উতল কলরোলে॥
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারা-ত্রাসে মরিবে বীর-দলে।
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা মুক্ত নভ-তলে॥
আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ-শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা'রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধু ধু ধু হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার গলে
চলে রে বীর চলে;
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব রুদ্র-শিখা জ্বলে॥

কোরাস : জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কামী জয়!
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে! জয় হে! জয় হে!

২২৮৪. রাগ : ইমন, তাল : কাওয়ালি

আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ — বরাভয়,
এ যে আনন্দ-বন্ধন ক্রন্দন নয়॥
ওরে নাশিতে সবার এই বন্ধন-ত্রাস,
মোরা শৃঙ্খলে ধরি' তারে করি উপহাস,
সহি নিপীড়ন-পীড়নের আয়ু করি হ্রাস,
এ যে রুদ্র-আশীর্বাদ — লৌহ-বলয়॥
মোরা অগ্র-পথিক অনাগত দেবতার,
এই শৃঙ্খলে বন্দিছে চরণ তাঁহার।
শোন, শৃঙ্খলে তাঁর আগমনী-ঝঙ্কার!
হবে দৈত্য-কারায় নব অরুণ উদয়॥

২২৮৫. 'ধীবরদের গান'

আমরা নীচে পড়ে রইব না আর শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে, ঐ মুটে-মজুর হেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥
আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা,
সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এমনি মরা কই নে কিছু মড়ার লাথি খেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥
হায় ভাইরে, মোদের ঠাঁই দিল না আপন মাটির মায়ে,
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায় ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই নিত্য-নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায় আমরা মৎস্য পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে॥

২২৮৬. রাগ : পাহাড়ি মিশ্র, তাল : কাহারবা

আমার সোনার হিন্দুস্থান!
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ॥
ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারে বারে এলো ভগবান॥
আদিম যুগের তুমি প্রথমা ধাত্রী,
তোমার আলোকে হল প্রভাত রাত্রি,
সবে বিলাইলে অমৃত সঙ্গীত জ্ঞান॥
সোনার শস্যে তব ঝলমল বর্ণ,
অন্তরে মানিকা-মণি-হীরা-স্বর্ণ,
বর্বরে করিয়াছ মানব মহান্॥

হিংসা-দ্বেষ-ভোগ-ক্লান্ত এ বিশ্ব
আবার শিখিবে ত্যাগ, হবে তব শিষ্য,
বাঁচাবে সবারে করি' অমৃত দান ॥

২২৮৭.

আমি মহাভারতী শক্তিনারী।
আমি কৃশ-তনু-অসিলতা, স্বাহা-আমি তেজ-তরবারি ॥
আমি আশা-দীপ, জ্যোতি, — আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম, সংহতি।
আমি ভবনে করুণা-কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি' ॥
আমি শান্ত উদাসীন মেঘে আনি বর্ষণ-বেগ, আমি তড়িৎলতা,
পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি দূর করি নিরাশা দুর্বলতা।
আমি গার্গী, মৈত্রেয়ী, ভাগবতী শক্তি,
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে তিমির বিদারি' ॥

২২৮৮. নাটিকা : 'সুরথ উদ্ধার'

আয় রণজয়ী পাহাড়ি দল
শক্তি-মাতাল বুনো পাগল
থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ
নেচে আয় রে দৃপ্ত পায়।
গিরি দরি বন ভাসায় যেমন পার্বতীয়া ঝর্নাজল!
আন তীর ধনু বর্শা হান্ বাজা রে শিঙ্গা বাজা মাদল ॥

২২৮৯.

আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে আশা-অরুণ রবি।
মৃত জনগণে বাঁচাতে এলো যেন নূতন প্রাণ-জাহ্নবী ॥
তন্দ্রা-মগন জাগিছে জনগণ নব আশার মোহে,
গলি' পাষাণ-গিরি প্রাণ-নির্ঝর বহে
শোভিল ফুলে ফলে শুষ্ক অটবী ॥
নূতন দিনের পাখিরা ছুটে আসে
শত রঙের খেলা মুক্ত আকাশে,
ছুটিল দিকে দিকে 'জয় ভারত গাহি' শত চারণ কবি ॥

২২৯০. রাগ : কানাড়া মিশ্র, তাল : একতাল

উদার ভারত! সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।
পার্সি-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু খ্রিস্টান-শিখ-মুসলমান ॥
তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া মিলেছে সকল ধর্ম জাতি;
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা সকল দেশেরে করেছ জ্ঞাতি;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ বিশ্ব-মানব-পীঠস্থান ॥
নিজ সন্তানে রাখি নিরন্ন, অন্য সবারে অন্ন দাও,
তোমার স্বর্ণ রৌপ্য মানিকে বিশ্বের ভাণ্ডার ভরাও;
আপনি মগ্ন ঘন তমসায় ভুবনে করিয়া আলোক দান ॥
বক্ষে ধরিয়া কত সে যুগের কত বিজেতার গ্লানির স্মৃতি,
প্রভাত আশায় সর্বসহা মা যাপিছ দুখের কৃষ্ণাতিথি,
এমনি নিশীথে এসেছিলে বুকে আসিবে আবার সে ভগবান ॥

২২৯১. রাগ : বেহাগ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনি।।
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি।।
কেতকী-কদম-যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী।।
শাপলা শালুক সাজাইয়া সাজি শরতে শিশির নাহিয়া,
শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগামনী-গীত গাহিয়া।
অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী।
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে গো, কীর্তন শোনো রাতে মা।
ফাগুনে রাঙা ফুলের আবীরে রাঙাও নিখিল ধরণী।।

২২৯২.

একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর 'পারে, নিশীথ-অন্ধকারে।
পূরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে, নিশীথ-অন্ধকারে।।
ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে
পূবালী বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে' কাঁদিতেছে কারাগারে —
শিয়রের দীপ যত সে-জ্বালায় নিভে যায় বারে বারে।।
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে'।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার
সে-চাঁদও আঁধারে ডুবিল এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে —
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার-পরপারে।।
ছিল না সে-রাজা কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রু-দুর্গে বন্দী থাকিয়া খোলেনি সে-তরবার।
ছিল এ ভারত তারি পথ চাহি'
বুকে বুকে ছিল তারি বাদশাহী,
ছিল তার তরে ধূলার তখ্‌ত্‌ মানুষের দরবারে —
আজি বরষায় তারি তরবার ঝলসিছে বারে বারে।।

২২৯৩.

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।।
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়।।

মরা মায়ের লাশ কাঁদে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আনল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই!
মুক্তি সে তো নিজের প্রাণে, নাই ভিখারির প্রার্থনায়॥
শাশ্বত যে সত্য তাঁরি ভুবন ভ'রে বাজলো ভেরী,
অসত্য আজ নিজের বিষেই মরলো ও-তার নাইকো দেরী।
হিংসুকে নয়, মানুষ হ'য়ে
আয় রে, সময় যায় যে ব'য়ে!
মরার মতন মরতে, ওরে মরণ ভীতু! ক'জন পায়॥
ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,
প্রলয় রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।
পথের বাধা স্নেহের মাথায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয়!
রোদন কিসের? আজ যে বোধন —
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয়॥

২২৯৪.

এ দুর্দিন রবে না তোর আসবে শুভদিন।
নতুন আশায় বুক বাঁধ রে অন্ন-বস্ত্র-হীন॥
রাত পোহাবে, এই আঁধারে রইবি না তুই ডুবে
আশার সূর্য উঠবে আবার পূবে,
তুই সাহস ক'রে উঠে দাঁড়া, হবে দুঃখের আয়ুক্ষীণ॥
ধর্ম জাগেন মাথার উপর, অসীম আকাশ তলে,
আজো তাহার চাঁদ-সুরযের রুদ্র আঁখি জ্বলে।
এই সুখে রাখা দুঃখ দেওয়া যাঁহার হাতের খেলা
তুই ধর দেখি রে তাহার চরণ-ভেলা,
তুই দেখ্‌বি সেদিন রইবি না আর এমন পরাধীন॥

২২৯৫. রাগ : দেশকার, তাল : ত্রিতাল

এই দেশ কার? তোর নহে আর, রে মূঢ় সন্তান! ভারত-মাতার।
দেবতার দেশে আজ দৈত্য করে বিরাজ, মন্দির আজি বন্দীর কারাগার॥
লাজ নাহি তার, যার জননী দাসী
দাসের শিকল প'রে (কেমনে নিলাজ) বেড়াস্ হাসি'?
অসম্মানের প্রাণ
ক'রে দে রে অবসান,
মানুষের মত ম'রে বাঁচ রে আবার॥

২২৯৬.

এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই॥
মেঘমুক্ত এমন আকাশ
চন্দনিত এমন বাতাস,
ফুল-ফসলের ছড়াছড়ি কোথায় এত পাই॥

জল চাইলেই হাতের কাছে ছুটে আসে নদী,
মাটিতে পাই খাঁটি সোনা একটু কাটি যদি।
গিরি-দরি-সাগর-মরু
পশু-পাখি-লতা-তরু,
বিশ্বের সব দৃশ্য দেখি যখন যাহা চাই ॥
পাঁচভূতে খায় লুটে রে ভাই আমার দেশের দান,
(তবু) কম হ'ল না কভু ইহার বিভব অফুরান।
মানুষ যদি নাই এ দেশে
নইলে কি ভাই এ দীন বেশে,
কেঁদে বেড়ায় দেশ-জননী অঙ্গে মেখে ছাই —
মোরা অবহেলে এই অফুরান বিভব যে হারাই ॥

২২৯৭. 'পূর্ণ-অভিনন্দন'[১]

এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র! এসো পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি' পুন বন্ধ-কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ!
এসো অনাগত নব-প্রলয়ের মহা সেনাপতি মহামহিম!
এসো অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
ছয়বার জয় করি' কারা-ব্যূহ, রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ!
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের মুক্ত-বাঁধ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি' ফণি-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী!
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলী!
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার! স্বাগত হে দেব সেনাপতি!
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমার ধ্বংস-মার
এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার!
এসো অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি!
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিক, এসো প্রতাপের হারা-তরবারি!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ।
জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি' মাটিতে কোল্-
শ্যামল শস্যে হরিত ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম-আঁচোল।
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি' উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, 'কই রে আমার দুলাল কই'?
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
মোছ আঁখি-জল, এসো বীর! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায়!
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
এসো বীর! এসো যুগ-সেনাপতি! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্‌গারে গিরি অগ্নি-ধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দীর আঁখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়্‌গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দ্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥

১ মাদারীপুর শান্তি-সেনা বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাশ এর কারামুক্তি উপলক্ষে রচিত।

২২৯৮. 'মরণ-বরণ'

এসো এসো এসো ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় কর গো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যা'রা পথের ভয়ে ঘরে
বদ্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে --
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ ॥
দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশি
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'।
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ,
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নাম-করণ ॥
হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে',
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে'।
মেষগুলোকে শেষ ক'রে দেশ-চিতার বুকে নাচো!
শব ক'রে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ।

মরায় ভরা ধরায়, মরণ! তুমিই শুধু বাঁচো —
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ॥
জ্ঞান-বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া!
মুক্তি-দাতা মরণ! এসো কাল-বোশেখীর বেশে;
মরার আগেই মরলো যারা, নাও তাদেরে এসে।
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ॥

২২৯৯. 'আত্মশক্তি'

এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর!
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি ঝলক ন্যায়-অসির।
তূরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ, 'আমি আছি' — বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ! সেই স্বরাজ!
জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর:
আত্ম-ভীত এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি'-স্বামী নাঙ্গা-শির॥
এসো প্রবুদ্ধ, এসো মহান, শিশুভগবান জ্যোতিষ্মান!
আত্মজ্ঞান! দৃপ্ত-প্রাণ!
জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে বাজিছে রুদ্র তেজ রবির!
উদয়-তোরণে উড্ডুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি আছি-'র।
করহ শক্তি-সুপ্ত-মন, রুদ্র বেদনে উদ্বোধন,
হীন বোদন, ক্ষিন্ন-জন
দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর!
বল, নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি' শুদ্ধ ধীর।
কে করে কাহারে নির্যাতন, আত্ম-চেতন স্থির যখন?
ঈর্ষা-রণ ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পিঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির॥
জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্ম জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান আত্ম-জ্ঞান!
গাহ উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ গান অগ্নি-মন্ত্র শক্তি-শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর!
এসো বিদ্রোহী তরুণ তাপস, আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি ঝলক ন্যায়-অসির॥

২৩০০.

এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।
এসো চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়।
জয় জয়! জয় জয়!
এসো বীর অনাগত, বজ্র সমুদ্যত।
এসো অপরাজেয় উদ্ধত নির্দ্দয়।
জয় জয়! জয় জয়॥

হে মহামৌনী জন-গণ, বেদনা-বিমোচন
যুগ-সেনানায়ক! জাগো জ্যোতির্ময়।
জয় জয়! জয় জয়।
ওঠে ক্রন্দন ওই, এসো বন্ধন-জয়ী।
জাগে শিশু, মাগে আলো, এসো অরুণোদয়
জয় জয়! জয় জয়॥

২৩০১. 'বিজয় গান'

ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা উড়্‌লে আকাশ-পথে
মাগো, তোমার রথ আনা ঐ রক্ত-সেনার রথে॥
ললাট-ভরা জয়ের টীকা
অঙ্গে নাচে অগ্নি-শিখা,
রক্তে জ্বলে বহ্নি-লিখা, মা!
ঐ বাজে তোর বিজয়-ভেরী,
নাই দেরী আর নাই মা দেরী,
মুক্ত তোমার হ'তে॥
আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী!
ঐ দ্বারে মা'র মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠ্‌ছে তারি,
ওরে ভীরু! ওরে মরা!
মরার ভয়ে যাস্‌নি তোরা;
তোদেরও আজ ডাক্‌ছি মোরা — ভাই!
ঐ খোলে রে মুক্তি-তোরণ,
আজ একাকার জীবন-মরণ
মুক্ত এ ভারতে॥

২৩০২. 'ভূত-ভাগানোর গান'

ঐ তেত্রিশ কোটি দেব্‌তাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে।
আজ নাচ্ বুড়টি নাচায় বাবা উঠ্‌তে বস্‌তে শুতে॥
ও ভূত যেই দেখেছে মন্দিরে তোর
নাই দেবতা নাচ্‌ছে ইতর,
আর মন্ত্র শুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে —
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জু'তে॥
ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা
আজ নকলের বইছ বোঝা,
ওরে অমনি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে —
আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম্ ভোলা বম্বুতে॥
ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো
দেখে শুনে হ'ল ঝুনো,
তাই তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস্ কুঁথে —
ও ভূত নাচ্‌ছে রে তোর নাকের ডগায় পারিস্‌নে তুই ছুঁতে॥
আগে বোঝেনি ক' তোদের ওঝা
তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র-ভজা,
(শিখ্‌লি শুধু চক্ষু-বোঁজা) শিখ্‌লি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে পুতে —

তাই আপ্‌নাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস্ স্বর্গ-দূতে ॥
ওরে জীবন-হারা, ভূতে খাওয়া! ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা? ভূত কি ভাগে ফুস-মন্তর ফুঁতে?
তোর ফাঁকির কিন্তু এড়িয়ে — প'ড়বি কূল-হারা 'কিন্তু' তে!
ওরে ভূত তো ভূত — ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবাও উধাও ছোটে,
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার্, ভূত যাবে তোর চুটে —
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশই ফের ভ'রবে দেব্‌তা দূতে ॥

২৩০৩. 'মুক্তি-সেবকের গান'

ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ন ছল-ছল ॥
ঐ কারা ঘর্ তো নয় হারা-ঘর,
হোথাই মেলে মা'র-দেওয়া বর রে।
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক-জুড়ানো কোল!
তবে কিসের রোদন-রোল?
তোরা মোছ্‌রে আঁখির জল! ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ॥
আজ কারায় যারা, তাদের তরে
গৌরবে বুক উঠুক ভ'রে রে,
মোরা ওদের মতই বেদ্‌না ব্যথা মৃত্যু আঘাত হেসে,
বরণ যেন করতে পারি মা'কে ভালোবেসে।
ওরে স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল্? ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ॥
ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর
মর্‌বে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর!
মোরা কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কল্‌জে তল!
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুর পশুর দল?
মোরা কাঁদব যেদিন আস্‌বে তারা আবার ফিরে রে,
কাঙালিনী মায়ের আমার এই আঙিনা-তল।
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ॥

২৩০৪.

ওঠরে চাষী, জগদ্বাসী, ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি — ভাল করেই মর্‌ব এবার চল্ ॥
মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল ॥
ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে-গান গেল ভাই, কোথায় সে-কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভ'র্‌তেছে বোতল ॥
আজ চারদিক হ'তে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,

মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই ক' আমার হাত।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল্।।
ও ভাই আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্বাদল-শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম।
ঐ হালের ফলায় শস্য উঠে, সীতা তাঁরি নাম,
আজ হ'র্‌ছে রাবণ সেই সীতারে — সেই মাঠের ফসল।।
ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানী দিই জান্।
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হর্‌ছে তা' শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান!
আজ চারদিক হতে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল্।।
আজ জাগ্‌রে কিষাণ! সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়?
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজের হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল্।।

২৩০৫. 'শ্রমিকের গান'

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল! ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল!
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই, পায়ের সুখে ভাঙব চল।।
ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে,
পাহাড় টলে তুষার গ'লে —
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে!
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল।।
ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি
হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে!
আজ পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে' খনি
আনি ফণির মাথার মণি,
তাই পেয়ে সব শনি হ'ল ধনী রে!
এবার ফণী-মনসার নাগ-নাগিনী আয় রে গর্জে মার ছোবল।।
যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা,
রাজা উজির মারছে মজা,
আমরা মরি ব'য়ে তাদের বোঝা রে!
এবার জুজুর দল ঐ হজুর দলে দল্‌বি রে আয় মজুর দল।।
ও ভাই মোদের বলে হতেছে পার,
হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার রে!
তবু মোরাই জনম চলছে ঠেলে ক্লেশ-পাথরের সাঁতার-জল।।
আজ ছ'মাসের পথ ছ'দিনে যায়,
কামান-গোলা রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে কৃপায় রে!
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল!

ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গ'ড়ে —
রইনু জনম ধূলায় প'ড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চ'ড়ে রে।
আমরা চিনির বলদ, চিনি নে স্বাদ চিনি বওয়াই সার কেবল॥
ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে!
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাঁটা ময়লা কুলির সেই অনল॥
ও ভাই আমাদের কাজ হ'লে বাসি
আমরা মুটে, কল্-খালাসী!
ডুবলে তরী — মোরাই তুলতে আসি রে!
আমরা বলির মতন দান ক'রে সব পেলাম শেষে পাতাল-তল॥
মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে,
এইবারে শেষ কপাল ঠুকে'
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
এবার নূতন ক'রে মল্লভূমে গর্জাবে ভাই দল-মাদল॥
ঐ শয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথী!
ধর্ হাতিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয় আঁধার নায়ে চড়বি চল্॥

২৩০৬. 'রক্ত-পতাকার গান'

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান॥
শীতল শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি' ফোটে কুসুম
নব-বসন্ত-সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ-সহস্র বছরের হান মৃত্যু-বাণ॥
চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বদ্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও ঊর্ধ্বে,
গাহ রে গান! লাল নিশান! লাল নিশান॥

২৩০৭. রাগ : দরবারী-কানাড়া

কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ!
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ॥
হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মাণ!
শোণিত-লেখা জাগে — নাহি কি ভগবান?
মৃত্যুক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ॥

২৩০৮.

কালের শঙ্খে বাজিছে আজও তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥
নিখিল মানবের প্রথমধাত্রী
শিক্ষা-সভ্যতা-দীক্ষাদাত্রী!
আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি লভিতে তোমারি চরণ স্পর্শ॥
শিল্প সঙ্গীত বেদ বিজ্ঞান সাংখ্য দর্শন পুণ্য প্রেমধ্যান
যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহীয়ান,
বিশ্ব-সাক্ষী, মাগো সকলি তোমার দান।
জগৎ-সভা মাঝে তাহারি সন্তান আজি মলিন মুখ লাজে বিমর্ষ॥

২৩০৯. রাগ : জয়জয়ন্তী

খোলো মা দুয়ার খোলো, প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো দুপুরেই ডুব্‌ল দিবাকর গো।
সমরে শয়ান ওই, সুত তোর বিশ্বজয়ী, কাঁদনের উঠ্‌ছে তুফান-ঝড় গো॥
সবারে বিলিয়ে সুধা, সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা, কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো।
তাহারি অস্থি চিরে দেবতা বজ্র গ'ড়ে নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো।
ঐ মা যায় সে হেসে, দেবতার উপরে সে ধরা নয়, স্বর্গ তাহার ঘর গো।
যাও বীর যাও গো চ'লে, চরণে মরণ দ'লে করুক প্রণাম বিশ্ব চরাচর গো।
তোমার ঐ চিত্ত জ্বেলে ভাঙালে ঘুম ভাঙালে নিজে হায় নিবলে চিতার 'পর গো।
বেদনার শ্মশান দ'হে পোড়ালে আপন দেহে হেথা কি নাচবে না শঙ্কর গো॥

২৩১০. 'চরকার গান'

ঘোর —
ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই সদাই শুনতে যেন পাই,
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর॥
ঘর ঘর তুই ঘোর্ রে জোর ঘর্ঘর ঘর্ ঘূর্ণিতে তোর,
ঘুচুক ঘুমের ঘোর, তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ্ কামানের টুট্‌ক জোর॥
তুই ভারত-বিধির দান এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আস্‌বে ঘরে শুনে' তোর ঐ গান।
আর লুট্‌তে না রবে সিন্ধু-ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড়॥
হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর, তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর, তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
আবার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দু'ভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়!
ভারত বস্ত্রহীন যখন, কেঁদে ডাক্‌ল — নারায়ণ!
তুমি লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পার্‌ল না দুঃশাসন-চোর॥
এই সুদর্শন চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুট্‌ল জোর রে, ছুট্‌ল সব গুমোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্॥
তুই জোর জুলুমের দশমগ্রহ, বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর

হয়ে অন্ন বস্ত্রহীন আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ
দেশ ডুব্‌ছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আন্‌লে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুল্‌লে স্বর্গ মুক্তি-দোর ॥
শাস্‌তে জুলুম নাশতে জোর,
খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
মোরা ঘুমিয়েছিলাম, জেগে দেখি চল্‌ছে চরকা, রাত্রি ভোর ॥
তুই সাত রাজারই ধন, দেশ-মা'র পরশ-রতন,
তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ মন।
তুই মায়ের আশিস্, মাথার মানিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রু-লোর

২৩১১.

চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদেব
চেয়েও জ্যোতি।
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কী শক্তিমতী ॥
শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী,
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি,
যদি না রহিত অবরোধের দুর্গ, হতো না এ দুর্গতি ॥
তুমি দেখালে নারীর শক্তি স্বরূপ — চিন্ময়ী কল্যাণী,
ভারত জয়ীর দর্প নাশিয়া মুছালে নারীর গ্লানি।
তুমি গোলকুণ্ডার কোহিনূর হীরা সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছ নিরুপম,
রণরঙ্গিনী ফিরে এসো,
তুমি ফিরিয়া আসিলে, ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী[১] ॥

১ নারীর সেই শক্তি

২৩১২.

জগতে আজিকে যারা
আগে চলে ভয়-হারা
ডেকে যায় আজি তারা,
চল্ রে সুমুখে চল।
পিছু পানে চেয়ে' মিছে
প'ড়ে আছি সব নীচে,
চাস্‌নে রে তোরা পিছে
অগ্র-পথিক দল ॥
চলার বেগে উঠবে জেগে বনে নূতন পথ
বর্তমানের পানে মোদের চল্‌বে অরুণ-রথ,
অতীত আজি পতিত রে ভাই, রচ্‌ব ভবিষ্যৎ।
স্বর্গ মোরা আন্‌ব, না হয় যাব রসাতল ॥
রইব না পিছে প'ড়ে
অতীতের কঙ্কাল ধ'রে,
বইবে নব জীবন-স্রোত যৌবন-চঞ্চল।
বিশ্ব-সভাঙ্গনে সকল জাতির সনে
বসিব সম-আসনে গৌরব-উজ্জ্বল ॥

২৩১৩.

জননী! জননী! আবার জাগো শুভ্র শারদ-প্রাতে।
আঁখি তোল অনসিত অনাহত মহিমাতে॥
আকশে তরুণোদয়
স্বপ্ন কুহেলিময়,
তরুণ উষার জয় জয় কনক কিরীট মাথে॥
পত্রে পুষ্পে গন্ধে বনানী মুখরিত
শিশিরসিক্ত তৃণে অঞ্চল আলুলিত।
বন্দিনী মোর মা গো
ক্রন্দন রাখি জাগো,
নব চেতনার ছন্দে, কবির বন্দনাতে॥

২৩১৪. মিশ্র সুর, তাল : একতাল

জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা॥
তোমার স্নেহ যায় ব'য়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল পাটি পাতা॥
স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলি-মাখা পথে
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-ভারতে,
ঊর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার বিজয়-গাথা॥
আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতেরে প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে,
তোমার কোলের লোভে মা গো রূপ ধ'রে আসেন বিধাতা॥
ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে,
দেখে শুনে হয় মা মনে, নেইক বিচার, নেই বিধাতা॥

২৩১৫. রাগ : তিলককামোদ ও শুভাবতী, তাল : গীতাঙ্গী

জয় ভারতী শ্বেত শতদল বাসিনী,
বিষ্ণু-শরণ-চরণ আদি বাণী।
কণ্ঠ-লীনা বাজিছে বীণা,
বিশ্ব ঘুরে গাহে সে সুরে জয় জয় বীণাপাণি॥
শুনি সে-সুর অন্ধ নভে
উদিল গ্রহ তারকা সবে,
মাতিল আলো-মহোৎসবে মা, বিশ্বরানী॥
আদি সৃজন-দিনে অন্ধ ভুবনে,
তোমার জ্যোতি আলো দিল মা নয়নে।
জ্ঞান-প্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে,
ধেয়ান-সুন্দর করিলে সব[১] নিখিলে,
উর মা উর আঁধার-পুরে আলো দানি[১]॥

১. মা

২৩১৬.

জয় হে জনগণ-অধিপতি জয়।
হে দেবপূজ্য-নিঃশঙ্ক নির্ভয়॥
প্রতাপে ভাস্বর তুমি আদিত্য হে
মৃত্যু তোমার চরণে ভৃত্য হে,
সিংহাসন তব ব্যথিত চিত্ত হে —
হে রাজ সন্ন্যাসী চির-অসংশয়॥
সিংহ-বিক্রম শত্রুজিৎ শূর
চক্রপথে তব উষর বন্ধুর,
দুর্দিনে এই দুর্গশিরে তুমি —
আশার কেতন-মন্ত্র অভয় জয় হে॥

২৩১৭.

জয় হোক জয় হোক —
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক,
সত্যের জয় হোক, জয় হোক॥
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি,
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক জয় হোক জয় হোক॥
দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক
দুখ দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক,
মৃত্যুবিজয়ী হোক্ অমৃত লভুক —
ভয়-ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক।
রবে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার
বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হয়ে বাঁধার গিরি মরু পারাবার —
নির্যাতিত ধরা মধুর, সুন্দর প্রেমময় হোক,
জয় হোক জয় হোক॥

২৩১৮.

জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবালো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাঙলাদেশের কাশী —
জাগো বঙ্গবাসী॥
তোরা হত্যা দিতিস্ যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপ্‌নি আসি'।
জাগো বঙ্গবাসী॥
মোহের যার নাই ক অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা-বোনে সর্ব্বস্বান্ত করছে বেদী-মূলে।
তোদেরে পূজার প্রসাদ ব'লে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে —
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস্ পাপ-ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী॥
পুণ্যের ব্যবসাদারী
চালায় সব এই ব্যাপারী,

জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে যে ভিখারি শিব বেড়াল ভিক্ষা ক'রে —
ওরে তাঁর পূজারী দিনে-দিনে ফুলে' হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী॥
এইসব ধর্ম-ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী,
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে ব'সে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে প'শে।
আর ভক্ত তোরা পূজিস্ তারেই যোগাস্ খোরাক সেবা-দাসী।
জাগো বঙ্গবাসী॥
দিয়ে নিজ রক্তবিন্দু
ভরালি পাপের সিন্ধু,
ডুব্‌লি তায় ডুব্‌লি হিন্দু ডুবালি দেব্‌তারে।
দ্যাখ্ ভোগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদীর রূপাধারে।
পূজারীর কমণ্ডলুর গঙ্গা-জলে মদের ফেনা উঠ্‌ছে ভাসি'।
জাগো বঙ্গবাসী॥
দিতে যায় পূজা-আরতি
সতীত্ব হারায় সতী,
পুণ্য-খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে।
তার ভোগ-মহলের জ্বল্‌ছে প্রদীপ তোদের পুণ্য-ঘিয়ে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী॥
তোরা সব শক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি।
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।
তোরা পূজারীকে করিস্ পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে।
মার্ অসুর শোধ্‌রা সে-ভুল, আদেশ দেন মা সর্বনাশী —
'জয় তারকেশ্বর' ব'লে পর্‌বি রে, নয় গলায় ফাঁসি!
জাগো বঙ্গবাসী॥

২৩১৯. রাগ : টোড়ি, তাল : কাওয়ালি

জাগো জাগো! জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে ডাকে উষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায় রবি রাঙা মহিমা,
গাহে প্রভাত-পাখি হের নিশি পোহালো॥
জাগো ঊর্ধ্বে ধরার শিশু স্বপ্ন-আতুর,
নব বিস্ময় লোকে জাগো সৃজন-বিধুর।
রাঙা গোধূলি-বেলা র'চ ধূলির ধোঁওয়ায়,
আনো কল্প-মায়া, নাশো গহন কালো॥

২২২০.

জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয়!
ভারত চাহে তোমায় হে বীর-বরণীয়॥
চিতার ঊর্ধ্বে হে অগ্নিশিখা,

উর্ধ্বে কারার বন্ধহারা, হে বীর জাগো!
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয়॥
ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো,
বজ্র-বাণী অম্বরে হানি' জাগো!
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়ো॥
ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়ন-লীনা জাগো!
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয়॥

(দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মহাপ্রয়াণে)

২৩২১.

জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো ভাগ্যহত।
তব গৌরব-কেতন সমুন্নত ঐ হ'ল আনত॥
লক্ষ্মীর চরণের আল্‌পনা হায়,
ওরে গৃহ অঙ্গনে তোর যায় মুছে যায়।
মন্দির বিগ্রহ ধূলায় লুটায় —
মাহেন্দ্র-ক্ষণ ঐ হ'ল রে গত॥

২৩২২. 'ছাত্রদলের গান'

জাগো রে তরুণ দল।[১]
(স্বতঃ) উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায় জাগো প্রাণ-চঞ্চল।
ভেদ বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি' জাগো উন্নত-শির'
জবা-কুসুম-সঙ্কাশ জাগো বীর
বিধি নিষেধের ভাঙো অর্গল॥
ধর্ম, বর্ণ জাতির উর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ,
তোমার অভ্যুদয়ে হবে সব বিরোধের অবসান।
সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো
সকল মানুষে উর্ধ্বে ধরিয়া তোলো,
তোমাদের চাহে আজ নিখিল জন-সমাজ
বিধাতার সম জাগো প্রেম-প্রোজ্জ্বল॥[২]

১ জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল'
২ তোমাদের চাহে নিখিল জন সমাজ / আনো জ্ঞান দীপ এই তিমির মাঝ

২৩২৩. 'মার্চের সুর'

দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান
গাহে আজি উদ্ধত গান।
লঙ্ঘি' গিরি-দরি ঝঞ্ঝা নূপুর পরি'
ফেরে মন্থন করি' অসীম বিমান॥
আমাদের পদভরে ধরা টলমল
অগ্নিগিরি ভয়ে মন্থর নিশ্চল,
কম্পমানা ধরা শান্ত অটল —
চরণে লুটায় ঘোর সিন্ধু-তুফান॥
মোরা উচ্ছৃঙ্খল ঘোর স্পর্ধা ভরে
ভাঙি দ্বার, নিষেধের বজ্র-করে,

করি অসম্ভবের পানে নব অভিযান ॥
মোদের প্রণমি' যায় কাল-ভৈরব
আমাদের হাতে মৃত্যুর পরাভব,
মৃত্যু নিঙাড়ি' আনি জীবন-আসব —
মানুষে করেছি মোরা মহামহীয়ান ॥

২৩২৪. তাল : কাহার্‌বা

দুর্গম দূর পথে চল্ যাত্রী
ভয় নাহি, নাহি ভয় বলো যাত্রী ॥
মহাতীর্থের মরুপথ সঙ্গী
দুস্তর গিরি-পর্বত লঙ্ঘি,
ধরি বন ঘন কুন্তল রাত্রির —
চল্ দুর্জয় চঞ্চল যাত্রী ॥

২৩২৫. 'বোধন'

১
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
কেঁদো না , দ'মো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি,
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐ ত সেদিন, শোভিবে ও-শিরও পুষ্প-তাজে ॥
২
হ'য়ো না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু, — বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
৩
দু'দিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ
নিকট সেদিন, র'বে না এ দিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ।
পুণ্য-পিয়াসী যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে
কণ্টক-ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপ্‌বে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
৪
অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পরওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, আমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥[১]

১ হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশ্তা বাজ্ আয়েদ্ ব কিনআন্ গম মখোর' শীর্ষক গজলের ভাবচ্ছায়ায়।

২৩২৬. রাগ : জয়জয়ন্তী, তাল : দাদ্‌রা

'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি'।
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী॥
বহুদিন পরে আপনার ঘরে মা'র কোলে মাথা রাখি',
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী, জাগায়ো না তারে ডাকি'।
দেশের লাগিয়া দিয়াছে সকলি, দেয়নি নিজেরে ফাঁকি —
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি'॥
স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান
মায়ের চরণে দিয়াছে সে-বীর অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারির ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
তাই দিয়ে দিল শেষ অঞ্জলি দানবীর বৈরাগী॥
দেশবন্ধুর পার্শ্বে জ্বলিছে দেশপ্রিয়ের চিতা
এতদিন পরে বক্ষে এসেছ দুঃখের সাথী মিতা,
বহিছে অশ্রুগঙ্গা, জ্বলিছে শোকের দীপান্বিতা —
নিভে যাবে চিতা, রয়ে যাবে ধূম, চিরদিন বুকে জাগি'॥
তুমি এসেছিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-হেতু
পদ্মা ও ভাগীরথীর মাঝারে তুমি বেঁধেছিলে সেতু
অন্ধকারের বুকে ছিলে তুমি দীপ্ত চন্দ্র-কেতু —
বন্ধন হল নন্দন-ফুল-হার তোমার ছোঁয়া লাগি'॥

২৩২৭.

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল্॥
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড় ঢের মিথ্যা ছল॥
পেটে এক আর মুখে আরেক — এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম্ দামি।
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপন ফাঁকির আফসোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁয়তারা তাই, নহে তলোয়ার খাপ-কোষে।
তাই হলি সব সেরেফ আজ কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ
সত্য কথা বলতে ডরাস তোরাই আবার করবি কাজ —
ফোঁপরা ঢেঁকির নেইক লাজ।
ইলশেগুড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস্ সব রাম-ছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল॥
বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!

'ভারত হবে ভারতবাসীর' — এই কথাটাও বলতে ভয়।
এদের তোরা বলিস নেতা, এদের কথায় চলতে হয়।
বল রে তোরা বল নবীন চাই নে এসব জ্ঞান প্রবীণ।
চোখের সামনে দেশকে এরা করছে ক্লীব দিনকে দিন,
চায় না এরা — হই স্বাধীন।
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল্ কেবল।
ফাঁকা প্রেমের ফুস্-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল।
ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে সে বেকুব
'ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এসো বেদান্ত।'
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ, অমনি হবে কৃতান্ত।
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ বিফল ভাই ঐ প্রেম-সেবক।
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্।
সেও ভি আচ্ছা, মরব্ পিয়ে মৃত্যু-শোণিত এ্যালকাহল॥

২৩২৮.

ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা!
(এরা) লতা নয় পরদেশী অসুর ছানা॥ (ধুয়া)
ইহাদের সবংশে কর কর নাশ,
এদেরে দগ্ধ ক'রে কর ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশ্‌মন, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা —
(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, আনে অভাব নরক
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক॥
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা॥ (ধুয়া)
(এরা) বাংলার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ
(এসো) সমূলে কচুরী-পানা ক'রে ফেলি সাফ্,
(এরা) শ্যামল বাঙলাদেশ করিল শ্মশান,
(এরা) শয়তানী ধূর্ত দুর্ভিক্ষ-আনা।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা॥ (ধুয়া)
(কাল) সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়
(এরা) রক্তবীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই
(এরে) নির্মূল ক'রে ফেল শুন না মানা
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা॥ (ধুয়া)

২৩২৯.

নবীন আশা জাগ্‌ল যে রে আজ।
নূতন রঙে রাঙা তোদের সাজ॥

কোন সে বাণী বাজল প্রাণের মাঝ,
বাজরে বীনা বাজ, দীপক-তানে বাজ
আপন কাজে পাস্ রে কেন লাজ?
এগিয়ে গিয়ে ধর্ রে নিজের কাজ।
শির্ উচিয়ে দাঁড়া জগৎ-মাঝ!
তোদের কণ্ঠে হানে যেন প্রবল বাজ॥
ফেলে দে রে যা কিছু সব জীর্ণ
রিক্ত যা, হবে তা দীর্ণ।
থাকিস্ নে ব'সে কেউ শীর্ণ
দুন্দুভি-ঢাক বাজুক না রে আজ॥

২৩৩০. নাটিকা : 'সেতুবন্ধ'

নমো নমো নমঃ হিম-গিরি-সুতা দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায় মর্ত্যে করিলে ধন্যা॥
আছাড়ি' পড়িছ ভীষণ রঙ্গে
চূর্ণি' পাষাণ ভীম-তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরণী ভ্রূকুটি ভঙ্গে —
ভুজগ-কুটিল বন্যা॥
কূলে কূলে তব কন্যা-কমলা
শস্যে কুসুমে হাসিছে অচলা,
বন্দিছে পদ শ্যাম-অঞ্চলা —
ধরণী ঘোরা অরণ্যা।

২৩৩১.

নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু সাগর মন্থন শেষ আসে মৃত্যুঞ্জয়॥
কৃষ্ণাতিথির তিমির হরণ
আসিল কৃষ্ণ তিমির বরণ,
দিকে দিকে ঐ গাহে জনগণ —
জয় হে জ্যোতির্ময়॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর
আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার,
ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়।
ধ্বংসের মাঝে বংশী বাজায়,
নিখিলের হৃদি বেদনা-আভায় —
নবীন অভ্যুদয়॥

২৩৩২.

পর হবে তোর আপন জনে (তুই) ভাবনা তবু করিস্ নে।
হয়ত তরী ডুববে জলে (তবু) তুফান দেখে ডরিস্ নে॥
ছেড়ে যাবে বন্ধু জ্ঞাতি
আসবে ঘিরে আঁধার রাতি,
জ্বালিয়ে পাঁজর জ্বালবে বাতি —
মরবি তবু টলিস্ নে॥

তোর বেদনায় গলবে সব
তোর আপন জনই আপন রবে,
তুই আপন পথে চল নীরবে —
কারুর চরণ ধরিস্ নে॥

২৩৩৩.

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক!
(এই) খোদার উপর খোদকারী তোর মানবে না আর সর্বলোক॥
নানান মুনির নানান মত্ যে, মানবি বল্ সে কার শাসন?
কয়জনার বা রাখবি মন?
একজনকে মানলে করবে আর একে সমাজ নির্বাসন, চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন!
সকল পথের লক্ষ্য যিনি চোখ পুরে নে তাঁর আলোক॥
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, অধিক সত্য প্রাণের টান
প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।
বিশ্ব-পিতার সিংহ-আসন প্রাণ বেদীতেই অধিষ্ঠান,
আত্মার আসন তাইত প্রাণ।
জাত-সমাজের নাই সেথা ঠাঁই জগন্নাথের সাম্য লোক
জগন্নাথের তীর্থ লোক॥
চিনেছিলেন খ্রিস্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মোহাম্মদ ও রাম
মানুষ কী আর কী তার দাম!
(তাই) মানুষ যাদের করত ঘৃণা, তাদের বুকে দিলেন স্থান,
গন্ধী আবার গান সে-গান।
(তোরা) মানব-শত্রু, তোদেরই হায় ফুটল না সেই জ্ঞানের চোখ॥

২৩৩৪.

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়, জয় জীবনের জয়।
শক্তিহীনের বক্ষে জাগাবো শক্তির বিস্ময়, জয় জীবনের জয়।
ডঙ্কা বাজায়ে শঙ্কা-হরণে
আনিব সমরে অমর মরণে,
কণ্টক-ক্ষত নগ্ন চরণে দলিব মৃত্যু-ভয়, জয় জীবনের জয়॥
অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধ'রে ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।
আমাদের শত শব-চিন্ ধরি'
আসিবে শক্তি প্রলয়ঙ্কারী
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতরী' নবীন অভ্যুদয়, জয় জীবনের জয়॥

২৩৩৫. 'মুক্তবন্দী'

বন্দি তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীন।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর! জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!
অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয়-বছর,
অম্বরে শোনো ডমরু বাজে — 'অগ্রসর হও, অগ্রসর।'
কারাগার ভেদি' নিঃশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন্ ক্রন্দসীর,
ডান-আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম-আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর॥

পথ-তরু-ছায় ডাকে 'আয় আয়' তব জননীর আর্তস্বর,
এ আগুন-ঘরে কাঁপিল সহসা 'সপ্তদশ সে বৈশ্বানর'।
আগমনী তব রণ-দুন্দুভি বাজিছে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী উল্কা-পথিক চির-সৈনিক উচ্চ-শির॥
রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব বলে।
ভুলো না বন্ধু, দলেছে দানব যুগে যুগে তব পদ-তলে!
এ নহে বিদায়, পুন হবে দেখা অমর সমর-সিন্ধু-তীর,
এসো বীর এসো, ললাটে এঁকে দি' অশ্রু-তপ্ত লাল রুধির॥

* জনৈক অগ্নি সৈনিকের ছয় বছর কারা-ভোগের পর মুক্তি উপলক্ষে অভিনন্দন গীতি।

২৩৩৬. 'আশু-প্রয়াণ গীতি'

কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ॥
বাঙলার ঋষি, বাঙলার জ্ঞান বঙ্গবাণীর শ্বেতকমল,
শ্যাম বাঙলার বিদ্যা-গঙ্গা অবিদ্যা-নাশী তীর্থজল!
মহামহিমার বিরাট পুরুষ শক্তি-ইন্দ্র তেজ-তপন —
রক্ত-উদয় হেরিতে সাহসা হেরিনু সে-রবি মেঘ-মগন।
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ॥
মদ-গর্বীর গর্ব-খর্ব বল দর্পীর দর্প-নাশ
শ্বেত-ভীতুদের শ্যাম বরাভয় রক্তাসুরের কৃষ্ণত্রাস।
নব ভারতের নব আশা-রবি প্রাচীর উদার অভ্যুদয়
হেরিতে হেরিতে সহসা বিদায়-গোধূলি গগনময়।
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ॥
গিরি কাঞ্চন-জঙ্ঘা গিরিল — বাঙলার যবে দিন-দুপুর।
শিশুক-হাঙর শোষিছে রক্ত, মৃত্যু শোষিছে সাগর-প্রাণ, —
পরাধীনা মা'র স্বাধীন সুতের মেদ-ধূমে কালো দেশ-শ্মশান।
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ॥
অরাজক মারী মড়া-কান্নায় দেশ-জননীর বদ্ধ শ্বাস,
হে দেব-আত্মা! স্বর্গ হইতে দাও কল্যাণ, দাও আভাস,
কেমন করিয়া মৃত্যু মথিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় মানব;
শব হয়ে গেছ, শিব হয়ে এসো দেবকী-কারার নীল কেশব।
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ॥

২৩৩৭.

বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব।
বাজাও! অগ্নি তূর্য কাঁপাক সূর্য বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তড়িৎ-বহ্নি আগে,
ভেরীর রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি-গরব॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে,
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুন দাও গৌরব॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য,
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! নিবীর্য্য এ তেজঃসূর্য্যে,
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্য্যে,
শৌর্য, ধৈর্য্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব॥

২৩৩৮.

বিশাল-ভারত-চিত্ত-রঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে।
কাণ্ডারি হে, দেখাও দিশা অসীম অশ্রু-সাগর-নীরে॥
নাই দিশারী নাই সেনানী, আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম ল'য়ে,
সাগর-দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে॥
রাজৈশ্বর্য বিলিয়ে, নিলে হে বৈরাগী ভিক্ষাঝুলি,
সোনার অঙ্গে মাখ্‌লে তুমি পায়ে-চলা পথের ধূলি।
দেশজননী ত্রিশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুলতে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্যে তাহার মাতৃ হিয়া,
কে পরাবে রানীর মুকুট বন্দিনী মার রিক্ত শিরে॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে

২৩৩৯. মার্চের সুর

বীরদল আগে চল্‌
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল॥
আয় ওরে আয় তালে তালে পায়ে পায়ে
আশা জাগায়ে নিরাশায়।
আয় ওরে আয় প্রাণহীন মরুভূমে,
আয় নেমে বন্যার ঢল॥
ঝঞ্ঝার বাজে রণ-মাদল চল্‌ চল্‌
ভোল্‌ ভোল্‌ জননীর স্নেহ-অঞ্চল॥

ডাকে বিধুর প্রিয়া সুদূর
ভোল্ তারে ডাকে তোরে তূর্য-সুর।
দল্ দল্ পায়, ভয় ভাবনায়,
শ্মশানে জাগা প্রাণ
আপন-ভোলা পাগল॥

২৩৪০.

ভয় নাই ভয় নাই হে বিজয়ী
জাগো ঊর্ধ্বে মোদের দেবী শক্তিময়ী।
অবনত এ জাতির প্রার্থনা ওই —
তব ললাটে জ্বলে জয়টীকা ভাস্বর,
তব বিজয় যাত্রা-পথে শঙ্খ বাজে হে বীরবর॥

২৩৪১.

ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের ধ্যান।
দেশ হারায়েছে — হারায়নি তা'র আত্মা ও ভগবান॥
তাহার ক্ষাত্রশক্তি গিয়াছে
প্রেম ও ভক্তি আজও বেঁচে আছে,
আজিও পরম ধৈর্য্য ও বিশ্বাসে —
তার আশা-দীপ জ্বালিয়া রেখেছে রেখেছে সেই ভাগবত জ্ঞান।
দেহের জীর্ণ পিঞ্জরে তার প্রাণ কাঁদে নিরাশায়,
'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণী ভুলিতে পারে না হায়!
সেই আশ্বাসে আজ নব অনুরাগে
পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে,
জেগেছে সুপ্ত-সিংহ, এসেছে দিব্য অসি-কৃপাণ॥

২৩৪২.

ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে দুঃখ-রাতের তিমির হরি'।
হাতে ল'য়ে সোনার ঝাঁপি সুধার পাত্রে সুধা ভরি'॥
আঁচলে তোর উঠুক দুলে, নবীন ধানের মঞ্জরি সে
অঙ্গনতল মাতিয়ে দে মা, দোয়েল শ্যামার মধুর শিসে,
ফিরিয়ে দে সেই হারিয়ে যাওয়া রত্ন বোঝাই সোনার তরী॥
লক্ষ্মী মায়ের সন্তান আজ, হায় রে কেন লক্ষ্মী-ছাড়া?
দু মুঠো ভাত নেইকো পেটে, তৃষ্ণায় নেই তৃষ্ণা-ধারা।
কোন্ পাপে আজ সোনার এ দেশ শ্মশান হল দে মা ব'লে
দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ, ভরল ভুবন হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে, বাঁচা মা তোর পায়ে ধরি॥

২৩৪৩.

কোরাস্ : ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী, সন্তান দ্বারে উপবাসী।
দাও মানবতা, ভিক্ষা দাও! জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো, জাগো রে! জাগো রে॥

১.
মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য়
কোটি বীরসুত ঐ হের দায়,
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে। কার যানে?
দ্বার খোলো দ্বার খোলো! একবার ভুলে ফিরিয়া চাও॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
২.
জননী আমার ফিরিয়া চাও! ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!
চাই মানবতা, তাই দ্বারে কর হানি মা গো বারে বারে —
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
পুরুষ-সিংহ জাগো রে সত্যমানব জাগো রে!
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৩.
লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার,
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত জেনেছে সত্য-হত্যা সার॥
অত্যাচার! অত্যাচার!
ত্রিশ কোটি নর-আত্মার যারা অপমান হেলা করেছে রে
শৃঙ্খল গলে দিয়েছে মা'র।
সেই আজ ভগবান তোমার! অত্যাচার! অত্যাচার!!
ছি ছি ছি ছি ছি ছি নাই কি লাজ —
নাই কি আত্মসম্মান ওরে নাই জাগ্রত ভগবান কি রে
আমাদেরো এই বক্ষোমাঝ?
অপমান বড় অপমান ভাই মিথ্যার যদি মহিমা গাও॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৪
আল্লায় ওরে হকতা'লায়,
পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়;
আজাদ-মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা করেছে দাস —
সেই আজ ভগবান তোমার! সেই আজ ভগবান তোমার!
সর্বনাশ! সর্বনাশ!
ছি-ছি নির্জীব পুরবাসী আর খুলো না দ্বার! জননী গো! জননী গো!
কার তরে জ্বাল উৎসব-দীপ? দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!!
মঙ্গল-ঘট ভেঙে ফেল, সব গেল মা গো সব গেল!
অন্ধকার! অন্ধকার।
ঢাকুক এমুখ অন্ধকার! দীপ নেবাও! দীপ নেবাও॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৫
ছি ছি ছি ছি একি দেখি গাহিস্ তাদেরি বন্দনা-গান
দাস সম নিস্ হাত পেতে দান
ছি-ছি-ছি-ছি-ছি-ছি ওরে তরুণ ওরে অরুণ!

নরসুত তুমি, দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন মুছিয়া দাও!
ভাঙিয়া দাও, এ-কারা এ-বেড়ি ভাঙিয়া দাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৬
পরাধীন ব'লে নাই তোমাদের সত্য-তেজের নিষ্ঠা কি?
অপমান স'য়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ছি!
মরি লাজে, লাজে মরি'!
এক হাতে তোরে পয়জার মারে, আর হাতে ক্ষীর সর ধরি'!
অপমান সে যে অপমান!
জাগো জাগো ওরে হতমান!
কেটে ফেল লোভী লুব্ধ রসনা, আঁধারে এ হীন মুখ লুকাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৭
ঘরের বাহির হ'য়ো না আর,
ঝেড়ে ফেল হীন বোঝার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখ ঢাকুক লজ্জা অন্ধকার।
পরিহাস ভাই পরিহাস সে যে,
পরাজিতে দিতে মনোব্যথা — যদি জয়ী আসে রাজ-রাজ সেজে।
পরিহাস এ যে নির্দয় পরিহাস! ওরে কোথায় যাস্
বল্ কোথা যাস ছি ছি পরিয়া ভীরুর দীন বাস?
অপমান এত সহিবার আগে হে ক্লীব, হে জড়, মরিয়া যাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও ...
৮
পুরুষসিংহ জাগো রে! নির্ভীক বীর জাগো রে!
দীপ জ্বালি' কেন আপনারি হীন কালো অন্তর
কালামুখ হেন হেসে দেখাও!
নির্লজ্জ রে ফিরিয়া চাও!
অন্ধকার! অন্ধকার!
নিশ্বাস আজি বন্ধ মা'র
অপমানে-নির্মম লাজে,
তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে —
দীপ নেবাও! দীপ নেবাও! আপনার পানে ফিরিয়া চাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও ...

২৭৪৪.

ভূমিকম্পের প্রলয়-লীলায় সব হ'ল ছারখার;
ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর।
ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও, কাঁদন কি ঐ শুনিতে পাও —
বিত্তবিহীন চিত্ত ভরিয়া সকরুণ হাহাকার ॥
সারা জীবনের শ্রম-সঞ্চিত
সম্পদ হ'তে হ'য়ে বঞ্চিত
রিক্ত হস্ত জনগণ হের ফিরিতেছে দ্বার দ্বার।
তোমার ক্ষুধার অন্নে আছে এ ক্ষুধিতের অধিকার ॥

আর্ত বিহারী তরে এ ভিক্ষা
নহে হে বন্ধু, করে প্রতীক্ষা,
দ্বারে তব দীন পীড়িত মানুষ প্রার্থনা সবাকার।
এই পীড়িতেরে ফিরাতে কে পাবে, রুধিবে কে আজি দ্বার ॥
আজ যাহা দিবে সম্বলহীনে
ফিরায়ে তা পাবে তব দুর্দিনে,
ঐশ্বর্যের পরিণতি হের সমুখে তব বিহার।
ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া হে দাতা বর লহ বিধাতার ॥

২৩৪৫. তাল : দাদ্‌রা

ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগো।
কবে সে ঘুমালি মরণ-ঘুমে মা আর তো জাগিলি না গো ॥
চরণে কাঁদে মা তেমনি জলধি
বক্ষ আঁকড়ি কাঁদে নদ-নদী,
ত্রিশ কোটি সন্তান নিরবধি —
কাঁদে আর ডাকে মা গো ॥
যে তিতিক্ষা যে শিক্ষা ল'য়ে
অতীতে ছিলি মা রাজরানী হয়ে,
ল'য়ে সে-মহিমা পুন নির্ভয়ে —
বিশ্ব-বুকে-দাঁড়া গো ॥
বিশ্বের এই খল কোলাহলে
তুই আয় কল্যাণ-দীপ জ্বেলে',
বিরোধের শেষে তুই শান্তি মা —
মৃত্যু শেষে সুধা গো ॥

২৩৪৬. নাটিকা : 'ভূতের ভয়'

মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভ'রে মার খেয়েছি আর প্রাণে না সয় ॥
তোদের পিঠ হয়েছে বারোয়ারী ঢাক, যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মায়ের পিঠে পড়ুক না এবার!
তোরা নবীন মন্ত্র শোন্ আমাদের — 'প্রহার ধনঞ্জয়' ॥
আছে তোদের গায় ভূতের লেখা হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে-মার, এসেছে আজ দিন।
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু বনের পশু জয় ॥
ওরে দৈন্যেরে তোর সৈন্য ক'রে রণের করিস্ ভান,
খর- স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয় — 'সাগর অভিযান'!
তোরা যজ্ঞ করিস্ অযোগ্য সব — প্রাণে মৃত্যু-ভয় ॥
তোদের হাড্ডি গেছে, মাংস গেছে, চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস্ তোরা যজ্ঞ-অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার আগুন জ্বালাময় ॥

২৩৪৭. 'বন্দনা-গান'

কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি।
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥

তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে।
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথ চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দী-বাস।
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥
মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই,
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।
জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহাই আজ।
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥
কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে!
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে!
মুক্তির লাগি' মিলনের লাগি' আহুতি যাহারা দিয়েছে প্রাণ,
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান।
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদের ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥

২৩৪৮.

সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম।
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য — পুরুষ মহামহিম ॥
সাম্য ওমর ফারুকের তুমি, আলীর জুলফীকার
সম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
নিরাকার কারবালা-প্রান্তরে দুল্‌দুল্ আসওয়ার —
জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম ॥
কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন্ মহামুক্তির
ভাঙিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হলে মুক্ত-লোকে বাহির,
খান্ খান্ হয়ে টুটিল অমনি চরণের জিঞ্জীর —
রাঙিল আকাশ, বন্দীর বুকে জাগিল আশা অসীম ॥
শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙিলে সবার নিদ
বুকের রক্তে সুবহ-সাদেক আনিয়া হ'লে শহীদ,
জাগিল কাবুল, মেসের, ইরান, তুর্ক, আরব, হিন্দ্ —
তুষার-সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ারে ভীম ॥
সউদ, কামাল, জগাগুল-পাশা, ইবনে-করিম বীর
তোমার মানস-পুত্রের রূপে এলো উন্নত শির,
দীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর —
'প্রাচী'র গর্ব সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম ॥

২৩৪৯.

সেই আমাদের বাংলাদেশ!
রাজরানী আজ ভিখারিনী কাঁদছে বনে লুটিয়ে কেশ ॥
মুক্ত-ধারা সে-নদী আজ মন্দ-গতি বন্ধনে,
সুনীল আকাশ অশ্রু-মলিন নিপীড়িতের ক্রন্দনে।

ধূলায় ছিল সোনার রেণু ঘরে ঘরে সুখ-বিলাস
নিঃশ্বসিয়া ফিরছে হেথা চাঁদ-কেদারের দীর্ঘশ্বাস,
বাতাসে হায় ফিরছে উড়ে বীর প্রতাপের ভস্ম-শেষ ॥

২৩৫০.

হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি,
পলাশী, হায় পলাশী ॥
আত্মঘাতী স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুমকুম্‌,
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ কুসুম।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি' ॥

২৩৫১. রাগ : ছায়ানট, তাল : দাদ্‌রা

হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই ভারতের দুই আঁখি-তারা।
এক বাগানে দুটি তরু — দেবদারু আর কদমচারা ॥
যেন গঙ্গা সিন্ধু নদী
যায় গো ব'য়ে নিরবধি,
এক হিমালয় হতে আসে, এক সাগরে হয় গো হারা ॥
বুলবুল আর কোকিল পাখি
এক কাননে যায় গো ডাকি',
ভাগীরথী যমুনা বয় মায়ের চোখের যুগল-ধারা ॥
পেটে-ধরা ছেলের চেয়েও চোখে ধরার মায়া বেশি,
অতীতে ছিল অতিথি, আজ সে সখা প্রতিবেশী।
ফুল পাতিয়ে গোলাপ বেলি
এক সে-মায়ের বুকে খেলি,
পাগল তারা — ভিন্ন ভাবে আল্লা ভগবানে যারা ॥

২৩৫২.

হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ মোদের মহাভারত হোক সার্থক নাম।
হোক এই জাতি ধর্মে এক, কর্মে এক, মর্মে এক —
এক লক্ষ্যে মধুর সখ্যে,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক আর্য্যাবর্তধাম ॥

২৩৫৩.

আজ লাচানের লেগেছে যে গাঁদি গো আজ লাচানের লেগেছে গাঁদি।
আমার কোমর কাঁকাল ভেঙে গেছে লেচে লেচেও দাদি —
আজ লাচানের লেগেছে গাঁদি ॥
মাদলের বোল : হুর্‌র্‌ দাদা, দাদারে দাদা!
তিন দাদা পুত্‌ নাতিন্‌ নাচে দাদারে দাদা!
নাতিন নাচে পুতিন নাচে সতীন নাচে শ্যাওড়া গাছে দাদারে দাদা!
তিন দাদা পুত্‌ নাতিন নাচে ॥
বড়্‌কী নাচে ছুটকী নাচে মুটকি নাচে ধাতিন্‌ তিং,
সুটকি নাচে ধুপী নাচে নাচে সাথে আহ্লাদী।
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি ॥
মাদলের বোল : ও গিজে, মুড়কি ভিজে! ও গিজে রেল ঠুকে দে!

শিরীষের বাগান-ধারে হাত বাড়ালে পয়সা পড়ে!
ওরে আমার ফকিরচাঁদ গাই দুয়াবো বাছুর বাঁধ।
বুড়ী নাচে ভুঁড়ি নাচে নাচে ছোঁড়া ছুঁড়ি গো,
আবার গোদা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচিছে খাঁদা খাঁদি।
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি॥
মাদলের বোল : ও গিজে যাস্‌নে ভিজে, ও গিজে ঠান্‌দিদি যে!
সাবাস বেটি বকন-ছা, কলামোচায় ফড়িং খা।
ও গিজে তাল ভটাভট! ও গিজাং ঘিচ্‌তা ঘিচাং ঘিচ্‌তা ঘিচাং!
ও গিজে যাচ্চলে যা বরিশ্যল্যা পাবনা ঢাকা খুলন্যে জেলা!
তেহাই : পিঁয়াজ পিঁয়াজ রসুন খাক্‌
যার পাঁঠা তার বাপের গোয়ালে যাক্‌, খাক্‌, কাঁকুড় খাক্‌
তোর ছেলে তোর দাদার ছেলে।
হুল্লোড় ধ্বনি : হুরর্‌ হুরর্‌

২৩৫৪.

আবু আর হাবু দুই ভায়ে সদাই ভীষণ দ্বন্দ্ব!
বোঝালে বোঝে না, এক ভাই কানা আর এক ভাই অন্ধ॥
হাবু বলে, 'আবু, বিশ্রী দেখায় শীগ্‌গির চাঁচ দাড়ি!'
আবু বলে, 'পারের টিকিট, টিকি কাট তাড়াতাড়ি!'
টিকি ও দাড়িতে চুলোচুলি বাধে ট্রাম বাস হয় বন্ধ॥
হাবু বলে, 'আবু, তোর কি তাহাতে, বাঁচুক, মরুক তুর্কী
বেঁচে থাক তুই আর বেঁচে থাক তোর দর্গার মুর্গী!'
আবু বলে, 'দাদা, মুর্গী বাঁচাতে ছুটি যে সমরকন্দ'॥
হাবু বলে, 'আবু, কাছা দে শীগ্‌গির!' আবু বলে, 'ছাড় গামছা!'
হাবু আনে ছুটে' খুন্তি, আবু উঁচাইয়া ধরে চামচা।
আবু যায় চ'লে কাঁকিনাড়া, হাবু চ'লে যায় গোয়ালন্দ॥
আবু তেড়ে আসে লুঙি তুলে', হাবু বাগাইয়া ধরে কোঁচা,
আবু বের করে ছোরাছুরি, হাবু দেখায় বাঁশের খোঁচা।
হাবু বলে, 'দেবো ভুঁড়ি চাপা', আবু দেখায়, অর্দ্ধচন্দ্র॥
টিকি আর দাড়ি ছেড়ে আড়াআড়ি সহসা হইল দোস্ত
আবু খায় কিনে গোস্ত কাবাব, হাবু খায় বড়ি পোস্ত,
হাতাহাতি ভুলে হাতে হাত দিয়ে দু ভায়ে করে আনন্দ॥

২৩৫৫.

আমার হরিনামে রুচি, কারণ, পরিণামে লুচি
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।
আমি মালপোর লোভে এ কল্লোকে তল্পী বাঁধিয়া এসেছি মন॥
'রাধা-বল্লভী' লোভে পূজি রাধা-বল্লভে,
আসি রসগোল্লার তরে রাস মোচ্ছবে।
আমার গোল্লায় গেছে মন, দাদা গো, রসগোল্লায় গেছে মন।
ও তো রসগোল্লা কভু নয়
যেন ন্যাড়া-মাথা বাবাজী থালাতে হয়েন উদয়!
(আর) গজা দেখে প্রেম যে গজায় হৃদিতলে রে,
পানতোয়া দেখে প্রাণ নাচে হরি ব'লে রে!

ঐ গোলগাল মোয়া এই মায়াময় সংসার দেয় গো ভুলিয়ে,
আর ক্ষীরের খোয়াতে খোয়াইতে কুল মন ওঠে চুলবুলিয়ে।
(আমার) মন বলে হরি হরি হাত বলে হর হে,
যত অরসিকে তেড়ে আসে বলে ব্যাটায় ধর হে!
আর এই সংসারে রসিক শুধু রাঁধুনী ও ময়রাই —
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!
যারা ময়দা খেয়ে মালপো ঢালে
সেই দুই ভাই আজি এসেছে রে!
আমি চিনি মেখে গায় যোগী হব দাদা যাব ময়রার দেশে,
আর রসকরার কড়াই-এ ডুবিয়া মরিব গলে সন্দেশ ঠেসে।
ভোজন ভজহরি-র শোনো এই তথ্য
গো-ময় সংসারে ভজনই সত্য॥

২৩৫৬. 'কর্থ্যভাষা'

আমি কর্থ্য ভাষা কইতে নারি শুর্দ্ধ কথা ভিন্ন।
নেড়ায় আমি নিম্ন বলি (কারণ) ছেড়াঁয় বলি ছিন্ন॥
গোঁসাইকে কই গোস্বামী, তাই মশাইকে মোশ্বামী।
বান্‌কে বলি বন্যা, আর কানকে কন্যা কই আমি॥
চাষায় আমি চশ্‌শ বলি, আশায় বলি অশ্ব।
কোঁকে বলি কোষ্ঠ, আর নাসায় বলি নস্য॥
শশারে কই শিষ্য আমি, ভাষারে কই-ভীষ্ম।
পিসিরে কই পিষ্টক আর মাসীরে মাহিষ্য॥
পুকুরকে কই পুষ্করিনী, কুকুরকে কই কুক্কু॥
বদনকে কই বদনা, আর গাড়ুকে গুড্ডুক্কু।
চাঁড়ালকে কই চণ্ডাল, তাই আড়ালকে অণ্ডাল।
শালারে কই শলাকা, আর ডালায় বলি ডাণ্ডাল॥
শ্বশুরকে কই শ্মশ্রু, আর দাদাকে কই দদ্রু॥
বামারে কই বম্বু, আর কাদারে কই কদ্রু॥
আরো অনেক বাত্রা জানি, বুঝলে ভায়া মিশ্টু।
ভেবেছ সব শিখে নেবে, বলছিনে আর কিস্তু॥

২৩৫৭. 'ঝোড়ো গান'

আমি চাইনে হ'তে ভ্যাবাগঙ্গারাম ও-দাদা শ্যাম
তাই গান গাই আর যাই নেচে যাই ঝম্‌ঝমাঝম্ অবিশ্রাম॥
আমি সাইক্লোন্ আর তুফান আমি দামোদরের বান
খোশখেয়ালে উড়াই ঢাকা, ডুবাই বর্ধমান।
আর শিবঠাকুরকে কাঠি ক'রে বাজাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ড্রাম॥

২৩৫৮.

আমি দেখেছি তোর শ্যামে দেখেছি কদম-তলা।
আমি দেখেছি তোর অষ্টাবক্রের আঁকাবাঁকা চলা —
তার যত ছলাকলা॥
তুই মোর গোয়ালের ছিঁড়ে দড়ি
রাত-বিরেতে বেড়াস চরি,'
তুই রাখাল পেয়ে ভুলে' গেছিস্ আয়ান-ঘোষের রলা॥

২৩৫৯. নাটিকা : 'বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা'

আরে পঙ্খীরাজের বাচ্চা আমার ঘোড়া ছুইট্যা যাও।
ক্যাৎরাইয়া দুই চক্ষুরে ঘোড়া ছ্যাৎরাইয়া তাজ পাও॥
স্বর্গপানে ল্যাজ উঠাইয়া ছোট চিঁহি চুঁহু চিঁহি চুঁহু ডাইক্যা
আমরা দুজন রাত্রি জাগুম ছোলা ভিজাইয়া রাইখ্যা (রে)
ফার্স্ট যদি না হও ঘোড়া, তোমার ঘোড়ানীর মাথা খাও
হালা পটপটাইয়া খাও॥

২৩৬০. নাটিকা : 'প্রীতি-উপহার'

বেয়াই = মেয়ের বাপ। বেয়ান = বরের মা

বেয়াই : আলাপের যে ফুর্‌সৎই নেই, এসো এসো এসো বেয়ান্।
(আহা) বেয়ান যেন জিরান রসের কড়াপাকের ভিয়ান॥
বেয়ান : রসের কথা কে বলে ও? ময়রা মিন্‌সে বুঝি?
কে ও? বেয়াই? মাফ কর ভাই!
গরু-খোঁজা ক'রে আমি তোমায় ফির্‌ছি খুঁজি!
বরের বাবা : (ওগো গিন্নি, গিন্নি কোথায় গো?
অ! বেয়াই-এর সাথে ভিড়ে গেছ বুঝি!)
আহা, এঁরা যেন রাধা-কৃষ্ণ, হায়, হায় আমি মাঝে আয়ান॥
বেয়াই : হাবা-গোবা গো-বেচারী দেখতে মোদের এ বেয়ান,
কিন্তু কথায় হার মেনে যায় গুপ্তিপাড়ার ঘ'ড়েল শেয়ান!
বেয়ান : বেয়ান, তুমি জানোয়ার লোক, জানো অনেক কিছু,
ল্যাজের মত উপাধিও ঝুলছে নামের পিছু।
(আমরা) মুখ্‌খ্ সুখ্‌খু পাড়াগেঁয়ে নাই তেমনি বুদ্ধি গেয়ান।
বরের বাবা : দুই বেয়ান না হলে বেয়াই রস জমে না ভালো!
বেয়াই : আমার গিন্নি? আরে বাম! কদা-কুচ্ছিৎ কালো!
বেয়ান : খাসা তোমার মুখমিষ্টি, কথা তো নয় সুধা বৃষ্টি!
বরের বাবা : কারণ, তুমি বর্তমানে বেই মশায়ের ধেয়ান॥

২৩৬১. রাগ : পিলু, তাল : কাহার্‌বা

এ কী হাড়-ভাঙা শীত এলো মামা!
যেন সারা গায়ে ঘ'ষে দিচ্ছে ঝামা॥
হইয়া হাড়-গোড় ভাঙা দ'
ক্যাঙারুর বাচ্চা যেন গো,
সেঁদিয়ে লেপের পেটে
কাঁপিয়া মরি, ভয়ে থ'!
গিন্নী ছুটে এসে চাপা দেয় যে ধামা॥
বাঘা শীত, কাঁপি থর থর থর, যেন গো মালোয়ারী জ্বর
বেড়ালে আঁচড়ায় যেন গো শানিয়ে দন্ত নখর,
মাগো দাঁড়াতে নারি, চলি দিয়ে হামা॥
হাঁড়িতে চড়িয়ে আমায়, উনুনে রাখ গো ত্বরায়,
পেটে মোর ভরিয়া তুলো বালাপোষ কর গো আমায়!
হ'ল শরীর আমার ফেটে মহিষ-চামা।
ওরে হরে! নিয়ে আয় মোজা পায়জামা॥

২৩৬২. নাটক : 'মধুমালা'

এই কাঞ্চননগরের বাদ্‌শা নাম দণ্ডধর,
একচ্ছত্র রাজ পাট যার লাখ লাখ নফর।
রাজার বাড়িতে হলুদ বাটে হীরার শিল নোড়াতে —
সোনারূপায় ধরছে ছাতা শুকায় লইয়া ছাতে।
এত থেকেও সুখ নাই রে রাজার একি হৈল,
সাত-সলিতা ঘিয়ের বাতি নাই যেন রে তৈল।
রাজাসুদ্ধা কাঁদে যত ছাইল্যা মাইয়্যা বুড়া,
রাজার এ ধন কে খাইব, রাজা যে আঁটকুড়া।
ভোর উইঠ্যা দেখে যদি কেউ আঁটকুড়ার মুখ,
সেদিন অন্ন জোটে না তার, তার মুখে দেয় থুক্‌।
তাই না শুইনা রাজা দিলেন মন্দিরেতে খিল্‌
আঁটকুড়া মুখ দেখাইবেন না আর তেনায় এক তিল।
পানের বাটায় পান রইল আপনার ঠাঁয় পইর‍্যা,
সোনার গাড়ুর তীর্থের জল কাঁদে ঝইর‍্যা ঝইর‍্যা।
তাই না দেইখ্যা দেবতার মনে হইল কিঞ্চিৎ দয়া
বলেন রাজা ওঠ ওঠ — পুত্র হইব পয়া।
বলেন কি বলেন, তপ্ত সোনার কুমার তোমার ভরাবে রাজপুরী,
কিন্তু রাজা তাকে পরী করবে বুঝি চুরি।
আঁধার ঘরে রেখো তারে বারোটি বৎসর,
পাতালপুরীর মধ্যে রাজা বানাইয়া এক ঘর।
চাঁদ সুরুয দেখে না যেন তোমার চাঁদের মুখ,
বারো বৎসর থাকলে সেথায় কাটবে সকল দুখ।
বারো বৎসর আগে রাজা না খুলিও দ্বার,
খুলিলে উদাসী হয়ে ঘুরিবে সংসার।
মদনকুমার নাম রাখিও এইনা কবচ লও,
(এই) কবচ রানীর গলায় বাইন্দা পুত্রের আশায় রও।
কইব কি সে-দুঃখের কথা, সোনার ছাওয়াল লইয়া,
পাতালপুরীর মাঝে রাখল পাগল হইয়া।
বারো বছর পূর্ণ হইবার তিনদিন যবে বাকি,
রাজপুত্র ত কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা ফুলাইল তার আঁখি।
বলে, মাগো চন্দ্র সূর্য জন্মে দেখলাম নাকো,
একটিবার মা দেখবার দাও গো মোর মিনতি রাখ।
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা রাজপুত্রের যায় বুঝি দম ছাইড়্যা,
মনের দুয়ার খুইল্যা দিল হায় রে মায়ায় হাইর‍্যা।
সেই নারে রাজপুত্র একদিন শিকারেতে যায়,
সৈন্য লস্কর লইয়া রে ভাই কাঁদাইয়া বাপ মায়।
লোকের মুখে শুনলাম হইল শিকারে এক জ্বালা
স্বপ্নেতে রাজকুমার দেখল কন্যা মধুবালা।

২৩৬৩.

স্ত্রী : এই গাধার খাটুনির চেয়ে অনেক ভালো দাদার বাড়ি।
পুরুষ : এই নারীর শাড়ির চেয়ে — ভালো ভোজপুরীদের দাড়ি ॥

স্ত্রী : সোয়ামি ত নয় — তাড়া করে মানুষ রূপী মোষে
পুরুষ : নারী ত নয় — হুকুম জারির হাকিম যেন ব'সে।
উভয়ে : রাত্রে চোখের জল ফেল না দিনে ক'রে আড়ি॥
স্ত্রী : হদ্দ হ'য়ে মলুম মাগো মদ্দ বিয়ে ক'রে
পুরুষ : ধাড়ী মেয়ে বিয়ে করে নাড়ী গেল চ'ড়ে।
উভয়ে : (বেশি) ব'কে না — হাটের মাঝে ভেঙে দেব হাঁড়ি।
স্ত্রী : সোয়ামি যদি বল্‌তে হয় ত আমার বড় দাদা,
পুরুষ : বল্‌তে হয় ত বলো আমার নাইকো কোন বাধা।
উভয়ে : শুইগে ঘরে দুয়ার দিয়ে আর বক্‌তে নারি॥

২৩৬৪. 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল'

(নেপথ্যে) কোরাস : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে'
এই দেশটা ভীষণ মূর্খ,
এবার ঘুচাব দেশের দুঃখ;
হবে চাষারা উচ্চ-প্রাইমার,
ওরে আর এ দেশের নাই মার!
ছুটে আয় আয় সব ছেলে মেয়ে —
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে'॥
বহুদিন ধরি করি' আঁক-পাঁক
এবে মিলিয়াছে মনোমত ফাঁক।
তোরা মাথা-পিছু সব টাকা গোন্,
দিব পণ্ডিত ক'রে বাছাধন!
হবি বাবু সাব' রে অল্পপেয়ে!
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
তোরা পাস্‌নে কো খেতে পেট ভাত,
নাই পরনে বসন আধ-হাত
পাবি অন্ন-বস্ত্র এইবার
এই আইন হইবে যেই বা'র!
টাকা তোল্ তোরা আদা-জল খেয়ে'।
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥
তোরা করছিস্ কি অবিশ্বাস?
কেন ছাড়িস্ দীর্ঘ নিঃশ্বাস?
মোর টাকার কি আর ভাবনা,
ঐ টাকা বিনে খেতে পাব না?
চলে রাজা কি তোর মুখ চেয়ে?
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥
এই শিক্ষার লাগি' হর্দম
বলি খরচটা কিছু করি কম?
আজও গ্রাম-পিছু প্রতি বৎসর
আট আনা ক'রে দিই, মনে কর্!
তবু আছে অজ্ঞান-ভূতে পেয়ে'।

(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥
দিয়ে তোদেরি শিল ও নোড়া রে,
ভাঙিব তোদেরি দাঁতেরি গোড়া রে,
'বাই জোভ।' আরে ছি ছি, তা' নয়।
তোরা ভাবিস্ তাহাই যা' নয়,
ধিনি কেষ্ট রে, নেচে' আয় ধেয়ে'।
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে'॥
বলি চারটে ক'রে ত পয়সা,
তাতেই চেঁচিয়ে ধরালি বয়সা!
তাও পাঁচটা কোটি ত' লোক ছাই,
হয় ক'টাকা সে — তুই বল্ ভাই!
তবু ফ্যালফ্যাল করে র'স চেয়ে।
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে'॥
তোরা কতই দিস্ 'সেস্',
হলি 'সেস' দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ,
ওরে জ্ঞান-এরণ্ডের এ যে ফল!
এ-ও না খেলে' আর কি খাবি বল
জ্ঞান-কাণ্ডারি এলো তরী বেয়ে!
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥
হ'বি এবার বিদ্যে-দিগ্‌গজ,
পোকা করিবে মগজে বজবজ!
হ'বি মুন্সেফ, হ'বি সাব্‌জজ'
হ'বি মিস্টার যত অন্তজ!
আয় আমাদের গুণ-গান গেয়ে'!
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে,
আপাতত মনে হয় তেতো নিম,
ভেবে' দ্যাখ শূদ্র ও মুস্‌লিম —
তোরা নাক চোখ বুজে' গিয়ে ফেল্ —
তেলা মাথায় দিব না মোরা তেল।
অন্তত তোরা তরী আয় বেয়ে'।
(নেপথ্যে) : এই বেলা নে ঘর ছেয়ে॥

২৩৬৫. নাটক : 'সর্বহারা'

সৈরভী : এই রইল তোর সাধের বসন।
রমাই : নীল শাড়িতে বুঝি তোর উঠলো না মন?
সৈরভী : বল্ দেখি বসন-চোরা হ'লি কখন থেকে?
রমাই : যেদিন থেকে মন্দ-হলাম ঐ চন্দ্রবদন দেখে,
সৈরভী : বলি চোরকে দিয়ে আস্কারা
ঘরছাড়া ওরে মুখপোড়া,
মোর, কুলমান জাতি খোয়াব কি শেষে।
রমাই : আমি যার জন্য করনু চুরি, সেই বলে হায় চোর
সৈরভী : যাবি যদি তবে এই শাড়িতে ছুঁইয়ে যা তোর চরণ!

২৩৬৬.

[সুর : 'একদা মি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে']

একদা তুমি আগা দৌড় কে ভাগা মুরগি লে কে
তোমারে ফেল্‌নু চিনে ঐ 'আননে জম্‌কালো চাপ দাড়ি দেখে'।
কালো জাম খাচ্ছিলে যে সেইদিন সেই গাছে চ'ড়ে,
কালো জাম মনে ক'রে ফেল্‌লে খেয়ে ভোম্‌রা ধ'রে
'চুঁ করো আওর চাঁ করো ছোড়ে গা নেই,
সব কুছু কালা কালা খা জায়ে গা' — বল্‌লে হেঁকে॥
ভুলো আর টেমি জিমি চেনে যে ঐ ঝাঁকড়া চুলে,
তোমারে দেখ্‌লে পরে তারস্বরে আসে তেড়ে ল্যাজুড় তুলে'।
ও-পাড়ায় হীরু তোমায় দেখেই পালায় পগার-পাড়ে,
'রুপিয়া লে আও,' বলে ধরলে তাহার ছাগলটারে।
দেখিয়াই মট্‌রু মিঞায় মুরগি-চোরা ঝোপের আড়ে,
তাই কি ছেলেমেয়ে মুরগি-চোরা বলে ডেকে'॥

২৩৬৭. 'জাতের জাঁতিকল'

একে একে সব মেরেছিস্, জাতটা শুধু ছিল বাকি।
টিকি ধ'রে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবি নাকি॥
ভাতের হাঁড়ি হুকোর জলে, কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়ো,
জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিস্‌নে হুড়ো!
এক কোণে সে প'ড়ে আছে ছোঁওয়া ছুঁয়ির কাঁথা ঢাকি'॥
জবু-থবু জাতকে নিয়ে এ তো দেখি বিষম ল্যাঠা;
পথ চলতে গেলেই দেখি শূদ্রে-অজাত-বেজাত ঠ্যাটা'
মেথর-চাঁড়াল-ডোম-হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি॥
গরুর গাড়ি চড়তে গিয়ে দেখি শূদ্র চালায় গাড়ি,
হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে জল ফেলে দিই তাড়াতাড়ি।
রেলগাড়িতে বামন শূদ্রে মাছে শাকে মাখামাখি॥
মেথরানীটা বললে, 'বাবু, জাত জান কি তোমার মায়ের?
পাঁচ ছেলের সে ময়লা ফেলে, আমি ফেলি লক্ষ ছেলের।
স্নান ক'রে সে ঠাকুর পূজে, আমার বেলায় জাতের ফাঁকি॥'
ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাঁচি ভূ-ভারতে কেমন ক'রে,
অ-ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ চাঁড়াল আষ্টে পিষ্টে আছে ভ'রে,
এমন ক'রে ক'দিন চালাই জাতের ছেঁড়া কাপড় টাকি'॥

২৩৬৮.

(মা! মা! মা! মাগো)
এবারের পূজা মাগো দশভুজা বড় দুর্গতিময়!
আকাশ ঘিরেছে কালো মেঘে, যেন আশ্বিন মাস নয়॥
ডাইনে বাঁ ধারে ভীষণ আঁধারে হাঁটু কাঁপে আর হাঁটি
আমড়ার মত হয়ে আছি, মাগো, চামড়া এবং আঁটি॥
বাজের আওয়াজে ল্যাজ গুটায়েছে বাঘও ভয় পায় মাগো,
শিং নেড়ে তেড়ে আসে মহিষ-অসুর, সকলেরে বলে ভাগো।
নন্দী-ভৃঙ্গি সিঙ্গি আসিলে তাহারাও ভয় পাবে,
তাদের দিব্য-দৃষ্টি লয়েও আঁধারে হোঁচট খাবে।

চোয়া ঢেকুর উঠে মা — মেকুর ডাকিলে কেঁদে ওঁয়াওঁয়া,
ঢেঁকির আওয়াজ শুনলে মাগো, ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে রোঁয়া।
সত্য পথে মা চলিতে পারি না — পথে কাদা রাখে ঢেলে,
উচিত কথা মা বলিতে পারি না — চিৎ করে দেয় ফেলে।
এ চিতে শক্তি দে মা, চিৎ করব ভয়কে,
এবার বলবো তোরে খাবো মা, মাগো॥

২৩৬৯. নাটক : 'আলেয়া'

এসেছে ন'ব্‌নে বুড়ো যৌবনেরি রাজ-সভাতে।
কুঁজো-পিঠ বই ব'য়ে হায়, কলম-ধরা ঠুঁটো হাতে॥
ভরিল সৃষ্টি এবার দৃষ্টি খাটো, যষ্টি-ধরা জ্যেষ্ঠতাতে।
নাতি সব সুর্পনখার নাকী কথার, ভুষুণ্ডি মাঠ আঁধার রাতে॥
দাওয়াতে টান্‌ছে হুঁকো উনুন-মুখো নড়েও নাকো ন্যাজ-মলাতে।
ভাইসব বল হরি, কলসি দড়ি, ঝুলিয়েছে নিজেই গলাতে॥

২৩৭০. নাটক : 'কুব্জা কীর্তন'

ঐ কুব্জার কি রূপের বাহার দেখো
তারে চিৎ করলে নৌকা যেন উপুড় করলে হয় সাঁকো॥
চিৎ হয়ে সে শুতে গেলে কাৎ হয়ে পড়ে, কুপকাৎ হয়ে পড়ে
আবার উল্টে গিয়ে ডিগবাজি খায় চাইতে গেলে উপরে
আবার চলতে গেলে ঢেকির মতন (হ্যাকোচ প্যাকোচ)
করে সে আঁকো পাঁকো॥
বসলে কোলা ব্যাঙটি যেমন অষ্টাবক্রের পিসি
নেংটির আবার বখেয়া সেলাই মুলো দাঁতে মিশি
চুল নয়তো বাবুই রশি বাঁধতে গেলে রয় নাকো॥
সুর্পনখার নখতুতো বোন মাওই মা সে হিড়িম্বের
আবার ঢোলের মতন ঢোলা মাজা পা দুটি উচ্চিড়িঙ্গের
ও কন্যে হোঁদল কুৎকুতে লো দোহাই এবার কুঁজ ঢাকো।
বলি ও তাড়কার মাসশাশুড়ি তোমার উটের মতন কুঁজ ঢাকো॥

২৩৭১. 'গিন্নীর কাছে গয়নার ফর্দ'

ও গিন্নী বদন তোল একটু হানো নয়না।
আমি জুয়েলারীর দোকান হব গায়ে হব গয়না॥
(তোমার) সিঁথের হব সিঁথিপাটি কেশে হেয়ার পিন
চিরুনি হয়ে খোপায় বিঁধে রইব চিরদিন।
টায়রা ঝাপটা লেসপিন তাহলে মন্দ হয় না
টানা টিকলি কাঁটা হব ফুলের নয় গো চুলের
টাপ মাকড়ি দুল হব গো একটু বেশি ঝুলের।
কানের উপর কান হব গো নাকছাবি ঐ নাকের,
কাঁচ পোকা আর খয়েরি টিপ হব ভুরুর ফাঁকে,
নোলক বেসর তাও হবে যা আজকাল লোক ছোঁয় না॥
গলার হব হার নেকলেস গজমতির মালা,
হাতে হব বাজু বন্দ, পৈঁচী চুড়ি বালা;

তাগা, কেয়ূর, রুলি, শাঁখা, জসম, আংটি, খাড়ু
তাবিজ হব নোয়া হব অনন্ত সুচারু।
ভুলে গেছি — নথ নৈলে গিন্নীর মান রয় না॥
নূপুর তোড়া হ্যাদে দেখো ভুলেই গেছি দেখি
ঝুমকো ঢেঁড়ি চিকের কথা মাদুলাও বাকি,
জাল পাটরি কি হই আর কী যে ফেলে রাখি
বাদ কি গেল দাও লিস্টি মুখ ভার আর সয় না॥

২৩৭২.

ও বাবা! তুর্কী-নাচন নাচিয়ে দিলে।
(ওসে) কোন্ অভাগা অঙ্ক-লক্ষ্মী নাম দিল এই শঙ্খ-চিলে॥
দিন রাত্তির অঙ্ক কষে
পান্ হতে চুন কখন্ খসে,
স্ত্রী ব'লে আন্‌নু ঘরে শাড়ি পরা কোন্ উকিলে॥
প্রাণ-পাখি মোর খাঁচা-ছাড়া, (এই) ঝুল্‌তি বেণীর গুল্‌তি ঢিলে'
মাতঙ্গিনী মহিষিণী গুঁতিয়ে ফাটায় পেটের পিলে।
যেমন বাঘ দেখে ছাগ ছুটেরে ভাই
তেমনি কাছা খুলে পালিয়ে বেড়াই
ওগো মাগো এসে রক্ষা কর হালুম-বাঘায় ফেল্‌ল গিলে॥

২৩৭৩. নাটিকা : 'বিয়ে বাড়ি'

চাকর : শুনতিছ? ও বিন্দে! ও কনে বাড়ির ঝি!
এ্যাঃ কথাটা মোটেই কানে যাচ্ছে না!
বলি একবার ফিরে চাইয়েই দ্যাখো!
ও বিন্দে! ঘাড় ফিরায়ে চাও তোমার ঐ চোখ মেলে।
সত্যি বল্‌তিছি তুমি সগ্যে যাবা আমার মতন লোক পেলে॥
ঝি : তুই বরের বাড়ির চাকর, সেই সম্পর্কে বেহাই
তাই পেলি আজ রেহাই।
নইলে পোড়ার মুখে দিতাম ঢেলে বাসি-আকার ছাই॥
চাকর : কেডা কলো বিন্দে, মোগো সম্পর্ক নাই?
আমি তোমার ননদের যে একমাত্র ভাই।
তাকি ভুলে গেলে?
ঝি : মর্ মিন্‌সে, সয় না সবুর হাড় জ্বালাতে ফের এলে।
ঘেমে নেয়ে উঠেছো যে বিরহেরি বোঝা ঠেলে!
একটু দাওয়ায় বোসো।
চাকর : [বাতাস কর্‌বা নাকি?]
ঝি : আঃ চুপ্ চুপ্ করে ঐ দাওয়ায় বোসো
হাওয়ায় মাথা ঠাণ্ডা হবে, ঐ দাওয়ায় বোসো
প্রেম-পাগলের দাওয়াই যে ঐ!
চাকর : আজ হ্যাঁকোচ্-প্যাঁকোচ্ কর্‌তিছে প্রাণ পুলকেরই ঠেলায়।
ঝি : আর এক-যাত্রায় পৃথক ফল আমাদেরই বেলায়!
মোরা গিলব অঢেল আনন্দে, আজ একটু ছাড়া পেলে।
চাকর : যেমন দুর্ভিক্ষেরই দেশের মানুষ গো-গেরাসে গেলে॥

২৩৭৪. 'পূজার ঠ্যালা'

ওরে বাবা! এর নাম নাকি পূজা! (রে ভাই)।
(এই) পূজার ঠ্যালা সইতে সোজা মানুষ হয় যে কুঁজা।
ষষ্ঠীর কৃপায় দশটি মেয়ে রাবণের গুষ্টি সঙ্গে
আঁচিলের মতন এঁটুলির মতন নেপটে আছেন অঙ্গে।
এরা ছাড়ে না, —তবু আঁচিল ছাড়ে খেলে হোমিওপ্যাথিক থুজা॥
বেনারসি, ঢাকাই, রেশমি তসর, এণ্ডি, মট্‌কা
বইতে বইতে গা দিয়ে দাদা ঘাম ছুটে যায় বোঁট্‌কা।
(এই) চাওয়ার ভয়ে শিব ন্যাংটা, কথা কন্ না দশভুজা॥
গিন্নি কন্যে হন্যে হয়ে সদাই সওদা করে
(ওরা ভাবে) ব্যাঙ্কের টাকা যেন ট্যাঙ্কের জলের মতন ঝরঝর ক'রে ঝরে
তাদের এক গোঁ থিয়েটার, সিনেমা, এসেন্স, পাউডার খুঁজা॥
এ সব যদি জুটল, তবে যেতে হবে চেঞ্জে
শালা শালী সবাই এক জোটে বলে এবার 'সস্তায় ট্রেন যে,', ও বোনাই।
(না গেলে) দেখব সদাই গিন্নীর কুতুরে চক্ষু কেৎরে-বুঁজা॥
সবাই যেন শ্রীদূর্গার গুষ্টি, আমি যেন বাহন সিঙ্গি,
আসছে বছর পূজায় মাগো হব আমি ফিরিঙ্গি। জয় বাবা যীশুখ্রিস্টের জয়
(এই পূজার সময়) পিতা হওয়ার চেয়ে হাড়িকাঠের পাঁঠা হওয়া সোজা॥

২৩৭৫.

ওরে ভবের তাঁতি! হরিনামের এঁড়ে গরু কিনিস্ নে।
তুই মূলে শেষে হাবাত্ হবি ঠাকুরকে তুই চিনিস্ নে।
রসিক ঠাকুরকে তুই চিনিস্ নে॥
তুই খাচ্ছিস্ বেশ ভবের তাঁত বু'নে
চালিয়ে মাকু, ঘুরিয়ে টাকু, তাঁতের গান শু'নে
(ও তুই) সুখে খাবি আয়েশ পাবি
ঐ গরু কেনার টাকাতে তুই জরু আনার জিনিস নে॥
পরমার্থের কিন্‌লে এঁড়ে, অর্থ যাবে ছেড়ে
তোর ঘাড়েরই লাঙল তোকে শেষে আসবে তেড়ে!
কুল যাবে তোর, যাবে জাতি মান
(এই গো-কুলের এঁড়ে এনে) যাবে জাতি মান,
দুঃখ অভাব শোক এসে তোর ধরবে রে দুই কান
শেষে কি কান খোয়াবি কানা হবি ভ'জে কানাই শ্রীকৃষ্ণে॥

২৩৭৬. রাগ : পিলু সাহানা, তাল : কাহারবা

ওরে হুলো রে তুই রাত বিরেতে ঢুকিস্‌নে হেঁসেল্।
তুই কবে বেঘোরে প্রাণ হারাবি বুঝিসনে রাস্কেল্॥
আমি স্বীকার করি শিকারি তুই তোর গোঁফ দেখেই চিনি,
গাছে কাঁঠাল ঝুলতে দেখে দিস্ গোঁফে তুই তেল॥
ওরে ছোঁচা ওরে ওঁছা বাড়ি বাড়ি তুই হাঁড়ি খাস,
নাদনার বাড়ি খেয়ে কোন্‌দিন ধনে প্রাণে বা মারা যাস,
কেঁদে মিয়াঁও মিয়াঁও ব'লে বিবি বেড়াল্লি করবে রে হার্টফেল॥
তানপুরারই সুরে যখন তখন গলা সাধিস্,
শুনে ভুলো তোরে তেড়ে আসে, ন্যাজ তুলে ছুটিস্,

তোরে বস্তা পু'রে কবে কে চালান দিবে ধাপা-মেল ॥
বৌঝি যখন মাছ কোটে রে, তুমি খোঁজ দাঁও,
বিড়াল-তপস্বী আড়নয়নে থালার পানে চাও,
তুই উত্তম মধ্যম খা'স এত তবু হ'ল না আক্কেল ॥

২৩৭৭.

ওহে ভ্যাবাকান্ত! দাও হে গানে দাও ক্ষ্যান্ত।
এ যে সুরে ও অসুরে রণ, এ নহে গান তো ॥
তব তান শুনে তানসেন লুঙি ফেলে ভেগে যায়,
পড়শিরা বেঁকে যায় রাগে বঁড়শির প্রায়,
ধরিয়া সুরের কাছা করিছ গামছা কাচা,
বেচারি গানের যেন করিছ বাপান্ত ॥
তোমার পাড়ায় কেন লইলাম বাড়িভাড়া
সা-রে-গা-মা সাধা শুনে প্রাণ হল খাঁচা ছাড়া।
হয় মনে সন্দেহ ধরিয়া টানিছে কেহ
যেন জীব বিশেষের লাঙ্গুল-প্রান্ত ॥
সুরের ভাসুর তুমি গানের আফগান,
সরস্বতীরে ধ'রে পরাইছ চাপকান,
দেখে বীণা ফেলে, দেয় নারদ পিঠটান
বাহনের গান শুনে শিব উদ্‌ভ্রান্ত ॥

২৩৭৮. **কৌতুক নাটিকা : 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার'**

ওহে রসিক রসাল কদলী।
ভাবুকের তুমি ভাবের আধার পেটুকের প্রাণ-পুতলী ॥
আহা, তুমি যুগে যুগে বর্তমান
বৃন্দাবনে মোহন বাঁশি বাঙলায় মর্তমান।
বহুরূপী তুমি বহুনামধারী চম্পা বীচে কাঁঠালি ॥
তোমার কাঁচকলা রূপের উপাসক পেট-রোগা যত ভক্ত,
ঝোলে কি ভাজায় তোমারে সাজায় (তুমি) মজাও পলতা শুক্ত।
নৈবেদ্য ও আদ্য শ্রাদ্ধে দয়াময়, জগতের যত নর-বানর
তোমার কৃপার কাঙালি ॥

২৩৭৯. **'গাড়োয়ানী উল্লাস'**

কলগাড়ি যায় ভোঁসর ভোঁসর হাওয়া গাড়ি খুচুর খুচ
ছ্যাকরা গাড়ি ঘসড় ফসড় ঝড়াং ঝড়াং ঘুচুর ঘুচ ॥
চলো সই চলো সই ঘুঁটে কড়ুতে
না লো সই না লো সই মাথা ধরেছে
ঐ পাড়ার ঐ খালভরারা টাকা বাজাচ্ছে
গিজতা গিজাং গিজতা গিজাং জাক্ জাক্ জাঘির ঘিনা
জারা ঘিনিতা ঘিসাক দুম খিসাক্ দুম খিসাক্ দুম্।
গরুর গাড়ি ক্যাঁচোর কোঁচর সাইকেল যায় শিরিং সাঁই
ইচিং বিচিং জামাই কিচিং কুল কুচ দেয় পুচুর পুচ ॥
উর্‌র বরের মা বরের মা পান দে লো খাই
তোর টিপসে মাজার বালাই যাই

জলকে যাবি না দেখতে পাবি না
দে গরুর গা ধুইয়ে ল্যাজ শুদ্ধু
খা তোর নানার হুঁকো লইচে সমেত।
উর্‌র্ ভোঁ কিৎ কিৎ বকর বকর জাগ্ জাগ্ জাগির ঘিনা
ল্যাংড়া চলে হ্যাঁকোচ প্যাঁকোচ ধুনুরি যায় ধাপুর ধাই
ডোমনী চলে নিচিক পিচিক চীনে চলে ফুচুং ফুচ॥
উর্‌র্ ও বাবা টোকা ডু-ডুম ও দাদা কুলে ডু-ডুম
ও দাদা ডু-ডুম ডু-ডুম
গাই নাই তোর বলদ দুইয়ে দে
বিন্দে পালাচ্ছে গোবিন্দ পালাচ্ছে
ল্যাজ ঠেসে ধর বক দেখেছ?
বকের মাথায় ভালুক নাচে তা দেখেছ?
দেখবি নাকি? মজা দেখবি নাকি?
কুকুর ছা বিড়াল ছা কুকুর ছা বিড়াল ছা মিয়াও মিয়াও ফ্যাচ্॥

২৩৮০.

কলির রাই কিশোরী কলিকাত্তাইয়া গোরী,
'বেবী অস্টিনে' চড়ি' চলিছে সাঁঝে।
ঢাকুরিয়া লেকে পিয়াকো সাথ লে কে'
চলে এঁকেবেঁকে আধুনিক ধাঁজে॥
প্যাকাটির মত ক্ষীণা [অর্থাৎ কিনা] ওড়ে বসন ফিনফিনা।
[আবার গলায় গানটি আছেন — সেটি হচ্ছেন —]
'যদি গোকুলচন্দ্র বিনা' [এই গানটি]
গুন্ গুন্ গুন ভাঁজে আধুনিক ধাঁজে॥
মুখে তার খড়ি [অর্থাৎ কিনা পাউডার] চোখে চশমা খড়খড়ি
হাতে তার কব্জি ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্ বাজে॥
পুরুষ তারে দেখে পালায় ছাতা ঢেকে
[বলে — 'ও বাবা! এ কে? বামা ভীমা যে আঁ!] মডার্ন বামা যে॥

২৩৮১. 'তামাকু বিরহ' রাগ : পিলু, তাল : দাদ্‌রা

কহ প্রিয়ে, কেমনে এ রাতি কাটাই।
কহিতে শরমে বাজে, তামাকু যে নাই॥
প্রাণ করে আঁকুপাঁকু,
কোথায় গেলে পাই তামাকু,
পেটে যেন চলে মাকু, বুক করে আইঢাই॥
বসে আছি নৈ'চে ধ'রে শূন্য কল্‌কে শূন্যে তুলে,
ধোঁওয়া বিনে চোঁওয়া ঢেকুর ঠেলে ওঠে কণ্ঠ-মূলে।
প্রাণের দায়ে খেতে হবে চেঁছে হুঁকোর কাই॥
হুঁকোর জলের গন্ধ শুঁকে কোনোরূপে কাট্‌ত এ-রাত,
ছুঁচো তাড়াইতে তাহাও শেষ করেছ, হায় রে বরাত!
গুল্ থাক্‌লেও হত উপায়,
দাঁত মেজেছ তাই দিয়ে, হায়!
রংপুরে তোমার বাড়ি ভেবেও শান্তি পাই॥

২৩৮২.

কাজলা বিলের শাপ্‌লা তুইল্যা আনছি গামছা বাইন্দা,
আউলা কেশী কইরে আমার, আমি বেড়াই কাইন্দা ॥
বাঁধত্যাছ কি চুল,
(তুমি) তুলত্যাছ কি ফুল,
না, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত্যাছ সাত ব্যঞ্জন রাইন্ধ্যা?

২৩৮৩. 'সাইমন-কমিশনের রিপোর্ট'

[প্রথম ভাগ : ভারতের যাহা দেখিলেন]
কোরাস্ : 'কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে', রিপোর্ট লেখেন সাইমন,
হুটোপুটি ক'রে ছুটোছুটি করে বুড়োবুড়ি, কাছে নাই মন!
'ম্যাদা' দল আর 'উদো' দল পায়ে হস্ত বুলায় হর্দম,
পুঁচকে দলের ফচ্‌কে ছোঁড়ারা ছিটাইছে বটে কর্দম।
ভ্যক্তের চেয়ে ভক্তই বেশি, আহাহা ভক্ত বেঁচে থাক্!
ছোলা ভাজা দেবো, কাঁচকলা দেবো নিশ্চয়ই মনে এঁচে রাখ ॥
আসিয়া ভারতে সান্‌কি লইয়া আসিল ফকির ফোক্‌রা,
পিছন হইতে ঠোক্‌রায় টাকে ডেঁপো গোটা কয় ছোঁক্‌রা।
ছেলে যা দেখিনু, ছেলের চাইতে পিলে বড়, অধিকন্তু —
বৃহত্তম 'জু' দেখিনু জীবনে — প্রথম দু'পেয়ে জন্তু ॥
মাথা নাই হেথা, নাইক' হৃদয়, শুধু পেট আর পিঠ সার,
এত 'পিঠে' খেয়ে কেমনে হজম করে, করে না কো চিৎকার।
ঠুঁটো হাত শুধু চিৎ ক'রে রাখে শূন্যের পানে তুলিয়া
বিপদে শ্রীপদ ভরসা, তাহাও শ্রীপদে গিয়াছে ফুলিয়া ॥
মাড়োয়ারি আর 'মালোয়ারি' জ্বর এদের পরম মিত্র,
মরমরদেরে একেবারে মেরে রাখিছে দেশ পবিত্র!
ইহাদের হরি বন্ধু মোদেরি 'গুড্ ওল্ড্ জেন্টলম্যান্'
কচুরি-পানায় ডোবা ও খানায় এঁর কৃপা করে 'ভ্যান্ ভ্যান্" ॥
এ দেশের নারী বেজায় অনাড়ী, পুরুষের হাতে তবলা,
তবলাতে চাঁটি মারিলে সে কাঁদে, ইহারা কাঁদে না, অবলা!
জরীশাড়ি-মোড়া চকলেট ওরা বন্দী হেরেম-বাক্সে,
বাহির করিলে খেয়ে নেবে কেউ কাজেই বাক্সে থাক্ সে ॥
ইস্‌কুলে, প্রেমে, জ্বরে প'ড়ে প'ড়ে জীবন কাটায় ছেলেরা:
মাঝে মাঝে করে ভ্রান্ত মিষ্ট শান্তে লেনিন ভেলেরা ॥
চোখের চাইতে চশমাই বেশি, ভাগিস্ ওরা অন্ধ,
নৈলে কখন টানিয়া ধরিত আমাদের গলা-বন্ধ ॥
আমাদের দেখাদেখি কেহ কেহ করিছে ক্লাবের মেম্-বার,
স্কার্ট পরে চাষারা, বাবুরা বিবি লয়ে যায় চেম্বার!
বিলিতি দাওয়াই ধরিতেছে ক্রমে, আর বাকি নাই বেশি দিন,
গুড্‌বয় হয়ে গিলিছে আফিম, হুইস্কি, ব্রান্ডি, কুইনিন্ ॥
কাফ্রি চেহারা, ইংরিজি দাঁত, টাই বাঁধে পিছে কাছাতে:
ভীষণ বন্ধু চাষ করে ওরা অস্ত্র-আইন বাঁচাতে!
চাচা-ভাইপোতে মিল নাই সেথা আড়াআড়ি টিকি দাড়িতে,
যুদ্ধ বাধাই উহাদেরি দিয়ে, ধরিয়া আনাই ফাঁড়িতে ॥

উহাদের মতো কেলে রং সব গাছপালা হল আকাশের,
উহাদের গাই মোদেরি গাই-এর মতো সাদা দুধ দেয় ফের।
কালো চামড়ার ভিতরে ওদের আমাদেরি মত রক্ত,
এ যদি না হ'ত — শাশ্বত হ'ত ও-দেশে মোদের তক্ত!

২৩৮৪. 'ছুঁচোর কীর্তন'

কীর্তন গায় ছুচুন্দর, হুতুম প্যাঁচা বাজায় খোল।
ছাতার পাখি দোহার গায় গোলেমালে হরি বোল্॥
কিচির-মিচির্ কিচির-কিচ্ ইঁদুর বাজায় মন্দিরা,
তানপুরা ঐ বাজায় ব্যাং ওস্তাদের সম্বন্ধীরা।
শালিক বায়স ভক্তদল হরিবোলের লাগায় গোল॥
হুলো বেরাল মিয়াঁও ম্যাঁও করছে শুরু খেয়াল-গান,
ব্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যা পুং অজ মারছে জলদ হলক-তান।
রাসভ গলা ভাঙল তার ধ্রুপদ গেয়ে খেয়ে ঘোল॥
টপ্পা গানের ঝাড়ছে তান চিঁহিঁহিঁ চিঁহিঁহিঁ অশ্বরাজ,
ঠুংরি গানের ঝট্‌কা-তান মার্‌ছে ফড়িং ঝোপের মাঝ।
খাণ্ডার্ বাণী ধ্রুপদ গায়্ বলদ গিয়ে পিঁজরাপোল॥
লেড়ি কুকুর বাউল গায় পুচ্ছ তুলি' উচ্চ মুখ,
ভাটিয়ালি-গান শেয়াল গায় ভীষণ শীতের ভুলতে দুখ।
গাব্-গুবাগুব্ 'কুক' পাখি বাজায়, ভুতুম বাজায় ঢোল॥
কিচির্-মিচির্ কিচির্ কিচ্ ইঁদুর বাজায় মন্দিরা,
তানপুরা ঐ বাজায় ব্যাং ওস্তাদের সম্বন্ধীরা।
ছাতার পাখি দোহার গায় গোলেমালে হরি বোল্॥[১]

১ শেষ তিন পঙক্তির পাঠান্তর :
ধরা গলায় মহিষ গায় যেন বুড়ো খাঁ সায়েব,
কাবলিওয়ালা বেহাগ গায় 'মোর মক্কা' খেয়ে শেব্।
ভেড়া বলে, 'কণ্ঠ মোর গেছে ধ'রে খেয়ে ওল'।

২৩৮৫.

কুঁজী নাচে, কুঁজী নাচে।
বাঁকা শ্যামের বেণু শু'নে এঁকে বেঁকে রে কুঁজি নাচে॥
খণ্ডত্-এর মত উল্টানো বাঁটির মত কুঁজী নটী নাচে॥
চেয়ে বলরামের পানে, দু'হাত ঘোম্‌টা টানে
আধ হাত বের করে জিভ পিছন ফিরে নাচে
বলে, 'ও মা ভাসুর যে!' বের ক'রে জিভ নাচে॥
কুঁজী নাচে, ঢেঁকিতে যেন ধান ভানে,
বাঁশের ব্যাখারী নাচে চেয়ে বাঁকার পানে।
পৃষ্ঠে ঢাক বেঁধে, দিদি, নাচে যেন ঢুলি,
(যেন) লক্ষ্মী প্যাঁচা ক্যাঙারুতে খেল্‌তেছে ডাংগুলি।
উঁচিয়ে লম্বী বগী নাচে রাজহংসের পাশে
ভোঁদড়-নাচ দেখ্‌বি যদি চল্ মথুরার বাসে।
দাঁড়িয়ে সিংহাসনের পাশে ক্রুর অক্রুর ঋষি
মহারাজা কৃষ্ণের বামে কুব্জা রাজ-মহিষী। সে মহিষীই বটে গো —
মোষের মত চেহারা তার মহিষীই বটে গো।

সে ব্রজের গোপী যদি হেরে শিং নেড়ে আসে তেড়ে;
মহিষীই বটে গো!
মথুরাতে সখি, রাখাল-রাজার রাখালি আছে অটুট
ব্রজে চরাইতে ধেনু, মথুরায় গিয়ে চরায় মহিষী উট!
দুলায়ে হাঁসুলি নাচে কুঁজওয়ালী ভাবে দু নয়ন বুঁজি'
ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ পাঁচনী ঘুরায়, এই ধরে তায় বুঝি!
কুঁজীর কুঁজে বুলিয়ে দাড়ি নারদ ঋষি কন
জগৎ নাচাও, নাচো এবার মদন-মোহন! (ঐ কুঁজীর সাথে)॥

২৩৮৬. 'ল্যাবেণ্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত'

কোরাস্: কে বলে মোদেরে ল্যাডাগ্যাপ্চার? আমরা সিভিল গাড়,
অরাজক এই ভারত-মাঠে হে আমরা উদ্মো ষাঁড়
মোরা লাঙল জোয়াল দড়াদড়ি-ছাড়া
বড় সুখে তাই দিই শিং-নাড়া,
অসহ-যোগীও করিবে না তাড়া রে —
ওরে ভয় নাই, ওরা বৈষ্ণব বাঘ, খাবে না মোদের হাড়!
চল ব্যাং-বীর, বল ঠ্যাং নেড়ে জোর, ছেড়েডে ডেডেং হার্র্!
কোরাস্: কে বলে ইত্যাদি —
মোরা গলদঘর্ম যদিও গলিয়া,
বড় বেজুত ক'রেছে লেজুড় ডলিয়া,
তবু গলদ্ ক'রো না বলদ বলিয়া হে,
মোরা বড় দরকারী সরকারী গরু, তরকারি নহি তা'র!
তবে গতিক দেখিয়া অধিক না গিয়া সটান পগার পার!
কোরাস্: কে বলে ইত্যাদি —
আজ গোবরগণেশ গোবরমন্ত
ল্যাজে ও গোবরে খিঁচেন দন্ত,
তবু করুণার নাহি ক অন্ত হে,
যত মামাদের কড়ি ধামা-ধরে দিয়ে আমাদেরি ভাঙে ঘাড়!
আর বাবাদের বেঁধে ঠ্যাঙাতে মোরাই কেটে দি' বাঁশের ঝাড়॥
কোরাস্: কে বলে ইত্যাদি —
হ'য়ে ইভিলের গুরু ডেভিল পশুর —
সিভিল-বাহিনী, কি এত কসুর
ক'রেছি মাইরি? বল তো শ্বশুর হে!
ঐ রাঙামুখে বাবা অন্ন দি' তুলি' নিজে খাই শোলো মাড়,
তবু সেলাম ঠুকিতে ম লাম বাবা গো বক্র মাজা ও ঘাড়!
কোরাস্: কে বলে ইত্যাদি —
বহে কালাতে ধলাতে গঙ্গা-যমুনা,
আমরা তাহারি দিব্যি নমুনা,
এ-রীতি পিরিতি বুঝিবে কভু না হে,
তাই কালামুখ প্রেমে আলো করি হাঁকি — 'তাড়্রে নেটিভ্ তাড়্'!
তবে কোপন স্বভাব দেখিলে দেখিলে অমনি গোপন খাম্বা-আড়!
কোরাস্: কে বলে ইত্যাদি —

এবে কাঁপিবে মেদিনী শত উৎপাতে
চিৎপটাং সে কত 'ফুটপাথে'
হবে আমাদেরি ভীম কোঁৎকাতে হে।
তবে পরোয়া কি দাদা? ক্যাঁক্ড়ার সম নিস্‌পিস্ নাড় দাড়
যদি নিশ্চল হতে পিস্তল কাঁপে তবু গোঁফে দাও চাড়।
কোরাস্: কে বলে ইত্যাদি —
বাবা! যদিও এ-দেহ ঝুনো ঠন্‌ঠন্
তবু লোকে ভাবে ঠুঁটো পল্টন।
আরে ঘোড়া নাই? বাস্, পায়ে হণ্টন হে!
বাজে করতাল — আজ হরতাল। ডাকে আত্মা যে খাঁচা ছাড়া!
ওরে 'ওয়ান পেস্ স্টেপ্ ফরওয়ার্ড মার্চ, থুড়ি থুড়ি ব্যাক্‌ওয়ার্ড।'

২৩৮৭. রাগ : জংলা, তাল : কাহার্‌বা

কেরানি আর গরুর কাঁধ এই দুই-ই সমান দাদা
এক্ লাগাড়ে জোয়াল বাঁধা টানছে খেয়ে নুন আদা॥
দুই জনে যা' জাব্‌না পায়
দশগুণ তার নাদ্‌না খায়
হটর হটর টানছে গাড়ি মানে না কো জল-কাদা॥
দুইজনাতে কথায় কথায়
পাঁচন-গুঁতো ন্যাজ মলা খায়.
ছ্যাক্‌ড়া টানে বোঝা-ও বহে কভু ঘোড়া কভু গাধা॥
বড় সায়েব আর গাড়োয়ান,
দুই সাঙাৎই এক সমান,
হতে নাহি পারে হবেও না কো এমন সম্বন্ধ পাতান,
গরীবের বৌ বৌদি সবার ব'লে নে বাপ, নেই বাধা॥

২৩৮৮. নাটক : আলেয়া

খুঁচি খুঁচি সূচি-সারি, হাঁড়ি মুখে কালো দাড়ি যেন কণ্টক বৈঁচির বনে।
তারে ছাড়াতে বসন ছিঁড়ে, ক্ষুর ভাঙে রণে॥
দেয় ভঙ্গ রণে ক্ষুর খুরপো হ'য়ে
দেয় কাট্‌তে পালায় মাঠে কাস্তে ভয়ে!
সে যে আঁধার বাদাড়-বন শ্মশ্রুর ঝোপ,
পাশে গুল্ম লতার ঝাড় কণ্টক-গোঁফ (শ্যামের দাড়ি রে —)
শয়নে যাইতে মোর নয়ন ঝুরে লো সই অঙ্গ কাঁপিয়া মরে ডরে। (সখি লো)
ওযে মুখ নয়, পিতমহ ভীষ্ম শুইয়া যেন খর শর-শয্যার পরে! (সখি লো)
শজারুর সনে নিতি লড়াই, যাই রে দাড়ির বালাই যাই!
শ্যামের দীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল যে গো ভালো, ছিল না খোঁচার জ্বালা
আমায় দাড়ির আঙুল বুলায়ে বুলায়ে ঘুম পাড়াইত কালা।
আমার আবেশে নয়ন মুদে যে যেত!
সে পরশে নয়ন বুঁজে যে যেত!
আমি খড়ের পালুই ধরে শুইতাম যেন গো
তাহে শীত নিবারিত, তারে কাটিল সে কেন গো!
শ্যামের মুখের মতন কি দিল এমন দাড়িরূপী মুড়ো ঝ্যাঁটা গো.

গলার গণ্ড জড়ায়ে কিলবিল করে শত সে সতীন কাঁটা গো!
আমি জ্বলে যে ম'লাম, সখি আমায় ধর ধর, জ্ব'লে যে ম'লাম।

২৩৮৯.

খাওজাইয়া খাওজাইয়া মর্‌লাম মা গো মা খোস পাঁচড়ায়।
যেন কাব্‌লিওয়ালা হালুম বাঘা কুত্তা মেকুর আঁচড়ায়॥
ইচ্ছা করে হালায় আমার এই যে দেহ খইস্যা
ধইর‍্যা এক্কুরে শেষ কইর‍্যা দিই কইস্যা কইস্যা ঘইস্যা,
ময়লা কাপড় লইয়া ধোবি ঘাটে যেমন আছড়ায়॥
ফোট হইছে, গোট হইছে, অঙ্গে ধরছে পোক
ইন্দ্রের লাহান গায়ে যেন হইছে হাজার চোখ,
হ্যাঁচড় দিমু কি মাদার গাছে, বেত-বনে, গাছ-গাছড়ায়॥
আমার সারা গায়ে যেন বড়ি দিছে কোন্‌ আভাগ্যা বুড়ি,
পক্ষীর দল ঠোক্‌রাইয়া খায়্‌ আমি হাত-পা ছুঁড়ি,
প্যাঁচা ভাইব্যা এক লাখ কাওয়া আমারে যেন খ্যাঁচ্‌রায়॥

২৩৯০.

গান গাহে মিসি বাবা
শুনিয়া শুধায় হাবা,
'খুকি কাঁদে কেন বাবা,
ফোঁড়া কাটিছে ওর?'
হাসিয়া কহেন পিসি,
'ও,-দেশেতে শীত বেশি
তাই কাঁদে বাবা মিসি
হিহি হিহি হিহি হো' —
কিবে গিলে-করা গলা
ঢেউ-তোলা আট-পলা,
খায় রোজ এক তোলা
স্ক্রু-ভেজানো জল।
সাথে গায়-হেঁড়ে-গলা
ধলীর সহিত ধলা,
কাঁপে বাড়ি তিন-তলা
থরহরি টলমল॥

২৩৯১. 'শালাবাতিক'

গিন্নীর ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নী চটে কাঁই।
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কাঁদিছেন সদাই॥
এখন শালায় কোথায় পাই, ওগো শালায় কোথায় পাই॥
কোথায় শালা, শালা কোথায়, কেবল ভদ্রলোক,
ডাকতে গিয়ে জিভ কেটে ভাই, ফিরিয়ে নিই চোখ।
এই ভ্যালা ফ্যাসাদ হল দাদা, শালায় কোথায় পাই॥
খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলুম সম্মুখে আট-শালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই, বসেছে পাঠ-শালা;
গো-শালাতে গরু বাঁধা, আমার শালা নাই;
খুঁজতে গেলুম শহর, দেখি শালার ছড়াছড়ি;
পান-শালাতে পান ক'রে যায় মাতাল গড়াগড়ি,
ধর্মশালা অতিথি-শালা শালার অন্ত নাই॥
হাতি-শালা, ঘোড়াশালা রাজার ডাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি যাচ্ছে বাবু দো-শালা গায়ে,
আমি দো-শালা তো চাইনে বাবা, এক শালাকে চাই॥
দশ-শালা ব্যবস্থা ঝুলে গরীব চাষার ভাগ্যে,
দিয়াশালাই পেয়ে ভাবি, শালাই পেলাম, যাক্‌ গে!

চাইনু শালা, মুদি দিল গরম মশালাই।
টেঁকি-শালায় টেঁকি শুয়ে পাক-শালাতে ছাই,
ওগো আমার শালাই নাই॥

২৩৯২.

গ্রহণী-রোগ-সমা গৃহিণী প্রিয়তমা, প্রসীদ! কর ক্ষমা! দেবী নমস্তে।
শতমুখীধারিণী ভীমহুঙ্কারিণী যেন গণ্ডারিনী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে। দেবী নমস্তে॥
চীৎকারে মাঝ রাতে পড়শীরা জেগে যায়
তক্তাপোষের নীচে ছেলে পিলে ভেগে যায়
পদভরে দুদ্দাড় ভেঙ্গে পড়ে ঘর দ্বার
চেড়ীদের সর্দার হাতা-বেড়ী-হস্তে। দেবী নমস্তে॥
শান্ত শিষ্ট এই গোবেচারা স্বামী
তোমার পুলিশ কোর্টে চিরকাল আসামী
তেড়ে আসে বীরজায়া তুমি কুঁদো মোটকা।
বেগতিক দেখে ছুটি আমি রোগা পট্‌কা।
কাঁছাকোঁচা বেসামাল ব্যস্তে সমস্তে। দেবী নমস্তে॥
তুমি পূর্বজন্মে ছিলে ভোজপুরি দারোয়ান
আমি বলীবর্দ তুমি ছিলে গাড়োয়ান;
ময়দা ছিলাম আমি তুমি নিয়ে ঠাসতে।
আহা হা টুটি কেন টিপে ধর? আস্তে, আস্তে। দেবী নমস্তে॥

২৩৯৩.

ঘুটঘুটে এই অন্ধকারে মা, হৃদয় হয়েছে ঘুঁটে।
অঙ্গ কুঁচকে হয়েছে পুঁচকে হাত পা হয়েছে কুঠে॥
প্যাঁচা যদি খ্যাচ খ্যাচায় মা, মাচায় উঠিয়া বসি'।
বউ যদি হাঁচে ফ্যাচ করে, ভয়ে কাছা পড়ে খসি'॥
প্রতি পদে পদে পতনের ভয় আপনি দুই পা নাচে।
দেখি, ভাঁড়া ভরা ধেনো মাড় খেয়ে ষাঁড় পাঁড় হয়ে পড়ে আছে॥
মা, তুই বর দেওয়ার আগেই বর্বরেরা এসে।
ঠেসে ধরে নিয়ে যাবে চিত্রগুপ্তের দেশে॥
হাত থাকতে তুই হয়েছিস মাগো শ্রীজগন্নাথ ঠুঁটো।
পাছে, ক্ষুধায় জ্বলে এই ছেলে তোর, ভাত চায় দু-মুঠো॥
দশ হাত তোর বাতে অবশ, কি আর দিবি বল।
দেবার মধ্যে দিয়েছিস মাগো শুধুই চোখের জল॥
আঁধার রাতি নাইকো বাতি ঠাকুর দেখবে কে?
দেওয়ালি তোর জ্বলবে সে দিন দেয়াল ভেঙে দে॥
পথ-ঘাট সব তিমির ঘেরা সরছে ঘরের মাল।
মা, ঘরের আলো নিভলো — এবার চিতার আগুন জ্বাল॥

২৩৯৪.

উড়ে গেল উড়ে গেল
কি? কি? চামচিকে উড়ে গেল — বম্
চাম্‌চিকে চিকে বম্
ছুকছুকে ছুঁচো চায় কিস্‌মিস্ চমচম্।

শিঙে ফোঁকো, ফুঁকো শিঙে,
শিঙে ফোঁকো ফোঁকো হায়! হায়! এইত! এইত! এইত!
শিঙে ফোঁকা বম্ বম্ বম্বে হম্বেটে কম্পম্॥
বেঁটেখাটো বম্বু ল্যাংলেঙে লম্বু নিট পিটে বম্বম্ বম্বম্ বম্বম্
চক্চক্ চাক্‌তি, চুলবুলে খাক্‌তি চুপচুপ যুক্তি ধুমধড়াক্কা দুম্দাম্ দম্দম॥
কালো কুচকুচে কেঁচো কোঁচকায়
ছিচকে চোরের চোখ বোঁচকায়।
সব চলে গেছে চাবি দিয়ে কি হবে উপায়?
সব চলে গেছে চিকাগো চিচিঙে চিটে গুড়
বাবুদের টম্ টম্ — দমদমাদ্দম দমদম দমদম
বমবমাম্বম বম্বম্ বম্বম্॥

২৩৯৫.

চায়ের পিয়াসি পিপাসিত চিত আমরা চা'ক-দল।
দেবতারা কন সোমরস যারে সে এই গরম জল॥
চা চেয়ে চেয়ে কাকা নাম ভু'লে পশ্চিমে চাচা কয়,
এমন চায়ে যে মারিতে চাহে সে চাষা সুনিশ্চয়।
চা ক'রে ক'রে ভৃত্য নফর
নাম হারাইয়া হইল চাকর,
চা নাহি খেয়ে বেচারা নাচার হয়েছে চাষা সকল॥
চায়ে এ'লে যায় চাল-কুমড়ো সে, চাঁদা ক'রে মার চাঁটি,
চা নাহি খেয়ে চানা খায় আজ দেখ হে অশ্ব-জাতি।
একদা মায়ের মুণ্ডেতে শিব
চা ঢেলে দেন, বের ক'রে জিভ
চা-মুণ্ডা রূপ ধরিলেন দেবী সেইদিন রে পা'ল॥
চায়ে পা ঠেকিয়ে সেদিন গদাই পড়িল মোটা ''পা,
চাট্ ও চাট্‌নী চায়েরই নাতনী, লুকাতে পার কি বাপা?
চায়ে মর্ ব'লে গালি দেয় মাসি
চামর ঢুলায় হয়ে আজ দাসী,
চাটিম্ চাটিম্ বুলি এই দাদা চায়ের নেশারই ফল॥

২৩৯৬. রাগ : সোহিনী বসন্ত, তাল : কাহার্‌বা

ছিটাইয়া ঝাল নুন এলো ফাল্গুন মাস
কাঁচা বুকে ধরে ঘুণ, শ্বাস ওঠে ফোঁস ফাঁস॥
শিমুল ফুলের মত ফটাফট্ ফাটে হিয়া
প্রেম-তুলো বের হ' পড়ে গো ছড়াইয়া,
সবে বালিশ ধরিয়া করে ছটপট হাঁসফাঁস॥
চিবুতে সজ্'নে খাড়া সজনীরা ভুলে যায়,
আনাগোনা করে প্রেম পরাণের দরজায়,
হৃদয়ের ইঞ্জিনে গ্যাস্ ওঠে ভোঁস্ ভাঁস্॥
কচি আম-ঝোল-টক খাইয়া গিন্নি মায়
বৌঝির সাথে করে টক খাই টক খাই।
আইবুড়ো আইবুড়ি জল গেলে ছ' গেলাস॥
বিরহিণীদের আঁখি-কলসি হয়েছে ফুটো,

গাধাও আজ গাহে গান ফেলিয়া ঘাসের মুঠো,
নোনা-পাকা মন বলে, কবে আসে তালশাঁস ॥

২৩৯৭. রাগ : মালবশ্রী, তাল : কাওয়ালি

জন্তুর মাঝে ভাই উট — খিঁচুড়ি!
মদ খেয়ে সৃজিয়াছে স্রষ্টা-শুঁড়ি।
দো-তলার উঁচু আর তে-তালার ফাঁক —
ঢিমে তে-তালার ফাঁক,
অষ্টাবক্রীয় দশটা বাঁক,
হামা দিয়ে চলে যেন তাড়কা খুড়ি ॥
জিরাফের গলা তোর ঘোটকিনী মুখ,
আগাগোড়া গোঁজামিল বাঁদুরে ভালুক,
গাড়িকে এ গাড়ি বাবা জুড়িকে জুড়ি ॥
লাগিয়াছে দেহে গজ-কচ্ছপ রণ,
কচ্ছপী পিঠ আর গজ-নী চরণ,
আরবের হাজি মিঞা — বাপ্ রে, থুড়ি ॥

২৩৯৮

ঠাকুর! তেমনি আমি বাঘা তেঁতুল (তুমি) যেমন বুনো ওল।
তোমার কুলের কথা (গোকুলের কথা) রটিয়ে দোবো
বাজিয়ে ঢাক ঢোল, বাজায়ে শ্রীখোল ॥
কেঁদে হেঁই হেঁই যে করে, তার তরে তোমার প্রেম নেই,
তুমি আয়ান ঘোষকে দেখা দিলে দেখলে লাঠি যেই।
সেদিনও নদীয়াতে কল্সি কানার এক ঘায়েতে
পাপ নিয়ে জগাই মাধাই-এ দিলে তুমি কোল, বাজায়ে শ্রীখোল ॥
ঐ অগ্রদ্বীপে ভোগ দিল না গোবিন্দ ঘোষ,
তারে বাবা ব'লে করলে আপোষ;
বাগবাজারে ধমক খেয়ে
সাজ্‌লে তামাক মদ্‌না হয়ে
বদ্‌লে ফেলে ভোল, ঠাকুর বাজিয়ে শ্রীখোল ॥
ভালো চাও ত' শুনিয়ো নূপুর, রাত্রি দুপুর কালে,
মন্দিরে মোর নেই অধিকার এসো ঘরের চালে —
আমার ভাঙা কুঁড়ের চালে।
জান আমি ভীষণ গোঁয়ার, ধার ধারি না ভক্তি ধোঁয়ার
ধরব যেদিন বুঝবে ইয়ে,
চাঁচর কেশ মুড়িয়ে ঢাল্‌ব মাথায় ঘোল ॥

২৩৯৯. নাটক : 'আলেয়া'

তাহারে দেখলে হাসি — সে যে আমার দেখন হাসি।
ও গো — আমি কচি, সে যে বুনো; আমি ঊনিশ, সে ঊন-আশি ॥
সে যে চিল আমি ফিঙে, আমি বঁটি সে যে ঝিঙে
আমি খুশি সে যে খাসি, সে যে বাঁশ আমি বাঁশি।
ও সে যত রাগে, অনুরাগে পরাই গলে তত ফাঁসি ॥

২৪০০.

তুমি ভাগিয়াছ ভাগ্‌লুয়া দলের সাথে।
(হায় প্রিয়া!) তুমি যে ভেগেছ ভাগ্‌লুয়া দলের সাথে।
নিয়ে গেছ হায় বাক্সের চাবি দিয়েছ দাদার হাতে॥
বোমা না পড়িতে বাপের বাড়িতে ছুট দিলে স্বামীরে ভুলে,
আমি পথে ফিরি হায়, কর্পোরেশনের ষাঁড় যেন কলকাতাতে।
এখন পথে ফিরি হায়, কর্পোরেশনের ষাঁড় যেন কলকাতাতে।
যখন ভালুক নাচাতে এই স্বামী লয়ে (তখন) ভুলেছিলে বাবা দাদা;
(তখন) তোমার বেণীটি আমার টিকিটি একদিকে ছিল বাঁধা।
সে বেণী খুলিল সে টিকি ছিঁড়িল ঘরের উনুন নিভিল;
আমি আবার প্রেমের হাট বসাব ফিরে এসো হাটখোলাতে॥

২৪০১. 'সুপার (জেলের) বন্দনা'

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে!
আমার এ গান তোমারই ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই-আদরে
বেঁধেছ শিকল-প্রণয় ডোরে। তুমি ধন্য ধন্য হে॥
আ-কাঁড়া চালের অন্ন-লবণ
করেছ আমার রসনা-লোভন,
বুড়ো ডাঁটা-ঘাঁটা লাপ্‌সী শোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
ধর ধর খুড়ো চপেটা মুষ্টি,
খেয়ে গয়া পাবে সোজা স-গুষ্টি,
ওল ছোলা দেহ ধবল-কুষ্টি তুমি ধন্য ধন্য হে॥

২৪০২.

লক্ষ্মী মা তুই ওঠ্ গো আবার সাগর জলে সিনান করি'।
হাতে ল'য়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সুধা ভরি'॥
আন্ মা আবার আঁচলে তোর নবীন ধানের মঞ্জরি সে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে, খাজনা মাগো দিব কিসে।
ডুবে গেছে সপ্ত-ডিঙা, রত্ন বোঝাই সোনার তরী॥
ক্ষীরোদ-সাগর-কন্যা যে তুই, খেতে দে ক্ষীর সর মা আবার,
পান্তা লবণ পায় না ছেলে, জননী তোর এ কোন বিচার?
কার কাছে মা নালিশ করি, অনন্ত শয়নে হরি॥
তোরও কি মা ধরল ঘুমে নারায়ণের ছোঁয়াচ লেগে,
বর্গী এল দেশে মাগো, খোকারা তোর কাঁদে জেগে।
এসে এবার ঘুম পাড়া মা, মাগো ভয়ে ক্ষিদেয় মরি॥
কোন্ দুখে তুই রইলি ভুলে বাপের বাড়ি অতল-তলে,
ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভ'রল যে দেশ হলাহলে।
অমৃত এনে সন্তানে তোর, বাঁচা মা, তোর পায়ে ধরি॥

২৪০৩. 'রাউণ্ড-টেবিল-কন্‌ফারেন্স'

কোরাস: দড়াদড়ির লাগবে গিঁঠ গোল-টেবিলের বৈঠকে!
ঠোকর মারে লোহায় ইট, এ ঠকে কি ঐ ঠকে॥

ব্যান্ড বাজে, ইং-ল্যান্ডে ঐ চলল লিডার্স এণ্ড কোং,
শকুন মাতুল কাল্‌নেমী — কণ্ঠে লাউড্‌-স্পিকার চোং!
তা'দের ছাড়া কুম্ভীরে মাছের দুঃখ কইত কে॥
চলছে নরম গরম চাঁই, হোম্‌রা চোম্‌রা ওমরা যায়,
ধুন্‌তে তুলো ধপড় ধাঁই ডোমেনিয়ন-ডোমরা যায়।
বলছে ডেকে, 'দেখ্ রে দেখ্ প্রতাপ চলে চৈতকে॥'
ডিম্-গোলাকার গোল-টেবিলে করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তা'য় ধাড়িল দল, তা নয় দিলে ততঃ কিম্।
আন্‌বে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ন, (born) অস্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে॥
স্বর্গ ভেবে' ধাপার মাঠ ধাপা-মেলের ময়লা যায়,
কুটুম ভেবে' কেষ্টরে বৈকুণ্ঠে গয়লা যায়!
স্বরাজ-মাখম উঠ্‌বে যে নৈলে এ ঘোল মইত কে॥
বেছে' বেছে' পিঁজ্‌রাপোল নড়বড় বড়র দল
আন্‌ল বুড়ো হাবড়াদের যাত্রা-কমিক দেখ্‌বি চল!
ঘাঁটা-পড়া ঘাড় ওদের, নয় এ বোঝা বইত কে॥
বাঘ নেবে পাঠ বেদান্তের, বি-দন্ত সব পুরুত্ যায়,
করবে শান্তি মন্ত্রপাঠ ব্যাঘ্র! বাগ্র বক্ষে আয়।
শিখাবে অদ্বৈতবাদ দ্বিধা-ভক্ত দ্বৈতকে॥
বাঘাসনে আর লটঘটি দোহাই বাবা চ্যাংড়া থাম্!
এমন ফলার কাঁচকলার, তোরাও পাবি ল্যাংড়া আম!
সাগর মথি' আনবে সব হয় সুধা নয় দই টকে॥

২৪০৪.

দাদা বলতো কিসের ভাবনা (হুঁ হুঁ)
ওদের আছে বন্দুক কামান আমাদের আছে নাদ্‌না (বাঁশের নাদ্‌না)
ওরা ছুঁড়বে গুলি — আমরা মারবো ছুঁড়ে বদনা। (গাড়ু বদ্‌না)॥
ষাঁড়ের লড়াই মোরগ লড়াই, স্ত্রী-স্বামীর লড়াই,
অনেক লড়াই দেখলাম দাদা যুদ্ধে নাহি ডরাই,
জার্মান রাশিয়া এলে বল্‌বো — 'মামু, আমরা ভাগনা'।
তবে বলতো কিসের ভাবনা॥
ওদের আছে ঘুঁষি দাদা মোদের আছে থুথু
আর থুথু দিলে না যদি পালায় দোব কাতুকুতু (ধরে)
ওদের হেসেই প্যান্ট ফেঁসে যাবে বল্‌বে, 'ভাগনা আর না'
'হয়েছে হয়েছে আর না'
তবে বলতো কিসের ভাবনা?
আমরা গ্যাস বোমা দাদা লঙ্কার ফোড়ন আছে,
আমাদের সেনা হনুমানেরা আজো আছেন গাছে,
আজো বসে আছেন গাছে।
হনুমান লাগেন যদি পাছে — ওরা ছুট্‌বে চাঁট্‌গা, পাব্‌না॥
ছুটবে ঢাকা চাঁট্‌গা পাব্‌না
তবে বলতো কিসের ভাবনা॥
ওদের আছে উড়োজাহাজ, মোদের এনোফিলিস্ মশা,
তাছাড়া আছেন ওলাবিবি শীতলা, মা মনসা,

আর শেষ অস্ত্র তো আছেই দাদা মিটিং-এ মড়া কান্না।
তবে বলতো কিসের ভাবনা॥

২৪০৫. 'তৌবা', রাগ : বেহাগ-খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের, রাজা আংরেজ হারেম-খোর।
ওদের পোশাকের চেয়ে অঙ্গই বেশি, হাঁটু দেখা যায় হাঁটিলে জোর
আর মেয়েরা ওদের মদ্দের সাথে রাজপথে করে গলাগলি,
আরে শুধু তাই নয়, নাচে গলা ধ'রে ব্যান্ড বাজায়ে ধলা-ধলী॥
কোরাস : যাবে আরে তৌবা! আরে তৌবা!!
আরে যাবে কোথা মিঞা? চৌদিকে ঘিরে টিকি বেঁধে শিরে কাফের, হায়
খাই আমরা হারাম সুদ? আরে যাও, ওরা যে তেমনি ক্যাঁক্‌ড়া খায়!
দ্যাখো ষাঁড়-পোড়া খেলে হাড় মোটা হয়, সোজা কথাটি কি বুঝিলি ছাই!
আর খাসি নাহি ক'রে বোকা পাঁঠা ধরে কেটে খায়, করে নাকো জবাই!!
কোরাস্ : আরে তৌবা! আরে তৌবা!!
দ্যাখো মেয়েরা ওদের বোর্‌কা না দিয়ে রেল ও জাহাজে চড়িয়া যায়,
মোদের বোর্‌কা দেখিলে ছেলেরা ওদের জুজু বুড়ী ব'লে ভীর্মি খায়।
আরে ইজ্জৎ তবু থাকে তো মোদের, যক্ষায় নয় মরে শতক,
ওরে উহাদের মত বেরুলে বিবিরা যদি কেউ দেখে হয় 'আশক'!
কোরাস্ : আরে তৌবা! আরে তৌবা!!
আরে আমাদের মত দাড়ি কৈ ওদের? লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি?
আর উহাদের মত কাছা কোঁচা নাই, ধরিলে মোদের ফাড়িবে কি?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা বস্ত্র যা পরি থান খানিক,
তাতে তৌবা তৌবা করি যদি, যাবে কামানের গোলা আটকে ঠিক॥
কোরস্ : সোব্‌হান আল্লা! সোব্‌হান আল্লা!!
দ্যাখো তুর্কিরা বটে ছাঁটিয়া ফেলেছে তুর্কি নূর ও মাথার ফেজ,
আর 'দ্বীন-ই-ইসলাম' ছেড়ে দিয়ে শুধু তলোয়ারে তারা দিতেছে তেজ!
আরে বাপ দাদা ক'রে গিয়েছে লড়াই, আমরা খাম্‌কা কেন লড়ি!
মোহে ইসলামী জোশ আনাগোনা করে 'ছহি জঙনামা' যবে পড়ি!!
কোরাস্ : সোব্‌হান আল্লা! সোব্‌হান আল্লা!!
মোরা মসজিদে বসি' নামাজ পড়ি যে, রক্ষা কি আছে বিধর্মীর
ওরা 'কাফুরের মত যাইবে ফুরায়ে' অভিশাপ যদি হানেন পীর'
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আজিও আমাদের এই পায়ের জোর,
আরে অক্কাই যদি পেতে হয় — দিব মক্কার পানে সরল দৌড়!!
কোরাস্ : মাশা আল্লা! ইন্‌শা আল্লা!!
জানো, দুনিয়ায় মোরা যত পাব দুখ, বেহেশ্‌তে পাব ততই সুখ;
আর মেরে যদি হাত-চুলকুনি মেটে, নে বাবা, তোদেরি আশা মিটুক!
সবে পশ্চাৎ দিয়ে করিব জবাই, আসুন 'মেহেদী', থাম দুদিন!
বাবা, মুষল লইয়া কুশল পুছিতে আসিছে কাবুলি মুসলেমীন॥
কোরাস্ : আল্লাহ আক্‌বর! আল্লাহ আক্‌বর!!

২৪০৬.

দুখের কথা শুনাই কারে ওমা জগদম্বা
বলতে গেলে দম ফুরাবে ফর্দ বেজায় লম্বা!

বাপ মা আমার মারা যেতে পাড়ার বুড়োবুড়ি।
সান্ত্বনারি কথা শোনান্ — দু কাহন পাঁচকুড়ি!
বল্‌লে তারা ভয় কি বাবা?
(এই আমরা তোমার বাপ মা আছি বাবা)
বললে তারা ভয় কি বাবা? রও তুমি নির্ভরসা
আমরা তোমার বাপ মা হলাম কাটল দুখের বরষা!
ভাবলাম এবার দুঃখু কি তোর দেখলাম মা রম্ভা॥
হায় মা! আমার ফুটো কপাল, সারবে, সারবে সে কোন্ মিস্ত্রী
দুদিন বাদেই যমের বাড়ি গেলেন চলে ইস্ত্রী।
পাড়ার এত বৌ থাকতে পোষাকী আটপৌরে
স্বামী আমি আছি বলে কেউ এলো না দৌড়ে।
চক্ষু মেলে রইলুম চেয়ে হায় রে হতভম্বা॥
(আমি) ভাবলাম বউ যাক্‌গে আছেন বহুত শ্বশুর কন্যা
ঝুপ করে কেউ আসবে চলে ছুটবে প্রেমের বন্যা।
(আবার) দেড় গণ্ডা ছেলে মেয়ে পাবেন বিনা কষ্টে
হঠাৎ মাগো দেখি সেদিন এলেন আমারি গোষ্ঠে।
রাজমহিষমর্দিনী এক বিকট নিতম্বা।
বিরাট মহিষমর্দিনী এক বিকট নিতম্বা॥

২৪০৭. 'বাঙালি বাবু'

নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরী অধীন আমরা বাঙালি বাবু (ওগো)
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু॥
ঢিলে-ঢালা কাছা কোঁচা সামলায়ে,
ভুঁড়ি বয়ে ছুটি নিটপিটে পায়ে,
আপিসে কসিয়া কলম পিশিয়া, ঘরে এসে খাই সাবু॥
রবিবার ছুটি আছে ব'লে ভাই
বাবা ব'লে চিনে ছেলেপিলে তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে সেদিন ঘুমাই নয় ঘরে বসে খেলি গ্রাবু॥
হাঁচি টিকটিকি সিন্নি মানিয়া,
পরাণ-পাখিরে রেখেছি ধরিয়া,
দেখে ব্যাঙের ছাতারে উঠি চমকিয়া ভয় হয় বুঝি তাঁবু॥
এগ্‌জামিনের লাঠি ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া অফিসের দোরে,
মাইনে যা পাই তা দিয়ে খাই কদলী আর অলাবু॥
গোলামের কুড়ি ফোটার এ বোঝা
নামায়ে কোমর হ'তে দাও সোজা
বাতে আর হাড় হাবাতে ধরেছে বাপ্‌পুরে কনে যাবু॥

২৪০৮. 'খুঁটোর জয়'

নমো নমঃ রাম-খুঁটি!
তুমি গাদিয়া বসেছ আমাদের বুকে, সাধ্য নাই যে উঠি॥
তুমি নির্বিকার হে পরম পুরুষ
আপনাতে আছ আপনি সেঁধিয়ে,

তব বাঁধন ছিঁড়িতে বৃথা টানাটানি এই বৃথা মাথা কুটোকুটি ॥
এই আইন কানুন আচার বিচার
বিধি ও নিষেধ স্ত্রী পরিবার
(বাংলায় যাকে বলে Wife)
শত নামে তুমি জগৎ মাঝার চাপিয়া আছ যে টুটি ॥
কত রূপে তব লীলার প্রকাশ (রাম খুঁটো হে!)
কভু হও খুঁটো কভু হও বাঁশ,
কভু হাঁড়ি-কাঠ কভু ঘানি-গাছ ঘোরাও ধরিয়া ঝুঁটি ॥
কখনো পাঁচনী-রূপে পিঠে পড় (ওরে বাবারে)
কখনো জোয়াল রূপে কাঁধে চড়,
কখনো কঞ্চি, বাঁশ চেয়ে দড়
কভু গুঁতো কভু লাঠি (ওরে বাবারে)।
ঠুঁটো ত্রিভঙ্গ হে প্রভু, তোমার এই ভয়ে মোরা গুটিসুটি ॥

২৪০৯.

নাকে নথ দুলাইয়া চলে, কাঁখে কলস পোলা কোলে।
যেন হুক্কা বাঁধা থোলে এরা মোর হউরের মাইয়া ॥
সে ছল কইর‍্যা কাশে
আর ফিক্ ফিক্ কইর‍্যা হাসে,
তার ড্যাব্‌রা চোখের পাশে ঝুলকালি মাখাইয়া ॥
তার গাল যেন জাম্বুরা, তার নাক নারকেল-কুরা,
তার দাঁত কদুব বীচি রে ভাই, লয়ান লাট্টু-ঘুরা,
আমি চিন্‌ছি চিকনাই দেইখ্যা, ঐ না তৈল হলুদ মাইখ্যা,
সে আইসে আইক্যা বাইক্যা
হহ হেই ত আসে ছাঁচি পান চাবাইয়া ॥
মোরে কয় সে, 'বিট্‌লে বাইট্যা'
করে কাইজ্যা কোমর সাইট্যা,
সে দেয় মোরে মুখ ভেক্সি,
দেয় গায়ে ফেইল্যা পেচকি,
তার চলার পথে রাখনু কি মুই গামছা মোর বিছাইয়া ॥

২৪১০.

নাচিছে মোট্‌কা নাচে পিলে-পটকা নাচে হাঁ
নাচে বক্‌না নাচে বল্‌দা হাঁ পেত্নী মৌরার নাত্‌নী
ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই শ্যাওড়া গাছে ॥
নাচে পায়জামা মেমের মাসি,
নাচে মিস্টার সিস্টার মিসেস্
ইতর বিশেষ যক্ষী পিচেশ যত আছে ॥
(বৌ) রান্নাঘরে রান্না ফেলে শেখে নাচের ঢং
(দেয়) হলুদ ব'লে তরকারিতে মুখে মাখার রং।
বাঙালি সাত কোটি হল সব নট নটী
বেচে সব ঘটি বাটী
নেড়ে ঠ্যাংটা আধা-ল্যাংটা নাচ শেখে শঙ্করের কাছে ॥

২৪১১. 'বউমেনিয়া'

নিউমোনিয়ায় ভুগে ভুগে কোন ক্রমে সেরে উঠে।
বউ-মেনিয়া রোগে এবার বেড়ান দাদা ছুটে ছুটে॥
যেদিন বাপের বাড়ি গেলেন রাগ ক'রে মোর বৌদিরানী,
দাদা আমার শয্যা নিলেন ছেড়ে দিয়ে দানাপানি।
'উঃ কী ঘন প্রেম' বল্‌লে সবাই,
যত বুঝাই আমরা ক' ভাই,
শুকিয়ে ততই গোবর-গণেশ দাদা আমার হ'লেন ঘুঁটে।
শুকিয়া দাদা হলেন (হায় হায়) ঘুঁটে॥
বউ-মেনিয়া রোগ সে ভীষণ! বউ বলে সে যাকে তাকে
যথায় তথায় ঠেসে ধরে, এমন কি ভীমরুলের চাকে।
সেদিন পাড়ার ডোম্‌নী বুড়ি
এসেছিল বেচ্‌তে ঝুড়ি,
দৌড়ে গিয়ে বৌ ভেবে, তার পায়ে দাদা পড়ল লুটে॥
(ওরে) দামড়া সে এক ছিল শুয়ে আরাম ক'রে গলির মোড়ে
বৌদিরানীর বেণী ভেবে দাদা কাঁদেন তাহার ল্যাজুড় ধরে।
বলে — 'ছাড়ি এ সংসার কোথা চলে যাও দীনহীন বেশ ধরি এ'।
গিন্নী ধরার ভয়ে দাদার
ক্রমেই হ'ল পথচলা ভার।
এ পাড়াতে আসে না আর কাবলিওয়ালা ঝাঁকামুটে॥

২৪১২. 'হোরির : হর্‌রা, তাল : খচ্‌মচী

[ছ্যারা রারা রারা রারা হোলি হ্যায়]
নিয়ে কাদা মাটির তাল খেলে হোরি ভূতের পাল।
নর্দমা হতে ছিটায় কর্দম হর্দম 'কাহার' চাঁড়াল॥
দুই পাশের পথিকের গায়, কাদা ছিটিয়ে মোটর যায়,
নল দিয়ে ঐ জল ছিটায় ফুটপাথে উড়িয়া-দুলাল॥
হুরর শুয়ে গ্যাদাল ঘেঁটুর চারা, যা চলে যা ছাপরা আরা,
নিয়ে আয় বৃন্দাবনের হোলির কাদা, মূলতানী বলদের নাদা।
ছ্যারা রারা রারা রারা ছ্যারা রারা রারা রারা,
ডাল রুটি রুটি ডাল ডাল রুটি রুটি ডাল
রুটি ডাল রুটি ডাল ডাল, রুটি ডাল রুটি ডাল ডাল
মেখে চুকে মেখে চুকে গো-চোনারই গোলাপ জল
ছিটায় ভাগলপুরী গাই।
ঝি ঢেলে দেয় ছাত থেকে গোবর-গোলা আকার ছাই।
দেয় ফেলে পিকদানীর পিচ কাপড় চোপড় লালে লাল॥
[হোলি হ্যায় হোলি]
ভুঁড়িতে ফুঁড়িছে ডাক্তার পিচকারিতে হোলি হ্যায়!
টক্কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি হোলি হ্যায়!
ষাঁড়ের গুঁতোয় পড়ে খানায় খেলে হোরি পাঁড় মাতাল॥
[কি ব্যাপার রাই মাছের চপ হয়ে গেছি বাবা।]

২৪১৩. 'বউমেনিয়া'

পাঁচ-মিশালী শালীর পাল
মাঝারি ছোট ও বড় মিশাল,

আমড়া চালতা' আম কাঁঠাল।
কেউ বিশালী মুটকিনী,
কেউ নিকপিকে সুঁটকিনী,
কেউ উড়িয়ালী কটকিনী,
কেউ বাঁটকুলী, কেউ লম্বা শাল॥
কেহ আসে বিনা চেষ্টাতে (ঐ বড় শালী)
কেহ জল যেন তেষ্টাতে (ঐ মেজ শালী)
কেহ বা মিষ্টি শেষটাতে (ঐ সেজ শালী),
কা'রে দেখে হয় পস্তাতে (মোর ছোট শালী)
খিমচিয়ে তোলে গায়ের ছাল॥[১]
কাউকে দেখিয়া প্রাণ শুকায়,
কাউকে দেখিয়া কান লুকায়,
কাউকে দেখিয়া — হায় রে হায়,
তনু-মম-প্রাণ বে-সামাল॥

১. কেউ তেল পানা কেউ খসখসে
কেউ চিমসানো কেউ টসটসে
কেউ এঁটসাঁট কেউ ধসধসে
কেউ টক কেউ কোশো কেউবা ঝাল॥

২৪১৪. 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'

কোরাস : বগল বাজা দুলিয়া মাজা, ব'সে কেন অমনি রে
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি, মা হবেন আজ ডোমনী রে॥
রাজা শুধু রাজাই রবেন! পগার পারে নির্বাসন,
রাজ্য নেবে দু'ভাই মিলে দুর্যোধন আর দুঃশাসন!
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র র'বে সিংহাসনে মাত্র নাম!
কোঁৎকা যা'বে রইবে শুধু বোঁটকা খানিক গা'র ঘাম॥
অনেক কিছু সয়ে গেছে, গন্ধটা আর সইবে না?
কি ক'স? গলা-বন্ধটা? এ-ও দু'দিন বাদে রইবে না!
কলসি-কানার প্রহার খেয়েও প্রভু কেয়সা প্রেম বিলায়।
'গউর' ব'লে 'প্রেমসে' নাচে জগাই মাধাই — দেখবি আয়॥
রইত কেউ রাজা হেথাও, না হয় সেথাই রইল কেউ!
আচ্ছা ফ্যাসাদ যা হোক! তবু বাঘের পিছে লাগবি ফেউ?
ঠুটো হ'লেও হাত পেলি ত! ছিলি যে একদম বে হাত!
একেবারেই ঠ্যাং ছিল না, পেলি ত এক ঠ্যাং নেহাৎ!
ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক — আর আকাঁড়া — তাই ঝোলায় ভর।
ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক। ফেনও পাবি অতঃপর।
ধৈর্য ধ'রে থাকে বেরাল তাই ত শেষে পায় কাঁটা,
পাত হ'তে সে মাছ তুলে' নেয়? তেমনি সে যে ঝাঁটা
ভারত একার নয় ত কারুর — বিশ্ব-আড়ত, পীঠস্থান!
পারত্-পক্ষে মারতে কসুর করে নি কেউ হূণ-পাঠান!
চিরটা কাল বনের মোরা লোমশ মুনিই ছিলুম দেখ্!
আহার ছিল শাক-পাতা আর ভাবের গাঁজা ছিলিম টেক!!
আজ তবু কেক্ বিস্কুট খা'স, হয়েও গেলি প্রায় রাজাই!

গাল বাজাই আয় কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ার ভায়রা-ভাই!
ধুচনি মাথায় হাতে ধামা দেখে মোদের রসিক রাজ —
ডোমের জাতি ভেবে — দিলেন ডোমনি করে মাতায় আজ ॥
বন্দিনী মা ছিলেন আহা, আজ দিয়েছে মুক্তি রে!
বাজাও ধামা মামার নামে রক্ত ঢাল বুক চিরে'!
এবার থেকে ধামাধারি বলদ-দল, ভাবনা কি?
দিব্যি খাবে ডুবিবে নুলো পাৎনা নাদায় জাব মাখি' ॥
হাতির পিছে নেংচে চলে ব্যাংছা' এবং খলসে রে!
দোহাই দাদা, চলিস্ নে আর, চোখ যে গেল ঝলসে রে!
'মাভৈঃ! এবার স্বাধীন হ'নু!' যাই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস!
পড়ল মনে, পীঠস্থান এ, ডোমিনিয়ন্ স্টেটাস্!!

২৪১৫. 'ভাই ভাই এক-ঠাঁই'

বদ্‌না গাড়ুতে বসে মুখোমুখী দিব্বি হয়েছে ভাব!
বদনা চাহিছে শুক্কুনী আর — চাইছে গাড়ু কাবাব ॥
গাড়ু বলে এসো বদনা 'ভাইটি হোক শুভ চোখাচোখি।
তুমি মোর হাতে পেঁয়াজ দাও আর আমি দিই হরতুকি ॥
[শুনে বদনা ভাবে গদগদ হয়ে বলছেন
'গাড়ুদাদা দাড়িতে একবার টিকিতে বুলাও না']
ও গাড়ু দাদা দাড়িতে বুলাও টিকি —
ছুরি ও নাদ্‌না রাখি দোঁহে এসো আস্‌নাই করা শিখি।
[গাড়ু তখন ভাব জমিয়ে বলছেন]
পাখিদের মাঝে বামুন্ যে রাম পাখি।
কেননা মাথায় উহার জবা-ফুল বাঁধা টিকি
দেখ নাকি তাহা দেখ নাকি?
[বদনা তখন বদন ব্যাদন করে বলছেন]
ও তো টিকি নয় দাদা যে তুর্কী ফেজ্।
পাখিদের মাঝে উনি মোল্লাজী হ্যাঁদু নয় হরগেজ ॥
[গাড়ু তখন বদনার পিঠে নল বুলিয়ে বলছেন]
হাতে দিব ক্ষীর নাড়ু ভাই, ছেড়ে দাও খাওয়া ঐ বড়টা।
[শুনে বদনা অবাক — বল্লে]
রে মদনা তাহলে কি দিয়ে খাইব পরটা?
গাড়ু বলে, আহা দোস্তীর তরে ছাড়িতে হয়।
এসো দাদা এসো জড়াজড়ি করি বদ্‌না গড়ায়ে কয় ॥
জড়াজড়ি থেকে গড়াগড়ি দুই নলে প্রেমবারি ঝরে।
সেই ভাব দেখে বিদেশী কেটলী রাগে টগবগ করে ॥

২৪১৬.

পুরুষ : (কথায়) বলি, অ-প্রিয়ে!
দেখ বিরহের দাবানল জ্বলে গোঁফ-দাড়িতে
স্ত্রী : সরে যাও, সে আগুন লেগে যাবে শাড়িতে ॥
পুরুষ : একে ভীষণ ফাগুন মাস
স্ত্রী : তাই বুঝি হাঁসফাঁস?

পুরুষ : কাপাস ফলের মত ফেটে পড়ে হিয়া গো,
স্ত্রী : প্রেম-তুলো বের হয়ে পড়ে ছড়াইয়া গো,
উভয়ে : রব ওঠে ভোঁস হৃদি-রেল গাড়িতে ॥
পুরুষ : বিরহের কাঠ-ঠোকরায় প্রেমের টাকে।
স্ত্রী : এহেন বেয়াধি হ'লে টাকে
মধ্যম-নারায়ণ তেল মাখে।
পুরুষ : কে রচিবে মিলনের সাঁকো (আমাদের মাঝে)
স্ত্রী : পুরুতরূপী ইঞ্জিনিয়ারে ডাকো ডাকো।
উভয়ে : আগুন লাগিল রে দাড়ি আর শাড়িতে
যুগল মিলন হল ধেড়ে আর ধাড়িতে ॥

২৪১৭. 'লিগ-অব-নেশন'

[সিংহ -- ইংরাজ ॥ হস্তী -- ভারতবর্ষ ॥ বাঘ - ফ্রান্স ॥
ভল্লুক -- রুশিয়া ॥ হাঙ্গর -- ইটালি ॥ নেকড়ে অস্ট্রিয়া ॥
শিবা -- গ্রীস। হায়েনা -- আমেরিকা ॥ ঈগল -- জার্মানী]

কোরাস্ : বসেছে শান্তি বৈঠকে বাঘ, সিংহ, হাঙ্গর, নেকড়ে!
বৈষ্ণব গরু, ছাগ, মেষ এসে হরিবোল বলে দেখ্ রে ॥
শিবা, সারমেয়, খটাস, শকুনি — দু'নয়ন লবণাক্ত,
কেঁদে কয়, 'দাদা, নামাবলী নেবো, আর রবো না কো শাক্ত!
কেন রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি বৃথা, দিব ফেলে নখ দন্ত,
তপস্বী হয়ে বনে যাব সবে, পশুর হউক অন্ত।
ছাগ মেষ সব কে কোথা' আছিস, নিয়ে আয় সব ঢাক-ঢোল,
এসেছেন গোরা, প্রেমানন্দে ন্যাজ তুলে সবে হরিবোল!
শিশু-হাসি হেসে' নব যীশু-বেশে এসেছেন আহা বন-মাঝ,
অজিন-আসন এনে দে হরিণ, বসিবেন গোরা, পশুরাজ।'
পশুরাজ কন, 'পশুদল, শোনো, শোনো মোর বাণী স্বস্তির।'
বাঘা কয়, 'প্রভু! দন্ত বেজায় বাড়িয়া উঠিছে হস্তীর'
প্রভু কন, 'বাবা শান্তির এই বৈঠক তারি জন্যে!'
নেকড়ে অমনি কহে, 'চুপ! চুপ! শুনিয়া ফেলিবে অন্যে!'
হাবাতে হাঙর খেজুর-গুঁড়ির লেজুড় করিয়া উচ্চ,
বলে ''প্রভু তুমি ধূমকেতু-তারা, এ ভক্ত তার পুচ্ছ।'
প্রভু কন, 'আহা, এতদিন পরে মিলিল ভক্ত হনুমান!'
হাঙরের চোখে সাঁতার-সলিল, বলে 'প্রভুর কি অনুমান!'
খেঁকুড়ে-কণ্ঠ নেকড়ে কহিল, 'হায়েনা ত প্রভু আয়ে না!
আমরা করিব হরিনাম আর সে নেবে আফ্রিকা চায়েনা!'
ব্যাঘ্র কহিল, 'সে সাঙাৎ যে-রে আছে রগ ঘেঁসে আমারই!'
প্রভু কন, 'ঐ নোড়া দিয়ে দাঁত ভাঙব ভালুক মামারই ॥'
হাঙর কহিল, 'ভালুক মামা যে ক্রমেই আসিছে রুষিয়া!'
প্রভু কন, 'আর ক'টা দিন ব্যাটা বাঁচিবে আমড়া চুষিয়া?'
লড়ালড়ি করে হায়েনা ভালুক দু'টোরি ধরিবে হাঁপানি,
ছিনেজোঁক র'বে লাগিয়া পিছনে, পাশে চিতাবাঘ জাপানী!
হাড়-গোড়-ভাঙা ঈগল পক্ষী কহিল পক্ষ ঝাপটি;
'প্রভু তব পিছে চাপকান-ঢাকা আফগান মারে ঘাপটি।'

প্রভু কন, 'ওরি ভাবনায় বাবা ধরেছে রক্ত-আমেশা।
গোস্ত্ খাওয়ায়ে দোস্ত করিতে তাই ত চেষ্টা হামেশা!'
শিবা কয়, 'প্রভু, সুর্কি রাঙানো টুপি ছাড়িয়াছে তুর্কী!'
প্রভু কন, 'মজ্জি' সংসার-মোহে ছাড়িল খোদার নূর কি?
কপাল মন্দ! কি করিবে বল! অদৃষ্টে নাই ভেস্ত!'
শিবা কয়, 'যাব আমিই ভেস্তে তা হলে, বিচার বেশ ত!'
সাত হাত দাঁত বের করে এলো এমন সময় হস্তী,
শুণ্ড বুলায়ে মুণ্ডে কহিল, 'কর মোরও সাথে দোস্তী!'
'রে গজমূর্খ!' বলি' প্রভুপাদ পশুরাজ ওঠে গর্জি'
'কা'র মর্জিতে তুই এলি হেথা চিড়িয়াখানারে বর্জি!'
'গজরাজ আমি, অজ নই' — কহে অঙ্গ দুলায়ে হস্তী,
'চিড়িয়াখানার পিঞ্জর ভেঙে এসেছি বনের বস্তী!'
শকুনি, খটাস, শিবা, সারমেয় তুলিল ভীষণ কলরোল;
স্কন্ধে প্রভুর তুলি' পশুদল বলে, 'বল হরি হরিবোল!'

২৪১৮

বাপ্ রে বাপ কি পোলার পাল্ পিল্ পিল্ কইর‍্যা আসে
সব কিলবিল কইর‍্যা আসে।
কি ফলই ফৈল্যাছে বাবা এই বিবাহ-রূপ চাষে॥
পোলার পাল না ছাতাইর‍্যা পাখি
খ্যাচ্ খ্যাচাইয়া উঠছে ডাকি'
'অমুক দাও আর তমুক দাও'
'ইয়ে খাইমু আর উয়ো লাও'
মাংস যেন ছিইর‍্যা খাইব গিলতে চায় গোগ্রাসে॥
কেউবা আইস্যা ধরে কোঁচা, কেউবা টানে কাছা,
কাউয়ার দল যেমন কইর‍্যা খ্যাদায় দেখলে প্যাঁচা,
নেড়ুরি গেঁড়ুরি যেন তৈলের ভাঁড়
লবণের ভাঁড় জ্বালায় হাড়
ব্যাঙের ছাও ব্যাঙাচি যেন বাইরায় আষাঢ় মাসে,
আমি জাইন্যা শুইন্যা চইড়্যাছি বাপ আপন শূলের বাঁশে॥

২৪১৯.

বাপের বাড়ির থনে নূতন বৌ ফিরছে বাড়ি
বলদ চল্ রে তাড়াতাড়ি॥
বৌ তৈরি করছে আমার লাইগ্যা নূতন গুড়ের পিঠা,
সেই পুলি-পিঠার চাইতে তার আঙুল আরো মিঠা।
তা'র মুখ দেইখ্যা ফেইলা রাখি খেজুর রসের হাঁড়ি
বলদ চল রে তাড়াতাড়ি॥

১৪২০.

১ম বৃদ্ধ : বিজয়ার পর দেখা হল ভায়া এসো কোলাকুলি করি।
২য় বৃদ্ধ : হয়েছে হয়েছে ছাড় ছাড় দাদা ভুঁড়ি চাপা পড়ে মরি॥
দমকা হাসি খামকা হাসি বাপ্‌রে পিলে চমকা হাসি।
দম্ ফেটে যায় হেঁচকি উঠে হাসি ত' নয় সর্বনাশী॥ (বিকট হাসি)

শাশুড়ি ও বৌমা সীম বীজগুলো কেন ফেলে দিলে নাহি রাঁধি?
বৌ না মা শীম বীজ নয় ওগুলো ইঁদুর নাদি॥
১ম ছাত্র আরে ও অজিত! হল কি? মুখে কোঁচা কেন শুধু ঠাসিস?
২য় ছাত্র কথায় কথায় কাতুকুতু ভাব যথায় তথায় হাসিস্
আর হাসাসনে ভাই শীতে ঠোঁট ফেটে গেছে (ঠোঁট ফাটা হাসি)
হাসিয়ে দিলে কাঁসিয়ে দিলে এবার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে
নাকের জলে মুখের নালে কাপড় চোপড় ভাসিয়ে দিলে॥

২৪২১. নাটক : 'মধুমালা' (আয়স্কান্তের গান)

বোন রে বোন এ কোন্ রূপ দেখালি।
যেন হাঁড়ি মাথায় বেরালি, হোগলা বনের শেয়ালী॥
তাম্বুরা প্রায় পেট রে তাহার জাম্বুরা প্রায় গাল
(তার) চিকন গায়ের ছাল যেন খাজা কাঁঠাল।
গাঁদাল পাতার মালা গলায়
দাঁড়িয়েছিল শ্যাওড়াতলায়
অঙ্গ দেখি ঘেঁটু ফুল ভরালী॥

২৪২২. নাটিকা : 'কালোয়াতী কসরত'

ভ্যাক্ত তব ডাকে মেনকা-নন্দিনী।
সবকুচু হামার হারাইয়া মাগো
তোমহার নাম জপি জগদম্বা গো;
মাহামাইয়্যা আইস্যা সন্ধ্যা-আঁধিয়ার
নাইশো আনন্দিনী॥

২৪২৩.

মট্‌কু মাইতি বাঁটকুল রায়
ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে যায়
বেঁটে খাটো নিটপিটে পায়
তারা ছেৎ'রে চলে, কেৎ'রে চায়॥
পায়ে পরে গাবদা বুট আর পট্টি
আর গড়াইয়া চলে যেন গাঁঠরি ও মোটটি,
ওগো গুনুলুলু সুরে গায় গান উদভট্টি
হাঁটি হাঁটি পা পা ডাইনে বাঁয়॥
রাস্তায় তেড়ে এলো এঁড়ে এক দামড়া
ঢুস খেয়ে বাটকুর ছড়ে গেল চামড়া।
ভয়ে মটকুর চোখ হয়ে গেল আমড়া
সে উলটিয়ে সাতপাক ডিগবাজি খায় হায়, হায়॥

২৪২৪. তাল : কাহারবা

মা ষষ্ঠী গো, তোর গুষ্টির পায়ে পড়ি।
আর অস্থির করিস্‌নে মাগো আমায় দয়া করি॥
ষষ্ঠী মা, তোর কৃপার চেয়ে যষ্টি-প্রহার ভালো,
কৃপা যদি কর্‌লি মা গো, মেয়েগুলোই কালো!
শিলাবৃষ্টির মত যে তোর কৃপা পড়ে ঝরি॥

ছাদে বারান্দায় ঘরে ধরে না আর লেপ কাঁথা,
খোরাসানি গন্ধে মাগো নাড়ী করে ব্যথা।
রাত্রি বেলায় শুনতে-মাথায় খুন যায় রে চড়ি'॥
এই পূর্বজন্মে ছিলেন গিন্নী সগর রাজার রানী,
এই যত বলি আন্নাকালি ততই কি আমদানী!
মা গো মা ওই কাঁঠাল গাছকে হার মানাল আমার প্রাণেশ্বরী॥
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের ধনটুকু বাদ দিয়ে,
দুনিয়ার সব দিলি এবার ঘরে আয় গো মা মায়ে ঝিয়ে।
কালো মেয়ের পারের মাশুল দে মা সাদা কড়ি॥

২৪২৫. নাটক : 'মধুমালা'

মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা মোদের মর্দানা ঢঙ নাচা
ওদের আছে শাড়ির আঁচল মোদের আছে কোঁচা কাছা॥
ওরা বাঁকায় ভুরু, নাড়ে চোখ, নাড়ে ঘাড়,
আমরা চোমরাই গোঁফ, দেখাই বঙ্কিম হাঁটুর হাড়।
ওদের আছে বেণী মোদের আছে দাড়ি,
ওরা দোলায় মাজা আর আমরা ভুঁড়ি নাড়ি
ওদের কণ্ঠ যেন কোকিল মোদের কণ্ঠ হাঁড়িচাঁচা॥

২৪২৬. নাটক : 'সতী'

যদি বুদ্ধির শ্রীবৃদ্ধি চাও সিদ্ধি খাও — সিদ্ধি খাও।
মোক্ষ মুক্তি ঋদ্ধি চাও, কিম্বা অষ্টসিদ্ধি চাও
সিদ্ধি খাও সিদ্ধি খাও॥
ওরে স্বর্গের অলম্বুষ — ওরে মর্ত্যের লেদ্ধড়ুম
শিব লোকে এই আসার ঘুষ মহাসিদ্ধির মহিমা গাও।
এই কৈলাসী ষাঁড়ের নাদ খেয়ে হও দাদা প্রেমোন্মাদ
পাইয়া ইষৎ এর প্রসাদ মৃত্যু বুড়োরে বগ দেখাও
বড়দিদি ইনি হন গঞ্জিকার।
খেলে ঘুচে যায় যত ভব বিকার
সব দুঃখ শোক হবে পগার পার —
ছটাক খানিক খেয়ে গলা ভিজাও॥

২৪২৭.

কোরাস্ : 'যীশুখ্রিস্টের নাই সে ইচ্ছা, কি করিব বল আমরা।
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি ভারতে বিলিতি আমড়া।
চামড়া ওদের আমাদের মতো কিছুতেই নহে হইবার!
হোয়াইট্ ওয়াশ্ যা করিয়াছি — তাই দেখিতেছি নহে রইবার।
আমাদের মত যারা নয় তারা অমনি রবে কি করে বল্,
সাদাদের মত কালা অসভ্য হইবে স্বাধীন? হরিবল্!
আঁঠি ত চামড়া বিলিতি আমড়া মণ্টেগু দিল চুষিতে,
শাঁস নাই বলে কাঁদিল, দিলাম বিলিতি কুমড়ো তুষিতে।
তাহাতেও যারা খুশি নয়, এত তুষি খেয়ে ভরে নাকো পেট,
ঘুষি বরাদ্দ তাহাদের তরে, ঝুটি ধরে কর মাথা হেঁট।

পুলিশের লাঠি আরো বড় হোক, আরো যেন তাতে থাকে গিঁঠ,
হস্তেরে ফেল অস্ত্র আইনে ঘর হতে তোলা হোক ইট।
কাগজের শুধু হইয়াছে নোট, কাগজের হোক রুটিও,
মাথা কেটে দাও, কেটে দাও হাত থাকে নাকো যেন টুঁটিও ॥
যতটুকু দড়ি ছাড়িয়াছে, তাহা গুটাইয়া লও পুনরায়,
একবার যদি বেড়া ভাঙে, তবে আরবার ধরা হবে দায়!
আরো প্রশস্ত করে দাও পিঠ ধুর্ম্মুস-পেটা করিয়া,
টিকি ও দাড়ির চাষ কর, লহ নখর দন্ত হরিয়া ॥
ও দেশের জলে ম্যালেরিয়া-বিষ উহারা বিলিতি-জল খাক্।
খেতে দাও তাদেরে, ওদের চ্যাঁচায় যে একদল কাক!
পা কেটে ওদের ঠেকো করে দাও, উহাদের সাথে ছুটিতে
হার মেনে যায় এরোপ্লেন, পায়ে গুলি পারে নাকো ফুটিতে ॥
শিরীঞ্জ লইয়া আরো ফাঁপাইয়া দাও প্লীহা আর যকৃৎ।
ঢাক কিনে দাও হিঁদুরে, মুসলমানে বল, কর বক্‌রিদ।
ভাতে নাই কিছু ভিটামিন, ওতে মদ হোক, ওরা খাক ফেন,
এ স্বাস্থ্যে ভাত বড় ক্ষতিকর, খুব জোর দুটো শাক দেন ॥
অতিশয় বেশি কথা ক'য়ে ক'য়ে বাড়াতেছে প্যাল পিটেশন,
গ্যাস পরাইতে কর সশস্ত্র ডাক্তারে ইনভিটেশন।
মা ভগবতীর সার উহাদের ব্রেনে আরো দাও পুরিয়া,
যদি থাকে মেরুদণ্ড কারুর দাও তা ভাঙিয়া চুরিয়া ॥
বোমা মেরে মেরে পায় নাকো খুঁজে আজও উদরে 'ক' অক্ষর,
এ মেষ কেমনে সভ্য ষাঁড়ের সহিত হানিবে টক্কর?
পায়ে ও গলায় ছাড়া ইহাদের কোনো সে অঙ্গে বল নাই,
ব্যারাম মাফিক ওষুধ দিলাম, দিলাম কিন্তু ফল নাই।

২৪২৮. 'ভূমিকম্প'

রসিক জ্যোতিষী করেছে গণনা
পৃথিবী টলিবে তেসরা মার্চ,
আল্লাহ, হরি, যিশুকে ডাকিছে
মসজিদ, মন্দির ও চার্চ।
ভয়ে আর কেহ রয় না বাড়িতে
লরিতে মোটরে ছ্যাকড়া গাড়িতে
বোঁচকা পোটলা হাঁড়িতে কুড়িতে
ছেলেতে মেয়েতে বুড়োতে বুড়িতে
কাঁপিতে কাঁপি... রাত্রি যপিতে
চলিছে সকলে গড়ের মাঠ।
কাছা কোঁচা খুলে বাঙালি ছুটিছে
গায়ের উড়নি ধুলায় লুটিছে
তারো আগে ছুটে লইয়া খাটিয়া
মাড়োয়ারি আর উড়িয়া ভাটিয়া
বাঙালির পায়ে হারাইয়া দিয়া
বন্ধ করিয়া দোকান পাট।

পগ্‌গড় খুলে বদন মেলিয়া
দোক্তা খৈনি বটুয়া ফেলিয়া
ছুটছে পথের ষাঁড়েরে ঠেলিয়া
তাঁরো আগে চলে ভুঁড়ি বিশাল।

২৪২৯.

রাম-ছাগলে ও খোদার খাসিতে যুদ্ধ লেগেছে দাদা।
দেখত, ও দুটো ছাগল? না দুটো দামড়া এবং গাধা॥
দুটোই ন্যাজে ও গোবরে হয়েছে, দুইটারই শিং নাই,
(তবু) হুঁস নাই কারু, মনে করে জোড়া সিংহে করি লড়াই,
(শিং নাই বলে, বলে সিংহ, সিংহ)
(এরা) না জানি করিত কি লড়াই, যদি গোঁজে না থাকিত বাঁধা॥

২৪৩০. 'চতুরঙ্গ'

রামছাগী গায় চতুরঙ্গ বেড়ার ধারে,
গাইয়ে ষাঁড়-সাথে বাছুর হাম্বা রবে — ভীষণ নাদ ছাড়ে,
ফেটে বুঝি গেল কান, প্রাণে মারে!
শুনিয়া হাই তোলে ভেউ ভেউ রোলে — ভুলোটা পগার পারে॥

তোলেনা : ডিম নেরে, তা দেরে, আমি না রে, তুই দেরে,
নেরে ডিম, দেরে তা, তা দেনা,
ওদের না না, তাদের না না তুই দেরে ডিম!
ওদের নারী তাদের নারী দেদার নারী,
দে রে নারী, যা ধেৎ, টানাটানি!

সরগম : ধ প র ধ র গ, গ র গ ধ, গ র গ ধ,
ন ধ ম ম, প র ন ম র গ, স র ন ধ স ম॥

তবলার বোল : ভেগে যো, মেগে খা, মেরে কেটে খা, মেরে কেটে খা'
তেড়ে ধ'রে কাট ধুম, ধরে কেটে রাখুন না রাখুন না,
কান দুটি যাক্ তবু কাটা থাক দুম॥

২৪৩১.

লেংচে কেন চলছি আমি জামায় কেন কাদা
দুঃখের সে কাহিনী মোর না-ই শুনিলে দাদা॥
কলকাতাতে পায়ে হেঁটে জো আছে কি চলার
পা দিয়েছি যেই রাস্তায় সামনে দেখি রোলার।
ফুটপাতে যেই উঠতে গেছি হায় একি উৎপাত,
কলার খোলায় পা হড়কে পড়লাম চিৎপাত
খিলখিলিয়ে উঠল হেসে পাশে সব হাঁদা॥
যেই উঠেছি সামনে দেখি মস্ত মোটর গাড়ি
কাছা খোলা অবস্থাতেই ছুটনু তাড়াতাড়ি॥
যেমন দুপা এগিয়ে গেছি অমনি মোটর বাস;
ধাক্কা মেরে ফাঁসিয়ে দিল আমার ধুতির ফাঁস॥
রগ ঘেঁশে এক ছুটল ফিটন লাগল চোখে ধাঁধা॥
হকচকিয়ে মোড় ঘুরতেই ধাক্কা খেলাম ট্রামে
ট্রামের পাশে লরি ছুটে (যেন) রাধা শ্যামের বামে।

এদিক পানে ভয়সা গাড়ি বাইসিকেলে একশা
(দাদা) যাক গে ধুতি প্রাণ পেয়েছি ধুতি রেখে বাঁধা ॥

২৪৩২.

শা আর শুঁড়ি মিলে শাশুড়ি কি হয় গো।
শ্যাম প্রেমে বাধা দেয় স্বামী তারে কয় গো ॥
নয় নদী মিলে হয় ননদিনী দজ্জাল,
জুতো জামা-ই সার যার-জামাই সে মহাকাল,
যার কসুর হয় না সে কে? — শ্বশুর মহাশয় গো ॥
(সে) ভাদ্দর-বউ, (যার) ভাদ্দর মাসে বিয়ে,
দেবর সে জন — বর যে দেয় দাদারে দিয়ে।
ভাসুর সে, অসুরের মত যারে ভয় গো ॥
বেহায়া চশম-খোর, তারে কি বেহাই কই,
পিসিয়া মারেন বলে তারে (তাই) কি পিসি কই,
সকলেরই ভাগ নেয় সে, ভাগ্নেরই জয় গো ॥

২৪৩৩.

সবাইকে তুই বর দিলি মা পাষাণ-রাজার ঝি!
(আমি) ভিড় ঠেলে যে যেতে নারি, বর পাব না কি?
এই শেয়ালগুলোয় ভাঙাবেড়া কে দেখাল বল্‌
কাছা খুলে ছুটছে যত আকাল খুড়োর দল!
দূরে থেকেই বলছি মাগো, (আঃ কি গণ্ডগোল!)
তুই কি শুনতে পাবি মাগো বাজছে যা ঢাক ঢোল
বেশি কিছু চাইনে আমি, চাইব নাকো যা তা,
মা ঘোল ঢালতে পারি যেন মুড়িয়ে দুখের মাথা:
(তোর) সিঙ্গিটাকে দে মা ছেড়ে এক মিনিটের তরে
আমার যত পাওনাদার মা — সব কটাকে ধরে
ঠেসে গোটা কতক ক'রে মেরে আসুক থাবা,
মনের সুখে বল্‌ব, 'বাবু, আর কি টাকা চাবা?'
ঐ খাঁড়াটা নিয়ে মা তোর করতে পারিস তাড়া
বাড়িওয়ালা যেই আসবে চাইতে বাড়ি ভাড়া?
(আমার) টাকার খাঁকতি নাই মা তেমন, বছরে দশ হাজার
মা ছড়িয়ে যদি দিস, ভাব্‌ব, ধন পেয়েছি রাজার।
ছেলে হবে জজ মাজিস্টর, মেয়ে হবে রানী,
আমার যত শত্রু গিয়ে জেলে টান্‌বে ঘানি!
রাত্রে যেন কামড়ায় না ছারপোকা আর মশা,
আর দিনের বেলা সইতে নারি গায়ে মাছি বসা।
মা খাবার কথা বলি যদি ভাববি পেটুক ছেলে,
আমি ভাত না খেয়েও থাকতে পারি পোলাও লুচি পেলে!
মাছের মুড়ো, মাংসের ঝোল, পাঁচটা ভাজা ভুজি,
হ্যাঁই দ্যাখো দই সন্দেশ বলিনিক বুঝি?
দেখলি তো মা, খাওয়ার আমার ইচ্ছেই নেই মোটে,
পেটুক বলে কলঙ্ক মোর তবু গেল রটে।

কাঁহাতক আর বেড়াই মাগো হেঁটে হটর হটর
পেট্রল যাতে খায় না, দিবি এমনি একটা মোটর।
জানিস্‌ত সন্ন্যাসী হব আমি দুদিন পরে,
একটা কথা বলে রাখি রাখিস্‌ মনে করে —
তোর বৌমার বাক্স ভ'রে গা ভ'রে দিস্‌ গয়না
পাঁচটা লোকে তোর নামে মা মন্দ যেন কয় না
আমিও যুদ্ধ করতে পারি, তোরই ত মা ছেলে,
পারি অসুর দানব খেদিয়ে দিতে ভুঁড়ি দিয়ে ঠেলে।
বলিস্‌ যদি ল্যাং মেরে মা ফেলেও দিতে পারি,
তা কাঁদিয়ে মাকে আমি কি আর যুদ্ধে যেতে পারি?
নাতিপুতি রেখে মা গো একশ বছর পরে
মায়ার সংসার ছেড়ে না হয় যাব তোরই ক্রোড়ে!
আরো অনেক চাওয়ার ছিল দিলুম সে সব ছেড়ে
হেসে ফেলে বল্‌বি হয়ত 'খোকা বড্ডো একাল-ষেঁড়ে!'

২৪৩৪. 'সাহেব ও মোসাহেব'

সাহেব কহেন, 'চমৎকার! সে চমৎকার!'
মোসাহেব বলে, 'চমৎকার! সে হতেই হবে যে! হুজুরের মতে অমত কার?
সাহেব কহেন, 'কী চমৎকার, বলতেই দাও আহা হা।'
মোসাহেব বলে, 'হুজুরের কথা, শুনেই বুঝেছি বাহাহা, বাহাহা, বাহাহা!'
সাহেব কহেন, 'কথাটা কি জান? সেদিন —
মোসাহেব বলে, 'জানি না আবার? ঐ যে, কি বলে, যেদিন—'
সাহেব কহেন, 'সেদিন বিকেলে বৃষ্টিটা ছিল স্বল্প।'
মোসাহেব বলে, 'আহাহা শুনেছ? কি বা অপরূপ গল্প!'
সাহেব কহেন, 'আরে ম'লো! আগে বলতেই দাও গোড়াটা!'
মোসাহেব বলে, 'আহা-হা গোড়াটা! হুজুরের গোড়া! এই, চুপ চুপ ছোঁড়াটা!
সাহেব কহেন, 'কি বলছিলাম, গোলমালে গেল গুলায়ে।'
মোসাহেব বলে, 'হুজুরের মাথা! গুলাতেই হবে! দিব কি হস্ত বুলায়ে?'
সাহেব কহেন, 'শোনো না! সেদিন সূর্য উঠেছে সকালে!'
মোসাহেব বলে, 'সকালে সূর্য আমরা কিন্তু দেখি না কাঁদিলে কোঁকালে!'
সাহেব কহেন, 'ভাবিলাম যাই, আসি খানিকটা বেড়ায়ে।'
মোসাহেব বলে, 'অমন সকাল! যাবে কোথা বাবা, হুজুরের চোখ এড়ায়ে!'
সাহেব কহেন, 'হ'ল না বেড়ানো, ঘরেই রহিনু বসিয়া!'
মোসাহেব বলে, 'আগেই বলেছি! হুজুর কি চাষা, বেড়াবেন হাল চষিয়া?'
মোসাহেব বলে, 'এই চুপ সব! হুজুর ঝিমান্‌ পাখ্‌ কর্‌ ডাক নিমাই এ'।
সাহেব কহেন, 'ঝিমাইনি, কই এই ত জেগেই রয়েছি!'
মোসাহেব বলে, 'হুজুর জেগেই রয়েছেন, তা আগেই সবারে কয়েছি!'
সাহেব কহেন, 'জাগিয়া দেখিনু, জুটিয়াছে যত হনুমান আর অপদেব!'
'হুজুরের চোখ, যাবে কোথা বাবা?' প্রণমিয়া কয় মোসাহেব॥

২৪৩৫

শুঁটকি আমি বুড়ি।
বয়স এই আট কুড়ি (আঁটকুড়ি নয়, আট কুড়ি।)
আমায় দেখেই লেপ মুড়ি দেয় জোয়ান ছোঁড়া ছুঁড়ি॥

মোর কাঁপুনি দিয়ে আমি সবারই হাড় কাঁপাই,
বড় খুশি হই, সকালে যদি এক কাপ চা পাই,
(আজও) ঘুড়ি উড়াই নাতির সাথে যদিও থুত্থুড়ি ॥
(আমার) চুল হয়েছে শোনের নুড়ি
আমি মান্ধাতারই খুড়ি,
তবু উনুনশালে ব'সে চিবাই কড়াই ভাজা মুড়ি ॥

২৪৩৬.

(আরে) হাঁ বালা উর্মরি, কুমড়ি পোকা গাহে ঠুংরি।
ধাঁই ধপড় ধাঁই ধপড় — সেতার বাজায় তুলো—ধুনুরি ॥
মন্দিরা বাজায় ছুঁচো নেংটে ইঁদুর;
ছাড়ে হুলো আর কোলাব্যাঙে তানপুরার সুর।
(ছোট মিঞাও, বড় মিঞাও)
সুখে উৎসুক আরশোল্লার বুক ওঠে গুমরি ॥
আরে গিরগিটি নাড়ে মাথা, নাড়ে টিকটিকি লেজুড়
গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বুনো সজারুর।
মিস বিল্লীর সাথে, এসে দিল্লী হতে বিল্লা সেই জলসাতে,
গায় গমক মীড়ে খাম্বাজ হাম্বিরে
ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে কুঁকড়ো কুঁকড়ি ॥

২৪৩৭.

অভি নিশি রহি নজাও ন যাও দিয়া বুঝনে দো।
বুঝতি হুয়ি দিয়া পিয়া বুঝনে মুসাফির ঠাহরো দিয়া বুঝনে দো ॥
নিঁদ আলসি আঁখ রুদ্ধ হোনে দো ক্লান্ত করুণ দেহ্
দূর নৌবৎসে বাজনে দো বাঁশরি উদাস যোগিয়ামে।
এ্যায় প্যারে তেরে চরণো পর
গুল মৌত চাহে গীর কর্
তেরী হঁসীকো নবারুণিমা সে দিশা রংগায়ে দো
দিয়া বুঝনে দো ॥
অভি মিলা বহা হাওয়া মে প্রলাপ
আশা শিখী অভি না কৈলা কলাপ
অভি তাজা রহা হারমে গুলাব জরাসা দেখ কে যাও ॥
দিয়া বুঝনে দো ॥

২৪৩৮.

আ' মেরে সঙ্গ আ, মঙ্গল গা হিল্‌মিল্‌কে এ্যায় বনমালি।
আরমা ফের পুরে হো জাঁয়ে সারে দিল্‌কে এ্যায় বনমালি ॥
মুঝ্‌কো জাগানেওয়ালা, হো, জগ্‌মে তেরা উজালা
তু মুঝকো ধূল সমঝ্‌কে, লে লে চরণ মে আপ্‌নে
তুনে দিয়ে জ্বালায়ে বিরাণ মন্‌জিল্ কে এ্যায় বনমালি ॥
তু হামকো খাক্ ছানায়া, (আউর) ব্যাকুল আপনা বনায়া
কহিঁ আউ না কহিঁ জাউ, আপনে আগে তুমকো পাউঁ
খো জায়েঁ যুঁহি মিট্টি মে হাম মিলকে এ্যায় বনমালি ॥

২৪৩৯.

আও জীবন মরণ কে সাথী
তুমকো ঢুঁঢাতা হ্যায় দূর আকাশ মে
মোহিনী চাঁদনী রাতি॥
ঢুঁঢাতা প্রভাত নিত গোধূলি লগন মে
মেঘ হোকে মায় ঢুঁঢাতা গগন মে।
ফিরত হুঁ রোকে শাওন পবন মে।
পাত্তে মে ঢুঁঢাতা তোড়ী পাপী
শ্যামা হোকে জ্বালা মায় তোহারি আঁখমে
বুঝ গায়া রাতকো হায় নিরাশ মে।
আভি ইয়ে জীবন হ্যায় তুমহারি পিয়াস মে।
গুল না হো যায়ে নয়ন কি বাতি॥

২৪৪০.

আগড়ম বাগড়ম খাতির ঝগড়া রগড়া হো দিনরায়ন।
লত্তম জুত্তম চৌকি বেল্না দাঁত পিশওওল বয়ন্॥
হাম বোলিলা ওয়ে সুন্দর আউরন কি হো জোয়
উ বুলেলা বোতল মোট্‌কা না এয়সা হোয়,
গুজরে হামকা লেডয়ে দে না আপনে লেডয়ে ঠায়ন্॥
জরু বোলে হামকে তু পুরুষ নহি কাঁচকেলা
তেরা বড়কা ভাই দেখা হয় জোরুকা দাবেলা,
এয়সনকে স্বামী জো কহে তো ঠাণ্ডক্ পায়েঁ নয়ন্॥
চোর পুলিশ কা লাগা ডাঁটি খিঁচচম খিঁচ্চা হোয়
কাফ্রি কাবলি যেয়সে ঝগড়েঁ ওকে হামরে ছোয়,
সোফ্না কা বাস করক্ হেয় ভেইয়া যেয়সে আয়লো গায়েন॥

২৪৪১.

আজ বন-উপবন্ মে চঞ্চল মেরে মনমে।
মোহন মুরলীধারী কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥
সুনো মোহন নূপুর গুঞ্জত হ্যয় —
বাজে মুরলী বোলো রাধা নাম কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥
বোলে বাঁশরি আও শ্যাম-পিয়ারি,
ঢুঁড়ত হায় শ্যাম-বিহারী,
বনমালা সব চঞ্চল ওড়াওয়ে অঞ্চল —
কোয়েল সখি গাওয়ে সাথ গুণধাম কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥
ফুলকলি ভোকে ঘুঁঘট খোলে
পিয়াকে মিলনকি প্রেমকি বোলি বোলে,
পবন পিয়া লেকে সুন্দর সৌরভ —
হাঁসত যমুনা সখি দিবস-যাম কুঞ্জ কুঞ্জ ফিরে শ্যাম॥

২৪৪২.

আজি মধুর গগন মধুর পবন মধুর ধরতীধাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম।
বাজত বনমে মধুর মুরলী বোলাতা রাধা নাম
আয়ে ব্রিজমে ঘনশ্যাম॥

আজ থির যমুনা আধীর ভায়ি
আয়ে গোকুলকে চাঁদ অন্ধেরি গ্যয়ি,
বোলে কোয়েলিয়া ময়ূর পাপিহা পিয়া পিয়া অবিরাম॥
ব্রিজকে কোঁয়ারি বনকে যোগিনী রোতি থী বিরহ মে,
আজ লেকে গাগরি ওড়ে নীল শাড়ি চলে ফের নীর ভরণে।
আজ হরিকে সাথ হরিভি আয়ে
রাঙা আবিরমে গোকুল ছায়ে,
বনশী বাজাওয়ে রসিয়া গাবে বিভোর ব্রিজধাম॥

২৪৪৩.

আরে আরে সখি বার বার ছি ছি ঠারত চঞ্চল আঁখিয়া সাঁবলিয়া।
দুরু দুরু গুরু গুরু কাঁপতে হিয়া উরু, হাথ্‌সে গির যায় কুঙ্কুম-থালিয়া।
আর না হোরি খেলবো গোরি
আবির ফাগ গে পানি মে ভারি হা প্যারী,
শ্যাম কি ফাগুয়া লাল কি লগুয়া ছি ছি মোরি শরম ধরম সব হারি —
মারে ছাতিয়া মে কুঙ্কুম বে-শরম বানিয়া॥

২৪৪৪.

আয় সাত্তার আয় গফ্‌ফার কারদে বেড়া পার।
দারিয়া ফাড় জঙ্গল, কারতে হ্যায় রোজ মঙ্গল
জমিন ও আসমানকে জারেরে জাররেকা আকিদা হ্যায়।
তু হ্যায় পালন হার তু হ্যায় খেওনা হার
তুহি হ্যায় করতার — আয় সাত্তার॥
রোজি দেনা কাম হ্যায় তেরা
সাবসে আলা নাম হ্যায় তেরা
তু রহমান হ্যায় — জি শান হ্যায়
সুলতান হ্যায় — আয় সাত্তার॥
দর্দে দীল তেরা সিঁউয়া
আহ শুনায়ে কিস্‌কো
মেরা মালিক, মেরা খালিক
মেরা মাবুদ হ্যায় তু — আয় সাত্তার আয় গফ্‌ফার॥

২৪৪৫.

উভ্‌রে যৌবনকো কোঁও কর্‌ ছিপাউঁ রে।
প্যারে সাইয়াঁ সে ক্যাসে বাচাউঁ রে॥
দেখো ছুওত হেয় বালম মোরি ছাতিয়া
হেয় মানত নহি নিরদয় বাতিয়া,
মোরি বাইয়াঁ মারোরি মাসকাই আঙ্গিয়া —
হুঁ ম্যায় ভোলি ঠাঠালি ম্যায় ক্যা জানু॥
প্রেম বন্ধন মে বাঁদোনা মো কো পিয়া
মন মোহন দেখা করকে বাঁকি আদা,
যানতি হুঁ পুরুষ হোতে হ্যায় বেওয়াফা —
কাম হোয় ইনকা দিল্‌ লেকে ভুল জানা॥

২৪৪৬.

এ্যয়সন গড়বড় ঝালে ওয়ানা
বাজ রহে জোরু ও শালা
নাহি করত হাম বিয়া আপনা।
ভাগা যা হে হাকুয়া ভাকুয়া
ছুটলি জরু কে অন্‌ঘট্ সে
রাম বাচাইলয় ই খট্‌পট্ সে॥

২৪৪৭. 'শাদিকে আগে'

কালকে হোযি বিয়া হামরে পরশু আয়ি জুরুয়া ভাইয়া॥
রহ যাইবা তু হকুয়া ভকুয়া মৌজ্ করব্ হাম, মুহ্ তু তাকওয়া॥
ভেজি হেঁয় হামকা সাস আওর শশুরা, বঢ়িয়াঁ বঢ়িয়াঁ সুঘ্‌ঘর্ কাপড়া।
হাসি ঠাঠোলি শালি করিহেঁ, রুঠব জব হামরা কে মানাইহেঁ।
ঘড়ি ঘড়ি শোস্‌রাল মে যাইব, মৌগী কে শোস্‌রাল সে লাইব।
সাস্ লিহে মোর বালাইয়া, সালি করিহেঁ খেল খেলাইয়া।
ঝাঁকত জব তু লোগ কে পাইব, মড়ই মে মৌগীকে ছিপাইব।
দেখল্‌কো তু লোগ তরস্‌বা মৌজ করব হাম, মুহ তু তাকওয়া॥

২৪৪৮.

কিস্ গাবরুকো গাঁইয়া বানাউঙ্গি,
আপনে দিল্ কি লাগি কো বুঝাউঙ্গি।
আই জোওয়ানী হুয়ি দিওয়ানী
উভরে যৌবন সে ভয়ি মস্তানী।
বান নয়নো কে দিল্ পর চালাউঙ্গি॥
দিল কো লুভাকে ছনবল্ দেখাকে
ঘুঁঘট হটাকে মুখড়া দেখাকে,
আজ অবরুকে খঞ্জর চালাউঙ্গি॥

২৪৪৯. রাগ : মিশ্র ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

কৃষ্ণ কানাইয়া আয়ো মনমে মোহন মুরলী বাজাও।
কান্তি অনুপম নীল পদ্মসম সুন্দর রূপ দিখাও॥
শুনাও সুমধুর নূপুর গুঞ্জন
'রাধা, রাধা' কারি ফির ফির বন্‌বন্,
প্রেম-কুঞ্জমে ফুলসেজ্ পর্ মোহন রাস্ রচাও॥
রাধা নাম লিখে অঙ্গ-অঙ্গমে,
বৃন্দাবন মে ফিরো গোপী-সঙ্গমে,
পহরো গলে বনফুল কি মালা প্রেমকা গীত শুনাও॥

২৪৫০.

গাও স্যব ভারত কা প্যারা।
ঝাণ্ডা উঁচা র্যাহে হামারা॥
হিন্দুস্থানকা তিলক পা বো
মিটগ্যায়ে আব্ মিটগ্যয়ে উয়ো,
ভাকত্ তুমহি হো দেশ তুমহারা॥
হিন্দু-মুসলমান স্যব মিল্কি আও

ভুলো ভেদ অ্যর গাল ল্যাগ যাও,
গাও প্রেম নদী কিনারা ॥

২৪৫১.

ঘন-শ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যয় এ ভব সংসার মে।
প্রীত্‌কে ব্রজবাসী হুঁ ম্যয় রস যমুনাকি কিনার মে ॥
হিরদয়্ মে মোর নন্দবালা
গলেমে উন্‌হি কে নাম কি মালা,
উয়ো মোর্ সুন্দর্ চাঁদ উজিয়ালা রাত্‌কে আঁধিয়ার মে ॥
ধেনু চরত যাঁহা বেণু বাজত
কৃষ্ণ কানাইয়া সুমরণ আওয়ত,
মদন মোহনকে বিছুয়ানা সুনত পঞ্ছিকি ঝন্‌কার মে ॥

২৪৫২.

চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন তুম ব্যনে বনওয়ারী।
ছিন লিয়ে হ্যয় গদা-পদম সব মিল করকে ব্রজনারী ॥
ছার ভুজা আব দো বনায়ে
ছোড়কে বৈকুণ্ঠ ব্রিজ মে আয়ে,
রাস রচায়ে ব্রিজকে মোহন ব্যন গ্যায়ে মুরলী-ধারী ॥
সত্যভামাকো ছোড়কে আয়ে
রাধা প্যারী সাথমে লায়ে,
বৈতরণী কো ছোড়কে ব্যন গ্যায়ে যমুনাকে তটচারী ॥

২৪৫৩.

চাল চাল চাল নওজওয়ান চাল।
আদমিয়াত কি ফৌজ তুম্
দরয়াা কি হো মৌজ তুম্
কুওত কে হো হৌজ তুম্
তুম হো শকতি বল ॥
খোল্ কে রাত কা নকীব
লাও দিন্ কা আফতাব্,
জমানে কে তুম হো খাব —
তুম হো ধ্যান আমল্ ॥
তুম আলীকে জুলফেকার
তুম হো নূর তুম্ হো নার্,
জলজলাকে তুম্ পোক, —
জুলম্ কে আজল্ ॥
চল মচাকে শোর ভোর ভয়িরি ভোর,
উঠ্ খড়ে হো শুন্ আজান গফিলিয়ত্ কো ছোড়।
আরাম কা শিশ মহল — তোড় জওয়ান চাল ॥

২৪৫৪.

চঞ্চল শ্যামল আয়ে গগনে।
নয়নে পলকে বিজলি ঝলকে

ঘুংগরালী অলকে ওড়ে পবনে ॥
রিম্ ঝিম্ বরষা কে বিছুয়া বোলে
মৃদঙ্গ বাজে গুরু গম্ভীর রোলে,
দেখি উয়ো কা নৃত্ ধরণী কা চিত্
মোর্ সম নাচত মগন সাওনে ॥
অসম্ভ পবন মে রহী রহী বাজে,
উদাসী বাঁশরী দূর বন মাঝে।
আকাশ মে রংগ লাগে, ইন্দ্রধনু জাগে
প্রেম তরংগ বহে বৃন্দাবনে ॥

২৪৫৫.

চঞ্চল সুন্দর নন্দকুমার গোপী চিতচোর প্রেম্ মনোহর নওল কিশোর।
বাজতহি মনমে বাঁশুরি কি ঝন্‌কার, নন্দকুমার নন্দকুমার নন্দকুমার ॥
শ্রবণ-আনন্দ বিছুয়া কি ছন্দ রুনুঝুনু বোলে
নন্দকে আঙ্গনামে নন্দন চন্দ্রমা গোপাল বন্ ঝুমত ঝুমত ডোলে,
ডগমগ ডোলে, রাঙ্গা পাঁউ বোলে লঘু হোকে বিরাট ধরতী কা ভার ॥
রূপ নেহারনে আয়ে লুক ছিপ্ দেওতা
কোই গোপী গোপী বনা কোই বৃক্শ লতা,
নদী হো বহে লাগে আনন্দকে আঁসু যমুনা জল সুঁ —
প্রণতা প্রকৃতি নিরালা সাজায়ে, পূজা করনেকো ফুল লিয়ে আয়ে বনডার ॥

২৪৫৬.

চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী।
ইস্‌কী দুনিয়া রংগ্ বেরংগী ॥
গোরে, কালে আয়েঁ, যায়েঁ
আপনি আপনি ছাব দেখলায়ে,
এক ডগর্ মেঁ সব সংসার —
ইস্‌কী দুনিয়া রংগ বেরংগী ॥
কোই কিসিকো রাহ্ লাগায়ে
কোই আ-কর্ খুদ খো-যায়ে,
সীধা রাস্তা ফের হাজার —
ইস্‌কী দুনিয়া রংগ্ বেরংগী ॥

২৪৫৭.

ছোটাসা দেওয়া তরহাদার — আয়ে মেয় সদকে জাউঁ।
বাঁকা ছাবিলা হেয় উয়ো ইয়ার — এয় মেয় সদকে জাউঁ ॥
ভালা নজরকা প্যারে দেওরভায়
কর্ দে করেজোয়া কে পার — এয় মেয় সদকে জাউঁ ॥
আজ লুটাউঙ্গি লুট মোরে দেওরা
যৌবনে পে আই হেয় বাহার — এয় মেয় সদকে জাউঁ ॥
সাজিয়া পে আজা মেরে প্যারে দেওরভায়
তোরে বিনাই বে-করার — এয় মেয় সদকে জাউঁ ॥

৪৫৮.

জগজন মোহন সঙ্কটহারী
কৃষ্ণমুরারী শ্রীকৃষ্ণমুরারী।
রাম রচাও ত শ্যামবিহারী
পরম যোগী প্রভু ভবভয়-হারী,
গোপী-জন-রঞ্জন-ব্রজ-ভয়হারী,
পুরুষোত্তম প্রভু গোলক-চারী॥
বন্‌শী বাজাও ত বন বন-চারী
ত্রিভুবন-পালক ভক্ত-ভিখারি,
রাধাকান্ত হরি শিখি-পাখাধারী —
কমলাপতি জয় গোপী-মনহারী॥

২৪৫৯.

জপ্ লে রে মন মেরা প্রভুকে নামকে মালা।
সবের সামমে হর এক কামমে জপ লে উও নাম নিরালা॥
বসন ভূষণ উওহি নামসে সাজাও
উওহি নামসে ভুখ তৃষ্ণা মিটাও,
উও নাম লেকে ফিরো রোতে রোতে নামসে কর হৃদয় উজিয়ালা।
উওহি নাম কি নামাবলী গ্রহতারা রবিশশী ঝুলে গগনমণ্ডল মে
ছোড় লোভ মোহ ক্রোধ কামকো
জপত রহো সদা মধুর উও নামকে',
নামমে রহো সদা মাতোয়ালা॥

আদর ভাব মন উনহিসে,
প্রেম পীতি কর উনহিকে চরণ সে।
উওহি নাম ধ্যানমে উওহি নাম জ্ঞানমে
উওহি নাম জপত রহো মন প্রাণমে,
উওহি হায় সবকে পালনওয়ালা॥

২৪৬০.

জপে ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণকে নাম পবন জপে।
শ্রীকৃষ্ণকে নাম শ্রীকৃষ্ণকে নাম।
রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম রাধাকৃষ্ণ নাম॥
গগন হাতমে লিয়ে তারা কি মালা জপে কৃষ্ণনাম
ফুলকলিকে মালা লিয়ে বনবালা জপে কৃষ্ণনাম,
জপত পন্‌ছী সব কোয়েলা পাপীহারা ওহি নাম অবিরাম॥
(ওহি) নাম জপত হ্যায় শওন ধারা
জপে নদী জল ওহি নাম প্যারা,
সাঁজ সকার কে রং মে উয়ো নাম কা ইশারা।
উয়ো নাম সমুন্দর জপতে দিবস যাম॥

২৪৬১.

জলথল টলমল হিলে আসমান বীরদল চলে ময়দান॥
হাথপর হাথিয়ার লে কে চলে
ওতন্ কে লিয়ে জান দে কে চলে,

আগর্ এক টলে, লাখ্ লাখ্ নিকলে —
লিয়ে মওত্ কে দাওত্ চলে শহীদান ॥
চলে তকলুফ্ কে রাহ্ পর্
কোহ্ সাহ্‌রা পার হো কর্,
চলে বগয়র দোস্ত সাথী —
চলে জঙ্গ কে সিপাহিয়াঁ বেখওফ্ বে-ডর্।
ছোড়ি ঘর কি কবর সব বাহর চলে
রণ-ঝনন রণন্ রণ-ডঙ্কা বোলে,
সব আরাম কি বাগ পে আগ জ্বলে —
সাথ নিশান-বর্দার ঝড় ও তুফান ॥

২৪৬২.

জয়তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ নারায়ণ পরমেশ্বর প্রভু বিশ্ব-বিহারী ॥
সুর নর যোগী ঋষি ওহি নাম গাবে
সন্‌সার দুখ শোক সব ভুল যাবে,
ব্রহ্মা মহেশ্বর আনন্দ পাবে গাওত অনন্ত গ্রহ-নভচারী ॥
জনম্ লেকে যব আয়া এ ধরাধাম
রোতে রোতে ম্যয় প্রথম লিয়া উয়ো নাম
জাউঙ্গা ছোড় ম্যয় ইস্ সন্‌সার কো শুনকর কানোমে নাম ভয়হারী ॥

২৪৬৩. চলচ্চিত্র : 'ধ্রুব'

শিশু নটবর নেচে নেচে যায়।
চল-চরণে ধূলি-মাখা গায় ॥
ননীর পুতুল আদুল তনু
চলিতে পথে ফিরে ফিরে চায় ॥
তাহারি পায়ের নাচের তালে
ফোটে পুলকে কুসুম ডালে,
গ্রহ-তারা নাচের ঘোরে
ঘুমিয়া মরে তা'রি রাঙা পায় ॥

২৪৬৪.

ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা পে কিশোরী কিশোর।
দেখে দোউ এক এককে মুখকো চন্দ্রমা চকোর,
যেয়সে চন্দ্রমা চকোর হোকে প্রেম নিশা বিভোর ॥
মেঘ মৃদং বাজে ওহি ঝুলনাকে ছন্দমে
রিমঝিম্ বাদর বরসে আনন্দ্ মে,
দেখনে যুগল শ্রীমুখ চন্দকো গগন ঘেরি ঘনঘটা ঘোর ॥
নব নীর বরসনে কো চাতকিনী চায়
ওয়সে গোপী ঘনশ্যাম দেখ তৃষ্ণা মিটায়,
সব দেবদেবী বন্দনা গীত গায় —
ঝরে বরসামে ত্রিভুবন কি প্রেমাশ্রুলোর ॥

২৪৬৫.

ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক্ ঝোরে, দেখো সখি চম্পা লচ্‌কে
বাদরা গরজে দামিনী দমকে
আও বৃজকি কোঙারী ওড়ে নীল সাড়ি,
নীল কমল-কলিকে পহনে ঝুমকে॥
হায়রে ধান কি লও মে হো বালি
ওড়নী রাঙাও সতরঙ্গী আলি,
ঝুলা ঝুলো ডালি ডালি।
আও প্রেম কোঙারী মন ভাও,
প্যারে প্যারে সুরমে শাওনী সুনাও।
রিমঝিমি রিমঝিম পড়তে কোয়ারে
সুন্ পিয়া পিয়া কহে মুরলী পুকারে,
ওহি বোলী সে হিরদয় খটকে॥

২৪৬৬.

তুম্ আনন্দ ঘনশ্যাম ম্যয় হুঁ প্রেম-দিওয়ানী রাধা।
বাঁশরি শুনকে তোরি আয়ি মধুবনমে না মানু কলঙ্ককি বাধা।
যুগ যুগান্ত অনন্তকাল সে হৃদয়-বৃন্দাবনে মে,
তুমহারে হামরে এহি লীলা নাথ চলত্ রহি মনমে।
মেরে সঙ্গ রোয়ে প্রেম বিগলিতা
ভক্তি বিশাখা প্রীতি ললিতা,
তুমকো যো চাহে মেরি তরহেসে রোয়ত জীব সমাধা॥

২৪৬৭.

তিন দিন বের হাম রোজ নাহাই,
আঁখিয়া ভর ভর কাজরা লাগাই।
পাওয়াত তৈল দাবাই,
কাংহা লে কর বাল বানাই।
সুন্দর দেখ পড়ব জব ওয়োকে,
মৌগী ছাতিয়া লাগাই মোকে।
দেওয়া মে দিন রায়ন রহি উ,
কেয়সন্ ফের মেয় আউর তু।
মোটি মোটি টিকরি পাকাই,
হাম্‌কা খিলাকে আপনে খাই।
দেখিনা যব্ খোজি মেয় কো
উহো হো হো উহো হো হো॥

২৪৬৮.

তুম্ প্রেমকে হো ঘনশ্যাম মেয় প্রেম কি শ্যাম-প্যারী।
প্রেমকা গান তুমহারে দান মেয় হুঁ প্রেম-ভিখারি॥
হৃদয় বিচমে যমুনা তীর
তুমহরি মুরলী বাজে ধীর,
নয়ন নীর কি বহত যমুনা প্রেম সে মাতোয়ারী॥
যুগ যুগ হোয়ে তুমহরি লীলা মেরে হৃদয় বনমে,

তুমহরে সুন্দর-মন্দির মোহন মোহত মেরে মনমে।
প্রেম-নদী নীর নিত বহি যায়
তুমহরে চরণ কো কবহুঁ না পায়,
রোয়ে শ্যাম-প্যারী সাথ ব্রিজনারী আও মুরলীধারী॥

২৪৬৯.

তুম্ হি মোহন চাঁদ কি জ্যোতি মেরে হির্‌দয় গগন প্যারে।
বন্‌শী বাজে হিরদয় মাহি প্রাণমন মেরে হরণ ক্যারে॥
রাস রচো মন মে মেরে
রহো রাধা কুন্‌জন্ ঘেরে,
জীবন মেরে সফল পিয়া তুঁহারে চরণ পূজা না কারে॥
মধুর হোয়ি মিলন রাতি প্রেম কুসুম সেজ পে পিয়া,
শোওন্ করি শীতল তব প্রেমকে দ্যুতি মুরলিয়া।
সাগর নদী মিলন হোবে
চন্দ্র বিনা চকোর রোবে,
তুহারি মিলন হোবে মেরে নয়ন নীর আরতি ক্যারে॥

২৪৭০.

তুম্ হো মেরে মন্‌কে মোহন রায় হুঁ প্রেম অভিলাষী।
তুম্‌হারি মায়া হরতি মনকো নহি অপরাধী র‍্যো দাসী॥
প্রভুজী তুম্‌হারি মূরতি শ্যামাবিহারী
মোহত যোগী আওরা সন্‌সারী,
মায়াতো অব্‌লা ব্রিজকি নারী উন্ চরণু তীরথ-বাসী॥
মায় হুঁ তুমহারে মোহন রূপ নিহারে
নরভি আপন ভুলতে সারে,
রমণী ভাও প্রভু জাগত মন্‌মে চাহে হো সন্ন্যাসী —
প্রভুজী নাহি অপরাধী দাসী॥

২৪৭১.

দেখোরি মেরো গোপাল ধরো হ্যায় নবীন নট কি সাজ।
(দেখো' সব) রুনক ঝুনক নূপুর বাজে উন্‌কে চরণোঁ পর আজ॥
লচক লচক চলতে মোহন
নাচন্ত মুকুট শিশ উন্ সন
(দেখো সব) গোপ গোপীন সব আনন্দ মগন চাঁদ পারত লাজ॥
সুন্দর মোহন রূপ নেহারী চাঁদ পারত লাজ,
নির্মল নীল অম্বর অওর ছান ছান আমিয়া সাগর
কওন বচো হ্যায় কৃষ্ণ কুঞ্জর গিরধর নটরাজ —
নাচত যত তিন লোক বিসরত কাজ॥

২৪৭২.

নার্গিস বাগ মে বাহার কি আগ্‌মে ভরা দিল্ দাগমে
কাঁহা মেরি পিয়ারা, আ যা পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া, ক্যায়সে এ রাতিয়া কাটু বিনু সাথিয়া
ঘাবরায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা॥
দরদে দিল্ জোর, রঙ্গীলা কওসর,

শরাবন তহুরা লাও সাকি লাও ভর্
পিয়ালা তু ধর্ দে মস্তান কর্ দে, দরদ মে ভর দে
দিল মেরী পিয়ারা, আ যা পিয়ারা॥

২৪৭৩.

নাচে যশোদাকে আঙনামে শিশু গোপাল।
চরণমে মধুর ধুন ঝাঁঝন তাল॥
অধীর ভ্যয়ে ধীর পবন
কাঁপন লাগে থির গনন,
অরুণ-অনুরাগ সে ভ্যয়ে নভো-লোচন লাল॥
নাচত মহাকাল মেঘ কি জটাজুট খোলে,
বাউরি ধ্বনি ভোলে ত্রিলোক ব্রহ্মা ধ্যান ভোলে।
বহে উজান যমুনাবারি
নাচন লাগি বৃজ-কুমারী,
নাচে ইন্দ্র, চন্দ্র রবি ব্যনকে গোয়াল॥

২৪৭৪.

নাজো নামকে প্যলে ব্যয়ঠে ক্যা হো
মিলকে গলে লড়নেকো চ্যলো।
হাথমে হাতিয়ার লেকে চ্যলো
যান্ পার অ্যপনে খেলকে চ্যলো,
আগর এক গিরে, দশ আগে বঢ়ো —
সোলায়ে ম্যওত্ পে লাবব্যয়েক ক্যহকে চ্যলো॥
ন্যহো ত্যক্‌লিফ্ কি তুমহে প্যরওয়া
পার হো ক্যর দ্যশতো সাহরা —
ক্যরো ম্যরহলোঁকে তায
চ্যলো জ্যঙ্গয়ু সেপাহী বিনা খ্যওফ্ খ্যত্বর।
ছোড় আপনা ওয়াতন্ স্যব আগে ব্যঢ়ো
রণ ঝনন রণন রণ-ডংকা ব্যজে
যোশমে ন্যওজোয়ানকো দিল তড়পে —
ব্যঢ়ো তেজ র‍্যফ্‌তার কস্তেওয়ালো॥

২৪৭৫.

নেহি তোড়ো ইয়ে ফুলোঁ কি ডালি রে হা।
মালি ভোমরা বুলবুল তেরি গালি রে হা॥
যাও সওতন কে পাশ শুনো ভিগা ভিগা বাত
ম্যায়তো হোনেকা ·হ্‌তি হুঁ প্রীত বিমার —
আভি চাহ ফেকা যায়েগা কালীরে হা॥
হায়রা হায় বান্দা অবু দালা যৌবন অভি
আভি ফুলো মে নেহি আয়ি হ্যায় সৌগন্ধ,
আভি গালো পে আয়ি নেহি লালীরে হা॥
নেহি আওকী আভি রাহাজানে পাও নেহি বাত
আভি ছোটি হ্যায় ফুল কলি কাচ্চা আনার
জবানসে মে অবতক্ হুর যাতে॥

২৪৭৬.

পল্লু ছোড়ো সজন ঘর যানা রে
জরা নয়নো সে নয়না বিতানা রে।
মাটি পড়ে সরাবো সে পিনেসে গগরিয়া
সুবাহ হো গায়ি করুকা বাহানা রে॥
বড়া পেয়ার হ্যায় তুমসে পলঘট আনে কা
জরা ধীরে সে বীন বাজানা রে॥
সাড়ি তেরি হ্যায় পল রঙ্গীন আঁখিয়া টুটেগা
জরা সিনে সে আঁচল হটানা রে॥

২৪৭৭.

পাপী তাপী সব তারলে চলি হয় কৃষ্ণ প্রেমকি নাইয়া।
ডঁওয়র নেহি আব ভব-সাগরমে খেওত কৃষ্ণ কানাইয়া॥
কৃষ্ণ প্রেমসে যাওয়ে উদাসী
সঙ্গ রাখ্‌লে নিত্ জগবাসী,
মিট জাওয়েগা লাখ্ চৌরাশি, বনয়া কৃষ্ণ সেওইয়া॥
একবার তু কৃষ্ণ নাম লে
মধুর নাম সব জগকো লিখালে,
প্রেম নগরকি রাহ বানালে, কৃষ্ণ কে নাম লেওইয়া॥

২৪৭৮.

বরখা মে বাজে সখিরী উয়ো শুন।
মোরে শাওল কী বীছুয়া কী ধুন॥
চঞ্চল চপল বিজলি চমকে
উনকে হাসি দেখায়ে আজ ঘনশ্যাম আয়ে।
জুই কে লগী ফুল সে উনকে দেহকী সুগন্ধী আই,
শ্যামকে গলেকী বনমালা সখী কদমকে ডার পাই।
বাদর গরজে নহী সখী ওরী
শ্যাম শ্রীহংস আকাশ ছোড়ী,
বায়ু পুরবৈয়া মে সাখিরী বাঁশরি শুনায়ে ধুন॥

২৪৭৯.

বাতা দে রে যমুনাকে জল কাঁহা মেরে শ্যামল।
কোন্ বনমে বাঁশরি বজায় রে উয়ো মেরে চঞ্চল॥
নন্দকে ভবন কাঁহা খেলত গোপাল যাঁহা
রার করত কাঁহা উয়ো মেরে শ্যামল॥
ম্যয় পুছা ব্রজবাসীকো সব ম্যয় পুছা কৃষ্ণ কাঁহা হোই,
শুনতে হি সব্ রোনে ল্যগে বাত্ বোলে কোই।
লেতা কৃষ্ণ জিকে নাম আয়া রো রো কে ইয়ে ব্রজধাম,
হায় দরশন কি আশ্ কোন্ মিটায়ে ক্যরে জীবন সফল্॥

২৪৮০.

বাঁকে ছায়লা সাঁওরিয়া আওরে মোরি স্যুনি পড়ি হেয় সেজরিয়া,
যব্‌সে বসে তুম সৌতানা নাগরিয়া কবহুঁনা লিনি মেরি খবরিয়া।

প্যারে সাইয়াঁ মান বাতিয়াঁ লাগুঁ তোরে পাইয়াঁ ॥
আঁখিয়ানকে বাদরা বর্ধনে লাগে
রোতি হেয় হর্দম, গম্‌মে তুমহারে,
আজ প্যারে শকল দেখা দে সীনে লাগ্ কর চিন্তা মিটায়ে ॥

২৪৮১.

বিকেল বেরকী চম্পা আউর সবেরা কি যুঁইন্।
কিস্‌কো কহাঁ রাখুঁ য়াহী সোচনা হর্‌য়েক দিন ॥
গুলদানী মে রাখুঁ কিসে
গলে কী হার করুঁ কিসে
দেওতা কো মেয় দুঙ্গা কিসে (কিসে) দিল মে রাখু মৈঁন্ ॥
অভিমানী উন্ দোনো মুলায়েম বরাবর,
চম্পা মেরী আঁখ্‌কি রোশনী যুঁইন্ আঁখ্ কি লোব।
বরসে বাদর শাওন্ মে যব
যুঁইন কে সাথ রোতা হুঁ তব
চৈতী রাত মে চাহুঁ চম্পা প্যার করুঁ দো মৈঁন ॥

২৪৮২.

সুনা হোয়েগা গুলজার রোয়েঙ্গে গুলে তর।
খিয়াল তো আয়া (?) মিট জায়েঙ্গে এক দিন য়্যাঁ হিম হাম।
আঁখ মে ভর আয়েঙ্গে আঁশু পি গিয়া জরতে গম ॥

২৪৮৩.

মায় প্রেম নগরকো জাউঙ্গী
সুন্দর দিলবর দেখন্ কো।
ফুল চড়াউঁ অঙ্গ অঙ্গ মে
মন রঙ্গুঙ্গি পিয়া রঙ্গ মে,
পিয়া নাম মেরি গলে কি হার কর্
পীতম মম বাহ্ লাউঙ্গী ॥[১]

১ গানটির সঠিক পাঠ উদ্ধার করা যায়নি।

২৪৮৪.

মেরে তন্‌কে তুম অধিকারী ও পিতাম্বরধারী।
অঞ্জলি মায় দে চুকি হুঁ (উন) চারনা পে বনওয়ারী ॥
যতন এ তন্‌কা কর্‌তি হুঁ মায়
সোলাহ্ সিঙ্গার রচতি হুঁ মায়,
তুমহারি বস্তু ও মনোহর করতিহুঁ বাখওয়ারী ॥
তুমহারে খাতার সাজাউঁয়ো তন
পহরুঁ মোহন কঙ্কণ ভূষণ,
বন্ বন্ ফিরতি সাথ তুমহারে গোপীজন-মন্‌হারী ॥
মোহন বন্‌শী শুনতি হুঁ মায়
নূপুর গুঞ্জন গিন্‌তি হুঁ মায়,
তুমহারে খাতের যামনা তটকো (বানব্যান) আতি সব ব্রিজনারী ॥

২৪৮৫.

মেরে বেটে কি খালা — বিবি ঝাঁপ ঝপক ঝালা।
খুব উস্‌কো দেখা ভালা, ঢং উস্‌কো হে নিরালা॥
উসকি আঁখ বড়ি রসিলি
উসকি সূরত হেয় আল্‌বেলি,
হেয় বড়ি নবেলি, বাকি বদন হেয় এক ঘোটালা॥
খাতি পান মে হাঁ উয়ো জর্দা
উস্‌কা চেহারা মর্দা মর্দা,
কলহু কা জেয়সা বর্‌ধা মেয় উস্‌কা হি মাতওয়ালা॥
শালিকো মোলকে জানা
বিবি পন্দর আনা,
উস্‌কো দিয়া জব্ এক আনা, লায়ে কর্‌কে পুরিয়া তানা:
বিবি হুয়ি উয়ো ষোলো আনা বোলো ভাইয়া ক্যা বলো?
সোতি রাত্ মে জাগা, আজ্ জিট্ জপট্ জে ঠগা
উস্‌কো রেল মে লেকে ভাগা, গোয়া লে মে ফাঁসি ডালা॥

২৪৮৬.

মেরে মন মন্দির মে শুনো সখিরি শোওত হায় গিরধারী।
জাগ জাগ কর প্রেম হামারা প্যহরা দেও দ্বারী॥
ছাতিপে মেরে কৃষ্ণ শোওত হায় ভক্তি চাঁওর ঢুরাওয়ে
উন্‌কে শিরাহনে দীপগ মোরি আঁখিয়া,
প্রীতি হায় দাসী হামারি॥
চোরি চোরি শাস ননদ মোরা দেখ রহি হাঁয় নেম।
উনকা ডার মোহে কুছওয়ানা না লাগে,
জাগতে হায় মোরা প্রেম॥
আধি রাত যব জাগে বিহারী
ধ্যারি হ্যঁয় হাথ কৃষ্ণ মুরারী,
ধ্যান ধ্যরে অব ইয়ে প্রাণ মেরা যায়সে রাধাপাবী॥

২৪৮৭.

যমুনাকে তীরপে সখিরী সুনি ম্যায় চঞ্চল সাঁবর কোঙর্ কে বাঁসরী।
বিসর গ্যয়ি নীর ভরণে কো ফির্ আগ্যয়ি ঘর, ছোড়কে গাগরি॥
নাম্ লে ব্যজানে ল্যাগে বাঁসুরিয়া নিলাজ বাঁসুরিয়া
বন্‌মে পাপিহা বোল্ উঠা পিয়া পিয়া,
পান ঘট্‌পে হ্যঁস্‌নে ল্যাগি গোকুল কি নাগরী॥
নিস্‌দিন মোহে সাঁস্ ননদ্ দেত গারি
নির্মল মোরে কুলমে লাগে কৃষ্ণকারী,
যাঁহা জাউ দেখতে পাঁউ খ্যড়ে হ্যঁয় কিশোর হরি॥

২৪৮৮.

রাধা শ্যাম কিশোর প্রীতম কৃষ্ণ গোপাল, বন্‌মালী ব্রিজকে গোয়াল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥
কাভি রাম্ রাঘব ক্যভি শ্যাম মাধব ক্যভি ব্যনে কেশব যাদব ভূপাল।
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

কুঞ্জ-বিহারী মুরলীধারী বৃন্দাবন্ ব্যসে গোপী মন্হারী।
ক্যভি মথুরাপতি ক্যভি পার্থ সারথী ব্রিজ্মে যশোদা অওর নন্দ্কে লাল
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥
সোহে গ্যলেমে তোহার ফুল কদম্কে হার,
বাজতি চরণোঁমে মধুর ঝাঁঝন্ ঝনকার।
কালিয়-দমন ক্যভি করেহো মুরারী কাননচারী শিখী পাখাধারী
সাঁবর সুন্দর গির্ধারীলাল —
কৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল শ্রীকৃষ্ণ গোপাল॥

২৪৮৯.

শ্যাম সুন্দর মন-মন্দিরমে আও আও?
হৃদয়-কুঞ্জমে রাধা নাম কি বন্শী শুনাও শুনাও॥
বহতা যমুনা নয়ন-নীরকে
আও শ্যাম ওহি যমুনা তীরপে,
বয়ঠি বনঠন ভক্তি-গোপীন কাহে তুম্ বিল্মাও আও আও॥
চঞ্চল মোহর চরণ-কমল পে নূপুর বাজাও,
প্রীতি চন্দন মনকে মেরে লেকে অঙ্গ সাজাও।
বিরহ কি মৌর পাপিহা বোলে
প্রেম কি নাইয়া ডগমগ ডোলে,
আও কানাইয়া রাস রচাইয়া মধুর সুরত দেখ্লাও, আও আও॥

২৪৯০.

সবেরে শামসে হর্ তক্ কাম্ মে প্রভু গাও তুমহারা নাম।
অন্ধেরী রাত মে তারা কী তরাহ প্রভু গাও তুমহারা নাম॥[১]

১ অসম্পূর্ণ বাণী।

২৪৯১.

সাদি কি হাঁ মুছন্দর মে যব নেকালি রাহ।
পকড় ধকড় কর উস্কা সব নে কর দিয়া আখের বিয়াহ॥
যব তক কোঁয়ারা থা বেচারা মস্ত মগন বহতা
হাল্কা হাল্কা পাঁও লিয়ে দো, খেলতা কুদতা উড়তা,
কর্কে মুছন্দর ব্যাহ
ভারি পয়রোওকো উড়নে মে করতে দেখা ভয়হ,
এ্যাডিশনাল দো পায়র লটক্তে পিছে চলে হামরাহ।
পয়র মুছন্দর কা দো মোটা, বিবিকা সুখমারু,
ছোটে বড়ে দো জোড়ে পায়র, ঠিক ক্যাঙারু।
এ্যায়সি তরক্কি কর হোতি [illegible], বোলো ঘর কি শালি
দু-চার প্যায়র বঢ়তে জাতে ইগ্‌গা বহত্তে মাহ॥
বহু শুনেনা কহনা, কহে গোস্সা হো কর অচ্ছা
ঝম্মা ঝম্মি লাতি জায়ে, হর্দম বাচ্চি বাচ্চা,
চার পাইয়া কা ইন্সাঁ দেখো, হয়ে ছ পয়রী মক্ষি,
আট পায়র কি চিঁওটি বন্ কর ভুলা মুছন্দর খিক্ষি।
আখের পাগল হ্যায় মুছন্দর
তাখা যব যো ঢগঢ় কমণ্ডর্

উয়ো থে বন্দর য়ো কলন্দর
বোলা ক্যায়সে শাদী করকে হো চেঁ চেঁ মে নিবাহ ॥

২৪৯২.

সারাদিন ছাত পীটি হাত হুঁ দুখাইরে।
তবই তো পেট ভরকে খাইকা ন পায়ীরে ॥
তু বোল্ বহিন আজ ঘরে কা কা পকাই হ্যায়
তু ওভি চুলহো তক্ বারো নাহি, বাচ্চা ভুকায়ে হ্যায়ে,
হমহুঁ কুছ খাওয়া নাহী বাল্ বানওয়া নাহী
সাস্ মোরী জুলমী ভোর উঠ্ সাতায়ে হ্যায় —
বৈরেন, ননদ, বহুতে হ্যর জায়ীরে ॥

২৪৯৩.

জাগত সোওত আঁঠু জাম রাহত প্রভু মনমে তুমহারে ধ্যান।
রাত আঁধেরি মে চাঁদ সমান প্রভু উজ্জ্বল কর মেরা প্রাণ ॥
এক সুর বোলে ঝিওর সারি রাত
এ্যায়সে হি জপত হুঁ তেরা নাম হে নাথ,
রুম রুম মে রম রহো মেরে এক তুমহারা গান ॥
গয়ি বন্ধু কুটুম স্বজন
তাজ্জ দিনু ম্যায় তুমহারে কারণ,
তুমহো মেরে প্রাণ-আধারণ, দাসী তুমহারী আন ॥

২৪৯৪.

পুরুষ : পরদেশী আয়া হুঁ দরিয়া কে পার।
রাহ্ বাতা কোয়ি-ঘ্যার দিলদার ॥
স্ত্রী : নওজওঁয়া পরদেশী পিয় আ যাও দিল কনার ॥
পুরুষ : সমঝতা হুঁ বে-জবাঁ তুঝে
স্ত্রী : জবান ফজুল যব সামঝা মুঝে,
পুরুষ : মেরে খাব মে বে-নকাব হো তুম রকৌলি কোহে কাফ মে।
স্ত্রী : মেরে আসমান কিয়া রওশন তুম্ পিয়া —
তুম্ লায়ে বাগ মে বাহার ॥
পুরুষ : তেরে লব পে মিঠি সরাব
আঁখ মে দরিয়া কে আব,
স্ত্রী : তুম্ হো সুবহ্ উমেদ রঙ্গীন তুম্ আফতাব।
উভয়ে : পরী অওর ইন্‌সান্ হুয়া দোনো একজান, দুনিয়া পরেস্তান
এক গো গিয়া আজ এশ্‌ক্ মে গুলজার ॥

২৪৯৫.

উভয়ে : আশক ও মাশক চলো মিল্ কর হাম্
ছোড় কর্ দুনিয়া দুর বাগ রেজওয়ান।
দুনিয়া মে সব কোয়ি এশ্‌ক্ কে দুশমন
কোয়ি নেহি হেয় দিল্ কি কদরদান্ ॥
স্ত্রী : হামার য়্যো শিক্‌ওলা দুনিয়া বো ফয়্‌লি
তুম্ নয়া মজনু মেয় নেয়ি লায়লি,

পুরুষ : যব্ তক্ বুলবুল ও ফসলে গুল্ হেয় —
হায় য়্যে শিক্ওয়া দুনিয়া বো হো আমান ॥
দিল কে করীব যব দিল্দার হো
স্ত্রী : ফির কাঁহা ফিরদৌস্ শারাবন্ তহুরা
চাহে সারা দুনিয়া হাম পে বেজার হো
পুরুষ : মওদমে জাওয়ানী তব্‌কে শারাব ক্যা
দুনিয়া মে আশেক বেহেশ্‌তী মেহমান ॥

২৪৯৬.

এনেছ রূপের সুধা, তনুর পেয়ালা ভরি'
পিয়াসি আঁখিরে মম, কেমনে বারণ করি ॥
তব মনে লজ্জা টুটে
ওঠে অঙ্গে যে ভাষা ফুটে
বসন ভূষণে তাহা ফিরিতেছে সঞ্চরি' ॥
তব অন্তর-মধু-ধারা বাহিরে উছলি' যায়,
বল সে কি অপরাধ মম, যদি পরাণ সে মধু চায়।
জ্বালি হৃদয়ে আশার বাতি
তুমি কেন জাগ সারা রাতি ?
মন-পতঙ্গ মম তাই চাহে পুড়ে মরি ॥

২৪৯৭.

বুলবুলি কি এলে ফিরে আবার গোলাপ বনে।
ভুলে যাওয়া গুল-বাগ কি পড়ল আজি মনে ॥
ঝরা গোলাপ-পাপড়িগুলি
ঢেকেছে আজ মরুর ধূলি,
পাতা ঢাকা সমাধিতে ঘুমায় নিরজনে ॥
দিলরুবা আর পেয়ালা হাতে সিরাজ সাকি এসে
ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে, জলসা হল বাসি।
ধূলায় লুটায় ফুলের ডালি
চাঁদের চোখে পড়ল কালি,
শেষ গোলাপের নজরানা লও বন্ধু বিদায়-ক্ষণে ॥

২৪৯৮.

যার হৃদয়ে আল্লার নাম সদাই জেগে রয়।
আল্লার ঘর কাবা শরীফ তাহারই হৃদয় ॥
আল্লার নাম জিকির করে যে জন নিরালায়
নাই গেল সে হজ্জে রে ভাই মক্কা মদিনায়,
ঘরে বসেই হয় সে হাজি, আউলিয়া সে হয় ॥
আপনাকে যে দিয়েছে ভাই খোদার নামে সঁপে
কাজের মাঝেও মনে মনে আল্লা আল্লা জপে,
তাহার মতন সুখী রে ভাই ফেরেশ্‌তারাও নয় ॥
(সে) যথায় ব'সে জিকির করে, সেই হয় মস্‌জিদ
(সে) যেখানে যায় সেইখানে ভাই আসে খুশির ঈদ,
বেহেশ্‌তের সে আশ রাখে না, তার নাই দোজখের ভয় ॥

২৪৯৯.

আর কিছু ত' জানি না মা ঐ চরণে শরণ দে মা।
(আমি) জানি শুধু তুই মা আমার আপন জনে চায়না কে মা।।
রজনী আঁধার হলে
রাখিস মা ফের চরণ তলে,
দেখিস্ যেন অবোধ শিশু বেঘোরে প্রাণ হারায় না মা।।
সারা দিনের খেলার শেষে
ফিরবো যখন মলিন বেশে,
(ফিরবো যখন কেঁদে হেসে)
আদর ক'রে কোলে নিতে তুই ছাড়া বল্ আছে কে মা।।

২৫০০.

নাইবা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার।
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহংকার।।
রচব সুরধুনী তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল কণ্ঠে দুলবে তুমি গানের কণ্ঠহার —
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার।।

২৫০১.

স্বপনের ফুলবনে যেদিন দেখিনু রূপরানী তোমায়।
চকিতে ঐ চোখে তোমার শরমের কোন হাসি লুকায়।।
নিরালার কুঞ্জ বীথিকায় সে প্রথম প্রেম নিবেদনে
দেখেছি ঐ অধর কোণে সে-ভীরু কোন হাসি পালায়।।
বিদায়ের সে-বেদন বেলায় মানা না মানলে আঁখি-জল
ভোরে ম্লান চাঁদসম সখি বিমলিন কোন হাসি লুকায়।।
আজ আর নাই হাসি খেলা নিভেছে সে-উজল আলো
ভাবি আজ সব চেয়ে তোমার ভুলালো কোন্ হাসি আমায়।।

২৫০২.

বরষার দিন তো হয়ে গেছে সারা তবু কেন ঝরে বাদল।
বনের বেদের দল গেছে তো চলি', তবে ও কে বাজায় মাদল।।
ও সই কৃষ্ণ তো গেছে কবে মথুরায়
কেন বৃন্দাবনে চাঁদ ওঠে হায়,
কেন আঁখি-জলে ভেসে যায়, নয়ন কাজল।।
আহা সাথীহারা রাধা পাগলিনী প্রায়,
নিদহারা প্রাণ তার বাঁশি শুনে ছুটে যায়।
ও কে গভীর রাতে যেন কিসের আশে
ঘুরিয়া বেড়ায় সেই যমুনা পাশে,
দেখিতে না পায় মুরছিত বেদনায় পড়িল রাধা ধরণীর তল।।

২৫০৩.

আজ গেছ ভুলে!
আজ সে-সব কথা গেছ ভুলে!
তা' ধুয়ে গেছে চোখের জলে।।

অনেকের আছে অনেক সে নাথ, জানে এই সংসার,
তোমা বিনে আর কেহ নাই সখা অভাগিনী রাধিকার।
তার ঘর ও বাহির সবই প্রতিকূল,
সে গোকুলে থেকেও অকূলে ভাসে, সকলের সে যে চক্ষের শূল।
তারে সবাই কলঙ্কিনী বলে
হরি, সকলে যাহারে ছাড়িয়াছে তারে ঠাঁই দাও পদতলে॥
হরি ঠাঁই দাও পদতলে॥

২৫০৪. 'ষষ্ঠী বন্দনা'

মাতৃরূপা দয়ারূপা ষষ্ঠী মাগো নমো নমঃ।
ত্রিজগতের ধাত্রী তুমি, শিশুগণের মাতৃসম॥
সৃষ্টির সূতিকা-গেহে
জাগো তুমি বিপুল স্নেহে,
নবজাত শিশু যত তোমার প্রাণের প্রিয়তম॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় হতে মা রক্ষা ক'রে,
রাখ সকল শিশুদেরে তোমার অভয় বক্ষে ধ'রে।
তোমারই দান মোর সন্তান
এরে দাও মা আয়ু দাও কল্যাণ
স্তবে মোর তুষ্টা হয়ে এর সব অপরাধ ক্ষম ক্ষম॥

২৫০৫. নাটিকা : 'মীরাবাঈ'

আজো হেথা তেমনি ধারা বাজে শ্যামের বাঁশরি।
আজো হেথা নিশীথরাতে কুঞ্জে আসে কিশোরী॥
বাঁশির তানে শ্রীযমুনা তেমনি উজান বয়
গোঠে গিয়ে বৎস ধেনু উর্ধ্বমুখী রয়।
কে বলে শ্যাম চ লে গেছে
যায়নি ব্রজেই কানু আছে
সে কিরে সই থাকতে পারে বৃন্দাবন পাসরি॥

২৫০৬.

জগন্নাথ গেলে যদি রাজা হয়ে বসা যেত।
ভাগলপুরে ভাগা হলে মহাজনে রম্ভা পেত —
বল ওরে কে ঠেকাত, কে ঠেকাত, কে ঠেকাত॥
গেলে পরে বর্ধমান, আঙুল ফুলে মর্তমান
কলাগাছ হয়ে যেত, তখন বল ওরে কে ঠেকাত॥
শেওড়াফুলীর শেওড়া কে‌‌ৌ পিঠে পুলি ল্যাটা হত
দানাপুর গেলে পরে দানাপানি মিলে যেত,
তখন খেটে খেটে আর কেবা খেত —
তখন বল ওরে কে ঠেকাত, কে ঠেকাত, কে ঠেকাত॥
মধুপুরের মধুপ বনে ভালুকে না তাড়া দিত
নানা ফুলের মধু খেয়ে যন্তর্‌র্ হয়ে যেত,
তখন আবগারি কি রহিত? কে ঠেকাত॥
গমন করলে রাউলপিণ্ডি, চুকে যেত দশপিণ্ডি

বিষ্ণুপুরে আলো ক'রে বিষ্ণু হতেন আবির্ভূত —
তখন সশরীরে স্বর্গ হত, কে ঠেকাত, কে ঠেকাত, কে ঠেকাত ॥

২৫০৭.

গান ধরে ঘটোৎকচ।
তার খসে খচর খচ ॥
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
লক্ষ বধূর বক্ষমাঝে,
ঘানি ঘোরে ঘচর ঘচ্, ঘচর ঘচ্, ঘচর ঘচ্ ॥
ধে তেরে ধে তেরে নাক তেটে ঘিঘি তেটে
না ধেৎ না ধেৎ না তেটে তাক ধেটে,
নাক তেটে তাক ধেৎ কেট তাক কেটে তাকি তেটে —
ভচর ভচ্, ভচর ভচ্, ভচর ভচ্ ॥
তালগাছে বক বুলবুল
ব্যস্ত হয়ে করে চুলবুল,
হাঁচিয়াছে হচর হচ্, হচর হচ্, হচর হচ্ ॥
ধাগি তেটে ধাগি তেটে ঘেড়ে নাক
ধেনে ঘেনে তাক তেটে তাকি তেনে
কৎ তা তেটে ঘেঘে কৎ তা তেটে
ঘেনে নানা হতে হাসি এনে তিনতালে
মচর মচ্, মচর মচ্, মচর মচ্ ॥
আলকুশী মালা গাঁথে
পাশে প্রিয়া ভোগে বাতে,
থেঁতো করে গোলমরিচ গো
হচর হচ্, হচর হচ্, হচর হচ্ ॥

২৫০৮. রাগ মালশ্রী, তাল আড়-খেমটা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ গো তুমি, ও সন্ধ্যা-তারা!
তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা ॥
সন্ধ্যা-প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে
বঁধুর আসার আশা চেপে,
চাউনিটি কার উঠছে কেঁপে কে জানে কার বইছে ধারা ॥
কার হারানো বধূ তুমি অস্ত-পথে মৌন মুখে,
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে?
এই যে রোজই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া
কার তরে হায় আকাশ-বধূ তুমিও কি প্রিয়-হারা ॥

২৫০৯. 'লেটো গান'

আয় পাষণ্ড যুদ্ধ দে তুই দেখব আজ তোরে।
প্রত্যেক বারের পরাজয়ে লাজ নাই অন্তরে ॥
রমণীদের মত হয়ে সৈন্যদেরই মাঝে
আছিস্ কেন কাপুরুষ বুঝিলাম কাজে,
আর কি রে চাতুরী সাজে মম সমরে ॥

কুকুর ছানায় বাদ সেধেছে হায়নার সাথে
এরা চড়াই পাখির দল এসেছে মার্জার মারিতে,
এরা ভেবেছে সব ভুজঙ্গেতে মারবে গড়ুরে॥
বৃষ-শৃঙ্গে বসলে মশা হয় কি অনুভব
নজরুল এসলাম বলে, গাধা হয় না রে মানব,
বৃথা নাড়ো হস্ত পদ বুঝবি এইবারে॥

২৫১০. 'চাষার গান'

আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি সমান রে ভাই।
কে রাবণ করে হরণ দেখবো রে তাই॥
আমাদের ঘরের বেটি কেশের মুঠি ধ'রে নে যায় সাগর-পারে
দিয়ে হাত মাথায় শুধু ঘরে বসে রইব না রে,
যে লাঙল ফলা দিয়ে শস্য ফলাই মরুর বুকে —
আছে সে-লাঙল আজও রুখবো তাতেই রাজার সেপাই॥
পাঁচনীর আশীর্বাদে মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ
সে-পাঁচন আছে আজও ভাঙব তাতেই ওদের গলদ,
যে জলে ভাসছি মোরা চল্ সে-জলে ওদের ভাসাই॥
পাথুরে পাহাড় কেটে নিঙাড়ি' নীরস ধরা
আনি রে ঝর্না-ধারা এ নিখিল শীতল করা,
আজি সে-গাঁইতি শাবল কোথায় গেল, হাতে কি নাই॥
খেতেছে ফসল নিতুই ডিঙিয়ে বেড়ার কাঁটা
এবারে পুজোয় নতুন বলি দে সে সব পাঁঠা,
দেখিবি আসবে ফিরে শান্তিময়ী আবার হেথাই॥

২৫১১.

ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায় নাম্‌ল কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায় তারি সজল আ[illegible] ছায়া॥
তমাল তালের বুকের কাছে
কে ব্যথিত দাঁড়িয়ে আছে
ভেজা পাতায় কাঁপে গো তার আদুল ঢলঢল কায়া॥
তার অতল কালো ছায়া দোলে শাল পিয়ালের শ্যামলিমায়,
আমলকি-বন ঝিমায় ব্যথায় ঘনায় কাঁদন গগন-সীমায়।
তার বেদনায় ভরেছে দিক
ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক,
আকাশ-জোড়া স্তব্ধ তারি অসীম রোদন বেদন-ছায়া॥

২৫ ২.

আবার জাগ্ রে হলধর লাঙল ক'ষে ধর্।
ধরার মতো ধরলে লাঙল, হবে তোদের সোনার ঘর॥
মাঠকে তোরা সার দিস্ নে, অসার হয়ে আছিস্ তাই
ক্ষেত যদি পায় খেতে, তবে তোদের খাওয়ার অভাব নাই,
মাঠের মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে মাঠ উর্বর কর॥
লাখ কোটি মণ ধান লুকিয়ে আছে রে তোর মাঠে
কেন তোদের দুঃখে জীবন কাটে?

মাঠকে শূন্য রাখিস্ নে ভাই, ফল ফসলে শ্যামল কর্।।
এই মাঠ আর মাটি তোদের দুখের কপিল গাই
মাটি তোদের মা, আর মাঠ আমাদের ভাই,
কাপাস বুনে এই মাটিতে দেশের কাপড় পর্।।

২৫১৩.

হায় চির-ভোলা! হিমালয় হতে অমৃত আনিতে গিয়া।
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের মৃত্যু-গরল পিয়া।।
কেন এত ভালোবেসেছিলে তুমি এই ধরণীর ধূলি?
দেবতারা তাই দামামা বাজায়ে স্বর্গে লইল তুলি'।।

২৫১৪.

দেশ দেশ গণ্ডিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।
আসিল যত উকিলবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।।
যতীন আগত ঐ
জয় কারাগত ঐ
মদনমোহন কই?
সে কি রহিল চুপটি আজকে সবজন পশ্চাতে —
লউক ধুচনী শামলা ভার সব জ্ঞানার সাথে।।

২৫১৫.

ঠ্যালা নাম গাওরে খাঁচার পাখি!
ও ঠ্যালায় বদন মেলে ডাকি।।
ও ঠ্যালায় জলে ভাসে শিলে
ঠ্যালার মত ঠ্যালা দিলে,
গুঁতো কেষ্ট কেত্তন গাবে
লঙ্কা-পারের বাঁদর মিলে —
ওরে দেখবে এবার সর্বে প্রসৃণ যত খটাস্ আঁখি।।

২৫২৬. নাটিকা : 'মীরাবাঈ'

মীরা : আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে নাচেরে গিরিধারী বনমালিয়া।
সব সংশয়-ভঞ্জন নিতি মম চিত-রঞ্জন নবীন বারিদ গঞ্জন-কালিয়া।।
শ্রীকৃষ্ণ : তুমি এমন ক'রে আমায় ধ'রে রাখলে চিরদিন
আমি এমনি ক'রে যুগে যুগে শুধছি প্রেমের ঋণ,
তাই নেমে ধরায় নয়ন ধারায় ভাসায়েছি নদীয়া।।
মীরা : চির উজ্জ্বল হিয়া তলে
হে নাথ আসবে ব'লে
রেখেছি প্রেমের শিখা জ্বালিয়া।।
শ্রীকৃষ্ণ : আমারে কাঁদালে আপনি কাঁদিয়া
মীরা : এসো নাথ এসো নাথ
ধোয়াব রাতুল চরণ যুগল নয়ন সলিল ঢালিয়া।।

২৫১৭. 'লেটো গান'

রব না কৈলাশপুরে আই য়্যাম ক্যালকাটা গোয়িং।
যত সব ইংলিশ ফ্যাশান আহা মরি কি লাইটনিং।।

ইংলিশ ফ্যাশন সবই তার
মরি কি সুন্দর বাহার,
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার —
কাম-অন ডিয়ার গুড মর্নিং ॥
বন্ধু আসিলে পরে
হাসিয়া হাণ্ডসেক করে,
বসায় তারে রেসপেক্ট করে —
হোল্ডিং আউট এ মিটিং ॥
তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিংকিং হয় কৌতূহলে,
খেয়েছ সব জাতিকুলে —
নজরুল এসলাম ইজ টেলিং ॥

২৫১৮. 'লেটো গান'

শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ।
জ্ঞান নাই কি তোর কাণ্ডাকাণ্ড হয়েছিস্ উন্মাদ।
অজা হয়ে কোন্ সাহসেতে ভেক হয়ে ফণীর সাথে বাধ
বাধ্ সাধিস্ মহাবলী বাঘের সাথে তুমি বাধ ॥
শুকর মত্ত করীবরে যুদ্ধে কি কখনো পারে
খঞ্জে লঙ্ঘে মহাবীর একি পরমাধ ॥
নজরুল এসলাম বলে, সাবাস্
ধোপার মুটের গাধা তাজী ঘোড়া জিনিতে আশ।
সাবাস্ তোরে সাবাস্ — ধিক্ তোরে উন্মাদ ॥

২৫১৯. 'লেটো গান'

আশা পথে চাইবে কত এ বিরহিনী।
তব আশাতে আশা নিই দিবা রজনী ॥
তব লাগি' মন উচাটন
দেখা দাও মোরে হৃদয়-রতন,
হারাইল কি জন্মের মতন তব অধীনী ॥
অবলা সরলা নারী
নাহি জানি ছল-চাতুরী,
এসে এসো ত্বরা করি' নয়ন-মনি ॥
নজরুল এসলাম ভনে
পায় না সহজে সে জনে
সাধলে তারে অযতনে পায় বিনোদিনী ॥

২৫২০. 'লেটো গান'

ওহে ছড়াদার, ওহে দ্যাট পাল্লাদার মস্তবড় ম্যাড।
চেহারাটাও মান্‌কি লাইক দেখতে ভেরী ব্যাড ॥
মানকি লড়বে 'বাবরকা' সাথ্
ইয়ে বড় তাজ্জব বাত্,
জানে না ও, ছোট হলেও হমভি লায়ন-ল্যাড ॥
শুন ও-ভাই ব্রাদার দোহারগণ

মচ্ছর ছানারা সব করিয়াছে পণ,
গান গাহিবে আসর মাঝে খবর বড় স্যাড ॥

২৫২১. 'লেটো গান'

নিষ্প্রভ এই শশী, তব বদন-শশী বেরুল না হাসি, শশীমুখে।
পূরব আকাশে রবি প্রায় সমাগত
কোকিল ঝঙ্কারে কুহু অবিরত,
তব মুখের আভা, যেন বিদ্যুত প্রভা, পরিণত শোভা ক্ষীণালোকে ॥
গুন্ গুন্ সুরে অলি বসিছে কমলে
বিভু গানে মত্ত বিহঙ্গ দলে,
তাহে আজ রবে, জীবন সংশয় হবে, বুঝি রইতে হবে জন্ম দুখে ॥
নজরুল এসলাম বলে, প্রিয়ার চরণ ধ'রে
দিবা যামিনী মান ভাঙ্গাও পাঁচবার ক'রে
মালা একশ তিরিশ ফুলে পরাও হে তার গলে —
বাগানে তাহলে থাকব সুখে ॥

২৫২২. 'লেটো গান'

পাল্লা-সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগলো।
ছড়াদার ও দোহাররা সব ভাগ্লো ॥
(ওদের) ছন্দ সুরের মিল নাইকো গানেতে,
ও মিঞার জ্ঞান নাইকো তানেতে।
(ওদের) মাটির সাথে আকড়া মিশাল ধানেতে,
ষাঁড়ের সাথে গাধা বাঁধা থানেতে —
দেখে ইহা ভদ্রলোকে রাগলো ॥

২৫২৩. 'লেটো গান'

মেরা দিল বেতাব কিয়া তেরে আব্রুয়ে কামান।
জ্বালা যাতা হ্যায় ইশ্‌ক মে জান পরেশান ॥
হেরে তোমায় ধনি, চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি যে বদনের শোভা মাতোয়ারা প্রাণ —
বুলবুল করতে এসেছে তাই মধু পান ॥

২৫২৪. 'লেটো গান'

নী-আ-চুনা বেতু অ্যায় বেহেশ্‌তী রোয় মশগুলাম।
কে ইয়াদ নিদার জামী-মিএগুয়েছে খেশতানাম ॥
প্রেমেতে মত্ত হেন মন
নিজেকে হয় না স্মরণ,
অপ্সরীর মত কদম মরি কি রূপ অনুপম ॥
যে –দি –দাস্ত না -- তোয়ানম্ দীদারে কারদান,
গারে আজ মোসাবেলা কে আর মিঞায়েদ বীনাম।
মিটে না সাধ তোমায় হেরে
জাগিয়ে হে প্রাণেশ্বরে,
মরণেও তার বক্ষ 'পরে নাই গো দুঃখ প্রিয়তম ॥

নজরুল এসলাম বেগোয়েছ
তু সবর –মী – ফরমায়েদ,
চুন্দরে চাশমে শাহেদ ইয়াদ তু কুন হারদাম ॥
নজরুল এসলাম কয়, খেদে প্রিয়ার রূপ আঁখি মুদে সর্বদা কর স্মরণ ॥

২৫২৫.

ওগো সুন্দর তব পরশে।
সারা অন্তর কাঁপে থর থর
একি মধুময় হরষে ॥

২৫২৬. 'লেটো গান'

কে জানে পুরুষের হিয়া হয় এত কঠিন।
ছলে বলে কেড়ে মন কাঁদায় চিরদিন ॥
আগে জানিলে এত
থাকতাম কাছে অবিরত,
করতাম তারে দাসের মত হতাম না অধীন ॥
আর কি হৃদ্-পিঞ্জরে আমার
গাবে পাখি যৌবন আঁধার,
ঢল ঢল যৌবন আমার শেষে হল ক্ষীণ ॥
আইল মধুর বসন্ত
তবু এলো না সে-কান্ত,
নজরুল এসলাম কয়, একান্ত হবে না বিলীন ॥

২৫২৭. রাগ : যোগিয়া, তাল : দাদ্‌রা

অশ্রু বদল করেছিনু মোরা গিয়াছ ভুলে।
স্বপন-মদির ঘুমতী নদীর নিরালা কূলে ॥
জানে জানে রবি-শশী-কোটি গ্রহতারা
বনের বিহগ নদী জলধারা,
পূজেছিলে মোরে দেবতা বলিয়া কুসুম তুলে ॥
বিসর্জনের প্রতিমার সমকালের স্রোতে,
তোমারে ভাসায়ে ঘুরিয়া বেড়াই বাহির পথে।
(আজি) নন্দন-লোকে তুমি ইন্দ্রাণী
চিনিতে আমায় পারিবে না জানি,
শুকায়েছে ফুল পূজার পাষাণ-বেদী-মূলে ॥

২৫২৮.

[অতি তুচ্ছ গোরাচাঁদ বলছেন :]
আদায় আর কাঁচকলায় মিল.. মোদের স্বামী-স্ত্রীতে।
(আছে) সদাই লেগে ঠুকুস্ ঠাকুস্ ছুতোর রাজমিস্ত্রীতে ॥
আমি বলি স্ত্রীর চেয়ে শালী সে ঢের ভালো
তা হোক যে মোট্‌কা পিলে পট্‌কা হাঁদা খাঁদা কালো,
বাবা তাক্ সবারই ঘরের চেয়ে পরের সামগ্রীতে ॥
(এখন আমার স্ত্রী বলেন) তুমি আমার স্বামী না কাঁচকলা
বড়ঠাকুরকে বরং স্বামী বললেও যায় বলা,
(আছেন) সদাই দিদির আঁচল ধ'রে, পা টেপেন নিভৃতে ॥

আমি বলি (বড্ড ভয়েভয়ে বলি) দেখছ বপু? দেবো তোমায় চেপ্টে!
পাটিসাপ্টা পিঠের মতন স্ত্রী ধরেন লেপ্টে,
গজ-কচ্ছপ যুদ্ধ বাধে কাব্লি ও কাফ্রিতে॥
সদাই ঝগড়া ঝগড়ি যেন চোর পুলিশে কুস্তি
লেগেই আছে সাপে নেউলে নেই একটুও স্বস্তি,
(বাজে) ভাসুর-ভাদ্র-বৌ-সুর সদা হৃদয় তন্ত্রীতে॥
[আর বিয়া করুম না]।

২৫২৯.

আমি উদাসীন আমি ভুলেছি সবায়।
(হায়) ডেকো না আমায় আর প্রাণের সভায়॥
কভু ছিলাম সাগর
আজি মরু বালুচর,
ওগো তৃষ্ণা কাতর! জল চেয়ো না হেথায়॥
কভু শ্যামল ছিল এ ধূসর প্রান্তর,
মোর প্রাণে ছিল প্রেম, ধ্যানে চির-সুন্দর।
আজ হারায়েছি সব
তাই লুকায়ে নীরব,
শুনি দূর কলরব আর কাঁদি বেদনায়॥

২৫৩০.

আমি হজে যেতে পাইনি ব'লে কেঁদেছিলাম রাতে।
তাই হযরত এসে স্বপ্নে মাগো ধরেছিলেন হাতে॥
যেদিন বাবা গেলেন কাবার হজে বলেছিলাম কাঁদি',
ধ'রে নবীর কবর, বলো, কি দোষ করেছে এ বাঁদী।
মোর মদিনা-মোহন হঠাৎ শুনলেন কি সেই মুনাজাত —
তাই খা'বে এসে বলেছিলেন, 'যাবে কি মোর সাথে'॥
যেন জয়তুন গাছের ডাল ধ'রে মা বললেন আঁখি-জলে,
দেখবে কাবা আমায় পাবে, এই কল্পতরু তলে।
মা হঠাৎ এলো শুভ্র জ্যোতি, আঁধার হল আলা,
যেন নীল সাগরের ঢেউ-এ দোলে লাখো মোতির মালা।
মোর সকল জ্বালা জুড়ায়ে গেল সেই কাবা আরফাতে॥

২৫৩১.

একলা জাগি তোমার বিদায়-বেলার ব্যথা ল'য়ে।
যাওয়ার বাণী কাঁদে বুকে ফিরে-আসা হয়ে॥
কে জানিত তোমার তরে
কাঁদবে পরাণ এমন ক'রে,
রইব প'ড়ে ধূলার 'পরে বিপুল পরাজয়ে॥
ভালোবাসায় ভালোবেসে রাখতে রাখতে যে হয় বেঁধে,
তুমি চ'লে যাওয়ার পরে শিখেছি তাই কেঁদে।
না চাহিতে পেয়ে তোমায়
অবহেলা করেছি হায়,
ফিরে এসো, বাঁধব এবার নতুন পরিচয়ে॥

২৫৩২.

এসো আনন্দ-সুন্দর ঘনশ্যাম!
তব লীলানিকেতন হোক মম হিয়া-ব্রজধাম॥
মম ভক্তি প্রীতির মালা-চন্দন
আজি তোমারে দিব হে চিত-নন্দন,
মম জীবন-মরণ নাচে তব পায়ে, অনুপম॥
মম প্রাণে-মনে শুনি শুধু তোমারি বাঁশি,
ওগো ধীর নাহি ধরে মম মন-পিয়াসি!
মম মনের দেউলে, হে লীলা-কিশোর
রচি' পূজার বেদী হয়ে প্রেম-বিভোর,
এসো যুগল-নয়নে মম, ওগো নয়নাভিরাম॥

২৫৩৩.

এসো তুমি একেবারে প্রাণের পাশে।
যাও মিশে গো আমার প্রাণে, আমার শ্বাসে॥
লতা যেমন জড়িয়ে ধরে তরুর শাখা
কমল যেমন দীঘির জলে রয় গো ঢাকা,
মলয় যেমন মিলিয়ে থাকে ফাগুন মাসে —
তেমনি তুমি এসো আমার প্রাণের পাশে॥

২৫৩৪.

ও ভাই কোলা-ব্যাঙ, ও ভাই কোলাব্যাঙ।
সর্দি তোমার হয় না বুঝি, ও ভাই কোলাব্যাঙ,
সারাটি দিন জল ঘেঁটে যাও, ছড়িয়ে দুটি ঠ্যাঙ॥
লক্ষ্মী মেয়ে মা তোর বুঝি
খেল্‌লে বেড়ায় নাকো খুঁজি',
কেউ বকে না, মজাসে তাই গাইছো ঘেঙর ঘ্যাঙ॥
দিবানিশি জল ঘাঁটো তাও
চোখ ওঠে না, কি ওষুধ খাও?
জলদানোটা আসলে, ফেলে দাও কি মেরে ল্যাঙ॥
ব্যাঙ দাদা! তোর মায়ের মত
মা যদি মোর লক্ষ্মী হ'ত,
তোর সাথে ভাই থাকতাম জলে ছ্যাডাং ড্যাড্যাং ড্যাং।

২৫৩৫.

ও রাঙাবাবু! তুই ডাঁসা ডালিম দানা পলাশ ফুল।
তোকে বুকে নিয়ে কাঁদব, এলো খোঁপায় বাঁধব,
করব কানের দুল॥
তুই ফাগুনের ফুল, তুই আগুনের ফুল্‌কি
তুই আকাশের চাঁদ রে, চন্দনের উল্কি,
তুই কেষ্ট-চূড়া, রঙে রসে ভরা —
তুই রথের ঠাকুর, মোরা পথের বাউল॥

২৫৩৬.

কথার কুসুমে গাঁথা গানের মালিকা কার।
ভেসে এসে হতে চায় গো আমার গলার হার ॥
আমি তারে নাহি জানি
তার সুরের সূত্রখানি,
তবু বিজড়িত হয় কেন গো, আমার কন্ঠনে বারবার ॥
তার সুরের তুলির পরশে, ওঠে আমার ভুবন রাঙি',
কোন বিস্মৃত জনমের যেন কত স্মৃতি ওঠে জাগি'।
আমার রাতের নিঁদে,
তার সুর এসে প্রাণে বিঁধে,
যার সুর এত চেনা, কবে দেখা পাবো সেই অচেনার ॥

২৫৩৭. রাগ : ভূপালি, তাল : ত্রিতাল

কহিতে নারি যে কথাগুলি,
গোলাপে কহে সে বুলবুলি ॥
উদাসী সমীরণ সেই কথা বলে
জবা ফুলের কাছে মরা ধূলিতলে,
সেই কথা কহে চাঁদে প্রভাত গোধূলি ॥

২৫৩৮.

কার স্মৃতি উদাসী ভোরে
ঘুম ভাঙায়ে জাগাল মোরে
শুকতারা ছলছল
ও কি তার আঁখিজল,
হিমেল হাওয়ায় সেই অশ্রু কি শিশির হইয়া ঝরে ॥
অস্ত চাঁদে হেরিয়া কাঁদে আমার হিয়ায় কে, ও কি সেই,
আমার মনে রজনীগন্ধা সুরভি আনিল সে, ও কি সেই।
মোর বিরহী-হিয়ায় ও-চাঁদ স্বপনে
জড়ায়ে ছিল কি গভীর গোপনে,
এত কাছে তবু এত দূরে, কেন ধরিতে নারি ওরে ॥

২৫৩৯.

কার বাঁশরি বাজে বেণুকুঞ্জে উদার সুরে।
সেই সুরে গো মন উড়ে যায় দূর সুদূরে ॥
নাচে সে-সুরে কুরঙ্গ
হয় ধ্যানীর ধ্যান ভঙ্গ,
চাহে প্রাণ তারি সঙ্গ হৃদি জড়ায় তারি নূপুরে ॥
সেই সুর-অনুরাগে
নভে তরুণ তপন জাগে,
নীপ-শাখে দোলা লাগে সখি এনে দে সেই বঁধুরে ॥

২৫৪০

কি মজার কড়াই ভাজা কুড়ুর মুড়ুর খাইরে,
যদি পয়সা একটি পাইরে।

মোদের জামাও আছে পকেটও আছে
পয়সা কিন্তু নাই রে ৷৷
দাদা, পয়সা যদি পাই
চল পেয়ারা তলায় যাই,
আমি আনি নুন লঙ্কা, তুমি লুকিয়ে চল বাইরে।

২৫৪১.

কুড়িয়ে কুসুম ছড়িয়ে ফেলে অভিমানে।
কিসের তরে, কে জানে তা কে জানে ৷৷
অন্যমনে অঙ্গুলিতে
জড়াও বেণীর জরীন ফিতে,
ঝরলে পাতা চাও চকিতে পথের পানে ৷৷
ছড়ানো ফুল কুড়িয়ে আবার মালা গাঁথি,
কাঁদ ব'সে তরুতলে আঁচল পাতি'।
ঘরে ফেরার পথে যেতে
চ'মকে দাঁড়াও ধানের ক্ষেতে,
পথিক বঁধু কাঁটার রূপে আঁচল টানে ৷৷

২৫৪২.

কেন ফিরায়ে আঁখি আনন আঁচল ঢাকিয়া।
লুটায় বরণ-ডালা
ছড়ানো কুসুম মালা,
সঘন কাঁপিছে হিয়া ৷৷

২৫৪৩.

চাঁদের দেশের পথ-ভোলা পরী।
স্রোতে ভেসে আসা পুবাল মঞ্জরি ৷৷
পাষাণ বেদী তলে
আকুল অঞ্চলে
কিশোরী উপাসিকা কে তুমি[১]।

১ গানটি অসম্পূর্ণ।

২৫৪৪.

জয় হর-পার্বতী জয় শক্তি।
পরম পুরুষ-জয় পরা প্রকৃতি ৷৷
বিনাশ যুগে যুগে অজ্ঞান তিমির
অন্তর বাহিরের দানব-ভীতি ৷৷

২৫৩১.

জাগো সুন্দর চিরকিশোর।
জাগো চির-অমলিন দুর্জয় ভয়-হীন
আসুক শুভদিন, হোক নিশি-ভোর ৷৷
অগ্নিশিখার সম সূর্যের প্রায়
জ্বলে ওঠ দিব্য জ্যোতির মহিমায়,
দূর হোক সংশয়, ভীতি, নিরাশা —
জড় প্রাণ পাষাণের ভাঙো ঘুমঘোর ৷৷

২৫৪৬.

জাগো ভূপতি শুভ্রজ্যোতি নব প্রাণ প্রবুদ্ধ, পুণ্যস্নান শুদ্ধ।
বিশ্বসাথে যুক্ত কর, গ্লানি হতে মুক্ত কর চিত্ত মোহ মুগ্ধ॥
স্নিগ্ধস্নাত নবপ্রভাত সূর্যসম জাগো
ধৌত-পাপ কলুষ তাপ, হে নিরুপম জাগো,
যজ্ঞভূমে নবজনম লভ, হে ক্লেশক্ষুব্ধ॥
ধূমের ঊর্ধ্বে জাগো দিব্যদ্যুতি
হোম-বহ্নিশিখায় দাও আত্মাহুতি,
হে ভারতত্রাতা, জনগণ-বিধাতা জাগো দৈন্য-কারারুদ্ধ॥

২৫৪৭. রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা

জ্বালিয়ে আবার দাও আমার নিভিয়ে দেওয়া দীপ।
পরিয়ে আবার দাও শুভ সীমন্তে মোর টীপ॥
খোল খোল রুদ্ধ দ্বার
আনো গন্ধরাজের হার,
আধো অঞ্চলে আমার বসো হৃদয়-অধিপ॥
মোর নিরাভরণ কর কর কঙ্কন মুখর,
কর উজল, ওগো চাঁদ, আমার আঁধার নীলাম্বর।
মম অশ্রু-বরষায়
এসো রামধনুরই প্রায়,
প্রেম-কদম্ব-শাখায় আবার ফুটিয়ে তোলো নীপ॥

২৫৪৮.

ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই।
আমার মত পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই॥
আমার মত একপায়ে ভাই
দাঁড়িয়ে আছিস্ কান ধ'রে ঠায়,
একটুখানি ঘুমোয় না তোর পণ্ডিত মশাই॥
মাথায় তুলে পাত্‌তাড়ি তোর
কি ছাই বকিস্ বকর বকর,
আম্‌তা আম্‌তা করে নাম্‌তা পড়িস্ কি সদাই॥
তালগাছ তোর পাতার কোলে
বাবুই পাখির বাসা ঝোলে,
কোচড়-ভরা মুড়ি যেন, দেনা দুটি খাই॥
পাখিরা তোর মাথায় এসে
উড়ে এসে জুড়ে বসে,
ঠুক্‌রে ওরা দেয় কি মাথায় পাতা নাড়িস্ তাই॥

২৫৪৯.

তুমি আনমনে গেলে চলিয়া জানো না গো কারে দলিয়া।
তুমি জানো না তো কার পূজা-সম্ভার ভাসালে তটিনী গলিয়া॥
ওগো উদাসিনী! তব স্রোত-ধারে
ডুবে যে মরিল দেখেছ কি তারে?
ফেলি তারে স্মৃতি-বালুকার 'পারে তুমি চল ছলছলিয়া॥

বৃথা তব স্রোতে ভাসাইনু মালা
বৃথা তব কূলে এত ফুল-ডালা,
তুমি মনের ভুলে কখনো এ কূলে, কভু ও-কূলে পড়ো ঢলিয়া।

২৫৫০.

তুমি আমার চোখের বালি, ওগো বনমালি।
আমারে চোখে পড়ল কখন, তোমার রূপের কালি॥
(চোখ) চাইলে ও-রূপ সইতে নারি
নয়ন মুদেও রইতে নারি,
তোমার লীলা, প্রিয়জনে কাঁদাও খালি॥
কাঁদিয়ে আমায় করলে কানা, কানাই একি লীলা,
এবার ম'রে আর জনমে যেন হই কুটিলা।
তোমার নয়ন-মণি রাইকে নিয়ে
রাখব ঘরে দুয়ার দিয়ে
চোখে চোখে সেদিন যেন হয় মিতালি॥

২৫৫১.

তোমার গানের সুরটি প্রিয় বাজে আমার কানে।
মনের কথা সেদিন কিগো শুনিয়েছিলে গানে॥
তোমার করের পরশে রে বীণায় জাগে প্রাণ
তাই মধুময় হয়ে ওঠে তোমার মধুর গান,
দেবতা তাঁর সকল সুধা কণ্ঠে তব করেছিল দান —
তুমি যে-গান শোনাও মোরে, হয় না যেন সে-গান অবসান।
কোন্ কবি আজ তোমার কথা, লিখছে হায় তা কে জানে।
তোমার ও-গান না শুনিলে অশ্রু বারি হানে॥

২৫৫২. রাগ : ভৈরবী

তোমার ফুল-ফোটানো সুর তোমার মন-কাঁদানো গান।
তোমার বাণী ব্যথাতুর আমার উদাস করে প্রাণ॥
মৃদু মন্দ গতি ধীর
তব ছন্দের মঞ্জির,
মম মরমে জাগায় বঁধু যমুনার উজান॥
তব আঁখি সকরুণ সদা উদাস ছলছল,
তোমার আনমনা মন আমার চোখে আনে জল।
তুমি চাওনা তবু হায়
হৃদি তোমার পানে ধায়,
যদি ঠেল্‌তে মোরে পায় কর পায়ের পরশ দান॥

২৫৫৩.

তোমার প্রেমের একটি কণিকা পেয়ে।
কি দশা আমার হয়েছে গো, দেখ চেয়ে॥[১]

১. গানটি অসম্পূর্ণ।

২৫৫৪.

তোমায় ফেলে এসেছিলাম সুদূর ভাটীর দেশে।
কে জানিত, আসবে আবার উজান স্রোতে ভেসে॥
যে মণিহার অবহেলায়
হারিয়েছিলাম ভুলের খেলায়,
সে-হার কেন আবার গলায় জড়ায় বেলা শেষে॥
ফেরে না আর শাখায়, যে ফুল ধূলায় পড়ে খ'সে,
তবু যেন কিসের আশায় কূলে ছিলাম ব'সে।
বহুদিনের ধূলি মেখে
গেছিল যে স্মৃতি ঢেকে,
সেই বেদনা জাগালে কে আবার ভালোবেসে॥

২৫৫৫. কমিক নক্সা : 'পুরনো বলদ নতুন বৌ'

তোর যত শরম লাগে রে বৌ তোরে তত লাগে মিঠা।
ওলো যে বৌ-ঝি'র শরম নাই, সে (হালার) চিটাগুড়ের পিঠা।

২৫৫৬. কমিক নক্সা : 'পুরনো বলদ নতুন বৌ'

তোরে খাইবার দিব ছানি, কচি ঘাস আর পানি।
বৌ আদর কইরা বল্‌দা রে তোর নেজুড় দিব টানি॥

২৫৫৭. রাগ : পারা, তাল : দাদ্‌রা

ধীর চরণে নীর ভরণে চলে তন্বী নাগরী।
চরণ-ছন্দে নাচে আনন্দে বাহুর বন্ধে গাগরি॥
হেরি' তাহার অঙ্গ ভঙ্গ
উতল হ'ল নদী-তরঙ্গ
পাগল বায়ু করিছে রঙ্গ উড়ায়ে ওড়না ঘাগরি॥
বিজন পথ মুখর করি'
যায় কি রাঙা সন্ধ্যা পরী,
এলো সহসা গগন ভরি' পূর্ণিমা-কোজাগরী॥

২৫৫৮.

পরজনম থাকে যদি সেথায় আবার দেখা দিও।
এ জনমের চাওয়া আমার আর জনমে হয়ো প্রিয়॥
এবার পাষাণ-মূরতিরে
চেয়ে গেলাম অশ্রু-নীরে,
পরজনমে এসে ফিরে আমার বরণ-মালা নিও॥
এ জনমের বিফল আশা ভালোবাসা তোমায় দিয়া,
বিদায় নিলাম ওগো, আর জনমে হয়ো প্রিয়া।
জানি জানি আমার প্রেমে
বেদী হতে আসবে নেমে,
আমার প্রীতির হিঙুল রঙে রাঙবে তোমার উত্তরীয়॥

২৫৫৯. নাটিকা : 'ঈদুল ফেতর'

প্রাণের প্রিয়তম যাহা কিছু তোমার
খোদার রাহে ফিতরা দে —
আজিকে ঈদের চাঁদে॥

২৫৬০. রাগ : বাহার, তাল : একতাল

ফুলভরা গুলবাগে ঐ গাহে বুলবুল।
গানে জাগে হিল্লোল, প্রাণে জাগে হিন্দোল —
মনের মাধবী বনে জাগিল মুকুল॥
হিয়ায় গোপন রাগে
রঙিন স্বপন জাগে,
ঢলঢল অনুরাগে আঁখি ঢুলঢুল॥
ঝলমল ঝলমল রূপ ও রসে,
অধীর হিয়া অথির, রহে না বশে।
পাপিয়ার কলগানে
কোকিলের কুহুতানে,
যৌবনের মৌবনে দিল্ হল মশগুল॥

২৫৬১. নাটক : 'সতী'

বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাঁশরি বাজো বাজো বাজো।
আসে নন্দন নন্দিনী আনন্দিনী সবে উৎসব সাজে সাজো॥
পুষ্প-মাল্য আনো, আনো হেম-ঝারি
মঙ্গল ঘটে আনো তীর্থবারি,
লাজ-অঞ্জলি ল'য়ে পুরাঙ্গনা, নগর ভবনে ভবনে বিরাজো॥
হংস-মিথুন আঁকা নীলাম্বরী
পরি' এসো তরুণী নাগরি কিশোরী,
চলো পথে পথে গাহি আগমনী, ঘরে আলসে বসিয়া কে আছিস্ আজো॥

২৫৬২.

মোদের নবী আল্-আরবি সাজল নওশার নওল সাজে।
সে-রূপ হেরি' নীল নভেরই কোলে রবি লুকায় লাজে॥
আরাস্তা আজ জমিন্ আসমান
হুরপরী সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে, কাবাতে নৌবত বাজে॥
কয় 'শাদী মোবারক বাদী' আউলিয়া আর আম্বিয়ার,
ফেরেশ্তা সব সওদা খুশির বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে॥
গ্রহ তারা গতি হারা চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখছে ঝুঁকে বিশ্ব-বধূর হৃদয়-রাজে॥
আয় রে পাপী, দুঃখী তাপী আয় হবি কে বরাতী,
শাফায়তের শিরীন্ শিরনি পাবি না আর পাবি না যে॥

২৫৬৩. রাগ : ভৈরবী, তাল : কাহার্‌বা

মোর কথার ভ্রমর সুরে সুরে গুনগুনিয়ে গো গুনগুনিয়ে।
তব মুখকমল ঘিরে যায় গো গান শুনিয়ে, গান শুনিয়ে॥
তুমি যেন চাঁদ মোর হৃদয় আকাশে
তোমারে ঘিরে আমার মনের কথা, তারা হয়ে হাসে,
মোর সুরের নূপুর কাঁদে, কাঁদে গো তোমার রাঙা পা জড়িয়ে॥
তোমার নয়ন যেদিন আমায়, (গো) নতুন কথা কয়,
সেদিন তোমার পায়ে আমার গানের পুষ্পবৃষ্টি হয়।

সেদিন শ্রাবণধারার মত সুর
ঝ'রে যায় অবিরত,
যেদিন তোমার স্মৃতি এসে কাঁদায় আমায় ঘুম ভাঙিয়ে॥

২৫৬৪. রাগ : ছায়া, তাল : ত্রিতাল

(শাওন ঘোর) রিমিঝিমি রিমিঝিমি বারিধারা বরষে।
নাচে শিখী শ্যাম ঘন দরশে।
চমকে বিজলি ঘনঘন
শনশন পূব হাওয়া বহিছে হরষে॥
এসো বিরহী শ্যামল মোর ভবনে
নূপুর শোনায়ে শ্রবণে,
চাহে ফুটিতে এ হিয়া নীপ সম —
তব মধুর সজল পরশে॥

২৫৬৫.

রূপ নয় গো, এ যে রূপের শিখা।
কে বিদ্যুল্লতা তুমি, কে গো সাহসিকা॥
বহ্নি-জায়া স্বাহা সমা
কে গো তুমি কে তন্বী রমা?
ললাট ঘেরি জ্বলে তোমার সবিতারই টীকা॥
মনের তিমির পলায় হেরি তোমার আঁখির জ্যোতি,
নীল গগনের শুকতারা গো ভোরের জ্যোতির্মতী।
তোমার রূপের মানিক ঝরে
চাঁদের আলোয় রবির করে,
রাঙা ফুলের লাল আখরে তোমারি গান লিখা॥

২৫৬৬.

লুকায়ে রহিলে চিরদিন শীষমহলের শার্সিতে।
তব রূপ শুধু রূপায়িত হল হেরেমের আর্শিতে॥
অমৃত অশ্রু মেশা পিঞ্জরে চিরবন্দিনী, চিরযোগিনী জেবুন্নিসা।
তোমার দিওয়ানে ওগো শাহজাদী কবি
আঁকিলে যে তব বিরহ বিষাদ ছবি,
লাজ পায় তাজমহলও তাহার সকরুণ সঙ্গীতে॥
কোন সে-তরুণ কবি তোমারে তোমার কবিতার চেয়ে সুন্দর দেখেছিল,
গোলাপ ফুলের পাপড়িতে তব ছবি প্রেম চন্দনে এঁকেছিল।
প্রিয়ার আদেশে আগুনের দাহ সহি'
পুড়িল প্রেমিক একটি কথা না কহি'
সেই মন প্রেমের মহিমা আজিও জাগে, ঝরা গোলাপের সুরভিতে॥

২৫৬৭. তাল : আদ্ধা-কাওয়ালি

শূন্য বাতায়নে একা জাগি।
সুদূর অতিথি তোমার লাগি॥
মম জাগার সাথী
একা নিশুতি রাতি,
জ্বলে শিয়রে বাতি (মম) ব্যথার ভাগী।

(মোর) বিফল মালার কুসুমগুলি,
ঝরিল ধূলায় (হায়) পড়িল খুলি'।
আর কত জনম
কাঁদি হে প্রিয়তম,
তব দরশ মাগি'॥

২৫৬৮.

শেষ হ'ল মোর কাজ, হে কিশোর!
আমারে লহ এবার।
তোমার যাহাতে সুখ,
তাহে আমার সুখ
সুন্দর মাধব আমার॥
কোটি জনম যেন তুহার সুখের লাগি ডারি দেই এ জীবন ছার।

২৫৬৯.

সাগরে যে জোয়ার জাগে, জানে না তা চাঁদ।
চাহি চাঁদে কোন্ সে-লোকে, ভাঙে কূলের বাঁধ॥
দখিন-হাওয়া গোপন পায়ে
যায় কাননে ফুল ফুটায়ে,
কুসুম ভাবে — এলো ও-কোন্ পরমাদ॥
কুঁড়ির বুকে শিশির ঝরি' ফুটিয়ে তোলে ফুল,
নবীন তৃণের বার্তা আনে ঝড় নিমেষের ভুল।
আমি এলাম তেম্‌নি ক'রে
ঝড়ের বেগে তোমার ঘরে,
শান্ত বনে ফুল ফুটানো ফেলে চরণ-ছাঁদ॥

২৫৭০.

সারি সারি আঁকা, ভরা মোর লেখা, ওরা পিপীলিকা নয়।
দংশন ওরা করিবে না প্রিয়া, ক'রো না ওদের ভয়॥
যদি ভয় জাগে ফেলিও দলিয়া
তব সুন্দর দু চরণ দিয়া,
ধন্য হবে গো, তোমার চরণে হয় যদি ওরা লয়॥
ওরা মৌমাছি, তোমার নামের মধু ল'য়ে দেশে দেশে,
বলে যেন, ওরে পৃথিবী এবার অমৃতে যাইবে ভেসে।
ওরা তারা, আসে আকাশের বুকে ছুটে
ওরা ফুল, ওঠে আঁধার গগনে ফুটে,
ওরা তব রূপ, ঝিকিমিকি করে আকাশে ভুবনময়॥

২৫৭১.

সেই দেশে কি যাও গো মরুর কাফেলা।
যে দেশে মোর বন্ধু কাঁদে একেলা॥
ঘর বাঁধি না বেদুইনের মেয়ে গো
আজ তাঁবু বেঁধে রাত জাগি পথ চেয়ে গো,
মরুর তৃষ্ণা তরুর ছায়ায় যায় না গো, কেঁদে যায় বেলা॥

মরুর যাত্রী বাণিজ্যে যাও আমারে এনে দিও,
ফিরতি পথে হারানো মোর বুকের মানিক, মোর প্রিয়।
বলো তারে, যে গিরি ঝর্না এসেছিল মরুতে
চেয়েছে সে-ঝর্না আজি, কাঁটা লতা তরুতে,
আর ফোটে না আমার বনে — গোলাপ, হেনা, চামেলা॥

২৫৭২.

স্মৃতি জাগিল শ্যামেরই
নব ঘন শাওন নীরদ নেহারি।[১]

১ গানটি অসম্পূর্ণ

২৫৭৩.

এমন মধুর ক'রে কি তোমারে কেউ ডেকেছিল আগে?
আর কারো কাছে তব রূপ কিগো, এত সুন্দর লাগে?[১]

১ গানটি অসম্পূর্ণ

২৫৭৪.

সখি আমি ই না হয় মান করেছিনু তোরা তো সকলে ছিলি।
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি, কেন নাহি ফিরাইলি॥
তা'রে ফিরায় যে পায়ে ধরি', (তার) পায়ে পায়ে ফেরেন হরি
পরিহরি মান, অভিমান (তা'রে) কেন নাহি ফিরাইলি।
তোরা তো হরির স্বভাব জানিস।
তা'র স্ব-ভাবের চেয়ে পরভাব বেশি তোরা তো হরির স্বভাব জানিস্।
তা'র স্বভাব জেনেও রহিলি স্ব-ভাবে ডাকিলি না পরবোধে।
তা'রে প্রবোধ কেন দিলি নে সই, তোরা তো চিনিস্ হরিরে
প্রবোধ কেন দিলি নে সই।
(কেন) ডাকিলি না পরবোধে।
(হরি) প্রহরী হইয়া রহিত রাধার ঈষৎ অনুরোধে
(তা'রে) অনুরোধ কেন করলি নে সই
তোরা যে আমার অন্তরাধা অনুরোধ কেন করলি নে সই।
তোরা যে রাধার অনুবর্তিনী
অনুরোধ কেন করলি নে সই (কেন) ডাকিলি না পরবোধে।

২৫৭৫. রাগ : মল্লার, তাল : কাওয়ালি

ঝরিছে অঝোর বরষার বারি।
গগন সঘন ঘোর,
পবন বহিছে জোর,
একাকী কুটীরে মোর রহিতে নারি॥
শিয়রে নিবেছে বাতি,
অন্ধ তমসা রাতি,
গরজে আওয়াজ রাজ গগন-চারী।
চমকিছে চপলা,
জাগি' ভয়-বিভলা একা কুমারী॥

২৫৭৬. রাগ : মূলতান, তাল : একতাল

কার বাঁশরি বাজে মূলতানী-সুরে
নদী-কিনারে কে জানে।
সে জানে না কোথা সে সুরে
ঝরে ঝর-নিঝর পাষাণে
একে চৈতালী-সাঁঝ আলস
তাহে ঢলঢল কাঁচা বয়স,
রহে চাহিয়া, ভাসে কলস,
ভাসে হৃদি বাঁশুরিয়া পানে॥
বেণী বাঁধিতে বসি' অঙ্গনে
বধূ কাঁদে গো বাঁশরি-স্বনে।
যারে হারায়েছে হেলা-ভরে
তারে ও সুরে মনে পড়ে,
বেদনা বুকে গুমরি' মরে
নয়ন ঝুরে বাধা না মানে॥

২৫৭৭. রাগ : পূরবী, তাল : একতাল

কে তুমি দূরের সাথী
এলে ফুল ঝরার বেলায়।
বিদায়ের বংশী[১] বাজে
ভাঙা মোর প্রাণের মেলায়॥
গোধূলির মায়ায় ভুলে
এলে হায় সন্ধ্যা-কূলে,
দীপহীন মোর দেউলে
এলে কোন্ আলোর খেলায়॥
সেদিনো প্রভাতে মোর
বেজেছে আশাবরি,
পূরবীর কান্না শুনি
আজি মোর শূন্য ভরি।
অবেলায় কুঞ্জবীথি
এলে মোর শেষ অতিথি,
ঝরা ফুল শেষের গীতি
দিনু দান তোমার গলায়॥

১ বাঁশী

২৫৭৮. রাগ : মিয়াকি-মল্লার, তাল : কাওয়ালি

আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
গুরু দেয়া গরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন
শনশন কাঁদে বায়ু নীপ-কাননে॥
অন্ধ নিশীথ, মন খোঁজে কারে আঁধারে,
অন্ধ নয়ন ঝরে শাওন-বারিধারে।
ভাঙিয়া দুয়ার মম এসো এসো প্রিয়তম,
শ্বসিছে বাহির ঘর ভেজা পবনে॥

কার চোখে এত জল ঝরে দিক্ প্লাবিয়া,
সহিতে না পারি' কাঁদে 'চোখ গেল' পাপিয়া।
কাহার কাজল-আঁখি চাহি' মোর নয়নে
ঝুরেছিল একা রাতে কবে কোন্ শাওনে,
আজি এ বাদল ঝড়ে সেই আঁখি মনে পড়ে,
বিজলি খুঁজিছে তারে নভ-আগুনে॥

২৫৭৯. 'দে গরুর গা ধুইয়ে'

কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥
উল্টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম জাতি,
মেয়েরা লড়ুই করে, মদ্দ করেন চড়ুই-ভাতি!
পলান পিতা টিকেট ক'রে —
খুশি তাঁহার পিকেট করে!
গিন্নী কাটেন চর্‌কা, — কাটান কর্তা সময় গাই দুইয়ে।
কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥
চর্মকার আর মেথর-চাঁড়াল ধর্মঘটের কর্ম-গুরু!
পুলিশ শুধু কর্‌ছে পরখ্, কার কতটা চর্ম পুরু!
চাটুয্যেরা রাখছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত-বাড়ি!
বোঁটকা-গন্ধী ভোজপুরী কয় বাঙালীকে — 'মৎ ছুঁইয়ে!'
কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥
মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন রান্না করে কার না বাড়ি,
গা ছুঁলে' তার লোম ফেলে না, ঘর ছুঁলে' তার ফেলে হাঁড়ি।
মেয়েরা যান মিটিং হেদোর,
পুরুষ বলে, 'বাপ্ রে দে দোর!'
ছেলেরা খায় লাপ্‌সি-ছড়ো, বুড়োর পড়ে ঘাম চুঁইয়ে!
কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥
ভয়ে মিঞা ছাড়্‌ল টুপি, আঁট্‌ল কষে গোপাল-কাছা,
হিন্দু সাজে গান্ধী-ক্যাপে, লুঙ্গী পরে ফুঙ্গী চাচা!
দেখ্‌লে পুলিশ গুঁতোয় ষাঁড়ে
পুরুষ লুকায় বাঁশের ঝাড়ে!
নাক কাটা হয় রায় বাহাদুর, খান্ বাহাদুর কান খুইয়ে॥
কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥
খঞ্জ নেতা গঞ্জনা দেয়, চ'লতে নারে দেশ যে সাথে!
টেকো বলে, 'টাক ভালো হয় আমার তেলে, লাগাও মাথে!'
'কি গানই গায়'—ব'লছে কালা,
কানা কয়, 'কি নাচছে বালা!'
কুঁজো বলে, 'সোজা হ'য়ে শুতে যে সাধ, দে শুইয়ে।'
কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥
সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না 'এই যে লেহি' আস্‌লে 'যুদ্ধ দেহি'র খোঁচা'।

গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া,
বেগুন চড়ে গাড়ি ঘোড়া!
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে' ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে!
কোরাস্ : দে গরুর গা ধুইয়ে॥

[সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

২৫৮০. 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি'

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে!
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'লনাক' আর উঠিল চিত্ত দুলে,
তারি ডাক-নাম ধরে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন্ সর্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশি
আঁখির সলিলে ঝল্‌সানো আঁখি
কূলে কূলে ভ'রে ওঠে থাকি' থাকি',
মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখি মৃত্যু-আফিম-ফুলে,
কোন্ ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥
তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির-বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা!
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী চিতার অগ্নি-মূলে
পুন নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

[সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

২৫৮১. 'দূরের-বন্ধু'

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর-ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে॥
তোমার বাঁশির উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন
কাজ হ'ল তাই পথিক সাধন,
খুঁজে-ফেরা পথ-বধূরে,
ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে॥
হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে এতটুকুতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা-তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে!

বাঁধতে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে,
বন্ধু, তোমার সুরে সুরে॥

[সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

২৫৮২. রাগ : গৌড় সারঙ্গ, তাল : দাদ্‌রা

যাস্ কোথা সই এক্‌লা ও' তুই অলস বৈশাখে?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে?
সাঁঝ ভেবে তুই ভর-দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর-পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি, অফুট জবা চাঁপা-কুঁড়ি তুই
ওলো রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুঁড়ি',
পিক-বধূ সব টিটকিরী দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি —
ওলো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে॥

[সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

২৫৮৩. 'খাঁদু-দাদু'

অ-মা! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং?
খ্যাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা-নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
ওঁর নাক্‌টাকে কে ক'রল খ্যাঁদা র‍্যাঁদা বুলিয়ে?
চাম্‌চিকে-ছা ব'সে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে!
বুড়ো গরুর টিকে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং!
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
ওঁর খ্যাঁদা নাকের ছেঁদা দিয়ে টুকিকে দেয় 'টু'!
ছোড়্‌দি ব'লে সর্দি ওটা, এ রাম! ওয়াক্! থুঃ
কাছিম যেন উপুড় হ'য়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং!
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
দাদু বুঝি চীনাম্যান্ মা, নাম বুঝি চ্যাংচু?
তাই বুঝি ওঁর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু!
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন!
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজ্‌তো সাতটা শাঁখ,
দিদিমা তাই থ্যাবড়া মেরে থ্যাবড়া করেছেন!
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
লম্ফানন্দে লাফ দিয়ে মা চ'লতে বৌজির ছা,
দাড়ির জালে প'ড়ে খাদুর আট্‌কে গেছে গা,
বিল্লি-বাচ্চা দিল্লি যেতে নাসিক এসেছেন্!
অ-মা! হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙতে 'আল্‌মানাক্'

গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ?
মুচি এসে দাদুর আমার নাক ক'রেছে 'ট্যান্'!
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!
বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক ডেঙাডেং-ড্যাং!

[সঙ্কিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

২৫৮৪. 'রাজ-ভিখারি'

কোন্ ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি',
ওগো চির-বৈরাগী!'
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি' —
ওগো চির-বৈরাগী!
ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন-মাগি',
তুমি সুধার দেবতা 'ক্ষুধা ক্ষুধা' ব'লে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি
ওগো চির-বৈরাগী!
আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক রঙ রেঙে,
মোহ ঘুমপুরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে'!
জাগিয়া প্রভাবে হেরে পুরবাসী,
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী,
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী।
কে গো নারায়ণ, নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা -াগী —
ওগো চির-বৈরাগী!
'দেহি ভবতি ভিক্ষাম্' বলি' দাঁড়ালে রাজ-ভিখারি,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী!
বলিলে, 'দেবে না? লহ তবে দান —
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।' —
দিল না ভিক্ষা, নিলনাক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী!
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি'!

[সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৫৮৫ হইতে ২৭৫৭ অবধি) 'দুখুমিয়ার লেটোগান', (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০০৩) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৫৮৫. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'

চল ওহে মন্ত্রী-সুত, স্বরাজ্যে ফিরে।
ঈশ্বরের অপার মহিমা দেখিলাম দেশে-দেশান্তরে॥
অসংখ্য গ্রাম নগরাদি,
দুর্গগুহা পর্বতাদি,
কত নদ নদী, দেখিলাম নিরবধি, কিন্তু স্বদেশ জাগিছে অন্তরে॥

২৫৮৬. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'

শুন শুন মন্ত্রী নন্দন।
কথার নড়চড় হবে না, যদি মোর যায় জীবন॥
যদি সূর্য পশ্চিম দিকে,
কিংবা অন্য দিকে,
তবু মন্ত্রীসুত মম বাক্য, মিথ্যা না হবে কদাচন॥
যদি অতি ঘোরতর
মোর কাছে অপরাধ কর,
কিংবা প্রাণ হয় কাতর, নির্ভয় অন্তরে কর কার্য সম্পাদন॥
নজরুল এসলামে কয়,
তোমার প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় হইবে হে লয়,
এখন তোরে দেয় অভয়, পরে বিষ বরিষণ॥

২৫৮৭. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'

প্রতিজ্ঞার কথা মন্ত্রীসুত, নাই স্মরণ আমার।
শীঘ্র কারণ না বলিলে প্রাণ বাঁচা তব হবে ভার॥
অমূল্য জীবন বাঁচাইতে,
যদি তব ইচ্ছা থাকে মোর নিকটেতে,
এর সত্য কারণ বলিতে, হও তুমি আগুসার॥
অশ্বপদ কাটো কি কারণ,
সিংহদ্বারের দশা কেন করিলে এমন,
শীঘ্র কও সত্য বিবরণ, না পাবে না হে নিস্তার॥
নজরুল এসলামে কয় কাতরে,
এই করে মন্ত্রনন্দন, পড়েছে বিষম ফেরে,
ঈশ্বর না তরালে পরে, নাই তব উদ্ধার॥

২৫৮৮. লেটো গান : 'রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র'

বল, বল, বল ওস্তাদ, ইহার কি উপায় হইবে?
কি রূপেতে পাবে মুক্তি, কে ইহার প্রাণ বাঁচাবে?
কিসে মন্ত্রীনন্দন, পাবে প্রাণদান,
বল ওস্তাদ তাহার সন্ধান,
কিংবা সে, হয়ে পাষাণ, জন্ম জন্মান্তরে রবে॥
অশ্বপদ মন্ত্রীনন্দন,
কেন কেটেছিল তখন,
সিংহদ্বার কিসের কারণ ভেঙেছিল, বলে যাবে॥
কি কথা সে রাজনন্দনে,
বলেছিল কানে কানে,
বলে পাষাণ হলো কেনে, এ সত্য ভেঙে বলিবে॥
নজরুল এসলামে ভেবে বলে,
বল ওস্তাদ সভাস্থলে,
উত্তর দিতে না পারিলে, উপযুক্ত অপমান হবে॥

২৫৮৯. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'

আব্বা গেছেন হজ্জ করতে মক্কা মদিনা।
কুলসুম আছে, আমরা তারি প্রেমের দিওয়ানা।।
কুলসুম পরমা সুন্দরী,
চাচাতো বোন হয় মোদেরি,
মোরা তিনজন, তার ভিখারি, বাছবে সে একজনা।।

২৫৯০. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'

কুলসুম, কুলসুম, সন্দরী কুলসুম ও হে এ বাগের সোনা।
ফাগুন বনে ফুল ফুটেছে, সুবাসে ভ্রমর দিওয়ানা।।
তারা গুনগুনিয়ে গুনগুন গায়,
চুপি চুপি ফুলে কি শুধায়,
তরু শাখে মৃদু মন্দ বায়, কোকিল হয়েছে আনমনা।

২৫৯১. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'

ও রে তুই যে মায়ের চোখের মণি, মায়ের প্রাণের ধন।
চোখে চোখে রাখবে মায়ে, এই তো মায়ের পণ।।
বিয়ে করে হেথায় থাকবি,
কন্যা ছিলি বধূ হবি,
চোখ জুড়াবি, আসবে কোলে মানিক রতন।।

২৫৯২. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'

সখি রে, উপায় কি করি? সখি রে উপায় কি করি?
তিনজন বর আমি একা, কারে পছন্দ করি।।
একজনকে বেছে নিলে,
অন্য দু'জন মরবে জ্ব'লে,
সবকিছু করব কৌশলে, ফিকির একটা ধরি।।

২৫৯৩. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'

চল্ চল্ চল্ লো সখি ফুল বাগানে যাই।
বিয়ের ফুল ফুটল আমার সৌরভ ছুটল ভাই।।
সৌরভে তিন ভ্রমর এলো,
তিনজনই দেখ্‌তে ভালো,
কারে বিয়ে করব বল? হলো বিষম দায়।।
(তাই) তিন জনকে টাকা দিলাম,
শ্রেষ্ঠ জিনিস িনতে বললাম,
শ্রেষ্ঠ জিনিস কিনতে তারা, বিদেশ গেল ভাই।।
কার জিনিস শ্রেষ্ঠ হবে,
ঐ তিন জন বিচার করবে,
(মোর) কোন দোষ নাহি রবে, সে পাবে আমায়।।

২৫৯৪. লেটো গান : 'এক কন্যা-তিন বর'

বল, বল, বল ওস্তাদ, কুলসুমের কি হইবে।
খরিস সাপের বিষ হইতে, কি রূপে সে জীবন পাইবে।।

তাহার এই মৃত্যু-খবর,
কি রূপে জানিবে, তাহার তিন বর,
কি ভাবেতে আসিবে তাহারা, সেই কথাটি বলিয়া যাইবে॥
তিন জনে তিন জিনিস আনিবে,
কি তিন জিনিস হেথা বলিবে,
কার সাথে বিয়ে হইবে, সে বিচারটি কে করিবে॥
ভ্রমর কবিতে ভনে
আসরে লেটোর গানে
ও হে ওস্তাদ, এ আসরে সঠিক জবাব দিয়া যাইবে॥

২৫৯৫. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'

সাজে পাত্র, সাজে মিত্র, সাজে সৈন্য, রাজা যাবেন শিকারে।
শিকারে রাজার নেশা, শিকার ছাড়া থাকে না কো ঘরে॥
বরাহ, হরিণ, মহিষ মারে বনে,
আগুনে ঝলসে খায় আনন্দ মনে,
সাজ সাজ রব চারিদিক পানে, মহারাজ যাবেন শিকারে॥

২৫৯৬. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'

(আমি) কোন পথে সখি, যাবো গো, কোন পথে সখি যাব।
আমার পায়ে আলতা, পথে কাদা, পায়ে কাদা না লাগাব॥
আমার নাগর আছে ঐ না দূরে,
হাঁটতে হবে কাদার উপরে,
কাদায় হাঁটলে পায়ের আলতা, কেমনে রাখিব॥

২৫৯৭. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'

সখি, মান ক'রো না, মুখ তুলে চাও, আসছে তোমার বর।
অচিন দেশের, রাজার কুমার, আসছে ঘোড়ার পর॥
তোমার রূপে ভুবন আলো।
দেখলে তোমায় বাসবে ভালো,
মনের রানী হবে গো তার, কোন দূরে তার ঘর॥

২৫৯৮. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'

নয় বনহরিণী, তব মন হরণী, তব মনোমোহিনী।
এনেছে ভুলায়ে, মনকে দুলায়ে, দেখাইতে তব মন-রানী॥
এলে হে নিশীথে পথ ভুলে,
মন প্রাণ যে উঠিল দুলে,
যাবে তুমি সব ব্যথা ভুলে, কাছে পেয়ে মৃগনয়নী॥

২৫৯৯. লেটো গান : 'অন্ধ রাজা'

বল, বল, ওস্তাদ, কি ইহার উপায় হইবে।
কি রূপেতে অন্ধ রাজা, চক্ষু দুটি ফিরিয়া পাইবে॥
কে ইহার ঔষধ আনিবে॥
ঐ ঔষধের কিবা হয় নাম,
কোথায় ওস্তাদ ঔষধের ধাম,
কি রূপেতে আছে ঔষধ, সভার মাঝে বলিয়া যাইবে॥

কে যাইবে ঔষধ আনিতে,
কোন রূপসী পাইবে দেখিতে,
রূপসী দেখিয়া কি করিবে, সে-সব কথা বলিয়া যাইবে ॥
ঐ ঔষধের যে অধিকারী,
সে রূপসী, সে সুন্দরী,
বল ওস্তাদ, সে কাহার নারী, কাহার সাথে তাহার মিলন হইবে।
নজরুল এসলাম ভাবিয়া বলে,
লেটো গানের আসর তলে,
জবাব দিতে না পারিলে, উপযুক্ত অপমান হইবে ॥

২৬০০. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

লোকে বলে আঁটকুড়ো রাজা, বলে দেখ্‌ব না মুখ সকালে
রাজার মুখ দেখ্‌লে ফাটবে হাঁড়ি, দিন যাবে না কুশলে ॥
হায় হায় এখন কি করি,
এখন কি উপায় ধরি,
আমি বনমাঝে নিরালাতে, ডাকবো আল্লা, আল্লা ব'লে ॥

২৬০১. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

শোন্ শোন্ শোন্ রে রাজা, উত্তর দিকে যা চলে।
ওখানে এক আম গাছ আছে, দেখ্‌বি তার দখিন ডালে ॥
একটি থোকায় আম সাতটি,
তাকাবি না পিছন ফিরে, ডাক দিবে, ডাক ডাকিনে ॥
সাত রানীকে আম খাওয়াবি,
সাতটি সুপুত্র পাবি,
ঘুচে যাবে আঁটকুড়ো নাম, বলি এই বনতলে ॥

২৬০২. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

ও বাবা ফকির সাহেব, তোমার কথা সত্য যে দেখছি।
এখানে গাছের দখিন ডালে এক থোকায় সাত আম পেয়েছি ॥
ফলের সন্ধান দিলে তুমি,
এ ফলে ফল পাব আমি,
তোমার কদমে সালাম, তোমারে খাঁটি জেনেছি ॥

২৬০৩. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

ওগো রাজা, ওগো রাজা পিছন ফিরে চাও
আরো সাতটা আম রয়েছে, সে আম নিয়ে যাও ॥
এ সাত আম [illegible] পরে,
চৌদ্দ ছেলে আসবে ঘরে,
ভুল ক'রো না ভুল ক'রো না, আম নিয়ে যাও ॥

২৬০৪. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

চোরে আম ল'য়ে পালায়, চোরে আম ল'য়ে পালায়।
অসময়ের পবিত্র আম, আম ল'য়ে কে যায় ॥
এ নহে যে সে চোর,
এ চোর যে, রাজা চোর,

ধর ধর ও চোরকে ধর, ধরার উপায় নাই ॥
ফকিরের বর পেয়েছে,
সাত আম ল'য়ে চলেছে,
নজরুল ইসলাম বলে, বাবা উপায় কিছু নাই ॥

২৬০৫. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

আই লো, আই সতীন-রা আম খাবি তো আয়।
এ আম খেলে, হবে ছেলে ঘুচবে সকল দায় ॥
ফকিরের দোওয়ার এ ফল,
খেলে পেটে আসবে লো ফল,
জীবন তোদের হবে সফল, আই লো তোরা আয় ॥

২৬০৬. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

ভক্তি হলো বড়, ও রানী মা আসল হলো ভক্তি।
আমের খোসা যে খেয়েছো তাতে নাই কোন শক্তি ॥
আল্লা যদি দেয় গো ছেলে,
আসবে ছেলে তোমার কোলে,
মনের আশা পূরণ হবে, মনে রেখো সদা ভক্তি ॥

২৬০৭. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

বলবো কি দুখের কথা, সুখের দিনে আজ।
সে কথা বলতে রাজা, পাই যে বড় লাজ ॥
তোমার ঐ আদরের রানী,
বানর ছানা প্রসবিছে জানি,
সুখের দিনে দুঃখের কথা, কি বলব মহারাজ ॥

২৬০৮. লেটো গান : 'বানর রাজকুমার'

বল বল বল ওস্তাদ, এই বানর ছানার কি হইবে
কিশোর কালে কি করিবে, বড় হলে কি করিবে ॥
কিভাবে কোন্ দেশে যাবে,
পথিমধ্যে কি ঘটিবে,
কোন্ দেশে তার বিয়ে হবে, সকল কথা বলে যাবে ॥
মহারাজ কি করিবে,
ছোটরানীর কি হইবে,
কেমনে বানর মানুষ হবে, সে কথাটি হেথায় বলবে ॥
ভেবে বলে নজরুল ইসলাম,
থানা রানীগঞ্জ চুরুলিয়া গ্রাম,
বজলে করীম গুরুর নাম, লেটোর গুরু আর কে হবে ॥

২৬০৯. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে'?

কি আশ্চর্য দেখলাম আমি।
একটি নারীর দুইজন স্বামী।
তার দু'হাত দু'জনে ধরে,
বৌ বলে টানাটানি করে,
সে নারী পড়েছে ফেরে, বলে, বাঁচাও জগৎ স্বামী ॥

২৬১০. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে'?

কেমনে থাকিবি ও রে কবরে একলা।
সেই যে কবর অন্ধকার নাই রে উজলা॥
কবরে আসিবে ফেরেশ্‌তা,
শুধাইবে তিনটি কথা,
কে দিবি জবাব রে সেথা, ও রে অবলা॥
কবর যদি করবি আলা,
পড়্‌রে নামাজ পঞ্চবেলা,
তবে পাবি নূরের আলা, হাসরের বেলা॥
দে রে জাকাত হজেতে যা,
ক্ষুধিতের মিটারে ক্ষুধা,
নজরুল এসলামের কথা, দূর হবে জ্বালা॥

২৬১১. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে'?

মধু রাতি গো, মিলন সাথী গো।
চাঁদ জাগে, আর জাগে দুটি আঁখি গো॥
ক্ষণে ক্ষণে,
পড়ে মনে,
তোমার ছবি গো, তোমার ছবি গো॥
দূরে থেকে ভালোবাসা,
ভালোবাসার নাই রে আশা,
দূরে কেন গো, কাছে এসো গো॥

২৬১২. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে'?

কি আশ্চর্য দেখলাম আমি।
একটা নারীর দুটো স্বামী॥
দু'হাত দুইজনে ধরে,
বৌ বলে টানাটানি করে,
ঐ নারী পড়েছে ফেরে,
কি হবে মা বল তুমি॥

২৬১৩. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে'?

কি খেলা, খেলালে কালী মা, তুমি কি খেলা খেলালে।
কার মাথা, কার ঘাড়ে দিয়ে জীবন দিয়ে দিলে॥
দাদার ঘাড়ে স্বামীর মাথা,
স্বামীর ঘাড়ে দাদার মাথা,
আমার বৌ বলছে হেথা, কি মজা লাগালে॥

২৬১৪. লেটো গান : 'এক যুবতীকে, দুই যুবক বৌ বলে দাবি করছে, সে যাবে কার কাছে'?

শোনো ওহে গোদাকবি প্রশ্ন করি তোমারে।
অমলাকে, কে পাবে, বলে যাবে আমারে॥
কি প্রমাণে, কেন পাবে,
সে-সব কথা বলে যাবে,
তবে গলায় মালা পাবে, সম্মান দিব তোমারে॥

ভ্রমর কবি গাহিল গান,
গাইবে উতোর, ধরে চাপান,
না হলে হবে অপমান শ্রোতা ভরা এ আসরে॥

২৬১৫. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

দেবরাজের রাজসভায় ইন্দ্র পুরে।
পঞ্চ অপ্সরী তালে তালে নৃত্য করে॥
তাদের তাল ভঙ্গ হলো,
দেবরাজ অভিশাপ দিল,
রাজা হরিশচন্দ্রের রাজ্য গেল হায় রে॥

২৬১৬. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, নয়নে নয়নে জানি গো
আমার এ মন, কি চাই অনুক্ষণ, গোপনে গোপনে বলি গো॥
মুখে নাই ভাষা, মনে জাগে আশা,
তোমাতে আমাতে কত ভালোবাসা,
আঁখির ইশারা, মুখে মৃদু হাসা, তোমার বিরহে কাঁদি গো॥

২৬১৭. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

কি রূপে মোচন হবে, এ শাপ দুর্গতি॥
শাপ নিয়ে মাথা পেতে
তপোবনে হবে যেতে,
বল দেব, কি রূপেতে হবে দেব গতি॥

২৬১৮. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

প্রণাম প্রণাম ও হে দেবরাজ।
দেব-সভা ছেড়ে যেতে পাই বড় লাজ॥
গরবে হয়ে বেতাল,
ভঙ্গ হলো নৃত্য তাল,
ধরা ধামে তপোবনে, যেতে হবে আজ॥

২৬১৯. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

প্রথম অপ্সরী : তপোবনে ফুল বাস ছড়ায় সুবাস।
দ্বিতীয় অপ্সরী : বাসে মন উচাটন। এ যে মধু মাস॥
তৃতীয় অপ্সরী : এসো এসো ফুল তুলি,
চতুর্থ অপ্সরী : ভাঙি, এসো ডালগুলি,
পঞ্চম অপ্সরী : ফুল-পরাগে মাখামাখি মলয় বাতাস॥

২৬২০. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

মোরা ফুলের দেশের রানী গো, রানী গো।
কে তুমি? মোরা জানি না, জানি না, না, না গো॥
(মোরা) ডাল ভাঙ্গি আর ফুল তুলি,
(মোরা) ফাগুন বনের বুলবুলি,
ফুল-পরাগে মাতাল মলয়, আনন্দে ভাসি গো॥

২৬২১. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

মোরা পঞ্চ জনে, লতার বাঁধনে, বাঁধা এই তরু শাখে।
ফেলি অশ্রুজল, ভিজে তরুতল, কে গো তুমি পথ-বাঁকে।
লতার বাঁধন, দাও খুলে দাও,
বাঁধন খুলিয়া, মোদের বাঁচাও,
'অসহায়া মোরা মুখপানে চাও, বন্দিনী-নারী ডাকে॥
হরিশচন্দ্র রাজন কোথায়,
লতার বাঁধনে বাঁধা মোরা হায়,
তোমার পরশে মুক্তি পাইব, দাও সাড়া দাও ডাকে॥

২৬২২. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

কালু ডোম : এত বড় নাম, নাহি বলিবারে পারি।
আজি হতে তব নাম, শুধু হোক হরি॥
হরি ওহে, শোন এবে কাজের বাখান।
শূকর চরাবে মোর, নিকটে শ্মশান॥
শ্মশানেতে রাতি দিন শবদাহ হবে।
প্রতি শবে, পঞ্চাশ কাহন কড়ি লবে॥
এই হলো তব কাজ, কাজে যাও হরি।
হরিশচন্দ্র : ছিলাম হরিশচন্দ্র, আজ হতে হরি॥
ভ্রমর কবিতে ভনে অদৃষ্টের ফের।
ছিলে রাজা হলে এবে ডোম শ্মশানের॥

২৬২৩. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

আহা কি ফুল ফুটেছে, এই তপোবনে।
ফুল দেখে পুলক জাগছে মোর মনে॥
অশোক, অতসী, কেশর,
গোলাপ, বকুল, টগর,
পারিজাত, শেফালি, শোভিছে কাননে[১]॥
তুলি ফুল সাজি সাজাইব,
শাখী সহ ফুল লয়ে যাব,
বৃদ্ধ বিপ্রদেবের দেবতা সদনে॥

১ এ বনে

২৬২৪. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

ফুল তুলিব সাজি ভ'রে ফুল তুলিব আজ।
পত্র ফুলে হবে এবে, দেব পূজার কাজ॥
নাগকেশর, কিংশুক ফুল,
মল্লিকা, যূথিকা দুল দুল,
মোর বুকে দংশিল কিসে? ঐ তো সর্পরাজ॥
মাগো, মাগো মা অভাগিনী,
সর্পরাজে খেলে তোর নীলমণি
আয় মা আয়, ছুটে আয়, ফেলে রেখে কাজ॥

২৬২৫. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

শ্মশান চণ্ডাল, শ্মশান চণ্ডাল শোন, বলি গো তোমারে।
আমি অনাথিনী, পেয়ে একাকিনী, বৌ কেন বল মোরে॥
ছিনু রাজবালা, রাজরানী,
ভাগ্যদোষে আজ অভাগিনী,
শোকাতুরা, মরা-পুত্র জননী, ডেকো না এ কথা বলে॥

২৬২৬. লেটো গান : 'রাজা হরিশচন্দ্র'

বল, বল, ওহে ওস্তাদ হরি ডোমের কিবা হবে।
শৈব্যা তাঁরে কি বলবে, শ্মশানে কি ঘটনা হবে॥
শ্মশানে আসবে কে সে,
যাবে বলে তার হে দিশে,
কি ঘটবে অবশেষে, সে সব কথা বলে যাবে॥
নজরুল এসলামে ভনে,
আসরেতে লেটো গানে,
বল্‌লে সকল কথার মানে, বিজয় মাল্য গলে পাবে॥

২৬২৭. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

শব্দভেদি শিখেছি, শব্দ শুনে ছুঁড়ব।
শব্দ শুনে শব্দ ভেদি, মোর একবার দেখব॥
রাজা দশরথ আমি,
জন ও বনের স্বামী,
বনের পশুর শব্দ শুনে, শব্দ ভেদি মারব॥

২৬২৮. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

দাঁতাল হাতি মেরেছেন রাজা শব্দভেদি বাণে।
শব্দভেদি মারা দেখে, বন মুখরিত জয়গানে॥
শিং দুটো কেটে নিয়ে,
রাজ-মুকুট বানাব গিয়ে,
মুকুট মাথায় রাজা দশরথ বসিবে সিংহাসনে॥

২৬২৯. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

হরিণ শিকার হয়েছে ভাই, ভোজ হবে আজ ভালো।
শব্দ শুনে, শব্দভেদি হরিণ এক মারিল॥
শব্দভেদির নাই তুলনা,
এই রাজা ছাড়া, কেউ-তা জানে না,
রাজা দশরথ শব্দভেদির প্রয়োগ জেনেছে ভালো॥
নজরুল এসলাম কয় কাতরে
লেটো গানের এই আসরে,
কথার শব্দে, শব্দ ছুঁড়িব, বুঝিবে ভালো কি কালো॥

২৬৩০. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

বুকেতে কে বাণ মারিল, পরাণ জ্বলে যায়।
পরাণ জ্বলে যায় গো আমার, মরি বেদনায়॥

কে মারিল জ্বলন্ত বাণ,
হারাইব এবার পরাণ,
অন্ধ পিতা-মাতা আছে, কে দেখিবে তায় গো, কে দেখিবে তায়।
ওরে নিষ্ঠুর মারিলি বাণ,
বিনা দোষে বধিলি প্রাণ,
কিশোর মেরে পাবি না ত্রাণ, দয়া কি তোর নাই॥
দুখু কাজী ভেবে বলে
লেটোর এই আসর তলে,
জল ভরণের শব্দ তুলে, মরলে তুমি ভাই॥

২৬৩১. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

ভুল, ভুল, ভুল, ভুল শুনিয়াছি আমি ভুল।
মৃগ জল পান করিতেছে বুঝি সরযূ নদীর কূল॥
শব্দভেদি মেরেছিনু তাই,
কিশোর সিন্ধু বধিনু তোমায়,
অযোধ্যাপতি দশরথ আমি, তব শোকে শোকাকুল॥

২৬৩২. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

তুমি দশরথ অযোধ্যাপতি, শুনেছি দয়ালু রাজা।
তোমার বনের আশ্রমে থাকি, আমরা তোমারি প্রজা॥
বিঁধিলে এ বাণ পারি না সহিতে,
খুলে নাও বাণ মোর বুক হতে,
যদি মারা যাই, পিতারে আমার খবর দিও গো রাজা॥
নদীঘাট হতে কিছু উত্তরে,
আশ্রম আছে সামান্য দূরে,
সাম বেদগান মুখরিত করে, পশু পাখি বন প্রজা॥
সেখানেতে আছে অন্ধমুনি,
অন্ধ আমার জনক জননী,
সান্ত্বনা দিও তাঁহাদের তুমি, ওগো অযোধ্যা রাজা॥
দুখু কাজী গায়, বেদনার গান,
শুনিতেছে যারা কাঁদিছে পরাণ
আসরের মাঝে বেদনার গান, বাজা রে বংশী বাজা॥

২৬৩৩. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

শোন, শোন অন্ধমুনি, সিন্ধু নহি আমি।
আমি পাপী দশরথ অযোধ্যার স্বামী॥
মৃগ ভেবে শব্দ শুনে,
সিন্ধু বধি ভেদি হেনে,
সিন্ধু তোমার গেছে মারা, জানাই গো আমি॥
কহি তোমায় সত্যকথা,
মনে তোমার দিলাম ব্যথা,
তুমি বেদের মন্ত্রদাতা, শাপ দিও না তুমি॥

২৬৩৪. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

কোথায় আমার সিন্ধু আছে, সেথায় মোদের নিয়ে চল।
নিয়ে চল, নিয়ে চল, সেথায় মোদের নিয়ে চল॥
দেখতে মোরা পাই না চোখে,
হাত বুলায়ে দেখব তাকে,
জ্বলিতেছে হিয়া, জুড়াবে না প্রাণ, কি করিলে রাজা বল বল॥
কাতর ছিলাম পিপাসাতে,
চলে গেল তৃষা মৃত্যু কথাতে,
কোথায় কলসি, সরযূর নীর, সিন্ধু মোদের কথা গেল॥

২৬৩৫. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

সিন্ধু, সিন্ধু, সিন্ধু, ওরে উথলিয়া ওঠে প্রাণ।
মা, বাবা বলে ডাকবি না আর করবি না অভিমান॥
পিপাসার বারি আনিবারে এসে,
প্রাণ দিলি বাপ্ তুই অবশেষে,
মৃগসম মলি, পরান ইন্দু, বুকে বিঁধে ভেদি বাণ॥
সিন্ধুর শোকে মোরা দুইজনে,
মরিব এখানে ইচ্ছা মরণে,
মরিব মরিব পুত্রের শোকে, ত্যজিব এখনি প্রাণ॥
রাজা দশরথ সাজাও চিতা
তিন শব তুলে দাও তুমি সেথা,
রাজা দশরথ, দিনু অভিশাপ, পাবে নাকো তুমি ত্রাণ॥

২৬৩৬. লেটো গান : 'সিন্ধু বধ'

বল বল ওহে ওস্তাদ লেটো গানের আসরেতে।
কি অভিশাপ দিয়েছিলে, অন্ধ মুনি অন্ধাকিনীতে॥
ঐ অভিশাপের ফল কি হবে,
ওস্তাদ তুমি বলে যাবে,
বলতে পারলে জিলাপি পাবে, বলবে ওস্তাদ এখানেতে॥
কি ঘটনা ঘটেছিল,
সেই ঘটনা যদি বল,
ফুলমালা পাবে গলেতে॥
দুখু কাজী প্রশ্ন করে
লেটো গানের এ আসরে
বজলে করীম গুরু যে তাঁর, জানেন তা তো সকলেতে॥

২৬৩৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

ওরে মেঘনাদ, প্রিয় পুত্র ধন।
মেঘের আড়ালে থাকি করেছিলি রণ॥
দেবরাজ ইন্দ্রে তুই রণে হারাইলি,
ইন্দ্রজিৎ নাম তুই ধারণ করিলি।
নর ও বানর সেনা এলো লঙ্কাপুরে,
হনুমান লঙ্কাপুরী লণ্ডভণ্ড করে।
নাগপাশে বেঁধেছিলি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

২৬৩৮. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করি আসিয়াছি রণে।
সম্মুখে দেখিতে পাই শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
সুগ্রীবে দেখি ঐ বানরের দল।
লঙ্কার কলঙ্কে দেখি বিভীষণ খল॥
হে মোর রক্ষ সেনা, হও আগুয়ান।
ধরিয়ে বানরগণে বধহ পরাণ
আমি চলি দক্ষিণ দুয়ারে॥

২৬৩৯. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

গোদাকবির বর্ননা : অঙ্গদ, পাদপ পাথর আনিল বিস্তর।
সজোরে হানিল তার রথের উপর॥
স্বর্ণ রথ বিচূর্ণ হইল তখনি।
মেঘের আড়ালে গিয়ে লুকায় রাবণি॥

অঙ্গদ : কোথায়, কোথায়, মেঘনাদ, আয় দেখি তোরে
কর যুদ্ধ সম্মুখ সমরে।

মেঘনাদ : যুদ্ধের কৌশল আছে নানা।
মেঘের আড়ালে যুদ্ধ আছে মোর জানা॥
অলখিতে বধেছিলে বালী সম বীরে।
মেঘের আড়ালে থাকি বধিব তোমারে॥
মহাবীর শ্রীরাম লক্ষ্মণ অযোধ্যা কুমার।
মিটিয়াছে সাধ এবে সীতার উদ্ধার।

২৬৪০. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

এ কি হেরি! রণভূমে, ধূলায় পড়ে শ্রীরাম লক্ষণ।
কপিকুল চারিপাশে মনোদুখে করে যে ক্রন্দন॥
হায় হায় একি হলো
বীরপতি মারা গেল,
লক্ষ্মণও চলে গেল, কিরূপে ধরিব জীবন॥
পঞ্চবটী কাননে,
বধে ছিলে খর-দূষণে,
আজি ধূলায় পড়ে কেনে, বুঝিতে পারি না এখন॥
উদ্ধার কি আর মোর হবে না,
অযোধ্যা কি ফিরে যাব না,
মরিব মরিব আমি, না রাখিব, ছার এ জীবন॥
ভ্রমর কবি যে ভনে,
সীতা ধৈর্য ধর মনে,
বাঁচিবে শ্রীরাম লক্ষ্মণে, ফিরে পাবে তাঁরা জীবন॥

২৬৪১. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

ওরে কপি সেনাদল, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ঐ উঠেছে ধূলি হতে, শ্রীরাম ধনুর্ধর॥
নাগপাশের নাগ গেছে চলে,
ঐ লক্ষ্মণ উঠে অবহেলে,
বীর হনুমান উঠল মেতে, লেজে দিয়ে ভর॥

২৬৪২. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

প্রমীলা প্রিয়ে, রণে যাবো দাও বিদায়।
সংহারিব নর ও বানর অবহেলায়॥
সজল করুণ আঁখি ক'রো না প্রিয়ে,
অরাতি জিনিয়া আমি আসিব ফিরে,
করে লয়ে বীর-মাল্য রবে প্রিয়ে দরজায়॥

২৬৪৩. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

রাক্ষস, নিশাচর, রাবণি মেঘনাদ।
আজিকে ঘুচাব তোর নিশি রণসাধ॥
তোরে বধি, তোর পিতা বধিব রাবণি
লঙ্কার রাজাপাটে বিভীষণে দানি,
রাজছত্র দিবে তারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মন্দোদরী হবে তার অংক শোভন।

২৬৪৪. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

যেথা যাই সেথা শুনি, একই সে কথা।
মাতা তুলি দেয় গালি, বুকে লাগে ব্যথা॥
বানর পশুর মধ্যে, না জানে সভ্যতা
নিজে বীর বলি, এরা করে যে বড়ায়।
শরভ বানর, তোরে পশুমধ্যে গণি।
রুচিহীন কথা তাই তোর মুখে শুনি॥
কথায় নাহিক কাজ রণক্ষেত্র মাঝে।
অস্ত্রে অস্ত্রে মহাযুদ্ধ, বীরে বীরে সাজে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র মারিলাম, মররে বানর।

২৬৪৫. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

দক্ষিণ দুয়ারে সব হলো অচেতন।
মহেন্দ্র, দেবেন্দ্র, শরভ, বালীর নন্দন॥

২৬৪৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

অচেতন বানরকুল, পতন সবার
জিনিবারে যাব, এবে উত্তর দুয়ার॥

২৬৪৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

উত্তর দুয়ারে জাগে ধূম্রাক্ষ সুগ্রীব।
আর জাগে তার সনে যত কপিবীর॥
নিশি ভাগে এসেছিস্ নিশাচর দুরাচার।
আজিকার রণে তোর নাহিক নিস্তার॥

২৬৪৮. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

কথায় কথায় বহু কথা বলা যায়।
বীর যে বলে না কথা করে সে লড়াই॥
তোদের উপরে এবে মারিলাম বাণ।
কথা রেখে যুদ্ধ কর বীরের সমান॥

২৬৪৯. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

ইন্দ্রজিৎ মোর নাম, জানে দেবকুল।
নর ও বানর আজ করিব নিরমূল॥
ঐ দেখি শ্রীরাম পাশেতে লক্ষ্মণ।
খুরপার্শ্ব অর্ধচন্দ্র, মারিব এখন॥

২৬৫০. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

বাণে বাণে রণক্ষেত্র হলো আঁধিয়ার।
কোথায় রাবণি তুই খুঁজি বার বার॥
ঐ দেখি রণে পড়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মোর বুকে হোক যত বাণ বরিষণ॥

২৬৫১. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

বিভীষণ : জাম্বুবান, জাম্বুবান, বুদ্ধি-বৃহস্পতি।
কেমনে বাঁচিবে শ্রীরাম কর অবগতি॥
জাম্বুবান ইন্দ্রজিৎ বাণে আমি হয়েছি কাতর।
কোথা হনুমান, তুমি যাও হে সত্বর॥
হনুমান কোথা যাব, কি করিব বলহ আমারে।
জাম্বুবান হিমালয় পার তুমি যাহ সত্বরে॥
ঋষ্যমুক গিরি আছে কৈলাসের কাছে।
চারি ঔষধি তরু সেইখানে আছে॥
সুন্দর সুচারু তরু ঠিক্‌রায় আলো।
আলো দেখে বৃক্ষ তুমি চিনিবে যে ভালো॥
বিশল্যকরণী আর মৃত সঞ্জীবনী।
অস্থিসঞ্চারিণী আর সুবর্ণকরণী॥
ভানুর উদয় আগে ঔষধ আনিবে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কপি সকলে বাঁচাবে॥
বিভীষণ তুমি পবন-নন্দন, তুমি পবনবেগে যাও।
হনুমান এক লম্ফে যাব আমি সাগরের পার।
আর এক লম্ফে যাব কৈলাসের ধার॥
চারি রকমের তরু লইব উপাড়ি।
দুই লম্ফে রণভূমে দিব আমি পাড়ি।

২৬৫২. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

আর কতদিন থাকব দুখে অশোক কাননে।
আর কতদিন রইব হেথা বন্দী জীবনে॥
কবে আমার আসবে স্বামী,
কবে মুক্তি পাব আমি,
ভাবি আমি দিবস যামী, বিষন্ন মনে॥
নজরুল এসলামে ভনে,
সীতা, দুঃখ কেন মনে,
তোমা, উদ্ধারিবে রঘুমণি, বধ করি রাবণে॥

২৬৫৩. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

শোন, শোন, সীতা দেবী বলি গো তোমারে।
বহু রক্ষঃ বীর পড়ে রণের মাঝারে॥
কুম্ভকর্ণ রণে পড়ে, পড়ে অতিকায়।
মেঘনাদ বীরবাহু ছাড়া কেহ নাই।
আজি বীরবাহু যাবে, রণের মাঝারে॥
যেবা যায় রণে, সে তো নাহি আর ফেরে।
একে একে মারা যায় শ্রীরামের করে॥

২৬৫৪. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

সীতা, সীতা, সীতা মোর নয়নের তারা।
এত দিনে লঙ্কাপুরে হনু সীতা হারা॥
যাঁর লাগি কাঁদি কাঁদি ফিরিলাম বনে।
সুগ্রীবে মিত্রতা করি, যাঁর অন্বেষণে॥
যার লাগি করিলাম সাগর বন্ধন।
যাঁর লাগি বিতাড়িত মিতা বিভীষণ॥
যাঁর লাগি বধিলাম রক্ষঃ কুম্ভকর্ণ।
যাঁর লাগি পোড়াইল, হনু লঙ্কা স্বর্ণ॥
নাই সীতা রণে আর নাহি প্রয়োজন।
ফেলিয়া ধনুক বাণ ত্যজিব জীবন॥

২৬৫৫. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

হনুমান, বীর.তুমি জানে সর্বজন।
সীতাদেবী নাই, তুমি বল কি কারণ॥
রাক্ষসের ছলাকলা নাহি জান তুমি।
শাখামৃগ পশু তুমি, তাই জানি আমি॥
মা জানকী, মহালক্ষ্মী কে বধিবে তাঁরে।
অশোক কানন মাঝে কেবা যেতে পারে॥
মেঘনাদের সাধ্য কি স্পর্শ করে সীতা।
বিশ্বাস করি না আমি মারা গেছে মাতা॥
মোর বাক্যে যদি কারো প্রত্যয় না হয়।
অশোক কাননে গিয়ে দেখুক নিশ্চয়॥
সত্য কি মিথ্যা তাহা হইবে প্রমাণ।
অশোক কাননে যাক বীর হনুমান॥

২৬৫৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

অশোক কাননে আমি এখনি যাইব।
মা জানকী, আছে কিনা, দেখিয়া আসিব॥
লঙ্কাপুরে দেখিলাম অশোক কাননে।
মা জানকী মহালক্ষ্মী সরমার সনে॥
আর আছে ত্রিজটা করেন আলাপন।
শান্ত শীতলা হলো অশান্ত এ মন॥

২৬৫৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

শ্রীরাম : এসো এসো বুকে ধরি, মিত্র বিভীষণ
তুমি জান রক্ষঃদেব ধরণ-ধারণ॥
রক্ষঃগণ জানে বহু ছলাকলা মায়া।
রণে বধে মেঘনাদ সীতারূপী মায়া॥
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কা পুরে।
তাহারে বধিতে হবে মন্ত্রণা দাও মোরে।

বিভীষণ : একমাত্র বীর যোদ্ধা আছে লঙ্কা পুরে।
মৃত্যু সন্ধি জানি তার কিরূপে সে মরে॥

২৬৫৮. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

বল ওস্তাদ গোদাকবি, মেঘনাদ কেমনে মরিবে।
কোন স্থানে, কি রূপেতে, কে তাহারে বধ করিবে॥
কোন্ কোন্ বীর সঙ্গে যাবে,
তারা সবে কি করিবে,
মেঘনাদ কি করিবে, সে-সব কথা বলতে হবে॥
মেঘনাদ বীর মরবে কিসে,
বলে যাবে তাহার দিশে,
কি হইবে অবশেষে, সকল কথা বলে যাবে॥
নজরুল এসলামে ভনে,
আসর মাঝে লেটোর গানে,
প্রণমি গুরুর চরণে, প্রণাম লও মোর শ্রোতা সবে॥

২৬৫৯. লেটো গান : 'কুশ ও লব'

মোর এ যজ্ঞের ঘোড়া অতি সুশোভন।
ছিল তুরঙ্গ নগরে, এনেছি যজ্ঞের কারণ॥
ভ্রমিবে এ সারা ধরা,
কে ধরিবে মোর ঘোড়া,
যদি কেহ ধরে ঘোড়া, তারে করিব নিধন॥

২৬৬০. লেটো গান : 'কুশ ও লব'

সারা ভারত আজ, মোর করতলে।
শত্রু বধিয়াছি আমি নিজ ভুজবলে॥
বিভীষণ রক্ষপতি, সুগ্রীব দোসর,
মহাবীর হনুমান সদা পাশে মোর॥
লয়ে যাও দুই অক্ষৌহিণী সেনা ঠাট।
সদা রবে অশ্ব পাশে, না ঘটে বিভ্রাট॥
ভারত ভ্রমণ শেষে, বিজয়ীর বেশে।
যজ্ঞের অশ্ব লয়ে ফিরিবে এ দেশে॥
যজ্ঞ করি সমাপন, তুষিব সবারে।
অক্ষয় কীর্তি রবে, ভারত মাঝারে॥
নজরুল এসলামে বলে সমাচার।
বিঘ্ন ঘটিবে শেষে বনের মাঝার॥

২৬৬১. লেটো গান : 'কুশ ও লব'

শান্ত এ তপোবন, শান্ত ও তপোবন।
বেদ মন্ত্র, নিশিদিন হেথা, হয় যে উচ্চারণ ॥
মোরা আশ্রমবালা,
হরিণীর সনে খেলা,
তরু ও লতায়, ফুলে ও পাতায়, সদা গীত আলাপন ॥
ফুটেছে কুসুম কলি,
গন্ধে মত্ত অলি,
ফুলে ফুলে গিয়ে কি কথা বলি যে করিছে গুঞ্জরণ ॥
মোরা নাচি গাহি গান,
বিহগ কূজনে তান,
দখিনা মলয়, সুরে সুর ধরে, আনচান প্রাণমন ॥

২৬৬২. লেটো গান : 'কুশ ও লব'

ওরে, কে তোরা দুইজনে, এলি মুনির তপোবনে,
চাহিলে বদন পানে, সীতা পড়ে মনে ॥
ওরে, কে তোদের জননী,
বল রে যাদুমণী,
শুনি মধুর বাণী, তোদের চাঁদ বদনে ॥
তোদের গলে দেখি যজ্ঞের যজ্ঞ সূত্র,
সত্যি করে বল বাপ, তোরা বা কার পুত্র,
তোরা অশ্বহেতু হলি মম শত্রু, শিশু হয়ে ঘোড়া ধরিলি কেমনে ॥
তোদের গলে দোলে সাতসেরি হার,
ত্রিভুবন মাঝে, এ হার নাই রে আর,
কেবল মাত্র ছিল মম প্রাণ সীতার, শিশু হয়ে এ হার পেলি রে কেমনে ॥
তোদের কে বধিব সত্য বধি বাণে,
সে বাণ সবে না, তোদের কোমল প্রাণে,
শিশু যে রে তোরা, ফিরে যা ভবনে, কুম্ভকর্ণ আদি বধিয়াছি রণে ॥
ভ্রমর কবি কয়, শ্রীরাম, দর্প ভালো নয়,
এ বালক দু'জন যে তব পুত্র হয়,
পুত্র হস্তে তোমার হবে পরাজয়, সীতাহার দেখে চিনিলে না কেনে ॥

২৬৬৩. লেটো গান : 'কুশ ও লব'

বল, বল, বল ওস্তাদ, শ্রীরামচন্দ্রের কি হইবে।
কি বা অঘটন ঘটিবে, কুশলব কি করিবে ॥
সীতা দেবী জানবেন যখন,
কি করিবেন তখন
কে আসিবেন এই তপোবনে, তাঁর দ্বারা কি কাজ হইবে ॥
শত্রুঘ্ন আদি বাঁচবে কিসে,
বলবে ওস্তাদ তাহার দিশে,
কি ঘটিবে অবশেষে, সকল কথা বলে যাবে ॥
নজরুল এসলামে ভনে,
এ আসরে চাপান গানে,
গাইবে উতোর, আজ এখানে, তবেই ওস্তাদ সম্মান পাবে ॥

২৬৬৪. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

নহ কলঙ্কিনী, নহ কলঙ্কিনী।
নীল যমুনায় ভেসে,
এলে গোপ-গোপিনীর দেশে,
বাজায়ে দু'হাতে কাঁচ-চুড়ি রিনিঠিনি॥
নীল শাড়ি, নিগাড়ি নিগাড়ি,
ব্রজকুঞ্জে দাও তুমি পাড়ি,
গোকুল গোপিনী, বলে গো কলঙ্কিনী॥
শোন শোন ওহে কমলিনী,
রহিবে না আর কলঙ্কিনী,
চাঁদ-কলঙ্কের কলঙ্কসম হবে তুমি গরবিনী॥

২৬৬৫. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

আহা! রাধা সুন্দরী, রাধা সুন্দরী।
কাঁদিতে ছিল দুটি আঁখি রাঙা করি॥
কানু যে আমার কালো,
কালো যে আমার ভালো,
মেঘ কালো, জল কালো, কালো আছে বুক ভরি॥
যে দিকেতে আমি চাই,
কালো যে দেখিতে পাই,
কালো যে আমার নয়নতারা হৃদিমাঝে কালো হরি॥

২৬৬৬. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

লোকে বলে রাধিকা সে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
শ্যাম সোহাগী বলে ডাকে কুটিলা ননদিনী॥
কেহ আড়ালে আবডালে
মোরে কলঙ্কিনী বলে,
কানু যে মোর বাঁশির সুরে, ডাকে কমলিনী॥
আর সহিতে পারি না,
কলঙ্কিনীর গঞ্জনা,
ওহে কানু কালো সোনা, কাঁদে বিনোদিনী॥
কানু, বলি হে তোমারে,
নাহি যাব অভিসারে,
যদি না চিরতরে, ঘোচাও নাম কলঙ্কিনী॥

২৬৬৭. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

রাধা : সখিরা শোন শোন ঐ দূরে বাজে বাঁশরি।
বড়ায়ি : বাজে বাঁশরি, রাধা, রাধা সুর ধরি॥
রাধা : ব্রজবালা যত বলিবে কলঙ্কিনী রাধা,
হায়, রাধা নামে ঐ কৃষ্ণের বাঁশি সাধা,
ললিতা : সখি, আর কোন নামে বাজে না তো বাঁশরি।

২৬৬৮. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

নহ কলঙ্কিনী, নহ কলঙ্কিনী।
নহ কলঙ্কিনী নহ কলঙ্কিনী॥

নীল যমুনায় ভেসে,
এলে গোপ-গোপিনীর দেশে,
বাজায়ে দু'হাতে, কাঁচ-চুড়ি রিনিঠিনি ॥
মান অভিমান, বিরহ মিলন প্রাণের আকুলতা,
শ্রীকৃষ্ণ প্রেম গোকুলের কথকতা,
এনেছ হে সখি, প্রেম মদিরায় ভরি,
যমুনা পুলিনে নূপুরের কিঙ্কিনী ॥
তব প্রেমে মজে উন্মাদ হলো কালা,
বাঁশরির সুরে নাচিল, গাহিল, অষ্ট সখির পালা,
সাধিবারে মান, তোমার চরণে রেখেছিলে রাঙা পাণি ॥
তুমি ব্রজবধূ, তুমি যে গো ব্রজবালা,
নীরবে সহিলে, ননদিনী আর ব্রজগোপিনীর জ্বালা,
(তব) প্রেম-কলঙ্ক, চাঁদ-কলঙ্ক, তুমি কলঙ্ক, তুমি কলঙ্ক, গরবিনী ॥

২৬৬৯. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

সখি, রাধা রাধা নামে বাজে বাঁশরি
সহিতে পারি না সুর চল্ লো ত্বরা করি ॥
কোন কুঞ্জবন দূরে।
বাজে বাঁশি রাধা সুরে,
যাব সেই বনপুরে, ভরিব না গাগরি ॥

২৬৭০. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

সখি, কৃষ্ণ দরশনে যাব। ভূষণের কি প্রয়োজন?
সখি, আমার নয়ন ভূষণ, শ্যাম নাগরের দরশন ॥
কৃষ্ণ নামে বদন-ভূষণ
প্রেম মণি হৃদয়-ভূষণ,
কালার পরশ হিয়ার ভূষণ, চাই আর কি ভূষণ ॥
ভ্রমর কবির অনুরাগ,
রাধা-কৃষ্ণ প্রেম ফাগ,
অনুরাগের রাঙা রাগ, কৃষ্ণ প্রেম ভূষণ ॥

২৬৭১. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

ওহে, তোমরা মান করেছ দু'জনায়।
সেই মান সাধিতে মোর প্রাণ যে যায় ॥
শ্রীমতী যে মান করেছে,
সে মান ভাঙিবে কিসে,
আমি এলাম অবশেষে, রাধাকুণ্ড তীরে ভাই ॥

২৬৭২. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

আহা রে বাঁশি, রাধা নামে সাধা বাঁশি।
বাঁশের বাঁশি, কালার মোহন বাঁশি ॥
মোর হাতে এলো বাঁশি।
রাধা-কৃষ্ণ-ছোঁয়া বাঁশি,
আমি উল্লাসে উল্লাসী, হাতে পেয়ে ও বাঁশি ॥

২৬৭৩. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

শোন হে রাধিকে, বলি হে তোমাকে, কেন অভিসারে নাহি যাও।
তোমার বিরহে, কালা দুখে রহে, কেন তারে ব্যথা দাও॥
বল হে শ্রীমতী কিসের কারণ,
ছিন্ন করেছ প্রেমের বাঁধন,
না করিয়ে লাজ, বল হেথা আজ, কি বা তুমি রাধা চাও॥

২৬৭৪. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

বড়ায়ি লো, সহিতে পারি না আর।
গোকুল-গোপিনী, দিয়েছে লো দুখভার॥
(বলে) রাধা কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী,
আমি যে রাজ-নন্দিনী
কেমনে এ কথা শুনি,করি অভিসার॥

২৬৭৫. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

ওহে নাগর শ্যাম-কালাচাঁদ, পরজনমে হয়ো রাধা।
মোর এ হৃদয়, তোমার ও মন একই প্রেম ডোরে বাঁধা।
তুমি বুঝিবে তখন,
নারীর কি বেদন,
কৃষ্ণ প্রেমে শ্রীরাধার কত জ্বালা॥
আমি কৃষ্ণ হইব, বাজাইব বাঁশি গোকুলের বাটে বাটে।
তুমি হবে রাধা, আমি হবো শ্যাম দেখা হবে যমুনার ঘাটে।
তুমি জল ফেলে জল আনতে যেয়ো, মেনো না ননদী বাধা॥
তুমি আমার বাঁশি শুনে
গুমরিয়া মনে মনে,
তুমি খুঁজিও হে বনে বনে, বন ফুলে গেঁথো মালা॥

২৬৭৬. লেটো গান : 'কলঙ্কভঞ্জন'

বল বল ওহে ওস্তাদ, কবিরাজ কি ঔষধ দিবে।
নন্দরাজ কি করিবে? মা যশোদা কি করিবে॥
কারা ঔষধ আনতে যাবে,
বল তাদের কি হইবে,
গোকুলবাসী কি করিবে, সে সব কথা বলে যাবে॥
কানুর অসুখ হলো কিসে,
বলে যাবে তাহার দিশে,
কি হইবে অবশেষে, সে সব কথা বলে যাবে॥
ভোমর কবি এ আসরে
রাধা-কৃষ্ণে প্রণাম করে,
তুমি ভেদের কথা বল্‌লে পরে, মনের সুখে জিলিপী[১] খাবে॥

১. পূর্বে লেটোর আসরে বড় বড় কাগনি জিলিপী সাজানো থাকতো। গানের আসরে যারা বিজয়ী হতো, তারা এই জিলিপী পেতো।

২৬৭৭. লেটো গান : 'কংস বধ'

ওলো, কদম তলায় বাঁশি বাজে, বলে রাধা রাধা।
আমরা জলকে যাব নীল যমুনায় সঙ্গে যাবে রাধা॥

ওলো, ও ললিতে, চাপ কলিতে,
ওলো, বিরহ যে রাধার চিতে,
অভিসারে নিয়ে যাব কালার কাছে রাধা ॥
ওলো, কাঁখেতে লে গাগরি,
হৃদে লে পিরিতি ভরি,
চল হে রাধা সুন্দরী, ঐ ডাকে কালা রাধা ॥

২৬৭৮. লেটো গান : 'কংস বধ'

নীল যমুনার কদম তলে বাঁশি বাজে গো।
বাঁশি বাজে গো, রাধার হৃদয় মাঝে গো ॥
আজকে তারা দুইজনে
এই ব্রজপুরে গোপনে,
যুগলে যুগল হলে দাঁড়িয়ে আছে গো ॥
ওরে ও ভ্রমর কবি,
দেখে কি পাগল হবি,
দেখে যুগল, হলো পাগল ব্রজবালা গো ॥

২৬৭৯. লেটো গান : 'কংস বধ'

বলি, ওলো রাধে দেখ্‌বি আয়।
তোর শ্যাম কালাচাঁদ যাচ্ছে মথুরায় ॥
গোকুলনগরবাসী,
পথের দু'ধারে আসি,
হেসে কেঁদে দিচ্ছে লো বিদায় ॥

২৬৮০. লেটো গান : 'কংস বধ'

কৃষ্ণ যার সখা,
ও তু মরবি কি রাই কমলিনী, ও তু মরবি কি একা।
ও তুদের এক মিলনে, দুজন মিলন আছে যে লেখা ॥
কৃষ্ণ বৃক্ষ, রাধে পাতা, রাধে ফুল, কৃষ্ণ লতা,
লতায় পাতায় হবে কথা, কেউ নহে একা ॥
কৃষ্ণ যখন চাপেন রথে, বিন্দে তখন দাঁড়িয়ে পথে,
বলিস বিন্দে তোর রাধেকে কাল হবে দেখা ॥

২৬৮১. লেটো গান : 'কংস বধ'

ওহে ওস্তাদ বলে যাবে, দাঁত দুটো কৃষ্ণ কেন নিলে
এবার কংস কি করবে, এই আসরে যাবে বলে ॥
কংস বধ হবে কিসে,
বলে যাবে তাহার দিশে,
কেমন করে, কে তাহারে, বধ করবে যাবে বলে ॥
নজরুল এসলামে ভনে,
এ আসরে লেটোর গানে,
সালাম জানাই সসম্মানে, সকল জনের চরণ মূলে ॥

২৬৮২. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

চল চল চল সখিরা সরোবরে যাই।
সেথা মনোসুখে স্নান করিব বনে নিরালায় ॥
সখিরে আমরা সেথা যাব,
ফুল বনে সুখে বেড়াইব,
ফুল তুলিব, গাঁথব মালা পরিব গলায় ॥

২৬৮৩. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

সখিগণ চল, চল সরোবরে যাব।
সরোবরে মনসুখে জলকেলি করিব ॥
ওলো নিয়ে আয় গামছা শাড়ি,
ফুলের সাজি, তেলের খুরি,
বাগেতে ফুল তুলিয়া খোঁপাতে পরিব ॥

২৬৮৪. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

দেখ দেখ সখি, ফুটেছে ফুল, ফুটেছে ফুল।
গুন্‌গুনিয়ে আলাপ করে ফুলের সাথে অলিকুল।
ফুলে ফুলে ফেরে ওরা ফুলে ফুলে বসে,
ফুলের রেণু মাখে আর ভাসে ফুলরসে,
মধু ফাল্গুনে ফুল আর অলি মধুরসে মশগুল ॥

২৬৮৫. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

সখি রে, মলয় বহিছে ধীরে উপবনে তরু শাখে।
বসন্তের সাড়া পেয়ে কুহু তানে পিক ডাকে ॥
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা বিহগী ডাকিছে ঐ,
তুমি সখি একাকিনী যৌবনে পিউ কই.
কোকিল কোকিলা পানে. ঐ চাহে আড় চোখে ॥

২৬৮৬. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

ঝড়. ঝড়, ঝড়. ঝড়,
মেঘ ডাকে কড় কড়।
গাছ ভাঙে মড় মড়,
চল সবে চল্ ঘর ॥

২৬৮৭. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

এলো ঝড়, এলো ঝড়,
ডাকে দেয়া, কড়, কড়।
শন্ শন্ ব[illegible] বন্,
কাঁপে সারা উপবন।
পক্ষিরাজ ঘোড়া ছোটে,
তরু শাখা ধূলে লোটে।
কেশে মোর লাগে ধূলা,
ফুলশাখে দেয় দোলা।
চল সখি চল্ চল্,
চল্, চল ঘাটে চল।

২৬৮৮. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

লেগেছে কেমন মজা, চলিছে টানাটানি।
শাড়ি লয়ে ঝগড়া করে শর্মিষ্ঠা দেবযানী ॥
কার শাড়ি কেবা টানে,
টানাটানি দুইজনে
সামান্য শাড়ি লয়ে চলিছে হানাহানি ॥

২৬৮৯. লেটো গান : 'দেবযানী-শর্মিষ্ঠা'

বল, বল, বল ওস্তাদ দেবযানীর কি উপায় হবে।
কেমন করে কূপ হতে দেবযানী মুক্তি পাবে ॥
কে ইহারে উদ্ধার করিবে,
কি রূপে সে হেথা আসিবে,
উদ্ধারের পর কি হইবে; সেই কথাটি বলে যাবে ॥
উদ্ধারের পর দেবযানী।
কি করিবে? বলবে গুণী,
লেটো গানের আসর মাঝে সকল কথা বলে যাবে ॥
কাজী নজরুল এসলাম বলে,
লেটো গানের আসর তলে,
যদি সকল কথা যাও হে বলে, বিজয় মালা গলায় পাবে ॥

২৬৯০. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

যাবো মুনির তপোবন, যাব মুনির তপোবন।
রাক্ষসেরা তপোবনে, করছে জ্বালাতন ॥
তপোবন তো ছায়া ঢাকা।
বেদ গানেরি শান্তি মাখা,
কত মুনির পাব দেখা, ধন্য হবে এ জীবন ॥

২৬৯১. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

ওরে রাক্ষসেরি দল, এবার পালিয়ে চল, পালিয়ে চল।
ঐ আসিছে, ঐ আসিছে, মহারাজ দুষ্মন্তের সৈন্য দল ॥
আসিস্ না আর তপোবনে,
পড়বি মারা ধনে প্রাণে
(এখন) নিজ নিজ রাক্ষসী সনে, চল পালিয়ে চল ॥

২৬৯২. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

শকুন্তলা : শোন, শোন, শোন রাজা বলি তোমারে।
বনহরিণী, নয় এ হরিণ, দেখ ভালো করে ॥
বনমালা শোভে গলে,
সাজানো ফুল সিং দোলে,
তপোবনের এ হরিণী, থাকে সবার আদরে ॥
অঙ্গেতে এর তীর মেরো না,
তীর মারা সহ্য হবে না,
রাজা তোমায় করি মানা, ও রাজা এসো হে মোর কুটিরে ॥
পাদ্য অর্ঘ্যে করি বন্দন।

বনফল করাব ভোজন,
তাত নাই মোর, আছি তিনজন, বসাবো সমাদরে ॥
দুষ্মন্ত : কি নাম তোমার বনমালা বল আমারে।
পথশ্রমে কাতর আমি চল কুটিরে ॥
তোমার রূপে পাগল আমি,
রাজী যদি হও হে তুমি,
করব তোমায় আমার রানী, নিয়ে যাব মোর ঘরে ॥

২৬৯৩. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

কণ্ব ঋষির কন্যা আমি, নামটি শকুন্তলা।
তপোবনে থাকি আমি, আমি বনমালা ॥
ঐ দেখ নদী মালিনী,
ফুল গাছে ভরা তটনী,
পাখির কাকলি শুনি, সকাল সন্ধ্যা বেলা ॥
আমার দু'জন আছে সখি,
ফুল তুলি আর মালা গাঁথি
এই হরিণীর সাথে থাকি, গলেতে দিই মালা ॥
শান্ত এ ঋষি তপোবন।
ঋষির চরণ ধোয়াই তিনজন,
তরু মূলে বারি সিঞ্চন, এ কাজ মোদের দু'বেলা ॥
দিলাম মোদের পরিচয়,
শুনলেন রাজা মহাশয়,
পথশ্রম দূর হইবে, মন হবে না উথলা ॥

২৬৯৪. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

তোমার সেবায় মুগ্ধ আমি, ওহে বন ললনা।
হরিণীর দাবি ছাড়িলাম। তার দাবি আর করিব না ॥
স্থান দিয়েছি তোমায় মনে,
এসো বালা আমার সনে,
নিয়ে যাব রাজসদনে, তোমার কথা ভুলবো না ॥

২৬৯৫. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

আমার নীল বরজের পান।
সবুজ পানে, লাল ভরা আছে, খাও হে রাজা পান ॥
এ পান আমি এনেছি তুলে,
পান বরজে মালিনী কূলে,
এ পান খেলে মন হবে রাঙা, প্রেম রাঙা হবে প্রাণ ॥

২৬৯৬. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

সখি, ফুল ফুটেছে শাখে শাখে ইলর গুঞ্জরণ
ফুল সুবাসে মুখরিত বসন্তের পবন ॥
তরু শাখা দিচ্ছে দোলা,
মন যে আমার হয় উথলা,
প্রথম প্রেমের একি জ্বালা, বুঝিনি কখন ॥

ওলো সখি, কোথায় রাজা,
মন চলে যায় সেথায় সোজা,
প্রাণে লয়ে প্রেমের বোঝা, কি করি এখন ॥
যা লো সখি রাজার কাছে,
আমার কথা বল্‌গো তাকে,
তোমার লাগি শকুন্তলা করিছে রোদন ॥

২৬৯৭. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

সখি, যাবো, যাবো রাজার কাছে লয়ে তোমার কথা।
রাজার কাছে জানাব আমি তোমার মনব্যথা ॥
শকুন্তলার ফুলের চিঠি।
দেখবে যখন রাজার দিঠি,
ফুল চিঠিতে প্রেমে সুবাস, জানবে প্রাণের কথা ॥

২৬৯৮. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

ও রাজা, শকুন্তলার মনের খবর এনেছি তোমার কাছে।
তোমার প্রেমে পাগলিনী, ফুল চিঠি পাঠিয়েছে ॥
ফুলে ফুলে প্রেমের কথা,
ফুল সুবাসে প্রেম বারতা।
এ ফুল যে তার প্রেম বারতা। দেখ রাজা কি লিখেছে ॥

২৬৯৯. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

আসুন, আসুন, আসুন, রাজন, আসুন, তপোবনে।
ফুলে ফুলে সাজিয়েছি দেখুন নয়নে ॥
সেজে আছে শকুন্তলা,
তোমার গলায় দেবে মালা,
পূর্ণিমার চাঁদে উজলা, সাজাব চন্দনে ॥
মুখোমুখি দাঁড়াও দু'জন,
মালা বদল হউক এখন,
সাক্ষী থাকব আমরা দু'জন, সাক্ষী থাকবে সুনয়নে ॥

২৭০০. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

মন কাঁদে মোর ছেড়ে যেতে এই তপোবন।
অনুসূয়া প্রিয়ংবদা তরুলতা হরিণীগণ ॥
কণ্ব পিতায় ছেড়ে যাব,
সাম গান আর না শুনিব,
মালিনীতে নাইতে যাওয়া হবে না আর কোনদিন ॥
আজিকে মোর যাত্রাকালে,
পাখিরা ডাকে না ডালে,
গুঞ্জরে না ফুলে ফুলে, ভ্রমর আর ভ্রমরীগণ ॥

২৭০১. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

বল বল বল ওস্তাদ, শকুন্তলা কোথায় গেল।
কে তাহারে তুলে নিল। কোন্ লোকেতে লয়ে গেল ॥
শকুন্তলা কোথা রবে।

সেখানে তার কি হইবে,
রাজা দুষ্মন্তের কি হইবে, সে কথাটি যাবে বলে ॥
কোন্ লোকেতে রাজা যাবে,
কি বা সেথা দেখতে পাবে,
দেখতে পেয়ে কি করিবে? ভেদ জানাবে আসরতলে ॥
নজরুল এসলাম কয় কাতরে,
লেটো গানের এই আসরে,
চুরুলিয়া নিবাস যে তার। সালাম গুরুর কদম তলে ॥[১]

১ চুরুলিয়ায় নিবাস করে। সালাম গুরুর কদম তলে ॥

২৭০২. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'

পালা রে, পালা রে পাখি, বনে আসছে পাখমারা।
ও সে দিনে মারে পায়রা ঘুঘু রাতে মারে রাত চরা ॥
ফাঁদী জাল আর ধনুক হাতে.
পা ফেলে সে সাবধানেতে,
আস্‌ছে রে সে বনমাঝেতে, পারা রে পালা তোরা ॥

২৭০৩. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'

তুমি যে আমার মনচোরা, চুরি করেছ মন।
কথায় কথায় রাগ কর তুমি, রাগ কর অকারণ ॥
এসো এসো প্রিয়তম।
তুমি মোর প্রাণসম,
তোমাতে সঁপেছি এ প্রাণ, সেবিব তোমা অনুক্ষণ ॥
যাই উড়ে বন মাঝে যাই,
তোমার খাবার আনিবারে যাই,
খাবার এনে, তব মুখে দিব, করিয়া য[illegible]ন ॥

২৭০৪. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'

অনুরাগের পায়রী আমার, অভিমানে উড়ে গেল।
ঝড় এলো হায় বৃষ্টি এলো, পায়রী আমার কোথা রইল ॥
ঠোঁট দুটি তার ছিল লাল লাল,
কইতো কথা অতি রসাল
রাঙা আঁখি ভুলতে নারি, ভুলতে নারি টুকটুকে গাল ॥
চিত্র আঁকা গ্রীবাটি তার
রাঙা পদের কিবা বাহার,
রাগলে আমি, অনুরাগে ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট চুমিত।
হায় রে পায়রী আমার [illegible]থায় গেল ॥

২৭০৫. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'

ধন্য ধন্য ধন্য রে এই পায়রা পায়রী।
অতিথি সেবার নাই তুলনা হায় মরিমরি ॥
নিজেরা আগুনে পুড়ে,
খাবার দানিল মোরে,
অবাক হয়ে দেখি আমি, প্রাণদানের এই বাহাদুরি ॥

আমি ধর্ম পথহারা,
অভাগা এক পাখ্‌মারা,
ধর্মশিক্ষা দিল মোরে এই বনের পায়রা পায়রী ॥
দুখু কাজী কয় কাতরে।
বজলে করীম চরণ ধরে,
কঠিন হিয়ার মানব তরে, সাক্ষী পাখ্‌মারা পায়রা-পায়রী ॥

২৭০৬. লেটো গান : 'পায়রা-পায়রী'

বল, বল, বল ওস্তাদ, পায়রা-পায়রীর কি হইল।
পাখ্‌মারা ঐ অগ্নিকুণ্ডে, অবাক হয়ে কি দেখিল ।
পরে পাখ্‌মারা কি করিল?
কিভাবে সে কোথায় গেল?
বলে যাবে ওস্তাদ তুমি, আশা করি বলবে ভালো ॥
কি হলো পাখ্‌মারার শেষে,
এই আসরে বলবে এসে,
শুনবেন যাঁরা আছেন বসে, শুনিব মোরা সকল ॥
দুখু কাজী ভেবে বলে,
লেটো গানের আসরতলে,
লেটোর গুরু বজলে করীম, প্রণমি তাঁর চরণ তল ॥

২৭০৭. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'

ঘোড়া আমি ছেড়েছি এখানে।
(আমি) করিব অশ্বমেধ যজ্ঞ জ্ঞাতি বধ কারণে ॥
যজ্ঞের অশ্ব যদি কেহ ধরে,
নিজবলে ছাড়াব তারে বধ করে,
ধরবে না কেউ যজ্ঞের ঘোড়া ভ্রমিবে আপন মনে ॥

২৭০৮. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'

পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে।
যুধিষ্ঠির ছাড়িলেন অশ্ব যজ্ঞের কারণে ॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী ভিতরে,
ধরিলে যজ্ঞের ঘোড়া জিনিব তাহারে,
অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প কারণে ॥

২৭০৯. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'

আমার অসাধ্য কি আছে ধর্মরাজন।
করিয়াছি কুরুক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন ॥
বধেছি কর্ণ মহাবীরে,
চিত্ররথ জয়দ্রথেরে সমরে,
অসংখ্য জীবের তরে করেছি নিধন ॥
উপাধি পেয়েছি ধনঞ্জয়,
ত্রিভুবনে কারে আমি করি না কো ভয়,
নিশ্চয় অশ্বমেধ যজ্ঞের হয়, করিবে জগত পর্যটন ॥
শত সহস্র মহারথে,

মারিয়াছি কুরুক্ষেত্রে,
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মোর সাথে, কিসের অঘটন ॥
অধীন নজরুল এসলামে কয়,
নানা স্থানে পাবে তুমি বিঘ্ন ধনঞ্জয়,
শেষে তোমার জয়, করিয়া ভ্রমণ ॥

২৭১০. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'

গদা ও শ্যামা আজি সেনাপতি সাজে।
মহারাজের সাড়া পেয়ে বাদ্যসকল বাজে ॥
দামামা নাকাড়া আদি অসংখ্য বাজনা।
বাজিতেছে ভীমরবে নাহি যায় গোনা।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যরাজি,
চলিতেছে দেখিয়াছি,
তাদের দেখে, আতঙ্কে যম পালায় লাজে ॥
যাইতেছে সৈন্য সকল মহা সমারোহে।
পৃথিবী যেন তাহাদের ভার নাহি সহে।
মাতিয়া সব বীরমদে,
চলিতেছে পদে পদে,
পতাকা পৎ পৎ শব্দে, উড়ে সৈন্য মাঝে ॥
নজরুল এসলাম বলে ধন্য সৈন্য তরে।
কার সাধ্য এই সৈন্য পরাজিত করে।
দেখিয়া সৈন্যদের দম্ভ,
হইতেছে ভূমিকম্প,
অশ্বগণে করে লম্ফ, সৈন্যদের মাঝে ॥

২৭১১. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'

কার অভিশাপে হয়েছে পাষাণ।
কতদিন হয়ে আছে সে পাষাণ ॥
কি রূপে সে পাবে মুক্তি,
বলবে ওস্তাদ তাহার উক্তি,
নারী কিংবা পুরুষ জাতি, বলবে সত্য বিবরণ ॥
নজরুল এসলামে চাই প্রশ্নের উত্তর,
কি নাম ছিল গো তার? কেন হইল পাথর,
মুক্তি পাবে অশ্ব কিসে,
বলবে ওস্তাদ তাহার দিশে,
স্বরূপ সভায় বলে এসে, সকল বিবরণ ॥

২৭১২. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

আমি কর্ণ অঙ্গাধীপ, দাতা বলে মোরে,
যে চাহিবে যাহা দান, দিব তার করে ॥
ফিরাব না কভু কারে,
যে আসিবে মোর দ্বারে,
চাহে যদি রাজ্য পাট, দিব অকাতরে ॥

২৭১৩. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

অঙ্গাধীপ মহারাজ, আমি চাই দান।
আপন পুত্ররে রাজা করি খান খান॥
বধিয়া ভক্তি ভরে,
দাও যদি তুমি মোরে,
ভক্ষিয়া নধর মাংস, জুড়াব পরাণ॥
দোঁহে যদি কর শোক,
হবে না তা মোর ভোগ,
মহাদাতা কর্ণ তুমি, দিবে কি এ দান॥

২৭১৪. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

দ্বিজবর, অতিথি নারায়ণ তাই মোরা জানি
যাহা চাহিয়াছ দেব, তাই দিব আনি॥
দোঁহে শিশু বধ করি,
আনিব রান্না করি,
ভক্তিতে সম্মুখে দিব জুড়ি দুই পাণি॥

২৭১৫. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

ওহে ওস্তাদ বলে যাবে, কর্ণ কিবা দেখেছিল।
আরো তুমি বলে যাবে, ঐ দ্বিজবর কে বা ছিল॥
কি কারণে এসেছিল,
পরে কি বা ঘটেছিল,
সকলি বলিবে ভালো, কি ঘটনা ঘটেছিল॥
ভ্রমর কবিতে ভনে,
এ আসরে লেটো গানে,
বলে যাবে গানে গানে, সকলে শুনিবে ভালো॥

২৭১৬. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

আমি কর্ণ সেনাপতি, কুরুক্ষেত্র রণে।
চলিতেছে মহাযুদ্ধ, কুরু-পাণ্ডব সনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ পরপারে,
ঈর্ষা ছিল মোর পরে,
বরিল সেনাপতি পদে রাজা দুর্যোধনে॥

২৭১৭. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নীরে করি স্নান, করি সূর্য বন্দনা।
সূর্যদেব, তোমারে বন্দিব সদা, ভুলিব না, ভুলিব না॥
আমি অধিরথ সূত
আমি রানী গর্ভজাত।
অস্ত্র শিক্ষা লভিয়াছি, করি কঠিন সাধনা॥

২৭১৮. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

কে, কে তুমি জননী? নাহি দেখি মুখ।
অঙ্গে তব মাতৃস্নেহ ঝরে, তব মুখ দেখিতে উৎসুক॥

কে গো তুমি? দাও পরিচয়,
কৌতূহলি হেতু ইচ্ছা হয়,
জানিবারে তব পরিচয়, মাতা খোল খোল মুখ॥

২৭১৯. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

কর্ণ এ কি? পাণ্ডব জননী! তুমি হেথা, মোর কাছে!
কুন্তী নহি শুধু পাণ্ডব জননী, গূঢ় কথা বলিবার আছে
কর্ণ কিবা সেই গূঢ় কথা,
তুমি মোরে বল হেথা,
শুনিবে বাসনা মোর, বল মোর কাছে॥

২৭২০. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

আমি নহি শুধু পাণ্ডব জননী।
প্রথম পার্থ মোর, আমিও যে তোর জননী॥
ধরেছি এই জঠরে,
বহু বহু কষ্ট করে,
প্রসবেছি তোরে ভোজগৃহে একাকিনী॥

২৭২১. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

তুমি মোর জননী? ধরেছ জঠরে?
বলনি তো কোন দিন ইঙ্গিতে আকারে॥
আমি জানি সূত সুত,
সূত রাধা গর্ভজাত।
তুমি মোর মাতা, প্রকাশিলে ভাগীরথী তীরে।

২৭২২. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

আমি কুন্তী, ভোজ কন্যা ছিনু ভোজপুরে।
রূপসী কুমারী আমি থাকি সমাদরে॥
মুনিবর দুর্বাসা
মুখে সদা দুর্ভাষা।
ভোজ গৃহে আসিলেন একদা দুপুরে॥
পিতা মোর তাঁর তরে,
সেবিতে আদেশ করে,
সেবিলাম শ্রদ্ধাভরে, মহা মুনিবরে॥
মুনি মোরে মন্ত্র দিল,
দেবাহবা., শিখাইল,
শিখিলাম সেই মন্ত্র অন্তরে অন্তরে॥
প্রভাতে প্রাসাদ পরে,
দেখিলাম ভাস্করে,
উদিছে সে ধীরে ধীরে, গগন কিনারে॥
কুমারী সুলভ মনে,
আহবিনু মনে মনে
দিবাকর সেইক্ষণে, পশিল সে ঘরে॥

(বলে) আমি দেব দিবাকর
পুরাও বাসনা মোর,
মহাবীর পুত্র আসিবে তোমার উদরে ॥
দিবাকর মোর সনে
বাসনা ও চুম্বনে,
গভীর আলিঙ্গনে, রহিল সে ঘরে ॥
আসিলি উদরে মোর,
পূর্ণ দিনক্ষণ পর,
প্রসবিনু তোরে আমি ভোজরাজ পুরে ॥
মাটির পাত্র পরে,
ভাসাইনু নদী নীরে।
পাত্র যায় ভেসে কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ছুটি তীরে তীরে ॥
দেখি সূত অধিরথ,
নদী বুকে স্নানরত,
পাত্র ধরে শিশু ক্রোড়ে, চলে হর্ষ ভরে ॥
বিষণ্ণ মনেতে ফিরি,
নিশিদিন ভেবে মরি,
প্রথম পার্থ মোর, গেল সূত ঘরে ॥

২৭২৩. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

এখন জানিনু আমি নহে সূত সুত।
সূর্যের ঔরসে জন্ম, কুন্তীগর্ভ জাত ॥
ক্ষত্রিয় সন্তান আমি,
সূর্যকে সদা নমি,
দেবী, তব চরণ চুমি, তুমি মোর মাতঃ ॥

২৭২৪. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

একি দেবী, তব এ চরণপদ্ম, মোর চরণসম।
চরণে চরণ চিহ্ন, তুমি মাতা মম ॥
মাতা, মাতা, তুমি মাতা,
পঞ্চ পাণ্ডব মোর ভ্রাতা,
একি! সম্মুখে কারে দেখি, জ্যোতির্ময় সম ॥

২৭২৫. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

আমি সূর্য, তব পিতা, তুমি সুত মোর।
কুন্তী দানিয়াছে তোমা সঠিক খবর ॥
কবজ কুণ্ডল দানিয়াছি তোরে,
রহিলে এ কুণ্ডল, কে বধিতে পারে,
আমি সূর্য তব পিতা, কুন্তী মাতা তোর ॥

২৭২৬. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

প্রথম পার্থ মোর, চল মোর সাথে।
মিলাইয়া দিব তোরে পঞ্চ ভ্রাতা-হাতে ॥
তুই হবি মহারাজা,
পালিবি সকল প্রজা।

মহামন্ত্রী যুধিষ্ঠির, শুভ মন্ত্রণাতে॥
মহাবলী ভীমমতি
পার্থ হবে সেনাপতি,
নকুল সহদেব রবে, সদাই পাশেতে॥
কৃষ্ণা সেবিবে পদ,
ফুটিবে যে কোকনদ,
বীরের সৌরভ যাবে দেশ বিদেশেতে॥

২৭২৭. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

সূর্য : যাও বীর, যাও তুমি জননীর সনে।
সম্ভ্রাম করিবে তোমা, সকল শমনে।
কুন্তী : ধৌম আছে পুরোহিত,
সদাই করিবে হিত,
সূর্য : উঠিবে যে গুণগীত, ভবনে ভবনে।

২৭২৮. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

চলো মাতা চলো, চলো নিয়ে যাবে কোথা।
তোমার চরণ সেবি, যাইব গো সেথা॥
পাণ্ডব সদনে যাব,
বীর পঞ্চ ভ্রাতা পাব,
আমি আনন্দে রহিব, ঘুচে যাবে ব্যথা॥

২৭২৯. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

আয় কর্ণ, আয় মোর সাথে ত্যজি দুর্যোধন।
পাপাত্ম, দুর্জনে এবে করহ বর্জন॥
রণে নাহি প্রয়োজন,
লভ রাজ সিংহাসন,
মিলিবে তোর সাথে ভীম অর্জুন॥

২৭৩০. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

কি বলিলে জননী গো, ত্যজি দুর্যোধন।
কদাচ মা না করিব, সে কাজ এখন॥
যে দিন সকলে মোরে,
ত্যজে ছিল ঘৃণা ভরে,
সেইদিন সে যে মোরে করেছে পালন॥
অঙ্গরাজ্যে রাজা করি,
সম্মান দিয়েছে ভরি,
তাঁরে কি ছাড়িতে পারি সংকট এখন॥
ভীষ্ম দ্রোণ পরপারে,
রক্ষিবে কে তাহারে,
মোর পরে ভরসা করে, আছে দুর্যোধন॥
না, না মাতা তব সনে,
না যেতে পারি এখনে,
সত্য ভঙ্গ না করিব, আমি আজীবন॥

শোন মাতা শোন কথা,
কথা দিনু আমি হেথা,
ধর্ম, ভীম, মাদ্রীসুতে, না বধিব কখন ॥
দুই পার্থ দুই বীর
মনে মাতা জেনো স্থির
দোঁহের এক রবে মাতা তোমার সদন ॥
পঞ্চ পাণ্ডব মাতা,
রবে মা কুন্তী মাতা,
এই খ্যাতি রবে সদা, না ভাব কখন ॥

২৭৩১. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

সূর্য : ওরে ও বীরসুত রাখিলি না কথা।
কুন্তী : গর্ভে ধরেছিনু তোরে, দিলি মোরে ব্যথা ॥
কর্ণ : কি করিব জননী গো,
সত্যভঙ্গ না করিব,
দুর্যোধনে না ত্যজিব, এই শেষ কথা ॥

২৭৩২. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, চলিতেছে মহারণ।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, যুঝিতেছে প্রাণপণ।
চলে গেছে ভীষ্ম দ্রোণ,
চিন্তান্বিত দুর্যোধন,
যুঝিবে এ মহারণ, কর্ণ আছে যতক্ষণ ॥
অভয় দিয়াছি রাজে,
তাই সেনাপতি সাজে,
আসিয়াছি রণ মাঝে, লড়িব যে প্রাণপণ ॥
কিন্তু মনে পড়ে কথা,
কি বলিল কুন্তীমাতা,
তাঁর গর্ভে জন্ম মোর, হায়, কি এ অঘটন ॥
অর্জুন কনিষ্ঠ মোর,
তাঁর সনে রণ ঘোর
সে তো জানে না মোর, এ-ই পরিচয় ॥
কেমনে বধিব তাঁরে,
জ্যেষ্ঠ হয়ে অনুজেরে,
কুরুতে প্রতিজ্ঞা ডোরে, কি করি এখন ॥

২৭৩৩. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

ওহে ওস্তাদ গোদাকবি, প্রশ্ন করি তোমায় এবে।
কর্ণের এ হাল কেন হলো? এ আসরে বলে যাবে ॥
সচল রথ চক্র ছিল।
কেন ধরণী গ্রাস করিল,
এ অভিশাপ কে দিয়েছিল, সকল কথা বলে যাবে ॥
অস্ত্র প্রয়োগ ভুলে গেল,
এ অভিশাপ কেবা দিল,

কি ঘটনা ঘটেছিল, সে কথা হেথা বলিবে।।
কর্ণের এ অবস্থা কিসে,
বলে যাবে তাহার দিশে,
এ আসরে গাইতে এসে, বলবে ওস্তাদ জানবে সবে।।
ভ্রমর কবি নজরুল এসলাম,
নিবাস তাঁর চুরুলিয়া গ্রাম,
সবার পাক কদমে সালাম। উত্তর দিলে মালা পাবে।।

২৭৩৪. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

শোন শোন সভাজন, রাজসূয় সমাপন।
রাজসূয় করিল শুধু যুধিষ্ঠির রাজন।
স সাগরা ধরণীতে,
না পারে কেহ করিতে.
রাজসূয় মহাযজ্ঞ, করিতে সাধন।।

২৭৩৫. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

বাজাও শঙ্খ, বাজাও ঘণ্টা, আকাশ পাতাল কাঁপায়ে।
শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, স্বর্গেতে যাক পৌছায়ে।।
আছে যারা এই ধরণীর তলে,
স্বরগে বিরাজে দেবতার দলে,
শঙ্খ ঘণ্টা শুনুক সকলে, দাও দাও দাও বাজায়ে।।

২৭৩৬. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

শঙ্খ বাজে না, ঘণ্টা বাজে না, একি হলো যদুপতি।
তুমি নারায়ণ স্বয়ং এখানে, কেন হেন দুর্গতি।।
শঙ্খ ঘণ্টা কেন নাহি বাজে,
যজ্ঞ সভায় মরি দেব লাজে,
তুমি নারায়ণ বল কোন কাজে, কোথা কি বা হলো ক্ষতি।।

২৭৩৭. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

হে দেব নারায়ণ, হয়েছে অপরাধ, ক্ষমা কর তুমি মোরে।
কিসে কিবা মোর হলো অপরাধ, বল তুমি দয়া করে।।
হে দেব, আমি অতি মূঢ়মতি।
না নিয়ে তোমার দয়া-অনুমতি,
ক্ষমা কর রাঙা চরণে মিনতি, তুমি যে আমার অন্তরে।।

২৭৩৮. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

রাজা, শুচি কর মন, শুচি কর মন, শুচি কর তব মন।
বাল্মীকি নামে ইন্দ্রপ্রস্থে মুচি আছে একজন।।
জুতা মেরামত করা তার কাজ,
জাত ব্যবসায়ে নাই তার লাজ,
বৈষ্ণব বেশে রহে না সে জন, সেই মোর প্রিয়জন।।
সরোবর পাঁকে পদ্মের মূল,
তাতে বিকশিত পদ্মের ফুল,
পদ্ম কোরকে তার হৃদি মূল, সেথা বিরাজিত নারায়ণ।।

তারে নিয়ে এসো হে ধর্মরাজ,
হবে সমাপ্ত রাজসূয় কাজ,
মনে যেন তব নাহি থাকে লাজ, হবে রাজসূয় সমাপন ॥

২৭৩৯. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

একি! একি বিপদ!! একি বিপদ দয়াল নারায়ণ।
আমি যে অশুচি, জাতে হই মুচি, মোর কেন আমন্ত্রণ ॥
কত ব্রাহ্মণ, কত জ্ঞানী গুণী,
যজ্ঞ ভূমে আছে কত মানী,
আমি গেলে হবে শুচিতার হানি, ক্ষমা দিন মহাজন ॥

২৭৪০. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

রন্ধন পটিয়সী কৃষ্ণা রাঁধেন বহুবিধ রন্ধন।
দেব ভোগ চালের অন্ন, রোহিতের ব্যঞ্জন ॥
সোনার থালায় সাজাইয়া রানী,
ভক্ত বৈষ্ণব সম্মুখে আনি,
বহু সংকোচে ভকতি ভরে করিলেন নিবেদন।
চাহে মুখ তুলে ভক্তের পানে,
মনেতে কি হলো কেহ নাহি জানে,
চলিলেন রানী রাজপুরী পানে, হংসী চালে গমন ॥

২৭৪১. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

আমি হই মুচি ঘৃণ্য অশুচি, শোন শোন মহারাজ।
সোনার থালায় অন্ন দানিয়া পুরী অপমান আজ ॥
উঠানের একধারে,
কলার পাতের পরে,
দুই মুঠা দিন শাক ও অন্ন, সারিব ভোজন কাজ ॥

২৭৪২. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

বল, বল, বল ওস্তাদ শঙ্খ ঘণ্টা কেন না বাজিল।
কোন খানে তার খুঁত রহিল, সে খুঁত ওস্তাদ কে করিল ॥
ধর্মরাজ কারে শুধাবে,
খুঁতের কথা কে বলিবে,
আসর তলে বলে যাবে, সেই সে কথা সকল ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজবে কিসে,
বলে যাবে তাহার দিশে,
কি হইবে অবশেষে, সে-সব কথা বলবে ভালো ॥
নজরুল এসেলামে ভনে,
আসর মাঝে লেটোর গানে,
প্রণাম মোর গুরুর চরণে, আর প্রণাম শ্রোতা সকল ॥

২৭৪৩. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'

শোন ওস্তাদ শ্রী ভুবন, জবাব দিয়ে যাই।
সঠিক জবাব পাবে তুমি, ভাবছ, জবাব জানা নাই ॥

সগর রাজার যজ্ঞের ঘোড়া,
দেবরাজ ইন্দ্র করল তাড়া,
চুরি করে ধরে ঘোড়া, লুকায় কপিল মুনির ডেরায়॥
আশ্রম যে তার পাতালপুরে,
ষাট হাজার ছেলে খুঁজে ফেরে,
খুঁজতে খুঁজতে গেল দূরে, অবশেষে সেই ডেরায়॥
যখন তারা ডেরায় গেল,
যজ্ঞের ঘোড়া দেখিতে পাইল,
তপস্যাতে মুনিবর ছিল, চোর বলিয়ে ধরল তায়॥
রেগে গেলেন তখনি মুনি,
অগ্নি দৃষ্টি দেয় গো হানি,
ভস্ম করিল দৃষ্টি অগ্নি, ষাট হাজার ঐ ছেলে ভাই॥
ভস্ম হয়ে রইল পড়ে,
কপিল মুনির পাতালপুরে,
সঙ এর মধ্যে যাব বলে, শুনিবেন শ্রোতা সবাই॥
নজরুল এসলাম কয় আসরে,
বজলে করীম কদম ধরে,
নিবাস চুরুলিয়া পরে, সকলে সালাম জানাই॥

২৭৪৪. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'

ও বাবা, আবার দেখি বিরাট হাতি ঐ যে আছে দাঁড়িয়ে।
শিং দুটো মাথার উপর, শুঁড় আছে ঐ বাড়িয়ে॥
শুঁড় দিয়ে ভাই যদি ধরে।
যাই আমি পিছনে সরে,
(আবার) পা যদি দেয় পেটের পরে, দেবে হাড় গুঁড়িয়ে॥

২৭৪৫. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'

সব দিক দেখা সারা, এবার এই দিকেতে যায়।
কোথা যজ্ঞের ঘোড়া, কোথা আছে খুড়া যদি হেথা দেখা পায়॥
যেয়ে দেখব, খোঁড়া আছে মাটি
পাতাল পর্যন্ত পথও আছে খাঁটি।
যেয়ে দেখব সেথা দাঁড়িয়ে আছে হাতি, ঘোড়া খুড়া কেহ নাই॥

২৭৪৬. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'

তোমায় করি গো প্রণতি, প্রণতি, করি গো প্রণতি॥
নগরী অযোধ্যার, সগর রাজার, আমি যে নাতি॥
মোদের অশ্বমেধ যজ্ঞ চলিছে।
যজ্ঞের অশ্ব ভারত ভ্রমিছে।
অশ্ব না ফেরে, রাজার আদেশ, খোঁজে সব পাতি পাতি॥
ষাট হাজার খুড়ো আমার আছে।
যজ্ঞ অশ্ব তাঁরাও খুঁজিছে,
কোথায় তাঁহারা খুঁজে খুঁজে ফেরে অযোধ্যা পতি॥
হে মুনি, অশ্ব হেরি তব আশ্রমে।
খুড়োরা নাহিকো, কোথা তাঁরা ভ্রমে,

যজ্ঞ অশ্ব লয়ে ফিরে যাব, দাও দাও অনুমতি ॥
যদি জান মুনি বল বল মোরে,
খুড়ো আমার কাছে কোন পুরে,
যজ্ঞ অশ্ব, তাহাদের লয়ে ফিরে যাব রাজধানী ॥
নজরুল এসলাম ভেবে কয়,
খুড়োরা তোমার ভস্ম হয়ে রয়,
গঙ্গা বারি না আনিলে হায়, হবে না তাঁদের গতি ॥

২৭৪৭. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'

শোন শোন শোন ওস্তাদ মুক্তির তরে কে আসিল।
মুক্তি তরে স্বর্গ হতে মর্ত্য ধামে গঙ্গা এলো ॥
দিলীপ অংশুমানের ছেলে,
ভগীরথ দিলীপের ছেলে।
কপিল মুনির শিষ্য হয়ে, ব্রহ্মার তপস্যা করল ॥
তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মাবর,
ভগীরথে দিলেন বর,
গঙ্গা আসবেন ধরা পর, গঙ্গার কাছে তুমি চল ॥
ভগীরথে যায় গঙ্গা কাছে,
গঙ্গা বলে কথা আছে,
ঝাঁপ দিয়ে পড়ব যখন, কে আমাকে ধরবে বল ॥
তুমি যাও শিবের কাছে।
শিব ছাড়া কে ধরবার আছে,
শিব যদি না ধরে গঙ্গা, ধরা যাবে রসাতল ॥
শিবলোকে ভগীরথ যায়,
তপসায় মিনতি জানায়,
শিব রাজি হয়, গঙ্গা ধরতে মাথা পেতে সে দাঁড়াল ॥
গঙ্গা নামে সবেগেতে।
বুড়ো শিবের ঐ মাথাতে।
ভাবে গঙ্গা বুড়ো শিবকে ভাসিয়ে দেবে আমার জল ॥
শিব জেনেছে গঙ্গার সন্ধি,
বিছায়ে জটা করে ফন্দি,
গঙ্গা জটায় হলো বন্দী। পাই না খুঁজে জটার তল ॥
শিবের কাছে অতিভক্তি
ভগীরথ করে মিনতি,
দেখলে গঙ্গা তোমার শক্তি, পথ করে দাও হে মহাবল ॥
একটি জটা খুলে গেল
সেই পথে গঙ্গা নামিল,
জহ্নু মুনির আশ্রমেতে, গঙ্গার সে জল ছুটে এলো।
ভেসে গেল মুনির আশ্রম
কোশাকুশি সব আয়োজন,
মুনি রোষ ভরে তখন গঙ্গা জল পান করিল ॥
ভগীরথ মিনতি করে,
জহ্নু মুনির চরণ ধরে,

মুনি তখন জানু চিরে, গঙ্গাকে বার করে দিল ॥
নাম হলো তার জাহ্নবী,
ছুটে চলে দেশ প্লাবী,
শত ধারায় পাতালপুরে কপিলের আশ্রমে গেল।
গঙ্গাবারির স্পর্শ পেল,
ষাট হাজার সব স্বর্গে গেল।
বুঝে নাও ভাই ওস্তাদ ভুবন, সও উতোর গাওয়া হলো ॥
নজরুল এসলাম উতোর গায়।
লেটো গানের আসরে ভাই,
বজলে করিম গুরু আমার প্রণতি তাঁর কদম তল ॥

২৭৪৮. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

প্রণাম করি সর্বজনে, আজি এ লেটোর আসরে।
দুখুমিয়া লেটো ওস্তাদ, চলে গেছেন প্রশ্ন করে ॥
উতোর তিনি গাইছেন হেথা,
শুনে যান ভাই সকল শ্রোতা,
শকুন্তলার কি হইল, বলে যাব, এ আসরে ॥

২৭৪৯. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

মা, মাগো, মা তুমি করেছ মোর লাজ নিবারণ।
রাজসভাতে মূর্ছা কেন, বলি তোমায় তাহার কারণ ॥
তপোবনে ভালোবেসে,
রাজা করল বিয়ে মোরে শেষে,
ও সে চিনিতে না পারে মোরে, দুর্বাসা ঋষির কারণ ॥

২৭৫০. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

ওরে পালিয়ে চল, ও রে পালিয়ে চল।
মর্ত হতে এসেছে রাজা দুষ্মন্তের দল ॥
পুড়িয়ে দেবে অগ্নিবাণে,
পালা পালা, বাঁচবি প্রাণে,
স্বর্গের আশা ছাড়া দিয়ে, অসুর রাজ্যে চল ॥

২৭৫১. লেটো গান : 'হারানো আংটি'

ওস্তাদ, হারানো আংটির জবাব দিয়ে গেলাম এ আসরে।
জবাব, ঠিক হলো কি ভুল হলো, দেখবে তুমি চিন্তা করে ॥
অপ্সরী মেনকা ছিল,
বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙিল,
তাঁর কন্যা গর্ভে ধরিল, ফেলে গেল বন ভিতরে ॥
কণ্ব মুনি নিয়ে গেল,
শকুন্তলা নাম রাখিল,
রাজার সাথে বিয়ে হলো, বনে মালাবদল করে ॥
বিয়ের পরে শকুন্তলা,
সদাই তাহার মন উতলা,
একদিন দুর্বাসা এলো, সেবার লাগি ডাকে তারে ॥
শকুন্তলা না উঠিল

দুর্বাসা অভিশাপ দিল,
সেকথা জানে সকল, বলি তোমায় এ আসরে ॥
রাজসভায় সে যখন এলো,
শাপে রাজা ভুলে গেল,
শকুন্তলা মূর্ছা গেল, মা নিয়ে যায় ইন্দ্রপুরে।
রাজা ইন্দ্রপুরে গেল,
ফিরতি পথে ছেলে দেখল,
শকুন্তলা সেথায় এলো, সকল ব্যথা গেল দূরে ॥
হারানো আংটির পালা,
দুষ্মন্ত আর শকুন্তলা,
এইখানেতে সাঙ্গ হলো নাচে গানে সুরে সুরে ॥
সকলকে জানায়ে সালাম,
গাহিল নজরুল এসলাম,
রাজারানী যায় নিজধাম, আমরা যাব খড়ের পুরে[১] ॥

১ খড়ের পুর = লেটো শিল্পীদের জন্য মেলার পাশে অস্থায়ী খড়ের ঘর তৈরি করা হতো। এখানে সেই খড়ের ঘরকে 'খড়ের পুর' বলা হয়েছে।

২৭৫২. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

আজি পড়িয়ে বিপাকে, অনুরোধ তোমাকে
ক্ষণকাল অস্ত্র কর সংবরণ।
মহাযোদ্ধা তুমি, জানি তাহা আমি,
সারথি পেয়েছ শ্রীনারায়ণ।
রথ চক্র হের ধরণী গ্রাসে
চাই তুলিবারে, উঠে নাহি আসে,
বিপাকে পড়েছি কুরুক্ষেত্র পাশে,
করো না পার্থ অস্ত্রক্ষেপণ ॥

২৭৫৩. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

সখা, সখা হের কর্ণের দশা, রথ ছাড়ি ঐ ধূলার পরে।
ধরণী গ্রাসে রথ চক্র তাঁর, রথ চক্র তুলিতে না পারে ॥
কৌরবের ঐ সেনাপতি,
এখন অসহায় অতি,
মোর কাছে করিছে আর্তি, রণ বন্ধ রাখার তরে ॥

২৭৫৪. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

কৌরবের সেনাপতি পড়ে রণ মাঝে।
পাণ্ডবের জয়ধ্বনি সবদিকে বাজে ॥
গাহিল ভ্রমর কবি, শোনে সাধু জন।
সহোদর বাণে মরে সহোদর জন ॥

২৭৫৫. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

একি! কিছুই বুঝিতে নারি। কর্ণ অগ্রজ সহোদর।
তাঁর সনে করিলাম হায় মহা রণ ঘোরতর ॥
ওগো মাতা, কেন লুকাইলে,
ওহে সখা, কেন না ভাঙ্গিলে

এ রণস্থলে, ভাসি অশ্রুজলে, বড় ব্যথা বুকে বাজে মোর ॥
হায়, হায়, আমি কি করিনু,
অগ্রজে আজ রণে বধিনু,
এ জীবনে বড় বেদনা পাইনু, এ বেদনা মুছিবে না হায় ॥
ভ্রমর কবি, আসরে ভনে,
এ-সব কথা, বিধাতা জানে,
এই ছিল সেই বিধাতার মনে, তার কর্ম সে করে, তুমি কিবা কর ॥

২৭৫৬. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

শোন শোন ওস্তাদ, উতোর গেয়ে যায়।
ডুবল কেন রথচক্র, বলি হে তোমায়।
কর্ণ অস্ত্র শিক্ষাকালে
তপোবন মাঝে চলে
শরক্ষেপ কৌতূহলে যেথায় সেথায় ॥
এই শরক্ষেপে হায়
(এক) ধেনু বৎস মারা যায়
কর্ণ কেঁদে কেঁদে হায়, সে বিপ্র কাছে যায় ॥
অসাবধানে ভুল করে।
শর হেনেছি বৎস পরে,
ধেনু বৎস গেছে মরে, বিপ্র বলি গো তোমায় ॥
শুনি বিপ্র ক্রোধে বলে,
মার ধেনু, শিক্ষাছলে,
মহারণ করা কালে, এ পাপের ফল ফলিবে তথায় ॥
এই মহা মেদিনী।
গ্রাসিবে আপনি,
তব রথচক্রখানি, দিনু অভিশাপ ॥
কর্ণ করি জোড়কর,
শুন শুন বিপ্রবর,
এ শাপ দিও না মোরে আজিকে হেথায়।
ধেনু বৎস সংহার,
ঘোরতর পাপভার,
পরকালে নরক হবে, এ পাপ না খণ্ডায় ॥
কর্ণ বলে তাই হোক
ধরা তলে দুঃখভোগে
পরকালে স্বর্গেতে আমি যেতে চাই ॥
অস্ত্র কথা ভুলে গেল,
কেন বা এমন হলো,
বলি আমি সে সকল, শোন শোন ভাই ॥
ভৃগুরামে কে না জানে।
বলি আমি এইখানে।
বিপ্র ছাড়া, অস্ত্র শিক্ষা, কারে না শেখায় ॥
কর্ণ বিপ্রবালা বেশে
ভৃগুরাম কাছে এসে,

অস্ত্র শিক্ষা করে কর্ণ ভৃগু কাছে ভাই ॥
ক্লান্ত গুরু একদিবা
কর্ণের লইতে সেবা,
কর্ণ ক্রোড়ে মাথা রাখি আরামে ঘুমায়।
ইন্দ্র এক কীট বেশে,
কর্ণ উরুদেশে এসে,
দংশিয়া দংশিয়া উর্ধ পানে যায় ॥
কর্ণ সে ধৈর্য ধরে
দংশন সহ্য করে,
খুনে খুনে খুনময় বস্ত্র ভিজে যায়।
জেগে উঠে ভৃগু কয়,
বিপ্র নহ সুনিশ্চয়,
তুমি বালা ক্ষত্রিয়, বুঝিনু হেথায় ॥
যদি বিপ্রবালা হতে
সহ্য করতে না পারিতে
ভীষণ কীট দংশন আজিকে হেথায় ॥
বিপ্রবেশে করি ছল,
অস্ত্র শিক্ষা কর খল,
সকলি হবে বিফল, মৃত্যু সীমানায় ॥
ভুলে যাবি অস্ত্র কথা,
দিনু শাপ তোরে হেথা
যেমন ছলিলি মোরে, পাবি প্রতিফল ॥
চেয়েছিলে ভেদ দিশে।
দিনু তোমা ভেদ দিশে,
শুনিলে হে বসে বসে, ও হো গৌর ভাই ॥
গাইল ভ্রমর কবি,
উদয়ে, উদয় রবি,
চল্ চল তোরা শুবি। এবে বিছানাই ॥

২৭৫৭. লেটো গান : 'চাষার সঙ'

আমি চাষা এসেছি ভাই চাষ করিতে।
বড় ইচ্ছা, চাষ করিব, এই ভবের জমিতে ॥
খোদা করেছেন ভাই দয়া,
ইমান আশরফি দিয়া,
জমা দিয়েছেন ধার্য করে,
বলেছেন খুব যত্ন করে,
সকল ফসল লাগাইতে ॥

২৭৫৮.

সখি সাজায়ে রাখ্ লো পুষ্প-বাসর তেমনি করিয়া তোরা,
কে জানে কখন্ আসিবে ফিরিয়া গোপিনীর মনোচোরা।
(সে কি) ভুলিয়া থাকিতে পাবে, তা'র চির-দাসী রাধিকারে,
কত ঝড় ঝঞ্ঝায় বাদল-নিশীথে এসেছে সে অভিসারে ॥
মধু-বন হ'তে চেয়ে আন্ আধ-ফোটা বনফুল,

পাপিয়ারে বল গান গাহিতে অনুকূল।
চাঁপার কলিকা এনে নূপুর গেঁথে রাখ
তেমনি তমাল-ডালে ঝুলনা বাঁধা থাক্।
দেহের ডালায় রূপ-অঞ্জলি ধরিয়া
রাস-মঞ্চে চল্ বেশ ভূষা করিয়া।
আখর : [বেঁধে রাখ্ লো — ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ্ লো —
তমাল-ডালে ঝুলনা তেমনি বেঁধে রাখ্ লো]
সখি, যোগিনীর বেশ ছাড়িয়া আবার পরিব নীলাম্বরী,
মথুরা ত্যজিয়া এ ব্রজে ফিরিয়া আসিবে কিশোর হরি॥
হরি ফিরিয়া আসিবে, সময় পাবি না তোরা মুছিতে চোখের জল
আনন্দে ভাসিবে, আনন্দ ব্রজধাম আনন্দে ভাসিবে॥
আখর : [ফিরে আসিবে — কিশোর নটবর ফিরে আসিবে —
এই ব্রজে পদরজ দিতে ফিরে আসিবে আসিবে]
আনন্দে ভাসিবে — নিরানন্দ ব্রজপুর আনন্দে ভাসিবে —
এই নিরানন্দ ব্রজপুর হরিপদ-রজ লভি' আনন্দে ভাসিবে

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৭৫৯ হইতে ২৯৫৯ অবধি) 'দুখুমিয়ার লেটোগান', (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০০৩) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৭৫৯. লেটো গান : 'চাষার সঙ'

সংসার জীবন যাপন করিতে,
চাষ কর ভাই বিধিমতে,
রবে যদি সুখেতে,
এই পৃথিবী মাঝার॥
জমি উগালে সামালে
বীজ ফেলাও কৌতূহলে,
পাবে তবে সেই ফসলে,
মেহনতের সার॥
লাগাও ধান প্রধান ফসল,
তরকারি কলাই সকল,
দাও ভাই সময় মত জল,
যাতে প্রাণ বাঁচে তার॥
অরি হতে ফসলে,
রক্ষা কর সকলে,
নজরুল এসলামে বলে,
নইলে বাঁচা হবে ভার॥

২৭৬০. লেটো গান : 'চাষার সঙ'

মোর মাঠের জমিতে,
লাগিয়েছি বিধিমতে,
ধান হয়েছে ভালো তাতে,
এখন ফসল আলু ডাল॥
একি! জমিতে বসে কারা,
দেখিতে যে মানুষ পারা,

ফসলের করবে সারা,
ঐ বেটারা হনুর পাল ॥
দেহ চাষে শয়তান অরি,
মাঠ জমিতে হনু বৈরি,
হায়, হায়, কি যে করি,
করে দিবে পয়মাল ॥

২৭৬১. লেটো গান : 'চাষার সঙ'

আমরা যে ভাই হনুমারা, হনুর যম সবাই জানে।
হনু শিকার করে ফিরি, আমরা যখন যাই যেখানে ॥
হনুর উৎপাত যেখানে,
আমরা সব যাই সেখানে,
তাক্ করি ধনুর্বানে দমন করি হনুমানে ॥
জাল পেতে হনু ধরি
আনন্দে নৃত্য করি,
এসো ভাই মোদের সাথে, হাসি খেলি গানে গানে ॥

২৭৬২. লেটো গান : 'চাষার সঙ'

রে দুর্মতিগণ,
তোদের কেন এ দুর্ঘটন।
করিস গাছে লম্ফ ঝম্ফ,
কেন থির হয়ে এখন ॥
বড় সব উৎপাত করিতে,
আল্‌গী পেয়ে প্রাণ কাঁদাতে,
কোথায় সেই ভীষণ রব,
পড়ে আছ কেন নীরব,
যে দিকে চায় কেবলি শব,
ঠিক হয়েছে রে দুর্জন ॥
তোদেরই ঐ দৌরাত্ম্যে,
শান্তি ছিল না প্রাণেতে,
জমিতে ফসল হলে,
ছারখার করিতে সকলে,
এবে দশা হয়েছে কেমন ॥
যেমন কর্ম তেমনি ফল,
গেলি তোরা দুষ্ট খল,
এখন পড়ে ধরণীতল,
নজরুল এসলামে কয়,
এই তো দুষ্টের দমন ॥

২৭৬৩. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

কমলিনী রাধা, রাধা কমলিনী, কতদিন দেখিনি তোমারে।
তাই যমুনা পুলিনে, বনে উপবনে, খুঁজে ফিরি বারে বারে ॥
সখিদের লয়ে কোথায় রয়েছ,

ফুল তুলি মালা কোথায় গাঁথিছ,
নাকি! বিরলে কোথায় বন্দিনী আছ, ননদিনী রাখে নজরে॥

২৭৬৪. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

বলি ওহে মনচোরা, বংশীধারী, কি খুঁজিছ হেথা তুমি।
পাগলের মত ঘুরে ঘুরে চাহ, দূর হতে দেখি আমি॥
বনে উপবনে, যমুনা পুলিনে,
কিবা খোঁজ তুমি বিষণ্ণ বদনে,
কি খুঁজিছ তুমি? আমারে বলিলে, খোঁজ দিতে পারি আমি॥

২৭৬৫. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

আমি বাছুরী খুঁজে বেড়াই গো।
উঠ্‌তি বাছুরী। বনে বনে ঘুরি, তবু দেখা নাহি পাই গো॥
বাছুরী আমার কমলা বরণী,
দেহ বল্লরী নয়ন লোভনী,
বাছুরীর দলে যেন গো সে রানী, মোর পানে শুধু চাই গো।

২৭৬৬. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

আমি বাছুরী তোমার বেঁধে রেখেছি।
আমি উঠ্‌তি বাছুরী একটা বেঁধে রেখেছি॥
কমলা বরণী নবীনা বাছুরী,
গতি চঞ্চলা রূপের বাছুরী,
দল ছুট হয়ে ঘুরছিল ফিরি, আদরে আদরে ধরেছি॥

২৭৬৭. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

বড়ায়ি গো বল, কোথা সে বাছুরী আছে।
মন কাঁদে মোর বাছুরীর লাগি, ছুটে যাব তার কাছে॥
পাগল হইনু বাছুরীর লাগি,
রাতে না নিদাঁয়, শুধু জেগে থাকি,
পথ দেখাইয়া নিয়ে চল মোরে, কোনখানে বাঁধা আছে।
আমি যাব বাছুরীর কাছে॥

২৭৬৮. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

চল চল কানু, এই পথে চল।
বুঁইচি কাঁটার, বন ভেঙে কানু যেতে কি পারিবে বল॥
ভেদি কাঁটা বন, আছে নিকুঞ্জ,
মধুকর সেথা গুঞ্জি গুঞ্জ,
পিউ কাঁহা, সেথা পুঞ্জি পুঞ্জ, পিক ডাকে অবিরল।

২৭৬৯. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

কাঁটা বন ভেঙে এখনি যাইব, যদিবা বাছুরী পাই।
বুঁইচি ফলের মালা গাঁথি আমি দোলাব তার গলাই॥
কমলাবরণী মোর সে বাছুরী,
বাঁধা আছে একা, বিষাদেতে মরি,
হরষিত হব হেরিলে বাছুরী, চল চল সেথা যাই॥

২৭৭০. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

কানাই, বাছুরী তোমার এই বনে বাঁধা আছে।
ফুল ডোর দিয়ে বাঁধা আছে দেখ, কদম শাখার কাছে॥
ঐ দেখ তোমার কমলা বাছুরী,
ফুল ডোরে বাঁধা রাধাসুন্দরী,
বনফুলে গাঁথা মালা লয়ে রাধা, তব আশে বসে আছে॥

২৭৭১. লেটো গান : 'বাছুরীর খোঁজে'

এই তো তোমার কমলা বাছুরী, পেলে ভেদি কাঁটা বন।
বাছুরী নহে এ রাধা সুন্দরী, শীতল কর জীবন॥
ও লো ও সখিরা খুলে দে বাছুরী,
কানাই দেখুক রাধা সুন্দরী,
যুগলে ঘিরিয়া নাচ গান করি, জুড়াক তনু ও মন॥
নজরুল এসলামে ভনে,
আসরেতে লেটোর গানে,
প্রণাম বজলে করীম চরণে, সে যে মোর গুরুজন॥

২৭৭২. লেটো গান : 'কুলসুম'

কাঁটা চুরি করে আমার, যাবে কোথা যাদুধন।
খুঁজে খুঁজে দেখব আমি, না পেলে খুঁজিব মন॥
সিঁদুর-আম কুড়ানোর ছলে,
খোঁপার কাঁটা খুলে নিলে,
টের পাইনি বুঝি ভাবিলে, চুলে টান পড়ল যখন॥

২৭৭৩. লেটো গান : 'কুলসুম'

তোমরা ঝগড়া করো না, তোমরা ঝগড়া করো না।
আমার জন্যে, তোমরা তিনজন ঝগড়া করো না॥
আমি এক সুন্দরী নারী,
কেমনে তিনজনে বরি,
ইসলামের শরীয়ত, ধরি, বিয়ে তো ভাই হবে না॥
মোর এক শর্ত আছে,
জানাই তোমাদের কাছে,
হাজার টাকা লও মোর কাছে, তোমরা তিনজনা॥
চলে যাও দূরে দূরে,
কিনে আন মোর তরে,
আশ্চর্য জিনিস এক, দেখব কেমনা॥
যার জিনিস ভালো হবে,
সেই তো আমারে পাবে,
এ শর্ত তোমরা মানিবে, ভেবে দেখ না॥
আশ্চর্য জিনিস চাই,
ইহা মোর ইচ্ছা ভাই,
তোমাদের আনা চাই, ঝগড়া করো না।

ভোমর কবিতে গায়,
কাঁটা চুরি পালা ভাই,
লেটোর আসর মাঝে, হইয়া দিওয়ানা ॥

২৭৭৪. লেটো গান : 'কুলসুম'

আয় লো সখি, ফুল বাগানে, ফুল তুলিতে যায়।
ফুল তুলিয়ে গাঁথব মালা পরিব গলায় ॥
ফুটেছে জুঁই কেতকী,
বাসে ভ্রমর মাতামাতি,
মন আমার ঐ ফুলের সাথী, মন ছোটে সেথায় ॥[১]

১ ফুলের বাসে মন উথলা, মন ছোটে সেথায় ॥

২৭৭৫. লেটো গান : 'কুলসুম'

আমার কান দুটো ধরে, বলে গেছে বাবা, পরের উপকার করিস না।
ছেঁড়া জুতো পরে বরযাত্রী যাবি,
ভালো দুটো পেলে বদলিয়ে নিবি,
পায়ে ভরে সোজা বাড়ি চলে আসবি, পিছন ফিরে তাকাবি না ॥
ওরে পরের মাকে, নিজের মা ভাববি,
পরের বোনকে নিজের বোন মনে করবি।
ওরে পরের বৌকে, নিজের বৌ মনে করিস না,
যদি করিস, তা হলে মার খেয়ে চামড়া থাকবে না ॥

২৭৭৬. লেটো গান : 'কুলসুম'

কোন কিতাবে লেখা আছে, হারাম বাজনা গান।
দাউদ নবীর বাঁশির সুরে চমকে উঠে পাখির প্রাণ ॥
সুর যদি ভাই হারাম হতো,
বেলাল কি আর আজান দিত,
হাফেজ কারী মধুর সুরে, পড়ত কি কোরান ॥[১]

১ মধুর সুরে বাঁধা আছে পবিত্র কোরান।

২৭৭৭. লেটো গান : 'কুলসুম'

আমি আল্লার ফকির, করি জিকির, কাঁকসাতে হয় মোর মোকাম।
আমি, আল্লা, আল্লা, জপি মালা, জপি সদা আল্লার নাম ॥
খোদার ভরসায় থাকি,
মসজিদে নামাজে ডাকি,
খোদাকে মোর বুকে রাখি, না ভুলি ভাই খোদার নাম ॥
বেড়াই ভাই খোদার পথে,
যাব মক্কা মদিনাতে,
দিল ভরা মোর খোদার নাতে, খোদা ভাই, আরশের মোকাম ॥

২৭৭৮. লেটো গান : 'কুলসুম'

ফকির : অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে।
কোন বা দেশের ফকির আমি, কোন বা দেশে যাই রে ॥
কালু : গতর তোমার মোষের মত।
মোষের মতন গতর তোমার খেটে খেতে পার না রে ॥

ফকির : কি বললি বেটা। জানিস, আমি পাথর চাপড়ীর দাতা বাবার আস্তানায় থাকি।
কালু : পাথর চাপড়ীর নাম করে, বেশ করে খেচো রে।
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥
দিনে বাড়ি দেখে রাখ, রাতে তুমি ঢোক রে॥
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে।
তুমি যদি ফকির, বল আমার নামটি কি রে॥
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥
নাম যদি বলতে পার, তবেই জানব ফকির রে॥
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে।
ফকির : তোর নামটি কালু বটে, এই তো বলে দিলাম রে।
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে।
কালু : কালপারা রং দেখে বেশ বলে দিলে রে
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে।
আন্দাজের মেলে ঢিল বেশ লেগে গেল রে।
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥
কি জন্যে ঘুরছি আমি যদি বলতে পার রে।
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥
তবেই জানব ফকির তুমি, ফকির বলে মানব রে॥
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥

২৭৭৯. লেটো গান : 'কুলসুম'

ফুলের বাসে মন রাঙিল, ফুলের বাসে মন রাঙিল।
শাদির লাগি যে মন উথল হলো, মন উথল হলো॥
গাঁদা ফুলের গোড়া মোটা
গুলাব ফুলের গায়ে কাঁটা,
ফুলে ফুলে মন যে আঁটা, ফুলের কাঁটায় মন বিঁধিল॥

২৭৮০. লেটো গান : 'কুলসুম'

সখি, এতদিনে ফুটল তোমার বিয়ের ফুল।
সুবাসে অলি এলো, গুন্‌গুনিয়ে হয়ে আকুল॥
অলিদের মাতামাতি,
করে সব হাতাহাতি,
সুবাসে মাতাল হয়ে, ছিঁড়তে আসে ফোটা ফুল॥
ফুলের গায়ে আছে কাঁটা,
তাতে পিরিত আছে আঁটা,
হাত দিলে ফুটবে কাঁটা, হাত হবে খুন মেহেন্দী গুল॥

২৭৮১. লেটো গান : 'কুলসুম'

সখি, আমি কাঁটা ঘেরা কেয়াফুল, কাঁটা ঘেরা কেয়াফুল।
সুবাসে ধীর বাতাসে, মাতাল হলো অলিকুল।
অলি সব দূরে গেল,
কোন দেশে বাসা নিল
মোর তরে আনতে গেল, আশ্চর্য এক দোদুল ফুল॥

তিন জন অলি মাতে,
যাব আমি কার সাথে,
ভালে কি লেখা আছে, ভেবে ভেবে হই আকুল ॥
নজরুল ইসলাম,
চুরুলিয়া তাঁর গ্রাম
কুলসুম তোর বর আসিছে, ফুটেছে তোর বিয়ের ফুল।

২৭৮২. লেটো গান : 'কুলসুম'

সখি, চল চল ঐ কেয়া ঝাড়ের কাছে যাই।
কেয়ার বাসে মন মাতিল, কেয়া কেন টানে ভাই ॥
কেয়া ফুলের কাছ যাব,
কেয়া ফুলের সুবাস নেব,
কেয়াফুল আমায় ডাকে, কেয়ার সুঘ্রাণ গন্ধ পাই ॥

২৭৮৩. লেটো গান : 'কুলসুম'

তোমরা এখন এমন করে ঝগড়া করো না।
কে করিবে আমায় বিয়ে? ঝগড়া করো না ॥
আশ্চর্য জিনিস এনেছ সবে,
ফয়সালা তার করা হবে,
চাচাজান ফিরলে কথা হবে মানবে তোমরা তিনজনা।
চাচাজান করিবেন বিচার,
বিচারে আমি হইব যার,
সেই হইবে স্বামী আমার, পুরিবে তার বাসনা ॥

২৭৮৪. লেটো গান : 'কুলসুম

শোন শোন চাচাজান বাড়ির বিবরণ।
তুমি গেলে হজ করিতে আরবে যখন ॥
লালু ভুলু কালু ভাই,
মোরে বিয়ে করতে চাই,
কি করিব উপায় নাই, বলিলাম তখন ॥
হাজার টাকা দিলাম,
তিনজনে বলিলাম,
টাকা লয়ে তোমরা যাও বিদেশ তিনজন ॥
সেথা হতে দেখে শুনে,
আশ্চর্য দ্রব্য আনবে কিনে,
যার জিনিস হবে ভালো, তার হব তখন ॥
তিনজনে চলে গেল,
আশ্চর্য দ্রব্য কিনিল,
আয়না, ফল, চাদর এরা কিনে তিনজন ॥
ফুল বাগে করি খেলা,
সুবাসে যাই কেয়া তলা,
গোখরোর ছোবলে সেথা, হলো মোর মরণ ॥

ফুল বাগে থাকে পড়ে,
মা কাঁদে ধূলার পরে
সখিরা কি আর করে, তারাও কাঁদে তখন ॥
তিন ভাই একত্র হলো
কার কি দ্রব্য দেখিল,
আয়নাতে আমার মরণ দেখিল তিন জন।
কালুর চাদর ছিল,
সে চাদরে উড়ে এলো;
ভুলু আমার বাঁচাইল, ফল দিয়ে তখন ॥
কার সাথ বিয়ে হবে,
তুমি বিচার করে দিবে,
তোমার বিচার মেনে নেবে, ভাইরা তিন ॥
ভোমর কবিতে ভনে,
আসরে লেটোর গানে
হাজির বিচার সঠিক বিচার হবে গো এখন ॥

২৭৮৫. লেটো গান : 'কুলসুম'

মোর চুলের কাঁটা চুরি করে, রেখেছিলে মনচোর।
বুঝি নাই সে দিনের প্রেম, ভেবে ছিনু কাঁটা চোর ॥
চুলের খোঁপার কাঁটা খুলে,
যতন করে রেখেছিলে,
বাসরে খোঁপায় পরালে, এই তো আমার ফুলডোর।
এ কাঁটা নহে সামান্য,
ফেরৎ পেয়ে আমি ধন্য,
এ কাঁটা পিরিতের চিহ্ন, ভালোবাসা নাও গো মোর ॥
'চুলের কাঁটা চুরি'র পালা,
সাঙ্গ হলো, বল আল্লা,
নজরুল এসলাম রচিলা। সালাম লহ গো মোর ॥

২৭৮৬. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'

ওরে আমার সোনা,
পীর পুকুরের পোনা।
ওরে আমার বাবা,
তাল পুকুরের গাবা।
ছড়া :
আয় রে আয় টিয়ে,
দেখবি মজা গিয়ে।
শালিক বাবুর বিয়ে,
টোপর মাথায় দিয়ে।
পালকি চড়ে গিয়ে,
বৌ আসবে নিয়ে।

২৭৮৭. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'

সাথী হারা পাখি আমি, চলার সাথী পেয়েছি।
বনের দেশে আমি, বনে বনে ফিরেছি॥
থাকব না আর একা একা,
সুজন সখার পেলাম দেখা,
যে বাঁধনে রাই কিশোরী, সে বাঁধনে বেঁধেছি॥

২৭৮৮. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'

হরি এই তো বলার সময় বটে, হরি বল রে।
একবার গৌর বল রে, একবার নিতাই বল রে॥
ছিল জগাই আর মাধাই, তারা দুটি ভাই.
হরি নামে মত্ত ছিল সোনার নদীয়ায়,
হরি নাম বিনে, আর কি ধন আছে, এ ভব সংসারে॥

২৭৮৯. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'

তুমি দুঃখ দিতে ভালোবাসো, আমি তাইতো নিলাম দুখের ব্রত।
তুমি যতই আঘাত হানবে হে প্রিয় আমি পাষাণ হয়ে সইবো তত॥
মাথায় ছিল বরণ ডালা, কণ্ঠে ছিল প্রেমের বাণী,
সকল ফেলে, তুমি নিলে শূন্য হাতের প্রণামখানি,
হৃদয় আমার চাই যে গো চাই তোমার চরণে নিবেদিত॥

২৭৯০. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'

ছেলের হাতে দড়ি বেঁধে স্তন দেয় এক নারী।
তিল মাত্র বিশ্বাস নেই, সাধু ব্রহ্মচারী।
শত শত বেত্রাঘাত হাসি মুখে খায়,
সামান্য ফুলের ঘায়ে এই রানী মূর্ছা যায়।

২৭৯১. লেটো গান : 'বাবলুর মা [স্বামীর অভিশাপ]'

চাঁদের আলো সম, রূপসী ছিলাম, তোমাদের মত আমি গো।
পিওর সোপ ছাড়া হতো না গা ধোওয়া,
রসগোল্লা ছাড়া হতো না জল খাওয়া,
সন্ধ্যাবেলায় খেতাম ক্ষীর নাড়ু মোওয়া, এখন পোড়া মুড়ি মেলা দায় গো॥
নিত্যি পার্কে যেতাম, চড়ে ঘোড়া-গাড়ি।
অঙ্গের বসন ছিল বেনারসী শাড়ি,
শত ব্রাণ্ডির বোতল যেত গড়াগড়ি, এখন গেঁজা তাড়ি মেলা দায় গো॥
পাশ করা ডাক্তার ছিল মাইনে করা।
দিনে দু'বার এসে দেখে যেত তারা,
কত ঔষধ ছিল শিশি বোতলে ভরা। এখন একশিশি পাঁচন পাওয়া দায় গো।
নাম শুনে বাঘে-গরুতে ঘাটে খেত জল,
পদ ভরে মেদিনী করিত টলমল।
এখন ভিক্ষার ঝুলি করেছি সম্বল, এই মোর কপালে ছিল গো॥
স্বামীর যত কষ্ট আমারি কারণ,
আনাচে কানাচে কতজনা করিত ভ্রমণ,
এই বন্ধুজনের কত করেছি যতন, এখন পায়ে ঠেলে দিয়ে গেল গো॥

ভ্রমর কবি নিজরুল এসলাম,
(বলে) স্বামীর অভিশাপে এই পরিণাম
হয়েছে এখন কঠিন ব্যারাম, স্বামীকে কোথা খুঁজে পাই গো ॥

২৭৯২. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'

না, না, না, স্বামীর শাসন মানবো না।
জ্বালাতন, রাতদিন জ্বালাতন আর তো সহ্য করব না ॥
কথায় কথায় চালায় যে হাত,
আদর নাই গোড়ালি লাথ,
চুলোয় যাক ভাতারের ভাত, ঘরেতে তার রইব না ॥
নজরুল এসলামে ভনে,
এ আসরে লেটোর গানে,
বৌ এতো শাসন মানে, তুমি কেন মানবে না।

২৭৯৩. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'

মন দুখের কথা মোড়ল, আমি বলবো কি তোমার কাছে ॥
আমি না পাই খেতে, না পাই শুতে, না পাই মাথায় তেল দিতে ॥
অন্ন বিনে অনাহারে,
বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে,
এ কথা বলবো বা কারে,
থাকতে পতি, এ দুর্গতি, ভাগ্যেতে মোর কি আছে ॥
নজরুল এসলামে বলে,
আজিকে এ সভাস্থলে,
ঘরের দুঃখ বলতে এলে, দুঃখের কি আর শেষ আছে ॥

২৭৯৪. লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'

কোন পথে পালাল শালী, ফেলে সোনার ঘরকন্না।
ফেলে সোনার ঘর কন্না গো, ফেলে সোনার ঘরকন্না
শালীর নিকটে মাসির বাড়ি।
দুটো চারটে কথা হলে যায় দাঁড়া দাঁড়ি;
হাতে ধরে বলি ওরে, এ খিটকাল আর করিস্ না ॥
নজরুল এসলামে ভনে,
আসরে লেটোর গানে,
বৌ পালাল অভিমানে, একটু এই গাঁয়ে খুঁজে দেখ না।

২৭৯৫ লেটো গান : 'স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া'

যুবতী ও যুবক : এই বাংলাদেশে, আমরা দু'জন একমন এক প্রাণ।
এক মন এক প্রাণ আমরা, এক মন এক প্রাণ ॥
বৌ : মাঝে মাঝে ঝগড়া করি,
স্বামী : মান ভাঙাতে পায়ে ধরি
বৌ : ছি ছি বৌ এর পায়ে, কেউ কি ধরে, আছে প্রাণের টানে ॥

২৭৯৬. লেটো গান : 'ঠক্‌পুরের ঠগ্'

শোন শোন ও ভারতবাসী, ও ভারতবাসী।
বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধির দাম, হয় অনেক বেশি ॥

বিদ্যার এমনি ক্ষমতা, গিয়ে দেখ কোলকাতা।
হাওড়ার পুল দেখলে তোমার ঘুরে যাবে মাথা,
বুদ্ধির জোরে এরোপ্লেন উড়ে যায় রাশি রাশি ॥
আবার বুদ্ধির এমন গুণ আছে, সত্যকে করে দেয় মিছে,
মালি মামলা মোকর্দমায় প্রমাণ তার আছে,
বুদ্ধির জোরে অনেক জনা, এড়িয়ে যায় গলার ফাঁসি ॥
নজরুল এসলাম ভেবে বলে বুদ্ধির আছে দাম,
বিদ্যা শিখে বুদ্ধি বাড়াও, তবেই ছুটবে নাম,
না হলে পরিশেষে হবে বদনাম, বুদ্ধি যাবে গয়া কাশী ॥

২৭৯৭. লেটো গান : 'ঠক্‌পুরের ঠগ্‌'

নয়ন ভরিয়া দেখিলাম রূপ, তুলনা কি দিব তার।
সে রূপে হৃদয় জ্বলে পুড়ে খাক, হয়ে গেল ছারখার ॥
খোঁপায় বাঁধা ফুলহার মালা,
গজমতি হারে শোভিতেছে গলা,
হাতের আঙুলি তার চাঁপা কলা, এ হৃদি বেদনা ভার ॥

২৭৯৮. লেটো গান : 'ঠক্‌পুরের ঠগ্‌'

(ওরে) ঠক্‌পুরের ঠক্, ধরতে এলি আকাশেরি চাঁদ।
ও ঠক্ পড়লি ফাঁদে নিজে এসে নিজের পাতা ফাঁদ ॥
ঠকের দশা কি হয় শেষে,
ওসে নিজে ঠকে, অবশেষে,
মইটা ঘাড়ে করে শেষে, চাঁদের জন্যে কাঁদ ॥
নজরুল এসলামে বলে,
মই ঘাড়ে যা বাড়ি চলে,
চাষ করগা নাঙ্গল ঠেলে, আর পাতিস না ঠকের ফাঁদ ॥

২৭৯৯. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'

হে রাজ বৈদ্য, হে রাজ বৈদ্য শীঘ্র হাজির হও।
কি রোগে মরিল এই রাজহাতি করহ নির্ণয় ॥
এ রাজ হাতির রোগ নাহি ছিল,
ভেবে অস্থির, কেন গলা ফুলে গেল,
এ হাতি, ছিলো প্রিয় অতি, মনে মোর রেখো না সংশয় ॥

২৮০০. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'

তবে শুনুন মহারাজ করি নিবেদন।
এ হাতি জীবিত এর নাহিকো স্পন্দন ॥
বড় তরমুজ খেতে গিয়ে,
এ বেটা গলাতে লাগিয়ে,
বেটা বোকা পড়েছে বিপাকে এখন ॥
তাই বন্ধ আছে নিঃশ্বাস,
আপনিও ছেড়েছেন আশ,
এখনি বেরুবে শ্বাস, শোন গো রাজন ॥

গলগণ্ডে মুগুর আঘাতে,
ঐ তরমুজ হইবে ভাঙিতে
এ হাতি প্রাণ পাবে দেহেতে, শুনুন বচন ॥
ভেবে ভ্রমর কবি বলে,
রোগ সারে তদবির করিলে,
বাঁচবে হাতি বৈদ্য কৌশলে, লভিবে জীবন ॥

২৮০১. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'

কি চিকিৎসা কর্‌লি বেটা ভুতুম কবিরাজ।
গোবেদে রে, গোবেদে তুই, তোর ফাঁসি হলো আজ।
যাহার কর্ম তারেই সাজে,
অন্যে করলে ঠরকা বাজে
আমি সব চিকিৎসা করতে পারি,
আমি ফুলো গলে মুগুর মারি
আমি মহামারি ভালো করি, প্লেগ সারাই গো ॥
মেডিকেল কলেজের ছাত্র এসে,
চিকিৎসা শেখে কাছে বসে,
কত বিদ্যা আমার আছে, কেউ কি তা জানো গো ॥
যাহাদের হয়েছে রোগ,
মোর কাছে লও মুষ্টি যোগ,
তু বেটা আস্ত বুদ্ধু, ভ্রমর কবি বলে গো ॥

২৮০২. লেটো গান : 'বিদ্যা ভুতুম'

বুড়ি কর্তামায়ের গলা ফুলা হয়েছে ভালো।
ঝোলাগুড় যা খেয়েছিল বেরিয়ে গেল ॥
হাতির গলায় লাগা তরমুজ ভাঙি মুগুরে,
সেই ভাবে বুড়ির চিকিৎসা মুগুর মেরে।
ও বুড়িমা উঠে বস তোমার রোগ সেরে গেল ॥
ভ্রমর কবি বলে ভুতুম এখনি পালা,
মরলি বেটা মিছে কাজে, ফাঁসিতে ঝোল আজ ॥
(বেটা) খোঁড়া হয়ে উঠতে চাস্ পাহাড়ে
নির্বুদ্ধির মরণ আজ হলো গো-ভাগাড়ে
হাতুড়ে কবরেজ বেটা নাইকো রে তোর লাজ ॥
(তোর) যেমন শাদি মোবারক বাদী হলো,
ভ্রমর কবি আসর মাঝে বলে তা গেল,
এবার ফাঁসি কাঠে ঝুল্‌লি বেটা সাঙ্গ খেলা আজ ॥

২৮০৩. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'

পয়সা হলো দেশের রাজা, যাই বলিহারী।
আমি সভাস্থলে, তার প্রশংসা করি ॥
পয়সা থাকলে বুড়োর বিয়ে,
পয়সা থাকলে জুড়ায় হিয়ে,
পয়সাতে কত জনার মন যে হয় চুরি ॥

পয়সাতে হয় দালান কোঠা,
পয়সা থাকলে বাবুর বেটা,
আয়রন চেস্টে চাবি আঁটা, দ্বারে প্রহরী ॥
পয়সা আছে যাহার ঘরে,
সত্যকে সে মিথ্যা করে।
আদালতে আইন জোরে, হয় ডিক্রি জারী ॥
পয়সা নাই যাহার হাতে,
কি সুখ তাহার জীবনেতে,
ভাবনা কেবল খেতে শুতে, শুধু আহা জারি ॥
জাতে যদি হয় হাড়ির ছেলে,
তার হাতে পয়সা থাকিলে,
দেখে লোকে ভদ্র বলে, পয়সার মান ভারী ॥
পয়সা থাকিলে কি না হয়,
ঘুঁটে কুড়ুনী রাজরানী হয়,
নজরুল এসলামে কয়, জয় তো পয়সারি ॥

২৮০৪. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'

শুঁড়ি সাক্ষী মাতাল, আমার খ্যাতি।
আম বাবার কুলে, সন্ধ্যা হলে, জ্বালতাম একটি বাতি
মদ খাওয়া আর মদ খাওয়াতে, চাকরি হলো সুখের,
(আমি) পেশাদারি মাতাল হব, খাবো চোলাই চাষের,
এখন চাকরি কোথায় পাবো রে খেয়ে বাড়ল বুকের ছাতি।

২৮০৫. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'

ফাগুন বেলায়, এলে তুমি, আমার অঙ্গনে।
কি দিয়ে, করিব বরণ, ভাবি তাই মনে।।
আমারি এ দেহমন,
মোর এ রূপ যৌবন
তা দিয়ে করিব বরণ হে, আজি এই ক্ষণে ॥

২৮০৬. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'

আমারে কে আসতে বলেছে রে কালা।
[বাবাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে]
এর বেটা হয়ে আমার ঘটলো যে বিষম জ্বালা ॥
শোন্ মা কালী, তোরে বলি,
বোতল যেন না হয় খালি,
খাব আর মাখব কালি, জুড়াবে সকল জ্বালা ॥

২৮০৭. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'

পিরিত হলো শূল গো, পিরিত হলো শূল।
পিরিত করে মরল রাধে, মজিয়ে দ'কূল গো মজিয়ে দু'কূল ॥
রাধা যখন করে মান,
(কৃষ্ণ) পায়ে ধরে ভাঙায় মান
বাঁশির সুরে মেতে উঠে, পাই না ভেবে কূল গো পাই না ভেবে কূল ॥

২৮০৮. লেটো গান : 'বৌ এর বিয়ে'

আমি স্বপ্ন দেখিলাম গো।
আমি নিশি ভোর, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম গো॥
দেশের রাজা বলছে মোরে,
নিয়ে যাবে বিয়ে করে,
রানী হয়ে আমার ঘরে, থাকবে সুখে গো॥

২৮০৯. লেটো গান : 'বৌ এর বিয়ে'

ও পাপিষ্ঠ, এই উচ্ছিষ্ট কেন না খাবি।
তোর বিধবা মা'র বিয়ে হলে তাকে কি তুই বাবা বলবি॥
পাঁচুর উচ্ছিষ্ট ঐ নারী,
ধন্য রে তার বাহাদুরি,
উচ্ছিষ্ট মেয়ে, করলে বিয়ে পাঁচুর যে উচ্ছিষ্ট খাবি॥

২৮১০. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

ভাই লেগেছে বড়ই মজা, লেগেছে বড়ই মজা
এবার মজা করে খাবো মোরা খাজা-মণ্ডা গজা॥
এবারে বানাব দালান,
চারিপাশে বসাব বাগান,
দালানের উপরে ভাই, উড়াব রঙিন ধ্বজা।

২৮১১. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর॥
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু
যাহা চাই, তাহা পাই, নাম কল্পতরু॥
দিবানিশি সদা চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ।
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস।
নেতপাট সিংহাসন উপরেতে তুলি।
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী॥

২৮১২. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

বুড়োকে উচিৎ শিক্ষা দিব আমি, জেনেও জানে না।
আচ্ছা জব্দ করব তারে, এ মোর মনের বাসনা॥
শিখায়েছি আমার বৌকে,
বুড়ো এলে বলতে তাকে,
'ও বুড়ো, হও হে ঘোড়া, চাপ্‌ব পিঠে এ মোরা মন-বাসনা।
বুড়ো যখন হবে ঘোড়া,
বৌ চেপে মারবে কোড়া,
আমি লুকিয়ে থাকব গাছের গোড়া, বুঝিতে সে পারবে না॥
লগুড় হাতে আমি আসিব,
বুড়োর পাছায় বাড়ি মারিব।
দেখে বুড়ো বাক হারাবে, কপালে তার লাঞ্ছনা॥

তখন চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়িবে,
পাছাতে হাগা বাহির হবে,
জোড় হাত করিয়ে বুড়ো, বলবে এ কাজ করব না॥
নজরুল এসলামে বলে,
হায় রে প্রেম করিতে বুড়ো কালে,
ঘোড়া সেজে খাবি কোড়া, মনোবাসনা পুরবে না॥

২৮১৩. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

আমার এই-রূপ আগুনে পুড়বে এসে কত জনা।
রূপ-আগুনে মরবে পুড়ে দেখ্‌ব তাহার রঙ্গখানা।
যে জন রূপের ফাঁদে পড়ে,
সে জন ঘরে রইতে নারে,
চুপিসারে চুপিসারে, করতে কত আনা গোনা॥

২৮১৪. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

প্রিয়, তুমি হবে ঘোড়া, আমি হব তোমার সওয়ারি।
ধরবে দাঁতে, দিব লাগাম, আমার ছেঁড়া শাড়ি॥
ছেঁড়া কাঁথা পিঠে দিব,
তার উপরে বসিব,
নরম হাতে মারিব, ছুটবে চিঁহি চিঁহি করি॥
দুইজনে তার পরে,
যাব ঐ ভাঙা মন্দিরে,
এক সাথে গলাগলি করি, রহিব শুক সারি॥

২৮১৫. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারেব সঙ'

বুড়ো জমিদার, ঘোড়া সেজে, জব্দ এইবারে।
রক্ষা কর, রক্ষা কর বলে কাঁদে চরণ ধরে॥
এই বার ইষ্টদেবে, কররে স্মরণ,
মোর হাতে তোর হবে রে মরণ,
লেদে ফেল্‌বি ঘোড়ার মতন, ছোটাব তোরে॥
তুই যেমন পাজি, তেমনি রে তোর ললাটের লিখন,
লগুড় মেরে অস্থি পাঁজর করব রে চূর্ণন,
যেমন সাজা হয় রে বেটা, হাঁড়ি খেকো কুকুরে॥
বেটা হাঁড়ি খেকো কুকুর, খেতে এলি পরের হাঁড়ি,
দেখ্‌রে ঘোড়া, পড়ছে পিঠে ভীম লগুড়ের বাড়ি,
কেউ নাই আজ, আমার হাতে রক্ষিবে তোরে॥
বেটা বুড়ো ঘোড়া, শয়তানী তোর আজকে ঘোচাব,
মুখে থুতু দিয়ে বেটাকে নরক পাঠাব,
নজরুল এসলামে বলে, হাঁড়ি খেকো কুকুর জব্দ মুগুরে॥

২৮১৬. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

বুড়ো ঘোড়া ডাকছিস যমে, এখন রে তোর দুঃসময়।
ও তোর মুখে দড়ি, পিঠে বাড়ি, মুখ হয়েছে ফেনাময়॥

বেটা বুড়ো ভেড়া কি করিলি,
পর নারীতে কু-দৃষ্টি দিলি,
তাই কোড়ার চোটে পিঠ হবে তোর রক্তময়।
পড়েছিস্ দৈব দুর্বিপাকে,
ঘোরাব রে দড়ি দিয়ে নাকে,
আবার অপমানে, অপমানে প্রাণ হবে তোর সংশয়॥
পেলি কত লাঞ্ছনা সাজা,
ছি ছি বুড়ো নাই তোর লজ্জা,
দেখ্‌ছিস এখন কেমন মজা, এটা দই বেচা তো নয়॥
বেটা মর্‌গা ডুবে হাঁটু জলে,
নয় রশি লেগারে গলে,
ছোঁচা কুকুর ধরা পড়লে, এমনি ধারা সাজা হয়॥
নজরুল এসলাম কয় দর্পে
বেঙাচি হইয়া সর্পে
দ্বন্দ্ব করে, মনস্তাপে, ভাবছিস্ এখন কি হয়, কি হয়॥

২৮১৭. লেটো গান : 'বুড়ো জমিদারের সঙ'

দেখ দেখ ভ্রাতাগণ, অদৃষ্টের কি দুর্ঘটন।
পরের লেগে খাল খুঁড়লে, সে খালে নিজের মরণ॥
যেমন কুকুর তেমনি সাজা,
মার খেয়ে তুর নাইরে লজ্জা,
মুখ ঢেকে পালালি সোজা, না তাকালি ফিরে পিছন॥
বেটা হারাইতে সম্মান,
পর নারীতে দৃষ্টিদান,
ধুন্দুর কি হয় পক্ষিরাজ, কেহ কি দেখেছে কখন॥
বেটা কোন ভাগাড়ে পড়ে ছিলি,
ডাকাতির টাকায় জমিদার হলি,
তাই গালে মাখিলি কালি, ভাগাড় পানে আছে মন॥
বেটা যদি মানুষ হতিস্,
ও মুখ কভু না দেখাতিস্
ও রে অন্ধ কভু না দেখে মুখ, ধরিলে সামনে দর্পণ॥
চিন্‌তে নারে আসল নকল,
ভালো মানুষকে ভাবে পাগল,
এ দৈন্য অজ্ঞানতার ফল, দুর্গন্ধেতে ভরা মন॥
বাঁদর যদি পোষাক পরে,
বেশ যদি সুসভ্য ধরে,
তাকে কি আর মানুষ বলে, অধীন ভ্রমর কবি কন॥

২৮১৮. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'

তা–রে না–রে–না॥
আমার মা বলেছে গরু চরাতে, তা-রে না-রে না।
আমার বাপ বলেছে পাঠশালে যেতে, তা-রে না-রে না॥
আমি ডাঙ্গালের মাঠে গরু চরাব তা-রে না-রে না,
আমি ফিঙের সাথে নাচবো গাইব, তা-রে না-রে না,

আমি আর যাব না পাঠশালে পড়তে, তা-রে না-রে না ॥
গুরু মশায়ের হাতে ছড়ি, তা-রে না-রে না,
পড়া না হলে পিঠে বাড়ি, তা-রে না-রে না,
নজরুল এসলাম বলছে পড়তে, তা-রে না-রে না ॥

২৮১৯. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'

(আমি) রাজকন্যার খোঁজে যাব সাত সাগরের পার।
বিজন, গহন বন পেরিয়ে খুঁজব বারে বার ॥
কোথায় আমি পাব তারে,
কোন গাঁয়ে কোন দীঘির ধারে,
রঙিন শাড়ির আঁচলখানি উড়ছে কোথা তার ॥
তেপান্তরের মাঠ বুঝি এই,
পেরিয়ে যাব ভর দুপুরেই
ঐ যে দূরে গাঁ খানি ভাই অশথ গাছে আড় ॥
নজরুল এসলামে বলে,
ঐ গাঁয়ে ভাই যাও হে চলে,
ঐ গাঁয়ে এক কন্যা আছে, হবে যে তোমার ॥

২৮২০. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'

ওরে ও বাঁশরি ছোঁড়া,
তু অতি বদের গোড়া,
বসেছিস্ ঘাটের মাথায় ॥
দেখ্‌ছিস্ মোরা নারী,
ঘাটে নেমে জল সারি,
গা-মাথার কাপড় স'রে,
ওরে ছোঁড়া যা রে স'রে,
মোরা যাই চান করে,
বসবি আবার এ ছায়ায় ॥
ভ্রমর কবিতে ভনে,
আসরে লেটোর গানে,
ও ছোঁড়ার যাবার ইচ্ছা নাই ॥

২৮২১. লেটো গান : 'হারাধনের বিয়ে [বিয়ে পাগলা ছেলে]'

জল সর, জল সর, তোমরা, জল সর, জল সর।
আমি ভালো, লোকের ছেলে, কেন অমন কর ॥
মুখ ঘুরিয়ে পিছন ফিরে,
বসলাম এব. ঘাটের পরে,
ঘাটের দিকে চাইব না আর আনন্দে চান কর ॥

২৮২২. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

হায় হোসেনা, হায় হোসেন, রব উঠিছে কারবালায়।
ফোরাত নদী, ঘিরে রেখেছে, এজিদের যত সিপাই ॥
শিশু কাঁদে পানি পানি পানি,
পানি, পানি, কোথা পানি,
হায় রে পানি, নাই রে পানি, পানি, পানি, পানি নাই ॥

কাশেম আলী রণে গেল,
পানি বিনে শহীদ হলো,
সকিনা কাঁদে এলোচুলে, কেহ নাই রে, হায় রে হায় ॥

২৮২৩. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

জোয়াল কাঁধে বলদ চলে, আগে আগেতে।
বা জান[১] আমার সঙ্গে চলে, পান্তা লয়ে মাথে ॥
সোনার মাটি সোনার লাঙ্গল,
চষব, মাটি ফলবে ফসল,
ঝলমল মল সোনার ফসল, সোনার মাটিতে ॥

বা জান = শিশুপুত্রকে প্রীত্যর্থে।

২৮২৪. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে ॥
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সই মন্ত্র দিল পুত্র শ্রীরামের কানে ॥
চতুর্দশ বর্ষ বনে কুশলে থাকিবে।
রক্ষা কর রামচন্দ্রে লোকপাল সবে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রাখুন কার্তিক গণপতি।
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী ॥
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ যে রবি।
জলে স্থলে রক্ষা কর জননী পৃথিবী ॥
চৌদ্দ বর্ষ রহে আমার জীবন।
তবে তোমা সনে রাম হবে দরশন ॥
বিদায় লইয়া যান মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥

২৮২৫. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

সখি লো, ফুল বনে, মনে দোলা লাগিল।
মধু সৌরভে হিয়া মোর পাগল হলো ॥
ফুলে ফুলে মধুপ গুঞ্জরণ,
মোর এ মনে জাগে শিহরণ,
এ ফুল কাননে সখি, শ্যাম কি এলো ॥

২৮২৬. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

হে বীর জোয়ান, হে বীর জোয়ান, যাও যাও ছুটে যাও।
বাংলা মায়ের বুকে হতে ঐ নীল বাঁদরদের তাড়াও ॥
ওরা শিশু মারে যুবতীকে ধরে,
দুঃখ এনেছে বাঙালির ঘরে
হয়দরী হাঁকে, হাতে লাঠি ধরে, বাঙালির জয় গাও ॥

২৮২৭. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

নীল বাঁদরে, বাঙলা মায়ের কন্যা হরণ করেছে।
পথ হতে ঐ ললনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে॥
বাঙালি জোয়ান, হও আগুয়ান,
গাও মুখে মুখে বাঙালির গান,
মেরে নীলকরে, কর কর ত্রাণ, ঐ যে ললনা কাঁদিছে॥

২৮২৮. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

আমার এই টাটকা লুচি, দিই গো কারে।
প্রেমিক যারা, নেয় গো তারা, দিই না আমি যারে তারে॥
আমার এই টাটকা লুচি,
অরুচির হয় গো রুচি,
খেলে পরে এক কুচি, মরা গাঙে জোয়ার ধরে॥

২৮২৯. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

ও ভাই, নীলকুঠির ঐ নীলবাঁদর ছিল বদের সর্দার।
বাঙলা মায়ের শ্যামল প্রান্তর করছিল ছারখার॥
নীল চাষেরি জন্যে রে ভাই,
মারলে শিশু ইংরেজ কসাই,
মা বোনদের উপরে ভাই, হচ্ছিল যে অত্যাচার॥
নীল চাষেতে পেট ভরে না,
এ মাঠে তার চাষ হবে না,
লাগাব ধান, ফলবে সোনা, এ মাটি যে হয় সোনার॥
(আজ) নীলকুঠিতে পড়ল তালা,
তাড়ালাম ভাই নীলকর শালা,
এখানে হবে রে ভাই পাঠশালা, পড়বে ছেলে সবাকার॥
নজরুল এসলামে ভনে,
আসরাতে লেটোর গানে,
দেখলাম আজ এখানে, নীলকরদের অত্যাচার।

২৮৩০. লেটো গান : 'নীলকুঠি'

নমঃ মাগো বিষহরি, মা গো মনসা।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তোর করি পূজা॥
তুমি মাগো বিষহরি,
দ্বারে দ্বারে ফিরতে নারি,
মাগো দুটি পায়ে ধরি, কর করুণা।
ভাদর মাসের পঞ্চমীতে, তোর করি পূজা,
কোথা পাবো বলে দে মা বলির অজা,
আমি মাগো নিরুপায়ী,
দয়া কর দয়াময়ী,
অভাগীরে ভালো রাখিস ধরি দুটি পায়।
আয় মা মনসা দেবী, আয় আয় আয়॥

২৮৩১. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

কোথা পাব বল না পাখি, আমার চলার সাথী।
দিখা হলে বলিস তারে কাটে না মোর রাতি॥
জেগে জেগে কাটে রাতি পরাণ আমার মানে না,
মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ আর পরাণে ত' সহে না,
দিখ্‌না পাখি মনের মাঝে, জ্বলে মোমের বাতি॥

২৮৩২. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

সাথীহারা পাখি আমি সুজন সাথী পেয়েছি।
পাহাড় দেশে ছিলাম আমি, বনে বনে ফিরেছি॥
থাকব না আর একা একা,
কুড়িয়ে পেলাম সুজন সখা,
আবার কবে হবে দেখা, সেই আশাতেই রয়েছি॥

২৮৩৩. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

নাগনাগিনীর খেলা দেখাই, আমি বেদের মেয়ে।
পদ্মমণি, চিতি, গোখ্‌রা দিখ্ না বাবু চেয়ে॥
আল কেউটে, কাল কেউটে, কালনাগিনী আছে,
সবুজবরণ লাউ ডগা গো আছে আমার কাছে,
ও বাবু, দিখ্‌না খিলা সাপের খিলা, নাচাব গান গেয়ে॥

২৮৩৪. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

কেউটে নাচে, গোখ্‌রো নাচে, নাচে পদ্মমণি।
কাজল লতার দাগ পিঠে ভাই, নাচে কালনাগিনী॥
চিতি ডোমনা খিলা করে,
লাউডগার ঐ লেজটি নড়ে,
আমি প্রণাম করি, মা মন্‌সা। বেহুলা জননী॥

২৮৩৫. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

ও সুজন, তু হলি মাঠের গোখরা, আমি পাহাড়ে চিতি।
নাগ নাগিনী একই হয়ে গাইবো মিলন গীতি॥
তু রে সুজন আমার খাঁচা, আমি খাঁচার পাখি,
ই বাজারে সাপ খিলাতে মিল্‌লো আঁখে আঁখি,
বাঁধলি সুরে, পিরিত ডুরে, দিয়ে পিরিত প্রীতি॥

২৮৩৬. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

নুমো নুমো মা মুনসা চুরণে তুমার।
তুই মায়ী তু ছাড়া কিছু নাই আমার॥
অন্ধা হয়িছে মায়ী দিখই ইই নারী।
ইই নারী ইই নারী বড়ার ঝিয়ারি॥
বাপে কাঁন্দে, মরদ কান্দে কান্দে মায়ী ভাই।
কিরুপা করি দৃষ্টি দি মা মিনুতি জানাই।
উগো মায়ী, মা দিখি নাই, বাপ দিখি নাই।
ভাই দিখি নাই ই জুগতি কিছু আমার নাই॥

তুই মা মুন্‌সা মায়ী আমার দিলি বুর।
আমার দিহে ভুর কুর মা, ভুর তুই কুর॥
তুর পুজা কুরে আমি তুর কিরুপা পাই।
তু ছাড়া ই জ্গতে কহু আমার নাই॥
ই ঝিয়ারির চুখের দিঠি ফিরি দি মা তুই।
সাত বুনফুল দিয়ি পূজিব মা মুই॥

২৮৩৭. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

তু যা যা যা যারে পাখি, যা রে উড়ে যা।
ডাকিস্‌ না আর, ডাকিস না, কিছু ভালো লাগে না॥
আমার মনে দারুণ জ্বালা
তা জানে না চিকন কালা,
হায় রে, মনে কি যে জ্বালা, কি যে মনে যাতনা।

২৮৩৮. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

পরনে শাড়ি লিব, না লিব গয়না।
সোনার ও গয়না, আমার গায়েতে সয় না॥
খোঁপাতে ফুল লিব, মাথায় উড়না লিব বেঁধে রে,
ও রে সুজন আমার যাব তুর পিছু পিছু রে,
সোনার গয়না গায়েতে সয় না সয় না॥
ও তুর মুখের হাসি,
মোর গলায় ফাঁসি,
দিলি আমারে তু প্রেমের ফাঁসি, ও হাসি ভুলব না॥

২৮৩৯. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

নমঃ মাগো বিষহরি, মাগো মুনসা।
বাজনা দেব, বলি দেব, দেব মা অজা॥
তুমি মাগো বিষহরি,
বিপদে আজ শরণ করি,
দয়া কর মা পায়ে ধরি, মাগো মনসা॥
আই মা বিষহরি, বিষ কর নাশ,
আই মা মুনসাদেবী আই মম পাশ
আই মা দেবী মুনসা, আই মা দেবী মুনসা॥

২৮৪০. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

ছিনু পাহাড়ি মেয়ে, ছিনু বনের পাখি।
আমি চাঁপাডাঙ্গা রাঙ্গগড়ে উঠিনু ডাকি॥
পেয়েছি সুজন সখা,
নহি আমি আর একা,
স্বজনে পেয়েছি দেখা কেন দূরে থাকি॥

২৮৪১. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

কর প্রণাম চরণে,
এ যে তোমার স্বর্গের সিড়ি
ভুলো না ভাই, এ জীবনে॥

দুষ্টলোকের মিষ্টি কথায়, ভুলো না ভাই তুমি
এ যা বলছি সত্য কথা, এরে ভালো চিনি আমি,
এর নাম শুনলে, প্রাণে পাবি ব্যথা
মরবি পুড়ে মন আগুনে॥

২৮৪২. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

প্রভু প্রভু প্রভু প্রভু কেন সৃজিলে মোরে।
কেন সৃজিলে, সৃজিলে কাহারও তরে॥
ভাষায় ভাষায় মোর ফুটে উঠে গান,
কণ্ঠে বাজিছে মোর সুর আর তান,
নাচের ছন্দে তালে কুহর বিতান, শুধু ঝঙ্কারে॥
কোথায় পাঠাবে মোরে, কোথায় যাইব,
কার কাছে গিয়ে এই পরাণ জুড়াব,
পিক কণ্ঠে আমি কারে বা ডাকিব, বল প্রভু মোরে॥
নজরুল এসলাম গাহিছে কাতরে,
রূপসী ললনা তুমি যাবে ত্বরা করে,
মন জুড়াতে জয়চাঁদ রাজারে, কলমাগড়ে॥

২৮৪৩. লেটো গান (পালা) : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

মন জুড়াতে জুড়ি নাই মোর, আমি বনমাঝে বনফুল।
সৌরভে মোর এত দিনে আসিল হে অলিকুল॥
বন মাঝে থাকি বনেতে বেড়ায়,
ফুলরেণু মাখি ফুলে ও পাতায়,
নেচে গেয়ে ফিরি বনলতায়, আমি বন বুলবুল॥
কত দিন পর তুমি এলে হে,
আমি আছি তব পথ চাহি হে,
আমি যে তোমার, তোমার লাগি হে আমি হয়েছি আকুল॥
কমলার ফুল আমি কমলিনী,
এই উপবনে আমি বনরানী
এ মনবারতা দেয় হাতছানি, মোর মন বাগে তুমি হে রাতুল॥
নজরুল এসলাম গান গায়,
লেটোর আসরে মধুর কথায়,
রাজার কি হয়, দেখিবে সবায় রাজার হৃদয় হয়েছে আকুল॥

২৮৪৪. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

যৌবন ঢেউ এসে লাগিল, মোর দেহ যমুনার কূলে
উথলিল এ মন নদী, জোয়ারেতে উঠিল দুলে॥
দখিনা মলয় বহে যায়।
জাগে রোমাঞ্চ শিরায়,
মোর মন নদী ছুটে চলে যায়, তোমারি পদতলে॥
আমি তোমারি, তুমি আমারি
পান কর হে এ যৌবন বারি,
তোমার মনে আমি মনোহরী, এ দেহ বল্লরী দিয়েছি তুলে॥

২৮৪৫. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

একে এবার রোগে ধরেছে।
একে এবার রোগে ধরেছে।
একে বলছি বারংবার,
এখন তো সময় আছে, দেখা রে ডাক্তার।
কত রাজা উজির, সাধু ফকীর,
এই রোগেতে মরেছে॥

২৮৪৬. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

মোর এ ভরা যৌবন আমি তোমারে দিয়েছি প্রিয়
তুমি ছাড়া মোর যৌবন সুধা পান করিবে না কেহ॥
সুধা রসে ভরা মোর দেহখানি
ধরিয়াছি তব সম্মুখে আনি
এ দেহ বল্লরী দেয় হাতছানি, এসো কাছে এসো প্রিয়॥
এসো কাছে এসো করিও না দ্বিধা,
মিটে যাবে, মনে যত আছে ক্ষুধা,
কর পান কর রস সুধা, এ দেহ তোমারি দেহ॥

২৮৪৭. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

কাঁদিস্ নে মা,
কাঁদিস্ নে মা,
এ যে কর্মফল।
কাঁদ্‌বি কেন,
মা সতী নারী
কাঁদবি কেন বল॥

২৮৪৮. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

আমার গীতের সুর ও লহরী তব হৃদি মাঝে বাজে।
বঁধু হে তব হৃদি মাঝে বাজে॥
রূপশিখা মোর দীপশিখা হয়ে তব অন্তরে রাজে
বঁধু হে তব অন্তরে রাজে॥
তুমি তরু, আমি গুল্মলতার ফুল,
জড়ায়ে রয়েছি বুকে বুকে তুলতুল,
গাহিতেছি গীত আমি তব বুলবুল,
সাতটি সুরকে ধরেছি কণ্ঠমাঝে॥
বঁধু হে সাতটি সুরকে ধরেছি কণ্ঠমাঝে॥

২৮৪৯. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

পালাস না রে, পালাস না রে সর্বহারার দল।
সামনে দাঁড়ায়ে বীর সেনাপতি, চল তার সাথে চল॥
লাঞ্ছিতা নারী উঠিয়া দাঁড়া,
খড়গ ধরিয়া মাতালে তাড়া,
শত কণ্ঠ মার্ মার্ বলি কাঁপা রে ধরণী তল॥

২৮৫০. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

লৌহ কারার দুয়ার ভাঙো, দুয়ার ভাঙো বন্দী আজি মহান রাজা।
কে রাজাকে বন্দী করে, কোন বিদেশিনী, দেয় সে সাজা॥
ভাঙ ঐ কারার দুয়ার জোরসে টান,
অত্যাচারীর মাথার উপর খড়গ হান,
পালা রে অত্যাচারী জেগেছে আজ সকল প্রজা॥
লাথি মার লাথি মার কারার দ্বারে,
ঝনঝনিয়ে ভাঙুক কারা ভয় কারে রে
মায়াবিনী বিদেশিনী দ্বীপবাসিনীর দিব সাজা॥

২৮৫১ লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

কে গো তুমি বাঁশি হাতে, বাঁশুরিয়া।
সুধায় ভরিয়ে দিলে মোদের হিয়া॥
চরণে নূপুর মাথায় চূড়া,
শ্যামাঙ্গে তোমার পীতধড়া,
সন্ন্যাসী বেশে এসে, গেলে ছলিয়া॥
লহ অঞ্জলি বংশীধারী
যূথী কুন্দ কেয়া'র কেয়ারী,
ডালিনু চরণে তোমারি, ও চরণ নিরখিয়া॥
নজরুল এসলাম গাই গীত,
রাজার ধর্ম হলো পরীক্ষিত,
হেরি জয়চাঁদ রাজার পিরিত, পুলকে উঠিনু পুলকিয়া॥

২৮৫২ লেটো গান : 'আকবর বাদশা'

সর্ব প্রথম বন্দনা গাই, তোমারী ওগো বারি তালা।
তার পরে দরুদ পড়ি মোহাম্মদ সাল্লে আলা॥
সকল পীর আর দেবতা কূলে,
সকল গুরুর চরণ মূলে,
সালাম জানাই হস্ত তুলে,
দোওয়া কর তোমরা সবে, হয় যেন গো মুখ উজ্জলা॥

২৮৫৩ লেটো গান : 'আকবর বাদশা'

সাজ সাজ সাজ সেনাপতি, সাজ হে যত সৈন্যগণ।
দুরন্ত পাঠান মম এ রাজ্য মাঝে দৌরাত্ম্যি করিছে অকারণ॥
গৌড়-বঙ্গ অধীশ্বর সুলেমান কররানী করেছিল সন্ধি স্থাপন,
তাঁর তনয় দাউদ খান, হতজ্ঞান, মম রাজ্য অধিকার করেছে, এখন॥
আকবর বাদশা, ভারত অধীশ্বর রাজ্য জয়ে সদা তাঁর মন,
দুর্বল মূষিক হয়ে, সিংহ সম রাজাসনে, যুদ্ধে বাসনা করে দুর্জন॥

২৮৫৪ লেটো গান : 'আকবর বাদশা'

ধিক্ ধিক্ ধিক্, শত ধিক্ তোর, নির্লজ্জার প্রাণে।
বিদ্রোহী হয়েছ নির্বোধ, ভেবেছ কি মনে॥
ভারতবর্ষের সম্রাট মহাবীর আকবরে,
তাঁর ভয় নাই কি পাষণ্ড, তোর অন্তরে,
কার জোরে মাতিস তুই সমরাঙ্গণে॥

কাঁকলাস হয়ে বেটা মারবি অজগরে,
বায়স হয়ে, গরুড়কে জয় করতে ইচ্ছা করে,
তাই কি রে সম্ভব হয় কভু মনে ॥
ঘুঘু কি বাজ পাখির সাথে লড়াই করতে যায়,
মেষের ছানা, নেক্‌ড়ে বাঘকে কভু ধরতে চায়,
আবার মৃগ কভু শার্দুল দেখে সাহস আনে মনে ॥
সাজো সাজো সেনাপতি, ধর অস্ত্র নিয়ে,
পাষণ্ডের মুণ্ডু লুটাবে ধূলায় নজরুল এসলাম কয়,
হও নির্ভয়, হও নির্ভয়, দাউদ খানে জিনে ॥

২৮৫৫. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'

রক্ষার ছেড়ে দে আশা মম সদনে।
চাপে পড়লে বাপকে ডাকে, জানে সর্বজনে ॥
পড়ে যদি শিকার কভু শিকারির হাতে.
সেকি তারে পারে এড়াইতে,
ময়না এবে শিক্‌রার হাতে, পড়েছে কুক্ষণে ॥
অগ্রেতে না চিনে নির্বোধ, কত প্রকারে,
ধর্‌ অস্ত্র কর রণ বলেছিস্‌ অহঙ্কারে,
এখন কেন রে, চরণ ধরে, ভিক্ষা চাস্‌ জীবনে ॥
বৃথা করিস্‌ ত্রাহি ত্রাহি, নয় রে আর,
দাউদ তোর মুণ্ডু ছেদিব এবার,
তোর স্ত্রী পুত্র পরিবারে ছেড়ে দিলাম, যাক নিজস্থানে ॥
পিপীলিকা, উঠেছিল পাখা, পুড়িয়ে মরিবি,
গৌড়-বঙ্গ ছেড়ে এবার যমপুরী যাবি,
দুর্মতি হয়েছিস্‌ লাঞ্ছিত, এবে নজরুল এসলাম ভনে ॥

২৮৫৬. লেটো গান : 'আকবর বাদশা'

দেখ, নয়ন মেলে, কর্মের অনুরূপ ফল তোর এখন।
এখন কেন নিঃশব্দেতে ভূমি শয্যায় করি শয়ন ॥
তুই রে গৌড়-বঙ্গে রাজা হয়ে,
এসেছিলি সম্রাট জয়ে,
তেম্‌নি আজ জীবন বিহীন,
হয়েছে তোর দেহ মলিন,
ধূলা মলিন, পড়ে আছিস, হয়ে বক্ষ বিদারণ ॥
মস্তক কেটেছে সৈন্যাতে
তোর, দেহ পড়ে ভূমিতে,
ধূলা কুসুম শয়নে,
করবে মজা শৃগালগণে,
শব তোর বেড়াবে টেনে, আজ কেন রে নাই অন্বেষণ ॥
খঞ্জরে খঞ্জরে কেন,
নিঃশব্দ হয়েছিস হেন,
(তোর) সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ,
লেগেছে বিষম রঙ্গ,
তোর ঐ বাক্য প্রসঙ্গ, রইল কই, বেহায়া দুর্জন ॥

ভেবেছিলি ভিক্ষু সন্তান,
হব আমি রুমের সুলতান,
শুনে হাসি পায়, গাধা কি, জিনে ঘোড়ায়?
ঘুটে কুড়ুনীর বেটা, রেশমি পোষাক পরে এখন॥
(বেটা) শয়ন করেছিলি চটে,
লক্ষ টাকার স্বপ্ন ঘটে,
মেথররা মনে ভাবে,
জজ সাহেব হব এবে,
নজরুল এসলাম বলে ভেবে, কোথা রে, তোর সে আস্ফালন॥

২৮৫৭. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'

আমি প্রথমে বন্দনা করি তোমারি ওগো বারী তালা।
আমি তার পরে বন্দনা করি, রসুল সাল্লে আলা॥
আমি তারপরে সালাম করি,
দরবেশ আউলিয়া কদম ধরি,
এ আসরে যেন তরি, ওগো প্রভু খোদা তালা॥
বজলে করীম গুরু পরে,
সালাম জানাই ভক্তি ভরে,
গুরু, দোয়া তুমি করো মোরে, হয় যেন মোর মুখ উজালা॥

২৮৫৮. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'

শোন শোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর মৌলভী সবে।
সকল ধর্মের সার কি? জানিতে মোরে হবে॥
সে কারণে বেদ উপনিষদ পুরাণাদি আর,
জানিতে পড়িতে জাগে বাসনা আমার,
ফার্সিতে এ সব তরজমা করহ তোমরা সবে॥

২৮৫৯. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'

ওরে মানুষে মানুষে ভেদ নাই, সকল মানুষ ভাই ভাই।
বাবা আদম আর মা হাওয়া হতে, সৃজন যে সবাই॥
আল্লাহ এক, তিনি মহাজ্যোতির্ময়,
সৃজন করেছেন যে, তিনি সমুদয়,
ফেরেশ্‌তা, জীন ও মানব, পশুপাখি কীটাদি যা দেখিতে পাই॥
নীচে ধরণী উপরে সপ্তাকাশ,
এর মধ্যে যারা করে বসবাস,
সবার খাবার, সকলের বাস, আছে তার কাছে ভাই॥
করি স্মরণ সে খোদার নাম,
ভনে কাজী নজরুল এসলাম,
সালাম, সালাম হাজার সালাম, সেই সে বিশ্বপ্রভুর পায়॥

২৮৬০. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'

আগ্রা প্রাসাদ ছেড়ে, দারা চলে যায়, হায় রে হায়।
শাহজাহান কাঁদে দুর্গে, তাজবিবি কাঁদে রওজায়॥
কাঁদে তরুলতা, কাঁদে পশুপাখি,
সকলে কাঁদিছে হায় দারা শিকো লাগি,

হায়! ঐ দারা যায়, দারা পুত্র লয়ে কে তারে ফেরায়॥
নজরুল এসলাম গায় এ আসরে।
চলিয়াছে দারা ভাগ্যের ফেরে,
কার ভাগ্যে কি আছে? ভাই রে, বল তা কে খণ্ডায়॥

২৮৬১. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'

খোদার লীলা কে বুঝিতে পারে, আহা কে বুঝিতে পারে।
আজ যে আমীর, কাল সে ফকির, এই ধরণীর পরে॥
নাদিরা বানু বেগম ছিল,
মরুর ধূলায় প্রাণ হারাল,
মরুর মাঝে কবর হলো, হায় কপালের ফেরে॥
দারা শিকো ছিল যুবারাজ,
পথের ভিখারি সে যে আজ,
পরে আছে সে ফকিরের সাজ, সাথীহারা হয়ে ঘোরে॥
নজরুল এসলামে ভনে
এ আসরে লেটোর গানে,
সকলে প্রণমি এখানে, আমি ভক্তিভরে॥

২৮৬২. লেটো গান : 'যুবরাজ দারা শিকোহ্'

খোদাকে স্মরণ কর, খোদাকে স্মরণ কর, কেঁদে কিবা ফল।
চিন্তা কর রে ধৈর্য ধরে বিধিব বিধান কর্মফল॥
চারিজনের যে হতো রাজা,
সে দিত এই একই সাজা,
বুঝতে কি পারছ না রাজা, তামার সে কি হলাহল॥
ইতিহাসের পাতাতে পাই,
কেউ কারে ছাড়েনি রে ভাই,
একই সাজা দিয়েছে সবাই, কেন মিছে অশ্রুজল॥
খোদার শক্তি ভেবে মনে,
নজরুল এসলামে ভনে,
ঘটনা সেই বিধি যে জানে, তার ক্ষমতা কে রোধে বল॥

২৮৬৩. লেটো গান

এসো গো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা।
সুর এনে দাও কণ্ঠে মোদের, তুমি কমলা॥
তোমারি নামের গুণে,
ফিরি আমরা ত্রিভুবনে,
দয়া কর দয়ময়ী, আমরা অবলা॥

২৮৬৪. লেটো গান

পীর, সালাম করি, তব চরণে।
আমরা অবোধ শিশু রেখো যতনে॥
প্রথমে করি সালাম হজরত আলীর পায়,
তার পর করি সালাম বিবি মা ফতেমায়,
চুরুলিয়ার হজরত পীর, সালাম তেনার কদমে॥[১]

১ পাথর চাপুড়ি দাতাগুলি সালাম তেনার কদমে॥

২৮৬৫. লেটো গান

ও সই, বেঁধেছে বিনুনী মোর নতুন ছাঁদে।
যেন বঁধু বাঁধা পড়ে মোর বিনুনী ফাঁদে॥
অঙ্গেতে পরায় দে নীলাম্বরী,
এনে দে আল্‌তা লো পায় পরি,
যেন ও মন বাঁধ্‌তে পারি, মনেরি বাঁধে॥

২৮৬৬. লেটো গান

মন বাঁধা আছে আমার এলোকেশীর গামছাতে।
এলোকেশী গামছা দিয়ে মুখ মোছে রোজ সন্ধ্যাতে॥
ধারে ধারে তিন কাঁটা,
এ মাথা বাঁধালি কোথা,
ঘোমটা ঢাকা রইল মাথা, এ মাথা দেখিবে কে রে॥

২৮৬৭. লেটো গান

মজিয়া শিমুল ফুলে, সই লো সই, পরাণ গেল।
পদ্মা, গাঁদা গন্ধে ভরা, সে তো আর লাগে না ভালো॥
কেয়া ফুলের গায়ে কাঁটা
তাতে পিরিত আছে আঁটা,
গোলাপ ফুলের কাছে গিয়ে, সৌরভে প্রাণ আকুল হলো॥

২৮৬৮. লেটো গান

আয় লো, পাড়ার বৌ ঝিরা, কাজল পরবি আয়।
আমার কাজল পরলে পরে, কত নাগর ভুলে যায়॥
আমার কাজলের এমনি গুণ,
জলে দিলে হবে দ্বিগুণ,
(আমি) বিনা মূল্যে পরিয়ে দিব যদি মনের মানুষ পায়॥

২৮৬৯. লেটো গান

মন চুরি করে আমার যাবে কোথা প্রাণধন।
যৌবনেরি দাবি দিয়ে, পাঠাব তোমার সমন॥
কোকিলে উকিল বসাব,
মদন শাকে হাকিম দেব,
এক তরফে ডিক্রি করব, সাক্ষি রাখব দুই নয়ন॥
মদন শা যে বড়ই কড়া,
বিচারেতে পড়বে ধরা,
বিচার হলে, প্রমাণ পেলে, বেঁধে রাখব যাদুধন॥

২৮৭০. লেটো গান

ফাগুন বেলায়, বুঁইচি বনে, খেলতে খেলা গো।
হারিয়ে গেছে, নাকছাবি মোর, পাই না খুঁজে গো॥
পাইনা খুঁজে, দাও না খুঁজে হে,
হৃদি আসন পেতে দিব, তোমার চরণে,
দাও হে খুঁজে, পরব নাকো, নাচব তোমার সনে গো॥

২৮৭১. লেটো গান

ফোটা ফুল কে নিবি আয়, বোঁটা কাটা টাটকা তোলা।
টক্ করে তুই গাঁথ না মালা, আমি বাড়িয়ে আছি লম্বা গলা॥
আমার ফুলের পরশ পেলে,
ও তোর, ভরা গাঙে জোয়ার খেলে,
যেমনি ফুল তোর তেমনি রবে, দে না মালা পরি এ গলা।

২৮৭২. লেটো গান

ও তোতা পাখি রে, জানের জান, পাকা পেয়ারা।
পাকা পেয়ারা রে, আমার কাঁচা পেয়ারা॥
পেয়ারা পেড়ে খাব বলে,
উঠেছি আমি শিরডালে,
কোথাকার বুলবুলি তুই, করে দিলি ঝাঁঝরা॥

২৮৭৩. লেটো গান

চারা গাছে, ফল পেকেছে, তাড়া লো বুলবুলি তাড়া।
আমার গাছে, ফল পেকেছে, তোর কেন রে নজর কাড়া॥
(আমার) চারা গাছের পাকা ফল,
খেতে এলি কেন বল,
পাকা ফল বিলিয়ে দেব, সরে যা রে ফচকে ছোঁড়া॥
আমি যখন যারে ভালোবাসি,
তখনি তার কাছে আসি,
যার প্রাণ তারি হব, তুই কেন রে পাগল পারা॥

২৮৭৪. লেটো গান

আমার ভিজে গেল আঁচলখানি চোখের জলে লো।
আমি ঝাঁপ দিব যমুনার জলে, তোরা কে কে যাবি লো॥
কবে আমার আসবে স্বামী,
দুখের কথা কইব আমি,
মনের কথা কইব আমি, কানে কানে লো॥

২৮৭৫. লেটো গান

রাঙাদিদি রে, লাল টুকটুকে বৌ, আমার সনে আয় না।
আমার সনে আয় না, তুই কারো পানে চাস্ না
মাথায় কোঁকড়ানো চুল
(আবার) তায় দিয়েছিস্ বেলীফুল,
আমার ভুল কি যমেরি ভুল তোকে যমে কেন নেয় না॥

২৮৭৬. লেটো গান

আমি সেয়ানা বিটি,
মাথায় বেধেছি ঝুটি,
মেঘ বরণ কালো চুল।
চুলে চুলে-কাঁটা আঁটা,
সুগন্ধী সুন্দা বাঁটা,
তাহে গুঁজেছি বকুল ফুল॥

নয়নে কাজল আঁকা,
এ ভুরু ধনুক বাঁকা,
বিন্ধিবে প্রেমিকের মনে,
মিষ্টি এক খিলি পান,
তার ভাই পাঁচ সিকে দাম,
দেখ হে ঠোঁট রাঙা পানে,
কপালে টিপ আছে হে,
নাকে নোলক দুলিছে,
দেখে কি পাবে মনের কূল ॥
গলাতে হাঁসুলি হার,
দেখ কি রূপের বাহার
বুকেতে প্রেমের হিমগিরি
বাহুতে রূপোর বাজু
চেয়ে কি দেখছো যাদু,
দু'হাতে লাল কাচের চুড়ি,
কাঁকালে রূপোর বিছে,
কামড়াবে নইকো মিছে,
কানেতে দুলছে সোনার দুল ॥
আলতায় পা মোর রাঙা,
নূপুরের শব্দ মাখা,
পরেছি পাছা-পাড় শাড়ি,
উড়নিতে ঢেকেছি বুক,
দেখলে লাফাবে বুক,
ক'রো না মোর সনে আড়ি,
চলেছি হংসী চালে,
যাব যমুনার কূলে,
তুলব রাঙা ফোটা ফুল ॥
অমন করে তাকিও না,
ও নয়ন বাঁকিও না,
ওহে ও প্রেমের বঁধুয়া,
গাঁথিব ফুলমালা,
পরাব তোমার গলা,
এ তো তোমারি পাওনা,
ভ্রমর কবির গানে,
বাঁশির মধুর তানে,
আসর হয়েছে মশগুল ॥

২৮৭৭. লেটো গান

রামধনুকের দেশে প্রিয়া রাম ধনুকের দেশে।
একটি মাটির, বাঁধব কুটির, তোমায় ভালোবেসে ॥
সেই কুটিরে সারা বেলা,
সাতটা রঙের চলবে খেলা,
তোমার আমার মন উথলা, দীন প্রেমিকের বেশে ॥

প্রজাপতির রঙিন পাখা,
পাখায় প্রেমের রেণু মাখা,
সেথায় প্রেমের ছবি আঁকা, উঠবে ফাগুন হেসে ॥
সাতটি সুরের সুর লহরি,
গাইব প্রিয়া তোমায় ঘিরি,
পিকের মতন সুরটি ধরি, সবুজ পাতার দেশে ॥
ভ্রমর কবি লেটোর আসরে,
প্রেম গীত গায় প্রেম-বিভোরে,
বজলে করীমে সালাম করে, আসরের শেষে ॥

২৮৭৮. লেটো গান

এসো আপে বারি, ডাকি বারে বার।
পড়েছে মুসিবতে, করহ উদ্ধার ॥
রোদন করে, ডাকি আমি উচ্চস্বরে,
দেখা দাও ওগো বারি এ গুনাহ্গারে
দর্শন বিনে তোমারে, কাঁদি জারে জার ॥
একিন মনে ডাকি তোমায় ওগো এলাহী,
দয়া করে, এ অধীনে, দেখা দাও বারি,
নহিলে এ প্রাণ বধি, তরেতে তোমার ॥
নিরঞ্জন, নৈরাকার, তুমি করতার,
তোমা বিনে, দো-জাহানে, কেবা আছে আর,
রাখিতে, মারিতে পার, তোমার এখতিয়ার ॥

২৮৭৯. লেটো গান

পার কর, পার কর আল্লা রব্বেল বারি
ওহে তুমি পার না করিলে, আমার শুখ্‌নো ডাঙ্গা[illegible] ডাবে তরী।
ওহে দাঁড়ী মাঝি ছয় জন আছে,
একজন আছে হালের কাছে,
পাছে লা এর হাল ছুটে যায়, ঐ ভাবনায় সদায় মরি ॥

২৮৮০.

মেষ চারণে যায় রে হাসিন আমিনা দুলাল।
বিশ্বভুবন মুগ্ধ হেরি, সুরত জামাল ॥
মেঘছায়া ভক্তি ভরে,
শিরে তাঁহার ছত্র ধরে,
পদতলে লুটায়ে পড়ে, আসমানের হেলাল ॥
তাঁর পেশানির রোশনী[illegible] হায় আফতাব হয় হারা,
শির ঝুকায়ে তাজিম করে আল বুরুজের চূড়া,
তাঁহার চলার পথের পরে,
বনের কুসুম আপনি ঝরে,
বারেক চাহে কদম চুমে, হতে রে নেহাল ॥

২৮৮১.

ইসলামের বাণী লয়ে, কে এলো ধরাতে।
কে এলো আঁধারে, নূর বাতি জ্বালাতে ॥

রবিউল আউয়াল মাসে,
কে এলো নিশি শেষে,
নূরের শরীর ধরে, মা আমিনার কোলেতে॥
সে যে ইসলাম রবি,
মোহাম্মদ খোদার নবী
নিখিল প্রেম ছবি, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখেতে॥
সে যে প্রেমে রহে সদা,
খোদা প্রেমে রহে সদা,
ধরণীব বুকে এলেন কলেমা বিলাতে॥

২৮৮২.

কবে সে মদিনার পথে, গিয়াছে সুজন।
বহায়ে নয়ন বারি, ভিজিল বসন॥
রোমজানের ঐ চাঁদ নবী,
পাঠাইলেন নূরের খুবী,
পাগল করে আমার হিয়া করেছে হরণ॥
পশুপাখি তরুলতা,
তারা শুধায় পারের কথা,
আমি একলা বসে ভাব্‌ছি হেথা নবীজীর কারণ॥
বেড়ায় আমি পথে পথে,
খুঁজে না পাই মদিনাতে,
কোথায় গেলেন পাক মোস্তফা অমূল্য রতন॥

২৮৮৩.

সদা মন চাহে মদিনা যাব।
আমার রসুন আরবি, না হেরে নয়নে, কি সুখে গৃহে রব॥
পরাণ আমার লোটাতে চাহে, সেই মহী আরব ভূমে
পরাণ আমার লোটাতে চাহে, পাক রওজার মাটি চুমে,
ছাড়ি গৃহ বাস,
যাব কম্‌লিওয়ালা পাশ,
কম্বল সম্বল করি। আমি ধূলি হব, আমি সেই পথের ধূলি হব।
নবী যে পথ দিয়ে চলে ছিলেন, সেই পথের ধূলি হব॥

২৮৮৪.

আল্লা আমার মাথার মুকুট, রসুল গলার হার।
ঐ নামেতে মন উথলা, জপি বারে বার॥
আমার হাতের বালা-সোনা,
হাসান হোসেন মা ফাতেমা,
আঙ্গুলের অঙ্গুরী আমার, নবীর চার ইয়ার॥
নামাজ আমার উড়না শাড়ি,
তাতে আমায় মানায় ভারী,
হজ, জাকাত করতে নারি, কলেমা করেছি সার॥

সোনার কলেমা হৃদে গাঁথা,
তাহাতে নূর আছে বাঁধা,
নূর-উন-নূর আর নবীজীর নূর, হৃদয় একাকার ॥

১ চুড়ি সোনা

২৮৮৫.

নামাজী, তোর নামাজ হলো রে ভুল।
মসজিদে তুই রাখিলি সিজ্‌দা, ছাড়ি ইমানের মূল ॥
নামাজে সামিল হয়ে জামাতের,
আউড়ালি মুখে সুরা কোরানের,
ভাব্‌লি কি তুই পার হয়ে গেলি, পুলসেরাতের কূল ॥
আজ মিলন তীর্থে বাঁধ রে কাতার মনের জায়নামাজে,
সেই আরফাতে তোর নুয়ে দে দিল না ফরমানি লাজে,
ওজু করে ফের তৌবার নীরে,
তহরিম বাঁধ ভীতু নত শিরে,
বন্দেগী তোর কবুল হবে রে, কিয়ামতে পাবি কূল ॥

২৮৮৬.

দাও দখিনা, দাও গো বিদায়, কারবালাতে যায়।
রণ ডংকা বাজিয়ে গেল, এজিদের সিপাই ॥
রণে যদি না যাই প্রিয়ে, হাকারের দিনে,
কেমনে মুখ দেখাইব নবীজীর সামনে,
রণে যেতে হলো বেলা, কেহ বুঝি বেঁচে নাই ॥
কাশের আলী রণে গেল,
সেই রণে নবীজী ছিল,
শারাবন তহুরা পানি, নবীজী পিলায় ॥
কাশের আলির লাশ লয়ে,
মঞ্জিলে মঞ্জিলে যেয়ে,
মঞ্জিলে মঞ্জিলে যেয়ে, দামেস্কে পৌঁছায় ॥

২৮৮৭.

মরুর তরু তলে দখিনা ঘুমায়।
মুছে নাও মেহেন্দীর হাতে, মুছে নাও ॥
পিপাসায় ভুলিতে নারে,
কবরের হাহাকারে,
সে ফুল ফুটিল রে, মোর বেদনায় ॥

২৮৮৮.

আর আমায় বাঁধিস না করে, ওগো ও মা নন্দরানী।
তোর ননীর ঘরে যাব না, আর খাব না তোর ননী ॥
সামান্য নবনীর তরে.
বেঁধেছিস্‌ মা যুগল করে,
মা হলে কি বাঁধতে পারে, মা নয় রে সে পাষাণী ॥

যমুনা পার হয়ে যাব,
পরের মাকে, মা বলিব,
উদর ভরে ননী খাব, তারে বলব, মা জননী॥

২৮৮৯.

অবেলায় যমুনার কূলে, কে আবার বাজায় লো বাঁশি।
আমি লো সই কলসি কাঁখে, বাঁশি শুনে জলকে আসি॥
নবজলধর দেহখানি তাঁর
কালো অঙ্গে কি বা রূপের বাহার,
ও তাঁর, মুখে দেখি মৃদু মধুর হাসি॥
শুনে তাঁর বাঁশির ও তান,
মোর প্রাণ করে লো আনচান,
রাধার নামে উঠেছে তান, চল লো সই দেখে আসি॥

২৮৯০.

অবেলাতে, জল আনিতে, সই লো সই পথে কালা।
এক হাতে আড় বাঁশিখানি তাঁর, আর এক হাতে ফুলমালা॥
পথের মাঝে কালো শশি,
নাম ধরে মোর বাজায় বাঁশি,
ধীরে ধীরে মালা হাতে, কাছে আসে কালা॥
যত বলি সরো সরো,
নাচে সে শ্যাম নটবর,
নেচে নেচে কাছে এসে, গলেতে দেয় মালা॥

২৮৯১.

কালা, আমার নীলাম্বরী ভিজিয়ে দিলে যমুনার জলে।
হায়, কি বলিব, ননদীকে, কারণ শুধালে॥
এ কি খেলা ছিঃ ছিঃ হরি,
পথে কেন, এ খুনসুড়ি,
আমার হাত ধরিয়ে, ভাঙলে চুড়ি, গাগরি[১] উছলে॥

১ কলসি

২৮৯২.

সখি, একেলা যাব না যমুনা।
কালো ছোঁড়া, বাঁশি হাতে পিছু ছাড়ে না॥
যমুনাতে জল আনিতে,
তাই চলি লো সখি সাথে,
বড়ায়ি লো কথাটা শোন না॥
যখন ভরি গাগরি,
কালো ছোঁড়া ধরে বাঁশরি,
বাঁশরি সুরে হই লো আনমনা॥
সুরের তালে তালে চলি,
গাগরি বারি পড়ে উছলি,
ভিজে যায় মোর নীল ওড়না॥

২৮৯৩.

আর বাঁশি, — আর বাঁশি বাজাও না কালিয়া।
তোমার বাঁশির সুর শুনে, মোর মন যে গেল মাতিয়া॥
তুমি যখন বাজাও বাঁশি,
জল ফেলে দিয়ে জলকে আসি[১]
তুমি আমার প্রাণ শশি হে, মন রাখ ভরিয়া॥

১ জল ফেলে জল নিতে আসি

২৮৯৪.

ওলো, আয় চলে আয়, সাঁঝের বেলায়, জল আনিতে যায়।
কত রঙ্গ রসের ঢেউ খেলাব মনের মত রসিক পায়॥
মোরা হাসি লো ফিক্ ফিক্
ঐ দেখ্, ঐ দেখ, আমাদের কালোশশি ঠিক্,
হিঃ হিঃ হিঃ, আয় রে রসিক, তোরে দুটো রসের গান শোনায়॥

২৮৯৫.

এসো এসো, কাছে এসো, হৃদয় রতন।
ডাকি তোমা বারে বারে, করি নিবেদন॥
এই নিবেদন করি, আমি তোমারে,
এসো এসো অভাগিনীর হৃদয় মন্দিরে,
তুমি আমার, হৃদে গাঁথা, হৃদয়ের ধন॥
ভক্তি ভাবে ডাক্‌লে, পাবে বন্ধুর দরশন,
ডাক যদি উচ্চস্বরে, করে একিন মন,
অ-রসিকে মিলবে কেন, হবে জ্বালাতন॥
বন্ধুর চরণ করি শরণ,
পাবার আশে, এক মনেতে, কবি সাধন,
মনের উল্লাসে নজরুল এসলামে বলে,
পরের কথায় দিয়ো না লো মন॥

২৮৯৬.

কৃষ্ণকে, কালো ব'লো না, কৃষ্ণ আমার নয় গো কালো।
কৃষ্ণ আমার নয়ন-মণি, কৃষ্ণ নামে জ্বলে আলো॥
কালা যখন বাজায় বাঁশি,
তখন গাগরি ভরণে আসি,
(বাধা পেলে) উনান শালে কাঁদি বসি, কোথা আমার শ্যাম উজলো।
কাক কালো, কোকিল কালো,
তাহার অধীন তমাল কালো,
কাক-স্বরে জাগে মানুষ, কোকিল-স্বরে মন মাতাল॥

২৮৯৭.

মন ভোলাতে এসেছি, আমি বন কিশোরী।
ভরা যৌবনে, কাঁখে ভরা গাগরি॥
কৃষ্ণ প্রেমতরে, পথিকবেশে এসে,
যৌবন জোয়ারে গেছি ভেসে,
তিলে তিলে আমি গেছি মরি॥

২৮৯৮.

সখি, নিকুঞ্জ সাজানো, মোর বৃথা হলো।
কালাচাঁদ মোর কুঞ্জ নাহি এলো॥
কুঞ্জের ফুল সুবাস,
কালা কি পেল না সে বাস,
কার দেহবাস, দেখে, কোথা গেল॥
চুল বেঁধে সাজলাম,
আলতায় পা রাঙালাম,
ফুল তুলে মালা গাঁথলাম, তা শুখাইল॥
সখি, কুঞ্জ আর সাজাব না,
তাঁর লাগি মালা গাঁথিব না,
চুল বেঁধে আর সাজিব না, বড়ায়ি লো॥

২৮৯৯.

বেলা গেল, ও ললিতে, কৃষ্ণ এলো না
আজকে কেন, রাধার কুঞ্জে বাঁশি বাজে না॥[১]
সে যে আমার গুণমণি,
বেঁধে রেখেছে কোন চাঁদ বদনী,
আমায় করে অনাথিনী, ধর্মে সইবে না॥
আসি বলে গেল কালা,
(আমি) গেঁথেছি বনফুলের মালা,
মালা হলো জপমালা, উপায় হলো না॥

১ বাঁশি লয়ে চলে গেল, ফিরে এলো না॥

২৯০০.

সখি, বল বল, কেমনে মান বজায় রয়।
নাথ বিনে পোড়া মন প্রবোধ না হয়॥
মনে করি দেখব না তায়,
(ওগো) আঁখি নিষেধ মানে না হায়,
ও তাঁর বিরহে প্রাণ যায়, কি করি, দেখলেই তাঁরে শরীর কম্পিত হয়॥
ভেবেছিলাম মানী হয়ে,
ও লো কাঁদব চরণ ধরয়ে,
ও তাঁর চন্দ্র আনন হেরিয়ে, পোড়ামুখ হয় হাসিময়॥[১]
মনকে করিলেও নিবারণ,
ওলো মন তবু শোনে না বারণ, বৃথা হলাম অপমান এখন,
মানিনীর রইল না মান, লাজে মরি। নজরুল এসলামে কয়॥

১ নির্গত হবে বুঝি প্রাণ নিশ্চয়॥

২৯০১.

বুঝলাম নাথ এতদিনে, যুবকের ছলনা হে।
কোথা শিখিলে এ প্রণয়, আমারে বল না হে॥
তোমার হিয়া কঠিন অতি,
জান না শ্যাম প্রেমের রীতি,
তাই নিভালে প্রণয় বাতি, আর বাতি জ্বলে না হে॥

এইরূপে কত কামিনী,
মজায়েছেন গুণমণি,
কপাল দোষে বিরহিণী, তোমার আর হলো না হে॥
বিরহ জ্বালায় মরিলাম,
আর জ্বালায়ো না শ্যাম,
ভেবে বলে নজরুল এসলাম, মেরো না ললনা হে॥

২৯০২.

কেমনে ধৈর্য ধরি, বল লো বল সহচরী।
সহে না বিরহ জ্বালা, ঐ জ্বালাতে জ্বলে মরি॥
শ্যাম বঁধুকে ভালোবাসি,
হলাম ছি সই কুলনাশী,
ইচ্ছা হয় নিই গলে ফাঁসি, না হয় নিব গলে ছুরি॥
পাড়ার যত রসবতী,
রসকথা কয় অতি অতি,
আমি সরলা যুবতী, বল কেমনে সহ্য করি॥
নজরুল এসলামে বলে,
শ্যামনাগর যে তোমায় ছলে,
ছলনা করে, প্রেমছলে, খেলিছে হে লুকোচুরি॥

২৯০৩.

হে নিঠুর কালা, কতদিন জ্বালাবে বিচ্ছেদে।
উচ্ছ্বল প্রেম ফোয়ারা, বহিছে মোর এ হৃদে॥
চোখের কাজল কালি হলো,
পিরিত ধারা, না শুখাল।
অশ্রু হয়ে, বয়ে গেল, সারা হলাম কেঁদে কেঁদে॥
আমি ভাসি অশ্রুজলে,
তুমি মত্ত যমুনা কূলে,
বাঁশরিটি মুখে তুলে, বাজাও হে পরমানন্দে॥
ননদিনীর কটু কথা,
মলিন দেহ মনে ব্যথা,
সহিতে পারি না কথা, রাহু গ্রাস যেমন চাঁদে॥
নজরুল এসলামে কহে,
রাধারাণী কেঁদো না হে,
ব্যথার কাজল ফুল হয়ে হে, ভেসে যাবে প্রণয় নদে।

২৯০৪.

কি গুণে হে গুণনিধি, মজাইলে অবলা।
প্রেম মজায়ে, দাও হে জ্বালা, ছি ছি নিঠুর কালা॥
হয় যখন নয়নে নয়ন,
হয় তখন মধুর আলাপন,
নয়নের আড় হও হে যখন, তখন জ্বালার উপর জ্বালা।
জানিলে এ বিরহ বেদন,
মজাতাম না তোমাতে মন,

ভালোবাসায় মজে এখন, রাধারানীর কাঁদার পালা ॥
নজরুল এসলামে বলে সখি,
কেন কালার প্রেমে মাখামাখি,
বিরহে তাই সজল আঁখি, আসবে কাছে রসিক কালা।

২৯০৫.

ছি ছি সই, সে কালা বই, চিন্তা নাই আর।
দরশন পেলি না তাঁর, কুঞ্জে আসা হলো সার ॥
চায় না লো নাগর তোর পানে,
তুই কাঁদিস লো তাঁর জন্যে,
মান ও লজ্জার মাথা, খেলি লো এইবার ॥
নিঠুর হয়েছে কালা,
তুইও করিস্ ছলাকলা,
বাঁশির ডাকে কদম তলা, ছল করে যাস্ না লো আর ॥
নজরুল এসলাম ভাবে বসে,
মরলি রাধা করম দোষে,
কুল হারালি পিরিত বশে, করিস কেন মুখ ভার ॥

২৯০৬.

প্রাণে দিও না ব্যথা, ও হে রাধা বিনোদিনী।
তোমায় কি ভুলিতে পারি, তুমি আমার প্রাণ সজনী ॥
মোদের দুই দেহতে একই প্রাণ,
কেন তোমার এ অভিমান,
তোমার হৃদে বাঁধা মোর এ প্রাণ, তোমার ধনে আমি ধনী ॥
আমি তোমার মনচোর,
নয়ন বাণে এ দেহ মোর,
হয়েছে হে প্রাণ জরজর, প্রেয়সী দাও চোখের পানি ॥
নজরুল এসলাম বলে, ধনি,
কমল মুখে হাস কমিলিনী,
চোখে কাজল দাও ভামিনী, তুমি শ্যামের হৃদয়মণি ॥

২৯০৭.

ছি ছি ভ্রমর, লাজ লাগে না, বাসিফুলে কি মধু মেলে।
তোমায় দেখে অঙ্গ জ্বলে, কি আশায় এখানে এলে ॥
ফুল তুলিলাম রাশি রাশি,
জাগিয়া করিলাম বাসি,
যেখানে পোহালে নিশি, সেইখানে মন যাও হে চলে ॥
গত নিশি কার কুঞ্জে মজেছিলে,
আমায় বোক্কা করে বনমালী প্রভাতে দেখা দিতে এলে।
এসো হে রসময়,
হয়ে গেছে অসময়,
বয়ে গেলে ক্ষুধার সময়, ভালো লাগে কি সুধা দিলে ॥

নজরুল এসলাম বলে, ধনি,
কালায় ফিরাও না, ও মানিনী,
বিনোদিনী রাধারানী, ভাসবে তুমি নয়ন জলে॥

২৯০৮.

রাধে, তোর খাঁটি প্রেমের ভালোবাসা মাটিতে লুটায়।
মানের দায়ে, প্রাণের বঁধু, দিয়েছো বিদায়॥
তাঁর মানে তোর ব্রজেতে মান,
তোর কাছে কি শ্যাম কালাচাঁদ,
তোর চরণতলে, সেই কালাচাঁদ কেঁদে বুক ভাসায়॥
ললিতে কয় রাধারানী,
কাঁদাস্‌নে শ্যাম চিন্তামণি,
কাঁদালে কাঁদিতে হবে, শুধু মানের দায়॥
চূড়া বাঁশি লয়ে পদে,
ক্ষমা কর্‌গা ওলো রাধে,
ব্যথাহারির এই বিপদে, তোর মান কি শোভা পায়॥

২৯০৯.

সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি মম জীবনে মরণের সাথী।
জনম জনম কর, মাধব মাধব ওই ধ্যানে রব দিন রাতি॥
আমি ওই ধ্যানে রহিব
ভুলে গৃহকাজ ভুলে লোকলাজ আমি ওই ধ্যানে রহিব
কৃষ্ণকালি মেখে কলঙ্ক পশরা হাসিমুখে বহিব।
শ্যাম মাথার মণি, শ্যাম মালার মণি
(সখি) শ্যাম মোর নয়নতারা কৃষ্ণ মোর নয়নতারা।
তৃষিত জীবনে শ্যাম নাম মোর শীতল সুরধুনী ধারা।
প্রাণ জুড়াইব, ওই সুরধুনী-ধারায় প্রাণ জুড়াইব।
দারুণ বিরহ-দহন জুড়াইতে শ্যাম নাম সুরধুনী ধারা॥

২৯১০.

কোন ঘাটে চান করলি কানাই, গামছা কোথা হারালি।
ঐ যমুনার কূলে বসে, কেন বাঁশি বাজালি॥
ষোলশ যে তোর গোপিনী,
চুরি করলে গামছাখানি,
বলাইদাদার গামছাখানি কেন অগাধ জলে ভাসালি॥
মা যশোদা পিতা নন্দ,
কেঁদে কেঁদে হলো অন্ধ,
গোপীনাথ, সবার প্রাণগোবিন্দ, কেন রাধিকাকে কাঁদালি॥

২৯১১.

আমায় উপায় বল লো ললিতে, কৃষ্ণ হারা হলাম গোকুলে।
আমার নাইকো ক্ষুধা নাইকো তৃষ্ণা, নিদ্রা নাই মোর আঁখিতে
বঁধু আমার চিকন কালা গেছে মথুরাতে,
তাঁরে আয়না দে লো সখি, যাব যমুনাতে,
আমার গলার হার কেড়ে নে লো, নে লো ললিতে॥

২৯১২.

আমার গলার হার খুলে লে।
ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে।
ওলো ললিতে, ওলো ললিতে,
আমার প্রাণ বঁধু কাঁদতে গেছে, যমুনার ঐ জলেতে।
আমার গলার হার খুলে লে॥
আমার হারের কি আর শোভা আছে,
যাঁর শোভা তাঁর সঙ্গে গেছে লো,
ওলো সখি, আমি যাব যমুনার ঐ কূলেতে।
আমার গলার হার খুলে লে॥

২৯১৩.

সই লো সই, আমি মলে পোড়াস না তোরা।
আমি বঁধুর, প্রেম আগুনে পোড়া॥
বনের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুন কেউ না দেখে,
ধিকি ধিকি জ্বলছে রে কি ধারা॥
জ্বলে পুড়ে হলাম ছাই,
আগুনের কি শেষ নাই,
বঁধু যেদিন ছেড়ে গেছে,
সেইদিন পোড়া দিয়ে গেছে,
পোড়া ছাই আর কি পোড়াবি তোরা॥
শোন লো শোন প্রাণসখি,
পুড়িতে কি আছে বাকি,
পোড়া রাধা কি পোড়াবি তোরা॥
রাধা মলে না পোড়াও,
যমুনাতে না ভাসাও
তমাল গাছে তুলে রাখিস্ তোরা॥
বঁধু যেদিন আসবে দেশে,
বলিস তোরা বঁধুর কাছে,
তমাল গাছে, তোলা আছে, তোমার প্রেমমরা॥

২৯১৪.

ছেলে : সখি নেচে নেচে আয়, যমুনাতে আয়।
ডুব দিয়ে তুলি সোনা।
ও তোর চরণের রেণু, চরণে মিশিবে
খুঁজিয়ে তোমারে পাই না॥
কি কি গহনা নিবি গো শুনি
মেয়ে : নিব অনন্ত হার, মাথার কাঁটা
তার সনে একটা ফুল-চিরুনি।
ছেলে : আর কি গহনা, নিবি গো শুনি।
মেয়ে : নিব কপালের টাইরা, তার বালা
আর তার সনে দুটো ধান মাদুলি।
ছেলে : এই সব গহনা, চাই ক-খানা।

মেয়ে : নিব পায়ের তোড়া, কাঁকাল বিছে
তার সনে এক নথের টানা ॥
ছেলে : আমি তাই তোরে দিব,
নিতি সেবা নিব,
করে রাখবো সেবাদাসী।
তুমি ঘুচিয়ে ফেল মনের বিবাদ,
মেয়ে : এই তো আমার মিটে গেল সাধ।
কোরাস : তবে আয় গলাগলি করি,
দোলা দোলি করি,
শুনিব না কারো মানা।
ভোমর কবি গাহিছ আসরে,
মঞ্জুর শা'র হাতে হাত ধরে
ঘুচাইতে মনোবেদনা।

২৯১৫.

মেয়ে : বলবো না মোর, মনের কথা কি যে।
তুমি নাও বুঝি নাও নিজে।
ছেলে : দায় পড়েছে আমার বুঝতে ছলনা,
তুমি বলবে বল, না হয় বলো না,
মেয়ে : তবে ঘুর ঘুরিয়ে ঘুরছ কেন পিছে।
যা খুশি তাই ভাবতে পার, ভাবতে পার নিজে ॥
ছেলে : মনটি তোমার মোটেই নয়কো সোজা,
মেয়ে তো নও একটি যেন আড়াই মণের বোঝা।
মেয়ে : কে কার বোঝা টানে,
রোজ দু'বেলা হাত পুড়িয়ে ভাত রেঁধে কে আনে।
ছেলে : তোমায় ও সব হাঁড়ির খবর জানতে আসিনি যে ॥
তবে দু'চোখ ভরা জল শুধু যে আমায় টেনে আনে।
মেয়ে : ও কিছু নয়, বৃষ্টিতে চোখ ভিজে ॥

২৯১৬.

ছেলে : বৌ কথা কও, বৌ কথা কও,
মেয়ে : আমি কইবো না আর কথা।
ছেলে : তুই লো আমার মাথার মণি,
বর্ষাকালের ছাতা ॥
মেয়ে : বৌ কথা কও পাখির বুলি।
ছেলে : তবে কেন নীরব হলি।
তোর পায়ে ধরি, ও সুন্দরী
খা না আমার মাথা ॥

২৯১৭.

ছেলে : ও স্বপনপুরের রাজকুমার শোন শোন।
মেয়ে : ও চাঁদের দেশের, চাঁদের হাসি, আমায় ডাক কেন ॥
তুমি এসো না কাছে, আমি আধফোটা ফুল,
ছেলে : দখিনা মলয় আমি, দেব দুলদুল,

মেয়ে : আজিকে, আমার মধু ফাল্গুনে
কেন লাজের বাঁধন ধরে টানো॥

২৯১৮.

ছেলে : যে পথ দিয়ে নিত্য তোমার, হয় যাওয়া আসা।
সেই পথের ধারেতে আমি বাঁধিনু বাসা॥
মেয়ে : আমি চলব না গো, তোমার সেই পথ দিয়া,
ছেলে : না বোঝ মোর মনেরি কথা, ওগো নিঠুর হিয়া,
ছার প্রাণ ডালি দিব, দিব তোমার পায়।
মেয়ে : বামন হয়ে ধরতে যাও চাঁদে, কি দুরাশা॥

২৯১৯.

ছেলে : মন হরি নাম ভজ্‌বে কেমনে।
মালা গাঁথ অতি যতনে॥
মেয়ে : আমি হরি নামের মালা গেঁথেছি,
অতি যতন করে ঝোলার ভিতর পুরে রেখেছি,
ছেলে : একটা ইঁদুর এসে ছন্দ বন্ধ করে
কাটবে ঝোলার মাঝখানে॥
মেয়ে : আমি এক যুক্তি শিখেছি,
গাছতলাতে থাকব বসে ইঁদুর করবে কি,
একটা বিড়াল এসে, ধরবে কসে, ঐ ইঁদুরের মাঝখানে॥

২৯২০.

দেওরা : ও সোনার ভাবী রে, কি উপায় করি রে,
তোর সনে মোর ভাব রাখা দায়।
ঘরে আছে, বাঘের মতন ভাই,
তার সামনে, পড়লে পরে, আর তো রেহাই নাই॥
বাড়ি আছে মা ডাইনি, আছে ছোট বোন,
চোখে চোখে রাখে তারা, ছাড়ে না কখন,
ঘরের লোকে, বাদী হলে, এড়ান নাহি যায়॥
ভাবী : ও সাধের দেওরা রে,
ও ছোট দেওরা, তোর রাখ্‌ না কথা,
পরাণে সয় না রে।
ভাতার গিয়েছে ধান কাটতে,
তাকে বাঘে ধারে খাক,
সাধের দেওরা বেঁচে থাক,
শাশুড়ি, ননদী হলো পথের আমার কাঁটা
পাড়া পড়শীর মুখে আগুন, মারি মুড়ো ঝাঁটা,
এমন করে জ্বালাস না রে তুই,
ও তোর ধরি দুটি পায় রে,
ও সাধের দেওরা রে।
উভয়ে : দেওরা-ভাবী মন দিয়েছি মনে,
রস পিরিতে প্রেমের আলাপনে

ভোমর কবি আসরে গীত গানে,
প্রেম পিরিত রস গায় রে॥

২৯২১.

কথা কও না কেন বৌ, আমার মনটা কেমন করছে।
কথা কও না কেন বৌ, আমার প্রাণটা ছেড়ে পড়ছে॥
তুমি আমার বেগুন পোড়া,
আমি তোমার সজনে খাড়া,
তুমি আমার বাঘা তেঁতুল, আমি তোমার উচ্ছে॥

২৯২২.

আয় লো আয়, আয় সজনী, আয় সজনী, আয় নদীর কূলে।
নাইকো রে মোর মাতা পিতা, যাব না পুলিনে॥
বাবা ঝকমারী লো শালী, বাবা ঝকমারী,
কান মলে লাল বানিয়ে দিব, করো না চাতুরী,
জবা কুসুম লাগিয়ে দিবো, কুচকুচে চুলে॥

২৯২৩.

আমার বিয়ের শখ মিটেছে, দাদার বিয়ে দিয়ে।
আমি করব না আর বিয়ে, আমি করব না আর বিয়ে॥
একালকার যত নারী,
মুখ নয়, সব তৈলো হাঁড়ি,
আলতো সিঁদুর পরছে তারা, বাক্‌সো বাঁধা দিয়ে॥
বিয়ে করে কত মজা,
জানে সেই দাদা শালা,
কেমন বকশিস্ পাচ্ছে দাদা, ঝাঁটাপিটা দিয়ে॥
দাদারা সব সয়তে পারে,
একটা ছাড়া দশটা করে,
আমি বাবা রোগা ছাগল, পালায় বাগান দিয়ে॥[১]

১ আমি বাবা রোগা পেল্লা পালায় বাগান দিয়ে।

২৯২৪.

থাট্টিসে ফোর নাম্বার, হাতিসে বাগান।
বাড়ি আমার কেলেজোড়া গ্রাম॥
আমি ঘোড়ার কচুয়ান,
আমি ঘোড়ার কচুয়ান,
মা আমার হিঁদুর মেয়ে বাবা আমার মুসলমান।
পরিবার আমার উড়ের মেয়ে খায় দোক্তা পান॥
মায়ের মাথায় কুল ঝুটি,
(বাবা খায় গোস্ত-রুটি)
গিন্নির হাতে চায়ের বাটি, আচ্ছা ভাগ্যবান॥

২৯২৫.

ঘর জামাই-এ বিয়ে করে ঘটল কি জঞ্জাল।
বাবু গো ঘটল কি জঞ্জাল॥

শ্বশুর বলে, বেরো শালা,
শাশুড়ি গাল দেয় দু'বেলা,
ছুটে এসে মারলে শালা, চক্ষে ঝরে জল।
বাবু গো চক্ষে ঝরে জল॥
(আবার) খেতে এসে পাই না খেতে,
আলিস লাগলে পাই না শুতে,
বিছ্না আমার টিক্‌শালেতে, মশা মারি তালে তাল॥
বৌ-এ মারে নাক ঝাম্‌টা,
রেগে গেলে নাচে খেমটা,
আবার গাছ কোমরে ধরে ঝাঁটা, বলে পিঠের তুলব ছাল॥
নজরুল এসলামে গাই,
লেটোর এ আসরে ভাই,
কেহ থাক যদি ঘর জামাই, আমারে দিও না গাল॥

২৯২৬.

ঐ দেখ, মুলতানি এক গাই।
ওর পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে, ওর কি বাছুর ভাই॥
না-না-না, নয় ও বাছুর,
বাছুরের বাপ, গাই এর শ্বশুর,
কথা শুনে, আমার পানে, ও গাই চোখ পাকিয়ে চায়॥
বাছুর নয় দামড়া এঁড়ে,
পাশের ঘোরে শিংটা নেড়ে,
বুঝি বা আসবে তেড়ে, চল্‌ রে চল্‌ পালাই॥

২৯২৭.

মসজিদো মে, হ্যায় খোদা কো, মন্দিরো মে রাম হ্যায়।
মালেক হ্যায় উত্তম, মন্দিরো মে রাম হ্যায়॥
জান্তা হ্যায় কি মসজিদো মে,
জান্তা হ্যায় কি মন্দিরো মে,
মসজিদো মে হ্যায় খোদা কো, মন্দিরো মে রাম হ্যায়॥

২৯২৮.

যেয়ো না সুন্দরী লো প্রাণ
মাথা খাও, ফিরে চাও, তু হি মেরিজান॥
তু হি মেরি কিশোরী,
তু হি মেরি বাঁশরি,
তু হি মেরি পাগল বন্‌শী, গাহি তোহারি নাম॥
তু হি মেরি সুহাগ,
তু হি মেরি নু রাগ,
তু হি মেরি দিল কা হস্‌রত, আতর গোলাপ দান॥
তু হি মেরি পিয়ারা,
তু হি মেরি সিতারা,
কাঁহা যাও দিলকা পিয়ারা, রাখ্‌ লো এবার মান॥
তু হি মেরি সুন্দরী।

তু হি মেরি কিশোরী,
তু হি মেরি বাঁশরি, গাহে নজরুল এসলাম ॥

২৯২৯.

দিল্লী সে দুলাহানা লায়ারে আয় বাবুজি।
আয় বাবুজি, আয় বাবুজি, আয় বাবুজি ॥
কোয়েল বলে রে, কোয়েল বলে,
চকমক ডোলে রে, চকমক ডোলে,
আয় বাবুজি, আয় বাবুজি, আয় বাবুজি ॥
ফের মে কসম তোমাকে কসম,
আর মে কসম, আরমে কসম,
আয় বাবুজি, আয় বাবুজি, আয় বাবুজি ॥

২৯৩০.

এসে হাওড়ার হাটে,
থেকো মন বিপাটে,
নেয় না যেন লুটে, আসিয়ে বাটপাড়।
নাও ভাই টিকিট করে,
পাঞ্জা মোহর মেরে,
চেপে প্যাসেঞ্জারে, যাবে হে তৎপর ॥
লিলুয়া, বালী আর উত্তরপাড়া,
শ্রীরামপুর, কুচনগর পঞ্চ অফিস ছাড়া,
বৈদ্যবাটীপুরে, বৈদ্যেশ্বরে ধরে
হুগলী ভিতরে, চলে গেল ঝড় ॥
মিসনগর, বাটকে আর দেবীপুর,
মেমারীর উধারে দেখবে রসুলপুর
নামবে এসে গাংপুর, বর্ধমান মাশুর,
টিকিট করে দস্তুর, নিবে তড়বড় ॥
এই কয়েক অফিস যদি ছাড় ভাই,
তালিতের উধারে জংশন পাওয়া যায়,
গলসী, পারাজ, হবে না নারাজ,
মান করে কি কাজ, পাবে পানাগড় ॥
রাজবাঁধ কিংবা আর দুর্গাপুরে,
ওয়ারিয়া আর অণ্ডাল ধরে,
কালী পাহাড়ি ভিতরে, রানীগঞ্জ ধরে,
ইঞ্জিন গেল দূরে, নামে হে তৎপর ॥
এসু ক্ষেপা বলে, বাত্রিশ অফিস কোথা?
যে জনা বলিবে, সেই আমার পিতা,
ধরেছে কুমতি, ছাড়িয়ে সুমতি
করে রতি রতি, ভেঙে দেবে ধড় ॥

২৯৩১.

আমি এলাম সবার আগে, বাবাতো কই এলো না।
বলতে কইতে মাসি এলো, আই মা তো ছিল না ॥

সন তেরশো সাল গত হলো,
সেই সালে আমার বাবা ম'ল,
ছেলের বয়স কত হলো? ভেবে ওস্তাদ বল না॥

২৯৩২. লেটো গান

ও বাছাধন, পেট বাজিয়ে, ঠ্যাং নড়িয়ে, লাফাও না অকারণ।
তুমি, যুক্তির মাঝে, কথায় ছলে, কর হেথা গান নাচন॥
টোংরা, পুঁটি, খলসে যত,
লাফায় তারা অবিরত,
ঘোলাজলে প্রাণাহত, তবু নেঙ্গুড় নেড়ে অচেতন॥
যত জিওল আর মাগুর,
(তারা) কুরকুরিয়ে ভাঁজে সুর,
আবার ঘোলা জলে, কাদার তলে, বাঁচায় তারা ঐ জীবন॥
তাই বলি, ওহে পাল্লাদার,
তুমি এক, কথারই ভাণ্ডার,
ক্ষুদে চোখে, চাউনি বড় করলে কি আর হয় শোভন॥
হাতির শুঁড়ে রসি বেঁধে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সেধে,
সাগর তলের মুক্তা লাভের, আশা কর অকারণ॥
ষোল কুড়ি দিলে বাড়ি,
ভাঙে, আটাশ কুড়ি ছত্রিশ হাড়ি,
তারি মাঝে বুনো গণ্ডার, আঘাত কি হে পায় কখন॥
বজ্রআঁটুনি ফস্‌কা গেরোয়,
আগুন দিলে ফুলকি বেরোয়,
নিমের ঐ তিক্ত রস পান করিলে, বেদানায় যে পায় বেদন॥
চুরুলিয়ার এসলাম মাস্টার,
ধনুকেতে দিচ্ছে টংকার,
কাঁপছে আসর থর থর, তাই ভাব্‌ছে বসে শ্রোতাগণ॥

২৯৩৩. লেটো গান

ওস্তাদজী, ভালো লোকের ছেলে, কি বলে গেলে।
দুদের ভাঁড়ে, গোমূত্র তুমি, কেন ছিটাইলে॥
ঢোঁড়া সাপের হয়ে ছানা,
কুলো পানা ধর ফণা,
ঢেলা ফেলিয়ে দেখ না, লাফিয়ে পড়িবে জলে॥
এই যে কয়টা সাপের ছানা,
এরা ধূলো পড়া মানবে না,
বিনয় করি, সাপ ধরো না, বলি সভাস্থলে॥

২৯৩৪. লেটো গান

পড়েছ ফাঁদায় হে, এই বারে, সভার মাঝে।
কেমন মুসলমান, দেখ তুমি, অদ্য এই আসরে॥
আমায় ঠকানোর জন্যেতে,
খৎনা দিয়ে ছিলে সভাতে,

কিন্তু শুধাই হতজ্ঞান,
দেখ রে তাহার প্রমাণ,
যুবা হলে মুসলমান, খৎনা দিয়েছে কোথা রে।।
হজরত ওমর যিনি,
মুসলমান হন যখন তিনি
তাঁহারে নবী পাকতন,
খৎনা দেন নাই তখন,
তবে সে দুর্জন, কোন সাহসে এ কাজ করে।।
যুবা বৃদ্ধ ইসলাম গ্রহণ,
কর যদি কেহ কখন,
খৎনা দিবার প্রথা,
নাই হাদিসে কোথা,
ধর্মের সব চুষ রে মাথা, আছিস্ ভ্রম অন্ধকারে।।
নজরুল এসলাম বলে ভেবে,
দিন কানা হয়েছিস্ সবে,
দেখিস নাই কোরান হাদিস,
দেখ্‌লে পরে তত্ত্ব জানতিস্,
জুটেছিস্ যত ইবলিস্ এঁড়ে বক্‌না চিনিস্ না রে।।

২৯৩৫. লেটো গান

চন্দ্র এক, কেবল একা, আপে নৈরাকার।
পক্ষ দুই, দীন মোহাম্মদ, যাঁর জন্য সংসার।।
নেত্র তিনে, বলা কঠিন হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
তিন তারেতে, পেয়েছে খবর কবিরাজ ডাক্তার।।
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম হে, দেখ আছে যুগ চার।
আর আতস্, খাক্ বাদে তিন চারে হয় বার।।
বাণ পাঁচে, পাঞ্জেগানা হে, মমিন তাহে আদায় কর।
রস ছয়ে, ছয় রিপু, দেহের মাঝার।।
সাত তবক, আসমান জমিন হে দেখ আছে সাত বার।
সাত সমুদ্র, সাত দরিয়া, দেহের মাঝার।।
বসু আটে, আট বেহেশ্‌ত হে, সাদ্দামের এক ধর।
গ্রহ নয়ে, নয় দরজা দেহের মাঝার।।
দিক দশে, শূন্য দিয়ে হে, মমিন হাতে একাধর।
ভ্রমর কয় একের হুকুম রাখা হলো ভার।।

২৯৩৬. লেটো গান

এত করে বুঝাইলাম, তবু বুঝলি না কেনে।
এত উপহাসে কি তোর লজ্জা হয় না মনে।।
ঠিক বটে মূর্খের কাছে,
শাস্ত্রালাপে লাভ কি আছে,
দর্পণ দিরে অন্ধের কাছে, সে কি তার মর্ম জানে।।
ডিঙ্গি লয়ে অগাধ সাগর,
পার হইবি বাসনা তোর,
বামনেতে শশধর, ধরেছে রে কোনখানে।।

ছি ছি রে লজ্জায় মরি,
নেগুড়া উঠো পাহাড়োপরি,
ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটা কি, পরবে, রেশম পোষাক কিনে ॥
নির্বুদ্ধি অসভ্য তাঁতি,
কিনেছিল যেমন হাতি,
সেইরূপ রে, তোর বুদ্ধির জ্যোতি, নজরুল এসলামে ভনে ॥

২৯৩৭. লেটো গান

কেমন ওস্তাদ হে তুমি, দেখব আজ সভাস্থলে।
ভীত হবে, তোর ঐ দম্ভে, যে হবে কচি ছেলে ॥
ক্ষুধার্ত সিংহ এসেছে,
মৃগদের কি রক্ষা আছে,
সাধের সামগ্রী পেয়েছে, আজিকে সে অবহেলে ॥
করো না আর ফাকুর ফুকুর,
আজ এসেছে দড়বাবা তুর,
সাজে কি অসভ্য ধুঁদুর, সভ্য ময়ূরের দলে ॥
হংসের মাঝে বক যেমন,
মানায় কিরে, ওরে দুর্জন,
বেহায়া নাই কেউ তুর মতন, মরগা রে তুই ডুবে জলে ॥
সকাল বেলার মেঘের মতন,
আর কত করবি রে গর্জন,
নত মাথায় পালা এখন, নজরুল এসলামে বলে ॥

২৯৩৮. লেটো গান

মরি হায় হায় রে, কোকিল ডেকেছে।
মরা গাব গাছে, আজ কোকিল ডেকেছে ॥
কত টিয়ে ময়না,
কল্‌কে পায় না,
এ আসরে মজা মেলে ক্যাচ ক্যোচে ॥

২৯৩৯. লেটো গান

যুবক : বাঁকা নদীর গতিক বোঝা ভার।
ঐ নদীতে, নামিস্ না ভাই খবরদার ॥
ঐ নদী শুখনো ছিল, বন্যা এলো রে, নাইকো নদীর কূল কিনার ॥[১]
কাল পাহাড়ি ভেঙে নদীতে পড়ে গেল ঢল,
ও ধারেতে মাঝি করে, সামাল! সামাল!
রূপ সাগরে, পিছল ঘাটে, পড়ে করবি হাহাকার ॥
ও নদী, ত্রিধারাতে বয়,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কোনখানেতে রয়,
ভেসে যায়, রূপ সাগরে, প্রেমের মানুষ চমৎকার ॥
যুবতী : খণ্ড নদী, পাতাল ভেদি, ঐ নদীতে নেমো না।
ক্ষণে ক্ষণে জলাকীর্ণ, জোয়ার এসে হয় ফেনা ॥
নামার যদি ইচ্ছা কর,
কাপড় ছেড়ে, গামছা পর,

নোনা জলে করবে জড় সড়, সাবান দিলে যাবে না ॥
উভয়ে : নজরুল এসলামে কয়,
বাঁকা নদী, খণ্ড নদী, পাতাল ভেদি বয়,
সেখানে, রূপসাগরে, প্রেমের মানুষ, মিলেছে ভাই চমৎকার ॥

পারাপাব।

২৯৪০. লেটো গান

(বলি) ওষুদ উঠেছে কেমন ঝাঁটা পড়া।
(আহা) কেমন উঠেছে ওষুদ ঝাঁটা পড়া ॥
এক ঝাঁটা খেলে পরে,
রোগীর রোগ যায় সেরে,
দু'ঝাঁটা খেলে পরে, হয় খাড়া ॥
রোগ তো জ্বর নয়, রমণীর প্রেম হয়,
ঝাঁটার বাড়ি খেলে, প্রেম জ্বর ছেড়ে যায়,
প্রেম জ্বর, একেবার হয় সারা ॥
নজরুল এসলামে ভনে,
আসরে লেটোর গানে,
জ্বর গেল কোনখানে, খেয়ে বৌ-এর তাড়া ॥

২৯৪১. লেটো গান

নারী : ল্যগী হ্যায় বাজী, ল্যগী হ্যায় বাজী
কৃষ্ণ কান্হা আওর রাধা সে আজ
লগী হয়ে বাজী ॥
পুরুষ : শর্ত যতী আপনের তক সখিয়া
শুন লো রাধা প্যারী
ম্যায়া হাক তো হায় তুমহারী
তুমহারে তো হমারী
দের ন কর অব বিধি দুলারী
কহনে ল গে হ্যাঁয় কৃষ্ণ মুরারী
নারী : কাম হ্যায় ক্যা পহলে তো বতাও
কিস মুখ সে তুম বাজী লগাও
পুরুষ : ইতনী সী বস শর্ত হমারী
যমুনা তট পর জাকর প্যারী
ভর গগরী পানি কী লও
তব হী জীত তুম্হারী, প্যারী
নারী : য়হ শুনতে কী চলি রাধা প্যারী
পনিয়া ভরন কো যমুনা তীরে
কৃষ্ণ কী লীলা কৃষ্ণ হী জানে
ডুব গায়ে সব 'নাম' মে-বী।
অব রাধা কো যমুনা জী হ্যায় বুলা রহী।
নারী : ছুপ গই তো কোঁ ছুপ গই
আর আ যা যমুনা প্যারী
ইস করণ কণ মেঁ তেরে প্রাণ বসে হ্যায়
অব, তেরী দরশ দিখা দে আ-যা যমুনা প্যারী।

রাধা কী প্রীত হ্যায় ন্যারী, প্রেম কিয়া তো
বন গই যমুনা, ভর লই গগরী সারী
আওর পরীকর আই রাধা
তো কহনে লগে-মুরারী।

২৯৪২. লেটো গান

যুগল : প্যকড় গ্যয়ে দিল কে চোর রে,
নারী : চোর রে চোর রে চোর রে
কোই কহে দেখো ক্যা হ্যায় চুরুয়া
কোই কহে রাধা কো হী চুরায়া
কোই কহে পক্কে চোর হো প্যারে
কোই কহে দিল কে চোর রে॥
পুরুষ : ম্যায় চোর নহী হুঁ কুছ ন চুরায়া
না হি কিসী কো ম্যানে চুরায়া
বস্ এক নারী কো ম্যানে চুরায়া
লগাকে প্রীত কা ডোর রে॥
নারী : অব এক এক সে পুছন লাগী
কহো কিসকা দিল কিসনে চুরায়া॥
শরম কী মারী কোই না বোলে
ঘুঁঘট মেঁ সব মুহকো ছুপায়া।
পুরুষ : অব চোর নে কহা সুন সখিয়া মোরী
মুরলী সাঁচ বতায়ে
জিসকে দিল কো ম্যাইনে চুরায়া
নাম ওসকী শুনায়ে শুনায়ে (বন্দী)
রাধা! রাধা!
নারী : ঘের রহী তার ঘের রহী
সব সখিয়া মিল কর রাধাকে।
অব ঘের রহী
কিসনে কী রাধা কী চোরী
কোন হ্যায় দিল কা চোর রে?
পুরুষ : অব তো ম্যায় হুঁ স্যাথ তুমহারে
প্রীত কী ডোর না তোড় রে।
পুরুষ : কিউ খড়ি হ্যায় চুপকে প্যারী
তুম প্যানী সে ভর লই গগরিয়া
জীত লই হ্যায় তুমহারী
নারী : অব হার গয়ে হ্যায় কন্হাই
রাধা প্যারী কে প্রীত কে আগে
এক ন চলী চুতরাই
অব হায় গয়ে হ্যায় কন্হাই।

২৯৪৩. লেটো গান : 'রাজা যুধিষ্ঠির'

তৃতীয় পাণ্ডব আমি নামেতে অর্জুন
যুধিষ্ঠির ছেড়েছেন অশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণ॥

সেই অশ্ব লয়ে মোরা আনন্দিত মনে,
যাচ্ছিলাম সেনাসহ জগৎ ভ্রমণে
এক পাষাণ দেহ পাষাণ করে ধরেছে সে ঘোড়া, আশ্চর্য বচন॥
কেন ধরিল অশ্ব, কে বটে সে পাষাণ
আশ্চর্য ব্যাপার, বল তাহার সন্ধান
এ আশ্চর্য দেখি আমি চিন্তান্বিত সর্বক্ষণ॥

২৯৪৪ লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

কর্ণ ভীমে মহারণ, কুরুক্ষেত্র রণে
গগন আচ্ছন্ন হলো বাণে আর বাণে।
বার বার বাগে পায় কর্ণ মহাবীর।
মহা অস্ত্র নাহি হানে ধৈর্যে ধীর স্থির।
কর্ণ ভীম মহারণ দেখে দেবগণ
কর্ণের মস্তকে করে পুষ্প বরিষণ॥

২৯৪৫. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

বীরপুত্র মেঘনাদ, পূজি গঙ্গাধরে,
ধরেছিনু বৎস তোমা, মোর এ উদরে॥
তোমা প্রসবিয়া, আমি আজ পাটরানী
সেবা করে, মোরে, মোর অযুৎ সতিনী॥

২৯৪৬. লেটো গান : 'কংস বধ'

রাজা কংস মথুরাতে করে অত্যাচার।
দুঃখে কষ্টে যত প্রজা করে হাহাকার॥
কংস নিধন না হইলে
যাবে ধরা রসাতলে
দুষ্ট কংস বধ করিতে কৃষ্ণ অবতার॥

২৯৪৭. লেটো গান : 'কুলসুম'

অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে
কোন্ বা দেশের ফকির আমি, কোন বা দেশে যাই রে॥
আমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, আসল জিনিস খুঁজি রে॥
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥

২৯৪৮. লেটো গান : 'কুলসুম'

ফকির : হবে, হবে হবে তোরই সাথে কুলসুমের বিয়ে হবে।
কালু : আমার সাথে বিয়ে হলে দাওত তোমায় করব রে॥
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥
খেতে যদি না পাও পানি তুলে খেয়ো রে।
অন্তর কাঁদালি বাপ যাদু রে॥

২৯৪৯. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

ঐ, ঐ, ঐ আসে কর্ণ কৌরব সেনানী।
মহাবীর ভীষ্ম গেছে, দ্রোণ গেছে জানি।
কর্ণে বধিতে হবে, কুরুক্ষেত্র রণে।
তারপর বধিব মোরা নীচ দুর্যোধনে॥

২৯৫০. লেটো গান : 'কর্ণ বধ'

এ কি? ঐ ঐ দূরে, কর্ণ পাশে জননীরে দেখি।
ক্রোড়েতে কর্ণের শির, ঝরিতেছে আঁখি॥
কেন, কেন কেন সখা, রথ লয়ে চল,
মাতা কেন কর্ণ পাশে? বল সখা বল।
একি? কেন তব ঝরিতেছে আঁখি।
বল, বল সখা, কিছুই বুঝিতে নারি এ কি!

২৯৫১. লেটো গান : 'কুলসুম'

তুমি হবে লায়লা, আমি মজনু দিওয়ানা
দুনিয়াতে রেখে যাব প্রেমেরি নিশানা॥

২৯৫২. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

কর্ণ : অতিথি এসেছে এক মোদের কুটিরে।
মনে হয় এসেছেন, মোরে ছলিবারে॥
শিশু মাংস খেতে চাই,
শোকে দুখ ত্যজি তাই,
চল মোরা দোঁহে যাই, বধি বৃষকেতুরে॥
রানী : একি কথা! মহারাজ, তাই কভু হয়।
পুত্র বধে পিতামাতা, অসম্ভব নিশ্চয়॥
নরমাংস দ্বিজে খাবে,
শুনেছে কে কোথা কবে,
অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব নিশ্চয়॥

২৯৫৩. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

কর্ণ : শোনো রানী, লোকে মোরে দাতা কর্ণ বলে।
দান যদি নাহি দিই বলিবে সকলে॥
দাতা কর্ণ দাতা নয়,
তাই রানী নিশ্চয়,
পুত্র বধি মাংস রাঁধি দিব কতূহলে॥
রানী : তাই হোক মহারাজ, চল দোঁহে যাই।
শোক দুখ ত্যজি রব অতিথি সেবায়॥
শিশু মাংস রাঁধিয়া।
দিব পাতে তুলিয়া।
অমর হইয়া রব, মোরা এ ধরায়॥

২৯৫৪. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

কর্ণ ও রানী : ওরে, মোর পুত্ররত্ন, বৃষকেতু বৃষকেতু।
বৃষকেতু জনক জননী দোঁহে ডাকে কিবা হেতু॥
কর্ণ অতিথি এসেছে ঘরে,
রানী আজিকে তাঁহার তরে,
তব মাংস রাঁধিবারে, চাই বৃষকেতু॥
বৃষকেতু : করাত আনহ পিতা করহ কর্তন।
হাসি মুখে এই প্রাণ দিব বিসর্জন॥

অতিথি সেবার তরে,
যেবা প্রাণদান করে,
তাহার মহিমা গাবে, এ তিন ভুবন॥

২৯৫৫. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

কর্ণ : ধন্য ধন্য বৃষকেতু, ধন্য আজ আমি।
তোমার জনক হয়ে গরবিত আমি॥
রানী : জঠরে ধরেছি তোরে,
গাইব গর্ব ভরে,
কর্ণ : তোর এই আত্মদান দিবস ও যামি॥

২৯৫৬. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

কিছু টক কিছু ঝাল মাংস রেঁধেছি।
দধি দিয়ে কিছু দধি মাংস করেছি॥
ডাকি আন দ্বিজবরে,
আসন পেতেছি ঘরে,
অতিথি আহার তরে, আমি বসে আছি॥

২৯৫৭. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

আসুন হে দ্বিজবর, বসুন আহারে।
তব লাগি রানী মোর বহু যত্ন করে॥
কিছু টক কিছু ঝাল,
রাঁধিয়াছে সুরসাল
ঢালি জল হাত ধুয়ে বসহ আহারে॥

২৯৫৮. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

ধন্য তুমি মহারাজ, অঙ্গরাজ্য স্বামী।
তোমার অতিথি সেবা, হেরে অন্তর্যামী।
কিন্তু আজে এ লগনে,
সরল শিশুর সনে,
দোঁহে বসি একাসনে, ভক্ষিতে চাই আমি॥

২৯৫৯. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

কর্ণ : বৃষকেতু ছিল শিশু, আর শিশু নাই॥
কোথায় পাইব শিশু, কি করি উপায়॥
দ্বিজবর : যাও রাজা রাজপথে,
আন শিশু সেথা হতে,
কত শিশু করে খেলা, পাইবে তথায়॥

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৯৬০ হইতে ২৯৬৮ অবধি) 'নজরুল : লেটো ও লোকঐতিহ্য', (সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০১) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৯৬০. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'

জেলো আসছে জাল ঘাড়ে করে, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরবে তালপুকুরে, জেলো রে।
জেলোর কোমরেতে খারুই বাঁধা, জেলো রে।

জেলোর মাথাতে ফেটা বাঁধা, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরবে জোকার বিলে, জেলো রে।
জেলো আসছে জাল ঘাড়ে করে, জেলো রে॥

২৯৬১. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'

দ্বৈতকণ্ঠে : ডোমনী ডোবায় এলো জেলে জাল ফেলাতে।
ডোমনী ডোবায় এলো জেলেনী, জেলোর সাথে।
দ্বৈতকণ্ঠে : ফেল জাল, তোল জাল
ঝপাং ঝপাং।
জেলো : আমার জালে মাছ উঠেছে
কোলা কোলা ব্যাঙ॥
দ্বৈতকণ্ঠে : ফেল জাল, তোল জাল
ঝপাং ঝপাং।
আমার জালে মাছ উঠেছে
কৈ, মাগুর চেং॥
দ্বৈতকণ্ঠে : ডোমনী ডোবায় মাছ নাই
আমপুকুরে যাবো।
আমপুকুরে না পেলে
তালপুকুরে যাবো॥

২৯৬২. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'

জেলেনী : জেলো আমার মাছ ধরছে, রুই কাতলা, জেলো রে।
জেলো : জেলেনী মোর পয়মন্ত, জেলেনী রে।
জেলেনী : জেলো আমার মাছ ধরেছে চিংড়ি পুঁটি জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে কৈ মাগুর জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে চেং ছিমুড়ি, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে খয়রা পোনা, জেলো রে।
জেলো মাছ ধরেছে রাই খয়রা, জেলো রে।
আমি মাছ বেচবো পাড়ায় পাড়ায়, জেলো রে।
আমি মাছ বেচবো বাড়ি বাড়ি, জেলো রে।
আমার মাছ নিবে বৌ-ঝিরা, জেলো রে।
আমি মাছ বেচে চাল কিনবো, জেলো রে।

২৯৬৩. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'

জেলো : জেলেনীর মাথাতে চম্পার ফুল লো জেলোনী॥

ধুয়া

জেলেনীর কপালে কাঁচা পোকার টিপ লো জেলেনী॥
জেলেনীর পড়নে শাখিপেড়ে তাঁতে শাড়ি লো জেলেনী।
জেলেনীর গায়েতে ছিটের শেমিজ লো জেলেনী।
জেলেনীর সিঁথিতে সিঁদুর লো জেলেনী।
জেলেনীর দুই হাতে দুই সাদা শাখা লো জেলেনী।
জেলেনীর মাথাতে মাছের চুপরি লো জেলেনী॥
জেলেনী : তোরা কেউ মাছ লিবি গো পাড়া গেরস্থরা।
আমার জেলো মাছ ধরেছে টাটকা খয়রা॥

তোর কেউ মাছ লিবি গো পাড়ার বৌ-ঝিরা।
আমার জেলো মাছ ধরেছে রাই খয়রা॥
তোরা কেউ মাছ লিবি গো পাড়ায় মা বোনেরা।
আমার জেলো মাছ ধরেছে রুই আর কাতলা॥
তোরা কেউ মাছ লিবি গো পাড়ার মা মাসীরা।
আমার জেলো মোছ ধরেছে মাগুর চিংড়া॥

২৯৬৪. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'

জেলো : ও লো জেলেনী, আমার ভাত নাইরে ঘরে।
কি খাবা গো, যাবো যে মরে।
আমি যাবো সাগরে॥
সেথা মাছ ধরবো রে,
মাছ বিচে টাকা আনবো রে,
গয়না আনবো রে॥

জেলেনী : আমি যাবো তোর সাথে রে,
একলা ঘরে কেমন করে থাকবো রে
ও জেলো রে॥

জেলো : ও লো জেলেনী, তু একলা থাক ঘরে,
তব গাঁয়ে থাকবি রে,
বাড়ির পাশে রাঙা বুড়ির বাড়ি রে,
সে তুকে দেখবে রে॥
আমি মাছ ধরতে যাবো সাগরে॥

জেলেনী : ও জেলো তুই যাস্ না সাগরে।
তোর বিহিনে আমি থাকবো কেমুন কোরে রে,
ও জেলো তুই যাস্ না সাগরে॥

জেলো : ও জেলেনী, তুই থাক রে একলা।
তুই থাকরে ঘরে।
আমি ঠিক ফিরে আসবো রে।
আকাল লেগেছে হায় খাবার নাই ঘরে।
তুই গোবর কুড়ুবি রে, ঘটি দিবি রে
তা বেচবি রে,
ছাঁকি জালে চিংড়ি পুটি ধরবি রে,
রাঙা বুড়িকে নিয়ে ঘরে রইবি রে
আমি আবার ফিরে আসবো রে।
আমি একা যাবো রে
তোর যৈবুন দেখে যদি কেউ আমায় মেরে দেয় রে
তখুন কি হবে রে;
তুকে নিয়ে পালিয়ে যাবে রে
তাই বলি তু ঘরে থাক রে॥

জেলেনী : ও জেলে তু যারে সাগরে,
আমি একলা থাকবো রে,
রাঙা বুড়ি লোক ভালো রে।
তুর যৈবুন আমি আগলে রাখবো রে,
ও তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস রে॥

২৯৬৫. লেটো গান : 'জেলে ও জেলেনী'

ও জেলে তুই গেলি সাগরে
আমি একলা থাকি ঘরে রে।
আমার মনে সুখ নাই রে
ও তুই ঘরে ফিরে আয় রে
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
ও জেলো তুই বোশেখ মাসে গেলি রে
জলদড়া খারুই লয়ে রে।
গাবরে কস্ করে জাল চুবালাম রে
আখার পাশে বসে বসে রে,
ও তু কবে আসবি ঘরে রে
সোনার যৈবুন আমার বৃথা যায় রে।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
জ্যোষ্ঠি মাসে রে গাছে গাছে পাকা আম রে,
ও জেলো, তু নাই মোর ঘরে রে,
মিঠা আম কেবা আনে রে।
আমি রোদে ধুপে গোবর কুড়ুই রে, ঘসি দিই রে,
রাখাল ছোঁড়ারা আমার যৈবুন পানে তাকাই রে.
আমি মনের দুখে চোখের জল ফেরি রে,
আমি মনের দুখে চোখের জল ফেলি রে
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
আষাঢ় মাসে রে মাঝ রেতে রে
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ আকাশ ঝরে রে।
পাউসেতে মাছ ওঠে রে,
মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে রে
রাখালে বাগানে কত মাছ ধরে রে॥
আমি যে যৈবুন নারী, রেতে একলা যেতে নারি রে॥
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
শাউন মাসে রে মাঠে মাঠে রে,
জল থে থে করে রে।
মাঝে মাঝে কড়্কড়্ মেঘ ডাকে রে
বেশাল জালে ছাঁকি দিতাম রে।
তু নাই কাছে, বেশালের এক ধার কেবা ধরবে রে।
আমি যে যৈবুন নারী, কারবা সাথে বেশাল ধরবো রে।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
ভাদর মাসে রে, জলে কাদায় রে,
যুবুতীরা সবার উপর শোস্ পাতে রে,
ভাঁজোর ছড়া গেয়ে গেয়ে গোল হয়ে নাচে রে।
তালের বড়া পিটে করে রে, ভাতার পুতকে খাওয়ায় রে,
আমার ভাতার নাই কো ঘরে, আমার কোলে পুত নাই রে।
কার বা লেগে তালে পিটে বড়া করি রে।
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে।

আশিন মাসে রে, আহা মাসের পুজো রে,
কত কত যুবতী নারী রে,
তারা ভালো ভালো রঙিন শাড়ি পরে রে,
আমার জেলো নাই কো ঘরে রে
কেবা শাড়ি কিনে দেয় রে,
আমি তেনা পিঁন্দা কাঁন্দি রে,
ও জেলো তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
কার্তিক মাসে রে ধানের শীষে ফুল রে,
আলা দেখে পোকা মাকড় ঘরে আসে রে।
ছিঁড়া মশারিতে রে, পিনপিন করে মশা সিন্ধায় রে,
মশার কামড়ে জ্বলে মরি রে।
আমার জেলো আছে সাগরে,
কেবা শাড়ি কিনে দেয় রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
আগুন মাসে রে, চাষীরা সব লবান করে রে,
লগু চাল ভিজিয়ে গুড় কলা নারকেল মাথায় রে,
ঘরে ঘরে নতুন চালের ভাত রে,
আমার ঘরে নতুন চাল নাই রে,
দুখে আমার নয়ন ঝরে রে।
মাড়ে ভাতে খাই আমি রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
পউষ মাসে রে, জাড়ে হাত-পা ঠিটুরে যায় রে।
আমার গায়ে ছিঁড়া জামা রে,
পরনে ছিঁড়া তেনা রে,
ঘরে ঘরে চিতুই পিটে করে রে।
আমি জাড়ে মরি রে।
চিতুই পিটের আটা নাইকো রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
মাগ মাসে রে, মাঠের পুকুরে কত বেশাল জাল নামে রে
জোড়ে জোড়ে জেলো জেলেনীরা বেশাল টানে রে,
চিংড়ি পুঁটি গাগর বোয়াল ছিট্‌কি ধরে রে;
আমার মনের মানুষ নাই কো ঘরে রে —
কাব বা সাথে বেশাল টানি রে।
আমি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদি রে॥
ও জেলো, তুর মাছের ক ালে ছাই পড়ুক রে॥
ফাগুন মাসে রে, দখিন বাতাস বয় রে।
ভাতারের যুবতীরা হাসি আমোদ করে রে,
আমি একলা থাকি ঘরে রে।
সোনার যৈবুন আমার বৃথা যায় রে,
চেংড়া ছোঁড়া আপাং এসে চোখ মারে রে,
আমি দা কাটারি লাল চোখে দেখায় রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥

চৈত্রি মাসে রে, পাড়ার জেলেরা পুকুর জমা লয় রে॥
জেলেনীরা চুপড়ি কাঁখে পাড়ায় মাছ লয়ে যায় রে,
আমি থাকি একলা একলা রে,
বোলানের দল পাড়ায় পাড়ায় গান করে রে,
পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ দেখি রে।
আমার জেলো নাইকো ঘরে রে, আমি মনের দুখে থাকি রে।
ও জেলো, তুর মাছের কপালে ছাই পড়ুক রে॥
ও আমার জেলো রে, সোনার জেলো রে —
দিন গেল মাস গেল বছর ঘুরে এলো রে,
তোর যৈবুন লয়ে আমি দুয়োরে বসে কাঁদি রে,
ও তু বাড়ি ফিরে রে;
দুখের সাগরে ভাসি রে, হাত ধরে কেবা তোলে রে।
ও আমার সোনার জেলো, তু বাড়ি ফিরে আয় রে॥
দুখু মিয়া এ আসরে জেলেনীর দুখ গায় রে॥

২৯৬৬.

সে কেন মজাইল সই
আমি যে তার বিয়ে করা বৌ যে না হই॥
আমি লো সই পর নারী
আমি থাকি পরের বাড়ি
বাঁশির সুরে সে কে ডাকে মোরে সই॥

২৯৬৭.

কালো রূপে আমি কেন নয়ন দিলাম সই।
কালো দেখে কালার রূপে আমি পাগল হই॥
কালো আমার নয়ন তারা
কালো রূপে হই যে হারা
চুল কালো মোর দেখে আমি কালোয় পাগল হই॥

২৯৬৮.

জল আনিতে যাব না আর ঐ যমুনার কূলে।
কদম গাছের শাখে কালা বাঁশিতে সুর তোলে॥
বাঁশি বাজে রাধা রাধা
এই সুরে তার বাঁশি সাধা
এই সুর টানে কলসি কাঁখে ছুটে যে যায় জলে॥

২৯৬৯.

সখি, সেই তু পুষ্প-শোভিতা হ'ল আবার মাধবীলতা।
মাধবী চাঁদ উঠেছে আকাশে, আমার মাধব কোথা।
রাধা আজ নিরাধারা সখি রাধামাধব কোথা।
মধুপ গুঞ্জরে মালতী-বিতানে, নূপুর-গুঞ্জরণ নাহি শুনি কানে।
মোর মনো-মধুবনে মধুপ কানু কই —
আনন্দ-রাস নাই — রাসবিহারী নাই, আমি আর রাধা নই।
সখি পূর্ণ রাসে আমি জনম লভিয়া পুষ্প আহরণ তরে,
কৃষ্ণ-পূজার লাগি পুষ্প আহরণ তরে খেয়েছিনু বনে অনুরাগ ভরে,

বৃন্দাবনচারী কৃষ্ণে না পেয়ে, রাধা কাঁদে ব্রজ-পথে ধেয়ে ধেয়ে
'প্রাণবল্লভ আমার কই গো, সখি আমায় বলে দে গো।'
রাধা হ'ল আজি অশ্রুর ধারা
কৃষ্ণ-আনন্দিনী রাধা বিনোদিনী করে হবে শ্রীকৃষ্ণ-হারা॥

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৯৭০ হইতে ২৯৭২ অবধি) 'নজরুল : লেটো ও লোকঐতিহ্য', (সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০১) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৯৭০.

সখি রাঙাও না, রাঙাও না, রাঙাও না।
খুনের মেহেন্দী দিয়ে এ হাত মোর রাঙাও না॥
আজ মেরা শাদী হবে,
কাল প্রিয় জঙ্গে যাবে,
শহীদ হইতে প্রিয়র মনোবাসনা॥
(কোথা) মদিনা খেজুরের বাগ,
এ যে কারবালা খুনেরি ফাগ,
খুনে খুনে রাঙা চারিদিক, খুনেরি ঝরনা,
মদিনার বাগে খেলিতাম খেলা,
কত মধু কল্পনা গোধূলিবেলা,
এ প্রান্তর কারবালা, মুছে দিল মোর কল্পনা॥ — ঐ

২৯৭১.

মরুর বালু ভিজালো আজ নবীর জল।
মদিনা বাগের বুলবুলি আজ শহীদ মরুর তল॥
খোদা-প্রেমের এক দিওয়ানা,
নামটি যে তাঁর শাহ হোসেনা,
ফোরাতের জল সে পেল না, কি তকদিরের ফল॥
বেহেস্তে কাঁদে মা ফাতেমা,
আলী শাহ মাথে বাঁধে আমামা,
বলে, জুলফিকর হাতে নামিব কারবালা তল॥
কাঁদে হাজেরা জননী, ইব্রাহিম,
চোখে ফেটে যায় রহমানুর রাহিম,
সে অশ্রু-শিশির হয়ে ঝরে যে ধরনী তল॥

২৯৭২.

নয়না গাঁয়ের নয়নমণি,
সে যে রূপের রানী গো।
তাকে দেখেছিলাম হাটের পথে,
তার নামটি নাহি জানি গো॥
নীলাম্বরী ছিল তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া,
যৌবন উচ্ছলে পড়ে বসন ছিঁড়িয়া,
তাকে দেখবো বলো পাড়ি দিলাম,
ভরা গাঙে পানি গো॥

২৯৭৩.

লহ লহ লহ মোহিনী মায়া আবরণ।
মায়া সুন্দর এই নাও আভরণ॥

ব্যর্থ জীবন কার অর্থ বিনে,
সংসারে লাঞ্ছিত অভাবে ঋণে,
লহ মোহ মদিরা কাম কাঞ্চন॥
ষড়ৈশ্বর্য এই ষড় রিপু লহ গো,
মায়ার খেলা ঘরে এসো সুখী হও,
যশঃখ্যাতি লও যাহা প্রয়োজন॥

২৯৭৪.

অগ্যার তুম রাধা হোতে শ্যাম।
মেরী তরহা ব্যস আঠো পাহ্যর তুম
রটতে শ্যামকা নাম।।
বন্-ফুলকি মালা-নিরালি বন খাতি নাগন্ কালি
কৃষ্ণ-প্রেমকী ভীক্ মাঙ্গমে আতে লাখ যনম্
তুম, আতে ইস্ বৃজধাম।।
চুপ্‌কে চুপ্‌কে তুম্‌রে হির্‌দয় মে বস্‌তা বন্‌সীওয়ালা
অওর, ধীরে ধীরে উস্‌কী ধুন্ সে ব্যঢ়তী মন্‌কি জ্বালা।
পন-ঘটমে ন্যয়ন বিছায়ে তুম, র‍্যহতে আপ্ লাগায়ে
অওর, কালেকে সঙ্গ্ প্রীত ল্যাগাকর্
হো জাতে বদনাম।।

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৯৭৪ হইতে ২৯৭৮ পর্যন্ত) 'দুর্লভমিয়ার লেটোগান', (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, নিবারণ পত্রিকা, কলকাতা, ২০০৫) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৯৭৫. লেটো গান : 'দাতা কর্ণ'

যাই যাই রাজপথে, শিশু আনিবারে।
না হইলে দ্বিজবর, আহার না করে॥
কত শিশু খেলা করে,
উহাদের একটিরে,
একি! আমি কিবা দেখি? দেখি আমি কারে?॥

২৯৭৬. লেটো গান : 'কংস বধ'

মোরা নাগরী, মোরা মথুরা নগরের নাগরী।
মোরা নাচি, মোরা গাহি, মোরা প্রেমের গীত করি।।
সেজেছি হে ফুল সাজে,
নূপুর ও কিংকিনী বাজে।
মোরা মাতাইব কংস রাজে, যত দুঃখ হরণ করি।।

২৯৭৭. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

উঠ, উঠ, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান।
এসো এসো বিভীষণ, এসো হনুমান॥
তোমারে কোল দিই, বাঁচাইলে মোরে।
আর বাঁচাইলে যত সেনানী বানরে॥

২৯৭৮. লেটো গান : 'কুশ ও লব'

এক বাণে, রে পিশাচ করিব সংহার।
আর বাণে যজ্ঞ অশ্ব করিব উদ্ধার॥

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৯৭৯ হইতে ২৯৮৪ অবধি) 'নজরুল : লেটো ও লোকঐতিহ্য', (সম্পাদক : ওয়াকিল আহমদ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০১) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৯৭৯. লেটো গান

আমরা যে ভাই বানর মারা
বানরের যম সবাই জানে।
বানর শিকার করে ফিরি
আমরা যখন যাই যেখানে॥
বানরের উৎপাত যেখানে
আমরা সবাই সেখানে,
তাক করি ধনুর্বাণে
দমন করি পাপীজনে॥

২৯৮০. লেটো গান

ইয়ারে দিবি না মোরাগো তবাফ দেহবাজখান
কে তোরা মোরা বাশাম দেরনা খাহাদ বুদান॥
ছাড়তে বল না বন্ধুবর
তোমায় ছাড়া দায় গো নাগর
তোমার দিকে রবে প্রাণ মোর মারিলে ও কৃপাণ॥
ডিয়ার আই য়্যাম ভেরি সরি
ইফ ইউ ফরগেট মিলিটারি
বিলিভ হার হার্ট ইউল কেয়ারী, আছে মাই গান॥
বলতে নাথ পরাণ ফাটে
কোন রমণীর নিকটে
বুঝি বিলাইবে অকপটে হায় কেমনে প্রা...
নো শোকামি মনস্তাপি
তব বন্ধুর দর্শনাপি
প্রিয়তমা প্রাণাদপি নয়ন গোচারণ॥
খেদ নাই করবে গমন
দেখা পাবে গো চন্দ্রবদন
এই পাবে না এমন দেখতে প্রাণ সমান॥
কাহা তাহার নজরুল ইসলাম কোরবান দেল
জাহা মে সে ভুল বন মন রকমে পাবে হৃদে স্থান॥

২৯৮১. লেটো গান

আসর বন্দি আগে নামেতে তোমার।
তোমার শত পাক নামেতে রাখি চারিধার॥
আখেরি রসুলের তরে
পোস্তদান এই আসরে
দাও গো আমারে দুশমনের দাগার পরে হই না গেরেপ্তার॥
মশরেকে আবু বক্করে
মগ্‌রেবে হজরত উম্মরে
রাখি গো দ্বারে জেবরাএলে উত্তরে নেঘাবান আমার।

সেরে খোদা দক্ষিণেতে
হাসেন হোসেন ওধোগতে
উর্দ্ধ দিগেতে মেহেরবান হও, আসরেতে দুশমন হোক জেরবার ॥
মা বাপ ওস্তাদের কদমে
আদাব করলে শত হরদমে
সাল্লাম খাস আদমে, কয় অধীন নজরুল এসলামে, দাও গো আজি কেনার ॥

২৯৮২. লেটো গান

নেগাবান হও রহমান আজি আমার আসরে।
লতিফোল খবির তুমি, তোমা বই কে উদ্ধারে ॥
ইব্রাহিম খলিল বাসাকায়
নমরুদের আতসে তাহায়
বাঁচাইলেন নিজ দয়ায় জবিহুল্লার তরে ॥
তুফানে নুহ নবিউল্লাহ
তরাইলেন বারিতালা
নীল দরিয়ায় করিমুল্লাহ, বাঁচাও রহমতের জোরে ॥
এড়াতে এহুদিদের হাতে
হজরত ঈশা আসমানেতে
রাখলেন যেন নিজ দয়িতে, তেমনি রক্ষ মোরে ॥
তুমি মহায়মেস সাল্লাম
কয় কাতরে নজরুল এসলাম
দায় সাগরে ডুবিলাম, তরাও সবহান কাদেরে ॥

২৯৮৩. লেটো গান

বিড়াল বলে মাছ খাব না,
আঁশ ছোব না, কাশী যাবো ॥ ধুয়া
তাই দেখে এক বুড়ো বাঁদর,
গলাতে সে জড়িয়ে চাদর
বাঁদর বেটা বলছে হেসে —
[দর্শকদের দিকে চেয়ে — 'কি বলছে?']
(বলছে) আমি পৈতে নেবো, বামুন হবো ॥
তাই শুনে এক ধেড়ে ইঁদুর,
কপালে সে দিয়ে সিঁদুর,
ইঁদুর বিটি বলছে হেসে —
[দর্শকদের দিকে চেয়ে — 'কি বলছে?']
(বলছে) আমি বামুনী ক্লাবের বৌ হবো ॥

২৯৮৪. লেটো গান

মাহেরম দারসে মাহতাব
সা জেগাং কারি।
বারকার্ফে পয়েদা উঠা
পিলাদে দিদাং বাড়ি ॥

* * *

দাগ যেমন আছে চাঁদে
তেমনি দাগ আমার হৃদে।
দেখাইয়ে বদন চাঁদে
বাঁচা প্রাণ সুন্দরী ॥

[নিম্নে প্রকাশিত লেটোগানগুলি (ক্রমিক সংখ্যা ২৯৮৫ হইতে ২৯৯২ অবধি) 'দুখুমিয়ার লেটোগান', (সংগ্রহ ও সম্পাদনা : মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা, ২০০৩) নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইয়াছে]

২৯৮৫. লেটো গান : 'রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা'

যাও যাও ছুটে যাও, ও কর্মবীর।
আমি আছি পশ্চাতে ধরিয়া নিশান মুছাতে অশ্রুনীর ॥
ভয় করো না সে রাক্ষসীরে।
বন্দিনী হবে সে কারাগারে,
এবার রূপে তার ধরবে অনল, ঝরিবে অশ্রুনীর ॥

২৯৮৬. লেটো গান : 'মেঘনাদ বধ'

বিজয়ের মালা পর গলে হে, ওহে বীরচূড়ামণি।
তুমি রণে গেলে, বসিয়ে বিরলে, গেঁথেছি এ মালাখানি ॥
না ঘুমায়ে নিশি আছি জাগরণে
আসিবে কখন ভাবি মনে মনে
আসিলে হে বীর তুমি এক্ষণে, আমি আছি মালাপাণি ॥

২৯৮৭. লেটো গান : 'কংস বধ'

আর বাঁশি বাজাও না শ্যাম হে, আর বাঁশি বাজাও না শ্যাম
তোমারি বাঁশির সুরে,
যমুনা উজান ধরে।
আমি রইতে নারি ঘরে, ওহে কালা ছুটে আসি ব্রজধাম ॥

২৯৮৮. লেটো গান : 'দেবযানী শর্মিষ্ঠা'

তেলের বাটি, গামছা হাতে, মোদের কাঁকালে কলসি গো।
ফুল তুলিতে সাঁতার কাটিতে, সরোবরে যাই গো ॥
ফুল বাগে ফুলও তুলিব,
বসে বসে মালা গাঁথিব,
পরাবো সখির গলে গো ॥
জলেতে নামিব জলকেলি করিব,
স্নানের শেষে কলসি ভরিব,
সাঁরি বেঁধে ঘর ফিরবো গো ॥

২৯৮৯. লেটো গান : 'ভক্ত মুচি'

ভীমসেন বীর শঙ্খে ফু দেয়, নাড়া দেয় ঘন্টায়।
শঙ্খ বাজে না, ঘন্টা বাজে না, মূক কেন তারা হায় ॥
কাঁদে খাণ্ডব পতি,
কহে, এ কি হলো যদুপতি,
তুমি যা বলেছো করেছি তো তাই, তবু বাধা কেন ভাই ॥

২৯৯০. লেটো গান : 'যজ্ঞের ঘোড়া'

কি দেখিলাম সামনেতে, ও বাবা পিলে চমকে যায়।
বিরাট হাতী দাঁড়িয়ে আছে, জোড়া শিং মাথায়॥
জোড়া শিং এর উপরেতে
বিরাট কি ভাই ধরা তাতে,
আর যাব না হাতীর কাছে, ও বাবা যদি সে গুঁতায়॥

২৯৯১. লেটো গান : 'সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী'

থাকব নাক বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে।
কেমন করে ঘুরছে মানুষ, যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে॥
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে
কিসের নেশায়, কেমন করে, মরছে রে বীর লাখে লাখে॥

২৯৯২. লেটো গান : 'বনের মেয়ে পাখি'

হরি : মিছে হবে কল্পনা, তোর মিছে হবে কল্পনা।
সেই আগুনের ফুলকি হতে তোকেই দেবে যন্ত্রণা॥
ভূতনাথ : যা যা তোর কথা মোটে সত্য হবে না।
হরি : সত্য মিথ্যার প্রমাণ দেবে ঐ ভগবান,
আমি হলাম পথের পথিক, তুই বড় শয়তান।
পরের মন্দ করতে গেলে শান্তিরে তুই পাবি না॥

২৯৯৩. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

চলে ঐ আনন্দে ঝর্না রানী।
নৃত্যভঙ্গে দোলে অঙ্গখানি॥
সে-নাচ ছন্দে ঝরে স্বর্ণরেণু
বন-রাখাল বাজায় মোহন বেণু,
আবেশে অবশ আজি শ্যাম বনানী॥
হেরে সে-নৃত্য ঐ শত তারকা
গগনে খুলিয়া আজি মেঘ ঝরোকা।
বিহগ-বিহগী নাচে, শিখরে শিখী,
তরুলতা সাথে নাচে কাননে মৃগী,
করে— চাঁদিমায় রজনীতে কানাকানি॥

২৯৯৪. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

ঐ কালো অঙ্গ রাঙা হবে
মোদের রঙের পিচকারিতে।
এসো ও শ্যাম নাইবে যদি
গুলাল-ফাগের রং-ঝারিতে॥
আজ ফাগুনের আগুন সাথে
প্রেম-আগুনে পরাণ মাতে
তোমার সেই প্রেমেরই রাঙা রঙে
এসেছি শ্যাম রাঙিয়ে দিতে॥

২৯৯৫. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

শীতের হাওয়া বয় রে ভাই উদাস হাওয়া বয়।
ঘরের পানে ফিরতে রে ভাই মন যে উতল হয়॥
বেলা শেষে বাঁশির তান
নেয় যে কেড়ে বিরহী-প্রাণ
থেকো না আর মান করে রাই বাঁশির সুরে কয়।
সেই সুরে মন করে কেমন পরাণ পাগল হয়॥

২৯৯৬. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

জল ফেলে জল আনতে গেলি, ওলো কূলের রাধা।
ছল করে তুই নামলি ঘাটে ভাঙতে কূলের বাধা॥
কদমতলায় রাখাল ছেলে বাজায় বসে বাঁশি,
তাই শুনে তুই আসলি ছুটে ওলো সর্বনাশী।
ঘরের বাঁধন সইল না তোর, রইলি না তাই বাঁধা॥
জটিলা শাশুড়ি রে তোর কুটিলা ননদী,
শাস্তি তোরে দেবে কঠিন, জানতে পারে যদি।
নন্দের নন্দন ও-কালা, মানে নাকো মানা,
কত বধূর কুল ভাঙলো নেই কো যে অজানা।
ঐ বাঁশির সুরে যাদু আছে, শেষে সার হবে তোর কাঁদা॥

২৯৯৭. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

বল কতদূর! আর কতদূর!! কবে হবে পথ অবসান।
তোমারি কণ্ঠে শুনিব হে স্বামী, কবে তব প্রিয় আহ্বান॥
শ্রান্ত মনের বেদনার ভার, ক্লান্ত তনু বহে না যে আর,
দিন শেষে আজ তোমার চরণে, দাও মোরে, প্রিয়, স্থান॥
রহিতে যে নারি ধৈরজ ধরি, যাচি হে তোমার দেখা।
পথের বেদন সহিতে যে নারি, পথের মাঝারে একা
শুনেছি তোমার বাঁশরির সুর, কোন্ সে অতীতে দূর বহুদূর
তব বাঁশরির সুরে সঙ্গীত ঢালি (আজি) শোনাও সে প্রেম-গান॥

২৯৯৮.

আয় লো আয় লো লগন যায় লো
খেলিবি যদি হোরি।
হরষিত মনে হরিৎ কাননে
হরি উঠেছে ভরি।
আগুন রাঙা ফাগুন লাল
রঙিন আশোক গালে দেয় গাল
জোছনা আঁচল কারল বিভোল
লাগে যেন লাল জরি॥

[অপ্রকাশিত নজরুল, সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২]

২৯৯৯. নাটিকা : 'বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা'

ওঁ নমস্তে শ্রী বিলাতী অশ্ব সায়েব হর্স নমোনমঃ
চতুষ্পদ একপুচ্ছ শৃঙ্গহীন জীব আদর্শ
সায়েব হর্স নমোনমঃ॥

এ্যাই, আরে পক্ষীরাজের বাচ্চা আমার ঘোড়া ছুইটা যাও।

ক্যাৎরাইয়া দুই চক্ষুরে ঘোড়া ছ্যাৎরাইয়া তাজ পাও ॥
স্বর্গপানে ল্যাজ উঠাইয়া, (ছোট) চিঁহি চুঁহু চিঁহি চুঁহু ডাইক্যা
আমরা দুজন রাত্র জাগুম ছোলা ভিজাইয়া রাইখ্যা (রে)
ফার্স্ট যদি না হও ঘোড়া, (তোমার) ঘোড়ানীর মাথা খাও
(হালা) পটপটাইয়া খাও ॥

[অপ্রকাশিত নজরুল, সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯২]

৩০০০.

নাথ সহজ কর লঘু কর এই জীবনের ভার।
সুন্দর ও সরল কর জটিল এ সংসার ॥
লোভ দিও না তৃপ্তি দিও
অল্পে যেন মন ভুলিও
শক্তি দিও ধৈর্য দিও দুঃখ সহিবার ॥
বিপুল হয়েও সাগর যেমন হিল্লোলিয়া ওঠে
তেমনি যেন বোঝা বয়েও গানের ভাষা ফোটে।
সারা দিনের শ্রমের পরে
ডাক্‌ব তোমায় পরাণ ভরে
তোমার নামের ভেলায় চড়ে হেসে হব ভব পার ॥

৩০০১. 'তূর্য-নিনাদ'

কোরাস : (আজ) ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব, — কে করে মুশকিল আসান তার?
মন্দির আজি বন্দীর ঘানি,
নির্জিত ভীত সত্য, বদ্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,
সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!
হাঁকিছে নকীব, — হে মহারুদ্র, চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার ॥
রক্ত-মদের বিষপান করি'
আর্তমানব; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি'!
ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হু-হুঙ্কার, —
হাঁকিছে নকীব, — অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার ॥
কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি?
উরিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড়?
হাঁকিছে নকীব, — আন ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত ধার ॥
কণ্ঠ-ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনো-বেদনাতে।
দশভুজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণ ধারিণী মা'র —
হাঁকিছে নকীব, — 'আবিরাবির্ম এধি' হে নব যুগাবতার!
মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বল-দর্পীর অহঙ্কার? —
হাঁকিছে নকীব, — সেদিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ দ্বার ॥

৩০০২. রাগ : কানাড়া মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা

রাস-মঞ্চোপরি দোলে মুরলীধারী নটবর সুন্দর শ্যাম।
নবঘন শ্যামল লাবনি ঢলঢল অবনী টলমল টলে অবিরাম ॥
দোলে যমুনা-জল রাধা গোপিনী-দল, কদম-তমাল তরু দোলে,
নাচে ধেনু বেণু-রবে ময়ূর-ময়ূরী সবে দোলে হলধর বলরাম।
দোলে চরাচর ব্রহ্মা বিষ্ণু হর সুর অসুর নর দোলে,
প্রেম-প্রীতি স্নেহ হৃদি প্রাণ দেহ মন গৃহ প্রান্তর দোলে,
প্রেম-বিগলিতা বিশাখা ললিতা দোলে শ্রীদাম সুদাম ॥

৩০০৩.

রিক্ত করিয়া ভিখারি করিলে তাই ত' পূর্ণ আমি।
জগত ঘুরালে তাই ত' তোমারে পাইনি জগতস্বামী ॥
সব কেড়ে নিয়ে আপনারে দিলে, ভবন ভাঙিয়া ভুবনে মিলিলে,
প্রদীপ নিভায়ে ধ্রুবজ্যোতি হও সাথের দিবাযামী ॥

৩০০২. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

কেন তুই মরম ভাঙা বেদন সুরে, চাইলি ফটিক জল।
ওরে ও চাতকী মরীচিকার পানে কেন ছুটলি অবিরল।
কাল বোশেখী এই মাতনে মনের বাঁধন খোল্।
ওরে তরীর লাগি ধরার বুকে আজকে আমার দোল্।
স্বপন কথা এই আলোতে ভোল্ রে আজি ভোল্ ॥

৩০০৫. গীতি-আলেখ্য : 'জীবন-স্রোত'

চাঁদনী রাতে রুপালি মায়ায়
আজকে কাহার ফুলবাসর।
ফুলরূপসী ঘোমটামুখী
কে এল রে ধরার বুকে।
চপল হাসির লুলিত লীলায়
করলে আমার মনকাতর ॥

৩০০৬.

শঙ্কর সাজিল প্রলয়ঙ্কর সাজে রে।
বজ্রের শিঙ্গা মেঘের ডম্বরু বাজে গুরুগুরু
বাজে অম্বর মাঝে রে ॥
রুদ্র নৃত্য বেগে জটাজুটে গঙ্গা;
বৃষ্টি হয়ে ঝরে সৃষ্টির বক্ষে অধীর তরঙ্গা।
শন শন ঝঞ্ঝায় বিদ্যুৎ নাগিনীর ঘন শ্বাস
অপগত হল ভয়, বন্ধন হল ক্ষয়
হেরি অশিব-সংহর নটরাজে রে ॥

৩০০৭. রাগ : শঙ্করা (বিলাবল ঠাট), তাল : ত্রিতাল

শঙ্কর-রূপে শ্যামল আওল।
ত্রিনয়ন মেলি' আঁখি-প্রসাদ বিলাওল ॥
দাঁড়ালে ত্রিভঙ্গে
নীপবন রঙ্গে
পঞ্চশর সঙ্গে করি' সঙ্গীত গাওল ॥

গোপিনীরা ভাবে, গাহে বিহঙ্গ বুঝি
স্বপ্নাবেশে রাতে যেরে শ্যামে খুঁজি।
হেরি পিনাক পাণি
মুখে ঘোম্‌টা দিল টানি —
দিগ্‌ বসনে হেরিয়া রাজে রাধা লুকাওল॥

৩০০৮.

শুকসারী সম তনু মন মম নিশিদিন গাহে তব নাম।
শুকতারা সম ছলছল আঁখি পথ চেয়ে থাকি ঘনশ্যাম॥
হে চির সুন্দর আধো রাতে আসি'
বল বল কে বাজায় আশার বাঁশি,
কেন মোর জীবন-মরণ শ্রীহরি[১] তব শ্রীচরণে সঁপিলাম।
কেন গোপন রোদনের যমুনায় জোয়ার আসে?
কেন নব নীরদ মায়া হেরি হৃদি-আকাশে।
দেখা যদি নাহি দেবে কেন মোরে ডাকিলে
কেন, অনুরাগ-তিলক ললাটে আঁকিলে
কেন কুহু কেকা সম বিরহ অভিমান অন্তরে কাঁদে অবিরাম॥

১ সকলি

৩০০৯.

শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী
মধুবন-চারী গিরিধারী ত্রিভুবন-বিহারী॥
লীলা-বিলাসী গোলকবাসী
রাধা তুলসী প্রেম-পিয়াসী
মহা বিরাট বিষ্ণু ভূ-ভার হরণকারী॥
নব-নীরদ-কান্তি-শ্যাম
চির কিশোর অভিরাম
রসঘন-আনন্দ-রূপ মাধব বনোয়ারী॥

* ৩০১০. 'কবির লড়াই' (প্রথম খণ্ড), তাল : ত্রিতাল

বয়ান — পল্লীগ্রামে এক রকম লড়াই আছে, তাকে বলে 'কবির লড়াই'। এতে একজন দেয় 'চাপান' আর একজন দেয় 'কাটান'। আমাদের এই লড়াই এর প্রথম কবিওয়ালার যে লোকটি আসর থেকে Prompt করছিল, সে ছিল একজন কয়ালি অর্থাৎ ধান মাপতো। সে ভুল ক'রে কবিওয়ালার খাতার বদলে ধানের হিসাবের খাতা এনে এটি দেখে ব'লে যাচ্ছে, আর কবিওয়ালাও তাই গেয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ঢুলির বাজনা হচ্ছে।

কবিয়াল : বড় সঙ্কটে পড়েছি মাগো, দেও মা পদতরী — ত'রে যাই।
কয়ালি : তেরো'শো পঁচিশে পৌষ, গুজরাতে খোদ্ খেদু মোড়ল,
সাড়ে সতের আড়ি ধান।
কবিয়াল : তেরো'শো পঁচিশে পৌষ, গুজরাতে খোদ খেদু মোড়ল,
সাড়ে সতের আড়ি ধান।
ওরে না রে না, ওরে না রে না, কয়ালি কী কওয়ালি, অ্যা?
ধানের খাতার হিসাব ব'লে কুল-মান মোর সব খোয়ালি?
কয়ালি কী কওয়ালি! কয়ালি কী কওয়ালি!
ষাড়ের মাথায় ঢুস্ মারতে এসেছে ঐ ভেড়া,
আর পাহাড়ে মাথা ঠুকতে এলো টেকো-মাথা ন্যাড়া।

[উর্‌-র-র, লাগাও চাঁটি, লাগাও চাঁটি, টাক্‌ ভেঙে যাক্‌,
টাক্‌ চাগি' দে, টাক্‌ চাগি' দে
উর্‌-র-র, টাক্‌, উর্‌-র র টাক্‌, উর্‌-র-র টাক ॥]
পের্‌থম ভাগ পড়েনিকো, এলেন কবি গান গাইতে,
আর লাবতে নারে ডোবায়, এলো সমুদ্দুরে লাইতে।
[ওরে নাকানি চোবানি, নাকানি চোবানি, নাকানি চোবানি।]
চাপান দিবো বাবুরা সব শুন অতঃপর,
এই চাপানের চোটে বাছার আসবে কেঁপে জ্বর।
[ধর্‌ ধর্‌ লেপ ঠেসে ধর্‌, ধর্‌ ধর্‌ লেপ ঠেসে ধর্‌,
মালোয়ারি জ্বর, লেপ ঠেসে ধর]
বলি ভূতের বাপের নাম কি, অ্যা?
আর ডিম দেয় কোন্‌ ঘোড়ায়?
দশটা মুণ্ডু নিয়ে রাবণ কেমন ক'রে ঘুমায়?
শিবের মাথায় গঙ্গা, হয় না কেন সর্দি?
আর বলতে পারলে ব'লবো কবি, নয় একদম রদ্দি।
[কুড়ি কুড়্‌ কুড়্‌ কাঁকুড়্‌ কাঁকুড়্‌, মুড়ি কুড়্‌, কুড়, কাঁকুড়্‌ কাঁকুড়্‌
ঝিনেদা চ'লে যা ঝা, কুর্‌ ঝিনেদা চ'লে যা ঝা,
কুর্‌ ঝিনেদা চ'লে যা ঝা]
বয়ান যার সাথে পাল্লা দিচ্ছিল, তার নাম গুমানি।
কবিয়াল বলি গুমানির নাম নিয়ে তুই যে মান্‌ করিস্‌ এত,
ঐ নামের প্রথম অক্ষর কি? জানে সকলে তো।
[গুমানি কবি রে, হায় হায় মরি মরি গুমানি কবি রে]
গুমানি? ও গুমানি? গুমানি? ও গুমানি? ও গুমানি?
গুমানি-র 'মানি' গেলে রইবে বাকি কি
আর পায়ে মাড়ালে লাইতে যে হয়, ব'লবো ঐ নাম আরে ছি!
আরে ছি! আরে থু!
ধর্‌, ধর্‌ নাক ঠেসে ধর্‌, ধর্‌ ধর্‌ ন্যাজ ঠেসে ধর্‌
ল্যাজ ঠেসে ধর্‌, ঠেসে ধর, ঠেসে ধর্‌, ল্যাজ ঠেসে ধর্‌,
উর্‌ মিন্‌সে জবর জং, উর্‌ মিন্‌সে জবর জং,
দেখ্‌ মিন্‌সে কেমন সঙ ॥

* ৩০১১. 'কবির লড়াই' (দ্বিতীয় খণ্ড)

বয়ান [গুমানি এসে চাপানের কাটান দিচ্ছে।]
ওরে নেইকো, ডানা উড়ে এলি সাবাস! জীবন উড়ে,
সাবাস! সাবাস! সাবাস!]
ওরে আমার ভয়ে জীবন এবার যায় বুঝি তোর উড়ে।
[উড়ে উড়ে যা, ও উড়ে উড়ে যা, কটকে পুরীতে উড়ে যা,
উড়ে যা, উড়ে যা, উড়ে, ওরে উড়ে যা]
(বাবু গো) বুড়ো বলদ লড়তে এলো, এলো দামড়ার সাথে [হা-হা-হা]
আর ব্যাঙ বলে আজ চীৎ করবো হাতিকে এক লাথে।
[উড়ে উড়ে যা, ও উড়ে উড়ে যা, হা-হা-উড়ে যা।
ওরে ভূতের বাপের নাম? ওরে আবাগে, আবাগে,
ওরে ব্যাটার ছেলে আবাগে।

ভূতের বাপের নাম আবাগে তাইতে মহাশয়,
আবাগের বেটা ভূত, গাল দিয়ে লোক কয়!
[উড়ে উড়ে যা, ও উড়ে উড়ে যা। উড়ে যা, উড়ে যা, উড়ে যা।]
ভেবেছিলি, ঘোড়ার ডিমের প্রশ্নে করবি ঠাণ্ডা?
[আর ও-ই, আরে ও-আটকড়ি কাওয়া]
ওরে ঘোড়ার মধ্যে পক্ষীরাজ ঘোড়াতে দেয় আণ্ডা।
[উড়ে উড়ে যা, কী বাবু অ্যা? হলি ঠাণ্ডা, অ্যা?
গণ্ডা গণ্ডা ঘোড়ার আণ্ডা দেখে? আরে ও-ই?
ওরে দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা, ওরে ঘোড়ার আণ্ডা দেখে যা।]
[ওরে মহাদেবের সর্দি হয় না কেন? হ্যাঁ, এইতো বল্‌বি?
তাও জানিস্‌নে? আরে ও-ই, হা-হা-হা-]
বাবু গো বেলের আঠায় শিবের জটায় ওয়াটার-প্রুফ হয়ে, বেলেস্তারা হয়ে,
সর্দি হয় না শিব ঠাকুরের গঙ্গা মাথায় ল'য়ে।
[উড়ে উড়ে যা, ও উড়ে উড়ে যা, ও উড়ে উড়ে যা,
উড়ে যা, উড়ে যা]
ওরে রাবণ রাজার দশটা মুণ্ডের ন'টা ছিল সোলার,
ভয় দেখাতে — এই মতলব রাক্ষসেরই পোলার।
[উড়ে উড়ে যা, ও উড়ে উড়ে যা। ওরে শোবার সময়, বুঝলি?]
ওরে শোবার সময় সোলার মাথা-মুখোশ রাখতো খুলে'
[এবার আমি যদি চাপান দিই কি হয়, অ্যাঁ?]
এবার আমি যদি চাপান দিই তুই ছুট্‌বি রে ল্যাজ তুলে'।
[ওরে উড়ে যা, ছোট্‌ ছোট্‌ ল্যাজ তুলে ছোট্‌,
ছোট্‌ ছোট্‌ কাছা খুলে ছোট্‌, ছোট্‌, ছোট্‌ ছোট্‌ কাছা খুলে ছোট্‌।
বনে ও বাদাড়ে, পগারে পাহাড়ে ছুটে যা।
ছুটে যা, ছুটে যা, ছুটে যা
ছুটে যা, ছুটে যা, ছুটে যা; ছুটে যা, ছুটে যা, ছুটে যা।]
ওরে মোর গুমানি নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে,
ওরে ব্যাটা বাহাদুরি করলি তো খুব, এবার আমি শুনাই ইয়ে?
কি? তোর গুরুর গোড়ায় কি রে? আরে ও-ই?
তোর গুরুর গোড়ায় কি?
ওরে সাগুর শেষে কি? মাগুর মাছের মাঝে কি খাস্‌?
তুই জ্বর হলে খাস্‌ গুলঞ্চরস, তার প্রথমে কি রে, অ্যাঁ?
বেগুনের মাঝে কি খাস্‌? তারে কি কয়? ছি
ওরে খাস্‌নে, ও জীবনেও খাস্‌নে — খাস্‌নে — খাস্‌নে,
অত ক'রে খাস্‌নে।
খাস্‌ খাস্‌ পাতিহাঁস খাস্‌, খাস্‌ খাস্‌ পাতিহাঁস খাস্‌,
যাবা বাপ্‌ দিল্লী যাবা? দিল্লীর লাড্ডু খাবা?
কুমড়ো — ছাঁচি কুমড়ো, কুমড়ো — চাল্‌ কুমড়ো
বজ্রযোগিনী যাবা না ভগিনী?
যাবিনে যাবিনে যা, যাবিনে, যাবিনে, যা, যাবিনে যা॥

৩০১২.

রূপের পেখম খু'লে ময়ূরীর প্রায়
(তোর) দেহ নব নীরদ পানে যেতে চায়!
কোনো বাধা মানে না!
(বিজলিরে দীপ ভাবে, বাধা মানে না!
বাদল গরজিলে মাদল ভাবে সে, বাধা মানে না!
পুব-হাওয়ারে কানুর বেণুকা ভাবে সে, বাধা মানে না!
রাধা চরণ-ধূলি দে!
যে প্রেমে সব বাধা হয় রাধার কিঙ্করী, সেই প্রেম দে লো!
আমি উপনদীর মত লো
মিশিব তোর প্রেম-যমুনায় উপনদীর মত লো,
তোর সাথে কৃষ্ণ সাগর-তীর্থে যাব উপনদীর মত লো॥

৩০১৩. রাগ : ভৈরবী, তাল : একতাল

রোদনে তোর বোধান বাজে আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী।
আমরা যে তোর মানব-ছেলে আমরা ত মা দানব নই॥
তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে
তাই পা রেখেছিস শিবের' পরে,
স্বামীকে তুই চিনতে নারিস্ চিনবি ছেলেয় কেম্‌নে কই॥
তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ!
তুই সব খেয়েছিস সকল-খাগী
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি –
তোর আপন ছেলের মাথা খা তুই মোরাও দুঃখ-মুক্ত হই।

৩০১৪.

লক্ষ্মী মাগো নারায়ণী আয় এ আঙিনাতে।
সুধার পাত্র সোনার ঝাঁপি ল'য়ে শুভ হাতে॥
সৌভাগ্যদায়িনী তুই মা এসে
দারিদ্র্য ক্লেশ নাশ কর্ মা হেসে
কোজাগরী পূর্ণিমা আন্ মা দুঃখের আঁধার রাতে॥
আন্ কল্যাণ শান্তি শ্রী, জননী কমলা,
এ অভাবের সংসারে থাক্ মা হয়ে অচঞ্চলা।
রূপ দে মা যশ দে, দে জয়,
অভয় পদে দে মা আশ্রয়,
ধরা ভরবে শস্যে ফুলে ফলে মা তোর আসার সাথে॥

৩০১৫. 'লক্ষ্মী-বন্দনা'

লক্ষ্মী মাগো এসো ঘরে সোনার ঝাঁপি লয়ে করে
কমল-বনের কমলা গো বিহর হৃদি-কমল পরে॥
কোজাগরী-পূর্ণিমাতে
দাঁড়াও আকাশ-আঙিনাতে,
মা গো, তোমার লক্ষ্মী শ্রী জোছনা-ধারায় পড়ুক ঝরে।

চঞ্চলা গো, এই ভবনে থাকো অচঞ্চলা হয়ে,
দারিদ্র্য আর অভাব যত দূর হোক মা তোর উদয়ে।
সুমঙ্গলা দুঃখ-হরা!
অমৃত দাও পাত্র-ভরা,
ঐশ্বর্য উপ্‌চে পড়ুক, হরি-প্রিয়া তোমার বরে॥

৩০১৬.

লীলা রসিক শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অন্ত কে পায়।
কোটীরূপে অনন্ত-অরূপ সে খেলিয়া বেড়ায়॥
কভু বিষ্ণু স্বয়ং গোলক-বিহারী কভু গোপী সখা কাননচারী,
কভু মুরলীধারী কভু মুরারি কভু রাধা মাধব কভু কুব্জারে চায়॥
নিপট কপট কভু শঠ ননীচোর, কভু কংস-অরি কভু নওল কিশোর
কভু বনের রাখাল, কভু ভয়াল করাল
কভু গীতা উদ্‌গাতা কভু রাজা দ্বারকার, তার আদি অন্ত কে পায়॥

৩০১৭.

শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা (তোরে) যায় না পাওয়া কেঁদে।
(তাই) শাক্ত সাধক রাখে তোরে ভক্তি-ডোরে বেঁধে॥
(মা) শাক্ত বড় শক্ত ছেলে
(সে) জানে দড়ি আলগা পেলে
যাবি পালিয়ে চোখে ধূলা দিয়ে মায়া জালে বেঁধে॥
(তুই) সুরাসুরে ভুলিয়ে রাখিস্ ইন্দ্রত্বের মোহে,
(ওমা) গুণের কিছু ঘাট নাই তোর নির্গুণ তাই কহে।
তোর মায়াতে ভুলে গিয়ে,
বিষ্ণু ঘুমান লক্ষ্মী নিয়ে
(তোর) অন্ত খুঁজে শিব হয়েছেন ভবঘুরে বেদে॥

৩০১৮.

শূন্য বুকে ফিরে আয় ফিরে আয় (উমা)
তোরে হারায়ে মাগো ফুরায়েছে সব সুখ বায়ু বিনা যেমন আয়ু ফুরায়॥
ক্ষীর নবনীর থালা কাছে রাখি
কাঁদি আর তোর নাম ধরে ডাকি।
তোরে যে মাগো খুঁজে ফিরে আঁখি প্রতিরূপ প্রতিমায়॥
চাঁদের মুখে তোর মুখ খুঁজি
উমা বলে ডাকি, মা বলে পূজি
তুই নাকি হয়েছিস্ জগৎ জননী জগৎ ছাড়া কি মা আমি শুধু হায়॥

৩০১৯.

শোন মেঘ-ঘনশ্যাম ডাকে আমারে দিস্‌নে লো পথে বাধা।
সখি বাধায় প্রেম-বিন্দু পড়িলে বাধা হয় অনুরাধা॥
(পথের সব বাধা রাধার অনুসারিণী হয়, বাধা হয় অনুরাধা)
তটিনী শুনেছে সাগরের আহ্বান, আর কে রাখিবে তারে,
মেঘ দেখে সুখে কদম্ব কেয়া ফুল না ফুটিয়া কি পারে?
কোটি কুসুম-শর অঙ্গে যার বরষে কি করিবে বারিধারা তার?

নিতি অসহ বিরহ-দাহনে জ্বলে যে, বজ্র তাহার মণি-হার!
(তার বিদ্যুতে কিবা ভয়, বিদ্যুৎ তার কৃষ্ণ দূতি বিদ্যুতে কিবা ভয়?
যে ঘরে পরে নিতি লোক-গঞ্জনা সয়, তার বিদ্যুতে কিবা ভয়?)
যার প্রেমের পথে বাধা বিধির অভিশাপ, সাপেরে সে ভয় করে না॥

৩০২০.

শোনো ঘনশ্যাম বনবাসী
অভিমানে তব মান না রাখিয়া কি দুঃখ পাইল দাসী॥
বাহিরে তোমায় ফিরায়েছি হরি নিদারুণ মান ভরে।
ফিরে এসে বঁধু ফিরে এসে বলে কাঁদিয়াছি অন্তরে।
সবই তো জানো, অন্তরে তুমি অন্তর্যামী সবই তো জানো।
ব্রজবাসিনীর কাছে মান দিয়া মান বাড়ালে দাসীর সবই তো জানো।
তব আরাধিকার তুমি কেন হে পরাণ বঁধু,
এত মান দিলে গরব করার দিলে এত প্রেম মধু কেন বঁধু।
মোরে শ্যাম সোহাগিনী বলে সখিগণ সবে
তাই যে সাহস পাই, অভিমান করে রাই, গরবিনী সে যে বঁধু তোমারই গরবে।
তার আর যে কেহ নাই, গরব করার তার আর যে কিছু নাই।
এত গরব করার যদি গরব দিলে বঁধু, রেখ রেখ দাসীর সে মান বঁধু হে॥

৩০২১. তাল : দাদরা

শোনো, ডাকে রে ঐ ডাকে মোরে ডাকে।
কাতর ক্ষুধাতুর জনগণ বিশ্বের বিধাতাকে, ঐ ডাকে।
ওরা আসন আমার টলালো
মোর পূর্ণ রসে ভুলালো — আসন আমার টলালো।
ওরা ডাকলে আমি থাকতে নারি (ওরা আমায় চরণে নিলে)
আমি যে হরি — আমিও হারি;
ওদের কাঁদন নিবিড় বাঁধন, মন্দিরে বেঁধে রাখে।
মোরে মন্দিরে বেঁধে রাখে॥

৩০২২.

শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম
যে নাম শুনি পবনে, যে নাম হৃদি-ভবনে
(সখি) যে নাম ত্রিভুবনে বাজে অবিরাম॥
নাম শোনা লো, শোনা লো
যে নাম শুনে কুলনারী হয় আনমোনা লো।
সখি, ধেয়ায় যে নাম প্রতি ঘরে প্রতি জনা লো।
সখি ভোলায় যে গৃহকাজ, ভোলায় যে কুললাজ
যে নাম শুনিতে লো কান পেতে রই
সাধ যায় যে নাম-নামাবলী গায়ে দিয়ে যোগিনী হই।
নহে শুধু রাধিকার, সাধকের সাধিকার, যে নাম জপমালা সই,
তোরা শোনা সেই নাম লো,
তোরা বাহিরে শোনা, তোরা গাহিয়া শোনা
যে নাম অন্তরে জপি অবিরাম লো॥

৩০২৩.

শ্যাম মুখ আর না হেরব সজনী। —
সেই দেশে যাব আমি যে দেশে শ্যাম নাই,
যে দেশে নাই সখি সচন্দ্র রজনী —
(যথা চাঁদের বুকে কলঙ্ক, সে চাঁদ আর দেখব না,
যে চাঁদের বুকে চন্দ্রা থাকে, সে চাঁদ আর দেখব না,
সেই কলঙ্কী চাঁদ আর দেখব না।
সখি গো — মোরে নিয়ে চল, নিয়ে চল্ —
যে দেশে কালো নাই, কেবল আলো, সেথা নিয়ে চল্ নিয়ে চল্।)
মোর চির উজ্জ্বল নীল, চির নির্মল ছিল, সেথা ছিল না কলঙ্কিনী চন্দ্রা
মোর বুক হ'তে শ্যাম মণি চুরি করে মায়াবিনী নয়নে আনি তন্দ্রা।
(আমি সে দেশে রব না —
যেথা পরম সুন্দর পর পুরুষ হয়, সে দেশে রব না)।
অন্তর বাহিরে মোর যেখানে কৃষ্ণ চেয়ে আছে সতৃষ্ণ চোখে
কালার সেই কালো ঢাকিয়া দে সখি পরম শুভ্র আলোকে।
(আমি কালো মুখ আর দেখব না গো কালা দেখলে অঙ্গ জ্বালা করে
সে থাকুক পরম সুখে, রাধা বাধা দেবে না, বুকে তার থাকুক চন্দ্রা
ধ্যান মগ্না হব, গভীর বনে যাব হব সেথা রজনীগন্ধা।)

৩০২৪.

শ্যাম-সুন্দর-গিরিধারী।
মানস মধু-বনে মধুমাধবী সুরে মুরলী বাজাও বনচারী॥
মধুরাতে হে হৃদয়েশ মাধবী চাঁদ হয়ে এসো,
হৃদয়ে তুলিও ভাবেরি উজান রস-যমুনা-বিহারী
অন্তর মন্দিরে প্রীতি ফুলশয্যায় বিলাস কর লীলা-বিলাসী,
আঁখির প্রদীপ জ্বালি' শিয়রে জাগিয়া রব শ্যাম, তব রূপ পিয়াসি।
যত সাধ-আশা গেল ঝরিয়া, পর তাই গলে মালা করিয়া;
নূপুর করিব তব চরণে গাঁথি' মম নয়নের বারি॥

৩০২৫.

শ্যামল তুমি শ্যাম তাই এ ধরাধাম সাজায়েছ শ্যাম সুষমায়।
অসীম নভোতল সুনীল ঝলমল তব নীল তনুর আভায়॥
তরুলতা পল্লবে হেরি
তব শ্যামরূপ আছে ঘেরি
কালোবরণ হল সাগর-নদী জল হে কৃষ্ণ তোমারি মায়ায়॥
দুখ শোকে দুর্দিনে বরষায়
নীরদ বরণ তব রূপ ভায়
বিশ্বভুবন কবে কৃষ্ণময় হবে জাগি নাথ তাহারি আশায়॥

৩০২৬. রাগ : সিন্ধু-কাফি, তাল : ধং

শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে তাই মাঠে ঘাটে বেড়াস্ ধেয়ে'।
তুই কোন্ দুখে এই ভেক নিলি মা থাকতে নিখিল ছেলেমেয়ে॥
হেম কপালে তোর আগুন জ্বালি'
গৌরী মেয়ে সাজলি কালি,

তুই অন্নপূর্ণা নাম ভুলিলি ভূতনাথের সঙ্গ পেয়ে॥
ডুগডুগি ঐ বাজায় মহেশ ক্ষ্যাপা বেটা গাঁজা খেয়ে,
তাই দেখে তুই চণ্ডী সেজে ক্ষেপে গেলি হাবা মেয়ে।
রাজার মেয়ের একি খেয়াল
মেরে' বেড়ায় অসুর-শেয়াল
তুই দানব ধরে বাঁদর নাচাস্ কাজ নাই তোর খেয়ে দেয়ে॥

৩০২৭.

শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ ধূপ-কাঠিতে।
যত জ্বলি সুবাস তত ছড়িয়ে পড়ে চারিভিতে॥
ভক্তি আমার ধূমের মত
ঊর্ধ্বে ওঠে অবিরত,
শিব-লোকের দেব-দেউলে মা'র শ্রীচরণ পরশিতে॥
অন্তর-লোক শুদ্ধ হল পবিত্র সেই ধূপ-সুবাসে,
মা'র হাসিমুখ চিত্তে ভাসে চন্দ্রসম নীল আকাশে।
সব কিছু মোর পুড়ে কবে
চিরতরে ভস্ম হবে
মা'র ললাটে আঁকব তিলক সেই ভস্ম-বিভূতিতে॥

৩০২৮.

শ্যামা নামের ভেলায় চ'ড়ে কাল-নদীতে দুলি।
ওমা ঘাটে ঘাটে ঘটে ঘটে সুরের লহর তুলি॥
কাল তরঙ্গে ভাসিয়ে অঙ্গ মা,
দেখে বেড়াই কতই রঙ্গ,
কায়ায় কায়ায় রঙ বেরঙের শত মায়ার ঠুলি।
জন্মান্তর ঘাটে ঘাটে ভাসি উঠি ডুবি
মা কেবলই ডাকে আমায়, ওরে 'আয় আমারে ছুঁবি।'
মোরে কাল্-স্রোতে ভাসাবার ছলে
মা লীলা দেখান নাট-মহলে
খেলার শেষে আপনি এসে বক্ষে নেবে তুলি॥

৩০২৯.

শ্যামা বলে ডেকেছিলাম, শ্যাম হয়ে তুই কেন এলি?
ওমা লীলাময়ী মনের কথা কেমন করে শুনতে পেলি?
শৈলশিরে শিবের সাথে
পূজেছিলাম গভীর রাতে,
হেসে কেন কিশোর হয়ে তুই বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলি?
রক্তজবা ফিরিয়ে দিলি মা প্রেম চন্দন মাখিয়ে দিয়ে
মুক্তি চেয়েছিলাম মা, এলি আশীর্বাদ মুক্তা নিয়ে।
ছিনু তমোগুণে ডুবে, তবু প্রিয়তম হয়ে
খেলতে এলি তমাল বনে লয়ে
(মোর) গেরুয়া রাঙা বসন কেড়ে দিলি রাধার সোনার চেলি।

৩০৩০.

শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে কেবলই সে লুকাতে চায়।
আলো-আঁধার পর্দা টেনে বালিকা সে পালিয়ে বেড়ায়॥
নিখিল ভুবন আছে তারে ঘিরে
আমার মেয়ে তবু বসন খুঁজে ফিরে,
তারে যে দেখে সে এক নিমেষে তারি মাঝে লয় হয়ে যায়॥
তাই কেবলি সে লুকাতে চায়॥
কোটি শিব ব্রহ্মা হরি অনন্তকাল গভীর ধ্যানে,
তার সে লুকোচুরি খেলায় পায় না দিশা পায় না মনে।
রবি শশী গ্রহতারার ফাঁকে
যে দেখেছে পালিয়ে যেতে মাকে,
(সে) আপনাকে আর পায় না খুঁজে মায়াবিনীর মহামায়ায়॥

৩০৩১. রাগ : পিলু

শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরি।
রঙ নে, রঙ দে, মন্দির আনন্দে, আয় লো বৃন্দাবনী গোরী॥
আয় চপল যৌবন-মদে মাতি অল্প-বয়সী কিশোরী॥
রঙ্গিলা গালে তাম্বুল-রাঙা ঠোঁটে হিঙ্গুল রঙ লহ ভরি;
ভুরু-ভঙ্গিমা সাথে রঙ্গিম হাসি পড়ুক মৃদু মৃদু ঝরি'॥
আগুন-রাঙা ফুলে ফাগুন লাগে লাল,
কৃষ্ণচূড়ার পাশে অশোক গালে-গাল।
আকুল করে ডাকি' বকুল বনের পাখি,
যমুনার জল লাল হ'ল আজ আবির, ফাগের রঙে ভরি॥[১]

১ শ্যাম অঙ্গ মাজি রঙে রঙে রাঙা হয়ে কি শোভা ধরেছে মরি' মরি'

৩০৩২. রাগ : পিলু

সখি আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥
(যেন) আমার প্রেম-তুলসীর বনে খেলিছেন এসে শ্রীহরি।
আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥
যেন লো মানস গঙ্গার জলে
জল-লীলা মোরা করি কুতূহলে
(মোর) অঙ্গে অঙ্গে আনন্দে তাঁরি নূপুর উঠিছে মর্মরি'॥
(যেন) চাঁপা রঙ মোর উত্তরী দিনু পীতাম্বর-শ্রীযাদবে।
(যেন) আমার হৃদয়-কমল নিঙাড়ি'
(শ্রী) চরণ রাঙাল বন-বিহারী
(মোর) অঙ্গের লীলা-ব্রজধামে তার বেণু রব ফেরে সঞ্চরি'
আমি যেন রূপ-মঞ্জরি॥

৩০৩৩.

সখা অসীম আকাশ দিক হারায়েছে রাধা হারায়নি দিক।
ঘন দুর্যোগে প্রেম-দীপ জ্বালি' পথ চলে অনিমিখ্।
(কৃষ্ণ প্রেম-যোগিনী রাই দুর্যোগে ভয় করে না,
বলে, কৃষ্ণ যোগের এই শুভখন, দুর্যোগে ভয় করে না)।

সখা, বৃষ্টির চিক ফেলিয়া, ভাবিছ রাখিবে নিজেরে ঢাকি।
চিকের আড়ালে ঝিকমিক করে তোমার সজল আঁখি!
(হে নিষ্ঠুর, তব এ কী লীলা?
তুমি পথে ডেকে পথ ভুলাইতে চাহ, একি লীলা?
সোজা পথ তুমি বাঁকা কর, বাঁকা এ কি লীলা?)
ভেবেছ পথের কাদা মেখে রাধার রূপ পড়িবে ঢাকা,
কলঙ্কী চাঁদ হে, তোমার বিলাস বুঝি গৌর রূপ দেখিলেই
(তোমায় ঐ ভয়ে কেউ চাহে না কালো কলঙ্ক মাখা!
কলঙ্ক লাগিবার ভয়ে কৃষ্ণ নাম গাহে না!)
তুমি সকল রসের আধার তাই এত সাধ জাগে রাধার
রস-সুধা পান করিবার তরে জড়াইয়া তব দেহ
(যেমন) পাত্র জড়ায়ে রস পান করি, পাত্র খাই না কেহ!
যে দেহে প্রেম-অমৃত-রস-স্রোত বয়ে যায়,
হে কিশোর, কাঁদে প্রাণ তাহারি তৃষ্ণায়!
বঁধু, মোরা গোপী কুলবতী
তুমি ভাব বুঝি তোমারি মতন মোরা চঞ্চল মতি?
(কিশোর মতি চঞ্চল হয় — শ্রীমতি চঞ্চলা নয়
তোমার মতি শ্রীযুক্ত হলে তুমি হও শ্রীমতীময়!
তুমি মতির মালা পর হে
তখন বনমালা ফেলে শ্রীমতীর মালা পর হে!
ভরিলে কলঙ্কে পথের পঙ্কে অভিসারে এনে রাধার প্রিয় হে
বাহিরে দিলে লাজ অসহ বিরহ, অন্তরে আনন্দ প্রেম রস দিও হে।।

৩০৩৪. : তাল দাদরা

সখি এ নিবিড় বিরহ-বেদনা সহিতে পারি না আর।
তুলসী বিনা কে জানো নারায়ণ-শিলার কত সে ভার!
পাষাণের নারায়ণে ভালোবেসে
এ কূল ও কূল গেল মোর ভেসে
সুখ-আশে এসে গোকুলে দেখি বিরহের পারাবার।।
গোবিন্দ যেথা, সেথাই যদি এ অশ্রুর ঢলাঢলি,
কূলে কালি দিয়ে এনু যে অকূলে, কার কাছে আর বলি!
সখি, এ যে শুধু রোদন-বিলাস
তারে চেয়ে কারও মিটেছে কি আশ?
বুকে যে পেয়েছে, তার বুকে নাকি আরো বেশি হাহাকার।।

৩০৩৫. রাগ : আশাবরী, তাল : আদ্ধা কাওয়ালি

সখি ঐ শোনো বাঁশি বাজে
মন লাগে না গৃহ কাজে।।
কত সুরে কত ছলে
বাঁশিতে সে কথা বলে,
মোর মন প্রাণ ছুটে চলে
যথা বাঁশি বাজে বন মাঝে।।

এপারে ঘর ননদী,
ওপারে যমুনা নদী,
কেঁদে মরি নিরবধি
যাইতে পারি না লাজে॥
সখি কেন সে বাঁশিতে সাধে
নিশিদিন 'রাধে রাধে'
প্রাণ গুমরি' গুমরি' কাঁদে
হৃদে এনে দে রাখাল-রাজে॥

৩০৩৬.

সখি এবার রাধার আধার ভাঙিয়া মিশিব হরির সঙ্গে।
সে কেমন লীলা মাধুরী আমি ডুবিব রস শেখর অঙ্গে॥
ভালো মন্দ দেখব না তার, সাঁতারিব লীলা পাথার, দেখিব সখি —
সে কেমন লীলা মাধুরি, আমি ডুবিব রস শেখর অঙ্গে
মিশিব হরির সঙ্গে॥

৩০৩৭.

সখি কেন এত সাজিলাম যতন করি
জাগিয়া পোহাল হায় বিভাবরী॥
চাহিতে মুকুর পানে
সজ্জা লজ্জা হানে।
অভিমানে লুটাইয়া কাঁদে কবরী॥
সখি লুকায়ে হাসিবে সবে দেখিয়া মোরে
বল এ মুখ দেখাব আমি কেমন করে?
সখি ঐ দেখ লোক জাগে
কেহ জাগিবার আগে
নিয়ে চল যমুনাতে ডুবিয়া মরি॥

৩০৩৮.

সখি গো বৃথা প্রবোধ দিস্ নে
কোন্ প্রাণে তুই বলতে পারিলি মোর শ্রীকৃষ্ণে ভুলিতে।
সেই নন্দপুরের চন্দ্র বিহনে নাহি আনন্দ মোর
তারে না হেরিলে তিলেকের তরে বাঁচে না চিতচকোর।
বলে দে বলে দে কোথা আমার প্রাণসখা ভাসি আমি আঁখি-নীরে
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হলাম ভাসি আমি আঁখি-নীরে
সখি, এই তো আমার সাধনা
আমার মত জগত কাঁদুক এই ত' আমার কামনা
কাঁদতে হবে,
যে হরিরে মোর হরিবে তায় রাধার মত কাঁদতে হবে।
সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে চিরজীবন কাঁদবে ভবে।
সখি কাঁদলে তারে যায় না পাওয়া, তাহলে সখি আমি পেতাম।
যদি কাঁদলে তারে পাওয়া যেত যশোমতী তারে হারাতো না।
সে যে প্রেমের চিরকাঙাল, প্রেম বিনে তায় যায় না পাওয়া॥

৩০৩৯.

সখি রে আমি তো নিয়েছি বঁধুরে কিনে॥
আমি যে সবার মাঝে
কিনেছি যে ব্রজ রাজে
তবু কেন মোরে কহে চোর কেহ কহে লইয়াছি ছিনে॥
যাহারা যাহা সাধ বলুক না ওরা
কেহ বলে কালো কেহ বলে গোরা
আমি তো লয়েছি সখি আঁখি খুলে চিনে॥
কেহ নির্গুণ কয় কেহ কহে গুণময়
আমি জানি প্রেমময় গো —
আমি দিয়েছি তাহারে মোর অঙ্গের ভূষণ
মণি মুকুতার হার মুকুট ও কঙ্কন
পূর্ব জনমের শপথ ছিল তাই
মীরা লয়েছে তার গিরিধারী চিনে॥

৩০৪০.

সখি দেখ্‌লো বাহিরে গিয়া
কে অমন করে সকরুণ সুরে ডাকিল পিয়া পিয়া।
পিয়া ডাক শিখে বনের পাপিয়া এলো কি মথুরা হতে?
ভ্রমর গুঞ্জন নূপুর বাজায়ে শ্যাম চলে যায় বন-পথে
(তোরা ডাকিলি না বলে বনে চলে যায় গো।
ঝরা পাতার নূপুর বাজায়ে বনমালী বনে চলে যায় গো।)
সখি হলুদ-রাঙা কার পীত-ধড়া
ঐ সোনাল ফুলে ডালে দোলে, দেখ্‌লো তোরা।
তোরা দেখে আয় ঐ মোর মদনমোহন
ও সোনাল তরু নয়, মলয় হাওয়ায় দোলে পীত বসন॥
(সখি) ও নহে দোয়েল, ও নহে কোয়েলা পাখি।
রাধারে খুঁজিয়া বেড়ায় উড়িয়া শ্যামের কাজল-আঁখি
দেখিতে বুঝি আসিয়াছে মোর হৃদ্‌-পিঞ্জরের পাখি।
কৃষ্ণ বিরহে রাধার প্রাণ আজও আছে কিনা আছে।
তারে ডেকে এনে বল্‌
রাধার পাষাণ প্রাণ যাবে না যাবে না, না হেরি হরির চরণ-কমল॥

৩০৪১.

সখি নবীন নীরদে ছাইল গগন, নব ঘন শ্যাম কই।
দেবদারু শাখে বাঁধিয়া ঝুলনা পথ পানে চেয়ে রই॥
(চাতকীর মত পথপানে চেয়ে রই
দামিনী দমকে চমকিয়া উঠি পথপানে চেয়ে রই)
সখি কাজ আছে তার এত কি?
ঝুরে অভিমানে বনপথ-তলে বকুল কামিনী কেতকী।
পুবালি বাতাস করে হাহাকার ঝর, ঝর জল ঝরে অনিবার
যেন বেদনায় শ্রীমতী রাধার আঁধার আকাশ আজি
যমুনার জলে ভাসায়ে দে মালা চন্দন ফুল-সাজি।

(ফুল-সাজি কেন আনিলাম, ফুল সাজে কেন সাজিলাম।
বনমালী নাই, কার তরে তবে এই বনমালা গাঁথিলাম)
সখি সবার তৃষ্ণা মিটাইল আজ ঘনশ্যাম তৃষ্ণাহারী
রাধারই হৃদয় রহিল নীরস পেল না বিন্দু বারি।
(করুণা সিন্ধুর শরণ লইয়া পেল না বিন্দু বারি
তৃষ্ণাহারীর চরণ ধরিয়া পেল না বিন্দু বারি)

৩০৪২.

সখি যায়নি ত শ্যাম মথুরায়,
আর আমি কাঁদব না সই।
সে যে রয়েছে তেমনি ঘিরে আমায়।
মোর অন্তরতম আছে অন্তরে অন্তরালে সে যাবে কোথায়?
আছে ধেয়ানে স্বপনে জাগরণে মোর নয়নের জলে আঁখি-তারায়॥
কে বলে সখি অন্ধকার, এ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নাই, সখি গো —
আমি অন্তরে পেয়েছি লো, বাহিরে হারিয়ে তায়,
যাক্‌ না সে মথুরায়, যেথা তা'র প্রাণ চায়॥
শ্যামে হেরিয়াছি যমুনার কালো জলে, সাগরে,
আষাঢ়ের ঘন মেঘে হেরিয়াছি নাগরে।
হেরিয়াছি তায় শ্যাম-শস্যে হেমন্তে,
পীত-ধড়া হেরি তায় কুসুমি বসন্তে॥
এঁকেছিলাম শ্যামের ছবি সেদিন সখি খেলার ছলে,
আঁকিনি লো চরণ তাহার, পালায়ে সে যাবে ব'লে।
আনিয়া দে আজ সে চিত্রপট আঁকিব লো আজ চরণ তা'র,
সে যায়নি মথুরা কাঁদিস নে তোরা আছে আছে শ্যাম হৃদে আমার॥

৩০৪৩.

সখি, সে হরি কেমন বল্‌।
নাম শুনে যা'র এত প্রেম জাগে চোখে আনে এত জল॥
সে কি আসে এই পৃথিবীতে
গাহি' রাধানাম বাঁশরিতে?
যা'র অনুরাগে বিরহ-যমুনা হয়ে ওঠে চঞ্চল॥
তা'রে কি নামে ডাকিলে আসে
কোন্‌ রূপ কোন্‌ গুণ পাইলে, সে রাধা সম ভালোবাসে?
সখি শুনেছি সে নাকি কালো
জ্বালে কেমন সে এত আলো,
মায়া ভুলাইতে মায়াবী সে নাকি করে গো মায়ার ছল॥

৩০৪৪.

সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে।
শ্মশান-বাসী হরের গলায় বরণ-মালা দুলাতে॥
সতীর শোকে ভৈরব বেশ
প্রলয়-ধ্যানে মগ্ন মহেশ
(তাই) নেমে এলি হিমালয়ে অটল শিবে টলাতে॥

তোর মায়াকে করবে মা জয়, নেই হেন কেউ ত্রিলোকে,
অনন্ত দেব-দেবীরে তুই ভুলাস মায়ার পলকে।
কৈলাসে তুই শিবালয়ে
রইলি এবার নিত্যা হ'য়ে
প্রেমের কাছে হার মেনে তুই নেমে এলি ধূলাতে॥

৩০৪৫.

সদা হরি-রস-মদিরায় মাতাল যে জন
আমি শিরে ধরি তার মদ অলস চরণ॥
যে কলঙ্কিনী নারী
আপন পতিরে ছাড়ি
শ্রীহরিরে পতিরূপে করেছে বরণ
তার কলঙ্ক-কালি মোর গোপী চন্দন॥
যে গুহকে কোল দেন আপনি শ্রীরাম
সেই চণ্ডালের পায়ে আমার প্রণাম।
উৎপীড়নের ছলে
যে অসুর কৌশলে
ধরিয়াছে শিরে শ্রীহরির শ্রীচরণ
আমি যাচি সেই গয়াসুরের স্মরণ॥

৩০৪৬.

তোমার নামের বরমালা দাও গলে
তোমার রাহের কর মোরে রাহী॥
ফরজ ওয়াজেব আমি জানি না হে স্বামী
তোমার নামে মশগুল দিবাযামী
চাহি না শাফাৎ বেহেশ্‌ত দৌলত
হে প্রভু শুধু তোমারে চাহি॥
পতঙ্গ যেমন ধায় প্রদীপ পানে
তোমার জ্যোতি মোরে তেমনি টানে
তোমার বিরহে নিশিদিন কাঁদি
পরানে আমার শান্তি যে নাহি॥
আমারে রাখ তব প্রেমে ছেয়ে
বিশ্ব ভুলি যেন তোমারে পেয়ে,
নদী যেমন যায় সাগরে ধেয়ে
তেমনি ছুটি যেন তব নাম গাহি॥
[তোরা সব জয়ধ্বনি কর, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯]

৩০৪৭. রাগ : যোগিয়া, তাল : চাঁচর

কর্‌লে সিঙ্গার চতুর আল বেলি
স্বজন কে ঘর জানা হোগা॥
না কোয়ি কুটুম কবিতা তেবা
না কোয়ি আপনা বেগানা হোগা॥
[তোরা সব জয়ধ্বনি কর, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯]

৩০৪৮.

দিন যবে হ'ল অবসান —
গাহিলে কে নব প্রভাতের গান।
হে প্রিয় পান্থ শ্রান্তবেলায়
আনিলে অরুণ আলোর বান॥

[হোক সব জয়ধ্বনি কর, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯]

৩০৪৯.

আজো মধুর বাঁশরি বাজে
গোধূলি লগনে বুকের মাঝে॥
আজো মনে হয় সহসা কখন
জলে ভরা দু'টি ডাগর নয়ন
ক্ষণিকের ভুলে সেই চাঁপা ফুলে
ফেলে ছুটে যাওয়া লাজে॥
হারানো দিন বুঝি আসিবে না ফিরে,
মন কাঁদে তাই স্মৃতির তীরে।
তবু মাঝে মাঝে আশা জাগে কেন
আমি ভুলিয়াছি ভোলেনি সে যেন,
গোমতীর তীরে পাতার কুটিরে
আজো সে পথ চাহে সাঁঝে॥

৩০৫০.

আমার গানের বুলবুলিরা,
আমার বনের কুহু-কেকা।
পাঠাই সবুজ পাতায় ভ'রে
মোর কাননের কুসুম-লেখা।
তোমাদেরি সুর-সোহাগে
তোমাদেরি অনুরাগে
আমার কাঁটা-কুঞ্জে আজো
সন্ধ্যামণি গোলাব জাগে।
তোমাদের নজরানা দিই
সেই কুসুমের গন্ধ-গীতি,
শিশির সম জড়িয়ে থাকুক
আমার গানে সবার স্মৃতি।

৩০৫১.

আমার যারা আশ্রিত নাথ তারা তোমার দান
হে নাথ যেন সেই অতিথির হয় না অসম্মান॥
ওরা দেহে মনে সুন্দর হোক
পেয়ে তোমার পুণ্য আলোক,
কর্মে ওদের মহান কর ধর্মে বলবান॥
তোমার দেওয়া ভার বহিবার শক্তি মোরে দাও
আমার স্বাস্থ্য আয়ু নিয়ে আশ্রিতে বাঁচাও।

(যাদের) পাঠিয়ে দিলে আমার ঘরে
আমায় পরখ করার তরে
যেন দিতে পারি অকাতরে তাদের তরে প্রাণ॥
আমায় যারা ঘিরে আছে আমার মুখে চেয়ে
তারা আমার নহে হে নাথ, তোমার ছেলে মেয়ে॥
ওদের তুমি রেখো সুখে
ধরে তোমার আপন বুকে
বাঁচুক ওরা তোমার আশীর্বাদের প্রসাদ পেয়ে॥
আমায় দিও দুর্ভাবনার বোঝা যত আছে
(নাথ) থাকুক পরম নির্ভরতায় ওরা আমার কাছে।
শুধু তোমার ভরসাতে নাথ
আমি ওদের ধরেছি হাত
তোমার স্নেহ মায়ের মত থাকুক ওদের ঘেরে॥

[অপ্রকাশিত নজরুল ১ম খণ্ড, আবদুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৯]

৩০৫২.

আমারে ভুলেছ বলে করিনি ত' অভিমান,
তোমার ক্ষণিক প্রেম আমারে দিয়েছে মান।
তব প্রেম-ছবি আঁকি
মরমে দিয়েছি রাখি,
তেমনি উজল সে যে আজো হয়নি ম্লান॥
আজো কণ্ঠে মম তোমার গানের মালা,
সুরের পরশে মোর ভুলায় বিরহ-জ্বালা।
তোমার অমর স্মৃতি, ধেয়ানে পূজি গো নিতি;
নীরবে নয়ন-নীরে যতনে করায় স্নান॥

৩০৫৩. নৃত্যনাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

ও ঝুম্‌রো! তীর ধনুক নিয়ে বল্ না কোথায় যাস?
পাখি যদি মারিস ঝুম্‌রো আমার মাথা খাস।
ঐ শোন্ 'চোখ গেল' পাখি —
জামের ডালে উঠ্‌ল ডাকি —
শুনিস নাকি মহুল বনে উঠ্‌ছে দীঘল শ্বাস॥

৩০৫৪.

কি জানি পইড়াছে বন্ধু মনে,
বুক ফেটে যায় বন্ধুর বিহনে॥
সখি গো যাইতে যমুনার জলে
দেখা হলো কদমতলে
কি কারণে চাইল না মোর পানে,
আমায় দেখে বাঁকা আঁখি ফিরাইল কেনে॥
যার সনে যার ভালোবাসা,
কদিন থাকে মনের গোসা
বাঁচি না ঐ প্রাণবন্ধু বিহনে,
রাস্তাঘাটে দেখা হ'লে ডাক দিলে না শোনে॥

তার সনে কইরে পিরিতি,
রইল খোঁটা গেল জাতি
জলাঞ্জলি দিলাম কুলমানে
তার জন্য কান্দি না সখি, কান্দি তার গুণে ॥

৩০৫৫.

বলো এ কোন্ রঙ্গ রে
পিয়ার বিরহে হিয়া কেঁদে কহে
চাহি না নিঠুরের সঙ্গ রে।
ভালো যে বেসেছে ভোলে সে কেমনে,
যদি গো ভুলিলো পড়ে কেন মনে,
আঁখি জলে ভাসি তবু ভালোবাসি
একি নিদারুণ আনন্দ রে,
বলো এ কোন্ রঙ্গ রে ॥

[অপ্রকাশিত নজরুল - ২য় খণ্ড, সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯২]

৩০৫৬.

চঞ্চল হিয়া বারে বারে হায় যারে চায়
তারে নাহি যে পায় তাই সে কেঁদে সুধায়
সে কোথায় সে কোথায় হায় গো সে কোথায় ॥
মোর মত হা হুতাশ
করে আকাশ বাতাস
শিশির বিন্দু হয়ে আঁখি ঝরে যায়।

[অপ্রকাশিত নজরুল - ২য় খণ্ড, সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯২]

৩০৫৭. নাটক : 'সতী' (মন্মথ রায় রচিত)

দেব আশীর্বাদ — লহ সতী পুণ্যবতী
লহ ত্রিলোকের আশিস্ বাণী — লহ লহ আয়ুষ্মতী ॥
ধর পূজা আরতির শুভ বরণ ডালা
পর স্বর্গের মন্দার পারিজাত মালা,
রবি দিল কুণ্ডল সাগর মুকুতা দল
চাঁদ দিল চন্দন স্নিগ্ধ জ্যোতি ॥
মঙ্গল ঘট দিল দেবী মেদিনী
পুণ্য সলিল দিল মন্দাকিনী
অগ্নি দিলেন দীপ — শুকতারা দিল টীপ
দিল ধান্য দূর্বা মুনি ঋষি তপতী ॥
বিষ্ণু দিলেন তাঁর লীলা কমল
ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু জল —
সিঁথির সিন্দুর ভূষা দিলেন অরুণা উষা
(চির) এয়োতির নোয়া দিল অরুন্ধতী ॥

[অপ্রকাশিত নজরুল - ২য় খণ্ড, সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯২]

৩০৫৮. নাটক : 'সতী' (মন্মথ রায় রচিত)

দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণ রাগে
রাঙা আবির কুঙ্কুম ফাগে।

কি হবে আলতা পরায়ে (যে পায়)
সন্ধ্যা ঊষা সদা জাগে ॥
রাঙা রামধনু হেরিয়া যে পায়
উঠিয়া লুকায় নিমেষে লজ্জায়
অশোক কিংশুক অঞ্জলি হয়ে চরণে শরণ মাগে ॥
তব চরণ-রাগ নব বসন্তে
জাগে ফুলদলে নারী সীমন্তে
রবি শশী তারা হ'ল জ্যোতির্ময় — তব চরণ অনুরাগে ॥
[অপ্রকাশিত নজরুল - ২য় খণ্ড, সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৯২

৩০৫৯.

তোমার দেওয়া ব্যথা, সে যে তোমার হাতের দান।
তাই তো সে দান মাথায় তুলে নিলাম, হে পাষাণ ॥
তুমি কাঁদাও তাই ত বঁধু
বিরহ মোর হল মধু,
সে আমার গলার মালা তোমার অপমান ॥
আমি বেদীমূলে কাঁদি, তুমি পাষাণ অবিচল,
জানি হে নাথ, সে যে তোমার পূজা নেওয়ার ছল।
তোমার দেবালয়ে মোরে
রাখলে পূজারিণী ক'রে
সেই আনন্দে ভুলেছি নাথ সকল অভিমান ॥

৩০৬০. গীতি-নাট্য : 'শাল-পিয়ালের বনে'

জংলা মায়ের জংলী খোকা-খুকি।
আমরা কেমন সুখী ॥
যেন বনের মৌ-টুসী থাকি সদাই খুশি
বাব্‌লা কাঁটা দিয়ে গাঁথা পিয়াল-পাতার টুকী ॥

৩০৬১.

তোমারি আশায় সব সুখ ছাড়িনু
আর কেন রাখ প্রভু দূরে।
তুমি ছেড়ো না মোরে মোর গিরিধারী
বাঁধো মোরে চরণ-নূপুরে ॥
বিরহ বেদনা মোর জ্বলে হৃদিকন্দরে
মুছাইয়া দাও আঁখিলোর।
তব চিত্তে মিলায় আজি চিত্ত হে মম
অঙ্গে মিলাও তব অঙ্গ পীতম।
জনমে জনমে মীরা তোমারি দাসী
হৃদি-বৃন্দাবনে নিতি ঝুরে ॥

৩০৬২.

দেবতা কোথায় স্বর্গের পানে চাহি' অসহায় কাঁদি বৃথাই।
নাই অমরায়, বিগ্রহে নাই, মন্দিরে নাই তীর্থে নাই ॥
কংস-কারার পাষাণ-পুরীতে
বন্দীর সাথে দেখেছি ঝুরিতে

(ওরে) চল্ সবে সেই তীর্থ-ভূমিতে
সেথা গিয়ে মোরা কেঁদে লুটাই ॥
ক্ষুধিত, পীড়িত উপবাসীদের মাঝে
তাঁহার বেদনা-রক্ত চরণ-রাজে
কাঁদে দুর্বল যথায় দৈন্য লাজে সেথা তাঁর গীতা শুনিতে পাই ॥
ঘুমায় যে সিন্ধুতে নারায়ণ
(সেথা) সুরাসুর মিলে তোল্ আলোড়ন
দেবতা জাগাতে আরো মন্থন আরো অসহন পীড়ন চাই ॥

৩০৬৩.

জয় নারায়ণ জয় পার্থ-সারথি
সর্বকালে সর্বলোকে যাঁর আরতি ॥
যে কৃষ্ণ নাম জপেন ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর
যে নাম করে ধ্যান যোগী ঋষি সুরাসুর নর
এই অসীম বিশ্ব সীমা যাঁহার পায় নাকো খুঁজি
থাকে জীবনে মরণে যেন সেই পদে মতি।
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥
যাঁর অনন্ত লীলা যাঁহার অনন্তপ্রকাশ
মধু কৈটভ শূর কংসে যুগে যুগে করেন নাশ,
ন্যায়-পাণ্ডবের হ'লেন সখা সারথি সাজি
এই পাপ-কুরুক্ষেত্রে কাঁদি তাঁহারেই খুঁজি -
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥
যাঁর মুখে গীতা, হাতে বাঁশি, নূপুর রাঙা পায়
কভু শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে, কভু গোরা নদীয়ায়,
ফেরে প্রেম যমুনার তীরে চির-রাধিকার বামে,
মোর মন-গোপিনী উন্মাদিনী সেই নামে মজি -
কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি ॥

[পাণ্ডুলিপি : নজরুল সঙ্গীত, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা, ২০০১]

৩০৬৪.

শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম থির হও অধীর চিত্ত ওরে।
হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে ॥
পদ্মপত্রে নীর সম চঞ্চল
যাঁহার মায়ায় চিত টলে টলমল,
তাঁহারি শরণ নে রে, প্রাণ ভরে ডাক তাঁরি নাম ধ'রে ॥

৩০৬৫. নাটক : 'মীরাবাই'

জয় মীরা জয় গিরিধারি লাল।
আজি এক হয়ে গেল রাধা কিশোর রাখাল ॥
অনন্ত লীলা অনন্ত লোকে
হেরি যুগে যুগে ধরায় গোলোকে,
অভিমান বিরহ প্রেম অহরহ
দেবতা মানুষ হ'ল প্রেমের কাঙাল ॥
আসে ধরাধামে লয়ে শত রূপ নাম
ত্রেতায় সীতারাম দ্বাপরে রাধাশ্যাম,

কলিত নদীয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাই
যুগলরূপ হেরি দোলে চিরকাল ॥
[পাণ্ডুলিপি : নজরুল সঙ্গীত, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৫]

৩০৬৬.

নীল হরি এসো নীলে হিরণে সেজে মন হরিতে
হে নীল হৃষিকেশ বিজড়িত হয়ে এসো
হিরণ বরণ রাই কিশোরীতে ॥
চাঁচর কেশে নীল ময়ূর পাখা
অধরে সোনার হাসি জোছনা মাখা
সুনীল উদার বক্ষ ঢাকা কাঞ্চনে কদম মঞ্জুরীতে ॥
স্বর্ণ পাখা নীল প্রজাপতি সম
পীত বসন প'রে এসো নীল কিশোর মম।
নীলমণি এসো হলুদ চাঁপার বনে
কনক নূপুর পরি' নীল চরণে
সোনার ভ্রমর ঘেরা নীল পদ্ম যেন
নব ঘন শ্যাম এসো, বিজড়িত হেম-তড়িতে ॥
[অপ্রকাশিত : নজরুল : ১ম খণ্ড, আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯]

৩০৬৭.

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা বিধৌত পূর্ব দিগন্তে।
তরুণ-অরুণ-বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে ॥
ব্রাহ্ম-মুহূর্তের সেই পূরবাণী
জাগায় সুপ্ত প্রাণ জাগায় – নব চেতনা দানি
সেই সঞ্জীবনী বাণী শক্তি তার ছড়ায় পশ্চিমে, সুদূর অনন্তে।
উর্মিছন্দা শত-নদীস্রোতে ধারায় [illegible] পবিত্র – [illegible] শুদ্ধ-পূরব বঙ্গ
ঘন বন-কুন্তলা প্রকৃতির বক্ষে সরল সৌম্য শক্তি-প্রবু[illegible] পূরব বঙ্গ!
আজি শুভলগ্নে তা'রি বাণীর বলাকা
অলখ ব্যোমে মেলিল পাখা,
ঝঙ্কার হানি যায় তার পূরবাণী
জীবন্ত হউক হিম জর্জর ভারত নবীন বসন্তে ॥

৩০৬৮.

বন্ধু আমার হারিয়ে গেছে অন্ধকারে
সে দিন হতে তাই বাঁশরি আর বাজে না রে ॥
আজো বকুল ফোটে কুঞ্জে মম মধুমাসে
দুয়ার খুলে ভাবি মনে [illegible] আসে,
মোর আশার প্রদীপ যায় গো নিভে
বারে বারে অন্ধকারে ॥
নয়নে মোর আসে না ঘুম চাঁদের হাসি দেখে;
আরেকটি চাঁদ হারিয়ে গেছে আমার ভুবন থেকে।
আজো বেলা শেষে অশ্রু-নদীর তীরে তীরে
কত যুগের আশা যেন কেঁদে মরে।
কবে মনের সাথী আসবে ফিরে
মনের দ্বারে কুঞ্জ দ্বারে ॥

৩০৬৯. 'হাসি-রাশি'

১ম বৃদ্ধ বিজয়ার পর দেখা হল ভায়া এসো কোলাকুলি করি।
২য় বৃদ্ধ হয়েছে হয়েছে ছাড় ছাড় দাদা ভুঁড়ি চাপা প'ড়ে মরি॥
দমকা হাসি খামকা হাসি বাপ্‌রে পিলে চমকা হাসি।
দম্ ফেটে যায় হেঁচকি উঠে হাসি ত' নয় সর্বনাশী॥ (বিকট হাসি)
শাশুড়ি ও বৌমা সীম বীজগুলো কেন ফেলে দিলে নাহি রাঁধি?
বৌ না মা সীম বীজ নয় ওগুলো ইঁদুর নাদি॥
১ম ছাত্র আরে ও অজিত! হ'ল কি? মুখে কোঁচা কেন শুধু হাসিস্?
২য় ছাত্র কথায় কথায় কাতুকুতু ভাব যথায় তথায় হাসিস
আর হাসাসনে ভাই শীতে ঠোঁট ফেটে গেছে (ঠোঁট ফাটা হাসি)
হাসিয়ে দিলে কাঁসিয়ে দিলে এবার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে
নাকের জলে মুখের নালে কাপড় চোপড় ভাসিয়ে দিলে॥

৩০৭০.

বিদায়! বিদায়! বিদায়! রহিতে নারি এ রাজ্যে আর।
হেথা নাহি কল্যাণ
দেশ শ্রীহীন ম্লান,
বসিয়াছে ধর্মের পুণ্যাসনে, অধর্ম অনাচার॥

৩০৭১.

ভুঁই মালীদের ঘরে ভুঁই চাপার কলি
ভুমা-পরা উমা খেলিতে
উতলা মনে ছায়া ফেলিতে॥
ঘোম্‌টা টানিয়া দিলে আমারে হেরিয়া
উদাস চোখে এলো কালো-মেঘ ঘেরিয়া
চিনিতে কি পেরেছিলে প্রণাম যে
কল্যাণী-রূপ তব হে॥

[কাব গানের চুটী হাহ ভেসে, আসাদুল হক সম্পাদিত, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৯]

৩০৭২.

মহাদেবী উমারে আজি সাজাবো হর-রমা সাজে।
মহামায়ার বুকে তাঁরি মায়ার শর দেখবো কেমন বাজে॥
হরমোহিনী বিনা এই ত্রিদিবে
কে ভোলাবে দেবাদিদেব শিবে,
শিব হলে অচেতন পুন জাগিবে মদন,
চলিবে নিলাজ কামনা-লীলা বিশ্ব মাঝে॥

৩০৭৩.

মা এলো রে, মা এলো রে, বরষ পরে আপন ছেলের ঘরে
সাত কোটি ভাই বোন মিলিয়া আজি ডাকি আকুল স্বরে (মাগো আনন্দময়ী)
মা এসেছে! মা এসেছে! আকাশ-পাতাল 'পরে
আনন্দ তাই ধরে না যে আজকে থরে থরে
শিউলি ফুলের মত আজ আনন্দ গান করে॥

কমল-মুকুল-শাপ্‌লা বনে ভ্রমর শোনায় গীতি –
জাগো জাগো, আজকে মোদের আগমনীর তিথি;
জল-তরঙ্গ বেজে ওঠে নদীর বালুচরে ॥
বুকের মাঝে বাঁশি বাজে অঝোর কলরোলে,
দূর-প্রবাসী কাজ ভুলে আয় আপন মায়ের কোলে;
আজকে পেলাম মাকে যেন কত যুগের পরে ॥

৩০৭৪.

মা তোর স্নেহ-প্রেম-বন্যা ঝরে
ঘরে ঘরে কন্যা হয়ে।
তোর সৃষ্টি রাখেন সজীব, এঁরাই
গঙ্গাধারার মত বয়ে ॥
ঝর্না ঝরায় এঁদের স্নেহে
পুরুষ প্রাণে প্রতি গেহে
এঁরাই সতী শিব সীমন্তিনী
প্রেম-মগ্ন পতি লয়ে ॥

৩০৭৫. 'কৃষকের গান'

মোরা চাষ করি এই মাঠের বুকে, চাষ করি এই মাটি।
যে মাটির বুকে রহে পাকা সোনার ধানের কাঠি ॥
আশ মেটে না চারা ধানের পানে চেয়ে চেয়ে,
মরাই-ভরা থাকবে ওরা আমার ছেলেমেয়ে;
চাই না স্বর্গ, পাই যদি এই পাকা ধানের আঁটি ॥
মেটে ঘরের দাওয়ায় বসে স্বপন দেখি রেতে,
পুবাল্ হাওয়া ঢেউ দিয়ে যায় আমার ধানের ক্ষেতে,
সেই মাটির মধু মাঠে আসে হয়ে ভাতের [illegible]টি ॥
সেই মাটিকে নিঙ্‌ড়ে কে আজ রস করে ভাই পান,
সেই মাঠ আজ হয়েছে রে দশ ভুতের বাথান;
মোদের ক্ষুধার অন্ন মদ-গর্বীর জোগায় মদের ভাটি ॥
ঘুমের মাঝে চম্‌কে উঠি, বর্গী এলো দেশে;
পঙ্গপালে দেশ ছেয়েছে, খাজ্‌না দেবো কিসে?
ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, ধর্ ফিরে তোর লাঠি -
চাষা ছাড়িস্‌নে তোর ঘাঁটি ॥

[নজরুল রচনাবলী — ৩য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩]

৩০৭৬.

মোরে মন মন্দিরমে শুনো স্যাখরি শোওত হায় গিরধারী।
জাগ জাগ কর প্রেম হামারা দেও দ্বারী ॥
ছাতিপে মেরে কৃষ্ণ শোওত হায় ভক্তি চাঁওর ঢুরাওয়ে
উন্‌কে শিরাহনে দীপক মোরি আঁখিয়া প্রীতি হায় দাসী হামারি ॥
চোরি চোরি শাস ননদ মোরা দেখ রহি হাঁয় নেম।
উনকা ডার মোহে কুছওয়া না না লাগে জাগত হায় মোরা প্রেম।
আধি রাত যব জাগে বিহারী, ধ্যারি হাঁয় হাথ কৃষ্ণ মুরারি
ধ্যান ধ্যারে অব ইয়ে প্রাণ মেরা য্যয়সে রাধাপ্যারী ॥

৩০৭৭.

শুধু নদীয়ার নহ তুমি, আজ
বাঙলার গৌরব।
দিগ্‌দিগন্তে লুটাইয়া পড়ে
তব যশঃ-সৌরভ॥
জলাঙ্গী অঞ্জনা চূর্ণীতে
বাজে তরঙ্গ কল-সঙ্গীতে
কুলুকুলু রবে কূলে তাহাদের
ধ্বনিছে তোমার স্তব॥
হৃদয়-আসন পাতা ছিল, আজ
পেলে রাজাসন ধীর;
ধন্য হইল শিরোপা আজিকে
বরিয়া তোমার শির।
ওগো বীর, তুমি রাজসম্মান
নিলে জয় করি', লহ নাই দান,
সুন্দরতর আজ তাই তব
শুভ বিজয়োৎসব॥[১]

১ শান্তিপুরে খান বাহাদুর মোহাম্মদ আজিজুল হকের সংবর্ধনা সভায় গীত

৩০৭৮.

লীলাচঞ্চল-ছন্দ দোদুল চল-চরণা
হেলে দুলে এলে কে গো গিরি-ঝরনা॥
দুলিয়ে জলের জরিন বেণী নাচো আনন্দে —
রামধনুতে ওড়ে তব রাঙা ওড়না॥
বুলবুলিরে গান গাওয়াও, নাচাও ময়ূরে,
ফুল-ভূষণে সাজে কানে নিরাভরণা॥
চাহিয়া আছি তোমার পথে শুনেছি নূপুর,
কবে মিলাবে আমার প্রেম-পাথারে সাগর-শরণা॥

[নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩]

৩০৭৯.

শুভ যাত্রার লগ্ন এসেছে কালের শঙ্খ বাজিছে ওই!
কে দেখাবে পথ, প্রদীপ তুলিয়া নিশীথ রাতের বন্ধু কই?
ঘন তমসায় এ মহাসাগরে
কে বাহিবে তরী ভাঙ্গা হাল ধরে,
কঙ্কাল-বুকে নাচে মহাকাল, জীবন-দেবতা নাচে তাথৈ!
মোরা স্বার্থ-হিংসা-প্রাচীর গড়িয়া বন্দী হয়েছি আপন ঘরে,
বন্ধুতা ভুলে অন্ধ-কারায় বৈরী হয়েছি পরস্পরে।
ভীরু জনগণ আজো গৃহ-কোণে
লাজে অপমানে কাঁদিছে গোপনে,
কোথা হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা অভয়-কণ্ঠে বলো মাভৈঃ॥

৩০৮০. তাল : স্বাগতা

স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা
ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্না।

মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে
যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে
এসো গো বিরহ-নীরস-রাতে
হে প্রিয়া কবির প্রাণ অর্পণা॥
[নজরুল রচনাবলী — ৩য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩]

৩০৮১.

হয়ত তোমার পাব দেখা,
যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে বনের সবুজ রেখা॥
ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আলের পথে, বিজন ঘাটে;
হয়ত এসে মুচকি হেসে
ধ'রবে আমার হাতটি একা॥
বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি
আস্তে যাবে নয়না চুমি',
সেই সে কথা লিখছে হেথা
দিগ্বলয়ের অরুণ-লেখা॥
[নজরুল রচনাবলী - ১ম খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩]

৩০৮২.

মম প্রাণ নিয়ে নিঠুর খেল এ কি খেলা (হায়)।
ক্ষণে ভালোবাসা হায় ক্ষণে অবহেলা॥
সকালে গাঁথিয়া মালা পায়ে দলো বিকালে তায়।
তেমনি দলিতে চাহ আমার পরাণ কি হায়।
সহিতে পারি না আর এই হেলাফেলা
জলরূপী একি কোন্ মরীচিকা তুমি কি গো।
ডেকে এনে মরুভূমে বধিবে এ বনমৃগ।
বুঝিয়াছি কখন হায় পুরায়েছে বেলা॥
[নজরুল রচনাবলী - ৩য় খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩]

৩০৮৩. নাটক : 'ধ্রুব', রাগ : লাচ্ছাশাখ, তাল : ত্রিতাল

হে দুখ-হরণ ভক্তের শরণ, অনাথ-তারণ হে বিধাতা!
তুমি ধ্রুবজ্যোতি, চাহ যা'র পানে
নিমেষে সে ছুটে যায় তব সন্ধানে।
বৃথা তা'রে সংসার পিছু ডাকে বার বার, হে মুক্তি-দাতা হে বন্ধ-ত্রাতা॥

৩০৮৪.

দোল ফাগুনের দোল লেগেছে, আমের বোলে দোলন-চাঁপায়।
মৌমাছিরা পলাশ-ফুলের গেলাশ ভ'রে মউ পিয়ে যায়॥
শ্যামল পাতার কোলে কোলে
আবির-রাঙা কুসুম দোলে,
দোয়েল শ্যামা লহর তোলে কৃষ্ণচূড়ার ফুলেল শাখায়॥
বন-গোপিনী ফুল ছুঁড়ে ঐ খেলে হোরী দখিন-বায়ে,
হলদে পাখি দোদুল দুলে সোনাল শাখায় আদুল গায়ে।

ভাট-ফুলের ঐ নাট-দেউলে
রঙিন প্রজাপতি দুলে,
মন ছুটে যায় দূর গোকুলে, বৃন্দাবনে প্রেম যমুনায়॥

৩০৮৫.

মোতিমালা নিয়া
অভিমানী প্রিয়া —
বরজুবন পর উতরে কা হুয়ে না দেতে
হরতায় গুঁথলারি মন বস করবে কো
নয়নন মে হার যেতে
কেন ফিরায়ে আঁখি
আনন আঁচলে ঢাকিয়া॥
লুটায় বরণ-ডালা
ছড়ানো কুসুম-মালা
সঘন কাঁপিছে হিয়া॥

[হারানো গানের খাতা, মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৯৭]

৩০৮৬.

আজ শরতে আনন্দ ধরে না রে ধরণীতে।
একি অপরূপ সেজেছে বসুন্ধরা নীলে হরিতে॥
আনো ডালা ভরি কুন্দ ও শেফালি,
আজ শারদোৎসব জ্বালো দীপালি।
স্নেহ-মাখা সুনিবিড় আকাশ উদার ধীর,
দুলে নদীতীর কার আগমনীতে॥

৩০৮৭.

বঁধু ফিরে এসো, আজো প্রাণের প্রদীপ রেখেছি আঁচল ঢেকে।
বিরহ-নিশ্বাসে দীরঘ বাতাস কেঁপে ওঠে থেকে থেকে।
আখর : (আর রাখিতে নারি
নিবু নিবু দীপ রাখিতে নারি
বুঝি আমার পরাণ-প্রদীপ নিভাবে আমারি নয়ন-বারি।)
বঁধু যমুনার তীরে আসি ফিরে ফিরে কদম্ব-কদম-তরু-তলে,
হেরি বালুচরে বেণু আছে পড়ে ডাকে না আর রাধা বলে।
অভিমানী বাঁশি আমার বুকে আসি' কেঁদে কেঁদে কহে যেন গো,
হরি আরাধিকা এলে যদি শ্রীহরি এলনা কেন গো!
পায়ে প'ড়ে কাঁদে এসে যমুনার ঢেউ
বলে রাধা ব'লে আর ডাকে না ত কেউ।
জটিলা কুটিলা আজ কলহ ভুলে
জড়ায়ে মোরে কাঁদে যমুনা-কূলে।
বলে কৃষ্ণ কই গো
এই বিরহ-যমুনায় পার হব কবে, বল হে বিরহী মম
বল কোন্ সে গোলোকে রহিবে চোখে চোখে
প্রিয়তম হে কৃষ্ণ আঁখি-তারা সম॥

৩০৮৮.

হে ইন্দ্রানী এলে কার তরে

সূত্র : কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীতে ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে বিমল ভূষণ কর্তৃক রেকর্ড হলেও গানটি প্রকাশিত হয়নি।

৩০৮৯.

কাঁকর (?) ভরা দুপুর বেলা

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩০৯০.

আও চঞ্চল শ্যামল কিশোর

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩০৯১.

আজো মন কেন চায়

সূত্র : নজরুল-গীতি — অখণ্ড (পরিশিষ্টাংশ), আব্দুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১।

৩০৯২.

আমার বুকের নীল পদ্ম

সূত্র : নজরুল-গীতি — অখণ্ড (পরিশিষ্টাংশ), আব্দুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১।

৩০৯৩.

আমি গোলাপ বনের মনের মাধুরী

সূত্র : পাণ্ডুলিপি : নজরুল সঙ্গীত (সূচিপত্রাংশ), সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩০৯৪.

আমি শুধু তোমায় চাহি

সূত্র : ক. নজরুল নির্দেশিকা : রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ১৯৬৯।

খ. 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৩। গানটি গ্রন্থিত হয়নি।

৩০৯৫.

স্বপন ভেঙে গেলে আমায় খুঁজো

সূত্র : ভীমপলশ্রী রাগে সুরারোপিত ও আদ্ধা-কাওয়ালী তালে নিবদ্ধ এই গানটি কবির সান্নিধ্যধন্য শিল্পী বিমলভূষণ ১৯৮৪ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে সঙ্গীত শিক্ষার আসরে নজরুল সঙ্গীত হিসাবে শিখিয়েছেন। গানটি গ্রন্থিত হয়নি।

৩০৯৬.

আজি হোরির দিনে ঝরে কেন রাধার চোখে বারি

সূত্র : কবির সান্নিধ্যধন্য শিল্পী শৈল দেবীর গানের খাতা। গানটি অসমাপ্ত।

৩০৯৭.

উমত ঝমত মচক কমর

সূত্র : রেকর্ড নম্বর : জেএনজি. ৫২৪, প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৩৩, শিল্পী : সরলা। মেগাফোন কোম্পানীতে রক্ষিত একটি খাতায় কবির হস্তাক্ষরে লিখিত থাকলেও কারো পক্ষে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩০৯৮.

এই কি রে সেই আর্যাবর্ত

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩০৯৯ নক্সা : 'খোকার গল্প বলা'

একদা এক হাড়ের গলায় বাঘ ফুটিয়াছিল

সূত্র : রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি জিটি. ৩৭, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৩৩।

বি.দ্র. এটি এক পঙ্‌ক্তির গান।

৩১০০.

ও পাড়ারি মেয়ে

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৫ সালের ২৪ জানুয়ারিতে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১০১.

আমরা স্বপন বিহারিণী

সূত্র : পাণ্ডুলিপি : নজরুল সঙ্গীত (সূচিপত্রাংশ), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১০২.

কর কৃপা গিরিধারী

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১০৩.

কল্যাণ দাও হে শ্যাম

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১০৪.

কৃষ্ণনা কাহে ছাদ চালে

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১০৫.

কৃষ্ণ-প্রেমের ফুল ফুটেছে

সূত্র : মেগাফোন কোম্পানীর রেজিস্টার। শিল্পী : অনন্তবালা বৈষ্ণবী। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১০৬.

কৃষ্ণ মুরারি কৃষ্ণ মুরারি

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১০৭.

খোলো খোলো বাহুর মালা

সূত্র ঃ মেগাফোন কোম্পানীব রেজিস্টার। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১০৮.

খোলো মন্দির দ্বার প্রীতম

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১০৯.

গীতা জ্ঞান দিও দান

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১০.

চলো চলো চলো

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৫ সালের ১৩ জানুয়ারিতে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১১.

চাঁদনী রাতে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১১২.

চির আনন্দে নন্দিত তুমি নন্দ গোপাল

সূত্র ঃ নজরুল কথা ঃ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নজরুল স্মৃতিমাল্য, মনোহর সাহিত্য মন্দির, কলকাতা। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১৩.

ছলছল চোখে কে তুমি বালিকা

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২৬ জানুয়ারিতে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১৪.

ডগমগ যৌবন চলে গোয়ালিনী

সূত্র ঃ ক. মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর রেজিস্টার।

খ. বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঃ আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

গ. রেকর্ড নম্বর ঃ মেগাফোন জেএনজি ২২, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৩২, শিল্পী ঃ মিস কানন (টকি)। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১৫.

তবু যাবার বেলা বলে যাও

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৪ সালের ৭ আগস্টে গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১৬.

তুম হো ম্যহবুবে

সূত্র : পাণ্ডুলিপি : নজরুল সঙ্গীত (সূচিপত্রাংশ), সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১১৭.

তেরো হি ধেয়ান ধোরা

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১১৮.

তোমরা আমায় দেখতে কি পাও

সূত্র : ক. মোয়াজ্জিন, ১৩৩৫।

খ. নজরুল-গীতি — অখণ্ড, (পরিশিষ্টাংশ) আবদুল আজীজ আল্ আমিন সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১। গানটির বাণী উদ্ধার করা হয়নি।

৩১১৯.

তোমার আসার চরণ ধ্বনি

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১২০.

দাও শক্তি প্রেম ভক্তি

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১২১.

দিও এই বর

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২৬ জানুয়ারিতে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১২২.

'দুষ্টু ছেলের গান' (শিরোনাম)

সূত্র : ক. নজরুল নির্দেশিকা : রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৬৯।

খ. 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকা, কার্তিক ১৩৪০। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১২৩.

দেখা হবে প্রিয় পরজনমে

সূত্র ঃ মেগাফোন কোম্পানীর রেজিস্টার। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১২৪.

দেখো সখি করিঘাট মে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ রেকর্ড কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১২৫.

দেব না আর যেতে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১২৬.

ধন নিয়ে সব ভালো ভালো ('খাজনাদারের জুলুম')

সূত্র ঃ ক. মেগাফোন কোম্পানীর রেজিস্টার।
খ. রেকর্ড নম্বর ঃ জেএনজি ৫৮, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ১৯৩৩, শিল্পী ঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১২৭.

নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা (নমো শ্রীকৃষ্ণ)

সূত্র ঃ নজরুল-গীতি — অখন্ড, (পরিশিষ্টাংশ) আবদুল আজীজ আল-আমিন সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১।

৩১২৮.

নয়নের মণি আমার পিয়ারা

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৩ সালের ২৯ মে-তে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১২৯.

নয়নান কে তারে মারে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১৩০.

নাচে ছুঁড়ি ভাণ্ডারী

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৩ সালের ২৯ মে-তে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১৩১.

নিশীথ রাতে নীরবে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩২.

নেহি তোড়োরে সরকারী নেবুয়া

সূত্র ঃ ক. বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঃ আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

খ. রেকর্ড নম্বর ঃ মেগাফোন জেএনজি ২২, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৩২, শিল্পী ঃ মিস কাননবালা (টকি), নৃত্যসম্বলিত, তাল ঃ কাহারবা। মেগাফোন কোম্পানীতে রক্ষিত একটি খাতায় কবির হস্তাক্ষরে লিখিত থাকলেও কারও পক্ষে গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৩.

ন ছোড়ো গারি দুঙ্গা ভরণে দে গাগরী

সূত্র ঃ ক. মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর রেজিস্টার।

খ. রেকর্ড নম্বর ঃ জেএনজি ৫২৪, প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৩৩, শিল্পী ঃ মিস সরলা। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৪.

বকুল ডালে দোলনা

সূত্র ঃ ক বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঃ আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

খ মেগাফোন কোম্পানীর রেকর্ড রেজিস্টার। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৫.

পুছনা ক্যা হায় (হিন্দী)

সূত্র ঃ পাণ্ডুলিপি ঃ নজরুল সঙ্গীত (সূচিপত্রাংশ), সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৬.

ফুটল সখি বিরহেরি গুলবাগে

সূত্র ঃ পাণ্ডুলিপি ঃ নজরুল সঙ্গীত (সূচিপত্রাংশ), সম্পাদনা ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৭.

বাঁধিস যদি মোরে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৮.

বাড়ি বাড়ি মধু বেচি কে নিবি আয় মধু

সূত্র ঃ নজরুল কথা ঃ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নজরুল স্মৃতিমাল্য, মনোহর সাহিত্য মন্দির, কলকাতা। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৩৯.

বিদায় প্রিয়তম হে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২৫ জানুয়ারিতে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪০.

বিরহের অশ্রু সয় না

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২৮ জুন-এ এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪১

বোলে দে প্রভু কে প্যারে (হিন্দী)

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪২.

বাঁশে বাজাও

সূত্র ঃ পাণ্ডুলিপি ঃ নজরুল সঙ্গীত (সূচিপত্রাংশ), আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০৫।

৩১৪৩.

ভাওয়া সাগর মে বেহাতি (হিন্দী)

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪৪.

ভিলনী ভিলিয়া

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪৫.

মদিনায় ডেকেছে বাণ

সূত্র ঃ ক. রেকর্ড-বুলেটিন। বুলেটিনে গীতিকার হিসেবে কবির নাম রয়েছে, কিন্তু গানটির বাণী নেই।

খ. রেকর্ড নম্বর ঃ এইচএমভি এন. ৭২১২, প্রকাশকাল ঃ মার্চ ১৯৩৪, শিল্পী ঃ মহম্মদ কাশেম। রেকর্ড পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলে গানটির বাণী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

৩১৪৬.

মন চলে যায় বিরহ পাখায় সুদূর

সূত্র ঃ গানটির পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কলকাতাস্থ হরফ প্রকাশনীর মরহুম আবদুল আজীজ আল-আমান-এর পরিবারের সংগ্রহে থাকলেও আজও তা কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

৩১৪৭.

মন্দির দ্বারে কত আর জাগি

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪৮.

মুকতি মুজকো দিনু হে নাথ

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৪৯.

যদি অবেলায় এলে প্রিয়

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। মেগাফোন কোম্পানীর জন্য রচিত এই গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫০.

যুগ যুগ সে

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২৬ জানুয়ারিতে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫১.

রণ-রঙ্গিণী রূপ তব

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫২.

রাধাকে প্রাণ আঁধার

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৩.

লাজের মাথা খেয়ে

সূত্র : ক. বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

খ. রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি ৫৫২১, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৪০, শিল্পী : কালো দেবী। রেকর্ড বা পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৪.

শিবস্তোত্রম

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৫.

শুচিবাই

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৩ সালের ২৯ মে-তে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। এই শিরোনামের গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৬.

শুন রে বেদরদো

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২৬ জানুয়ারিতে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৭.

শুষনি শাক তুলতে এসে

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৮.

শোক দিয়া হ্যায় তুমহিনে

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৫৯.

শ্যাম নাম তু জপলে মনুয়া

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬০

শ্যাম সুন্দর কা দরশন

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

৩১৬১.

শ্যাম সুন্দর হে

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১১ জুলাই-এ এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

৩১৬২

সখি [illegible]

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ২[illegible] জানুয়ারিতে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬৩.

সখি ফুল ফুটেছে

সূত্র : ক. বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

খ. ১৯৩৯-এ এইচএমভি কোম্পানীতে শিল্পী চিত্তরঞ্জন ঘোষ-এর কণ্ঠে রেকর্ড করা হলেও গানটি বাতিল হয়।

গ. ১৯৩৯ সালের ২ নভেম্বর শিল্পী বিজনবালা ঘোষের কণ্ঠে গীত হয়ে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬৪.

সরকারী নেবুয়া ন তোড়োরে

সূত্র : ক. পাণ্ডুলিপি (মেগাফোন কোম্পানী)

খ. বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

গ. রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি ২২, প্রকাশকাল : নভেম্বর ১৯৩২, শিল্পী : কাননবালা (টকি), নৃত্যসম্বলিত, তাল দাদ্‌রা। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬৫.

সাপ খেলাওঁ তোম্‌রি (হিন্দী)

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ১৫ জুলাই-এ এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। এই গানটি 'সাপ খেলানোর বাঁশি' গানের হিন্দী অনুবাদ। গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬৬.

সালাম লহ রোজা

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। মেগাফোন কোম্পানীর জন্য রচিত এই গানটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬৭.

হরিজন

সূত্র : বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১৬৮.

হয়ে গেছি জারক নেবু তোমার পানে চেয়ে চেয়ে ('জারক নেবু')

সূত্র : ক. বাংলা সাহিত্যে নজরুল : আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৭।

খ. মেগাফোন কোম্পানীর রেজিস্টার।

গ. রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি ৫৮, প্রকাশকাল : আগস্ট ১৯৩৩, শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির বাণী উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

৩১৬৯.

হরি ভক্তি কি নাইয়া

সূত্র : কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১৭০.

হরি হরি হর হর

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১৭১.

হে ব্রজবল্লভ

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩১৭২.

হে মাধব দেখা দিলে

সূত্র ঃ কবির সঙ্গে ১৯৩৮ সালের ২৮ এপ্রিলে এইচএমভি কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্র। গানটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরিশিষ্ট

কাজী নজরুল ইসলাম : জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ২৪ শে মে; ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬; মঙ্গলবার জন্ম। গ্রাম : চুরুলিয়া; থানা : জামুরিয়া; মহকুমা : আসানসোল; জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ডাকনাম : দুখু মিয়া ও তারাখ্যাপা। পিতা : কাজী ফকির আহমদ; মাতা : জাহেদা খাতুম। পিতামহ : কাজী আমিনুল্লাহ। মাতামহ : মুনশী তোফায়েল আলী।

১৯০৮ পিতার মৃত্যু।

১৯১০ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ। মসজিদের ইমামতি, মাজারের খাদেম।

১৯১১ বর্ধমানের মাথরুন গ্রামের 'বীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে' ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০)। স্থানীয় লেটো দলের জন্যে বাংলা-উর্দু-ফারসি-ইংরেজি-মেশানো ভাষায় কবিগান-পাঁচালি-প্রহসন-নাটক ইত্যাদি রচনা। চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে ফারসি ভাষা-সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ।

১৯১২ আসানসোলের একটি চা রুটির দোকানে চাকরি।

১৯১৪ ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি - দরিরামপুরে বছরখানেক অবস্থান।

১৯১৫ সিয়ারসোল হাই স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি - দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন। কবিতাচর্চা।

১৯১৭ দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে নাম লেখান ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে। নৌশেরার ট্রেনিং শেষে করাচিতে গমন। ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত।

১৯১৮ মাসিক 'সওগাত' (সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন) ও ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' (সম্পাদক : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক) প্রকাশিত।

১৯১৯ সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ। করাচি থেকে গল্প প্রেরণ, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'সওগাত' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায়।

১৯২০ দেশে প্রত্যাবর্তন - করাচি থেকে কলকাতায়। কলকাতায় অবস্থান-প্রথমে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-৭৬) সঙ্গে তাঁর মেসে, পরে কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদের (১৮৮৯-১৯৭৩) সঙ্গে 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র অফিসের একটি ঘরে। রাজনীতিবিদ্ শেরে-বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) অর্থানুকূল্যে নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদের যুগ্ম-সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' -এর আত্মপ্রকাশ। ঐ বছরই 'নবযুগ' ছেড়ে দেওঘর ভ্রমণ। কবির গান রচনার শুরু এবং এ সময় থেকেইপত্র-পত্রিকায় তাঁর গান প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯২১ এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লার দৌলতপুরে গমন। দৌলতপুরে আলী আকবর খানের ভাগ্নি সৈয়দা খাতুনের (নজরুল-প্রদত্ত নাম নার্গিস, পুরো নাম : নার্গিস আসার খানম) সঙ্গে প্রণয়। ১৮ই জুন বিয়ে।

আলী আলী আকবর খানের পরিবারের সঙ্গে বিরোধ এবং দৌলতপুর ত্যাগ। নার্গিসের সঙ্গে একত্রবাস হয়নি।

অক্টোবরে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে আবার কুমিল্লায় গমন। ভারতে প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর আগমনে প্রতিবাদ ও হরতাল। কুমিল্লায় প্রতিবাদী মিছিলে স্বরচিত গান গেয়ে অংশগ্রহণ। কলকাতার ৩/৪-সি তালতলা লেনের চারতলা বাড়ির নিচের একটি ঘরে বছরের একেবারে শেষে রাত জেগে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা। প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' 'সওগাত' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৯২২ বছরের প্রথমেই 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাপার হরফে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বিজলী' (সম্পাদক: নলিনীকান্ত সরকার) ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায়। অনেকগুলি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হলো। বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করলো এই কবিতা। 'বিদ্রোহী কবি' অভিধাটি নজরুলের নামের সঙ্গে চিরকালের জন্যে যুক্ত হলো। প্রকাশিত হলো প্রথম গল্পগ্রন্থ ব্যথার দান, প্রথম কবিতাগ্রন্থ অগ্নি-বীণা, প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ যুগ-বাণী। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (জন্ম ১৮৮২) মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা ও গান রচনা, শোকসভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন। নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'-র আত্মপ্রকাশ ১১ই আগস্ট। ২৬শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য 'ধূমকেতু' বাজেয়াপ্ত এবং গ্রেফতার। যুগ-বাণী বাজেয়াপ্ত। এ বছর দৈনিক 'সেবক' (সম্পাদক: মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ) পত্রিকায় অল্প কিছু দিনের জন্যে কাজে যোগদান।

১৯২৩ ৭ই জানুয়ারি রচিত হলো রাজবন্দীর জবানবন্দী। ১৬ই জানুয়ারি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। প্রথমে ১৭ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি জেলে, পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৪ই এপ্রিল হুগলি জেল এবং ১৮ই জুন বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত। ২২শে ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করলেন নজরুলকে। ১৫ই ডিসেম্বরে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেল থেকে মুক্ত। কারামুক্তির পরে মেদিনীপুরে সংবর্ধনা। কলকাতা থেকে 'কল্লোল' (সম্পাদক: দীনেশরঞ্জন দাশ) প্রকাশিত - নজরুল এই ক্রান্তিকারী মাসিক সাহিত্যপত্রের নিয়মিত লেখক।

১৯২৪ কলকাতায় আশালতা সেনগুপ্তা (নজরুল-প্রদত্ত নাম 'প্রমীলা')-র সঙ্গে বিয়ে ২৫শে এপ্রিল। হাওড়ায় বসবাস। প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম - শৈশবেই অকালমৃত্যু। বিষের বাঁশী ও ভাঙার গান প্রকাশের পরে-পরেই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের (জন্ম ১৮৭০) মৃত্যু, ১৬ই জুন। চিত্তনামা প্রকাশিত। কবি-র পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকার প্রকাশ, ১৬ই ডিসেম্বর (১৫ই এপ্রিল ১৯২৬ পর্যন্ত পত্রিকা সচল)।

১৯২৬ ১৯২৬-২৮: এই তিন বছর কৃষ্ণনগরে অবস্থান। ১২ই আগস্ট থেকে 'লাঙল' পত্রিকা 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও

খুলনা সফর। দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল (অরিন্দম খালেদ)-এর জন্ম। গজল রচনার সূত্রপাত। প্রথম গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই'। 'কালিকলম' (সম্পাদক : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসু) প্রকাশিত। নবপর্যায় মাসিক 'সওগাত' (সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন) প্রকাশিত।

১৯২৭ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা সফর (ফেব্রুয়ারি)। ঢাকা থেকে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' (সম্পাদক : আবুল হুসেন) প্রকাশিত। ঢাকা থেকে 'প্রগতি' (সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু) প্রকাশিত। কলকাতা থেকে কবি বেনজীর আহমদের (১৯০৩-৮৩) অর্থানুকূল্যে মাসিক 'নওরোজ' (সম্পাদক : আফজাল-উল হক) প্রকাশিত। 'মাসিক মোহাম্মদী' (সম্পাদক : মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ) প্রকাশিত। নজরুল এসব পত্রিকার নিয়মিত লেখক।

১৯২৮ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' -এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ঢাকায় আগমন (ফেব্রুয়ারি)। মিস্ ফজিলতুন্নেসা (১৮৯৯-১৯৭৭), উমা মৈত্র ও রানু সোমের (প্রতিভা বসু) সঙ্গে পরিচয়। গ্রামোফোন কোম্পানি ও বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। মাতার মৃত্যু। রংপুর ও রাজশাহী সফর। বর্মণ পাবলিশিং হাউস ও ডি.ওম. লাইব্রেরি থেকে কবির কবিতাসংগ্রহ সঞ্চিতা-র দুটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত - প্রথমটি উৎসর্গ করা হয় মিস্ ফজিলতুন্নেসা-কে, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ-কে। বুলবুল গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত এবং তার গজল গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। কবি-রচিত প্রথম ইসলামী গান 'বাজলো কি রে ভোরের সানাই' ছাপার হরফে প্রকাশিত 'মেয়াজ্জিন' পত্রিকার কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যায়। গানটি শিল্পী মোহাম্মদ কাশেম (কে. মল্লিক)-এর কণ্ঠে এইচ.এম.ভি.-তে রেকর্ড হয়ে ১৯৩২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। এইচ.এম.ভি. গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে বাংলা ভাষায় ইসলামী গানের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এই রেকর্ডে কবি-রচিত গান দুটি হল 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে' ও 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে'। গান দুটির শিল্পী ছিলেন আব্বাসউদ্দীন আহমদ।

১৯২৯ দিনাজপুর সফর (জানুয়ারি)। বছরের প্রথমার্ধে 'বুলবুল সোসাইটি'র পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদান এবং তার জবাবি বক্তৃতা। চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সভাপতির অভিভাষণ। চট্টগ্রাম থেকে সন্দ্বীপ সফর। ১৫ ডিসেম্বর (২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) রবিবার কলকাতার এ্যালবার্ট হলে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে 'জাতীয় কবি' রূপে সংবর্ধনা। সভাপতি : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি : এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)। প্রধান বক্তা : সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫)। কবির তৃতীয় পুত্র কাজী সব্যসাচীর জন্ম (মৃত্যু ১৯৭৯)। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রক্তকমল' নাটকের গান রচনা ও প্রভূত জনপ্রিয়তা। নাটকটি নজরুলকেই উৎসর্গ করা হয়। মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' নাটকের সব গান নজরুলের। মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের গান রচনা ও ব্যাপক লোকপ্রিয়তা।

১৯৩০ বুলবুলের মৃত্যু (৭/৮ই মে)। প্রলয়-শিখা ও চন্দ্রবিন্দু কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত

ও বাজেয়াপ্ত। মাসিক 'জয়তী' (সম্পাদক : আবদুল কাদির) প্রকাশিত। মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের জন্য গান রচনা ও ব্যাপক লেখকপ্রিয়তা। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটকের জন্য একগুচ্ছ সঙ্গীত রচনা। স্বনির্বাচিত সঙ্গীতসংগ্রহ নজরুল-গীতিকা প্রকাশিত।

১৯৩১ ২১শে ফেব্রুয়ারি 'ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড'এ 'সুরভাণ্ডারী' নিযুক্ত। ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ, শেষ-পর্যন্ত এই কারাদণ্ডাদেশ কার্যকর হয়নি। কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধের জন্ম (মৃত্যু ১৯৭৪)। 'নাট্যনিকেতন'-এর সঙ্গে যুক্ত। 'ধূপছায়া' নামের একটি চলচ্চিত্র পরিচালনা (?)। দার্জিলিং ভ্রমণ। জাহানারা বেগম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সদলবলে দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নাট্যনিকেতনে কবি-রচিত 'আলেয়া' নাটক মঞ্চস্থ। ধীরাজ ভট্টাচার্য, নীহারবালা প্রমুখের অভিনয়। নাট্যনিকেতনে মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' নাটকের গীতিকার ও সুরকার। নাট্যনিকেতনে অভিনীত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' নাটকে অন্যের লেখা গানে নজরুলের সুরারোপ।

১৯৩২ সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৩৩ ৩রা ডিসেম্বর পাইওনিয়ার কোম্পানির ফিল্ম ডিরেক্টর হিসেবে চুক্তিবদ্ধ। এইচ.এম.ভি. রেকর্ড কোম্পানি থেকে পুতুলের বিয়ে নাটিকা প্রকাশিত। মুহম্মদ হবীবুল্লাহ [হবীবুল্লাহ বাহার] ও শামসুন নাহার [শামসুন নাহার মাহমুদ]-সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকা প্রকাশিত। যোগেশ চৌধুরীর 'মীরাবাঈ' রেকর্ড-নাট্যে নজরুল-রচিত গান।

১৯৩৪ ১লা জানুয়ারি নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথ দে-পরিচালিত 'ধ্রুব' ছায়াছবি কলকাতার 'ক্রাউন টকি হাউসে' মুক্তিপ্রাপ্ত। এই চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়। সঙ্গীত-পরিচালক। গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' স্থাপন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'প্রতাপাদিত্য' রেকর্ড নাটিকার ১০টি গানের মধ্যে ৫টি গান রচনা। যোগেশ চৌধুরীরই 'কৃষ্ণসখা সুদামা' রেকর্ড-নাটিকার জন্য দুটি গান রচনা। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'চক্রব্যূহ' নাটকের জন্য কবি রচনা করেন ৭টি গান।

১৯৩৫ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিচালিত 'পাতালপুরী' ছায়াছবিতে গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা। কাহিনী : শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। নজরুল-রচিত 'বিয়ে-বাড়ি' রেকর্ড নাটিকা প্রকাশিত। ধীরেন দাস, মিস বীণাপাণি প্রমুখের অভিনয়। এই রেকর্ড-নাট্যের একটি গানে আশ্চর্যময়ীর সঙ্গে কণ্ঠ প্রদান। মন্মথ রায়ের 'লাইলী মজনু' রেকর্ড নাটিকার সঙ্গীত রচনা। অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীদাস' রেকর্ড নাটকে তিনটি গান, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'সুভদ্রা' নাটিকার জন্য ৬টি গান রচনা। রেকর্ডে নজরুলের নকশা 'ভ্যাবাকান্ত'।

১৯৩৬ ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব। এইচ.এম.ভি. থেকে 'বিদ্যাপতি' রেকর্ড নাটিকা প্রকাশিত। এইচ.এম.ভি. থেকে প্রকাশিত মন্মথ রায়-রচিত 'সুরথ-উদ্ধার' রেকর্ড নাটিকায় সঙ্গীত রচয়িতা ও সুর-সংযোজক। মন্মথ রায়ের 'নরমেধ' রেকর্ড নাটিকার ৫টি গান নজরুলের। এইচ.এম.ভি থেকে নজরুল-রচিত 'ঈদুল ফিতর' রেকর্ড নাটিকা প্রকাশিত। রঙমহলে অভিনীত সুধীন্দ্রনাথ রাহার 'সর্বহারা' নাটকের জন্য ৭টি গান রচিত. রঙমহলে

অভিনীত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'নন্দরানীর সংসার'-এ নাট্যকার-রচিত গানে সুর সংযোজনা।

১৯৩৭ চারু রায়-পরিচালিত 'গ্রহের ফের' ছায়াছবিতে অজয় ভট্টাচার্যের (১৯০৬-৪৩) গানে সুরারোপ ও সঙ্গীত পরিচালনা। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত-অসুস্থতার আগে পর্যন্ত। নাট্যনিকেতনে অভিনীত মন্মথ রায়ের 'সতী' নাটকে নজরুলের ১০টি গান। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' রেকর্ড-নাটকের সঙ্গীত রচনা ও সুর সংযোজনা।

১৯৩৮ নজরুল-রচিত 'দেবীস্তুতি' বেতারে সম্প্রচার। দেবকীকুমার বসু (১৮৯৮-১৯৭১)- পরিচালিত 'বিদ্যাপতি' ২রা এপ্রিল কলকাতার 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ। কাহিনী নজরুলের। দেবকীকুমার বসু-পরিচালিত হিন্দী 'বিদ্যাপতি' মুম্বাই ও করাচিতে ডিসেম্বরে প্রদর্শিত। এইচ.এম.ভি. থেকে রেকর্ড নাটিকা 'জন্মাষ্টমী' প্রকাশিত। দেবদত্ত ফিল্ম প্রযোজিত 'গ্রহেরফের' ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা। কাহিনী : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। নরেশচন্দ্র মিত্র (১৮৮৮-১৯৭১)-পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা। নাট্যনিকেতনে অভিনীত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের ৫টি গান রচনা ও সুর যোজনা। রেকর্ড নাটিকার সঙ্গীত ও সুর রচনা। প্রণব রায়ের 'বর্ণচোরা ঠাকুর' বেতার-নাটিকায় নজরুলের একটি গান। বিরজাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ-এর মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব। দেবকীকুমার বসু-পরিচালিত 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা- ২৭শে মে কলকাতার 'পূর্ণ' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি। গীতিকার নজরুল ও অজয় ভট্টাচার্য। এর হিন্দী 'সাপেড়া' ছায়াচিত্রও তৈরি হয়েছিল। স্বরচিত 'মধুমালা' নাটক নাট্যভারতীতে মঞ্চস্থ হয়। রাধারানী, হরিমতি, জহর গাঙ্গুলি, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনয় করেন। এইচ.এম.ভি থেকে নজরুল-রচিত 'পুরনো বলদ নতুন বউ' এবং 'আল্লার রহম' নাটক দুটি প্রকাশিত। কবি-রচিত 'বিজয়া' ও 'হরপ্রিয়া' বেতারে সম্প্রচার। বেতারে জগৎ ঘটকের 'উদাসী ভৈরব' নাটিকায় ৪টি গান এবং জগৎ ঘটকেরই 'ঝুলন' নাটিকায় ৫টি গান নজরুলের। প্রণব রায়ের বেতার-নাটক 'জবা ও চন্দনে' নজরুলের ৭টি গান। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত মহেন্দ্র গুপ্তের 'দেবী দুর্গা' নাটকের ১২টি গানের গীতিকার ও সুরকার নজরুল। মহেন্দ্র গুপ্তের 'রুক্মিনীমিলন' রেকর্ড-নাটকের গানগুলি ছিল নজরুলের লেখা।

১৯৪০ কলকাতায় সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)-র নামে প্রতিষ্ঠিত 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন। এ বছর বেতারে নজরুলের রচনা ও প্রযোজনায় 'নবরাগমালিকা' নামে নজরুল-সৃষ্ট নতুন রাগ-রাগিণী সংবলিত অনুষ্ঠান সম্প্রচার। মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে বক্তৃতা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-৭৬)-পরিচালিত 'নন্দিনী' ছায়াছবির গীত রচনা - এই ছায়াছবি ৮ই নভেম্বর কলকাতার 'পূর্ণ' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অভিনয় নয়' চলচ্চিত্রের অন্যতম গীতিকার। বেতারে নজরুল-রচিত 'কাবেরী-তীরে'

গীতিনাট্য সম্প্রচার। আকাশবাণী থেকে ছোটদের 'জাগো সুন্দর চির কিশোর' নাটক সম্প্রচারিত। এইচ.এম.ভি. থেকে 'বনের বেদে' রেকর্ড নাটিকা প্রকাশিত- গীতিকার ও সুরকার নজরুল। মন্মথ রায়ের 'কাফন-চোরা' রেকর্ড-নাট্যের গানগুলি নজরুলের। বেতারের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রচারিত হয় নজরুল-রচিত গীতিচিত্র 'আকাশবাণী'। সুরারোপিত 'সারঙ্গ-রঙ্গ' বেতারে সম্প্রচারিত। বরদাচরণ মজুমদারের মৃত্যু। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা' নাটকে ১৪টি গান নজরুলের। মিনার্ভায় অভিনীত আশুতোষ সান্যালের 'বন্দিনী' নাটকের সুরকার নজরুল এবং একটি গানের রচয়িতা। মিনার্ভায় অভিনীত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হরপার্বতী' নাটকের গীতিকার ও সুরকার নজরুল। দেবেন্দ্রনাথ রাহার 'অর্জুন বিজয়' নাটকের গীতিকার ও সুরকার নজরুল। ১২ই ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯৪১ শেরে-বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের উদ্যোগে পুনঃপ্রকাশিত দৈনিক 'নবযুগ'-এর প্রধান সম্পাদক হিসেবে যোগদান। ১৬ই মার্চ বনগাঁ-র সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব। ৫ ও ৬ই এপ্রিল 'মুসলিম ইন্সটিটিউট হল' - এ 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব। ২৫শে মে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) সভাপতিত্বে নজরুলের জন্মোৎসব। ১২ জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) কালিন্দী উপন্যাসের স্বকৃত নাট্যরূপ 'কালিন্দী' অভিনীত হলো নাট্যনিকেতনে - এই নাটকের গানগুলির রচয়িতা নজরুল। এইচ.এম.ভি থেকে নজরুল-রচিত 'বিলাতী ঘোড়ার বাচ্চা' ও 'বাঙালির ঘরে হিন্দী গান' কৌতুক নাটিকাদ্বয় প্রকাশিত। বেতারে সম্প্রচারিত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'হরপার্বতী' নাটকের ১১টি গানের রচয়িতা ও সুরকার নজরুল। ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ। এই উপলক্ষে শোকসন্তপ্ত নজরুলের কবিতা ও গান রচনা, আকাশবাণী থেকে স্বকণ্ঠে কবিতা ও সঙ্গীত সম্প্রচার। নজরুল-রচিত 'শারদশ্রী' বেতারে সম্প্রচার। মিনার্ভায় অভিনীত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'ব্ল্যাকআউট' প্রহসনের ২টি গান নজরুলের। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'নন্দিনী' ছায়াছবিতে নজরুলের ১টি গান।

১৯৪২ হিন্দী 'চৌরঙ্গী' ছায়াছবিতে গীত রচনা - ৪ঠা জুলাই মুক্তিপ্রাপ্ত। বাংলা 'চৌরঙ্গী' ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালক - ১২ই সেপ্টেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত। অসুস্থ ও ক্রমশ বাক্‌শক্তিরহিত। লুম্বিনী পার্ক ও রাঁচির মানসিক হাসপাতালে ব্যর্থ চিকিৎসা।

১৯৪৩ প্রেমাঙ্কুর আতর্থী-পরিচালিত 'দিকশূল' ছায়াছবিতে নজরুলের ২টি গান। কাহিনী : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪)-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ । ১০ : ২) প্রকাশিত।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অভিনয় নয়' ছায়াছবিতে নজরুলের ১টি গান।

১৯৪৬ নজরুলের পরিবারের সদস্যা তাঁর শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ।

১৯৪৯ কবি সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)-এর নজরুল-প্রতিভা (বর্মণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা) প্রকাশিত।

১৯৫৩ ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে ব্যর্থ চিকিৎসা - ১০ই মে বিদেশে গমন, ১৫ই ডিসেম্বর দেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯৬০ ভারত সরকার-কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬৬ নজরুল-রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। কবির মৃত্যুর পরে ১৯৮৪ সালে (পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ) প্রাথমিকভাবে সমগ্র নজরুল-রচনা সংকলন সম্পূর্ণ হয়। এই রচনাবলী-র সম্পাদক আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪)। দশ বছর পরে (১৯৯৩) নজরুল-রচনাবলী নতুনভাবে চার খণ্ডে পুনঃসম্পাদিত হয় নয়জনের একটি সম্পাদনা-পরিষদ-কর্তৃক - এই সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি আনিসুজ্জামান।

১৯৬৯ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক সম্মানসচক ডি.লিট.উপাধি দান।

১৯৭২ ২৪শে মে বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ উমা কাজী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সমেত কবি বাংলাদেশে আনীত। ধানমণ্ডিস্থ 'কবিভবন'-এ অবস্থান।

১৯৭৪ ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিসহ আরো কয়েকজনকে সম্মানসূচক ডি.লিট. উপাধি প্রদান। কিন্তু নজরুলানুরাগীদের পক্ষ থেকে কবিকে পৃথকভাবে এই সম্মাননা প্রদানের জন্য দাবী জানানো হয়। এ কারণে ঐদিন কবি সম্মানসূচক ডি.লিট-এর সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেননি।

১৯৭৫ নজরুলানুরাগীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২৫শে জানুয়ারি কবিকে এককভাবে বঙ্গভবনে নিয়ে তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডি.লিট-এর সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। কবিকে ২২শে জুলাই 'কবিভবন' থেকে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল স্থানান্তর।

১৯৭৬ জানুয়ারি মাসে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মান জানান বাংলাদেশ সরকার। ঐ বছরই কবিকে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করা হয়। ২৫শে মে কবিকে সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' উপহার দেওয়া হয়। মৃত্যু : ২৯শে আগস্ট, ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩, রবিবার। ১১৭ নং কেবিন, পি.জি. হাসপাতাল, ঢাকা। সেদিনই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবিকে সমাহিত করা হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গ্রন্থপঞ্জি

১ *ব্যথার দান* (গল্প)। ১৯২২। মোসলেম পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

২ *অগ্নি-বীণা* (কবিতা)। ১৯২২। আর্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

৩ *যুগ-বাণী* (প্রবন্ধ)। ১৯২২। আর্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯২২। প্রত্যাহার ঃ ১৯৪৭।

৪ *রাজবন্দীর জবানবন্দী* (প্রবন্ধ)। ১৯২৩। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৫ *দোলন-চাঁপা* (কবিতা) ১৯২৩। আর্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

৬ *বিষের বাঁশী* (কবিতা)। ১৯২৪। কল্লোল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯২৪। প্রত্যাহার ঃ ১৯৪৫।

৭ *ভাঙার গান* (কবিতা)। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯২৪। দ্বি. সং ঃ ১৯৪৯।

৮ *রিক্তের বেদন* (গল্প)। ১৯২৪। ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

৯ *ছায়ানট (কবিতা)*। ১৯২৫। বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

১০ *চিত্তনামা (কবিতা)*। ১৯২৫। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

১১ *সাম্যবাদী (কবিতা)*। ১৯২৫। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, কলকাতা।

১২ *পূবের হাওয়া (কবিতা)*। ১৯২৬। ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

১৩ *ঝিঙে ফুল* (কিশোর কবিতা)। ১৯২৬। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

১৪ *সর্বহারা (কবিতা)*। ১৯২৬। বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

১৫ *রুদ্র-মঙ্গল (প্রবন্ধ)*। ১৯২৬। নজরুল ইসলাম। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯২৬।

১৬ *দুর্দিনের যাত্রী (প্রবন্ধ)*। ১৯২৬। নজরুল ইসলাম। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯২৬।

১৭ *ফণি-মনসা* (কবিতা)। ১৯২৭। বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

১৮ *সিন্ধু-হিন্দোল* (কবিতা)। ১৯২৭। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

১৯ *বাঁধন-হারা* (উপন্যাস)। ১৯২৭। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২০ *সঞ্চিতা* (কবিতাসংগ্রহ)। ১৯২৮। বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

২১ *সঞ্চিতা* (কবিতাসংগ্রহ)। ১৯২৮। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২২ *বুলবুল* (গান)। ১৯২৮। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২৩ *জিঞ্জীর* (কবিতা)। ১৯২৮। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২৪ *চক্রবাক* (কবিতা)। ১৯২৯। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২৫ *সন্ধ্যা* (কবিতা)। ১৯২৯। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২৬ *চোখের চাতক* (গান) ১৯২৯। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২৭ *নজরুলের গান* (গান)। ১৯৩০। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

২৮ রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (অনুবাদ-কবিতা)। ১৯৩০। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা।

২৯ *ঝিলিমিলি* (একাঙ্ক নাটক) ঃ ১৯৩০। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩০ নজরুল-গীতিকা (গানসংগ্রহ)। ১৯৩০। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা।

৩১ প্রলয়-শিখা (কবিতা)। ১৯৩০। নজরুল ইসলাম। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯৩০। প্রত্যাহার ঃ ২৯৪৮।

৩২ মৃত্যু-ক্ষুধা (উপন্যাস)। ১৯৩০। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩৩ চন্দ্রবিন্দু (গান)। ১৯৩১। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। বাজেয়াপ্ত ঃ ১৯৩১। প্রত্যাহার ঃ ১৯৪৫।

৩৪ কুহেলিকা (উপন্যাস)। ১৯৩১। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩৫ নজরুল-স্বরলিপি (স্বরলিপি)। ১৯৩১। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩৬ আলেয়া (গীতিনাট্য)। ১৯৩১। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩৭ শিউলিমালা (গল্প) ১৯৩১। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৩৮ সুর-সাকী (গান)। ১৯৩২। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এন্ড সন্স, কলকাতা।

৩৯ জুলফিকার (গান)। ১৯৩২। এম্পায়ার বুক হাউজ, কলকাতা।

৪০ বনগীতি (গান)। ১৯৩২। এম্পায়ার বুক হাউজ, কলকাতা।

৪১ কাব্য আমপারা (অনুবাদ)। ১৯৩৩। করিম বখ্‌শ্ ব্রাদার্স, কলকাতা।

৪২ পুতুলের বিয়ে (শিশুকিশোরতোষ কবিতা)। ১৯৩৩। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৪৩ গুলবাগিচা (গান)। ১৯৩৩। গ্রেট ইস্টার্ন লাইব্রেরী, কলকাতা।

৪৪ সুর-লিপি (স্বরলিপি)। ১৯৩৪। গুরুদাস চ্যাটার্জী এন্ড সন্স, কলকাতা।

৪৫ সুর-মুকুর (স্বরলিপি)। ১৯৩৪। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৪৬ গীতি-শতদল (গান)। ১৯৩৪। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

৪৭ গানের মালা (গান)। ১৯২৪। গুরুদাস চ্যাটার্জী এন্ড সন্স, কলকাতা।

৪৮ মক্তব সাহিত্য (পাঠ্যপুস্তক)। ১৯৩৫। খোন্দকার আবদুল জব্বার, কলকাতা।

৪৯ নির্ঝর (কবিতা)। ১৯৩৮। মোহসীন এন্ড কোং। কলকাতা।

সংযোজন

১ প্রলয়ংকর (কবিতা)। ১৯২৫। সম্ভবত পুলশ প্রেসে নষ্ট করে দেয়। সূত্র ঃ আজহারউদ্দীন খান।

২ নমস্কার (কবিতা)। ১৯২৫। সম্ভবত পুলশ প্রেসে নষ্ট করে দেয়। সূত্র ঃ আজহারউদ্দীন খান।

৩ বিদ্যাপতি (রেকর্ড-নাট্য)। ১৯৩৮। হিজ মাস্টার্স কোম্পানীর মাসিক পুস্তিকা।

৪ বনের বেদে (রেকর্ড-নাট্য)। ১৯৪০। স্বতন্ত্র পুস্তিকা।

৫ ধ্রুব (চলচ্চিত্রে রূপায়িত কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার ও গানের পুস্তিকা)। ১৯৩৯। সূত্র ঃ আবদুল আজিজ-আল ম্যান।

৬ সাপুড়ে (চলচ্চিত্রে রূপায়িত কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার ও গানের পুস্তিকা) ১৯৩৯। সূত্র ঃ আবদুল আজিজ-আল আমান।

৭ শিউলিমালা (গান) লুপ্ত গ্রন্থ। সূত্র ঃ কল্পতরু সেনগুপ্ত।

৮ সুগোপন (বেতার-নাটক)। ১৯৪০। লুপ্ত। সূত্র ঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

৯ দারা শিকোহ (বেতার-নাটক)। পাণ্ডুলিপি-বদ্ধ।

১০ সিরাজগঞ্জ অভিভাষণ। স্বতন্ত্র পুস্তিকা।

গানের বিষয় বৈচিত্র্য হিসেবে গানগুলির বাণী
যথাসাধ্য ত্রুটি মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
তবু অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো পরের সংস্করণে ঠিক
করে দেওয়া হবে।